সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

১৭

ধোয়ী : রাজশেখর : বল্লাল : ভবভূতি

প্রধান উপদেষ্টা
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদকমণ্ডলী :
জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য /
ডঃ রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল।

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার
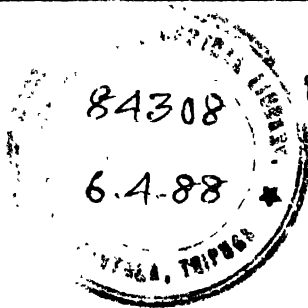
নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু
সহযোগী / রত্না বসু
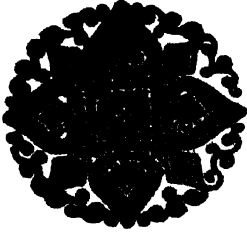
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

বিক্রয় মূল্য : ষাট টাকা

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
VOL. XVII.

প্রধান উপদেষ্টার কথা

আমাদের পরিকল্পিত প্রথম পর্যায়ের শেষ—এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের পালা—নবম থেকে অষ্টাদশ খণ্ড।

এখন আর অজ্ঞাতকুলশীল নই, প্রথম পরিচয়ের সসংকোচ মনোভাবও কেটে গেছে ; আপনাদের প্রসাদপুষ্ট শিশু আজ যৌবনশ্রীর অধিকারী। আজ তার বলবার দিন এসেছে—'গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি'। নবপত্রের নিষ্ঠা, শক্তি ও আন্তরিকতার পরিচয় যাঁরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তার এই নূতন যাত্রাকে অভিনন্দিত করবেন। এ যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা নিয়ে আমরা কোনো প্রবন্ধ রচনা করতে চাই না—সে কাজের জন্যে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত রয়েছেন। সংস্কৃতের পঠন-পাঠন জাতির পক্ষে অপরিহার্য কিনা, সে প্রসঙ্গও তুলতে চাই না—সে কাজ অসংখ্য শিক্ষাব্রতীরা করবেন। আমাদের লক্ষ্য, সংস্কৃতের জন্যে বিশেষ রুচি সৃষ্টি এবং তারই মাধ্যমে আমাদের বিলুপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তোলা।

এই রুচি ও চেতনা নিয়ে সকলকেই অকুণ্ঠ আগ্রহে তাদের জাতীয় সাহিত্য অনুশীলনে এগিয়ে আসবেন, এ আমাদের শুধু বিশ্বাস নয়—সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাই সাহিত্যসম্ভারের সামনে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বা ঐচ্ছিক—এ সমস্যা নেই। দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা ঘোষণা করতে চাই—শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই সংস্কৃতপাঠ 'অপরিহার্য'। আমরা বিশ্বাস করি, সংস্কৃতকে দূরে রেখে সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না, সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জাতির মানবিকতা আজ বিপর্যস্ত। 'মহতী বিনষ্টি'র সম্মুখীন এই রুগ্ণ জাতির পক্ষে প্রথম এবং একমাত্র ব্যবস্থা—সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলন, 'নান্যঃ পন্থাঃ'।

আপনারা সংস্কৃতকে স্বাগত জানিয়েছেন, আপনাদের কাছে এই অবসরে জনান্তিকে এই কথাও জানিয়ে রাখি—সংস্কৃত চিরঞ্জীব, এর মৃত্যু নেই। আমি মনে করি, সংস্কৃতকে নিয়ে অহেতুক ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই ; ভাবনা তাদের নিয়েই যারা এই সম্পর্কে আজও বিরুদ্ধ ভাবনায় মত্ত।

নবপর্যায়ের আরও দশটি খণ্ডের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম। সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার আপনাদেরই ; আপনারা গুণগ্রাহী সজ্জন, সুতরাং 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু'।

শ্রীগৌরীনাথশাস্ত্রী

অনুবাদক

ধোয়ী	পবনদূত	ঃ	শ্যামাপদ ভট্টাচার্য
রাজশেখর	বিদ্ধশালভঞ্জিকা	ঃ	ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বল্লাল	ভোজপ্রবন্ধঃ	ঃ	চিন্ময়ী চ্যাটার্জী
ভবভূতি	মালতীমাধব	ঃ	অণিমা সাহা

ধোয়ী

পবনদূত

ভূমিকা

কবি ধোয়ীর পরিচিতি

সংস্কৃত দূতকাব্যের নন্দনকাননে মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' পারিজাতকুসুম। মেঘদূতের অগাধ প্রভাব-সলিলে স্নান করে অন্ততঃ ৫৫টি দূতকাব্য উঠে এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে-সবের নিশ্চিত সময় তুলে ধরা আজ কঠিন। তবে সুখের কথা—কবি ধোয়ীকে সঠিক কালের বাঁধনে ধরা অসম্ভব নয়। এ কথা মনে রেখে বলা যায় যে, এই শ্যামবঙ্গদেশে ধোয়ীর পবনদূতই নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম দূতকাব্য।

কিন্তু ধোয়ীর যশ হয়তো মেঘদূতের প্রবল স্রোতে ধুয়ে যাওয়ায় তাঁকে নিয়ে তেমন উচ্ছ্বাস হয় নি। তাঁর কাব্যের কোনো সংস্কৃত টীকা নজরে পড়ে না, ইংরেজি বা বাংলাতেও এ কাব্যের এ পর্যন্ত কেউ তর্জমাও করেন নি। ধোয়ীর কাব্যপ্রতিভা হয়তো বিতর্কের জটাজালে জড়িত; হয়তো তাঁর প্রতিভা মেঘদূতের কবিপ্রতিভার দাসত্বে কিছুটা দুষ্ট; ধোয়ীর প্রতি উত্তরসূরীদের উপেক্ষা ও নীরবতার মূলে হয়তো সমসাময়িক কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের বহুবিস্তৃত প্রভাব রয়েছেন; তবু বাঙালি কবি ধোয়ীকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে সংস্কৃতকাব্যের কথা চিন্তা করা যায় না।

ধূয়ী, ধোয়ী, ধোঈ অথবা ধোয়ীক—এই-সব বিভিন্ন নাম বা উপাধিতে বিভিন্ন গ্রন্থে ও পাণ্ডুলিপিতে কবি ধোয়ী উল্লিখিত। সেনবংশীয় নৃপতি লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ছ'জন পণ্ডিতদের মধ্যে ধোয়ী ছিলেন অন্যতম। গীতগোবিন্দের 'রসিকপ্রিয়া' টীকায় রাণাকুম্ভ (১৪শ খৃঃ) বলেছেন—'ইতি ষট্ পণ্ডিতাস্তস্য রাজ্ঞো লক্ষ্মণসেনস্য প্রসিদ্ধা ইতি রূঢ়িঃ।' এই ছ'জন পণ্ডিত হলেন—উমাপতিধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন, শ্রুতিধর এবং কবি ধোয়ী। কিন্তু প্রচলিত অন্য একটি শ্লোক ভিন্ন কথা বলে। তাতে লক্ষ্মণসেনের দরবারে পঞ্চরত্নের কথা জানা যায়, যেমন—গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥ এ শ্লোকে স্পষ্ট করে ধোয়ীর নাম না থাকলেও কোনো কোনো পণ্ডিত 'কবিরাজ' বলতে ধোয়ীকে মেনে নিতে রাজী আছেন। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব বলেছেন—'ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ' অর্থাৎ ধোয়ী হলেন কবিরাজ। অবশ্য ধোয়ী কাব্যের শেষে নিজেই বলেছেন—'শ্রীধোয়ীকবিরাজবিরচিতং পবনদূতাখ্যম্' ইত্যাদি। ১০১ শ্লোকে আত্মস্তব করে কবি বলেছেন—কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্তী' অর্থাৎ কবিরাজচক্রবর্তী। এর পরের শ্লোকেই নিজেকে 'কবিনরপতি' বলে তুলে ধরেছেন। সুতরাং উক্ত শ্লোকে কবিরাজ শব্দটি থেকে ধোয়ীকে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।

তাছাড়া নামের পরিবর্তে উপাধির বহুল ব্যবহার ভারতে প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায়। সম্রাট অশোক একটি ছাড়া প্রায় সমস্ত শিলালিপিতে 'প্রিয়দর্শী' এই উপাধিতে উল্লিখিত। রসগঙ্গাধরের রচয়িতা জগন্নাথ সাধারণতঃ 'পণ্ডিতরাজ' বলে সমধিক পরিচিত। এরকম বৈশেষিকদর্শনের প্রবক্তা 'কনাদ' বা 'ঔলূক' শব্দদুটিও উপাধি।

কোনো কোনো পণ্ডিত অবশ্য 'কবিরাজ' বলতে 'রাঘবপাণ্ডবীয়ে'-র রচয়িতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু এ-মতের কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই। রাঘবপাণ্ডবীয়ের রচয়িতা কবিরাজ কাদম্ববংশের রাজা বীর কামদেবের অধীনে থেকে কাব্যরচনা করেন।

ধোয়ীর কাল কালস্রোতে একেবারে লয় পায় নি বিশেষতঃ লক্ষ্মণসেনের সভাকবির পদটিই তাঁকে রক্ষা করছে। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল সম্পর্কে যদিও মতভেদ আছে, তবু অধিকাংশের মতে তিনি দ্বাদশ শতকের প্রথম বা দ্বিতীয়ার্ধে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ থেকে বলা যায় কবি ধোয়ী দ্বাদশ শতকের কোনো-এক সময়ে আবির্ভূত হন।

কবির জাতি ও জন্মস্থান গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কেউ বলেন তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, আবার কেউ বলেন তিনি বাঙালি বৈদ্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তিনি কাশ্যপ-গোত্রের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় মতে ধোয়ীপদটি বৈদ্যবংশের দ্যোতক। বৈদ্যবংশ-তালিকায় 'দুহিসেন' এবং 'ধুয়িসেন' নামে যে পদদুটি আছে তার সঙ্গে ধোয়ী-শব্দটি অভিন্ন। ধোয়ীর জাত সম্পর্কে অন্বয় কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। কবিরাজ শব্দটি যদিও বাংলাদেশে বৈদ্যদের বোঝায় তবু সর্বদা তা গ্রহণযোগ্য নয়। জয়দেব জাতে ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর উপাধি ছিল কবিরাজ।

পবনদূতই একমাত্র কাব্য যা ধোয়ীর কাব্যকীর্তিকে ধরে আছে। প্রশ্ন জাগে—এই একটি কাব্যের জন্যেই কি তিনি 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন? পরবর্তীকালে সংকলনগ্রন্থে ধোয়ীর নামে যে ২০টি শ্লোক তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি বর্তমান পবনদূতে দেখা যায় না। কিন্তু কোনো সংকলন গ্রন্থেই ধোয়ীর অন্য কোনো কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ নেই। ধোয়ী অবশ্য নিজে বলেছেন—'বাক্‌সন্দর্ভাঃ কতিচিৎ নির্মিতাশ্চ।' ধোয়ীর এই নিজস্ব উক্তি, তাঁর 'কবিরাজ' উপাধি এবং সংকলনগ্রন্থের ২০টি শ্লোক—এই তিনটি বিষয় থেকে অনুমান করা যায় ধোয়ীর একাধিক রচনা থাকা অসম্ভব নয়। তবে কালের কবল থেকে 'পবনদূত'-ই আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ উঠে এসেছে।

কাহিনী

দূত-কাব্যের কাহিনীরূপে ধোয়ীর পবনদূত এক বিরল নজির। এ কাহিনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, বাংলার অধিকাংশ দূত-কাব্য যেখানে গতানুগতিক রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে আশ্রয় করে রচিত, সেখানে এই দূতকাব্যের মূলে আছেন একজন ঐতিহাসিক পুরুষ—বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেন।

মলয়পর্বতে কনকনগরীতে থাকে এক নবযৌবনা গন্ধর্বকন্যা—নাম কুবলয়বতী। একদা ভুবনবিজয়ে নিরত লক্ষ্মণসেনকে দেখে সেই বালিকা হয় পুষ্পশরাহতা। বসন্তে প্রেমবেদনা অসহ্য হলে সে মলয়পবনকে বঙ্গেশ্বরের কাছে বার্তা বহন করার অনুরোধ জানায়।

প্রেমের বার্তা বহনের জন্যে প্রথমে সে পবনের স্তব করে। পরে মলয় থেকে বঙ্গাধিপের রাজধানী বিজয়পুরে যাবার পথের বর্ণনা দেয়। মেঘদূতের পূর্বমেঘে মেঘের যাত্রাপথের যেমন বিচিত্র বর্ণনা আছে, এ কাব্যে তারই অনুকরণে বিচিত্র সৌন্দর্যময় নগর, জনপদ এবং গিরি-নদীর বর্ণনা দেখা যায়। মলয়পর্বত ও বিজয়পুরের মধ্যে প্রায় সমস্ত প্রখ্যাত বিষয়গুলির বর্ণনায় কবি অকৃপণভাবে তার শক্তি প্রয়োগ করেছেন। পরিশেষে রাজধানী বিজয়পুরের বর্ণনা করে রাজপ্রাসাদে পবনকে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। তারপর কুবলয়বতীর বিরহবিধুর অবস্থার নিদারুণ বর্ণনার মধ্যে কাব্যের সমাপ্তি সুর বেজে উঠে।

প্রেমের কাব্য পবনদূত

নায়িকা কুবলয়বতীকে কেন্দ্র করে পবনদূতের কবি প্রেমের যে ছবি এঁকেছেন তা ভারতীয় জীবনবোধের রসে নিষিক্ত। ভুবনবিজয়ে রত নায়ক লক্ষ্মণসেন তাঁর দৃষ্টিপথে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নায়িকা তাঁকে গভীরভাবে ভালোবেসেছে। নায়কের কথা তার জানা নেই, কেবল আপন মনের গভীরে অনুভব করে তীব্র যাতনা এক অজ্ঞাত হৃদয়ের জন্যে। নায়িকার আপন মানস-কামনার আলোকে উদ্ভাসিত পবনের যাত্রাপথ।

নগরের প্রাসাদে প্রাসাদে রমণক্লান্ত রমণী, তাদের রতিজ মান অভিমান, নদীসলিলে জলকেলিরত যুবতীদের প্রণয়কলরোল, তীরে তীরে কুঞ্জবনে রতিচতুর নারীদের শৃঙ্গার-লীলা, মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীদের প্রণয়রমণীয় নৃত্য, প্রেমের তৈলে চিত্তের শিখা সিক্ত করে কামাগ্নি জ্বালিয়ে নিবিড় তিমিরে প্রেমিকার অভিসার, সুন্দরী বনিতাদের রমণীয় ভ্রূবিলাস, অচেতন সাগরে-সরিতে মিশে প্রণয়লীলা—এ সবই নায়িকার আপন কামনার মাধুরী দিয়ে গড়া এক আশ্চর্য বাসনার কল্পলোক।

কিন্তু কামনাই জীবনের সব নয়। এর ঊর্ধ্বে আছে এক কর্তব্যের জগৎ। সেখান থেকে বিচ্যুতি হলেই নেমে আসে দুর্বাসার অভিশাপ, দেখা দেয় দেবরোষ, দুর্বার হয় প্রভুশাপ। নায়িকা কুবলয়বতী কামনায় অন্ধ নয়। কর্তব্যের কথা ভেবেই সে পবনকে বলে—'কার্যোত্তপ্তে মনসি লভতে নাবকাশং বিলাসঃ।' তাই রাজার অবকাশসময়ে নিজের কথা বলার অনুরোধ জানায়।

কাম বা প্রেমের সৌন্দর্যলোক থেকে যখন আমরা গৌড়রাজ্যের রাজধানী বিজয়পুরের মাটিতে আসি, তখনই শোনা যায় শত্রুপুরীর বনিতাদের কান্নার রোল, দেখা যায় অশ্রুভরা আকস্মিক বিদ্যুৎপাত। তাদের দুঃখ দেখে অরিনগরীর শারিকাও বিলাপ করে। তারপর এ বিলাপে মিশে যায় কুবলয়বতীর আত্মবিলাপ। বাস্তবে এসে দেখা যায় মানসলোকের পরম ঈপ্সিতকে পাওয়া উদ্বাহু বামনের প্রাংশুলভ্য ফলের মতো অসম্ভব। এর সঙ্গে আমাদের চিরকালের বিচ্ছেদ। তাই অজস্র প্রেমশুদ্ধি নিয়েও কুবলয়বতীর প্রশ্ন—'কোন্ পুণ্যের বলে তার চরণযুগলের সংবাহনে সমর্থ হব?'

মলয়পর্বতে কনকনগরীর প্রাসাদশীর্ষে কুবলয়বতী নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে শ্যাম গৌড়ভূমির দিকে। হু হু শব্দে বাতাস বয়ে যায়। বায়ুভরে উড়ে যায় এলোচুল। বেলা পড়ে যায়, চাঁদ হাসে। কিন্তু কুবলয়বতীর দিন কাটে না; তার মানসগগনে চাঁদ ওঠে না। অজস্র শীতল মলয়সমীরেও তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। সব কিছুতে তার বিরাগ (ন ত্রিভুবনমপি প্রীতয়ে দুঃখিতানাম্)। দুবাহু বাড়িয়ে শুধু বলতে ইচ্ছে করে—

> 'এসো সুপ্তি, এসো শান্তি,
> এসো প্রিয়ে, মুগ্ধমৌন সকরুণ কান্তি,
> বক্ষে মোরে লহো টানি, শোয়াও যতনে
> মরণসুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি-শয়নে।'

তবু ওপার থেকে কোনো উত্তর আসে না। সেই প্রিয়তমের অঙ্গ স্পর্শ করে এক ঝলক বাতাসও আসে না (ত্বৎসকাশাৎ আগচ্ছন্তীং পবনলহরীমপ্যনাসাদয়ন্ত্যাঃ)। তখন সমস্ত সত্তা দিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়—'সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ পারে।' এ এক চিরবিরহের বাণী, অতলস্পর্শ বিরহ।

ধোয়ীর রচনা শৈলী

গীতগোবিন্দের রসমঞ্জরীর টীকাকার এবং অন্যান্য টীকাকারেরা ধোয়ীর রচনারীতি সম্পর্কে বলেছেন—কাব্যিকগুণের জন্যে ধোয়ীর প্রসিদ্ধি ছিল না। তাঁর কবিরাজ উপাধি অহংবোধ ও আতিশয্যে ভরপুর। তিনি ছিলেন অসাধারণ শ্রুতিধর। অন্যান্য গুণের জন্যে তাঁর খ্যাতি ছিল। জয়দেবের কাব্য সম্পর্কে তাঁরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় গীতগোবিন্দের টীকাকারেরা জয়দেবের প্রশংসা করবেন এবং অন্যদের কটাক্ষ করবেন—এটা হতেই পারে। অথবা একথাও বলা যায় যে, টীকাকারেরা ধোয়ীর রচনারীতির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত না হয়েই এরকম বিরূপ মন্তব্য করেছেন। যা হোক, টীকাকারদের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, পরবর্তিকালের নিরিখে ধোয়ীর কবিকৃতি খুব উচ্চমানের ছিল না।

কিন্তু অনেক কারণে বলা যায় উত্তরসূরীদের কাছ থেকে ধোয়ীর যে সম্মান পাওয়া উচিত ছিল, তিনি তা পান নি। তাঁর 'কবিরাজ' উপাধি নিয়ে রসমঞ্জরীর টীকাকার ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু ধোয়ী কি সত্যিই এই ব্যঙ্গের পাত্র? বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণসেন তাঁর এই মর্যাদাপূর্ণ উপাধি কোনো কাব্যিক গুণ ছাড়াই সহ্য করে নেবেন—এ কথা অনুমান করা কঠিন। তিনি রাজার কাছ থেকে যে-সব লোভনীয় উপহার (১০১ শ্লোকে বর্ণিত) পেয়েছেন, তা থেকে মনে হয় তিনি কোনো নিম্ন মানের কবি ছিলেন না।

কবি নিজেই বলেছেন তাঁর রচনারীতি বৈদর্ভী, অমৃতস্রাবী তাঁর বাক্‌সন্দর্ভ। কবির সহজ সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষা অমৃতের মতো শ্রুতিসুখকর, এর সঙ্গে মিশে আছে অলংকার–সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অর্থান্তরন্যাস। বহু ভারতীয় কবির মতো ধোয়ীও গতানুগতিকা এবং চিরাচরিত প্রথা থেকে মুক্ত নন। এর ফলে কাব্যে অভিনবত্ব ও অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে অনেকাংশে সম্ভব হয় নি। বিরহে চিরাচরিত উপকরণ সেই চাঁদ, চন্দন, মৃণাল, উৎপল, প্রমোদকানন, নদীতীরের নিকুঞ্জবন, তালপাতা, দীর্ঘশ্বাস তাঁর বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। রমণে অভিসারে সেই একই গতানুগতিকতা।

কালিদাসের ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কল্পনার বিপুল সমারোহ ধোয়ীর কাব্যে না থাকলেও বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি অনেক স্থলে নিপুণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। জ্যোৎস্নালোকে প্রমোদ-উদ্যানে মদনসেনাদের স্বর্গ-আক্রমণের মহড়া, প্রাসাদে প্রাসাদে রমণক্লান্ত রমণীদের মুক্তকেশের নিসর্গ-সৌন্দর্য, সলিলে সলিলে বিন্ধ্যপাদে গজগর্জনে চকিত মানিনী ভিল-রমণীদের ভর্তার কণ্ঠাশ্লেষ, পল্বলভরা পল্লীতে পল্লীতে শবরীদের প্রণয়লোভে পথিকজনের নিরন্তর বিচরণ, কুঞ্জে কুঞ্জে রতিচতুর রমণীদের শৃঙ্গারলীলা, অতৃপ্ত-যৌবনা দ্রাবিলাসিনীদের রতিপ্রেমের অভিমান, সরিতে সাগরে বিচিত্র প্রণয়লীলা, অভিসারিকাদের অলক্তরাগচিহ্নিত নৈশ মার্গ—আমাদের মানসলোকে এক নিত্য সৌন্দর্যের রাজ্য সৃষ্টি করে। নায়িকা কুবলয়বতীর বিরহযন্ত্রণার যে মর্মস্পর্শী চিত্র (৬৪-৯৪) কবি তুলে ধরেছেন সংস্কৃত সাহিত্যে তা অভিনব। নায়িকার এই সকরুণ নিদারুণ চিত্র মেঘদূতেও দেখা যায় না। কবিত্ব ও বর্ণনার চাতুর্য প্রসঙ্গে 'যৎ সৌধানামুপরি' ইত্যাদি (৩৭ শ্লোক) এবং 'কীদৃক্ কাণ্ডঃ' ইত্যাদি (৬৭ শ্লোক) উদাহরণরূপে উপস্থাপন করা যায়। তাছাড়া সদুক্তিকর্ণামৃতে ধোয়ীর নামে প্রচলিত কয়েকটি শ্লোকে কবির অসাধারণ কবিত্ব এবং প্রতিভার পরিচয় পাওয়া মেলে। যদিও পবনদূত

কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে লেখা, যদিও মেঘদূতের সেই মন্দাক্রান্ত ছন্দের ধীর-লয় গতি বার্তাবাহী মলয়সমীরে, যদিও দক্ষিণের রামগিরি থেকে যক্ষের হৃদয়নিঃসৃত বিরহের আর্তি দক্ষিণে মলয়গিরির গন্ধর্ব কন্যাকে ব্যাকুল করে, মেঘের মতোই পবনের বিচিত্র সৌন্দর্যময় দেশে দেশে বিচরণ, যদিও যক্ষের মানসলোকে উদ্ভাসিত জগতের বিচিত্র লীলা গন্ধর্ববালা কুবলয়বতীর কল্পলোকে নিত্য খেলা করে, যদিও মেঘদূতের ভাষা ও ভাবের বিচিত্র বাহার পবনদূতের শ্লোকে শ্লোকে শোভা পায়, তবুও বলতে দ্বিধা নেই পবনদূত মেঘদূতের নিছক অনুকরণ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সরস কবিত্বের স্পর্শে বিচিত্রভাব ও কল্পনার সমাহারে বহুবর্ণরঞ্জিত সন্ধ্যারাগের মতো পবনদূত এক আশ্চর্য তৃপ্তি ও অপূর্ব সৌন্দর্যে আমাদের অভিভূত করে। এসব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ধোয়ীর 'কবিরাজ'-উপাধি নিরর্থক নয়।

পবনদূতের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত

পবনদূতে মলয়পর্বত থেকে বাংলাদেশে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর পর্যন্ত পথের বর্ণনা আছে। অন্য কয়েকটি দূতকাব্যের মতো পবনদূতেও ভৌগোলিক বৃত্তান্তের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ।

কবি ধোয়ীর সময়ে দক্ষিণভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগের যে পথের বর্ণনা আছে তার সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। লক্ষ্মণসেন যে দক্ষিণভারত জয় করেছিলেন পবনদূতের সে কাহিনীর যদি ঐতিহাসিক কোনো দৃঢ় ভিত্তি থাকত, তাহলে যাত্রাপথের হয়তো একটা সঠিক নিশানা মিলত। লক্ষ্মণসেনের কলিঙ্গ-অভিযান বা দক্ষিণ সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে অভিযানের ইঙ্গিত থাকলেও তিনি যে মলয়পর্বত পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

মলয়পর্বত ও বাংলাদেশের মাঝে পথের বর্ণনায় ভৌগোলিক বৃত্তান্তের সঠিক নির্দেশ কবির অভিপ্রায় নয়, তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল প্রেমের কবিতায় কল্পনার এক বিস্তৃত জগৎ গড়ে তোলা। তা সত্ত্বেও বলা যায় তাঁর বর্ণনায় দক্ষিণভারতের অনেক উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বিষয়ের উল্লেখ আছে।

পবন চলেছে উত্তর পূর্বে, পূর্বে কাঞ্চী থেকে পশ্চিমে কেরালার জনপদের দিকে। এই সুযোগে কবি মলয়পর্বত ও পম্পাপুসরের বর্ণনা করে নিলেন। তবে কোনোটিই দক্ষিণ থেকে বাঙলাদেশের সাক্ষাৎ পথের নির্দেশ দেয় না।

প্রকৃত বর্ণনার আরম্ভ গন্ধর্বদের কনকনগরী থেকে। নিঃসন্দেহে এ এক কাল্পনিক নগর। ধরে নেওয়া যায় এটা হল পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণাংশ। মলয় ছেড়ে পাণ্ড্যদেশ—সম্ভবতঃ দূরত্ব চার মাইলের মতো। পাণ্ড্যদেশের রাজধানীর নাম উরগপুর (তাম্রপর্ণী নদীর তীরে)। কালিদাসও (রঘু ৬/৫৯. ৬০) ঐ একই কথা বলেছেন। ধ্বনিগত বিচারে উরগপুর উরায়ুরের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় তা তাম্রপর্ণী তীরে নয় এবং পাণ্ড্যদেশের রাজধানীও নয়। ইতিহাস বলে পাণ্ড্যদেশের রাজধানী হল দুটি—একটি মাদুরা অন্যটি কোরটক। তাম্রপর্ণীর কাছাকাছি হচ্ছে কোরটক। এই নগরই উরগপুর কিনা এবিষয়ে সন্দেহ আছে।

উরগপুর ছেড়ে পবন যাবে সেতুবন্ধে। সেখানে আছে রামেশ্বর শিবের মন্দির। পরের দ্রষ্টব্যস্থান হল কাঞ্চীপুর—দক্ষিণদিকের ভূষণস্বরূপ। নিঃসন্দেহে এ নগর ছিল

চোলরাজাদের রাজধানী। কাঞ্চী ছিল সুবলানদীর তীরে, বর্তমানে এ নদীর কোনো অস্তিত্ব নেই। কাঞ্চীর বর্তমান নাম কাঞ্চীবেরম্, যা পলর (Palar) নদীর তীরে বিদ্যমান। এই পলর নদীই সুবলা কিনা সে নিয়ে বিতর্ক আছে।

এর পর পবনের যাত্রাপথ কাবেরী। কাঞ্চী থেকে কাবেরী আরও দক্ষিণে। পবন চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ; তাহলে কাঞ্চী থেকে কেমন করে কাবেরী যাবে ? তবে কেরালার উল্লেখ থাকায় একটু ঘুরপথেও বায়ু যেতে পারে। তারপর মাল্যবান পর্বত—দেখার জন্যে পবন পূর্বদিকে বাঁক নেয়। কুপাল (Kupal), মুদ্‌গল (Mudgal), এবং বেলারী (Bellary)-র নিকট রায়চুড় (Raichur) এ পর্বতমালার যে বাঁকা রেখা আছে তার সঙ্গে মাল্যবান অভিন্ন।

মাল্যবানের পূর্বদিকে এক স্থানে 'পম্পাপুসর' হ্রদ থাকা অসম্ভব নয়। এটা খুবই আশ্চর্যের, কবি রামের স্মৃতিজড়িত মাল্যবান আর পম্পাপুসরের কথাই কেবল বলেছেন কিন্তু জনস্থান, দণ্ডকারণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা ঋষ্যমূক প্রভৃতির উল্লেখ করেন নি।

এর পর অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী ছেড়ে পবনকে কলিঙ্গদেশের রাজধানী কলিঙ্গ নগরে যেতে বলা হয়েছে। কালিদাসের সময়ে ও (রঘুঃ ৬/৫৩, ৫৬) কলিঙ্গনগরী সমুদ্রের তীরে ছিল। বর্তমানে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায় সমুদ্রের অদূরে বিদ্যমান 'মুখলিঙ্গম্' নগরই কলিঙ্গ নগরের সঙ্গে অভিন্ন। কলিঙ্গ থেকে বিন্ধ্যাঞ্চল। সম্ভবতঃ অমরকণ্টক পাহাড়ের কোনো স্থানকে বিন্ধ্যপাদ বলে চিহ্নিত করা হয়। এখানেই কোনো স্থান থেকে নর্মদা নদীর উৎপত্তি।

বিন্ধ্য থেকে এরপর পবন যাবে যযাতিনগর। উৎকীর্ণ শিলালিপির প্রমাণ অনুসারে সে নগরী মহানদীর তীরে। কেউ বলেন বৈতরণীতীরে জাজপুর হল যযাতিনগরী ; আবার কেউ বলেন বিনীতপুর (বর্তমানে বিনুকা)। যযাতিনগরী ছেড়ে পবন যাবে সুহ্মদেশে (বাঙলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল)। সুহ্মের বর্ণনায় দেখা যায় বিষ্ণুমন্দির (২৮ শ্লোক), শিবের পুর ও অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি (২৯)। এগুলিকে চিহ্নিত করা বেশ দুরূহ। হাওড়াজেলার শিবপুরই শিবের পুর কিনা তা বলা সম্ভব নয়। ৩১ শ্লোকে বল্লালসেনের গঙ্গার উপর যে সেতু নির্মাণের কথা আছে তা আজ সঠিক বলা কঠিন। তারপর বায়ু চলেছে ত্রিবেণী (হুগলী জেলায়)। এখানে গঙ্গা থেকে যমুনা বেরিয়েছে ; কিন্তু এলাহাবাদের মতো গঙ্গায় মিশে যায় নি। এই যমুনা নিয়েও বিতর্ক আছে। ত্রিবেণী ছেড়ে বায়ু যাবে বিজয়পুর—লক্ষ্মণসেনের রাজধানী। এই নগরীর অবস্থিতি নিয়ে পণ্ডিতমহলে প্রচুর বিতর্ক আছে। কারও মতে রাজশাহীর বিজয়নগর হল বিজয়পুর, কারও মতে বর্তমান নদীয়া এবং বিজয়পুর অভিন্ন। বর্ণনা থেকে জানা যায়—এ নগর ছিল সুহ্মদেশে গঙ্গার তীরে, ত্রিবেণীর উত্তরে। দেও-পাড়ার কাছে বিজয়নগরে বিজয়সেনের শিলালিপি থেকে আবার কেউ বিজয়নগরকেই বিজয়পুর মনে করেন। তবে নদীয়াকে বিজয়পুর মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

মেঘদূতে যে ভৌগোলিক চিত্র পাওয়া যায়, তা কালিদাসের কল্পনা এবং বাস্তবের এক অপূর্ব সমাবেশ। সে ভৌগোলিক বৃত্তি লক্ষ্যপথের সঠিক নিশানা দেয় ; কিন্তু ধোয়ীর যে সে শক্তি ছিল না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সূক্তিরত্নাবলী

১। ভীতঃ সর্বো ভবতি ভুজগাৎ–
সাপ দেখলে সকলে ভয় পায়।

২। কার্যোত্তপ্তে মনসি লভতে নাবকাশং বিলাসঃ –
মন কাজে উদ্বিগ্ন হলে বিলাসের অবকাশ থাকে না।

৩। গাঢ়োদ্ভূতঃ ক্ব খলু গণয়ত্যন্বয়ং স্বার্থিভাবঃ –
গভীরভাবে কাউকে পাবার ইচ্ছা জাগলে কে আর বংশের কথা চিন্তা করে ?

৪। কিংবা নার্যো রমণবিরহে সাহসং নাচরন্তি–
রমণ-বিরহে কী অবিবেচনার কাজই না নারীরা করে থাকে ?

৫। যৎ সত্যং ন ত্রিভুবনমপি প্রীতয়ে দুঃখিতানাম্–
দুঃখার্তদের কাছে ত্রিভুবনও যে আনন্দ দিতে পারে না–এটা সত্যি।

৬। অনুরক্তাঙ্গনানাং জায়ন্তে হি প্রণয়িনি সুধাবীচয়ো বাচিবানি–
অনুরক্ত নারীদের বাক্য প্রণয়ীর কাছে সুধাতরঙ্গের মতো হয়ে থাকে।

৭। কন্যাং লোকে ন খলু সুধিয়ো দূষয়িত্বা ত্যজন্তি–
সংসারে সুধীরা কন্যাকে দোষ না দিয়ে ত্যাগ করে কি ?

মহান মলয়পর্বত—নিখিল পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরতর। সেখানে আছে গন্ধর্বদের এক সুন্দর নিবাস—তার নাম কনকনগরী। সে-নিবাস তার লীলাগৃহের সোনার শিখরগুলি দিয়ে আকাশে যেন আঁচড় কেটে গুণে যায় সুরনগরীর (=অমরাবতীর) শহরতলি-গুলি ॥ ১ ॥

সেখানে কুবলয়বতী নামে এক গন্ধর্বকন্যা থাকে। মনে হয়, সে ছিল কামদেবের জয়শীল শর-কুসুমের চেয়ে কোমল। নবযৌবনা সেই কন্যা ভুবন-বিজয়ে-রত ভূমিপাল-দেব লক্ষ্মণ (সেন)-কে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনোভবের বশীভূত হল ॥ ২ ॥

বালসুলভ অজ্ঞতায় সখীদের কাছেও সে আপন কামনার কথা প্রকাশ করতে পারল না। (ক্রমে) তার তনু পাণ্ডুর আর ক্ষীণ হল। কাতরা হয়ে কাটালো কয়েকটা দিন। মধুমাস এল। দেশান্তরে যাবার জন্যে দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলতে লাগল মলয় বাতাস। গভীর উৎকণ্ঠায় সেই পবনকেই প্রণাম করে সে প্রার্থনা জানালো ॥ ৩ ॥

ওগো পবন, তোমা থেকেই নিখিল জগতের জীবন। স্বভাবে তুমি উদার। মনের পরেই তোমাকে অতি বেগবান বলে লোকে কয়। তাই তোমার কাছেই আমি প্রার্থী হয়ে এসেছি। তোমাদের মতো যারা, তাদের কাছে প্রার্থনা প্রায়ই বিফল হয় না ॥ ৪ ॥

হে পবন, বিরহবিধুর অবস্থা দেখে রামচন্দ্রের জন্যে অঞ্জনাতনয় (=হনুমান) জলধিও পাড়ি দিয়েছিল। তুমি তারই পিতা। তোমার গতি অপ্রতিহত। আমার জন্যে মলয়ের প্রান্ত থেকে গৌড়ভূমি যাবে তুমি। ক' যোজনই বা পথ? ॥ ৫ ॥

বসন্তে সেই গৌড়দেশ নিশ্চয়ই তোমার দৃষ্টিতে আসবে; কেননা এ সময় তার গগন অঙ্গন নিবিড় উদ্যানে আবৃত। রাজার (বা আমার) জীবনরক্ষার জন্যে আমার অবস্থার কথা বলো। যারা তোমাদের মতো, তাদের পরের প্রয়োজনেই ত্রিভুবনে আসা ॥ ৬ ॥

এখান থেকে চন্দনতরুর অমূল্য সুগন্ধ নিয়ে এই মলয় উপত্যকার অরণ্য থেকে তুমি শীঘ্র সরে পড়ো। নতুবা সুরতকলায় কেলিরত হিংসুক ভুজঙ্গের দল° তোমাকে ভোজ্য মনে করে এক চুমুকেই নিঃশেষ করে দেবে ॥ ৭ ॥

মলয়ের পরিসর মাত্র দুক্রোশ পেরিয়ে চলো। গন্তব্য তোমার পাণ্ড্যদেশ—জগতের এক আশ্চর্য ভূষণ। সেখানে এক প্রসিদ্ধ নদী—নাম তাম্রপর্ণী। তার তীর সুন্দর সুপারি-তরুর রেখায় অঙ্কিত। সে তীরে প্রখ্যাত 'উরগ' নগরকে তুমি আশ্রয় কোরো ॥ ৮ ॥

এখানে প্রাসাদের বাতায়নপথে এগিয়ে যায় মলয়বাতাস। রতিসম্ভোগের শেষে সেখানে বধূরা তাদের শিথিল বাহুলতা বহন করতে পারে না। মলয়পবন বধূদের কাছে গিয়ে তালপাখার কাজ করে, অবিন্যস্ত স্বভাবসুন্দর তাদের কেশপাশকে নাচিয়ে তোলে, দূর করে তাদের সদ্যোজাত স্বেদজল ॥ ৯ ॥

উরগনগর নারীদের কেলিশৈল এবং আরামের আগার। তবু সেখান থেকে তুমি সেতু-বন্ধে যেও। সেতুবন্ধ যেন সাগররূপী করীর এক দীর্ঘ শিকলদাম। সে যেন বসুধার এক বাহুরূপে শোভা পায়, যে বাহুটিকে জনকতনয়ার জীবনে অভয় দেবার জন্যে বসুধা বুঝি স্নেহবশে লঙ্কাদ্বীপে পাঠিয়েছিল ॥ ১০ ॥

গৌরী ক্রুদ্ধা হয়ে করকিশলয় দিয়ে টেনে ধরেছেন যাঁর চূড়ার চাঁদকে, সেই রামেশ্বর শিবের এক উন্নত পবিত্র মন্দির সেখানে তোমার চোখে পড়বে। সেখানের বারাঙ্গনাদের

কোমর ত্রিবলির রেখায় এমনই অসমান যে, তা সৃষ্টি করতে গিয়ে বিধাতার হাতও প্রচণ্ড কেঁপে উঠেছিল ॥ ১১ ॥

তারপর যেও কাঞ্চীপুরে—দক্ষিণ দিকের ভূষণ স্বরূপ। সে নগরী তার লীলা ভবনে অমরাবতীরও গর্ব খর্ব করে। মদন সেখানে হাতে ধনু ধরে নাগরদের রাতে জাগিয়ে রাখে। সে যেন এক (নৈশ) প্রহরী ॥ ১২ ॥

সেখানে সুবলা নদীতে জলকেলির সময় আনন্দপ্রবাহে বনিতাদের বুক থেকে খসে পড়ে চীনদেশীয় উত্তরীয়। সুবলানদী সখীর মতো তার তরঙ্গের হাত দিয়ে নারীদের পিঙ্গল স্তনদেশে তুলে ধরে কাপড়ের আঁচল। সে-আঁচল যেন সদ্য ফেনার সমবায়ে বোনা,-অভ্রের মতো, সহজ হাসির মতো সাদা ॥ ১৩ ॥

চোলদেশের নারীদের কাছ থেকে কঠিন সুরতশ্রম পাবার পর, হে পবন, তোমার পক্ষে শীঘ্র মুক্তি পাওয়া দুষ্কর হবে। কেননা, তাদের গণ্ডদেশ চূর্ণকুন্তলের বিন্যাসে সুনীল, আর তা চন্দনরসে পিছল। এমন গালে কে আর না পিছলে পড়ে? ॥ ১৪ ॥

(এবার) কাঞ্চী ছেড়ে কাবেরীনদীর পথ ধরো। তার তীরের নিকুঞ্জবন বিহগকুলের কলকাকলিতে মুখরিত। সেখানে অবিনীত বনিতারা রতিসম্ভোগ করে থাকে। কাবেরীর জল কান্তার শ্লেষের চেয়ে সুখস্পর্শ, চাঁদের কিরণের চেয়ে স্বচ্ছ এবং ভিক্ষাপ্রবণ মনের চেয়েও হালকা ॥ ১৫ ॥

কাবেরী স্বভাবসুন্দরী। কেলিস্নানের সময় কেবল রমণীদের স্তনদেশের চন্দন-রাশিতে সে পাণ্ডুরবর্ণ হওয়ায় গঙ্গা বলে মনে হয়। ফলে সাগর বার বার তার নাম ভুল করায় ভয়ে কাঁপতে থাকে। আর কাবেরী তুলে ধরে তার তরঙ্গের ভুরু। শেষে সাগর তার পায়ে পড়লে, ভালোবাসার কথা বললে, কাবেরী প্রীতি অনুভব করে[২] ॥ ১৬ ॥

কাবেরী যেন লীলার নদী। দাক্ষিণাত্যের সেই তরুণীরা যদি তার নিতম্ব-পরিসর স্রোতে জলকেলি করে থাকে, তাহলে (হে পবন,) তাদের স্তনপরিসরের হারগুলির উপর তুমি তরঙ্গ তুলে কুন্দশুভ্র জলকণা দিয়ে মুক্তাজাল রচনা কোরো ॥ ১৭ ॥

(তারপর) দেখবে স্নিগ্ধশ্যাম মাল্যবান পর্বত। বিশাল পাষাণরাশিতে মনে হয় সে যেন পৃথিবীর সামনের দিকে বেড়ে-ওঠা কেশপাশ। সেখানে ঝরনার জলে জর্জর সানুদেশগুলি আজও স্মরণ করায় গভীর শোকাকুল সীতাপতির অশ্রুপাত ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রের প্রবল প্রতাপ হরণ করেছিল যে সরোবর, ঋষি মাণ্ডকর্ণীর সেই প্রসিদ্ধ পঞ্চাপ্সরে[৩] যেও। সরল তরুরাজিতে সুন্দর তার প্রান্ত ভাগ। সেখানে সুর-তরুণীদের সুন্দর সঙ্গীতমালা পূর্বের প্রীতিবশে উপস্থিত মৃগকুলকে আজও যেন উৎকণ্ঠিত করে ॥ ১৯ ॥

পথে পথে তোমার বিচরণ। তাই তোমার প্রীতির জন্যে প্রসারিত রয়েছে পঞ্চাপ্সরের সন্নিহিত অঞ্চল। ক্রীড়াশোক আর সুপারিগাছে-ঘেরা অনেক উপবনে রমণীয় এ অঞ্চল। পীন এবং অতি তুঙ্গ স্তনের ভারে আনত শবরীদের প্রণয়লোভে, সেখানে পল্বল-(—ডোবা) ভরা পল্লীতে পল্লীতে পথিকজনেরা নিরন্তর ঘুরে বেড়ায় ॥ ২০ ॥

অন্ধ্র দেশে জনপদবধূরা গোদাবরীতে স্নান করে। সে-দেশ ছেড়ে কলিঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ রাজধানী কলিঙ্গনগরীর দিকে যেও। সম্ভোগ শেষে সেখানে বারবনিতাদের নয়ন নিমীলিত। তুমি কেলিগৃহের বাতায়ন সমূহে ইতস্ততঃ বেয়ে গিয়ে তাদের অঙ্গের অবসাদ দূর কোরো ॥ ২১ ॥

(তারপর) যেখানে ফলভারে সুপারির শ্রেণী আনত এবং চঞ্চল তরঙ্গমালায় অজস্র সোপানের রেখা আঁকা, সেই সাগর সৈকতে যেও। সেখানে সিন্ধাঙ্গনারা শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত গাইছে। তুমি ধীরে ধীরে স্থানে স্থানে তাদের তান ধ্বনির[৪] সঙ্গত রচনা কোরো ॥ ২২ ॥

মত্ত গন্ধ গজদের বৃংহণের ভয়ে বিহ্বল-নয়না অনতি-চতুরা ব্যাধ-বধূদের মুখ দেখতে দেখতে বিন্ধ্য পাদে প্রবেশ কোরো। সেখানে বল্লীগুলি কুঞ্জে কুঞ্জে কেলিরত সুররমণীদের নিঃশ্বাস বায়ুতে মলিন। সেই ম্লান বল্লীর কিশলয়ের মতো কান্তিমান বিন্ধ্যপাদ ॥ ২৩ ॥

বিন্ধ্যের পাদদেশে রয়েছে বিহগমুখর সুউচ্চ বৃক্ষের অরণ্য। সে-বনে তুমি স্বেচ্ছায় আরামে বিহার কোরো। সেখানে নির্জনে করীদের ক্রুর শব্দ শুনে মানিনী হলেও ভিল-রমণীরা (ভয়ে) ভর্তার কণ্ঠ ভুজলতায় বেষ্টন করছে ॥ ২৪ ॥

(তারপর) রেবানদীর কাছে যেও। সুকুমার শুকপাখিদের কালোকরা বাঁশ-বন দেখে তাকে চিনে নিও। যদৃচ্ছা জলকেলির সময় পরিহাস-রসিক শবরীর দল তার তীরের নিকুঞ্জ বনকে সিক্ত করে থাকে। সেই বনবরাবর ভূমিতে রতি-চতুর রমণীদের প্রথমে শৃঙ্গারলীলা এবং পরে শৃঙ্গারে অনীহা দেখে যুবকেরা রতির অন্তরায় মনে করে। (অর্থাৎ যুবকেরা নারীদের চেয়ে বেশি কামুক) ॥ ২৫ ॥

(হে পবন,) যদি নয়নপথে কেরল-রমণীদের রতিলীলা নিতে চাও, তাহলে জগতে বিদিত সেই যযাতিনগরে তুমি যেও। সেখানে উঠানের সুপারি গাছকে নিবিড় আশ্লেষ করে নাগবল্লীরা (=পানগাছ) বালিকাদের শিক্ষা দেয়—কেমন করে প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করতে হয় ॥ ২৬ ॥

ঊর্ধ্ব পথে যাবার সময় দেখবে গঙ্গার তরঙ্গবিধৌত প্রদেশ—অপূর্ব আনন্দঘন সুহ্মদেশ[৫]। সৌধমালা তার শিরোভূষণ। সবে-ওঠা চন্দ্রকলার মতো কোমল তালপাতা সেখানে রাজবধূদের কানে প্রণয়ভূষণে ভূষিত ॥ ২৭ ॥

ভগবান মুরারি সুহ্মদেশে বাস করেন। কমলার (=লক্ষ্মীর) সঙ্গে কেলিরত অবস্থায় তাঁকে সেনবংশীয় রাজা দেবালয়ে স্থাপন করেছেন। সুহ্মের বারাঙ্গনারা নিসর্গসুন্দরী। তারা মুরারির সামনে হাতের লীলাকমল বারবার তুলে ধরে লক্ষ্মীর (মনে) ভয়ের সঞ্চার করে। (পাছে লক্ষ্মীর মতো দেখতে বারঙ্গনাতে মুরারি আসক্ত হয়) ॥ ২৮ ॥

সেখানে কৈলাসের মতো শুভ্র হর্ম্যরাজি। (হে পবন,) ঊর্ধ্বে যাবার সময় ঐ নিশানায় লক্ষ্য করবে মহাদেবের এক সুন্দর নির্মল নগর। দয়িতের অনেক বাঁকা নখের আঁচড় বারবধূদের অঙ্কে (=কোলে) যেন চন্দ্রকলা এঁকে দিয়েছে। ফলে প্রভু শিবের শিরোভূষণ যে চন্দ্রকলা তার চিহ্ন সেখানের বারবধূরা অঙ্কে বহন করছে ॥ ২৯ ॥

অর্ধনারীশ্বরমূর্তি রম্যদেব মহাদেব রঘুকুলের পূজ্যতম গুরু। সুহ্মদেশে স্বর্ণদীর (=ভাগীরথীর) তীরদেশে তাঁকে প্রণাম করে যেও। তাঁকে দেখে চারুভুরু রতিচতুর রমণীদের রমণপ্রীতির অভিমান গলে পড়ে ॥ ৩০ ॥

সেই তীরস্থান এবং গঙ্গার মধ্যে নির্মিত সেতুকে আশ্রয় কোরো। সে-সেতু নৃপতি শ্রীবল্লালের (=বল্লাল সেনের) যেন যশের বন্ধু। সেতুর উপর উঠে লোকেরা সুর নদীতে স্নান করে। তার কাছেই আছে (অমরাবতীর মতো) বিজয়পুর রাজধানী। স্নানের পুণ্য এবং বিজয়পুরের সান্নিধ্য—এই দুই কারণে মনে হয়, স্বয়ং অমরাবতীই যেন অতি কাছে এসে সেখানে শোভা পাচ্ছে ॥ ৩১ ॥

তারপর গঙ্গার সেবা কোরো। তরঙ্গের হাত দিয়ে সে ফেনারাশির মুকুর (=আয়না) ধরে আছে, তীরের প্রগল্ভ হংসেরা তার কানের ভূষণ। প্রেমিক জলধি পিছন ফিরে চলে যায় দেখে প্রেমে চঞ্চলা হয়ে গঙ্গা কোনোরকমে সাগরের কেশ ধরে টানার জন্যে উদ্ধতা হয়ে যেন শোভা পাচ্ছে[৬] ॥ ৩২ ॥

জলকেলির আনন্দে মেতে উঠেছে সুহ্মদেশের সীমন্তিনীরা। বারবার তরঙ্গের আঘাতে তাদের স্তনতটের কস্তুরী ধুয়ে গেছে। সেই কস্তুরীগোলা জলে দেবী যমুনা শ্যামল হয়ে ভাগীরথীর যে স্থান থেকে বেরিয়েছে, জগৎ-শুদ্ধিকর সেই স্থানে (অর্থাৎ ত্রিবেণীতে) তুমি ভক্তিনম্র হয়ে যেও ॥ ৩৩ ॥

সুরনদীর জলরূপ গর্ভ থেকে বেরিয়ে যমুনা এঁকে বেঁকে চলেছে। সে স্বভাবে কুটিলা। সলিলের আবর্তনরূপ চক্র (=ফণা) দেখায়। সে যেন সাপের খোলস-ছাড়া কালো বধূ। তার ভয়ে কাতর হোয়ো না। ভুজগ থেকে সকলে ভয় পায়; আর তোমার মতো যে তার কথা কী বলব? (অর্থাৎ সাপেরা বায়ুভোজী হওয়ায় তোমার ভয়ের সঙ্গত কারণ আছে) ॥ ৩৪ ॥

যমুনার সলিলে লীলাবতী রমণীরা জলকেলি করছে। তরঙ্গের হাত দিয়ে তুমি সবেগে খুলে দিও তাদের স্তনবাস। রতিলীলা দেখার জন্যে তারা ব্যাকুলা। রতিলীলার সঙ্গে সঙ্গে ঠিকরে পড়া চিকন হাসি তাদের বক্ষোবাসের আঁচল হয়ে বিরাজ করুক ॥ ৩৫ ॥

(তারপর) সৈন্যশিবির দেখে সেই ভুবনবিজয়ী রাজার প্রখ্যাত রাজধানী বিজয়পুরে যেও। সেখানে তোমার মতো চতুর গঙ্গার বায়ু—পুরাঙ্গনাদের সম্ভোগান্তে অঙ্গ সংবাহন করছে ॥ ৩৬ ॥

সে-নগরে সৌধমালার উপরে চিলেকোঠায় কাষ্ঠাদির তৈরি সুন্দর সুন্দর পুতুল আছে। সেগুলির মাঝে লুকিয়ে রয়েছে স্বভাবমধুর ললনার দল—সুন্দর তাদের ভুরু। নিভৃতে হাত দিয়ে কমলের অগ্রভাগ স্পর্শ করায় তাদের অঙ্গে পুলকমুকুল দেখা দিয়েছে। আর দয়িতেরা রতিকেলির আনন্দে কোনোরকমে তাদের ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে ॥ ৩৭ ॥

সেখানে পুরস্ত্রীরা উঠোনে সুপারিগাছ লাগিয়েছে। স্নিগ্ধ চন্দ্রকান্তমণি দিয়ে বাঁধানোর জন্যে তাদের আলবালগুলি সুন্দর। রাত্রিতে সেই মণিগুলি থেকে জল নিঃসৃত হয়[৭]। বিনা যত্নে পাওয়া সেই জলে গাছগুলির মূলদেশ সিক্ত হয়; ফলে পরিজনবধূদের হাতে ঢালা জলের জন্যে তারা অপেক্ষা করে না ॥ ৩৮ ॥

সে রাজার (=লক্ষ্মণ সেনের) প্রজাপালন গঙ্গার আশ্লেষের মতো স্বভাবনির্মল। ফলে, সেখানে পুরবাসীদের স্বর্গ ও মর্ত্যের ভীতি দূর হয়েছে। কিন্তু রমণীদের ভয়ে তারা শঙ্কিত। কেননা, প্রণয়কলহে রমণীদের মধ্যে ফুটে উঠেছে কোপের অংকুর; মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিরচনায় মনোরম অথচ ভয়ংকর ॥ ৩৯ ॥

সেখানে স্ত্রীরা কান থেকে তালপাতা নিয়ে প্রণয়ীর কাছে তা প্রেমপত্র করে। কাজল-মাখা অশ্রুকণা দিয়ে স্ত্রীরা তালপাতায় পদ রচনা করে। তারপর রৌদ্রতাপে শুষ্ক মৃণাল-তন্তুর রজ্জু দিয়ে সেই পাতা বেঁধে তার উপর অধরের মোহর দিয়ে সিঁদুরের ছাপ মারে ॥ ৪০ ॥

ভর্তার প্রতি প্রীতিবশতঃ সেখানের মুগ্ধা স্ত্রীরা নিজেদের অঙ্গগ্লানির কথা মনে আনে না। ভর্তার যদৃচ্ছাসম্ভোগের জন্যে তাদের অঙ্গে যে স্বেদবিন্দু জমায়, তা দূর করতে প্রাসাদের উপরের গবাক্ষ দিয়ে তন্তুর আকারে প্রবেশ করে চন্দ্রকর। চমরীমৃগের

উজ্জ্বল কেশভার-ভ্রমে বধূরা সে-কিরণ আকর্ষণ করে ॥ ৪১ ॥

সুন্দরীদের কম্পিত স্তনপরিসরগুলি কুঙ্কুমে রঞ্জিত, কেলি-অনুরাগে সরস এবং কাম-সন্তাপে অতি উত্তপ্ত। সেখানে প্রতনু-সলিল (=স্বল্প জলময়) কেলিসরোবর, মালতী ফুলের মালা এবং নিবিড় জ্যোৎস্নাযামিনী যুবকদের নিয়ত আনন্দ দেয় ॥ ৪২ ॥

প্রিয় মিলনের কামনায় নগরের নটীরা নিবিড় তিমিরে চলেছে। তাদের চরণ থেকে গলে পড়েছে অলক্তের রক্তিমা। রাত্রি শেষে প্রভাতসূর্যের রক্তাশোকগুচ্ছের মতো লাল কিরণের জন্যে নগরের পথে অলক্তরাগ আর লক্ষিত হয় না ॥ ৪৩ ॥

সমুদ্রের যাবতীয় সম্পত্তি—শঙ্খ, বালাদের বলয় তৈরির সহায়ক প্রবাল এবং মুক্তা পান্না মহানীলমণি চুনি প্রভৃতি রত্ন (বিজয়পুরের) লক্ষ্মীরও ছিল। লোপামুদ্রার পতি মহর্ষি অগস্ত্য সমুদ্রের সমস্ত সলিল পান করলে পর, ঐ সমস্ত সম্পদের সাহায্যে লক্ষ্মী সাগরের সর্বস্ব যেন হরণ করেন এবং সেই সঙ্গে রত্নাকরকেও বিপদ থেকে মুক্ত করেন' ॥ ৪৪ ॥

প্রেমের তৈলে চিত্তের শিখা সিক্ত করে কামাগ্নিকে জ্বালিয়ে তরুণীরা ঘন অন্ধকারেও প্রিয়তমের ঘরে চলেছে। কস্তুরীর কাজলে পিছল তাদের পয়োধর। পয়োধরে-ধরা মরকত-মণির হারলতা থেকে শিঞ্জন ওঠে না ॥ ৪৫ ॥

দীর্ঘলনয়না রমণী অবিনীত লিপি থেকে (প্রিয়তমের) পত্রের ভাব হৃদয়ে অনুভব করল। আর হৃদয় ধৌত করেই যেন নির্গত হল অশ্রুজল। চোখের কাজলে মিশে কালো-হওয়া সেই জল অভিমানিনী পদসেবারত কান্তের উপর বর্ষণ করে ॥ ৪৬ ॥

সেখানে যুবতীদের কটাক্ষ রমণীয় ভ্রূবিলাসে দক্ষ। কটাক্ষের সুন্দর বিলাসে তারা সুনয়না। সেখানে যুবকদের কান্তি দেখে মদনের গর্ব বিশেষভাবে চূর্ণ। তাদের সামনে সে দাঁড়াতেই পারে না। আর বিক্রমের কথা কী বলব ? তা সত্ত্বেও সেই যুবকেরা সুনয়না যুবতীদের কিঙ্করে (=দাসে) পরিণত ॥ ৪৭ ॥

(হে পবন,) তুমি মদনের গুরু। সেখানে বসে থাকলে দেখবে—উদ্যানের দোলনায় মৃগনয়না রমণীরা নিপুণ বিলাসে মত্ত। সুরযুবতীদের জয় করতে চায় যে মদন, তারা যেন তারই সেনা। গগনের দুর্গম পথে কেমন করে যেতে হবে, দোলনায় চেপে সানন্দে তারা যেন তারই অভ্যাস করছে ॥ ৪৮ ॥

সন্ধ্যাকালে প্রাসাদমালার মধ্যে অগুরু (চন্দন) জ্বলে ওঠে। সজল জলদের মতো তার কালো ধোঁয়া জানালা বেয়ে বেরিয়ে আসে। সদ্য-কেলির আনন্দপ্রবাহে উপচে পড়ে নগরনারীদের মুখচন্দ্রের জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার আশ্লেষভয়ে তমোরাশি পালাতে গেলে, অগুরুর কালো ধোঁয়া তার ভয় সঞ্চার করে ॥ ৪৯ ॥

সেখানে নিশীথে লীলা-অট্টালিকার ছাদে প্রিয় সহচরীদের কাছে যুবকদের প্রণয়বাক্য বিফল হয়েছে। নীল নলিনীর শিরোভূষণ থেকে খসে পড়েছে যে মালা, রোষবশে সেই মালা যেন প্রণয় কলহের অস্ত্রে পরিণত। যুবকদের কাছে এসে চাঁদ তার কিরণের হাত নেড়ে সে কলহ যেন বারবার বারণ করছে ॥ ৫০ ॥

সেখানে পারস্পরিক রতি-বিনিময়ের সময় সীমন্তিনীদের সঙ্গমের ফলে কানের কুণ্ডল উচ্চল হয়ে ওঠে। কুণ্ডলের আঘাতে কান থেকে ছিঁড়ে পড়ে স্বভাবসুন্দর কেতকীর কচি পাতা। রসিকেরা উপরে তাকায়, মনে করে,—বুঝি সাক্ষাৎ মুখচন্দ্রের একটি খণ্ডই খসে গেল ॥ ৫১ ॥

শ্রুতিমধুর বচন, ভ্রূবিলাসের যোগ্য কটাক্ষ, হস্তগ্রাহ্য সৌন্দর্য, স্নিগ্ধ মধুর হাব এবং লীলাসুন্দর স্বাভাবিক বেশভূষা—এ সবই সেখানের পুরস্ত্রীদের সম্পদসুলভ প্রভাব এবং অলংকারের প্রকাশ ॥ ৫২ ॥

তারপর ভূমণ্ডলে ইন্দ্রতুল্য সেই ভূপতির (অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের) ভবনে যেও। সাতটি মহলের সন্নিবেশে সুন্দর সে ভবন যেন পুঞ্জীভূত জগৎ। সেখানে পর্বতসমান সৌধমালার শিরে মেঘ বিশ্রাম নেয়, বিদ্যুল্লেখা বার বার বৈজয়ন্তীর (=ইন্দ্রের রাজধানীর) বিলাস বিতরণ করে ॥ ৫৩ ॥

ছিদ্র-করা উজ্জ্বল কালো ইন্দ্রনীলমণি দিয়ে রাজবধূদের রমণীয় রোমাবলীর মতো দীঘি সেখানে তৈরি করা হয়েছে। তার তীরে বিহাররত অনতিচতুর ললনাদের লীলাগমন দেখলে মনে হয় তারা যেন বিরাট রাজহাঁস ॥ ৫৪ ॥

রাজ্যে অভিষিক্ত দেব লক্ষ্মণ সেন যেন সাক্ষাৎ কামদেব। দুঃখের সময় চামরধারিণীদের সঙ্গে তুমি তার সেবা কোরো। সমরে তাঁর চকচকে তরবারি প্রচণ্ড গতিতে বলসে ওঠে। তার ফলে সমস্ত জল রিপুকুলের বধূরা যেন নয়নে নয়নে সমানভাবে ভাগ করে নিল ॥ ৫৫ ॥

সেই রাজার অসম সমর (অর্থাৎ প্রতিপক্ষ খুবই দুর্বল) দেখার ঔৎসুক্যে স্বর্গের স্ত্রীরা উন্মত্ত। বস্ত্রাঞ্চল খসে গেলেও তাদের কোনো খেয়াল ছিল না। গমননিপুণ অশ্বগুলি ধূলিজাল উৎক্ষিপ্ত করতে লাগল, আর তা শীঘ্র সংলগ্ন হয়ে সুরস্ত্রীদের স্তনকলসে পরিধেয়ে পরিণত হল ॥ ৫৬ ॥

পৌর রমণীদের মুখপদ্ম বাহুরূপ মৃণালের উপর সংলগ্ন। তারা ঘাড় নুইয়ে নীল পদ্মের পাপড়ির মতো দীঘল কটাক্ষে শত্রুপুরী আক্রমণের সময় 'এই সেই সেনবংশীয় রাজা—এভাবে ভয়ে ও আনন্দে সেই রাজাকে চারদিক থেকে শীঘ্র পান করতে লাগল ॥৫৭॥

আনন্দমুখর ছিল যে শত্রুনগর, পাখিদের কাকলিতে তা কান্নায় ভরে উঠল। সে-পুরী যেন মনের লীলাগারে দীর্ঘ দিনের আঁকা ভর্তার প্রতিকৃতি বহন করছে। সৌধমালায় গজিয়ে-ওঠা দূর্বাদলের ছলে ধারণ করছে রমণীদের দুরেনম্র কেশদাম ॥ ৫৮ ॥

সুতনু স্ত্রীর স্বামী (সমরে) মারা গেলে অরি-নগরীর শারিকার (=ময়না পাখির) এ রকম বিলাপ (শোনা যায়)—"রতিলীলালায় প্রণয়রোষে তোমার চরণ রোমাঞ্চ-রাশির উদ্গমেই ব্যথা পেত, সেই তুমি (আজ) কঠিন কুশাঙ্কুরময় পর্বতের বনভূমিতে কেমন করে ভ্রমণ করছ?" ॥ ৫৯ ॥

কোনোও এক স্থানে গোপনে বিঘ্নের কথা চিন্তা করে যদি সেই শক্তিশালী নৃপতি দিনের তৃতীয় প্রহর কাটান, তাহলে, হে পবন, সে সময়ে আমার খবর তাঁকে কিছুই জানাবে না। কেননা, কাজে উদ্বিগ্ন হলে মনে বিলাসের অবকাশ থাকে না ॥ ৬০ ॥

হে সৌম্য, তাহলে বিজনে বলার কোনো সময় করে নিও। তারপর বিনয়নিপুণ হয়ে সেই প্রেমিক নৃপতির কাছে দীনস্বরে বলতে আরম্ভ কোরো। অবসরসময়ে কাজের ভাগ অন্যের কাছেও যেখানে সিদ্ধলাভে সমর্থ, সেখানে রাজার কাছে দয়িতজনের দেওয়া কাজের ভাগ সম্পর্কে কী আর বলার আছে? ॥ ৬১ ॥

নায়িকা কুবলয়বতীর দূতরূপে রাজার কাছে পবনের উক্তি ঃ—

মলয়ের শিখরে কোনো এক গন্ধর্বলোক আছে। সেখানে মাননীয়া অঙ্গনাদের মধ্যে

একজনা বাস করে—তাঁর নাম কুবলয়বতী। আমাকে তাঁর দূত বলে জানবেন। আমি মলয়-উপত্যকার সেই মারুত(=বায়ু), একমাত্র যে বিরহী কামিযুগলের পারস্পরিক মিলন ঘটিয়ে থাকে ॥ ৬২ ॥

হে দেব, দাক্ষিণাত্যের নৃপতিদের সানন্দে জয় করে এবং তাঁর (=কুবলয়বতীর) হৃদয় হরণ করে আপনি মলয়ের সানুদেশ থেকে ফিরে এলেন। দয়িতজন দূরে গেলে চোখের দৃষ্টি বৃথা। এভাবে অশ্রুধারা তাঁর নয়নপথকে শীঘ্র আচ্ছন্ন করল ॥ ৬৩ ॥

উদ্গলিত অশ্রু বার বার রুদ্ধ করে সে আপনার কাছে আসতে চায়। মাটিতে চরণের অগ্রভাগ বিছিয়ে আনন্দে চরণদুটি বড়ো করে মেলে ধরে। ঘাড় তুলে সেই-দিকে ঊর্ধ্বে তাকিয়ে থাকে যে-দিক আপনার (চরণ)-স্পর্শে স্বভাবত ধন্য হয়েছে। আপনার প্রাসাদচূড়া থেকে সেই সুতনুকে কোনোরকমে দেখা যায় ॥ ৬৪ ॥

ওগো সকল ললনার লোচনের আনন্দকর! যে সময় থেকে আপনি সেই সারঙ্গনয়না সাহসিনীর নয়নপথে এসেছেন, জানি, সেই থেকেই তাঁর নিজের মধ্যে দারুণ সন্তাপ-দুঃখ দেখা দিয়েছে। সৌন্দর্যের কথা উঠলে সে আর কোথাও একান্তভাবে বিশ্বাস রাখতে পারে না ॥ ৬৫ ॥

সেই নবযৌবনার (শরীরের) মধ্যভাগ সম্ভবতঃ মুঠো দিয়ে ধরা যায়। মনে হয়, স্রষ্টা কামদেবের কার্মুকের জন্যে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। হায় রাজা! আপনার বিরহে সেই সুতনু অত্যন্ত কৃশ হয়ে এখন যেন মৌর্বীলতার মতো হয়ে গেছে ॥ ৬৬ ॥

'অয়ি চণ্ডলে! ওলো বল, যে কান্ত তোর অন্তরে আছে সে কেমন?'—এভাবে, ওগো সুন্দর! বহুবার তাঁর সখী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে। তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কোনোরকমে সে অশ্রুপ্রবাহ রোধ করল। দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ঘরের দেওয়ালে আঁকা মদনের দিকে ॥ ৬৭ ॥

প্রিয় সহচরীর সুন্দর কান থেকে খসে পড়ে তালপাতা। সেই পাতাকেই আপনার কাছ থেকে পাওয়া প্রেমপত্র মনে করে তুলে নেয়। আর কী বলব? খেলার শুক-পাখিটিকেও বার বার জিজ্ঞাসা করে আপনার ইচ্ছার কথা। গভীরভাবে কাউকে পাবার ইচ্ছা জাগলে কে আর বংশের কথা চিন্তা করে? ॥ ৬৮ ॥

উৎপলের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে কানের ভূষণের দিকে সে তাকায় না। ক্লান্ত হলেও মালা দিয়ে বেষ্টন করে না তার বাহুলতা। হৃদয়ে নিহিত যে তাপসম্পদ তা রক্ষা করার জন্যে পদ্ম দেখলে সে উদ্বিগ্না হয়। এমনকি নয়ন নিমীলিত করলে সখীজনের হাত থেকেও সে অকস্মাৎ ভয় পায় ॥ ৬৯ ॥

সরস কুসুমিত কল্পবৃক্ষের কাছে সে শুয়ে থাকে। শুকনো পাঁকের স্তূপে পুঁটি-মাছের মতো ব্যাকুল হয়ে বার বার ওলটপালট করে। আর মনে হয়, অশ্রুধারাকে নয়নকমলের মৃণালে পরিণত করে সে বালা কোনোরকমে তার দিন কাটায় ॥ ৭০ ॥

আপনার দেওয়া অন্তরের সন্তাপ তুষারজলেও দূর হয় না, চন্দনরেণুর স্রোতের পক্ষেও তা দূর করা অসম্ভব। সে কন্যা কুসুমশরকে(=মদনকে) তিরস্কার করে। (প্রেমিকের) অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখে প্রকৃতিস্থা নারীদেরও যেখানে মতিভ্রম ঘটে, সেখানে বিরহবিধুর কামচঞ্চল নারীদের কথা আর কী বলব? ॥ ৭১ ॥

প্রমোদবনে সে বাস করতে চায় না। চন্দনজল তার কাছে অসহ্য; বর্জন করে সরস পদ্মপাতার বাতাস। আপনার বিয়োগে মূর্ছার আবেশ দূর করার এই হচ্ছে উপায়।

সখীরা বুদ্ধি করে এরকমই উপায় বার করে ॥ ৭২ ॥

চন্দ্রের প্রতি তার বিদ্বেষ। সে কেশজাল স্পর্শ করে না। দূরে ছুঁড়ে ফেলে হার। চন্দনের নিন্দা করে সে আনন্দ পায়। হে দেব, নিজের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে সে ভীষণ উদ্বেগ বোধ করে। আপনার বিষয়ে কেবল কবিতার চিন্তায় সে দিন কাটায় ॥ ৭৩ ॥

অশ্রুজল প্রথমে তার নয়নপথে গেল। তারপর চোখের পাতা নিথর করে গণ্ডদেশের ভূমি চুম্বন করে তার বিম্বফলের মতো ওষ্ঠ এবং অধর পান করল। অবশেষে কণ্ঠদেশ আশ্লেষ করে স্তনতলের শয্যায় শুয়ে পড়ল। আপনার বিরহে তার নেত্রজল কী না করছে ? ॥ ৭৪ ॥

আপনার বিচ্ছেদে তার নিঃশ্বাসবায়ু কামাগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে। তবু সেই অগ্নি মৃগনয়নার অঙ্গগুলি কেন দগ্ধ করল না–তা আমি জানি। এর কারণ হচ্ছে–সম্ভবতঃ তার ডিঙিনৌকোর মতো যে চোখ, তার অশ্রুরাশির প্রসিদ্ধ প্রভাব. অথবা হে রাজা, কামজিৎ আপনার নিয়ত চিন্তা ॥ ৭৫ ॥

নিশীথপ্রায় রজনী। সে সময় নয়ন ঈষৎ নিমীলিত করে নিবিড় অনুরাগে কোনোক্রমে স্বপ্নে আপনাকে সামনে পায়। তারপর কথায় কথায় নিজের দেহকেই আলিঙ্গন করে। জেগে উঠে লজ্জালোল মুখটিকে সখীদের কাছে এদিক-ওদিক চালনা করে ॥ ৭৬ ॥

সে কন্যা জ্যোৎস্নায় রমণীয় উপবনভূমি দেখে দূরে থেকে ঘৃণা করে। কখনও কখনও সখীদের সঙ্গে কথা বলে না। সে বেচারি কামের বাণ থেকে কেবল নিজেকে রক্ষার জন্যেই আপনার চিত্রশোভিত লীলাফলক বুকে বহন করছে ॥ ৭৭ ॥

অবিরল অশ্রুপাতে চাঁদের দিকে নয়নদুটি মেলে ধরে। বকুলফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করতে চায় দীর্ঘশ্বাসে। মূর্ছার সঙ্গে সে শুনতে চায় ভ্রমরের গুঞ্জন। এসবের জন্যেই সে বেঁচে আছে। তার এ অবস্থা দেখে কোন্‌ জনই না করুণাকাতর হয় ? (আসলে অশ্রুপাতে চাঁদ দেখা যায় না, দীর্ঘশ্বাসে বকুলের গন্ধ নেওয়া সম্ভব নয়, মূর্ছায় ভ্রমরের রব শোনা যায় না। বিরহে উদ্বেগকর এ সব থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্যই সে বেঁচে আছে) ॥ ৭৮ ॥

মদনের প্রতি কখনও করুণা, কখনও আবার ক্রোধাবেশ, আর নিজের প্রতি ধিক্কার–এভাবে আপনার বিরহে তার বিচিত্র চিত্তবৃত্তি প্রকাশ পায়। 'তুমি সর্বদা আমার কাছেই রয়েছ'–যেন এরকম মনে করে সেই হতভাগিনী আপনার সম্পর্কে একান্ত অবিচল ভাব প্রকাশ করে ॥ ৭৯ ॥

সখীদের ক্ষণে ক্ষণে প্রণয়মধুর পূর্বালাপও নয়, হে নাথ, একান্ত নির্দয় আপনার সঙ্গে মিলনের আশাও নয় ; একমাত্র মূর্ছাই বিরহচিন্তা দূর করে নিয়ত রক্ষা করে তার জীবন ॥ ৮০ ॥

সে ডান হাত দিয়ে চাঁদকে রোধ করায় চাঁদ (তার হৃদয়) অনুভব করতে মন দিল। তার নয়নজলের প্রবাহে নির্মল হল চাঁদ, তার গালে প্রতিবিম্বিত হল। আর, হে রাজা. স্তনপরিসরে হৃদয়ের মাঝে সে বালা আপনাকে বহন করছে। মনে হয়. চাঁদ রাজার (মাথায়) রাজচ্ছত্রের ভঙ্গিমায় বিরাজ করছে ॥ ৮১ ॥

শীতকালটা কৃচ্ছ্রতায় কেটে গেল। এসেছে চৈত্র–কোকিলবধূর কেলিকাকলীতে মুখর। আপনার কাছ থেকে আগে যে বাতাসের ঢেউ আসত তা আর এখন তার

কাছে পেঁছায় না।[১০] বলুন, ওগো সুন্দর। এ সময় তার প্রাণরক্ষার উপায় কী? ॥ ৮২ ॥

হে রাজা! সেই কুবলয়নয়না কামবিরহে ব্যাকুলা। তার মন দারুণ কামাগ্নিতে বার বার প্রবেশ করছে। অশ্রুজলে ডুবে গেছে তার দুটি চোখ। ভস্মভূষিত ক্ষীণ পাণ্ডুর হয়ে তার সেই কপোল আজ যেন তপস্বীতে পরিণত ॥ ৮৩ ॥[১১]

হে ভূপতি, ভূমণ্ডল যার বলয় এমন বনিতাকেই আপনি কামনা করেন। এরকম আপনার কাছ থেকে আশাতন্তু যে প্রেমতন্তু হবে, তা সেই সুনয়নার কাছে দুর্লভ। হায়! কষ্টের চেয়ে আরও কষ্ট এই যে, স্বপ্নের সংকেত করে যে নিদ্রাদূতী, সেও তার চোখের (ত্রি)সীমানায় এক মুহূর্তের জন্যেও আসে না ॥ ৮৪ ॥

উৎকণ্ঠায় আকুল তার হৃদয়। স্তনপরিসর চন্দনলেপনে স্ফীত আকৃতিময়। (স্তনতট যেন চন্দনবৃক্ষের মলয়পর্বত)। তার নিঃশ্বাসবায়ু (যেন মলয়বাতাস)। কামাগ্নিকে উদ্দীপ্ত করতে তাব চতুরতার জুড়ি নেই। স্তনপরিসর থেকে সেই নিঃশ্বাসবায়ু বেরিয়ে এসে তাকে দারুণ কষ্ট দিচ্ছে। এভাবে নিঃশ্বাসরূপ মলয়বাতাস লাভ করে নিজের অপযশ ॥ ৮৫ ॥[১২]

আপনার আনন বাররবার স্মরণ করে সে আনন্দ পায়। আর (বিরহে) কাতরা হয়ে চাঁদকে তার জ্যোৎস্না-সেকের জন্যে নিদারুণ নিন্দার পাত্র মনে করে। ওগো সুন্দর! আপনার (সৌন্দর্য) চিন্তা করে সে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেও ঘৃণা করে। বিরহে মৃত্যু যার আসন্ন, তার মনের ইচ্ছা এরকমই হয়ে থাকে ॥ ৮৬ ॥

হঠাৎ শরীরের কোনো দুর্বলতা মনে করে মদন ভয়ে যেমন ধনুর গুণ ত্যাগ করে, সেরকম সেই কাজলনয়না বৈরাগ্যে (কানের অলংকার) সোনার তালপাতা ত্যাগ করল। ফলে সে ধারণ করেছে নিসর্গ-সুন্দর দুটি শূন্য কান ॥ ৮৭ ॥

চন্দনবৃক্ষ তার আজন্ম বন্ধু। তবু তার অপরাধের জন্যে সে মলয়-উপত্যকার বনে বাস করে না। আর মদনের উপর তার বিদ্বেষ। সেজন্যেই হয়তো সেই সর্বাঙ্গ-সুন্দরী ক্রুদ্ধা হয়ে রতির (মদনের পত্নীর অথবা আনন্দের) জন্যে মনে কোনো ঠাঁই দেয় না ॥ ৮৮ ॥

সযত্নে বাষ্প রুদ্ধ করে তাকিয়ে থাকে প্রমোদ-উদ্যানের দিকে। চন্দনে দেহ চর্চিত করে নিবিড় জ্যোৎস্নালোকে বসে থাকে। বাতাসের অভিমুখে ব্যাকুল হয়ে ক্রীড়া-সরোবরের দিকে ছুটে যায়। কামবিরহে কী অবিবেচনার কাজই না নারীরা করে থাকে ॥ ৮৯ ॥

প্রাণ তার কণ্ঠস্থল পর্যন্ত গেছে। ঘন ঘন শ্বাসেই কেবল প্রাণের বাকিটুকু আছে। সে উৎকণ্ঠায় অতি কৃশ; তাই প্রাণ একেবারে তাকে ত্যাগ করে নি। অথবা মন ছেড়ে গেলেও সেরকম নারীদের কণ্ঠাশ্লেষ পেলে পৃথিবীতে কেই-বা ত্যাগ করতে পারে ॥ ৯০ ॥

তার শরীরের উত্তাপ কমে এসেছে। মুছে গেছে দুনয়নের অশ্রুধারা। শরীর ক্রমশ কৃশ হওয়ায় অঙ্গের সঞ্চালন বন্ধ হয়েছে। এভাবে সেই হরিণনয়নার বিরহজনিত দুঃখকর অনুরাগ (আজ) শান্ত। কিন্তু অত্যন্ত বেড়ে গেছে তার শ্বাস, যা তার মৃত্যুসুখের পক্ষে অন্তরায় ॥ ৯১ ॥

প্রমোদবনে কোকিলবধূদের পঞ্চম[১৩] (কোকিলের কণ্ঠরব) তাকে পীড়িত করে। কেলিগৃহের বাতায়নে মলয়পবন সন্তপ্ত করে তার শরীর। সেই করুণনয়না কোথাও এক

স্থানে পা রাখতে পাবে না। দুঃখার্তদের কাছে ত্রিভুবনও যে আনন্দ দিতে পারে না—এটা সত্যি ॥ ৯২ ॥

(গান্ধর্ব সুলভ) বিদ্যাবলে সর্বত্র তার অপ্রতিহত গতি। তা হলেও অকস্মাৎ প্রত্যাখ্যান-ভয়ে ভীতা হয়ে সে আপনার কাছে আসছে না। রাজাদের চিত্ত স্বভাবত সরস। তবু তীব্র প্রেমে উন্মাদ বনিতাদের সম্পর্কে তাঁরা ভীরু। এ কারণেই তাঁরা অন্য নারীকে কামনা করেন না ॥ ৯৩ ॥

তীব্র কামাগ্নিতে জ্বলে যায় তার তনু অঙ্গ। স্তনতটে শুকিয়ে যায় সবে-দেওয়া চন্দন। দুর্লভজনে অনুরক্ত যার মন তার সম্পর্কে বেশি কথা বলেই বা কী হবে? সেই কমলনয়নার জীবনরক্ষার উপায় (এখন) আপনার অধীন ॥ ৯৪ ॥

এভাবে বলার পর মেদিনীতে মদনস্বরূপ সে রাজা রোমাঞ্চিত দেহে এগিয়ে এসে তোমাকে নিবিড় আলিঙ্গন করবেন; কেননা তুমি যে প্রণয়-প্রিয়। এমন করুণকোমল বাক্যে যেখানে পাষাণও কোমল হয়, সেখানে তাঁর মতো স্বভাবসরস যিনি, তার সম্পর্কে কী বলব? ॥ ৯৫ ॥

হে পবন, (তাঁকে দেখে) শীঘ্র শিরে অঞ্জলি রেখো (অর্থাৎ নমস্কার কোরো)। তারপর তুমি আমার কথামতো বিজনে সেই গৌড়রাজকে সবিনয়ে কিছু বোলো। তিনি মন দিয়ে তোমার কাছ থেকে শুনবেন। কেননা, প্রণয়ীর কাছে অনুরক্ত অঙ্গনাদের বাক্য সুধাতরঙ্গের মতো হয়ে থাকে ॥ ৯৬ ॥

হে দেব, আপনি পাশে, পিছনে এবং সামনে নিজরূপ প্রকাশ করছেন। আপনি যে জগতের প্রভু শ্রীহরি তা স্পষ্ট। আপনি বিষ্ণু থেকে ভিন্ন নন; শরীরে নানা রূপ ধারণ করতে পারেন। আপনার প্রতি ভক্তিনম্র আমার চিত্ত। তবে কেন আমায় গ্রহণ করছেন না আপনি? ॥ ৯৭ ॥

মুদিতনয়না আমাকে প্রাসাদের উপরে সখীদের সামনে পাবেন। তারপর আমি যাতে নিন্দার বিষয় না হই, আপনি সেইমতো কাজ করুন। ওগো মনোহর! সজ্জনদের কাছে যাতে নিন্দনীয় না হই, আপনার তাই করা উচিত। কেননা, সংসারে সুধীজনেরা দোষ না দিয়ে কন্যাকে ত্যাগ করে কি? ॥ ৯৮ ॥

গৌরীর বিবাহবিধি সম্পন্ন হল। তাতে অত্যন্ত প্রীত হলেন ত্রিপুরজয়ী মহাদেব। সৃষ্টি করলেন নতুন এক কামদেব—তা হলেন আপনি। হে (মদনতুল্য) রাজা, আপনার প্রণয়চতুর প্রেমবন্ধন দূরে থাক। কোন্‌ পুণ্যের বলে আপনার চরণযুগলের সংবাহনেও আমি সমর্থ হব? ॥ ৯৯ ॥

পবনের প্রতি কুবলয়বতীর উক্তি :

আশা করি, আমার এই সন্দেশের কথা আয়ুষ্মানের মনে আছে। ওহে পবন, প্রার্থনার আকারে তোমার কাছে বারবার তা তুলে ধরেছি। অথবা, তোমাদের মতো কেবল পরার্থ-প্রবণ যাদের মন, তারা শরণাপন্নদের বাষ্পমেশানো সকরুণ কথা বারবার সহ্য করে না ॥ ১০০ ॥

কবির আত্মকথা :

যিনি গৌড়রাজের কাছ থেকে অনেক হাতি, কনকলতা এবং স্বর্ণদণ্ডময় চামর

পেয়েছিলেন, যিনি কবিনৃপতিদের মধ্যে চক্রবর্তী (সম্রাট), মনস্বী সেই (কবিশ্রেষ্ঠ) শ্রীধোয়ী সকল রসিকের প্রীতির জন্যে সরস্বতীর মহামন্ত্রতুল্য এই কাব্য রচনা করেছেন ॥ ১০১ ॥

সকল কবিগণের সঙ্গে রাজসভায় যিনি বিরাজ করেন, বাক্যে যাঁর বৈদর্ভরীতি, গঙ্গার তীরভূমিতে যাঁর নিবাস, যাঁর ঐশ্বর্য প্রিয়জনের উপভোগ্য, সজ্জনদের প্রতি যাঁর প্রীতি, রাজসভায় যিনি কবিতার শিক্ষক, সেই-আমার নারায়ণের চরণে জন্মান্তরেও ভক্তি বিরাজ করুক ॥ ১০২ ॥

যতদিন শম্ভু বহন করবেন পার্বতীর খণ্ডিত শরীর, কামদেব ধারণ করবেন তাঁর জয়শীল কুসুমধনু, শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদের লীলার সাক্ষী হয়ে যতদিন কদম্ববৃক্ষ থাকবে, ততদিন জীবিত থাক আমার এই বাগ্‌বিলাস ॥ ১০৩ ॥

বিদ্বানদের সভায় যশ পেয়েছি। রচনা করেছি কতিপয় অমৃতস্রাবী বাক্‌সন্দর্ভ ; তাতে তৃপ্ত হয়েছেন নরপতি (লক্ষ্মণ সেন)। সম্প্রতি পর্বতের উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে সংযত চিত্তে ব্রহ্মলাভের অনুশীলন করে (বাকি) দিনগুলি কাটাতে চাই ॥ ১০৪ ॥

॥ কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীধোয়ীর 'পবনদূত'-কাব্য সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ কথা

১ মলয়পর্বতে যে অজস্র চন্দনগাছ আছে, সেখানে অসংখ্য ভুজঙ্গ অর্থাৎ সাপ থাকে। সাপেরা বায়ুভোজী। বিশেষতঃ শীতকালে তারা বায়ুসেবন করে বেঁচে থাকে। ৩৪ শ্লোকে তাই বলা হয়েছে সাপ থেকে পবনের ভয়ের সঙ্গত কারণ আছে। ভুজঙ্গ শব্দের অপর অর্থ হল কামুক লম্পট। বসন্তে উদ্দাম কামনার উদ্ভব। কেলিরত ক্লান্ত কামুকদের কাছে মলয়বাতাস সর্বদা সুখসেব্য। অতএব কামুকদের বা সাপেদের যাতে ভোজ্যে পরিণত না হয় সেজন্যে মলয়পবনকে শীঘ্র সরে পড়ার কথা বলা হয়েছে।

২ কাবেরী এবং সাগরের মিলনস্থলের একটি সুন্দর দৃশ্য। সাগর কাবেরীর মোহনায় আছড়ে পড়ে, কবির কথায় এটাই হল সাগরের পায়ে পড়া, গর্জনে যেন কথা বলা। আসলে সাগর নদীরূপা বহু নায়িকার সঙ্গম করে। কাবেরী পান্ডুর হওয়ায় তাই সে তাকে গঙ্গা বলে ভুল করে গঙ্গা নামে ডাকে। এতে কাবেরীর সন্দেহ জাগে সাগরের প্রেমে। সে ক্ষেপে যায়। এখানে কাবেরীর খন্ডিতা নায়িকার চিত্রটি ধরা পড়ে। অন্যের প্রতি আসক্তির কথা জানলে যেখানে নায়িকা ঈর্ষাকাতর হয় তাকে খন্ডিতা নায়িকা বলে (জ্ঞাতে ঽন্যাসঙ্গবিকৃতে খণ্ডিতের্ষাকষায়িতা—২।২৫ দশরূপক)। আবার সাগরের ক্ষমা প্রার্থনায় প্রীতি লাভ করায় কাবেরীর মধ্যে স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার রূপটিও ফুটে উঠেছে (আসন্নায়ত্তরমণা হৃষ্টা স্বাধীন-ভর্তৃকা—২।২৪ দশরূপক)।

৩. ঋষি মান্ডকর্ণি তপোবনে 'পঞ্চাপ্সের' সরোবর তৈরি করেছিলেন। দশ হাজার বছর কেবল বায়ুসেবন করে তার মধ্যে তিনি তীব্র তপস্যা করেন। তাঁর তপস্যায় ভীত হয়ে দেবতারা পাঁচজন অপ্সরাকে তপোভঙ্গের জন্যে পাঠান। এই পঞ্চ অপ্সরাকে ঋষি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সরোবরের ভিতরে গুপ্তগৃহ তৈরি করে সুখে বাস করেন। এই সরোবর থেকে ভেসে আসত অপ্সরাদের সঙ্গীতধ্বনি। এ সরোবরের জল কখনও শুষ্ক হয় না।

৪. তানশব্দের অর্থ—সুরের আলাপ। যা দিয়ে মূর্ছনার অন্তর্গত স্বরসমূহের নানা-রকম বিন্যাস করা হয় (বিস্তার্যন্তে প্রয়োগা যৈর্মূর্ছনাশেষসংশ্রয়াঃ তানাস্তে)।

৫: বাঙলাদেশের কয়েকটি ভাগের মধ্যে সুহ্ম একটি। অন্যান্য ভাগগুলি হল—পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট এবং উত্তর রাঢ়। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' পূর্বভারতের তিনটি বিভাগের উল্লেখ আছে—অঙ্গ, বঙ্গ এবং সুহ্ম। সুহ্ম বলতে বোঝায় বীরভূমের উত্তরাংশ বাদে বর্ধমান বিভাগ। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ে সুহ্ম ও বঙ্গের উল্লেখ আছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও পূর্বাংশের সীমানা ছিল গঙ্গা। এ অঞ্চলের পুরনো নাম ছিল সুহ্ম। নবম-দশম শতাব্দী থেকে সুহ্মের বদলে 'রাঢ়' নাম চালু হয়। বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রেও সুহ্মদেশের উল্লেখ আছে। অষ্টম-নবম শতাব্দী পর্যন্ত এবং তার পরেও পশ্চিমবঙ্গ প্রধানতঃ সুহ্ম নামেই পরিচিত ছিল। দন্ডীর 'দশকুমারচরিতে' তাম্রলিপ্ত (বা দামলিপ্ত) নগরকে সুহ্মের অন্তর্গত বলা হয়েছে।—

৬ গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমদৃশ্যের এক অপূর্ব বর্ণনা। সঙ্গমস্থলে গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গ-

রাশি দেখে মনে হয় সে উদ্ধতা। গঙ্গা এখানে যেন কলহান্তরিতা ও খণ্ডিতা নায়িকা। অন্য নদীরূপা নায়িকার সঙ্গে সহবাস করে সাগর গঙ্গার কাছে এলে সে তখন ক্ষেপে যায়। সাগরের অনুনয়বিনয় ব্যর্থ হলে সে চলে যাচ্ছে। কলহে নায়ক অন্তরিত বা দূরে যাওয়ায় সে কলহান্তরিতা; কিন্তু নায়ক চলে যাচ্ছে দেখে সে ঈর্ষায় রুষ্টা হয়ে তার কেশ টানায় খণ্ডিতা নায়িকার রূপটি ফুটে ওঠে। তবে নায়িকার দুটি বৈশিষ্ট্যের কোনোটিই এখানে আলংকারিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নি।

৭. চন্দ্রকান্ত একরকমের মণিবিশেষ। চাঁদ উঠলে এই মণি থেকে জল নিঃসৃত হয়। 'উত্তররামচরিত'-এ বলা হয়েছে—'দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ'।

৮ বিজয়পুরের ঐশ্বর্য বর্ণনা করাই এখানে কবির অভিপ্রায়। রত্নাকর যে সাগর তার সমস্ত সম্পত্তি বিজয়পুরের রাজলক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ছিল। সাগরের সমস্ত জল অগস্ত্য শোষণ করলে মণিমুক্তাদি সম্পদ সাগরের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তাই সেগুলো নিয়ে সাগরের দুর্ভাবনা ছিল। সমুদ্র থেকে মন্থনকালে লক্ষ্মী উঠেছিল। অতএব সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মী অর্থাৎ বিজয়পুরের রাজলক্ষ্মী সেগুলি নিয়ে আসে এবং সাগরকেও সে বিপন্মুক্ত করে।

৯. শৃঙ্গারের ইচ্ছা থেকে জন্মানো এক বিশেষ ভাবকে হাব বলে। যুবতী ভুরু, চোখ প্রভৃতির বিকারের সাহায্যে যে সম্ভোগ ইচ্ছা প্রকাশ করে তার ফলে যে ভাব লক্ষিত হয় তাকে হাব বলে। (ভাবতস্তু স শৃঙ্গারো হাবোঽক্ষিভ্রূবিকারকৃৎ— ২।৩৪ দশরূপক)।

১০ কুবলয়বতী আছে দক্ষিণে মলয়পর্বতে, আর রাজা আছেন উত্তরপূর্বে গৌড়দেশে। বসন্তে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বাতাস বয়ে যায়। শীতকালে উত্তর থেকে দক্ষিণে বাতাস বয়। অতএব গৌড়দেশ স্পর্শ করে উত্তুরে হাওয়া শীতকালে কুবলয়-বতীর কাছে যেতে পারে; কিন্তু বসন্তে তা সম্ভব নয়। বরং মলয়সমীরণের তরঙ্গ এ সময় গৌড়ভূমির উপর দিয়ে বয়ে যায়। তাই বেচারা কুবলয়বতী রাজার অঙ্গস্পর্শী বায়ু বসন্তে না পেয়ে বড়োই কাতরা।

১১ এক আত্মীয়ের দুঃখে অন্য আত্মীয়রা যেমন শোকবিহ্বল হয়, সেরকম কুবলয়বতীর দুঃখে মন আগুনে আত্মবিসর্জন দিচ্ছে, চোখদুটি জলে ডুবে মরছে, আর কপোল না খেয়ে ক্ষীণ পাণ্ডুর হয়ে যেন তপস্যা করছে।

১২. নায়িকার চন্দনলিপ্ত স্ফীত বক্ষোদেশ যেন চন্দনগাছময় মলয়পাহাড়। বিরহ-জনিত নিঃশ্বাসবায়ু যেন মলয়বাতাস। মলয়পর্বত থেকে যেমন মলয়বাতাস, সেরকম চন্দনচর্চিত স্তনদেশ থেকে বেরিয়ে আসে নিঃশ্বাসবায়ু। বিরহে মলয়-পবন যেমন কষ্টদায়ক, সেরকম নিঃশ্বাসও। কবির কল্পনায় নিশ্বাসরূপ মলয়-বাতাস কষ্ট দেওয়ায় অযশ লাভ করছে।

১৩. সা-রে-গা ইত্যাদি যে সাতটি স্বর আছে, তার মধ্যে পঞ্চম স্বর হল 'পা'। এই 'পা' কোকিলরবের অনুকরণের মতো।

'কোকিলে পঞ্চম গায়'—মনসামঙ্গল। নাভি, বক্ষ, হৃদয়, কণ্ঠ এবং মূর্ধা—এই পাঁচ স্থান থেকে এই স্বরের উদ্ভব বলে একে পঞ্চম বলে। 'কোকিলো রৌতি পঞ্চমম্'—অর্থাৎ কোকিল পঞ্চম স্বরে ডাকে।

পবনদূতম্

অস্তি শ্রীমত্যখিলবসুধাসুন্দরে চন্দনাদ্রৌ
গন্ধর্বাণাং কনকনগরী নাম রম্যো নিবাসঃ।
হৈমৈর্লীলাভবনশিখরৈরম্বরং ব্যালিখন্তি-
র্ধত্তে শাখানগরগণনাং যঃ সুরাণাং পুরস্য ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্বকন্যা
মন্যে জৈত্রং মৃদু কুসুমতোঽপ্যায়ুধং যা স্মরস্য।
দৃষ্টবা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং
বালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সংবিধেয়ীবভূব ॥ ২ ॥

বালোঽবালীষ্বপি মনসিজং সানভিব্যঞ্জয়ন্তী
পাণ্ডুক্ষামা কতিচিদনয়ত্ কাতরা বাসরাণি।
গন্তুং দেশান্তরমথ মধাবন্যথৈব প্রবৃত্তং
গাঢ়োৎকণ্ঠা মলয়পবনং সপ্রণামং যযাচে ॥ ৩ ॥

খ্যাতঃ প্রায়ঃ সকলজগতাং দক্ষিণস্ত্বং প্রকৃত্যা
জল্পালং ত্বাং পবন! মনসোঽনন্তরং ব্যাহরন্তি।
তস্মাদেব ত্বয়ি খলু ময়া সম্প্রণীতো ঽর্থিভাবঃ
প্রায়ো ভিক্ষা ভবতি বিফলা নৈব যুষ্মদ্বিধেষু ॥ ৪ ॥

বীক্ষ্যাবস্থাং বিরহবিধুরাং রামচন্দ্রস্য হেতো--
র্যাতঃ পারং পবন! সরিতাং পত্যুরপ্যাঞ্জনেয়ঃ।
তদ্ভ্রাতস্যাপ্রতিহতগতের্যাস্যতস্তে মদর্থং
গৌড়ী ক্ষৌণী কতি নু মলয়ক্ষ্মাধরাদ্ যোজনানি ॥ ৫ ॥

তত্রাবশ্যং কুসুমসময়ে স ত্বয়া শীলনীয়ঃ
সান্দ্রোদ্যানস্থগিতগগনপ্রাঙ্গণো গৌড়দেশঃ।
তস্মৈঽবস্থাং কথয় নৃপতেজীবনত্রাণহেতোঃ
প্রাদুর্ভাবস্ত্রিজগতি খলু ত্বাদৃশানাং পরার্থঃ ॥ ৬ ॥

হৃত্বানর্ঘ্যং পরিমলমিতশ্চন্দনানোকহানাং
তূর্ণং তাবদ্ বিসৃজ মলয়োপত্যকাকাননানি।
যাবন্নৈতে নিধুবনকলাকেলিভাজো ভুজঙ্গা
ভোগব্যাজাচ্চুলুকচুলুকং মৎসরাস্ত্বাং পিবন্তি ॥ ৭ ॥

শ্রীখণ্ডাদ্রেঃ পরিসরমতিক্রম্য গব্যূতিমাত্রং
গন্তব্যাস্তে কিমপি জগতীমণ্ডনং পাণ্ড্যদেশঃ।
তত্র খ্যাতং পুরমুরগমিত্যাখ্যয়া তাম্রপর্ণ্যা
স্তীরে মুগ্ধক্রমুকতরুভির্বন্ধুরেখে ভজেথাঃ ॥ ৮ ॥

সম্ভোগান্তে শ্লথভুজলতানিঃসহানাং বধূনাং
ব্যাধুন্বন্তো হনূচিতকবরীভারমব্যাজমুগ্ধম্ ।
অস্মিন্ সদ্যঃ শ্রমজলনুদঃ সৌধজালৈরুপেত্য
প্রত্যাসন্না মলয়মরুতস্তালবৃন্তীভবন্তি ॥ ৯ ॥

ক্রীড়াশৈলং ভুজগনগরীযোষিতাং কৌতুকশ্চেৎ
সেতুং যায়া জলধিকরিণঃ শৃঙ্খলাদামদীর্ঘম্ ।
ভাতি স্নেহাদবনিতনয়া জীবনাশ্বাসহেতো-
র্লঙ্কাম্বীপং প্রহিত ইব যো বাহুরেকঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ১০ ॥

ক্রুধ্যদ্-গৌরীকরকিশলয়াকৃষ্টচূড়াসুধাংশো
র্দ্রক্ষ্যস্যুচ্চৈঃ কুলমকলুষং তত্র রামেশ্বরস্য ।
মধ্যং যত্রো ত্রিবলিবিষমং বারসীমন্তিনীনাং
হস্তোৎকম্পং কথয়তি বিধেঃ সৃষ্টকাঞ্চীপদস্য ॥ ১১ ॥

লীলাগারৈরমরনগরস্যাপি গর্বং হরন্তীং
গচ্ছেঃ কাঞ্চীপুরমথ দিশো ভূষণং দক্ষিণস্যাঃ ।
নক্তং যত্র প্রহরিক ইবোজ্জাগরং নাগরাণাং
কুর্বন্ পাণিপ্রণিহিতধনুর্জায়তে পঞ্চবাণঃ ॥ ১২ ॥

আভ্রং লীলাবিহসিতমিব শ্যাবতামভ্যুপেতে
সদ্যঃ ফেনব্যতিকরমিষাদর্পয়ত্যংশুকান্তম্ ।
অন্তঃক্রীড়াকুতুকরভসভ্রষ্টচীনোত্তরীয়ে
যন্নারীণামুরসি সুবলা বীচিহস্তৈঃ সখীব ॥ ১৩ ॥

মন্যে মোক্ষঃ কঠিনসুরতায়াসলব্ধস্য তূর্ণং
দুষ্প্রাপস্তে পবন ভবিতা চোলসীমন্তিনীভ্যঃ ।
কে বা তাসামলকরচনালীননীলীসনাথে
গণ্ডাভোগে মলয়জপয়ঃ পিচ্ছিলে ন স্খলন্তি ॥ ১৪ ॥

হিত্বা কাঞ্চীমবিনয়বতীভক্তরোধোনিকুঞ্জাং
তাং কাবেরীমনুসর খগশ্রেণিবাচালকূলাম্ ।
কান্তাশ্লেষাদপি খলু সুখস্পর্শমিন্দুত্বিষোঽপি
স্বচ্ছং ভিক্ষাপ্রবণমনসোঽপ্যম্বু যস্যা লঘীয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যা গঙ্গেব প্রকৃতিসুভগা জায়তে কেরলীনাং
কেলিস্নানে কুচমলয়জৈঃ পাণ্ডিমানং দধানা ।
শশ্বদ্ গোত্রস্খলনজনিতত্রাসলোলস্য সিন্ধো-
রুদ্বীচিভ্রূশ্চরণপতনপ্রেমবাচাং রসজ্ঞা ॥ ১৬ ॥

তস্যা লীলাসরিত ইব তাঃ স্রোতসি শ্রোণিদঘ্নে
তোয়ক্রীড়াং যদি বিদধতে দাক্ষিণাত্যাস্তরুণ্যঃ ।
বীচিক্ষেপৈঃ স্তনপরিসরেষ্বস্তহারেষু তাসাং
মুক্তাজালং রচয় তদপাং বিন্দুভিঃ কুন্দগৌরৈঃ ॥ ১৭ ॥

স্নিগ্ধশ্যামং গুরুভিরুপলৈঃ পর্বতং মাল্যবন্তং
পশ্যেরুত্তম্ভিতমিব পুরঃ কেশপাশং পৃথিব্যাঃ।
তত্রাদ্যাপি প্রতিঝরজলৈর্জর্জরাঃ প্রস্থভাগাঃ
সীতাভর্তুঃ পৃথুতরশুচঃ সূচয়ন্ত্যশ্রুপাতান্ ॥ ১৮ ॥

রম্যোপান্তং সরলতরুভির্মাণ্ডকর্ণেঃ সরস্তদ্
গচ্ছেঃ পম্পাপ্সর ইতি হৃতপ্রৌঢ়তাপং মঘোনঃ।
যত্রাদ্যাপি ত্রিদশতরুণীমুগ্ধসঙ্গীতিমালা
পূর্বপ্রেমোপগতহরিণশ্রেণিমুৎকণ্ঠয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

ক্রীড়াশোকক্রমুকবহুলারামরম্যোপকণ্ঠাঃ
সংপৎস্যন্তে পথি পথি তব প্রীতয়ে প্রস্থিতস্য।
পীনোত্তুঙ্গস্তনভরনমৎপামরী প্রেমলোভান্
নির্বিচ্ছেদভ্রমিতপথিকাঃ পল্লয়ঃ পল্বলিনাঃ ॥ ২০ ॥

অন্ধ্রান্ হিত্বা জনপদবধূগাঢ়গোদাবরীকান্
কালিঙ্গস্যানুসর নগরীং নাম তাং রাজধানীম্।
সম্ভোগান্তে মুকুলিতদৃশাং তত্র বারাঙ্গনানা-
মঙ্গগ্লানিং হর পরিপতন্ কেলিবাতায়নেষু ॥ ২১ ॥

খেলদ্বীচিপ্রচয়রচিতানেকসোপানরেখং
তীরং যায়াঃ ফলভরনমৎপূগমালং পয়োধেঃ।
গায়ন্তীনাং শ্রবণসুভগং তত্র সিদ্ধাঙ্গনানাং
স্থানে স্থানে জনয় শনকৈস্তানশব্দানুবাদান্ ॥ ২২ ॥

কুঞ্জক্রীড়ৎত্রিদশতরুণীকেলিনিশ্বাসবাতৈ-
র্ম্লায়দ্বল্লীকিশলয়রুচো নির্বেশবিন্ধ্যপাদান্।
পশ্যান্ বক্তাণ্যনতিচতুরব্যাধসীমন্তিনীনাং
মাদ্যদ্গন্ধিশ্বিরদরসিতত্রাসলোলেক্ষণানি ॥ ২৩ ॥

স্বেচ্ছারম্যং বিহর বিহগব্যাকুলোত্তুঙ্গবৃক্ষে
বিন্ধ্যোৎসঙ্গপ্রণয়িনি বনে মানবত্যোঽপি যত্র।
সঞ্জায়ন্তে রহসি করিণাং ক্রূরমাকর্ণ্য শব্দং
ভর্তুঃ কণ্ঠে প্রণিহিতভুজাবল্লয়ো ভিল্লযোষাঃ ॥ ২৪ ॥

স্বৈরক্রীড়ারসিকশবরী সিক্তরোধোনিকুঞ্জাং
গচ্ছে রেবামভিনবশুকশ্যামবংশীবনেন।
মন্যন্তে যৎপরিসরভুবি প্রৌঢ়সীমন্তিনীনাং
লীলামানগ্রহমপি রতেরন্তরায়ং যুবানঃ ॥ ২৫ ॥

লীলাং নেতুং নয়নপদবীং কেরলীনাং রতেশ্চেৎ
গচ্ছেঃ খ্যাতাং জগতি নগরীমাখ্যয়া তাং যযাতেঃ।
গাঢ়াশ্লিষ্টক্রমুকতরবঃ প্রাঙ্গণে নাগবল্ল্যো
•বালাং যত্র প্রিয়তমপরীরম্ভমধ্যাপয়ন্তি ॥ ২৬ ॥

গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
যাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সুহ্মে বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃদ্ যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্বতে বাররামাঃ ॥ ২৮ ॥

যাতস্যোর্ধ্বং ধনপতিনগেনৈব গৌরৈরাগারৈঃ
পশ্যেস্তস্মিন্ নগরমনঘং চারুচন্দ্রার্ধমৌলেঃ।
যত্রানেকপ্রিয়নখপদব্যাজতো বাররামাঃ
ভর্তুর্ভূষাশশধরকলাচিহ্নমঙ্কে বহন্তি ॥ ২৯ ॥

তত্রানর্ঘ্যং রঘুকুলগুরুং স্বর্নদীতীরদেশে
নত্বা দেবং ব্রজ গিরিসুতা সংবিভক্তাঙ্গরম্যম্ ॥
যাতে যস্মিন্ নয়নপদবীং সুন্দরভ্রূলতানাং
প্রৌঢ়স্ত্রীণাং গলতি রমণপ্রেমজন্মাভিমানঃ ॥ ৩০ ॥

তৎ ক্ষেত্রঞ্চ ত্রিদিবসরিতশ্চান্তরা সেবনীয়ঃ
শ্রীবল্লালক্ষিতিপতিযশোবান্ধবঃ সেতুবন্ধঃ।
আরূঢ়ানাং ত্রিদিবতটিনীস্নানহেতোর্জনানাং
যত্র দ্বেধাপ্যমরনগরী সন্নিকৃষ্টা বিভাতি ॥ ৩১ ॥

গঙ্গাং ফেনস্তবকমুকুরং বীচিহস্তে বহন্তীং
সেবেথাস্তামথ পরিসরপ্রৌঢ়হংসাবতংসাম্।
প্রত্যাবৃত্য ব্রজতি জলধৌ প্রেয়সি প্রেমলীলাং
কর্তুং কেশগ্রহমিব কিমপ্যুন্ধতা যা বিভাতি ॥ ৩২ ॥

তোয়ক্রীড়াসরসনিপতৎসুহ্মসীমন্তিনীনাং
বীচীধৌতৈঃ স্তনমৃগমদৈঃ শ্যামলীভূয় ভূয়ঃ।
ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্যাতি দেবী
দেশং যায়াস্তমথ জগতীপাবনং ভক্তিনম্রঃ ॥ ৩৩ ॥

সংসর্পন্তীং প্রকৃতিকুটিলাং দর্শিতাবর্তচক্রাং
তামালোক্য ত্রিদশসরিতো নির্গতামম্বুগর্ভাৎ।
মা নির্মুক্তাসিতফণিবধূশঙ্কয়া কাতরো ভূ—
র্ভীতঃ সর্বো ভবতি ভুজগাৎ কিং পুনস্ত্বাদৃশো যঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্রীড়ন্তীনাং পয়সি রভসাত্তত্র লীলাবতীনাং
বীচীহস্তৈ রচয় কুচয়োরংশুকস্রংসনানি।
সদ্যস্তাসামপি চ রমণালোকনব্যাকুলানাং
যান্তু ক্রীড়ামসৃণহসিতান্যুত্তরীয়াঞ্চলত্বম্ ॥ ৩৫ ॥

স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানীং
দৃষ্টা তাবদ্ ভুবনজয়িনস্তস্য রাজ্ঞোঽধিগচ্ছেঃ।
গঙ্গাবাতস্ত্বমিব চতুরো যত্র পৌরাঙ্গনানাং
সম্ভোগান্তে সপদি বিতনোত্যঙ্গসংবাহনানি ॥ ৩৬ ॥

যৎসৌধানামুপরি বড়ভীশালভঞ্জীষু লীনাঃ
সুস্নিগ্ধাসু প্রকৃতিমধুরাঃ কেলিকৌতূহলেন।
উন্নীয়ন্তে কথমপি রহঃপাণিপঙ্কেরুহাগ্র-
স্পর্শোদ্গচ্ছৎপুলকমুকুলাঃ সুভ্রুবো বল্লভেন ॥ ৩৭ ॥

স্নিগ্ধশ্যামারমণমণিভির্বদ্ধমুগ্ধালবালাঃ
পৌরস্ত্রীভিঃ ক্রমুকতরবো রোপিতাঃ প্রাঙ্গণেষু।
যত্রাযত্নোপগতসলিলৈর্নক্তমাসিক্তমূলা
নোপেক্ষ্যন্তে পরিজনবধূপাণিবিশ্রাণিতাম্ভঃ ॥ ৩৮ ॥

গঙ্গাশ্লেষপ্রকৃতিবিমলে পালিতে তেন রাজ্ঞা
জাতা লোকস্থিতয়বিগলদ্ভীতয়ো যত্র পৌরাঃ।
বালাভ্যোঽথ প্রণয়কলহে রূঢ়কোপাঙ্কুরাভ্যো
বিভ্যস্যন্তি ভ্রূকুটিরচনাচারুভীমাননাভ্যঃ ॥ ৩৯ ॥

আত্তং কর্ণাৎ প্রণিহিতপদং সাঞ্জনৈরশ্রুলেশৈ-
র্বদ্ধং তাপগ্লপিতবিসিনীতন্তুনা বন্ধনেন।
যত্র স্ত্রীণামধরবচকন্যাস্তসিন্দূরমুদ্রং
তালীপত্রং প্রণয়িনি জনে প্রেমলেখত্বমেতি ॥ ৪০ ॥

ভর্তুঃ স্বৈরং সুরতজনিতস্বেদবিন্দূন্ বিনেতুং
যত্র স্নেহাদগণিতনিজগ্লানিভির্মুগ্ধদারৈঃ।
সৌধোৎসঙ্গে শশধররুচস্তন্তুজালপ্রবিষ্টা
ব্যাকৃষ্যন্তে রুচিরচমরীবালভারভ্রমেণ ॥ ৪১ ॥

বৃদ্ধোষ্মাণঃ স্তনপরিসরাঃ কুঙ্কুমস্যাঙ্গরাগা
দোলাঃ কেলিব্যসনরসিকাঃ সুন্দরীণাং সমূহাঃ।
ক্রীড়াব্যাপ্যঃ প্রতনুসলিলা মালতীদাম রাত্রিঃ
স্ত্যানজ্যোৎস্না মন্দমবিরতং কুর্বতে যত্র যূনাম্ ॥ ৪২ ॥

ভ্রাম্যন্তীনাং তমসি নিবিড়ে বল্লভাকাঙ্ক্ষিণীনাং
লাক্ষারাগাশ্চরণগলিতাঃ পৌরসীমন্তিনীনাম্।
রক্তাশোকস্তবকললিতৈর্বালভানোর্ময়ূখৈ
র্নালক্ষ্যন্তে রজনিবিগমে পৌরমার্গেষু যত্র ॥ ৪৩ ॥

রত্নৈর্মুক্তামরকতমহানীলসৌগন্ধিকাদ্যৈঃ
শঙ্খৈর্থর্বালাবলয়রচনাবন্ধুভির্বিদ্রুমৈশ্চ।
লোপামুদ্রারমণমুনিনা পীতনিঃশেষবারঃ
শ্রীঃ সর্বস্বং হরতি বিপদং যত্র রত্নাকরস্য ॥ ৪৪ ॥

মুক্তীভূতাং মরকতময়ীং হারযষ্টিং দধানা
যস্মিন্ বালা মৃগমদমসীপিচ্ছিলেষু স্তনেষু ।
চেতোবর্তিং স্মরহুতবহং দীপিতং স্নেহপূরৈঃ
কৃত্বা যান্তি প্রিয়তমগৃহান্ অন্ধকারে ঘনেঽপি ॥ ৪৫ ॥

নীতং যত্নাদবিনয়লিপেঃ পত্রতামায়তাক্ষ্যা
নির্গচ্ছন্ত্যাঃ সপদি হৃদয়ং ক্ষালয়িত্বেব যত্র ।
কান্তে পাদপ্রণয়িনি মিলৎকজ্জলশ্যামলানা-
মুন্মুচ্যন্তে নয়নপয়সাং শ্রেণয়ো মানিনীভিঃ ॥ ৪৬ ॥

অগ্রে তেষাং ব্যপগতমদঃ স্থাতুমেবাসমর্থো
দৃষ্ট্বা কান্তিং কুসুমধনুষঃ কা কথা বৈক্রমস্য ।
সুভ্রূলীলাচতুরনয়নক্ষেপরম্যৈর্বিলাসৈ-
র্যস্মিন্ যাতাস্তদপি সুদৃশাং কিঙ্করত্বং যুবানঃ ॥ ৪৭ ॥

স্বয্যাসীনে মনসিজগুরৌ যত্র সারঙ্গনেত্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে রচিতচতুরোদ্যানদোলাবিলাসাঃ ।
অভ্যস্যন্ত্যঃ সরভসমিব ব্যোমকান্তারযানং
কন্দর্পস্য ত্রিদিবযুবতীং জেতুকামস্য সেনাঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রাসাদানাং দিনপরিণতৌ গর্ভদগ্ধাগুরূণাং
জালোদ্গীর্ণঃ সজলজলদশ্যামলো যত্র ধূমঃ ।
সদ্যঃক্রীড়াকুতুকরভসারূঢ়পৌরীমুখেন্দু-
জ্যোৎস্নাসঙ্গপ্রসৃমরতমঃশ্রেণিশঙ্কাং তনোতি ॥ ৪৯ ॥

ব্যর্থীভূতপ্রিয়সহচরীচারুবাচাং নিশীথে
রোষাদস্বীকৃতকুবলয়োত্তংসরিস্রংসিমাল্যম্ ।
যূনাং যত্র প্রণয়কলহং কেলিহর্ম্যাগ্রভাজাম্
ইন্দুং প্রত্যাদিশতি সবিধীভূয় শশ্বৎকরেণ ॥ ৫০ ॥

তত্র স্বেচ্ছারতিবিনিময়ে চৈব সীমন্তিনীনাং
কর্ণাসংসি প্রকৃতিসুভগং কেতকীগর্ভপত্রম্ ।
উৎপশ্যন্তি ব্যতিকরচলৎকুণ্ডলাঘট্টনাভি-
র্ভিন্নং সাক্ষাদিব মুখবিধোঃ খণ্ডমেকং বিদগ্ধাঃ ॥ ৫১ ॥

বাচঃ শ্রোত্রামৃতমনুগতভ্রূবিলাসাঃ কটাক্ষাঃ
রূপং হস্তোচ্চয়সমুচিতং স্নিগ্ধমুগ্ধাশ্চ হাবাঃ ।
যাতং লীলাঞ্চিতমকৃতকং যত্র নেপথ্যমেতৎ
পৌরস্ত্রীণাং দ্রবিণসুলভা প্রক্রিয়া ভূষণঞ্চ ॥ ৫২ ॥

পুঞ্জীভূতং জগদিব ততঃ সপ্তকক্ষ্যানিবেশৈ
রম্যাং যায়া ভবনমবনীমণ্ডলাখণ্ডলস্য ।
যৎসৌধানাং শিখরিসুহৃদাং মূর্ধ্নি বিশ্রান্তমেঘে
বিদ্যুল্লেখা বিতরতি মুহুর্বৈজয়ন্তীবিলাসম্ ॥ ৫৩ ॥

স্নিগ্ধশ্যামৈরিব বিরচিতা দারিতৈরিন্দ্রনীলৈ
র্বাপী তস্মিন্নবনিবনিতারম্যরোমাবলীব ।
যস্যাস্তীরে বিহরদনতিপ্রৌঢ়সীমন্তিনীনাং
মন্যে লীলাগতিষু গুরবো রাজহংসা ভবন্তি ॥ ৫৪ ॥

দেবং সাক্ষান্মনসিজমিব প্রাপ্তরাজ্যাভিষেকং
সেবেথাস্তং ব্যথিতসময়ে চামরগ্রাহিণীভিঃ ।
যস্য স্নিগ্ধস্ফুরদসিলতাস্ফারগত্যা জলানাং
লব্ধঃ সংখ্যে রিপুকুলবধূলোচনৈঃ সংবিভাগঃ ॥ ৫৫ ॥

যস্যোৎসুক্যাদসমসমরালোকনোন্মাদভাজাং
স্বর্গস্ত্রীণামপরিগণিতস্রস্তচেলাঞ্চলানাম্ ।
মন্যে ধারাচতুরতুরগোৎখাতরেণুপ্রতানঃ
সদ্যোলগ্নঃ স্তনকলসয়োরন্তরীয়ত্বমেতি ॥ ৫৬ ॥

ভুগ্নগ্রীবং ভুজবিসলতাসক্তবক্ত্রাম্বুজাভিঃ
সোঽয়ং সেনান্বয়নৃপ ইতি ত্রাসকৌতূহলাভ্যাম্ ।
বিষ্বক্ পীতঃ কুবলয়দলশ্রেণিদীর্ঘৈঃ কটাক্ষৈঃ
পৌর[illegible]ভিঃ সপদি নগরীবিদ্রবে বিস্বিয্যাং যঃ ॥ ৫৭ ॥

বন্ধাক্রন্দা বিহগরুদিতৈর্বিভ্রতী চৈতসীব
ক্রীড়াগারে সুচিরলিখিতামাকৃতিং বল্লভস্য ।
প্রৌঢ়ারামা যদরিনগরী সৌধসঞ্জাত দূর্বা-
জালব্যাজাদলকপটলীং দূরনম্রাং বিভর্তি ॥ ৫৮ ॥

ক্রীড়ারোষে সুতনুচরণা হন্যমানস্য পত্যুঃ
প্রত্যুদ্গচ্ছৎপুলককপটলেনাপি বাধাং দধানা ।
ভ্রামস্যদ্রের্বনভুবি কথং ক্রূরদর্ভাঙ্কুরায়া-
মেবংপ্রায়ো যদরিনগরীশারিকাণাং বিলাপঃ ॥ ৫৯ ॥

তস্মিন্ কালে ক্বচিদপি স চেন্বাসরস্য ত্রিভাগং
রাজা শক্তো গময়তি রহশ্চিন্তয়ন্নন্তরায়ান্ ।
সন্দেশো মে ন পবন তদা কিঞ্চিদাবেদনীয়ঃ
কার্যোত্তপ্তে মনসি লভতে নাবকাশং বিলাসঃ ॥ ৬০ ॥

আসাদ্যাতঃ কমপি সময়ং সৌম্য বক্তুং বিবিক্তে
দেবং নীচৈর্বিনয়চতুরঃ কামিনং প্রক্রমেথাঃ ।
অপ্যন্যেষু প্রণয়িভিরভিব্যঞ্জিতঃ কার্যভাগঃ
সিদ্ধিং গন্তুং প্রভুরবসরে কিং পুনঃ পার্থিবেষু ॥ ৬১ ॥

শ্রীখন্ডাদ্রের্বসতি শিখরে কোঽপি গন্ধর্বলোক-
স্তত্রাস্ত্যেকা কুবলয়বতী নাম মান্যাঙ্গনানাম্ ।
দূতং তস্যাঃ কলয় মলয়োপত্যকামারুতং মাং
কামিদ্বন্দ্বং ঘটয়তি মিথো বিপ্রযুক্তং য একঃ ॥ ৬২ ॥

জিত্বা দেব ত্বয়ি সরভসং দাক্ষিণাত্যান্ ক্ষিতীশান্
প্রত্যাবৃত্তে মলয়কটকাচ্চিত্তমাদায় তস্যাঃ।
দূরং যাতে কমিতরি বৃথা বৃত্তিরস্যেতি তস্যা
বাষ্পোৎপীড়া সপদি পদবীং সংরুরোধেক্ষণস্য।। ৬৩ ।।

বিন্যস্তাগ্রং ভুবি চরণয়োঃ কৌতুকোত্তম্ভিতাক্ষী
ত্বৎসংপর্কপ্রকৃতিসুভগমুন্নতগ্রীবমাশাম্ ।
উৎপশ্যন্তী কিমপি সুতনুর্লক্ষ্যতে সৌধশৃঙ্গা-
দুর্ভিন্নাশ্রুস্থগিতমসকৃৎ ত্বৎসমীপং যিয়াসুঃ ।। ৬৪ ।।

যস্মিন্ কালে নয়নবিষয়ং সাহসিন্যাসি নীতঃ
সারঙ্গাক্ষ্যাঃ সকলললনালোচনানন্দকারিন্ ।
জানে তস্মাৎ প্রভৃতি জনিতস্বান্তসন্তাপখেদা
সা রমেষু ক্বচিদপি ন বিশ্বাসমেকান্তমেতি ।। ৬৫ ।।

মুষ্টিগ্রাহ্যং কিমপি বিধিনা কুর্বতা মধ্যভাগং
মন্যে বালা কুসুমধনুষো নির্মিতা কার্মুকায় ।
রাজন্নুচ্চৈর্বিরহজনিতক্ষামভাবং বহন্তী
জাতা সম্প্রত্যহহ সুতনুঃ সা চ মৌর্বী লতেব ।। ৬৬ ।।

কীদৃক্ কান্তঃ কথয় তরলে বর্ততে যস্তবান্ত
র্যত্নাদিত্থং সুভগ বহুশঃ পৃষ্টয়ালীজনেন ।
নিঃশ্বস্যোচ্চৈঃ কথমপি তয়া স্তম্ভিতাশ্রুপ্রবাহা
ন্যস্তা দৃষ্টির্লিখিতমদনে ভিত্তিভাগে গৃহস্য ।। ৬৭ ।।

ধত্তে সদ্যস্ত্বদুপগমিতপ্রেমলেখভ্রমং সা
তালীপত্রে প্রিয়সহচরীকর্ণপাশচ্যুতেঽপি ।
কিঞ্চ ক্রীড়াশুকমপি মুহুঃ পৃচ্ছতি ত্বৎপ্রবৃত্তিং
গাঢ়োদ্ভূতঃ ক খলু গণয়ত্যন্বয়ং স্বার্থিভাবঃ ।। ৬৮ ।।

নোত্তংসত্বং দৃশমপি নয়ত্যুৎপলে বন্ধকোপা
মাল্যৈঃ ক্লান্তা ন ভুজলতিকামপ্যসৌ সংবৃণোতি ।
পদ্মোদ্বিগ্না হৃদয়নিহিতাৎ তাপসম্পত্তিহেতো-
রালীহস্তাদপি চ সহসা মীলিতাক্ষী বিভেতি ।। ৬৯ ।।

অভ্যস্যন্তী সরসকুসুমস্বস্তরোঃ প্রান্তসুপ্তা
শুষ্যৎপঙ্কপ্রকরসফরী-সম্ভ্রমোদ্বর্তিতানি ।
ধারাবাষ্পং নয়ননলিনীনালতাং চানয়ন্তী
মন্যে বালা গময়তি পুনঃ সা কথঞ্চিদ্দিনানি ।। ৭০ ।।

অন্তস্তাপং তুহিনপয়সামপ্যনুচ্ছিদ্যমাপ্য
ত্বত্তো বালা মলয়জরজঃস্রোতসামপ্যসাধ্যম্ ।
ধত্তে নিন্দাং কুসুমবিশিখেঽত্যন্তসাদৃশ্যমূঢ়া
সুস্থাপি স্যাৎ কিমুত বিরহব্যাকুলা বিভ্রমিণ্যঃ ।। ৭১ ।।

দ্বেষঃ ক্রীড়াবিপিনবসতৌ চন্দনাম্ভোনিষেধঃ
প্রত্যাখ্যানং সরসনলিনীতালবৃন্তানিলস্য।
জাতস্তস্যাং কথমপি সখীবুদ্ধিজস্ত্বদ্বিয়োগে
মূর্ছাবেগব্যপগমবিধেরেষ এব প্রকারঃ ॥ ৭২ ॥

ধত্তে দ্বেষং শশিনি কুরুতে ন গ্রহং কেশহস্তে
দূরে হারং ক্ষিপতি রমতে নিন্দয়া চন্দনস্য।
বহুং দেব ত্বয়ি পরমসৌ স্বামবস্থাং কথঞ্চিদ্
গাঢ়োদ্বেগা নয়তি কবিতাচিন্তয়া বাসরাণি ॥ ৭৩ ॥

আদৌ যাতো নয়নপদবীং স্তম্ভয়ন্ পক্ষ্মমালাং
চুম্বন্ গণ্ডস্থলভুবমথো পীতবীম্বাধরোষ্ঠঃ।
কুর্বন্ কণ্ঠগ্রহমপি কুচোৎসঙ্গশয্যাশয়ান-
স্তস্যা বাষ্পঃ কিমিব ন খলু ত্বদ্বিয়োগে করোতি ॥ ৭৪ ॥

শাঙ্গাক্ষ্যা জনয়তি ন যদ্ ভস্মসাদঙ্গকানি
ত্বদ্বিশ্লেষে স্মরহুতবহঃ শ্বাসসন্ধুক্ষিতোঽপি।
জানে তস্যাঃ স খলু নয়নদ্রোণিবারাং প্রভাবো
যদ্বা শশ্বদ্বপুষি তব মনোবর্তিনঃ শীতলস্য ॥ ৭৫ ॥

শান্তপ্রায়ে রজনীসময়ে কিঞ্চিদামীলিতাক্ষী
প্রাপ্য স্বপ্নে কথমপি পুরস্ত্বামতিপ্রৌঢ়রাগা।
শ্লিষ্যন্তী স্বাং তনুমনুপদং বিপ্রবুদ্ধাথ বালা
লজ্জালোলং বলয়তি মুখং সা সখীনাং মুখেষু ॥ ৭৬ ॥

চন্দ্রাদ্রম্যামুপবনভুবং দূরতো দ্বেষ্টি বালা
নালাপঞ্চ ক্বচন কুরুতে সার্ধমালীজনেন।
রক্ষাহেতোঃ স্মরবিশিখতঃ কেবলং সা বরাকী
ধত্তে লীলাফলকমুরসি ত্বৎপ্রতিচ্ছন্দশোভি ॥ ৭৭ ॥

বিন্যস্যন্তী শশিনি নয়নে দুর্দিনৈরশ্রুবারাং
ধারাশ্বাসৈর্বকুলকুসুমামোদমাঘ্রাতুকামা ;
শুশ্রূষুশ্চ ভ্রমরবিরুতং মূর্ছয়া রক্ষিতাসৌ
বীক্ষ্যাবস্থাং ক ইব করুণাকাতরঃ স্যান্ন তস্যাঃ ॥ ৭৮ ॥

চেতোবৃত্তিঃ স্ফুরতি করুণা বিপ্রয়োগে বিরাগঃ
কোপাবেশঃ কুসুমবিশিখে নিত্যমাত্মন্যবজ্ঞা।
ইত্থং স্বাঙ্কে স্থিতমিব সমালম্ব্য চিত্রা বরাকী
ত্বয্যেকান্তস্থিরবিরচিতং ভাবমাবিষ্করোতি ॥ ৭৯ ॥

প্রাগালাপাঃ প্রতিমুহুরপি প্রেমরম্যাঃ সখীনাং
ত্বয্যেকান্তব্যপগতদয়ে সঙ্গমাশাপি নৈব।
তস্যাশ্চিন্তাং বিরহজনিতাং নাথ বিস্মারয়ন্তী
মূর্ছৈবৈকা ভবতি সততং জীবিতালম্বনায় ॥ ৮০ ॥

তস্যা রাজন্ননুভবমনাসাদ্য হস্তাবরোধাদ্
গণ্ডাভোগে নয়নসলিলস্রোতসা ক্ষালিতোঽপি ।
প্রত্যাসন্নঃ স্তনপরিসরে চেতসা ত্বাং বহন্ত্যাঃ
প্রালেয়াংশুনর্পতিককুদচ্ছত্রভঙ্গীং বিভর্তি ॥ ৮১ ॥

যাতঃ কৃচ্ছ্রাত্তুহিনসময়ঃ সম্প্রতি ত্বৎসকাশাদ্
আগচ্ছন্তীং পবনলহরীমপ্যনাসাদয়ন্ত্যাঃ ।
কঃ সন্নদ্ধে পরভৃতবধূকেলিবাচাললোলে
চৈত্রে তস্যাঃ কথয় সুভগ প্রাণরক্ষাভ্যুপায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ভূয়োভূয়ঃ প্রবিশতি মনো দারুণে মন্মথাগ্নৌ
মগ্নং বাষ্পাম্ভসি নয়নয়োর্দ্বন্দ্বমিন্দীবরাক্ষ্যাঃ ।
তস্যা রাজন্নতনুবিরহব্যাকুলায়াস্তপস্বী
জাতো ভস্মচ্ছুরিত ইব স ক্ষামপাণ্ডুঃ কপোলঃ ॥ ৮৩ ॥

রাজন্নুর্বীবলয়বনিতাকামুক ত্বৎসকাশা-
দাশাতন্তুর্ভবতু সুদৃশো দুর্লভঃ প্রেমতন্তুঃ ।
কষ্টাৎ কষ্টং পুনরিদমহো স্বপ্নসংকেতদূতী
নিদ্রাপ্যস্যাঃ ক্ষণমপি ন যন্নেত্রসীমানমেতি ॥ ৮৪ ॥

প্রত্যাবৃত্তাঃ স্তনপরিসরাচ্চন্দনস্ফীতমূর্তেঃ
শ্বাসা এব স্মরহুতবহোদ্দীপনৈকপ্রগল্ভাঃ ।
তামুৎকণ্ঠাকুলিতহৃদয়াং খেদয়ন্তি প্রকামং
সম্প্রাপ্যন্তে মলয়পবনৈরেবমেবাযশাংসি ॥ ৮৫ ॥

ত্বদ্বক্ত্রানুস্মরণরসিকা কাতরা চ প্রকামং
জ্যোৎস্নাসেকৈর্দ্বিজপতিমধিক্ষেপপাত্রং করোতি ।
কিন্তু দ্বেষ্টি ত্রিদশভিষজৌ সুন্দর ত্বাং বিচিন্ত্য
প্রায়েণৈবং ভবতি বিধুরাসন্নমৃত্যোর্মনীষা ॥ ৮৬ ॥

সা বৈরস্যাদসিতনয়না হেমতালীদলানাং
প্রত্যাখ্যানাৎ প্রকৃতিসুভগং কর্ণপাশং বিভর্তি ।
তদ্গাত্রাণাং কিমপি সহসা দুর্বলত্বং বিচিন্ত্য
ত্যক্তং ত্রাসাদ্ গুণমিব মনোজন্মনা কার্মুকস্য ॥ ৮৭ ॥

অপ্যাজন্মপ্রভৃতিসুহৃদশ্চন্দনস্যাপরাধা-
দধ্যাস্তে সা ন খলু মলয়োপত্যকাকাননানি ।
কিন্তু দ্বেষাদুপরি মদনস্যৈব সর্বাঙ্গতন্বী
বদ্ধাবেশা মনসি রতয়ে নাবকাশং দদাতি ॥ ৮৮ ॥

লীলোদ্যানে বিতরতি দৃশং যত্নসংরুদ্ধবাষ্পা
সান্দ্রে চন্দ্রার্চিষি নিবিশতে চন্দনাভাক্তগাত্রী ।
ক্রীড়াবাপীং মরুদভিমুখং ধাবতি ব্যাকুলাসৌ
কিং বা নার্যো রমণবিরহে সাহসং নাচরন্তি ॥ ৮৯ ॥

যাতাঃ কণ্ঠস্থলমপি ঘনশ্বাসমাত্রাবশেষা-
স্তামুৎকণ্ঠাপ্রতনুমসবঃ সর্বথা ন ত্যজন্তি ।
লব্ধ্বা কণ্ঠপ্রণয়মথবা তাদৃশাঙ্গনানাং
শক্তস্ত্যাগে ক ইব ভুবনে চেতসা বিচ্যুতোঽপি ॥ ৯০ ॥

ক্ষীণস্তাপো বপুষি বিগতা নেত্রয়োরশ্রুধারা
বিশ্রান্তানি ক্রমকৃশতনোরঙ্গবিক্ষেপণানি ।
ইত্থং শান্তে বিরহজনিতে ব্যাধিরাগে মৃগাক্ষ্যাঃ
শ্বাসস্তস্যাঃ পরমুপচিতো নিবৃতেরন্তরায়ঃ ॥ ৯১ ॥

লীলোদ্যানে পরভৃতবধূপঞ্চমৈঃ পীড্যমানা
তাম্যন্মূর্তির্মলয়মরুতা কেলিবাতায়নেষু ।
সা নৈকত্র কচিদপি পদং কাতরাক্ষী বিধত্তে
যৎ সত্যং ন ত্রিভুবনমপি প্রীয়তে দুঃখিতানাম্ ॥ ৯২ ॥

সা সর্বত্রাপ্রতিহতগতির্বিদায়া সত্যপি ত্বাং
প্রত্যাবৃত্তং সুভগ সহসা বিভ্যতী নাভ্যুপৈতি ।
রাজানো হি প্রকৃতিরসবচ্চেতসোঽপ্যন্যনারীং
রূঢ়প্রেমপ্রবলবনিতাভীরবো ন লসন্তি ॥ ৯৩ ॥

তস্যাস্তীব্রস্মরহুতভুজা দহ্যমানাঙ্গযষ্টে-
র্ন্যস্তং সদ্যঃ স্তনপরিসরে চন্দনং শোষমেতি ।
উচ্চৈঃ কিংবা বহুভিরপদারোপিতস্বান্তবৃত্তে-
স্ত্বয্যায়ত্তঃ কুবলয়দৃশো জীবরক্ষাপ্রকারঃ ॥ ৯৪ ॥

ইত্যাখ্যাতে পুলকিততনুর্মেদিনীপুষ্পকেতুঃ
প্রত্যুত্থায় প্রণয়সুভগং গাঢ়মাশ্লিষ্যতি ত্বাম্ ।
বাক্যৈরেভিঃ করুণমসৃণৈঃ কোমলত্বং ভজন্তে
গ্রাবাণোঽপি প্রকৃতিসরসঃ কিং পুনস্তাদৃশো যঃ ॥ ৯৫ ॥

সদ্যঃ কৃত্বা পবন বিনয়াদঞ্জলিং মূর্ধ্নি কিঞ্চিদ্
বক্তব্যোঽসৌ রহসি ভবতা মদ্গিরা গৌড়রাজঃ ।
ত্বত্তঃ শ্রোষ্যত্যবহিতমনাঃ সোঽনুরক্তাঙ্গনানাং
জায়ন্তে হি প্রণয়িনি সুধাবীচয়ো বাচিকানি ॥ ৯৬ ॥

পার্শ্বে পশ্চাদপি চ পুরতো দর্শয়ন্নাত্মরূপং
ব্যক্তং দেব ত্বমসি জগতামীশ্বরঃ শার্ঙ্গপাণিঃ ।
তস্মাৎ ভক্তিপ্রবণমনসং নানুগৃহ্ণাসি কস্মাৎ
কায়ব্যূহং রচয়িতুমলং নাপরঃ কৈটভারেঃ ॥ ৯৭ ॥

সৌধোৎসঙ্গে মুকুলিতদৃশং তৎসখীনাং পুরস্তান্
মামাসাদ্য ত্বময়মকৃথা গোচরে যন্ন বাচাম্ ।
তৎ কুর্বীথাঃ সুভগ ন সতাং গর্হণীয়া যথা স্যাং
কন্যাং লোকে ন খলু সুধিয়ো দূষয়িত্বা ত্যজন্তি ॥ ৯৮ ।

বৃত্তে গৌরীপরিণয়বিধৌ পীবরপ্রীতিভাজা
সৃষ্টস্যেব ত্রিপুরজয়িনা পুষ্পকেতোর্বস্য।
রাজন্নস্তু প্রণয়চতুরো দূরতঃ প্রেমবন্ধঃ
পুণ্যেন স্যাং তব চরণয়োঃ কেন সংবাহনেঽপি ॥ ৯৯ ॥

সন্দেশোঽয়ং মনসি নিহিতঃ কচ্চিদায়ুষ্মতা মে
কিংবা ভূয়স্তয়ি বিরচিতৈরঙ্গ ভিক্ষাপ্রকারৈঃ।
পারার্থ্যৈকপ্রবণমনসস্ত্বদ্বিধা বাষ্পমিশ্রান্
আপন্নানাং ন খলু বহুশঃ কাকুবাদান্ সহন্তে ॥ ১০০ ॥

দন্তিব্যূহং কনকলতিকাং চামরং হৈমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্তী।
শ্রীধোয়ীকঃ সকলরসিকপ্রীতিহেতোর্মনস্বী-
কাব্যং সারস্বতমিব মহামন্ত্রমেতজ্জগাদ ॥ ১০১ ॥

গোষ্ঠীবন্ধঃ সকলকবিভির্বাচি বৈদর্ভরীতি-
র্বাসো গঙ্গাপরিসরভুবি স্নিগ্ধভোগ্যা বিভূতিঃ।
সংসৎ স্নেহঃ সদসি কবিতাচার্যকং ভূভুজাং মে
ভক্তির্লক্ষ্মীপতিচরণয়োরস্তু জন্মান্তরেঽপি ॥ ১০২ ॥

যাবচ্ছম্ভুর্বহতি গিরিজাসংবিভক্তং শরীরং
যাবজ্জৈত্রং কলয়তি ধনুঃ কৌসুমং পুষ্পকেতুঃ।
যাবদ্রাধারমণতরুণীকেলিসাক্ষী কদম্ব-
স্তাবজ্জীয়াৎ কবিনরপতেরেষ বাচাং বিলাসঃ ॥ ১০৩ ॥

কীর্তির্লব্ধা সদসি বিদুষাং শীলতক্ষৌণিপালা
বাক্সন্দর্ভাঃ কতিচিদমৃতস্যন্দিনো নির্মিতাশ্চ।
তীরে সম্প্রত্যমরসরিতঃ ক্বাপি শৈলোপকণ্ঠে
ব্রহ্মাভ্যাসে প্রযতমনসা নেতুমীহে দিনানি ॥ ১০৪ ॥

॥ ইতি শ্রীধোয়ীকবিরাজবিরচিতং পবনদূতাখ্যং কাব্যং সমাপ্তম্ ॥

রাজশেখর

বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা

ভূমিকা

অবতরণিকা

নাট্যকারের ইতিবৃত্ত

দশম শতকের প্রসিদ্ধ মনীষী, বিদগ্ধ সমালোচক, সুপণ্ডিত, নাট্যকার ও সার্থক কবি কবিরাজ রাজশেখর। তিনি কনৌজের রাজা মহেন্দ্রপাল (৮৯০–৯০৭ খ্রীঃ) এবং তাঁর পুত্র মহীপালের (৯১০–৯৪০ খ্রীঃ) আচার্য ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে যে কৃত্রিমতা ও ব্যর্থ অনুকরণপ্রিয়তার আচারসর্বস্ব প্রথায় সাহিত্যানুশীলনের সার্বিক উদ্যম নিয়োজিত হয়েছিল, তারই মধ্যে রাজশেখরের উদয় কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম। বহুমুখী প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্যবৃত্তির সমন্বয় ঘটেছিল এই ব্যক্তিটির মধ্যে। রাজশেখর আপন প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং স্বকীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি তাঁর রচনায় একাধিকবার প্রকাশিত। তাই তিনি নিজেকে বাল্মীকি, ভর্তৃমেণ্ঠ ও ভবভূতির উত্তরাধিকারী সাহিত্যসেবকরূপে দাবি করেছেন –

বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা / ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্তৃমেণ্ঠতাম্।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া / স বর্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ॥

—বালরামায়ণ ১।১৩

রাজশেখর নিজেই নিজেকে 'বালকবি'র পর্যায় থেকে 'কবিরাজ' পদবীতে ভূষিত করেছেন। ('যঃ অন্যতরপ্রবন্ধে প্রবীণঃ, স মহাকবিঃ। যস্তু তত্র তত্র ভাষাবিশেষে তেষু তেষু প্রবন্ধেষু, তস্মিন্ তস্মিন্ চ রসে স্বতন্ত্রঃ, স কবিরাজঃ। তে যদি জগত্যপি কতিপয়ে।'–কাব্যমীমাংসা। অর্থাৎ তাঁর মতে যে কবি কোনো বিশিষ্ট কাব্যরচনাশৈলীতে দক্ষ, তিনি মহাকবি। কিন্তু যিনি একাধিক ভাষায় কাব্যরচনায় পটু, বহুবিধ শৈলীতে পারদর্শী, ভিন্ন ভিন্ন রসের উপসর্জনায় পারঙ্গম তিনিই কবিরাজ। এমন ব্যক্তি জগতে খুব অল্প।) বস্তুপক্ষে তাঁর এই আত্মসচেতনতা নিরর্থক বাগাড়ম্বর অথবা আত্মম্ভরিতা নয়। রাজশেখর ছিলেন বহুভাষাবিদ (সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় দক্ষ) বিদ্বান, প্রাজ্ঞ সমালোচক এবং কবি ও নাট্যকাররূপেও তাঁর সাফল্য অসাধারণ।

রাজশেখর স্বরচিত নাটকগুলির প্রস্তাবনায় এবং কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে আপন বংশপরিচয় দিয়েছেন। তিনি 'যাযাবরীয়' (অর্থাৎ যাযাবর বংশে যার জন্ম) শব্দে নিজেকে উল্লেখ করেছেন। (অয়মজনি যাযাবরকুলে উপাধ্যায়ো যাযাবরীয়ঃ শ্রীরাজশেখরঃ।–বালরামায়ণ)। দর্দুক বা দুহিক এবং শীলবতী তাঁর পিতা-মাতা। (তদামুষ্যায়ণস্য মহারাষ্ট্রচূড়ামণেরকালজলদস্য চতুর্থো দৌর্দুকিঃ শীলবতীসূনুরুপাধ্যায়-শ্রীরাজশেখর ইত্যপর্যাপ্তং বহুমানেন।–বালরামায়ণ)। যাযাবরবংশ ক্ষত্রিয় না ব্রাহ্মণ এমন কোনো স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। যজুর্বেদ (তৈ সং ৫।২।১।৭), মহাভারত (১২।২৪৩।১৭) ইত্যাদি গ্রন্থে উদ্ধৃত মতানুসারে বলা যায় যে প্রাচীন ভারতে যাযাবর নামক এক শ্রেণীর যজ্ঞশীল জ্যৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বাস করতেন। সম্ভবত যজুর্বেদের যুগে এই সম্প্রদায়ের স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবহার না থাকায় এঁদের সঙ্গে যাযাবর বিশেষণটি যুক্ত হয়। মহাভারতের যুগে এবং আরও কিছুকাল পরে এই বিপ্রদের

যাযাবর বৃত্তি লুপ্ত হলেও তাঁরা পূর্বের জীবনচর্যা অনুযায়ী প্রাচীন নামেই পরিচিত ছিলেন।—স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে যাযাবর শব্দের অর্থ—যে ব্রাহ্মণ কারো দান গ্রহণ করেন না, অতিরিক্ত সঞ্চয় করেন না এবং সহজ সরল জীবন যাপন করেন (দ্রষ্টব্য যাজ্ঞবল্ক্য ১।১২৮ মিতাক্ষরা টীকা)। (ভৈক্ষং চরেদ্ গৃহস্থেষু যাযাবরগৃহেষু চ।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪১।৮। ভাগবত ৭।১১।১৬, ভট্টিকাব্য ২।২০ দ্রষ্টব্য)। যাযাবরদের দ্বারা রামচন্দ্রের অভ্যর্থনার কাহিনীও পাওয়া যায়। টীকাকার ভরতমল্লিকের মতে উক্ত 'যাযাবার' শব্দের অর্থ 'ভ্রমণকারী শুদ্ধব্রত মুনি-ঋষি'; মল্লিনাথের মতে 'উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকা-নির্বাহী তপস্বী বা মুনি'। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে অনেকে রাজশেখরকে যাযাবরবংশীয় ব্রাহ্মণ হিসাবে দাবি করেন। রাজশেখর আপন বংশের আভিজাত্য এবং পূর্বপুরুষদের গুণগরিমার কথা বারংবার খ্যাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে যাযাবরবংশে সাহিত্য-চর্চার ধারা পরম্পরাপ্রাপ্ত, তাঁর প্রপিতামহ অকালজলদ, সুরানন্দ, তরল প্রভৃতির কবি-খ্যাতি সমকালীন সাহিত্যগোষ্ঠীতে পরিব্যাপ্ত ছিল ; তাঁর প্রপিতামহ অকালজলদ ছিলেন শ্লোকরচনায় নিপুণ, সুরানন্দ ছিলেন জনৈক চেদিরাজার সভাকবি ও আলংকারিক পণ্ডিত এবং তরলও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। সূক্তিসঞ্চয়ন গ্রন্থগুলিতে এঁদের সম্পর্কে রচিত প্রশস্তিকবিতা পাওয়া যায়। রাজশেখরের পত্নী ছিলেন চৌহানবংশীয়া ক্ষত্রিয়-কন্যা (চাহুআণকুলমউলিমালিআ রাঅসেহরকইন্দগেহিণী।—কর্পূরমঞ্জরী); তিনি অতিশয় গুণবতী ও বিদুষী ছিলেন। কাব্যমীমাংসায় অবন্তীসুন্দরীর সাহিত্য-সমালোচনাসম্পর্কিত মতের উল্লেখ আছে (ইয়মশক্তিঃ ন পুনঃ পাকঃ ইতি অবন্তী-সুন্দরী।—কাব্যমীমাংসা)। হেমচন্দ্রের 'দেশীনামমালা'য় অবন্তীসুন্দরীরচিত 'দেশী শব্দকোষ' গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে। কর্পূরমঞ্জরী নাটকটি প্রথম অবন্তীসুন্দরীর ইচ্ছা অনুসারে অভিনীত হয়। নাট্যকার রাজশেখর সম্ভবত বিদুষী রুচিশীলা পত্নীর কথা মনে রেখেই স্বকীয় নাটকগুলিতে নিপুণা নারীকবির চরিত্র অঙ্কিত করেছেন এবং কাব্যমীমাংসায় নারীর কবিত্বপ্রতিভার সম্যক মর্যাদা দিয়েছেন (পুরুষবদ্ যোষিতোঽপি কবীভবেয়ুঃ। সংস্কারো হ্যাত্মনি সমবৈতি, ন স্ত্রৈণং পৌরুষং বা বিভাগমপেক্ষতে। শ্রূয়ন্তে দৃশ্যন্তে চ রাজপুত্র্যো মহামাত্রদুহিতরো গণিকাঃ কৌতুকিভার্যাশ্চ শাস্ত্রপ্রহত-বুদ্ধয়ঃ কবয়শ্চ।—কাব্যমীমাংসা ১০)

রাজশেখরের সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয় থেকে জানা যায় যে তাঁর পৈতৃক বাসভূমি ছিল মহারাষ্ট্র। তাঁর প্রপিতামহ অকালজলদ ছিলেন মহারাষ্ট্রচূড়ামণি এবং তাঁর পূর্বপুরুষ সুরানন্দ চেদিরাজ রণবিগ্রহের প্রধান সভাকবি ছিলেন। অবশ্য রাজশেখর নিজে কনৌজের দুই নরপতির আচার্যপদ গ্রহণ করে জীবনের অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটান। কিছুদিনের জন্যে তিনি কলচুরিরাজ ময়ূরবর্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় অতিবাহিত করেন এবং এই সময়েই বিদ্ধশালভঞ্জিকা রচিত ও অভিনীত হয়। অতঃপর তিনি পুনরায় কান্যকুব্জে প্রত্যাবর্তন করে রাজা মহীপালের সভায় যোগদান করেন। কর্পূর-মঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা উভয় নাটিকার নায়িকা হলেন লাটদেশের রাজপুত্রী ; কর্পূর-মঞ্জরীর নায়ক হলেন হৈহয়বংশের জনৈক কলচুরী রাজপুত্র।

সাহিত্যকৃতি

রাজশেখররচিত বালরামায়ণ, বালভারত, কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা নামক ৪টি

নাটক এবং কাব্যমীমাংসা নামক অলংকারগ্রন্থ পাওয়া যায়। কর্পূরমঞ্জরী সম্ভবত তাঁর প্রথম রচনা; বিদ্ধশালভঞ্জিকা ও বালরামায়ণ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী রচনা এবং বালভারত নামক দুই অঙ্কের অসম্পূর্ণ নাট্যরচনা সম্ভবত তাঁর শেষ গ্রন্থ। বালরামায়ণে (১।১২) নাট্যকার বলেছেন সমালোচকেরা যে তাঁর নাটকগুলির অতিদৈর্ঘ্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন, তাঁদের সেই মন্তব্য বিচারসাপেক্ষ, কারণ ঐ নাটক (বালরামায়ণ) রচনার পূর্বেই তিনি ছ'খানি গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু উপরোক্ত পাঁচটি রচনা ব্যতীত তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থ দুর্লভ; অবশ্য 'হরবিলাস' ও 'ভুবনকোশ' নামে অন্য দুটি রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র। আলোচ্য হরবিলাস সম্ভবত শিবের মাহাত্ম্যখ্যাপক কাব্য ছিল। 'কবিবিমর্শ' নামেও তাঁর একটি গ্রন্থ ছিল এমন অনুমান করা যায়।

বালরামায়ণ—দশাঙ্ক নাটক বালরামায়ণের বিষয়বস্তু রামচন্দ্রের বাল্যজীবন থেকে শুরু করে রাবণবধ, রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত বিস্তৃত। জনককন্যা সীতার প্রতি প্রতিনায়ক রাবণের আসক্তি এবং তজ্জন্য রামের সঙ্গে শত্রুতা এই নাটকের বিশেষ বৈচিত্র্য। আলোচ্য গ্রন্থে ভবভূতির প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকলেও সমগ্র নাট্যপরিকল্পনাটি মুরারির অনর্ঘরাঘব নাটকের আদর্শে সংগঠিত।

বালভারত—মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত বালভারত দুই অঙ্কের অসমাপ্ত রচনা। এর অন্য নাম 'প্রচণ্ডপাণ্ডব'। নাট্যকার বালরামায়ণের মতো বালভারত নাটকটি বিশালকায় নাট্যকাব্যরূপে রচনা করতে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু কী কারণে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছেদ পড়ে তা অজ্ঞাত। দ্বিতীয় অঙ্কে পাণ্ডবদের বনগমন কাহিনী পর্যন্ত বর্ণিত। রাজশেখর উক্ত দুটি নাটকেই অভিনয়ের ত্রিবিধ উপাদান প্রায় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বাচিক অভিনয়ের দ্বারা নাটকের মর্যাদাকে এপিকের সমান গৌরবে উন্নীত করতে চেয়েছেন।

কর্পূরমঞ্জরী—চার অঙ্কের এই রচনাটি নাট্যপরিভাষায় সট্টক নামে পরিচিত। এটি পুরোপুরি প্রাকৃত ভাষায় রচিত। রাজা চন্দ্রপাল এবং কর্পূরমঞ্জরীর (প্রকৃত পরিচয়ে লাটরাজকন্যা ঘনসারমঞ্জরী) প্রণয় এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাট্যকাহিনী, চরিত্রের নামকরণ, চরিত্রচিত্রণ এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকার মধ্যে গভীর ঐক্য আছে। আলোচ্য সট্টকের অনুকরণে পরবর্তী যুগে কতিপয় নাট্যকার সট্টক রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

কাব্যমীমাংসা—অলংকারশাস্ত্রের অতুলনীয় গ্রন্থ এই কাব্যমীমাংসার ১৮টি পরিচ্ছেদে সাহিত্য শাস্ত্র ও তৎসংক্রান্ত বিবিধ বিষয় আলোচিত। পূর্ববর্তী আলংকারিক ও আচার্যদের মূল্যবান মতবাদ এবং বহু কবির কবিতায় গ্রন্থখানি বিশেষ সমৃদ্ধ।

বিদ্ধশালভঞ্জিকার বিষয়বস্তু

বিদ্ধশালভঞ্জিকা একটি চতুরঙ্ক নাটিকা। এর বিষয়বস্তু ত্রিলিঙ্গের রাজা বিদ্যাধরমল্ল ও লাটরাজ চন্দ্রবর্মার কন্যা মৃগাঙ্কাবলীর অনুরাগ ও বিবাহ। রাজান্তঃপুরের চটুল প্রেমের চাপল্যমধুর মিলনান্ত কাহিনী মহাকবি কালিদাসের আমল থেকেই রাজসভার বিদগ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং রাজন্যপ্রভাবপুষ্ট সেই নাট্যধারায় সার্বজনীন নাট্যবেদের প্রয়োগাধিকার ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসছিল। তাই রাজশেখর বিদগ্ধ সাহিত্যরুচির অনুগামী হয়েও রাজা ও রাজপারিষদবর্গের মনোবিনোদনের জন্যে

শ্রীহর্ষের রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকার অনুকরণে রাজকীয় প্রেমের কাহিনীকেই নাটকায়িত করেন।

শালভঞ্জিকা শব্দের অর্থ শালকাঠ বা যে কোনো কাঠে খোদিত প্রতিমূর্তি বা পুত্তলিকা অর্থাৎ পুতুল। এই নাটকে মন্ত্রী ভাগুরায়ণ কৌশলে রাজার শয়নগৃহের মধ্যে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ ঘটালেন; কিন্তু রাজা মন্ত্রীর চাতুরীতে প্রতারিত হলেন; বাস্তব মিলনকে তিনি স্বপ্নদর্শন বলে ভুল করলেন। তারপর স্বপ্নে দেখা সেই নায়িকার চিত্র ও খোদিত প্রতিমূর্তি দেখে তার প্রতি গভীর ভাবে আসক্ত হলেন। অবশেষে সেই স্বপ্নে দেখা তরুণীই যে রাজকন্যা মৃগাঙ্কাবলী এই আসল সত্য উদ্ঘাটিত হল। এই কারণেই নাটিকার নাম হয়েছে বিদ্ধশালভঞ্জিকা—অর্থাৎ বিদ্ধ (খোদিত) শালভঞ্জিকা শালকাঠের পুতুল বা প্রতিমূর্তি) যার বিষয়বস্তু।

প্রথম অঙ্কে রাজা বিদ্যাধরমল্লের মুখ্য অমাত্য ভাগুরায়ণের শিষ্য বৃদ্ধ হরদাসের কথায় জানা গেল লাটদেশের অপুত্রক রাজা চন্দ্রবর্মা আপন কন্যা মৃগাঙ্কাবলীকে পুত্র-রূপে সকলের নিকট প্রচার করেন। চন্দ্রবর্মার পরামর্শমতো তাঁর মন্ত্রী রাজপুত্রের ছদ্মবেশী তরুণী রাজকন্যা মৃগাঙ্কাবলীকে বিদ্যাধরমল্লের অজ্ঞাতে তাঁর প্রাসাদে রাখার ব্যবস্থা করেন। চন্দ্রবর্মা হলেন বিদ্যাধরমল্লের স্ত্রীর মাতুল। চন্দ্রবর্মা, তাঁর মন্ত্রী ও কয়েকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং বিদ্যাধরমল্লের প্রধান অমাত্য ভাগুরায়ণ ব্যতীত উক্ত গোপন পরিকল্পনার কথা অন্য কেউ জানতেন না। চন্দ্রবর্মা দৈবজ্ঞদের কাছে জেনেছিলেন যে তাঁর কন্যা মৃগাঙ্কাবলী রাজচক্রবর্তীর মহিষী হবেন। পরিচিত নৃপতিদের মধ্যে বিদ্যাধর-মল্লেরই রাজচক্রবর্তী পদলাভের সম্ভাবনা; তাই চন্দ্রবর্মা ভাগুরায়ণের পরামর্শে সুকৌশলে আপন কন্যাকে রাজপুত্রের ছদ্মবেশে জামাতার প্রাসাদে রাখেন। তারপর মন্ত্রী ভাগুরায়ণ রাজপ্রাসাদ ও রাজার শয়নগৃহের মধ্যে এক গোপন সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করেন এবং রাত্রির অন্ধকারে মৃগাঙ্কাবলীকে রাজার শয়নগৃহের মধ্যে আনয়নের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রাজা মন্ত্রীর চাতুর্যে বিভ্রান্ত হয়ে এই বাস্তব ঘটনাকে স্বপ্ন বলে ভুল করলেন। এর পর থেকেই নাটকের কাহিনী শুরু। স্বপ্নদর্শনের পর থেকেই রাজা স্বপ্নবিলাসিনীর চিন্তায় বিমূঢ়। তিনি প্রিয় বয়স্য বিদূষকের কাছে স্বপ্নকাহিনী প্রকাশ করলেন। মৃগাঙ্কাবলী অন্ধকার নিশীথে রাজার গলায় নিজের হার পরিয়ে দিয়েছিলেন। বিদূষক এই স্বপ্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বয়স্যের সঙ্গে পরিহাস করতে লাগলেন। কিন্তু রাজা এই ভ্রান্তিবিলাসে কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। বিদূষকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাজা 'কেলিকৈলাস' নামক বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করে চিত্রে এবং খোদিত কাষ্ঠমূর্তিতে স্বপ্নে-দেখা তরুণীর সাদৃশ্য দেখে আরও বিভ্রান্ত হলেন। বিদূষক ভাবলেন রাজমহিষী মাতুলপুত্র মৃগাঙ্কবর্মাকে তরুণীর বেশে সাজিয়ে ঐ চিত্র আঁকিয়েছেন ও মূর্তি তৈরি করিয়েছেন। তারপর থেকেই রাজা সেই তরুণীর মোহে এমন মুগ্ধ হলেন যে সর্বত্র তার ছবি যেন কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছেন। এই সময় স্ফটিকভিত্তির বিপরীত দিকে রাজা পুনরায় সেই তরুণীর ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন, কিন্তু তাঁর সম্মুখে যাওয়ার পূর্বেই তিনি অন্তর্হিতা হলেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে রাজপ্রাসাদের পরিচারিকা কুরঙ্গিকা ও তরঙ্গিকার কথায় জানা গেল যে কুন্তলরাজ্যের রাজা চণ্ডমহাসেন আপন রাজ্য হারিয়ে কন্যা কুবলয়মালাকে সঙ্গে নিয়ে লাটদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। রাজকন্যা কুবলয়মালা যখন নর্মদা পার হয়ে আসছিলেন তখন চন্দ্রবর্মা প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। রাজমহিষী সেকথা জানতে পেরে

মাতুলপুত্র মৃগাংকবর্মার সঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। বিবাহ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ হচ্ছে। অন্যদিকে রাজমহিষী রাজার বয়স্য চারায়ণের সঙ্গে পরিহাস করার জন্যে তাঁর সঙ্গে অম্বরমালা নামে এক ছদ্মবেশী তরুণীর মিথ্যা বিবাহের আয়োজনও করেছেন। মূর্খ বিদূষক আসন্ন বিবাহের চিন্তায় মনে মনে খুব খুশী। তারপর রাজমহিষীর জনৈক পরিচারক বধূলে নববধূর ছদ্মবেশে ছাঁদনতলায় হাজির হলে সেই মিথ্যা বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হল। ক্ষণকাল পরেই প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পেল। বিদূষক ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। রাজা তাকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর উভয়ে মহামন্ত্রীর নির্মিত 'রত্নবতী' নামে চতুঃশাল আবাসে গেলেন। রাজা স্বচক্ষে দেখলেন সেই স্বপ্নে-দেখা তরুণী কন্দুকক্রীড়া করছেন। উভয়ে সেই তরুণীর সম্মুখে যাওয়ার পূর্বেই তিনি তাদের অজ্ঞাতে অন্তর্হিতা হলেন। অতঃপর রাজা তালপাতার উপর লেখা একটি প্রণয়লিপি সেখানে কুড়িয়ে পেলেন। বলা বাহুল্য, প্রণয়পত্রটি রাজার উদ্দেশ্যেই লেখা। অবশেষে মৃগাংকাবলী ও তার সখীর গোপন কথোপকথন শুনে রাজার মন থেকে পূর্বের রহস্যজাল সম্পূর্ণ ছিন্ন হল।

প্রথম ও দ্বিতীয় অংকে মৃগাংকাবলীর সম্পর্কে যে সব রহস্যময় ব্যাপার ছিল, তৃতীয় অংকে দর্শকগণ সেই সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পেলেন। মহারানীর প্রিয়সখী বিচক্ষণা ও সুলক্ষণার মুখে দর্শকরা জানলেন যে মৃগাংকাবলীকে বিবাহ করলে রাজা বিদ্যাধরমল্ল রাজচক্রবর্তী হবেন। তাই ভাগুরায়ণের পরামর্শে রাজার বাসভবনের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে যে সুড়ঙ্গপথ তৈরি হয়েছে, সেই পথ দিয়ে গিয়ে মহারাজের শয়নগৃহে মৃগাংকাবলীকে তার দৃষ্টিগোচর করানো হয়। মৃগাংকাবলীও বিচক্ষণার পরামর্শ অনুসারে রাজার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন, তারপর দোলায় চড়ে পুনরায় তাঁকে দেখা দিলেন, 'কেলিকৈলাস' গৃহে নিজের ছবি এঁকে রাখলেন, স্তম্ভের মধ্যে লুকিয়ে থেকে আবৃত্তি করে শোনালেন। মৃগাংকাবলী কৃত্রিম প্রেমের ছলনা করতে গিয়ে যথার্থই তাঁর প্রতি অনুরক্ত হলেন। অন্যদিকে বিদূষক মহারানীর পরিচারকের দ্বারা অপমানিত হয়ে তাঁর দাসী মেখলার উপর দিয়ে সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। তারপর প্রমোদবনে বিশ্রামকালে বিদূষক ও রাজা বিচক্ষণার সঙ্গে মৃগাংকাবলীকে দেখতে পান। তখন নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের প্রগাঢ় অনুরাগের বিষয়ে সম্যক অবহিত হলেন। তারপর প্রেমিক-প্রেমিকার চাক্ষুষ মিলন ঘটল ; তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে হৃদয় অর্পণ করলেন।

চতুর্থ অংকের প্রথমে দেখা গেল রাজমহিষী মৃগাংকাবলীর সঙ্গে তাঁর স্বামীর মিথ্যা বিবাহের আয়োজন করেছেন। রাজার অন্তঃপুরের অনেকেই উক্ত ঘটনার রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানেন না, তাই তারা সকলে এই সাজানো বিবাহকে সত্য ঘটনারূপে বিশ্বাস করেছেন। অধিকন্তু তৎকালীন সমাজে এমন ঘটনা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু রাজার পরামর্শে বিদূষকের দ্বারা মেখলার উপর আচরিত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে রাজমহিষীর পরামর্শে রাজার সঙ্গে মৃগাংকাবলী ও কুবলয়মালার মিথ্যা বিবাহের আয়োজন হয়েছে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এই অংকের ঘটনা শুরু। প্রণয়সন্তপ্ত রাজা তখনও নায়িকার চাক্ষুষ দর্শন পান নি, কিন্তু তার চিন্তাতেই মগ্ন। তিনি বিদূষকের কাছে জানলেন যে রানী ঐ নায়িকার সঙ্গেই তাঁর বিবাহের আয়োজন করেছেন। দুই নায়িকার সঙ্গে রাজার কল্পিত বিবাহ সমাধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিহারী জানালেন যে রানীর মাতুল লাটরাজ চন্দ্রবর্মা বিদ্যাধরমল্লের কাছে এক দূতকে পাঠিয়েছেন। সেই দূতের মাধ্যমে চন্দ্রবর্মা জানিয়েছেন যে অমাত্যের পরামর্শ অনুসারে আপন কন্যা মৃগাংকাবলীকে

রাজপুত্রের ছদ্মবেশে বিদ্যাধরমল্লের অন্তঃপুরে রাজমহিষীর তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। যেহেতু দৈবজ্ঞেরা রাজকন্যার ভাগ্য নিরূপণ করে বলেছেন যে তিনি রাজচক্রবর্তী রাজার গৃহিণী হবেন, সেহেতু তিনি বিদ্যাধরমল্লের হাতেই তাঁকে সমর্পণ করতে মনস্থ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রবর্মার মন্ত্রী ভাগুরায়ণের নিপুণ কৌশলেই যে রাজা ও মৃগাঙ্কাবলী পরস্পর গভীর প্রণয়ে আসক্ত এবং উভয়ের মিলন অবশ্যম্ভাবী তা পূর্ববর্তী তিন অঙ্কের ঘটনায় প্রদর্শিত। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের এই ঘটনায় একদিকে যেমন নায়ক-নায়িকার বিবাহের পথে সমস্ত বাধা দূর হল, অন্যদিকে তেমনি তাদের মিলন রাজমহিষী এবং অন্যান্য সকলের কাছে পরম কাম্য হয়ে উঠল। অবশ্য এর পূর্বেই বিবাহের কৌতুক-মঙ্গল অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাই রানী মাতুলের অনুরোধ শিরোধার্য করে নিলেন এবং দৈবের এই আকস্মিক বিধান অত্যন্ত খুশিমনে গ্রহণ করলেন এবং দুই নায়িকা মৃগাঙ্কাবলী ও কুবলয়মালা পরস্পর সপত্নী হয়ে দুই ভগিনীর মতো পরম আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধা হলেন। এই ঘটনার ঠিক পরেই রাজদূত কুরঙ্গক রাজা কর্পূরবর্ষের সেনাপতি শ্রীবৎসের পত্র নিয়ে উপস্থিত হল এবং সেই পত্র মারফৎ জানা গেল দক্ষিণ দেশের কতিপয় রাজা ব্যতীত পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী সমস্ত রাজারাই বিদ্যাধরমল্লের অধীন হয়েছেন। সুতরাং রাজচক্রবর্তীর পদপ্রাপ্তির আর বিলম্ব নেই। সব শেষে বিচক্ষণ মন্ত্রী ভাগুরায়ণের ঘোষণামতো নায়ক বিদ্যাধরমল্ল রাজচক্রবর্তী নৃপতি হয়ে সর্বাঙ্গীণ কুশললাভে ধন্য হলেন।

বিদ্ধশালভঞ্জিকার নাট্যগুণ

রাজশেখরের মোট চারটি নাটকের মধ্যে বালরামায়ণ ও বালভারত এবং কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা দুই পৃথক নাট্যধারায় রচিত। আঙ্গিক, গঠনভঙ্গি এবং সাহিত্যিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকার দুটি পৃথক নাট্যশৈলী অনুসরণ করেছেন। বালরামায়ণ ও বালভারত মহাকাব্যিক আদর্শে রচিত; তাই এগুলি যথার্থ দৃশ্যকাব্য না হয়ে নাট্য-মহাকাব্যের পর্যায়ে উন্নীত। অপর পক্ষে কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা চতুরঙ্গ নাটিকা, আয়তনে সীমিত, কৌতুকরসের উপাদাননির্ভর ও রাজকীয় প্রণয়কেন্দ্রিক মিলনান্ত রচনা। বালরামায়ণ এবং বালভারত রচনায় নাট্যকার দৃশ্যময়তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে 'ভণিতিগুণ' (style) সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। তাই বিরোধী সমালোচকদের উদ্দেশে বলেছেন।

> ব্রূত যদ্যোহসৌ পটীয়ানিহ ভণিতিগুণো বিদ্যতে ন বেতি।
> যদ্যস্তি স্বস্তি তুভ্যং ভব পঠনরুচিঃ। (বালরামায়ণ)

তাই জনৈক প্রাচীন সমালোচক রাজশেখরের ছন্দোবৈদগ্ধ্যের প্রশংসা করেছেন (শার্দূলবিক্রীড়িতৈরেব প্রখ্যাতো রাজশেখরঃ)।

কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকাদ্বয়ের কাহিনীপ্রস্তুনা, চরিত্রচিত্রণ, রচনারীতি এবং আঙ্গিক হুবহু এক ; কয়েকটি সাধারণ চরিত্রের নামও এক। আমাদের আলোচ্য 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' কর্পূরমঞ্জরীর মতো জনপ্রিয় নাট্য-উপাদানে ভরপুর। নাট্যকার কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছেন। সুতরাং এমন নাটক খুব উচ্চস্তরের সাহিত্যকীর্তি না হলেও মঞ্চসফল জনপ্রিয় নাটকরূপে সেই যুগে গৃহীত হয়েছিল এমন অনুমান করা যায়। রাজশেখরের ভাষা সহজ এবং প্রায় অনাড়ম্বর ;

তাঁর ভাব ও ভাষা যেমন কখনোই দুর্বোধ্য নয়, তেমনি বর্ণনাভঙ্গিও ক্লান্তিকর নয়। সার্থক কবিতারচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত; তাই প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যে আমরা অনেক সুন্দর ও মনোহারী নাট্যকবিত্বের সাক্ষাৎ পাই, যেগুলি তাঁর সাহিত্যকৃতির পরাকাষ্ঠা। এই কবিত্বগুণেই কোনো কোনো চরিত্রের সুদীর্ঘ সংলাপ অথবা প্রাসঙ্গিক বর্ণনা দর্শক বা পাঠকের মনে অবসাদ জাগায় না। সাধারণ চরিত্রগুলি যেমন প্রাণবন্ত তেমনি তাদের সংলাপও হৃদয়গ্রাহী। কৌতুকরস সৃষ্টিতে রাজশেখর সিদ্ধহস্ত; এই কৌতুকের মধ্যে একদিকে যেমন গ্রাম্যতার স্পর্শ আছে, অন্যদিকে তেমনি বিশুদ্ধ humour এবং wit দুইই পাওয়া যায়। আবার এই কৌতুকরসকেই তিনি কখনো satire সৃষ্টিতে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন।

আলোচ্য নাটকে দ্বিতীয় অঙ্ক পর্যন্ত নায়িকাকে প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চে উপস্থিত না করেও রাজার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং পরবর্তী ঘটনাগুলির দ্বারা নায়কের কাছে যে ভ্রান্তিবিলাসের সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে নাট্যগুণ ক্ষুণ্ণ হয় নি। অবশ্য প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে কাহিনীর গতি কিঞ্চিৎ শ্লথ। বিদূষকের মিথ্যা বিবাহ এবং মেখলার প্রতি বিদূষকের আচরণের ঘটনায় গ্রাম্য কৌতুকের উপাদান মূল কাহিনীর সঙ্গে বেমানান মনে হলেও নাট্যকার জনপ্রিয় কৌতুকরসের উপাদানগুলি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। শেষ অঙ্কে সমাপ্তির পূর্বে নায়কের রাজচক্রবর্তীপদ-প্রাপ্তির ঘোষণা যেমন আকস্মিক তেমনি অভাবনীয় এবং পূর্ববর্তী তিন অঙ্কে বর্ণিত রাজার চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা খাপছাড়া মনে হয়। নাট্যকার সমাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের ছকে বাঁধা রীতি অনুসরণ করেছেন। সব শেষে বলা যায় রাজশেখর সমকালীন নাট্যধারায় প্রাচীন ও বর্তমানের নাট্যরীতির যে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান।

সুভাষিত

১. • প্রজ্ঞাপ্রকর্ষঃ সর্বেষামুপরি বর্ততে। (১ম অঙ্ক)
বুদ্ধির উৎকর্ষই সবার সেরা।

২. শুদ্ধা হি বুদ্ধিঃ কিল কামধেনুঃ। (১ম অ)
বিশুদ্ধ বুদ্ধি কামধেনুর মতো।

৩ ণহু অপীডিও সহআরবেণ্টগণ্ঠী বি রসসব্বসুসং মুঞ্চদি। (১ম অ)
না নিঙড়ালে রসেভরা আমের বোঁটা থেকেও একফোঁটা রস পাওয়া যায় না।

৪. সুহৃৎসঞ্চারিতরহস্যং হি চেতঃ সংবিভক্তচিন্তাভারমিব লঘুভবতি। (১ম অ)
বন্ধুর কাছে হৃদয়ের গোপন কথা প্রকাশ করলে চিন্তাভার কমে মন হালকা হয়।

৫ সিবিণ ইন্দজালিঅ। জানাসি মহামদীণং পি বিব্ভমং কাদুং। (১ম অ)
ওরে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল! তুই মহামতি মানুষকেও বিভ্রান্ত করিস্।

৬. ভগবত্যাশে সত্যমপ্রতিহতাসি। (১ম অ)
ভগবতী আশা, সত্যিই তুমি অপ্রতিহতা।

৭ বরং তক্কালোপগদা তিত্তিরী ণ উণ দিঅসন্তরিদা মোরী। (১ম অ)
আগামী দিনের ময়ূরের চেয়ে উপস্থিত তিতির পাখিই ভালো।

৮ • কো দুজ্জণবঅণাণং কণং দেহি। (১ম অ)
দুর্জনের কথায় কে কান দেয়?

৯ আকৃতিমনুগৃহ্ণাতি গুণাঃ। (১ম অ)
যেমন আকৃতি, তেমন গুণ।

১০. ন খলু ব্যাপারমন্তরেণ কলিতাপি শুক্তিমুক্তিতি মৌক্তিকানি। (১ম অ)
হাতে শুক্তি থাকলেও চেষ্টা ছাড়া তার মুক্তো পাওয়া যায় না।

১১. ণ হি সিণেহো জুত্তাজুত্তমনুরুন্ধেদি। (২য় অ)
ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, ভালোবাসার লোকের কাছে বলতে বাধা নেই।

১২. মন্তস্স রক্খণং কজ্জসিদ্ধীএ লক্খণং। (২য় অ)
মন্ত্রের রক্ষণ, কার্যের সাধন।

১৩. কিং মধুর্ন কুসুময়তি ? (২য় অ)
মধুমাস কি ফুল ফোটায় না ?

১৪. ণ বিণা চন্দং সেহালিআএ বিঅসন্তি কুসুমাইং। (২য় অ)
চন্দ্র বিনা শেফালিকা ফুল ফোটে না।

১৫. হংসো জেব্ব জলাহিং দুদ্ধমুদ্ধরেদি। (৩য় অ)
হংস নীর থেকে ক্ষীর সংগ্রহ করে।

১৬. ন প্রেম নব্যং সহতেঽন্তরায়ম্। (৩য় অ)
নতুন প্রেম বাধা মানে না।

১৭ কিং বিঅ মক্কডো উবট্ঠানং করন্তো চুক্কদি। (৩য় অ)
বাঁদর ছটফট্ করলেই কি কথা বলতে পারে ?

১৮. বিভাব্যতে এব বা শঙ্খশুক্তিযুক্তাঽপি মুক্তাবলী। (৩য় অ)
মুক্তা ঝিনুকের ভিতরে থাকলেও বোঝা যায়।

১৯. উচিদসমাগমো হ এস কং ণ রঞ্জেদি ? (২য় অ)
যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলনে কে না খুশি হয় ?

২০. ণ সুহসুত্তো পডিবোধিদব্বো ত্তি বহ্মণা মন্তঅন্তি। (৪র্থ অ)
পণ্ডিতেরা বলেন সুখসুপ্ত মানুষকে জাগাতে নেই।

২১. মহাউলপ্পসূদানং ভত্তুণো প্পিয়ং প্পিয়ং তি,
ণহু অত্তণো প্পিঅং প্পিঅং তি। (৪র্থ অ)
উচ্চ বংশের নারীরা স্বামীর মঙ্গলকেই মঙ্গল বলে মনে করে, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে গ্রাহ্য করেন না।

২২. চিরং পাঅইদব্বা জুণমজ্জরী কঞ্জিঅং দুদ্ধং তি। (৪র্থ অ)
বুড়ো বেড়ালীকে দুধ বলে আমানী খাইয়ে ভোলাতে হয়।

২৩ বিধত্তে সোল্লেখং কতরদিহ নাঙ্গং তরুণিমা ? (৪র্থ অ)
যৌবনের তরুণিমা কোন্ অঙ্গে জাগায় না লাবণ্য ?

২৪ কন্দর্পচরিতানাং নবকৌতূহলী কামিজনঃ।
প্রেমের স্বভাবই হল যে প্রেমিক নিত্য নতুনের সন্ধানী।

২৫. কিং গদে বিআহে ণক্খত্তপরিক্খাএ ? (৪র্থ অ)
বিবাহ সমাধা হয়ে গেলে নক্ষত্র গণনায় কী কাজ ?

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুশীলব

পুরুষ

সূত্রধার
বিদ্যাধরমল্ল—ত্রিলিঙ্গাধিপতি, নায়ক
চারায়ণ —রাজার বিদূষক
ভাগুরায়ণ —প্রধান অমাত্য
হরদাস —ভাগুরায়ণের শিষ্য
কুরঙ্গক —কর্পূরবর্ষের দূত
দূত —লাটরাজ চন্দ্রবর্মার প্রেরিত পুরুষ
প্রতিহারী —দ্বারপাল।

স্ত্রী

দেবী —বিদ্যাধরমল্লের মহিষী
মৃগাঙ্কাবলী —লাটরাজ চন্দ্রবর্মার কন্যা, নায়িকা
কুবলয়মালা —কুন্তলের রাজকন্যা
মেখলা —দেবীর বান্ধবী
সুলক্ষণা
বিচক্ষণা
কুরঙ্গিকা
তরঙ্গিকা } দেবীর পরিচারিকা
ব্রাহ্মণী —চারায়ণের পত্নী

বিদ্ধশালভঞ্জিকা

প্রথম অংক

প্রস্তাবনা

যে অনঙ্গ কামিনীজনের কামকেলিদীক্ষার কুলগুরু, রোহিণীবল্লভ চন্দ্রের প্রিয় সুহৃদ এবং যিনি কুসুমবাণে দেবদেব মহেশকে পরাজিত করেছিলেন[১],—সুরতলীলা-নাটিকার সেই সূত্রধারের জয় ॥ ১ ॥

অধিকন্তু, যাঁরা মহাদেবের দৃষ্টিদগ্ধ অনঙ্গকে দৃষ্টিবিলাসে জীবিত করেন[২], ত্রিলোচন-বিজয়িনী সেই বামলোচনাদের নমস্কার ॥ ২ ॥

(দর্শকদের অবহিত করে)

যে অদ্রিতনয়া পার্বতী বিবাহকালে আনন্দে ও ভয়ের বশে মহাদেবের অঙ্গস্থিত গোনাস সর্পের প্রতি ঔষধিচূর্ণ নিক্ষেপ করেছিলেন এবং অন্যান্য সর্পকে প্রশমিত করার জন্যে ঔষধি ধারণ করেছিলেন, যিনি স্বামীর কণ্ঠস্থিত কালকূটের বিষক্রিয়া নাশ করার জন্যে আপন হাতে শক্তিশালী মণি ধারণ করেছিলেন এবং ভূতগণকে বিতাড়নের জন্যে কুলবৃদ্ধাদের কাছে মন্ত্রতন্ত্র শিখেছিলেন[৩], সেই পার্বতী আপনাদের সকলকে রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

(নান্দী শেষ। সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার—(নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করে) না জানি আজ শ্রীযুবরাজদেবের কী আজ্ঞা হয়।

(নেপথ্যে গান)

কুন্দ লতায় কুসুম-মধু নাই যদি বা আর,
আসলো ধেয়ে মধুর লোভে পরাণ-বন্ধু তার।
গভীর প্রেমের প্রণয়-ভার নিরসনের তরে,
ভ্রমর-প্রিয় কাতর অতি উদ্বেগেতে মরে।
প্রগল্‌ভা সেই চপল লতায় ফুলের কুঁড়ি আঁখি,
প্রিয়ের পরশ সোহাগ-চুমায় ভরলো তারে নাকি !

সূত্রধার—(গান শুনে) ও—দুহিকের পুত্র যাযাবর-বংশের কবি রাজশেখরের রচনা[৪] বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকার[৫] কাহিনী গানের মাধ্যমে সূচনা করা হচ্ছে ! (চিন্তা করে) তাহলে মনে হচ্ছে মহামান্য যুবরাজের নাট্যপরিষদ এই অভিনয়ের আদেশ দিয়েছেন[৬]। এখন আমিও তবে প্রয়োজনীয় সাজপোশাক পরে মন্ত্রী ভাগুরায়ণের শিষ্য হরদাসের ভূমিকায় অভিনয় করব। গুরু ভাগুরায়ণের শিষ্যেরা হরদাসের নামটি ঠিকই রেখেছিল ! (আকাশ থেকে শোনার অভিনয় করে) বন্ধু সোমদত্ত, কী বলছ ?—সেই যে অকালজলদের নাতির নাতি, তার গুণবর্ণনা হচ্ছে।
তাই না কি ? ঐ শোনো—
রঘুবংশের তিলক সুকুমারকলায় নিপুণ রাজা মহেন্দ্রপাল যাঁর শিষ্য,—ইনিই সেই পরহিতব্রতী ব্যক্তি। এমন গুণবর্ণনা অন্য আর কার হতে পারে ? ॥ ৬ ॥
সভাপণ্ডিত কৃষ্ণশংকর শর্মার কথাগুলিও শোনো—

ওহে বন্ধু, যদি কান দিয়ে ভাষার আনন্দ-রস পান করতে চাও, সাহিত্যরসিকের যোগ্য হৃদয়হ্লাদী বাণী রচনা করতে চাও, পরম ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চাও, সাহিত্যরসের স্রোতে আত্মমগ্ন হতে চাও, আর যদি জীবনতরুর স্বাদু ফল ভোগ করার কৌতুক থাকে- তাহলে কবি রাজশেখরের সুধানিষ্যন্দী বাণী শোনো ॥ ৭ ॥

(প্রস্থান)

। প্রস্তাবনা সমাপ্ত ।

(হরদাসের প্রবেশ)

হরদাস—(মাথা কাঁপাতে কাঁপাতে) হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ- বুদ্ধিই সবার সেরা। তাইতো বলে—

বিশুদ্ধ বুদ্ধি হল কামধেনুর মতো। কামধেনু যেমন মানুষের সব কামনা পূরণ করে, নির্মল বুদ্ধিও তেমনি মানুষের জন্যে শ্রী ক্ষরণ করে, বিপদ রোধ করে, যশ প্রসব করে এবং শুচিতার সংস্কারে জীবনকে পবিত্র করে ॥ ৮ ॥

আমাদের গুরুদেবের কার্যাবলীতেও বুদ্ধির এমন পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। তাইতো লাটদেশের অপুত্রক রাজকুলতিলক রাজা চন্দ্রবর্মাও আপন কন্যাকেই পুত্ররূপে পরিচয় দিয়ে প্রচার করলেন এবং তাঁর মন্ত্রীর গুপ্তচরেরাও সেকথা রটিয়ে দিল। লাটরাজার নীতিবিশারদ মন্ত্রী চন্দ্রবর্মার সেই কন্যাটিকে রাজপুত্রের প্রতিভূরূপে মিথ্যা ছলনার সাহায্যে আজ কেরলরাজার দর্শনের জন্যে তাঁর সম্মুখে হাজির করলেন ॥ ৯ ॥

(আকাশের দিকে তাকিয়ে) আর্য চারায়ণ, কী বলছেন ? মহারাজ সহস্র অন্তঃপুরচারিণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। লাটরাজার সেই কন্যাকে না পেলে কী আসে যায় ! না ! না ! একথা ঠিক নয়। এ-ব্যাপারে একটা কাহিনী আছে—কাজ সফল হলেই সে-কাহিনী প্রকাশ পাবে। প্রভাতে সুপ্তোত্থিত (নেপথ্যে) মহারাজের জয় হোক। সম্প্রতি -প্রস্ফুটিত জ্যোৎস্নাধারাতেও যাদের মানভঙ্গ হয় নি, কোকিলের পঞ্চম তানও যাদের কাছে নিষ্ফল, সেই মানিনী ললনারাও প্রভাত-সমীরণের মৃদু আন্দোলনে অভিমান ত্যাগ করে আপন আপন প্রিয়তমের চরণে মাথা নোয়ালো ॥ ১০ ॥

ওহে চারণ-মহাশয়রা, মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে নির্মিত মহারাজের বাসগৃহের এক প্রান্তে বসবাসকারী অন্তঃপুরকর্মীরা জানতে চান মহারাজ বিদ্যাধরমল্ল বহু পূর্বেই নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, অথচ তাঁর জন্যে প্রভাতী স্তুতি গাওয়া হচ্ছে না কেন ?

জয় ! জয় হোক উজ্জয়িনী-ভুজঙ্গের ! আপনার সুপ্রভাত হোক। এখনও আকাশে দু-তিনটি তারা উজ্জ্বল মুক্তামণির মতো শোভা পাচ্ছে ; জ্যোৎস্নাধারা পান করে মত্তা চকোরীদের দেহ অলস হয়ে পড়েছে ; চাঁদ তার মাধুর্য হারিয়ে অস্তাচলের চূড়ায় ডুবে যাচ্ছে, আর পূর্বদিক বিড়াল-শাবকের চোখের মতো ফুটে উঠছে ॥ ১১ ॥

এই প্রাতঃকালই প্রিয়তমদের উপর সুন্দরী বধূর মানভঞ্জন করায়, গৃহাশ্রয়ী পারাবতকুলকে বাচাল করে, আর কবিদের অন্তরে কবিত্ব-প্রতিভার গুণ ধারণ করে :

প্রভাতে যখন রাজার হাতিগুলি ধুলোমাটির বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তখন শিকলের আওয়াজ তুরীধ্বনির সঙ্গে মিশে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলে ॥ ১২ ॥

হরদাস—মহারাজ অতি প্রত্যূষে জেগে উঠেছেন, মন্ত্রীর মন্ত্রণা-গুণেই এমনটি ঘটেছে, কারণ, মহারাজের সুখনিদ্রার জন্যে মন্ত্রী কারিগরদের দ্বারা সচ্ছিদ্র স্তম্ভযুক্ত বাসগৃহ নির্মাণ করিয়েছেন ॥ ১৩ ॥

তাই মন্ত্রীর আদেশমতো সচ্ছিদ্র স্তম্ভযুক্ত রত্নময় চতুঃশাল বাসগৃহ-নির্মাণকারী শিল্পীদের পারিতোষিক দানের জন্যে আমি এখন রাজভাণ্ডারে যাচ্ছি।

[বিষ্কম্ভক সমাপ্ত]

[শয়নগৃহে আসীন উৎকণ্ঠিত রাজা। দ্বারে উপবিষ্ট বিদূষক]

রাজা—(আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন) তার মুখের কাছে চাঁদের কথা ম্লান হয়; হায়! তার রূপের দ্যুতিতে সোনাও হার মানে; দুই নয়নের কাছে নীলোৎপল পরাজিত, মধুর হাসির কাছে সুধার কী মূল্য? তার জোড়া ভুরুর তুলনায় অনঙ্গের ধনুকেও ধিক; বহুভাষণ আর কীই বা করব--সত্যই বিধাতার সৃষ্টিক্রম পুনরুক্ত বস্তুর ভারে বিরস হল ॥ ১৪ ॥

বিদূষক—(সম্মুখে এগিয়ে) কল্যাণ হোক আপনার।

রাজা—তার মুখের কাছে চাঁদের কথা ম্লান হয়--(ইত্যাদি পাঠ করতে লাগলেন।)

বিদূষক—হ্যাঁঃ-হ্যাঁঃ-হ্যাঁ--প্রাতঃকালে প্রিয়-বয়স্যের মুখে এমন সুন্দর কবিতা!

রাজা—তার মুখের কাছে চাঁদের কথা ম্লান-ইত্যাদি পাঠ।

বিদূষক—কী আশ্চর্য! মহারাজের এমন চিত্তবিক্ষেপের কারণ কী! (চিন্তা করে) আচ্ছা, অনুসন্ধান করা যাক। না নিঙড়ালে রসসর্বস্ব আমের বোঁটার মুখ থেকেও এক ফোঁটা রস পাওয়া যায় না। (রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে) পাকার মুখে ডালিমফল যেমন ফাট-ফাট হয়, আমার মনটাও আজ তেমনি হয়ে উঠেছে! তাহলে প্রিয়-বয়স্য আসল ব্যাপার উদ্ঘাটন করে রহস্যের ঘটনা প্রকাশ করে আমাকে খুশি করুন।

রাজা—এ কী! চারায়ণ এসে গেছ। সখা গোপন কথাটা তোমাকে বলব না কেন? বন্ধুর কাছে গোপন রহস্য প্রকাশ করলে চিন্তাভার কমে মনটা হালকা হয়।

বিদূষক—আমি মন দিয়ে আপনার কথা শুনছি।

রাজা—আজ প্রত্যুষে স্বপ্নাবস্থায় এক নারীর দর্শন পেলাম—যেন চন্দ্রমণ্ডলের সীমারেখায় জ্যোৎস্নার মতো জ্যোতি, তার নখের শোভায় শরচ্চন্দ্রের আলো হার মানে,- সর্বাঙ্গের এমনি লাবণ্য! সেই নারী তার আপন প্রভাবেই আমার মন্মথ-রাগ উদ্দীপিত করল ॥ ১৫ ॥

বিদূষক—সত্যিই আপনি মহিলা-লম্পট হয়ে উঠেছেন। কুবলয়মালা নামে যে রমণী নর্মদা পার হয়ে এসেছেন, তাঁর সম্পর্কে যখন অনুসন্ধান করছি, ঠিক সেই সময় আর এক জ্বালা--যেন গোদের উপর বিষফোড়া। হুঁ, তারপর, তারপর?

রাজা—আমার হৃদয়-ফলকে কল্পনার তুলিকায় কামদেবের হাতে যে তরুণীর ছবি অঙ্কিত হল, সেই ছবি দর্শন করে আমি তার প্রণয়ে বন্দী হলাম ॥ ১৬ ॥

তার মুখের কাছে চাঁদের কথা ম্লান হয়—(ইত্যাদি পুনরায় আবৃত্তি করতে লাগলেন।)

বিদূষক—তারপর—তারপর--?

রাজা—তারপর শ্রবণের অমৃত-বাণী শোনো, মধুর গণ্ডূষ করো, নয়নামৃত পান করো—সেই

তরুণীর কণ্ঠে কেরল-রমণীদের হাস্যাচ্ছটার মতো, অভিনব শুভ্র মুক্তা-পংক্তির আলোকে চাঁদের মতো উজ্জ্বল একগাছি হার ; সেই হারের মধ্যদেশে কুঙ্কুমপ্রায় উদ্‌ভাসিত একটি মণি। মদিরনয়না সেই তরুণী নিজের কুচতট থেকে ঐ হারখানি নিয়ে উৎকণ্ঠাভরে আমার কণ্ঠে পরিয়ে দিল ॥ ১৭ ॥

বিদূষক—(উপবীত স্পর্শ করে) সূক্ষ্মসূত্রহার-পরিহিত এই মহাব্রাহ্মণের আশীর্বাদে আপনার স্বপ্ন যেন সত্য হয় ! (মনে মনে) ওরে ব্যাটা স্বপ্নের ইন্দ্রজাল ! বুঝেছি, তুই মহামতি মানুষকেও বিভ্রান্ত করতে পারিস। (প্রকাশ্যে) তারপর—তারপর—?

রাজা—তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওগো তরুণী, কী তোমার পরিচয় ? কেনই বা এখানে এসেছ ?' এই বলে সহসা আমি তার দুকূলের অঞ্চল ধারণ করলাম। কিন্তু ততক্ষণে সেই তরুণী নবীন নীলোৎপলমালার মতো মধুর দৃষ্টিপাতে আমার অন্তর ব্যথিত করে সহসা অন্তর্হিত হল ॥ ১৮ ॥

বিদূষক—আচ্ছা, রাজরানী তো একই পালঙ্কে আপনার সঙ্গেই ছিলেন। তিনি কী করলেন ?

রাজা—এদিকে দেবী তখন নিতম্বের রশনা দুলিয়ে আমার অনঙ্গ-আবেশ উপলব্ধি করে স্খলিত বেগে চঞ্চল অঙ্গে কঞ্চুকীর সঙ্গে অন্তঃপুর থেকে প্রস্থান করলেন ॥ ১৯ ॥

বিদূষক—হায় ! হায় ! তখন নাগরালি করে তার সম্মুখে গিয়ে অনুনয়-বিনয় করলেন না কেন ? চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়লে কমলিনী কতক্ষণই বা মুখ বুজে থাকতে পারে ?

রাজা—(সখেদে হাসতে হাসতে) তখন সেই তরুণীর কথা চিন্তা করতে করতে আমি এমন বিকল হয়ে পড়েছিলোম যে দেবীর সাধ্যসাধনার কথা দূরে থাক, তাঁকে সেখানে ধরে রাখতেও পারলাম না।

বিদূষক—'নটকে মাথা মোড়াতে দেখে তার প্রভুও মাথা মোড়ালো'—
মহারাজও ঠিক সেই আচরণ করলেন।

রাজা—(সখেদে হাসতে হাসতে) সর্বশক্তিময়ী আশা ! সত্যিই তুমি অপ্রতিহতা। সুবিচার করে দেখো তো—জ্যোৎস্নার অমৃত সমস্ত ভুবনে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তৃষ্ণাতুর কোথায় তাকে পান করতে পায় ! কোথায় বা মৃণালের তন্তু দিয়ে বস্ত্র বয়ন করা হয়। বকুলমালার সৌরভ কে পরিমাপ করতে পারে ? সেই কমলাক্ষীর সঙ্গে স্বপ্নের মিলন কি বাস্তবে সত্য হতে পারে ? ॥ ২০ ॥

(স্বপ্নদর্শনের কথা স্মরণ করে এবং আপন হৃদয়কে লক্ষ্য করে) সে কি স্বপ্ন ! নাকি সাক্ষাৎ দর্শন ! নাকি স্বপ্নও নয় সত্যও নয় এমন কোনো জ্ঞান ! কই সেই চপলাক্ষীর দর্শন তো পেলাম না, অথচ তার হারখানি আমার গলায় পরানো ॥ ২১ ॥

বিদূষক—মনে হয় ঐ হারখানি প্রথম রাত্রিতে নিজেই গলায় পরেছিলেন, পরে সে-কথা ভুলে গিয়ে নিজের হারে নিজেই প্রতারিত হয়েছেন।

রাজা—(প্রণয়ের আবেগে) ওগো প্রভু মন্মথ ! সংহরণ করো তোমার পঞ্চ সায়ক ; ত্যাগ করো কার্মুকলতা। স্বয়ং মহাদেব তোমার ফুলধনুর লক্ষ্য ; সেখানে আমি কোন্ ছার ! আমার মনটি শিরীষের কুঁড়ির মতো কোমল ! তাই এহেন মানুষকে

অনুগ্রহ করে দয়া করো। আবার তেমনি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখাও ॥ ২২ ॥

বিদূষক—মনে হচ্ছে আপনি একখণ্ড স্বপ্ন-মোদক পেয়ে গাঁশুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করে ফেলেছেন! এখন চলুন দেবীকে প্রসন্ন করা যাক। আগামী দিনের ময়ূরের চেয়ে উপস্থিত তিতির পাখিই ভাল।

রাজা—তোমার যা অভিরুচি।

বিদূষক—প্রণায়াবনত অগণিত সামন্তরাজাদের মিলন-মণ্ডপ ত্যাগ করে এই খিড়কি দরজা দিয়ে মকরন্দ-উদ্যানে প্রবেশ করে আমরা এগিয়ে যাই।

(উভয়ে এগোতে লাগলেন)

[নেপথ্যে]

আমাদের মহারাজের কাছে বসন্তের আগমন শুভ হোক। বসন্তের আগমনে লতাগ্রন্থিগুলিতে নতুন নতুন অংকুর, পল্লব আর ফুলের সমারোহ; কোকিল-বধূরা কণ্ঠভরে পঞ্চমে কুহুরব ছড়াচ্ছে; মদনদেব যে ফলধনু দীর্ঘদিন ব্যবহার করেন নি, অভ্যাসবশে দু-এক দিনের মধ্যেই সেই ধনুর দ্বারা ত্রিজগৎ জয় করবেন। আমের পল্লবে পল্লবে মঞ্জরী দেখা দিয়েছিল, কিন্তু বিরহিণীদের দুঃখ লাঘব করার জন্যে তাদের সখীরা গোপনে গোপনে সে-সব মঞ্জরী ভেঙে ফেলছে ॥২৩-২৪॥

রাজা—তাই তো, বসন্ত এসে গেছে। তাই মন্মথের এমন মাধুরী।

বিদূষক—বন্দি-চারণদের কথাবার্তায় ঋতুরাজের আভাসমাত্র পাওয়া গেল, কিন্তু প্রমোদ-উদ্যানে তার সমারোহ খুবই দেখা যাচ্ছে, অনবরত উপবনের সুকুমার ক্রীড়াভূমিতে সেচনী দিয়ে জলসেক করায় বসন্তের আবির্ভাব এমন জমজমাট।

রাজা—তাইতো এখন মদনকুসুম ছ'মাসের মুক্তার মতো শোভা পাচ্ছে; অশোকের ডালে ডালে বহুলীকবাসীর রক্তাভ দশনের মতো পাতার বাহার; কিংশুকের গুচ্ছে ভ্রমর বসেছে, তাই কিংশুকের বৃন্তকে দীর্ঘতর দেখাচ্ছে; পাটলগাছের শাখায় গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুলকে দেখে মনে হচ্ছে কী যেন লেখা রয়েছে ॥ ২৫ ॥

বিদূষক—(চিন্তা করে) এখন অশোকের লাল টকটকে ফুল আর লাল-লাল ফুল সুন্দর মাধবী প্রভৃতি হরেক রকমের অসংখ্য ফুল ছেড়ে আমার দৃষ্টি ঘুরতে-ফিরতে এসে পড়ছে ঐ কচি কুমড়োর মতো সাদা সিন্দুবার[৮] ফুলে, দইয়ের মতো সাদা নবমল্লিকায় আর দুধের মতো সুন্দর আধ-ফোটা মদন-ফুলে[৯] ॥ ২৬ ॥

রাজা—তাই তোমার রসনা এমন যথাযোগ্য তুলনা দিতে পারে।

বিদূষক—(সামনের দিকে দেখিয়ে) তাহলে এই লতা-নর্তকীদের রঙ্গভূমি, মলয়পবন-তুরঙ্গের প্রবেশভূমি, মন্মথ-ব্যাধের স্বেচ্ছাচারের অরণ্য, সমস্ত কুসুমের সংকেতস্থান আর আপনার হৃদয়ের অমৃতবর্ষী এমন প্রমোদ-উদ্যান দর্শন করতে করতে আমার প্রিয়বয়স্য এগিয়ে আসুন।

রাজা—(বায়ুর স্পর্শ অনুভব করে) কামদেবের বিজয়-উৎসবের সাক্ষী দক্ষিণ পবন স্বেচ্ছায় বইতে শুরু করেছে। এই বাতাস যেন আনন্দের দোলায় দুলিয়ে দেয়, মৃগাক্ষীদের প্রণয়াভিমানের তন্তু ছিন্ন করে। শৃঙ্গারের দীক্ষায় উপদেশদাতার কাজ করে আর কোকিলের কণ্ঠে পঞ্চম রাগ ছড়িয়ে দিয়ে যায়। আবার সুরত-ক্রীড়ায় ক্লান্ত ভুজঙ্গিনীরা এই মলয়বাতাস পান করায় তার গতি কিছুটা মন্দ; কিন্তু বিরহীদের দীর্ঘশ্বাসে সে আবার পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে ॥ ২৭-২৮ ॥

বিদূষক—যা বলেছেন। উন্মত্ত চৈত্র-পবন নৃত্য করছে, তার বেগে লংকার তোরণমালা চঞ্চল হয়, সিংহলী রমণীদের অভিমানক্ষতে ওষুধের কাজ করে, দ্রাবিড়-সুন্দরীদের প্রণয়কেলির আনন্দে উত্তেজনা জাগায়, কর্ণাটক-মহিলাদের চুল এলোমেলো করে দেয়, লাট-দেশীয়া প্রমদাদের বিলাসলীলায় শিক্ষা দান করে আর মহারাষ্ট্রীয় সুন্দরীদের চিত্ত উত্তাল করে ॥ ২৯ ॥

(সংস্কৃত ভাষায় কবিতা পাঠ করতে লাগলেন)

এমন নববসন্তে ভ্রমরের দল পুষ্পমঞ্জরীর শুভ্র পরাগ মেখে গুঞ্জন করতে করতে ইচ্ছামতো উড়ে বেড়াচ্ছে ; সিন্দুবার গাছে ফুল ফুটেছে, সেগুলি বাতাসে দুলছে আর চতুর্দিকে সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে। ভ্রমরেরা সেই ফুলে ফুলে বিহার করছে ॥ ৩০ ॥

রাজা—(হাসতে হাসতে) তুমি দেখছি সংস্কৃতেও পণ্ডিত।

বিদূষক—আপনিও তো আমাদের মতো লোকের যোগ্য প্রাকৃতমার্গে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এখন আসুন, মহামন্ত্রী স্ফটিকপাথরের যে মণ্ডপ নির্মাণ করেছেন সেই 'কেলি-কৈলাস' দেখতে যাওয়া যাক। (উভয়ে এগোতে লাগলেন) কোথা থেকে ক্রৌঞ্চীর ক্রেংকারের মতো সুন্দর শব্দ শোনা যাচ্ছে ?

রাজা—(সেই শব্দ শুনতে শুনতে তার অনুসরণে উপরের দিকে চেয়ে) প্রাসাদের প্রাকার-চূড়ার দিকে একবার চোখ মেলে তাকাও, একটু চিন্তা করো—বিনা আকাশেই কেমন চাঁদের উদয়। পরিপক্ক লবলীর[১০] মতো তার অঙ্গ থেকে নির্মল জ্যোৎস্না বর্ষণ করছে ; উপবনের চকোরেরা সুধার পিয়াসী হয়ে তাকে অনুসরণ করছে ॥ ৩১ ॥

বিদূষক—বয়স্য, কোথায় তিনি ?

রাজা—ঐ তো। (সবিস্ময়ে দেখে) তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না ? এখনো দেখতে পেলে না ?

(বিতর্কের সঙ্গে) ঐ তো তার মেখলা-মণির শিঞ্জনধ্বনি শোনা যায়, নিশ্বাসের সৌরভে অলিরা ছুটে যায়, অলংকারের দোলনে সঙ্গীতের ধ্বনি ওঠে, আর ঐ সেই চাঁদমুখ সুন্দর দোলনায় শোভা পাচ্ছে ॥ ৩২ ॥

বিদূষক—আপনি ঠিকই দেখেছেন বটে-দোলনার খুঁটির মাথাগুলো এখান থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে।

রাজা—(পুনরায় দেখে) ঐ সেই অপরূপ চন্দ্রমা !

বিদূষক—তাহলে আপনার ঐ চাঁদ কি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন ?

রাজা—বন্ধু, ভাগ্যক্রমে স্বপ্নে দেখা সেই চাঁদমুখের সঙ্গে এই লাবণ্যলক্ষ্মীর খুবই সাদৃশ্য আছে কিন্তু।

বিদূষক—কী রকম মিল ?

রাজা—পরিপক্ক ধবল শরগাছের মতো তার লাবণ্য।

বিদূষক—বাচ্চা হাতির দাঁতের সঙ্গেও তুলনা চলতে পারে বোধ হয়। (চিন্তা করে) দোলনার শব্দ থেমেছে ; তাহলে বোঝা গেল উনি দোলা থেকে নেমেছেন। এবার আসুন, এগিয়ে যাওয়া যাক। (উভয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন) এই সেই 'কেলি-কৈলাস'। ভিতরে যাই। (উভয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ)।

রাজা—বিশাল ফেনরাশির মতো তেজোময় শুভ্র এই স্থান যেন যথার্থই কৈলাস।

বিদূষক—স্ফটিকপাথরের তৈরি সুন্দর ঘরগুলির মেঝেতে যেসব নক্সা আছে একবার সেদিকে তাকান তো। এই দেখুন সব ছবি—কোথাও মহারাজ দেবীর সঙ্গে পাশা খেলছেন; এই আপনার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী নাগবল্লী; এই চামরধারিণী প্রভঞ্জনিকা, আর ঐটি ঘোড়াশালার লম্বকর্ণ বাঁদর।

রাজা—বয়স্য, এই তো তোমার ছবিও আছে দেখছি!

বিদূষক—(সক্রোধে) আমাকে আঁকতেই পারে নি। আমার ছবি যে কেমন তা আমার ব্রাহ্মণী জানেন। তিনি বলেন আমি নাকি দেখতে সাক্ষাৎ দেবতা!

রাজা—প্রমোদ-উদ্যানের শুক পাখি কী বলছে শোনো।

বিদূষক—কী বলছে?

রাজা—বলছে তুমি কি দেবতা, না সাক্ষাৎ ভৃঙ্গী!

বিদূষক—দুর্জনের কথায় কে কান দেয়! (অঙ্গুলিনির্দেশ করে) ঐ তো উনি। ছবির মতো অপূর্ব সৌন্দর্যচ্ছটায় সবাইকে উপহাস করছেন।

রাজা—ইনি শুধু আমাদের কাছেই নন, স্বয়ং কামদেবের কাছেও আশ্চর্যের বস্তু। কী অপরূপ সৌন্দর্য! সুন্দরীর কালো চোখ নীল পদ্মকেও হার মানায়; চাঁদের সঙ্গেই ও মুখের সখ্য সাজে। ভ্রূলেখা যেন মদনের ফুলধনু; তনুদেহ যেন লাবণ্যের পণ্য; তার দশনপল্লবে, দেহে কী এক অনির্বচনীয় রেখা! এই নারীর রূপ বর্ণনা করে স্বয়ং কামদেব বৈদগ্ধ্য অর্জনের প্রয়াসী হয়েছেন মাত্র ॥৩৩॥

বিদূষক—(মনে মনে) এই পরিবারের মধ্যে কে এই দেবী? (চিন্তা করে) যাই হোক, মহাদেবী তো কৌতূহলবশে নবাগত মাতুলপুত্র মৃগাঙ্কবর্মাকে বার বার তরুণীর পোশাকে সাজাতে ভালোবাসেন। মনে হচ্ছে, চিত্রকর প্রকৃত তথ্য না জেনে তারই ছবি এঁকেছে। এখন ফাঁস করব না, আমার প্রিয় বয়স্য ওঁকে দেখে আরও বিস্মিত হোন। বিস্ময়টা আরও বাড়িয়ে দিই। (প্রকাশ্যে) ওঁর সাজসজ্জা দেখে মনে হচ্ছে কুমারী।

রাজা—প্রিয়সখা, খাঁটি কথা বলেছ। বেশবাস দেখে মনে হচ্ছে ইনি কুমারী কন্যা, কারণ ওর দেহে নীল বসন; তাছাড়া পরিণয়ের পর থেকে নারীদের বস্ত্র পরিধানের রীতি নীবীবন্ধনের বৈচিত্র্যে রমণীয় হয় ॥ ৩৪ ॥

(বিশেষ চিন্তা করে) কী অপূর্ব! যিনি এই দেহশ্রী চিত্রিত করেছেন তিনি তার প্রকৃত আকার অনুসারে রূপ দিয়েছেন। একই নিয়মে রেখাবিন্যাস দেখে মনে হচ্চে এই চিত্রকরও একজন নারী ॥ ৩৫ ॥

(যথাযথভাবে নিরূপণ করে) মনে হচ্ছে কামদেবের বিজয়বৈজয়ন্তী এই নারী নিজেই নিজের চিত্র অঙ্কিত করেছে।

বিদূষক—ঠিক তাই। ধনিকদের বাড়িতে এমন হয় তা শোনা যায়। যেমন শিল্পী, তেমন তার রূপরেখা; যেমন কবি, তেমন তার কাব্যপরিপাটী।

রাজা—হ্যাঁ তাই। যেমন আকৃতি, তেমন গুণ। দেখো বন্ধু চারায়ণ, এই চিত্রিতা নারীর কেমন পরিপুষ্ট অঙ্গভঙ্গিমা, রেখার টান ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করেছে। ছবিটি কিঞ্চিৎ লঘু হলেও পরিপূর্ণ অবয়ব প্রকাশিত; (স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি) সাত্ত্বিক ভাবগুলি ফুটিয়ে তোলায় তার মাধুর্যে একটি মসৃণ-মুগ্ধ-সুকুমার

ছবি ফুটে উঠেছে ॥ ৩৬ ॥

বিদূষক—এখানেও কি পরিজন-পরিবেষ্টিতা দেবী মদনবতীর ছবি আঁকা হয়েছে ?

রাজা—এই রূপসী রত্নটির প্রকৃত পরিচয় জানা দরকার।

বিদূষক—এ ছবি তাঁরই।

রাজা—(মনে মনে) চোখ এক জোড়া, কিন্তু তার চিত্র অনেক। (বিদূষকের প্রতি) কোথায় তিনি ?

বিদূষক—এই তো তিনি।

রাজা—(দেখে উৎকণ্ঠাভরে) যিনি নীলোৎপল, চন্দ্র, মৃণাল, কদলীতরু ও পদ্ম নির্মাণ করেছেন, ওই হরিণনয়না তাঁরই সৃষ্টি, কারণ এই নির্মাণকৌশল একই প্রকারের ॥৩৭॥

বিদূষক—(স্তম্ভে কাষ্ঠনির্মিত পুত্তলিকা দেখে) এও তো সেই তাঁর ছবি !

রাজা—এই তো আমার সেই লোচন-চকোর-চন্দ্রিকা। (পুত্তলিকা দেখে উৎকণ্ঠাভরে) এই তো সেই চন্দ্রাননা ! ও কি কামদেবতার আয়ুধ ! দুগ্ধধারার মতো তার অঙ্গযষ্টির মাধুরী, কচি কেয়াপাতার মতো দীঘল চোখ, মসৃণ গ্রীবা শঙ্খকেও বিড়ম্বনা দেয় ॥ ৩৮ ॥

(বিতর্কের সঙ্গে) আমি স্বপ্নে তাকে যেমন দেখেছি, আর কেউ তেমন স্বপ্ন দেখে নি। এমন শিল্পসৃষ্টি কি কারো মানসকল্পনার মূর্তি ! তেমন নারী নিশ্চয় কোথাও আছে এই আমার দৃঢ় ধারণা, কারণ পদ্মের শোভাহারী তেমন দীঘল চোখ তো তার চোখের সাদৃশ্যেই আঁকা ॥ ৩৯ ॥

(নিরীক্ষণ করে) তাহলে স্বপ্নলব্ধ হারখানি যথাযোগ্য স্থান লাভ করুক, পুত্তলিকা মূর্তিতে খোদিতা এই নারীর কণ্ঠে সদ্যোজাত বিচকিল-কোরকগুলি শোভা পাক।

বিদূষক—এখানেও চিত্রে আঁকা সেই নারী ! (সানন্দে) আপনি চাঁদের আলোকমালায় প্রতারিত হচ্ছেন। ইনি তো সাক্ষাৎ পূর্ণিমার চাঁদ।

রাজা—আবার কোথায় আমার নয়নের অমৃতধারা ?

বিদূষক—এই তো তিনি। চন্দ্রকলার মতো বাঁকা চোখের কটাক্ষে দিঙ্মুখ উদ্ভাসিত করছেন, করসঞ্চালনে অশোকপল্লবের শোভা ছড়িয়ে দিচ্ছেন আর পদক্ষেপে ভ্রমরে-ঘেরা পদ্মের মায়াজাল রচনা করছেন।

রাজা—তুমি তার প্রশংসা করছ, তাহলে আমার স্বপ্ন কি সত্যে পরিণত হচ্ছে। এই তো কামদেবের মৃতসঞ্জীবনী ! আমার হৃদয়দাহের বিশল্যকরণী। (চিন্তাপূর্বক) সেই হরিণাক্ষীরা ঈষৎ প্রগল্ভ দৃষ্টি, তালনিবন্ধ নৃত্যে ভুরুর পাণ্ডিত্য, বক্ষোদেশে স্তনের ঈষৎ উদ্গম, ক্ষীণ কটি, নিবিড় জঘন আর সুকুমার কলার মতো প্রতি অঙ্গ—সত্যই মদনের প্রিয়সখা যৌবন তার দেহে এসব অর্পণ করেছে ॥ ৪০ ॥

বিদূষক—এঁর ভ্রূলতা উল্লসিত, করকমলের অঙ্গুলি ঈষৎ উদ্গত। এই অবস্থায় অঙ্কিত চিত্র দেখে মনে হচ্ছে উনি কোনো কর্মে নিযুক্তা।

রাজা—ওর ভ্রূলতা চঞ্চল, করাঙ্গুলি উন্নত, সম্মুখে নিবদ্ধ অস্থির দৃষ্টি, অধরদল ঈষৎ উন্মীলিত। তাই মনে হচ্ছে ইনি কাব্যরচনায় মগ্ন ॥ ৪১ ॥

বিদূষক—তাই মনে হচ্ছে। ওঁর সামনেই অর্ধলিখিত অক্ষরগুলি দেখা যাচ্ছে।

রাজা—(সেই অক্ষরগুলি আবৃত্তি করতে লাগলেন) যৌবনের তরুণিমা কোন্ অঙ্গে জাগায় না প্রগল্‌ভতা ? (চিন্তা করে) কী আশ্চর্য ! এ তো শিখরিণীছন্দে লেখা। বাঃ। কেমন সূক্তিময়ী বাণী ! অহো, কী রমণীয় বৈদর্ভী রীতি ! রচনার কী মাধুর্য ! কেমন নিষ্কলঙ্ক প্রসাদগুণ !

বিদূষক—তাহলে যথাসময়ে সুন্দরীর কাছে গমন করুন ; নয়নাঞ্জলিপুটে পূর্ণিমাচন্দ্র পান করুন ; সুভাষিত ধারায় কর্ণকুহর পূর্ণ করুন ; মদনদেবতা আপনাকে আনন্দরভসে দুই হাত তুলিয়ে নৃত্য করাক।

রাজা—(পদান্তরে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে) অহো ! আমার প্রিয়তমার সেই একই রূপ ! সুতনু গুণবতী প্রিয়া এখানে-ওখানে তিনদিকে চিত্রে আঁকা, আবার এখানে সে পুত্তলিকার বেশে ; তাই মনে হয় কামের ফুলসরের আঘাত সহ্য করে তার দেহ যেন চারভাগে বিভক্ত ॥ ৪২ ॥

এসো তবে, ওর কাছে গিয়ে মধুর বাণী শুনে কান জুড়োব। হাতে শুক্তি থাকলেও চেষ্টা ছাড়া তার মুক্তো পাওয়া যায় না। (উভয়ে অগ্রসর হলেন)

বিদূষক—(সম্মুখে অগ্রসর হতে হতে ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন) সরে যান। সরে যান। মনে হচ্ছে ওটাকে ভূতে পেয়েছে। আচ্ছা, ক্রুদ্ধা মহারানীর কুটিল কটাক্ষের মতো আমার এই লাঠি দিয়ে ওটাকে ভেঙে ফেলি। আমার বীরত্ব দেখুন।

রাজা—তাহলে দেখছি তুমি মালতীফুলকে কাপড় বলে ভুল করবে।

বিদূষক—তবে ওটা কী ?

রাজা—বয়স্য, মনে হচ্ছে উনি স্ফটিকভিত্তির ওপাশে আছেন, তাই এপাশেও ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এসো তবে, কেলি-কৈলাসের পিছন দিয়ে ওকে দেখি। (উভয়ে সেরূপ দেখতে থাকলেন)

বিদূষক—তিনি তো সত্বর প্রস্থান করেছেন, কারণ দ্রুতগতিতে প্রাসাদের অভিমুখে যাওয়ার ফলেই তাঁর পায়ের ছাপ অসমান হয়ে পড়েছে, তাই দেখা যাচ্ছে।

রাজা—হৃদয়, তোমার মঙ্গল হোক। এই নারীর অনুসরণ করছ ঠিকই, কিন্তু আমাদের ভালোমন্দের কথা মনে রাখবে।

(নেপথ্যে)

জয়, ত্রিলিঙ্গাধিপতির জয়। এই মধ্যাহ্নকালীন অবসর আপনার সুখদায়ক হোক। এই মধ্যাহ্নকালে পদ্মপাতার লালসায় হাতি নিজের মাথার উপর কর্ণতাল ধারণ করেছে, ময়ূর নবজাত তৃণের গ্রাস পরিত্যাগ করে নিজের পাখায় মাথাটি লুকিয়ে রাখছে, বরাহ আপন দন্তমুকুলকে পদ্মের ডাঁটা ভেবে বৃথাই চাটছে, আর মহিষেরা নিজের নিজের ছায়াকেই পাঁকের কুণ্ড ভেবে তার মধ্যে বিশ্রাম চাইছে ॥ ৪৩ ॥

আবার এই মধ্যাহ্নে মৃগাক্ষী সুন্দরীরা প্রমোদ-কাননের সরোবরে অবগাহন করতে নেমেছেন ; তাদের জঘনমণ্ডলের আলোড়নে সরোবরের জল তীরে আঘাত করছে ; তারপর সেই জল তাদের গভীর নাভিরন্ধ্রে হিল্লোলিত হয়ে পুনরায় বহির্গত হচ্ছে ॥ ৪৪ ॥

বিদূষক—মহারাজ, মহারানী এই মধ্যাহ্নের অবসর কীভাবে যাপন করছেন, তাঁর ভবনে গিয়ে সেই সংবাদটা জানা যাক।

(উভয়ের প্রস্থান)

॥ বালকবি কবিরাজ রাজশেখররচিত বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকার প্রথম অংক শেষ ॥

× × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অংক × × × × × × × × × × × ×

(পরস্পর মুখোমুখি দুই পরিচারিকা কুরঙ্গিকা ও তরঙ্গিকার প্রবেশ)

কুরঙ্গিকা—(অন্যের আঁচল ধরে) ওলো তরঙ্গিকা, তুই বোধ হয় মনে মনে রাজার কোনো কথা ভাবছিস, তাই তোর সামনে উপস্থিত আমাকে না দেখেই চলে যাচ্ছিস।

তরঙ্গিকা—(আলিঙ্গন করে) সখী কুরঙ্গিকা, রাগ করিস্ নে। মা দুর্গার দিব্যি, অন্যের কথা ভাবতে ভাবতে তোকে দেখেও দেখি নি তা ঠিক নয় কিন্তু।

কুরঙ্গিকা—ওলো, পরের বিষয় কী ভাবছিস ?

তরঙ্গিকা—সে এমন ব্যাপার যে তোর কাছে বলতেও বুক কাঁপছে।

কুরঙ্গিকা—প্রাণের বন্ধুর কাছেও বলতে ভয় হচ্ছে ! তাহলে জানতে ইচ্ছা করে।

তরঙ্গিকা—যা ঘটে ঘটুক, তোর কাছে গোপন করব না। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, ভালোবাসার লোকের কাছে বলতে বাধা কী ?

কুরঙ্গিকা—তাই তো তোকে অনুনয় করছি। কোকিল কি সহকারতরুকে গোপন কথা বলতে কুণ্ঠিত হয় ?

তরঙ্গিকা—তা ঠিক। তবুও কথায় বলে না—'মন্ত্রের রক্ষণ, কর্মের সাধন।'

কুরঙ্গিকা—একথা বলিস না। কিন্তু দেখ গোসাপ বেঁচে থাকতে তার মাথার সোনা কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

তরঙ্গিকা—প্রাণের বন্ধু, তাহলে শোন্—কুন্তল রাজ্যের রাজা চণ্ডমহাসেন আপন রাজ্য হারিয়ে আমাদের এখানে এসেছেন, সঙ্গে তাঁর কন্যা কুবলয়মালাও আছে। সেই মেয়েটি যখন নর্মদা নদী পেরিয়ে তীরে উঠছিল, সেই সময় আমাদের মহারাজ তাকে দেখেই তার অন্তরে ঠাঁই নিয়েছেন। মহারানী সেকথা জানতে পেরেই আপন মাতুল চন্দ্রবর্মার ছেলে মৃগাঙ্কবর্মার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তার উদ্যোগ করতে আমাকে পাঠিয়েছেন। সে সব কথা ভাবতে ভাবতে তোকে দেখতে পাই নি।

কুরঙ্গিকা—বাঃ ! মহারানী তো বেশ বিচক্ষণ। কাজটা সমাধা করতে পারলে সতীন আসার পথে কাঁটা পড়বে আর সেই সঙ্গে মামার উপর ভালোবাসাও দেখানো হবে।

তরঙ্গিকা—তুই কোথায় চলেছিস ?

কুরঙ্গিকা—আজ রানীমা চারায়ণ ঠাকুরের মিথ্যা বিয়ের উদ্যোগ করে তাঁকে ঠকাবেন। সেই বিয়ের উদ্যোগ করতেই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আয় তবে, আমরা দুজনেই নিজের নিজের কাজ সমাধা করি গে। (উভয়ের প্রস্থান)

[প্রবেশক সমাপ্ত]

(উৎকণ্ঠিত রাজা ও বিশেষরূপে সজ্জিত বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা—(প্রণয়ার্তের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে) ভগবান শংকর পঞ্চশর অনঙ্গকে দগ্ধ করেন ; কিন্তু আমি জানি স্বয়ং প্রজাপতি অক্ষতসায়ক নবীন কামদেবকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অসংখ্য শর আমূল আমার দেহ বিদ্ধ করে আমাকে বিদলিত করেছে ; তাই এর সঙ্গে স্ফুটনোন্মুখ কদম্বমুকুলের তুলনাই সাজে॥ ১ ॥

(মানসিক সন্তাপ প্রকাশ করে) যদি চন্দ্রকিরণ বিগলিত হয়ে অমৃতের সরোবরে পরিণত হয়, আর তার কলংক মনোলোভা পদ্মকাননে পরিণত হয়,—সেই সরোবরে অবগাহন ক্রীড়ায় আমার সমস্ত অবয়ব বিকল হলেও এই মদনসংতাপ কখনো প্রশমিত হবে না ॥ ২ ॥

বন্ধু চারায়ণ, আরও দেখো—আজ অনঙ্গদেবতা তাঁর কোমল কুসুমবাণকে হতাদর করে পবনাস্ত্র ধারণ করেছেন ; তাই হারসূত্রের মতো আমার এই দীর্ঘশ্বাসগুলি পরিধেয় বসনের অঞ্চল কম্পিত করে প্রবাহিত হচ্ছে ॥ ৩ ॥

এখন তবে প্রস্ফুটিত মাধবীলতায় ঘেরা কদলীগৃহ 'তুষারপুঞ্জের' পথ দেখাও[১]।

(বিদূষক সংজ্ঞার দ্বারা পথের নির্দেশ দিলেন)

রাজা—তুমি এমন মৌনীর মুদ্রা ধরেছ কেন ?

(বিদূষক মাটিতে আঁচড় কেটে লিখে দিলেন)

রাজা—আমি আঠারোরকম লিপিতে পারদর্শী, কিন্তু তোমার এই লিপির পাঠোদ্ধারে অক্ষম।

বিদূষক—(দাঁত দিয়ে জিভ কেটে) ওহে মহাশয় আমি দীক্ষা নিয়েছি, তাই মৌনব্রত পালন করছি।

রাজা—কী ব্যাপার ?

বিদূষক—মহারানী এখন আমার বিবাহ দেবেন।

রাজা—সেই পুরানো ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ?

বিদূষক—না-না—

রাজা—তবে আবার কার সঙ্গে ?

বিদূষক—ওল্ল দেশ থেকে মৃগাঙ্কবর্মার যে পুরোহিত এসেছেন, তাঁর কন্যার সঙ্গে।

রাজা—পুরোহিতের নামটি কী ?

বিদূষক—তাঁর নাম শশশৃঙ্গ। আমার গৃহিণীর জননীর নাম মৃগতৃষ্ণা, আর তাঁর কন্যা অর্থাৎ আমার ভাবী গৃহিণীর নাম অম্বরমালা[২]।

রাজা—(স্বগত) মনে হচ্ছে দেবী এর সঙ্গে পরিহাস করতে চান। সুতরাং আমি চুপ করে থাকি। তামাসাটা একটু গড়াক।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী—(সম্মুখে এগিয়ে সামনে দেখে) ওমা ! মহারাজ তো চারায়ণঠাকুরের সঙ্গে রঙ্গ করতে করতে 'তুষারপুঞ্জের' কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাহলে রানীমার আদেশটা এখন ওঁকে জানাই। জয় হোক, মহারাজের জয় হোক। রানীমা জানাতে বললেন যে চারায়ণের দ্বিতীয় বিবাহ শুরু হতে চলেছে, অতএব আপনিই তাকে বরণ করবেন। ওঁর এক গৃহিণী এই 'কদলীগৃহ' তৈরি করেছিলেন। মহারাজ এখানে আগমন করুন ; দেবী সপরিবারে সেখানে রয়েছেন।

(রাজমহিষী, তাঁর পরিজন ও বধূবেশে জনৈক পরিচারকের প্রবেশ)

রানী—ওগো মেখলা, জামাতার মুখদর্শন করাও।

মেখলা—(সেরূপ আচরণ করে ছদ্মবেশী বধূর মস্তক আঘ্রাণ করে) চারায়ণঠাকুর, লাল চেলী সরিয়ে শুভদৃষ্টি করুন।

(বিদূষক তদনুরূপ আচরণ করলেন)

রানী—মেখলা, তাড়াতাড়ি সাতপাক ঘুরিয়ে দাও। এরপর প্রজ্বলিত অগ্নিতে 'লাজাহুতি' দিতে হবে।

বিদূষক—ওগো দ্বিতীয় ব্রাহ্মণী, ধ্রুব ও সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখো।

পরিচারক—(দেখে) আমার ধ্রুব ও সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা হয়ে গেছে।

বিদূষক—ওগো সুন্দরী, বলো—আমি ধ্রুব ও সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখলাম।

(বধূবেশী পরিচারক ও বিদূষক সেই একই কথা বারবার বলতে লাগলেন)

পরিচারক—চারায়ণঠাকুর, আমি রানীমার দাস বন্ধুল। আপনি কিন্তু আমাকে বিয়ে করেছেন। ত্রিভুবনেও এমন কথা শোনা যায় না যে পুরুষ পুরুষকে আর স্ত্রী স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। আপনার ব্রাহ্মণী অম্বরমালাই বটে[১]।

বিদূষক—আরে দাসীর বেটী! কুট্নী! নচ্ছার! ছিনালী! দুষ্টা! ভয়ংকরী! তুই আমাকে ঠকিয়েছিস। এখন নিজেকে বাঁচা।

(সকলের হাসি। বিদূষক সক্রোধে অগ্রসর হতে লাগলেন)

রাজা—দেবী, চারায়ণ তো রাগে অগ্নিশর্মা। উনি কুবলয়বতীর কাছে গেছেন। আমাকেও যেতে হবে, কারণ কর্পূরদ্বীপ থেকে একজন বিষবৈদ্য এসেছেন; তিনি প্রসিদ্ধ ওষধিতে পরিপূর্ণ মাধবীমণ্ডপকে রঙীন ফুলে ফুলে সাজিয়েছেন। এমন ঘটনা আগে কখনো দেখি নি। এই ব্যাপার দেখতে আর প্রিয় বয়স্যকে সান্ত্বনা দিতে সেখানে যাচ্ছি। সন্ধ্যাবেলায় তুমি সেখানে যেও।

রানী—কুরঙ্গিকা, আমাদের মহারাজ সাক্ষাৎ দেবতা; তুই ওঁর পাশে পাশে থাক।

(পরিজন সহ রাজমহিষীর প্রস্থান)

কুরঙ্গিকা—(এগোতে এগোতে) ওই তো চারায়ণঠাকুর নবমল্লিকার কুঞ্জে ময়ূরের মতো শুধু মুখটি লুকিয়ে রয়েছেন।

রাজা—ওকে এখানে নিয়ে এসো।

কুরঙ্গিকা—(কিছুটা এগিয়ে) এই যে অম্বরমালা-বল্লভ, মহারাজ আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন। (উত্তরীয় আকর্ষণ)

বিদূষক—ওরে দুষ্টা দাসী, আগামী কালের কুট্নী! তুমিও আমায় উপহাস করছ! তোমার কুটিল হৃদয়ের মতো আমার এই বাঁকা লাঠি দিয়ে তোমাকে শায়েস্তা করছি।

রাজা—কুরঙ্গিকা, চারায়ণ চটেছে; তুমি এখন দেবীর কাছে তাঁর পরিজনদের মধ্যে আশ্রয় নাও।

(কুরঙ্গিকা এগোতে এগোতে প্রস্থান করল)

বিদূষক—প্রিয় বয়স্যের চিত্তবিনোদনের জন্যে মহামন্ত্রী 'রত্নবতী' নাম দিয়ে যে চতুঃশাল আবাস তৈরি করেছেন, তার মধ্যে কোনো দেবীর অধিষ্ঠান হয়েছে কি?

রাজা—(দেখে মনে মনে) হৃদয়, তোমার ভাগ্য প্রসন্ন তাই স্বপ্নে-দেখা সুন্দরীর প্রত্যক্ষ দর্শন পেলে। (প্রকাশ্যে) চারায়ণ, উনি আমার বর্ষালক্ষ্মী, আমার মন-ময়ূরকে

আনন্দে নৃত্য করাচ্ছেন। তোমাকে আরও বলি–ইনি প্রজাপতির এক নতুন সৃষ্টি, তার কারণ–

চন্দ্র জড় পদার্থ, কদলীকাণ্ড অকালে শীতল, ইন্দীবরের সৌন্দর্য-বিলাসও বিনষ্ট হয় ; কিন্তু যে বিধাতা এমন সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সেই সুন্দরীরও নির্মাণকর্তা ? নাকি এ এক নতুন উষ্ণরশ্মি চন্দ্রমা ॥ ৪ ॥

অধিকন্তু দেখছি যে এর এমন বয়স, যে বয়স অলংকার দিয়ে সাজানোর যোগ্য, যে বয়সে দিবারাত্র পুরনো অলংকার বাদ দিয়ে নিত্যনূতন অলংকারে সাজতে ইচ্ছা হয়।

প্রতিক্ষণে কপালের এলো চুল সরিয়ে দেওয়া, কবরীবন্ধনের নিত্যনূতন ছাঁদ, দন্ত-প্রসাধন ও নীবী-বন্ধনের কাজ, ভুরুর নৃত্যশিক্ষায় আগ্রহ, বাঁকা চোখে তাকানোর ছলাকলায় চেষ্টা, কথায় কথায় চটুল উত্তর,–শৈশবকালে ক্ষণে ক্ষণে নারীদের লীলাবিলাস সবই ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায় ॥ ৫ ॥

বিদূষক–(রাজার ভাবভঙ্গি অনুধাবন করে উপহাসের সুরে) আসুন, আমার সামনে থেকে দেবীর সম্মুখে চলুন।

রাজা–বন্ধু, তাহলে দেখা যাক।

বিদূষক–আচ্ছা, আপনি ভারবাহী বলীবর্দের মতো হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে উঠছেন কেন ? আপনি বরং এখানে গুলঞ্চলতার মতো বাড়তে থাকুন ; আমি দেবীর কাছে চললুম।

রাজা–তোমার পক্ষে সব-কিছুই সম্ভব। মধুমাস কেনই বা ফুল ফোটাবে না !

বিদূষক–(হাসতে হাসতে সম্মুখে দেখে) মহারাজ, উনি যে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করেছেন।

রাজা–(সহাস্যে) উনি কন্দুক-ক্রীড়া করছেন[১]। তাইতো ওর সুন্দর পদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে আন্দোলিত মণিময় নূপুরের নিক্বণ, মেখলার ঝংকার, কণ্ঠে সুন্দর রত্নহারের ঝলক আর চঞ্চল কংকনের মুখর ধ্বনি,–সব মিলে সুভ্রূ সুন্দরীর কন্দুকক্রীড়া খুবই মনোহারী ॥ ৬ ॥

বিদূষক–তাই বটে ! চঞ্চল চরণের সঞ্চালনে তার চেলাঞ্চল বিচলিত, প্রস্ফুটিত মালতীর দলে সাজানো বেণী লতার মতো আন্দোলিত, কটির রশনাকলাপ বলসিত আর কঙ্কণ-কিঙ্কণীর ধ্বনি,–এই সবই যেন কন্দুকক্রীড়ায় মত্ত চন্দ্রমুখীর মদনরঙ্গ ॥৭॥

রাজা–কন্দুকক্রীড়ার শ্রমে জাত ঘামের বিন্দুতে তার কপালের তিলক লুপ্ত হয়ে মুখচন্দ্রের শোভা বেড়েছে। বারংবার কন্দুকে সবেগে আঘাত করে সেই খেলায় মুখর হয়ে রয়েছে ; কন্দুকের ওঠানামার সঙ্গে তার দৃষ্টিও সমতালে আন্দোলিত হচ্ছে। নৃত্যের ছন্দে করতালি পড়ছে আর তার লালিত্যে আমার হৃদয় লুব্ধ ॥ ৮ ॥

(পুনরায় চিন্তা করে) আ হা-হা ! কী দ্রুতলয়ে নৃত্য ! ওর ভ্রূলতা আনত, যেন বিলাসপ্রদর্শনের ছলে মণ্ডলাকারে ভ্রামরনৃত্যে মেতে উঠেছে–তার ফলে বসনাঞ্চল, হারসূত্র ও বেণীবন্ধনের সূত্রে গোলাকারে ঘূর্ণিত হচ্ছে। সুন্দরী যেন দীর্ঘকাল ধরে তিনটি ছাতা নির্মাণ করে চলেছে ॥ ৯ ॥

(পুনরায় নিরীক্ষণ করে) তন্বী কামদেবের কুসুমবাণের তুল্য তালপাতার কর্ণাভরণের মতো নৃত্যের বেগে আন্দোলিত এক কানপাশা ধারণ করে আছে।

কপোলের কুঙ্কুমে গৌরবর্ণ হয়ে সেটি আরও রমণীয় হয়ে উঠেছে। কৃশাঙ্গী যেন নয়নপদ্মের বলয়িত মৃণাল ধারণ করে আছে ॥ ১০ ॥

বিদূষক—মহারাজ, কন্দুকখেলা শেষ হয়েছে।

রাজা—শুধু শেষই নয়, প্রিয়সখী তার হৃদয়ে পদ্মের মতো সুন্দর হাতখানি রেখে আমাদের দেখছে, যেন চিনতে পেরেছে। দেখো—সুন্দরী তার মুখশ্রীতে পরাজিত মলিন চাঁদের মতো মলিন কন্দুক হাতের মধ্যে ধারণ করেছে, মুখখানি তামাটে, যেন ক্রীড়াকৌতুকের নানান্ ভাব ফুটে উঠছে ; ভ্রমরের পায়ে ক্লিষ্ট কেতকীর মতো দীঘল চোখের দৃষ্টিতরঙ্গে শুধু আমাকেই লক্ষ্য করছে ॥ ১১ ॥

বিদূষক—তাহলে আসুন, আমরা সুন্দরীর অনুসরণ করি। প্রেমের দুর্ভেদ্য জাল ছিন্ন করুন, চোখ দিয়ে অমৃতের গণ্ডূষ পান করুন, হাত ধরে মদনের অভ্যর্থনা করুন, পঞ্চম তানের ঝংকার উঠুক, পরিচারিকার দল আপনার বিরহে আকুল হোক, প্রণয়ের সংযোগ-বিচ্ছেদ চিন্তা দূর হোক আর রাজকাজের পাপে চারায়ণব্রাহ্মণের প্রাণ কণ্ঠাগত হোক।

(এগোতে এগোতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন)

বিদূষক—দেবতাশূন্য দেব মন্দিরের মতো, অক্ষরহীন লেখার মতো তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না তো !

রাজা—গন্ধর্বনগরীর ইন্দ্রজালের মতো দেখা দিয়েই সে কি অন্তর্হিত !

বিদূষক—এসো নিপুণভাবে খোঁজ করি। তিনি বোধহয় কোনো থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছেন। (চতুর্দিকে লক্ষ্য করলেন)

রাজা—(সবিষাদে মাটির দিকে লক্ষ্য করে) মৃগাক্ষী সুন্দরীর চরণের আলতায় রাঙানো ভূমিতল জানিয়ে দিচ্ছে সে কন্দুকখেলা থেকে বিরত হয়েছে। কিন্তু সুন্দরীর দর্শন পাচ্ছি না, হায় ! হায় ! কী অদ্ভুত ! হ্যাঁ বুঝেছি, স্বয়ং কামদেব এই মোহমায়া সৃষ্টি করেছেন ॥ ১২ ॥

(সানন্দে সম্মুখে লক্ষ্য করে) এই তো তার মাথার চূড়া থেকে ভ্রষ্ট রত্ন ভূমিকে যেন তিলক পরিয়েছে ; শিথিল বন্ধনে বাঁধা মালা চটুল বেণী থেকে খসে পড়েছে, স্খলিত হারের মুক্তাফলগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, এখানে পড়ে আছে কান থেকে খসে পড়া তালপত্র-অলংকার ॥ ১৩ ॥

বিদূষক—ঠিকই তো, এখানে একটি সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা তালপাতা রয়েছে। (তাল-পাতাটি কুড়িয়ে সেটি খুলে ধরে) কী এতে অক্ষর লেখা ! বয়স্য, যদি কালো অক্ষরগুলি পড়তে পারেন, তাহলে পড়ুন।

রাজা—(তালপাতার লেখা পড়তে লাগলেন)

যৌবনের তরুণিমা কোন্ অঙ্গে জাগায় না লাবণ্য ?
তার দু' চোখে তবু দেখি কী অপূর্ব প্রগল্‌ভতা !

(চিন্তা করে) ওঃ ! এ তো এখনো দ্বিপদী কবিতা, চতুষ্পদী হয় নি।

বিদূষক—তাহলে কিছুক্ষণ ল্যাংড়া লোকের মতো পা তুলে অপেক্ষা করা যাক। আসুন ঘেরা বারান্দায় প্রবেশ করি। (উভয়ে বারান্দায় প্রবেশ করলেন)

(নেপথ্যে)

পক্ব তালপত্রের মতো তোমার নিষ্প্রভ মুখ, নয়নের অশ্রুধারা, কৈলিকমলের

আন্দোলনে পরিবাহিত বায়ুর মতো দীর্ঘশ্বাস। যদি তোমার মনের মধ্যে কোনো যুবকের চিন্তা করে না থাক—তাহলে দুর্গার নামে দিব্যি কাটছি। ধুলো-খেলার সঙ্গিনীদের কাছে সে ভাব গোপন রেখেছ, ধিক, ধিক, তোমাকে ! ॥ ১৪ ॥

বিদূষক—(চমকে গিয়ে) মহারাজ টিকিতে গাঁট দিন। ভৌতিক শব্দ শুনছি।

রাজা—যেন স্তম্ভের আড়াল থেকে কথা শোনা যাচ্ছে।

বিদূষক—মহারাজ কথাটা একটু ব্যাখ্যা করুন তো।

রাজা—বয়স্য, কোনো অনুরক্তা লজ্জাবতী নারী হৃদয়ের গোপন কথা প্রকাশ করেছে।

নেপথ্যে—(চাপা গলায়) সখী, এতে আর কোনো সন্দেহ আছে কি ?

রাজা—বয়স্য, শুনলে তো।

বিদূষক—হুঁ—হুঁ ! এটা হল মিথ্যা বিকল্পের লোভে আসল প্রাপ্যতে বিস্মৃত পণ্ডিতদের অবস্থা—যেমন মর্কট মূল না পেয়ে পল্লব গ্রহণ করে। আর মূর্খেরা কাঁটালবনের মালীর মতো মূলকে খুঁজতে গিয়ে ফল লাভ করে। তাহলে শুনুন, ব্যাপারটা না জেনেও ব্যাখ্যা করছি। কথাটা কোনো সামান্য লোকের সম্বন্ধে বলা হয় নি ; আপনাকে উদ্দেশ্য করেই বলা। চাঁদের আলোর স্পর্শ ছাড়া চন্দ্রকান্ত মণি কখনো গলে না।

রাজা—তাহলে তোমার তর্কটা হল যে খনি ছাড়াও অন্যত্র পদ্মরাগ মণি জন্মায়।

(পুনরায় নেপথ্যে)

ঝিনুক থেকে সদ্যস্ফুটিত নির্মল মুক্তার মতো স্বচ্ছ অশ্রুধারায় তোমার চোখের কাজল ধুয়ে যায় ; সখী কান্না থামাও। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, ওগো বাল-মৃগাক্ষী, পারদের রসে সিক্ত সোনার বর্ণের মতো তোমার তনুকদলী কেমন পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে। কেনই বা ক্লেশদায়ক দীর্ঘশ্বাস লীলাকমলের উপর স্খলিত হয়ে বক্ষের হারলতার মধ্যে ভেঙে পড়েছে। নীবীবন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে, তাতে কি শারীরিক দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে না ? দিবসের চন্দ্রের মতো কেনই বা দেহ-খানি এমন মলিন ? রাজা বিদ্যাধরমল্লকে দর্শনের পর থেকেই তোমার এ মোহ ঘটেছে। চন্দ্র বিনা শেফালিকাকুসুম কি ফোটে ? ১৫—১৯ ॥

বিদূষক—স্বপ্নে দেখা সেই নারীকেই আপনি দোলায় দুলতে দেখেছেন, তাকেই আবার অন্যত্র স্তম্ভের পুত্তলিকারূপে, কখনো কন্দুকক্রীড়ায় মগ্না, কখনো কখনো বা কাব্যরচয়িত্রীর ভূমিকায় দেখেছেন। তিনিই আপনার চিত্তকে এমন আকুল করে রেখেছেন।

(নেপথ্যে)

সখী মৃগাঙ্কাবলী, আমায় তাহলে তোমার উদ্দেশ্যসাধিকা দূতী হতে হবে।

রাজা—মদনদেব তাকে উদ্দেশ্য করেই আমার হৃদয়ে মৃগাঙ্কাবলী নামের পাঁচটি অক্ষর গেঁথে দিলেন।

(নেপথ্যে)

মহারাজের সম্মুখে তোমার অবস্থা নিবেদনের আমার লেখা শ্লোকদুটি পাঠ করছি, প্রিয়সখী শোনো। (সংস্কৃতভাষায় শ্লোকপাঠ) হে সুভগ, সত্যি তোমারই জন্যে এই সুন্দরী আজ উন্মত্তা, কারণ সে চন্দনের রস ভেবে চাঁদের কিরণ অঙ্গে লেপন করতে চায় ; 'কামদেব তো কুসুমায়ুধ'-সে এ কথা ভেবে ফুল

তুলে নিয়ে ঠোঁট কামড়ে ভাবে এ কি মদনের ফুলধনু, আর হাতের আঙুল চুষতে চুষতে পূজনীয় অনঙ্গকে অপবাদ দেয়। তাছাড়া—তার আন্তরতাপে হাতের ঘাম শুকিয়ে যায়, চোখের জল গড়িয়ে যেন জলের ধারা সৃষ্টি হয়, কম্পিত দীপশিখাকলিকার মতো দীর্ঘশ্বাস বয়, পাণ্ডুরতায় মগ্ন দেহ। আর অন্য কথা কী বলার আছে—সে হাত দিয়ে চাঁদের কিরণ আড়াল করে বাতায়নগবাক্ষে তোমার আশাপথ চেয়ে সারা রাত্রি অবস্থান করে ॥ ২০–২১ ॥

বিদূষক—কিন্তু আমি জানি যে এই সুবর্ণচতুঃশালার মধ্যে কতকগুলি ব্রহ্মদৈত্য আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে ঢুকেছে ; আর তারাই ফিস্‌ফিস্ করছে। সন্ধ্যাবেলাটা ভূত-প্রেতের খুব প্রিয়। সুতরাং মহারাজ অবতরণ করুন।

রাজা—তুমি যা বল। (উভয়ে অবতরণ করলেন)

(নেপথ্যে)

সায়ন্তন সন্ধ্যা মহারাজের নিকট সুখদায়ক হোক। এখন—দিবাভাগের কর্মব্যস্ত জীবকুলের উপর করুণা বিতরণ করে কবোষ্ণকিরণে রক্তিম সূর্যবিম্ব অম্বরতল থেকে অস্তাচলে গমন করেছে। ধূম্রাবৃত কৃষ্ণবর্ণ প্রাচীন চিত্রের মতো সমগ্র জগৎ ঈষৎ অন্ধকারের আবরণে ধীরে ধীরে শ্যামায়মান হয়ে জেগে উঠেছে। অন্যদিকে এই মধুর সময়ে সৈরিন্ধ্রী নারীদের হাতের আকর্ষণে আন্দোলিত কঙ্কণ মৃদু মৃদু বাজছে, দূতীরা ছোটাছুটি করছে, তাদের মুখে মান-অভিমান আর কলহের উল্লাসলীলা প্রকাশ পাচ্ছে, বারবধূরা মিলনশয্যা রচনা করছে, স্বয়ং কামদেব প্রস্তুত, চন্দনমিশ্রিত জলে প্রাসাদের ভিত্তিভূমি ধৌত করা হয়েছে ॥ ২২–২৩ ॥

রাজা—সন্ধ্যা-উপাসনার জন্যে মহিষীর বাসভবনে যাওয়া যাক।

(উভয়ের প্রস্থান)

॥ কবিরাজ রাজশেখররচিত বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকার দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(পরিচারিকা সুলক্ষণার প্রবেশ)

সুলক্ষণা—(এগোতে এগোতে) কতকাল হয়ে গেল। প্রিয়সখী বিচক্ষণার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। তাই হাতির দাঁতের আঘাতে চাঁদের আলো যেমন লণ্ডভণ্ড হয়, তেমনি উৎকণ্ঠায় আমার হৃদয় টনটন করছে। তাহলে কোথায় তার দেখা পাই! (সামনে দেখে) এই তো প্রিয়সখী কী বলতে বলতে এদিকেই আসছে।

(দ্বিতীয় পরিচারিকা বিচক্ষণার প্রবেশ)

বিচক্ষণা—(স্বগত) আহা, মহারাজের কাজে মন্ত্রীর কী অসাধারণ ভক্তি !

সুলক্ষণা—প্রিয়সখী দেখছি কোনো মহামান্য ব্যক্তির কর্তব্য সমাধা করার চিন্তাতেই ব্যস্ত। তাহলে পিছনে গিয়ে চোখ টিপে ধরি। (তাই করল)

বিচক্ষণা—(স্বগত) মনে হচ্ছে প্রিয়সখী সুলক্ষণার হাতের ছোঁয়া। (প্রকাশ্যে) সখী সুলক্ষণা, ধরে ফেলেছি, চোখ ছেড়ে দে।

সুলক্ষণা—(চোখ ছেড়ে দিয়ে অভিমানের সুরে) ওলো বিচক্ষণা, ভালোবাসা হল ভেজা

পাটের দড়িতে বাঁধা গাঁটের মতো শক্ত। তোকে এত ভালবাসি, আর তুই কিনা আমায় ছেড়ে নতুন ডানাগজানো খঞ্জনপাখির মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছিস! তাই তোর উপর রাগ করেছি।

বিচক্ষণা—(সাদরে) প্রিয়সখী সুলক্ষণা, রাগ করিস্ নি; আমার কোনো দোষ নেই, আসলে মহামন্ত্রী ভাগুরায়ণের কাজ মেটাতেই এমনটি ঘটল।

সুলক্ষণা—(উপহাসের সঙ্গে) ছলাকলায় তোর মতো পটু আর কে আছে!

বিচক্ষণা—এমন ছলাকলা আমাদের মতো লোকের উপযুক্তই বটে।

সুলক্ষণা—যে-সব ছলাকলা মেয়েদেরই যোগ্য, সে-সব প্রয়োগ করতে যদি তোমার মতো মেয়ের দর্শনটুকুও না পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের মতো লোক তোমার চোখে পড়াও ভার।

বিচক্ষণা—তোর ছলাকলা আবার কীরকম শুনি।

সুলক্ষণা—আগে তুই বল, তারপর বলব; কারণ প্রথমে আমের মুকুল দেখা যায়, তারপর কোকিল তাকে চুমু খেয়ে গলা ছাড়ে।

বিচক্ষণা—তবে শোন্—মহামান্য ভাগুরায়ণ একদিন সাদরে আমাকে বললেন, 'বিচক্ষণা, আমাদের মহারাজের একটা রহস্যময় ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে হবে।'

সুলক্ষণা—সত্যি তোর কত বুদ্ধি, তাই মহামন্ত্রী স্বয়ং তোকে একথা বললেন। বকুল-মালা নিজের গন্ধ ছড়ায়—এও কি কাউকে বলতে হয়!

বিচক্ষণা—আমি যখন সবিনয়ে বললাম যে সেই কাজ করব, তিনি বললেন, 'এই যে মৃগাঙ্কবর্মা, তিনি আসলে মৃগাঙ্কাবলী।'

সুলক্ষণা—তারপর? তারপর?

বিচক্ষণা—তারপর বললেন—'সেই মৃগাঙ্কাবলীকে বিবাহ করলে মহারাজ শ্রীবিদ্যাধর-মল্লদেব রাজচক্রবর্তী হবেন। তাই তাঁর বাসভবনের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে যে সুড়ঙ্গ (পথ) তৈরি করা হয়েছে, সেই পথ দিয়ে গিয়ে মহারাজের বাসগৃহের মধ্যে মৃগাঙ্কাবলীকে কোনো উপায়ে তাঁর দৃষ্টিগোচর করাতে হবে, যাতে মহা-রাজের মনে হয় যে স্বপ্নে তাকে লাভ করেছেন। অবশিষ্ট কাজের কথা হরদাস তোমাকে জানাবেন। মহারাজের এই গোপন কাজ সমাধা করার জন্যে তুমি মৃগাঙ্কাবলীর প্রাণের বন্ধু হবে, তাই এই রাজকার্যে তোমার সাহায্য চাওয়া হচ্ছে, কারণ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়।' তারপর আমি হরদাসের কথা অনুসারে কাজ করার জন্যে সেই মৃগাঙ্কাবলীকে একান্তে বললাম, 'সখী মৃগাঙ্কাবলী, এই ঘরে কামদেবের আবির্ভাব হবে; তাঁকে দেখে তুমি গলার পুষ্পমালা খুলে তাঁর অর্চনা করবে, তাহলে তোমার এমন স্বামী হবে।' মৃগাঙ্কাবলীও আমার কথা মেনে নিয়ে সেইমতো কাজ করলেন। তারপর তিনি আবার দোলায় চড়ে মহারাজকে দেখা দিলেন। 'কেলিকৈলাস' ভবনে নিজের চিত্র এঁকে রাখলেন এবং স্তম্ভের ভিতর লুকিয়ে থেকে রাজাকে শুনিয়ে শেখানো কথাগুলি বললেন আর আবৃত্তি করলেন।

সুলক্ষণা—আচ্ছা, মহারাজ তাঁর বহুরকম লীলা দেখে কী করলেন?

বিচক্ষণা—যেমন পোষা হাতির চাটুকারিতায় বুনো হাতি ছলনায় পড়ে, তেমন। তারপর কাঁচা সুপারির ছালে মাজাঘষা দ্রাবিড়দেশের শ্যামলা মেয়ের সাদা ধবধবে দাঁতের

মতো পরিষ্কার জ্যোৎস্নারাত্রে আমাদের মহারাজ প্রলাপ বকতে লাগলেন—ঘন অন্ধকারপুঞ্জ দিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রিকে শ্যামবর্ণ করে দাও, মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করে শ্বেতপদ্মের মুখ থেকে হাসি কেড়ে নাও, পাথরের ফলকে চাঁদকে চূর্ণবিচূর্ণ করে গুঁড়ো করে দাও,—যেন আমি দশদিকে তার মুখের ছবি দেখতে পাই ॥ ১ ॥

সুলক্ষণা—আচ্ছা, সেই মৃগাঙ্কাবলীর এখন কী অবস্থা?

বিচক্ষণা—তিনি এখন প্রাসাদে থাকতে বিরক্ত বোধ করছেন, প্রমোদবন ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন, চাঁদের কিরণও অসহ্য বোধ করছেন, চিত্রগৃহের দরজা দেখে ভয় পাচ্ছেন, সাজপোশাককে বিষের মতো দেখছেন, কচি পদ্মপাতার বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছেন আর আমাদের মহারাজের উপস্থিতি মনে মনে কল্পনা করে তার আনন্দে ডুবে রয়েছেন ॥ ২ ॥

এখন বল্ তোর মেয়েলি ছলাকলা কেমন।

সুলক্ষণা—আমার নৈপুণ্যটা শোন্—একদিন মহারাজ অনুগ্রহ করে কানে কানে বললেন—তুই কিন্তু রানীমার কাছে কথাটা ফাঁস করে দিবি না।

বিচক্ষণা—কথাটা কী?

সুলক্ষণা—তিনি বললেন, 'মিথ্যা বিবাহের ঘটনায় লজ্জিত চারায়ণ এখন মহারানীর বান্ধবীকে ঠকানোর মতলব করেছেন। তাই সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকার একটু ঘন হলে যখন মেখলা প্রমোদবনে যাবে, তখন তুমি বকুল গাছে চড়ে নাকী সুরে তাকে বলবে—'ওগো মেখলা, বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় তোমার মৃত্যুযোগ আছে।' আমিও তাকে সেইমতো বললাম।

বিচক্ষণা—তারপর? তারপর?

সুলক্ষণা—তারপর তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনো উপায়ে সম্মুখে দাঁড়িয়ে দুই হাত শক্তভাবে জোড় করে বললেন, 'হে ভগবতী অশরীরী দৈববাণী, তুমি আমাকে অনুকম্পা করো; আমার মৃত্যুর কথা তুমি জান, তাহলে বাঁচার উপায়ও জান।

বিচক্ষণা—তারপর? তারপর?

সুলক্ষণা—তারপর তাকে বললাম—'যদি গান্ধর্ববিদ্যায় বিচক্ষণ কোনো ব্রাহ্মণকে গুরুর মতো শ্রদ্ধাভরে অভ্যর্থনা করে তাঁর পায়ে প্রণাম করে দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে পার, তাহলে জীবনরক্ষা হবে।'

বিচক্ষণা—ব্রাহ্মণের চরণ পবিত্র বলে মুনি-ঋষিরাও তার শরণ নিয়ে থাকেন। বলিহারী তোর চাতুরী!

সুলক্ষণা—(চিন্তা করে) সত্যি! নাটকের কাল্পনিক ঘটনার মতো কপট কৌশল উদ্ভাবন করতে ব্রাহ্মণের তুলনা নেই।

বিচক্ষণা—তারপর? তারপর?

সুলক্ষণা—তারপর সেই কথা শুনে জলে-ভেজা চোখ মুছতে মুছতে আমার সম্মুখেই মহারাজের পাশে উপস্থিত রানীমাকে সেকথা জানালেন। রাজাও মহিষীর অভিমান ভাঙাতে এবং চারায়ণের মনমতো কাজ সফল করতে মেখলাকে বললেন, 'সুন্দরী দুঃখ কোরো না, গান্ধর্ববিশারদ ব্রাহ্মণ আমার অধীনে আছে; তাহলে এমন বিম্বাধর চোখের জলে সিক্ত করছ কেন?' একথা বলে তিনি মহাদেবীকে আশ্বস্ত

করলেন। আজ সেই পূর্ণিমার দিন বলে দেবীও পূজার উদ্যোগ করতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

বিচক্ষণা—এসো তাহলে, তাঁর নির্দেশমতো কাজ করি।

(উভয়ের প্রস্থান)

[প্রবেশক সমাপ্ত]

(গভীর উৎকণ্ঠায় মগ্ন রাজা এবং স্নানশুচি বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা—(চিন্তামগ্নচিত্তে) এখন মনে পড়ছে সেই তরুণী আমাকে দর্শনের ইচ্ছায় যখন সানন্দে চরণাঙ্গুলিতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সখীর হাত ধরে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার বঙ্কিম গ্রীবা ধীরে ধীরে সরল করে নিল, তখন তার উল্লসিত বক্ষের সমগ্র বলিরেখাসূত্র তরলিত হয়ে উঠল ॥ ৩ ॥

বিদূষক—মনোযোগ ভঙ্গ করবেন না। মহারানীর সম্মুখে মেখলার জীবনরক্ষার ব্যাপারটা সমাধা করতে হবে। (স্বগত) ওরে দুষ্টা দাসী, ক্রুদ্ধ চারায়ণব্রাহ্মণের অণ্ড তোর উপর খসে পড়বে।

(রাজা বিদূষকের কথায় কর্ণপাত না করে 'এখন মনে পড়ছে—' ইত্যাদি পূর্বোক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করে চললেন)

বিদূষক—তার কথা আর স্মরণ করবেন না, সে হল দুঃখদায়িনী ডাকিনী।

রাজা—কী বললে—দুঃখদায়িনী? তাহলে বলব কোকিলের কলগীতি তোমার কান কলুষিত করে, সুধাস্রাবী চন্দ্র চোখে পীড়া দেয়, চন্দনরসের নিষ্যন্দ শরীরকে দহন করে।

বিদূষক—মহারাজ, কথাটা বাঁকা করে বলেছিলাম, আপনি তার থেকে সারটুকু সংগ্রহ করে নিন। হংস নীর থেকে ক্ষীর গ্রহণ করে। কী বলছেন? ওঃ। অলসের বিদ্যাশিক্ষার মতো মহারানীর কথাটা ঝট করে বেমালুম ভুলে গেলেন?

রাজা—শৈশব থেকে যে মহিষীর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক, তার কথা কি ভুলতে পারি? কিন্তু যে মহিষী এতদিন সুন্দরীদের মাথায় বাঁ পা তুলে দিয়ে নিজের একান্ত-নিধির মতো আমার মনটি ইচ্ছামতো ভোগ করেছেন, আজ অনঙ্গের শাসনে সেটি সমান দুভাগে বিভক্ত হল ॥ ৪ ॥

বিদূষক—তাহলে দেখছি সেই তরুণী যেমন দোলায় দুলছিল, আপনার মনও তার মতো দোটানায় দুলছে, থামছে না।

রাজা—ঠিক তাই; কারণ—মালতীর মালা কি বিমর্দিত করা যায়? নতুন প্রেম তো বাধা মানে না। বকুলমালা মলিন হলেও কেউ তাকে বিসর্জন দেয় না। সুতরাং মহারানীর প্রণয়ে ঘাটতি হয় কী করে? ॥ ৫ ॥

বিদূষক—বয়স্য, এমন অনুগ্রহের কথা বলে কী লাভ? পুরনো পাতা ছেঁটে দিলেই নতুন পাতা গজায়। যে কস্তুরী-হরিণ কচি ঘাসের স্বাদ পেয়েছে, সে কি চোরকাটার মাঠে ঘুরে বেড়ায়?

রাজা—বন্ধু, অনর্গল বকে চলেছ। যার কোনো আশঙ্কা নেই, তুমি তার ভয় করছ।

বিদূষক—বলুন তো পরের জন্যে চিন্তায় আমার কী কাজ? আপনি আমার মনোযোগ ভঙ্গ করবেন না, কারণ মহারানীর সম্মুখে মেখলার জীবনদান করতে হবে।

(রানী ও মেখলার প্রবেশ, সঙ্গে পরিজনবর্গ)

রানী–ওগো সুলক্ষণা, অন্তঃপুরের দ্বারের কাছে মহারাজ আর চারায়ণঠাকুর কি পেঁৗচেছেন ?

সুলক্ষণা–রানীমাকে আর অন্য কোনো সংবাদ জানাতে হবে কি ?

বিদূষক–এই তো বসার যোগ্য স্থান। প্রিয়বয়স্য এখানে বসুন।

(উভয়ের উপবেশন)

রানী–জয় হোক, মহারাজ ও চারায়ণঠাকুরের জয় হোক। আমার ধাত্রীমায়ের মেয়েটির প্রাণ ভিক্ষা দিন, মেখলাকে বাঁচান।

বিদূষক–এই আমি প্রস্তুত।

মেখলা–(জোড়হাতে) চারায়ণঠাকুর, এই অভাগী আপনার মতো মহাব্রাহ্মণের শরণ নিচ্ছে। (বিদূষকের দুই পা ধরে নিজের মাথায় রাখলেন)।

(নেপথ্যে)

কোথায় কোথায় সেই দুষ্টা দাসী। আমরা যমের অনুচর, মেখলার গলায় শিকল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে যমালয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

বিদূষক–(হাতের লাঠিখানি নানাভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে) পিঙ্গলিকা ব্রাহ্মণীর স্বামী গান্ধর্বিশারদ আমার তুল্য রক্ষাকর্তা থাকতে কোথায় যমরাজ, কোথায় তার অনুচর, কোথায় তাদের শিকল ? (বহুবিধ লম্ফঝম্ফ দিতে লাগলেন)

মেখলা–(বিদূষকের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে) প্রভু, আমাকে বাঁচান

বিদূষক–(গানের সুরে উচ্চকণ্ঠে) মহারাজ দেখুন—দেখুন—

আপনার প্রিয় বয়স্য কেমন বিলাসিনী রমণীর উপর রথে চড়েছে ! (আরও উচ্চস্বরে) দেখুন-দেখুন—আমার ব্রাহ্মণত্বের মহিমা দেখুন, যমের অনুচরগুলো কেমন ঝনঝন করে শেকল গুটিয়ে ছুট দিয়েছে !

মেখলা–মাগো ! এতক্ষণে প্রাণরক্ষা হল।

বিদূষক–(লম্ফঝম্ফ দিয়ে হাসতে হাসতে) তবে রে দাসীর বেটী ! মিথ্যা বিবাহের ভাণ করে যে চারায়ণব্রাহ্মণকে বিড়ম্বনা দিয়েছিলি, সেই দুঃখে ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তোর উপর পড়েছি। এখন প্রার্থনা করে বল যে তুই হাতভর্তি চুড়ি পরে আমার ব্রাহ্মণী হয়ে থাকবি।

(মেখলা উদাসভাবে কাঁদতে থাকলেন)

রানী–ওগো, এখন আমার সখীকে এমন বোকা বানালে,–এ ভালোই হয়েছে, বেশ হয়েছে।

বিদূষক–মহারানী, মহারাজের প্রিয়বয়স্যকে যেমন বিড়ম্বনা দিয়েছিলেন, তার উপযুক্তই হয়েছে, সমান সমান হয়েছে।

রানী–মহারাজের প্রিয় বন্ধু বলে আপনার সঙ্গে একটু রসিকতা করেছিলাম।

বিদূষক–মেখলাও আপনার আপনজন বলে একটু ঠাট্টা করেছিলাম।

মেখলা–মহারানী, এর যোগ্য উত্তর দেওয়া উচিত। উনি পরাজয় স্বীকার করলেই ভালো হয়। তবে মহারাজ ওঁর গুরু, তাই তো কেয়াফুলের গন্ধে গন্ধযুক্ত খয়েরকাঠের গা থেকেও সুগন্ধ ছড়াচ্ছে !

(রাজমহিষী সকোপে সকলের সঙ্গে প্রস্থান করলেন)

বিদূষক–(দুই পাশে লক্ষ্য করে) বয়স্য, এখন আর মাছিটিও রইল না।

রাজা—মহারানী তো কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেছেন, বোধ হয় খুব চটেছেন।

বিদূষক—কাঁদুন, কাঁদুন ; তাতে কি মুক্তাগুলো ঝরে পড়ে যাবে ? এখন তবে প্রমোদ-কাননের দিকে যাওয়া যাক। (উভয়ে এগিয়ে চললেন) মহারাজ, রাত্রির অন্ধকারে যখন আপনার হাত ধরে এগিয়ে চলেছি, মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর আঙিনায় আমার চতুর্দিকে ভ্রমরের দল গুঞ্জন করছে। অন্ধকার দেখে মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য কোকিলের কূজনে তার জন্ম, তৈলমার্জিত কাজলে তার সৃষ্টি ; এমন অন্ধকার যেন ইন্দ্রনীলমণির গুঁড়ো দিয়ে তৈরি, নীলকণ্ঠের কণ্ঠবর্ণে গড়া, নারায়ণের শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছে, চাঁদের কলঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে, নীলপদ্ম দিয়ে তৈরি হয়েছে, হাতির মদজল থেকে উৎপন্ন হয়েছে ; যেন দিক্‌চক্রবালের সমগ্র তিমিরপুঞ্জ একত্রিত। এই অন্ধকারে সমান-অসমানের বোধ থাকে না, সাদাকালোর পার্থক্য করা যায় না ছোটো-বড়োর ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়, দূরের কিংবা নিকটের সীমা হারিয়ে যায়।

রাজা—ঠিক তাই। অন্ধকারে আবৃত চতুর্দিক যেন শরীরের সঙ্গে লগ্ন হয়ে গেছে ; দিগ্‌বলয় যেন সীমাহীন যাত্রাপথের পাত্র ; ললাটচুম্বী অন্ধকারকে আকাশ যেন মুঠোর মধ্যে ধারণ করেছে। (বিতর্কের সঙ্গে) এমন অন্ধকারে মৃগাক্ষী সুন্দরীরা প্রিয়তমের অভিসারে ঘন তিমিরের সঙ্গিনী হয়ে সাজসজ্জা করে ; তাদের কানে ময়ূরপাখার অবতংস, হাতে মরকতমণির শ্যামবর্ণ বলয়, কণ্ঠে নীলকান্তের হার, মুখে কস্তুরীর পত্রলেখা আর প্রসাধন, অলকে নীলপদ্ম ও অঙ্গে নীলবসন ॥ ৭-৮ ॥

(নেপথ্যে)

চন্দ্রদেব বিজয়ী হলেন। ঘন দুগ্ধের মতো তার নির্মল জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের জল উত্তাল হয়ে উঠছে, তার কিরণ—যেন তিন ভুবনের ভবনরাশি সুধালেপনে ধবলিত করার জন্যে চূর্ণলেপনী, প্রণয়লতিকার পল্লব বিস্তারের মহৌষধি আর অনঙ্গের ক্রীড়াগৃহের অঙ্গনে চন্দনরসের প্রলেপ। সর্বজনের আনন্দদায়ী চাঁদ হাসছে, নলিনীর মুখ মলিন হয়েছে, রজনীর লাবণ্যহার তারাগুলি আকাশে ফুটে উঠছে। হতভাগ্য চক্রবাক-চক্রবাকী বিরহানলে দগ্ধাঙ্গ আর প্রিয়বিরহী মানুষ জ্যোৎস্নারাত্রিতে গভীর বিরহদুঃখে কাতর ॥ ৮-৯ ॥

(পুনরায় নেপথ্যে)

যে চন্দ্রকিরণ প্রথমে যবাগ্র সূত্রের মতো, কেতকীর কোমল পাপড়ির মতো, কিংবা মৃণাললতার লাবণ্যের মতো, অথবা যেন বৃষ্টিধারার মায়া কিংবা মহামূল্য হারের সৌন্দর্যের মতো—সেই কিরণরাশি ধীরে ধীরে স্ফটিকদণ্ডের শোভাকেও হার মানিয়েছে। সম্প্রতি সেই জ্যোৎস্না আকাশের আঙিনাকে চন্দনরসে আর্দ্র করে হস্তিদন্তের খণ্ডিতমুষলের মতো শোভা পাচ্ছে। আকাশে চন্দ্রের আবির্ভাবে তার আলোকরাশি যেন মুক্তালতার হার, যেন সুন্দরীদের প্রণয়লিপিপাঠের প্রদীপ ॥ ১০-১১ ॥

বিদূষক—নগরবাসিনী মহীয়সী কলকণ্ঠীর বচন অনুসারে কর্পূরচন্দন নামধারী এক মগধবাসী মৃগাঙ্কশ্রী চন্দ্রকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তাই চাঁদের বর্ণনা করতে আমারও মুখ চুলবুল করছে ; তাহলে আমিও একটা বর্ণনা দিই।

—চাঁদ যেন মসীপাত্র, তা থেকে খাঁড় গুড়ের মতো জ্যোৎস্না অন্ধকারের কাজলে ঢাকা আকাশফলকের নক্ষত্রগুলিকে মলিন করে তুলছে।

রাজা—বয়স্য, তুমি এখনও শিশুর মতো কথা বলছ।

বিদূষক—বাঁদর ছট্‌ফট্‌ করলেও কথা বলতে পারে না কিন্তু। আমি তাহলে মনোহারী ভাষায় বর্ণনা করি।

কঙ্কণকুণ্ডলহীন দিগ্‌বধূর মণ্ডনের মতো, কুঙ্কুমচন্দনহীন ধরণীর ভূষণের মতো, তাপহীন, মোহহীন কামের আয়ুধের মতো চাঁদের কিরণমালা আকাশতলে পুঞ্জীভূত হচ্ছে ॥ ১২ ॥

রাজা—(সম্মুখে দেখে প্রেমার্তভাবে) হে ভগবান যামিনীনাথ, তোমার এ কেমন বিপরীত বিধান!

ওগো হরশিরোমণি, ক্ষীরসমুদ্র থেকে তোমার জন্ম, ভগবান বিষ্ণুর অধিগত লক্ষ্মী ও কৌস্তুভমণির তুল্য তুমি, কুমুদিনীর আকরে তোমার সখ্য, অমৃতবর্ষী তোমার কিরণ আর হরিণাক্ষীদের মুখপদ্মের সঙ্গে জয়লাভের স্পর্ধা তোমার! হে চন্দ্র, কেন তুমি আমার উপর জ্বালাবর্ষী কিরণ সিঞ্চন করছ? অধিকন্তু যে চন্দ্রিকা পূর্বে পেষণযন্ত্রে দ্রবীভূত কেতকীর অভ্যন্তরস্থিত পর্ণের রসধারার মতো শোভা পেত, মুক্তামালার গ্রন্থনের মতো সৌন্দর্য ছড়াত, সেই চন্দ্র এখন নিষ্প্রভ; তার শোভা যেন কলস দিয়ে উৎসেচন করা যায় ॥ ১৩-১৪ ॥

(চিন্তাপূর্বক) চন্দ্রের পক্ষে এমন আচরণ তো অভিমত নয়। কিংবা হয় তো বিষম বিষের মতো প্রাণসংশয়কর! (চতুর্দিকে লক্ষ্য করে, সাগ্রহে)

হে পিয়াসী চকোরের দল, তোমরা চাঁদের জ্যোৎস্না পান করতে চঞ্চল চঞ্চু দিয়ে উৎকণ্ঠ হয়ে তার কিরণধারা নিঃশেষে পান করে তাকে এমন দীপ্তিহীন কর, যেন বিরহবিধুর মানুষের প্রাণরক্ষা হয় ॥ ১৫ ॥

(সম্মুখে দেখে) এই তো সেই মৃগাঙ্কাবলী।

বিদূষক—বয়স্য, উনিই তো সেই মৃগাঙ্কাবলী, নতুবা অনন্য চাঁদের এত শোভা কি হয়!

রাজা—তাহলে কদলীলতার অন্তরাল থেকে ওর নিভৃত আলাপ শোনা যাক। ওর বচনসুধা পান করে কানের পরিতৃপ্তি হোক। (যথোক্ত আচরণ করলেন)

[বিচক্ষণার সঙ্গে মৃগাঙ্কাবলীর প্রবেশ]

মৃগাঙ্কাবলী—(আত্মমগ্ন চিত্তে পূর্ববৎ পাঠ করতে লাগলেন)

রাজা—(সখেদে) অহো! ওর প্রেমের ভাষা! সুভাষিত বাণী!

বিদূষক—কিন্তু আমি জানি ওর ভাষা আসলে পোড়াকপাল কামদেবের হাতের বল্লম।

রাজা—গলায় মুক্তার মালা! স্তনতটে কর্পূরের পরাগ! সর্ব অঙ্গে চন্দনের ঘন প্রলেপ! হাতে মৃণাল-লতার বলয়। তনুতে সূক্ষ্ম চীনাংশুক! যেন পূবের আকাশে উদীয়মান চাঁদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ধরাতলে আবির্ভূতা ॥ ১৬ ॥

বিদূষক—মহারাজ, সে-কথা সত্য, চাঁদের দেবীই পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। অল্পকাল আগেই চাঁদের রাজ্যে লাঞ্ছনা ঘটিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছেন। তাইতো দেখছি আপনি আলোহীন মলিন চাঁদের কথাই ভাবছেন।

রাজা—বন্ধু, এই চাঁদ কেমন নিটোল পরিস্ফুট, তবুও কী দীপ্তি! কিন্তু ওর মধ্যে প্রণয়ভাবনার বিষাদ কেমন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। মুক্তা ঝিনুকের ভিতর

লুকিয়ে থাকলেও তাকে বোঝা যায়।

তাই দলিত হরিদ্রার মতো গৌরকান্তি শরীরে বিরহজনিত বিষাদের এক পাণ্ডুর ছবি ধরা পড়েছে। সোনা ও রুপোর মিশ্রণে গড়া তার অঙ্গে অঙ্গে সেই পাণ্ডুর বিষাদ যেন বেশি ফুটে উঠেছে ॥ ১৭ ॥

বিদূষক—পারনরসে ভেজা সোনার মতো ওঁর দেহবর্ণের মধ্যে ক্রমশ ফুটে ওঠা গৌরভাব মলিনতার ছায়ায় ঢাকা পড়েছে।

মৃগাঙ্কাবলী—ওগো হৃদয় তাঁকে চোখ দিয়ে দেখার পর থেকেই এত উতলা হয়ে পড়েছ কেন, এ তো আশ্চর্য! আসলে এ হয়েছে বকুলের মূলে গণ্ডূষে সুরাসিঞ্চন, কিংবা বকুলকুসুমে মদিরাগন্ধের উদ্গার[১]।

বিদূষক—আচ্ছা এমন পাণ্ডুরতার কারণ কী?

রাজা—কারণ এই যে প্রেমের দহনে ওর অনুতপ্ত হৃদয়ের সঙ্গে ও নিজেই কলহে মত্ত হয়েছে।

মৃগাঙ্কাবলী—ওগো কর্পূরশলাকাতুল্য শীতল বিদ্যাধরমল্ল, তুমিও যখন আমার প্রণয়ে তাপিত হচ্ছ, তখন আমার নিবৃত্তি কোথায়? চন্দ্রকান্তমণি থেকে আগুন নির্গত হচ্ছে—এর তো প্রতিকার নেই।

রাজা—মৃগাঙ্কাবলী আমাকে চতুরভাবে তিরস্কার করছে। ধন্য আমি!

মৃগাঙ্কাবলী—সখী, মদন তো সামান্য ফুলধনুর অধিকারী মাত্র, তাহলে তিনি মানুষের এমন কঠিন দশা ঘটান কেমন করে?

রাজা—হিমানী জল থেকে উৎপন্ন, তবু পীড়া দেয়। প্রণয়দেবতার পঞ্চশর কুসুমময় হলেও তারা স্বভাবতই পরপীড়ক।

বিদূষক—বয়স্য, এই সুন্দরী বর্ষাকালের চিনির পুতুলের মতো ক্রমশ ক্ষীয়মাণা হয়েও কাকেই বা দগ্ধ করছেন না? মরুবক-কন্দলী দেখতে নিষ্প্রভ, কিন্তু খুব সুগন্ধ; তেমনি ইনিও প্রেমিকের বিরহে ক্ষয়ে যাচ্ছেন, তবু কেমন সুন্দরী[২]।

মৃগাঙ্কাবলী—সখী, কী করি? এ প্রেমের ভেলা যে দুশ্ছেদ্য। সখী, সে মানুষটি বড়ো নিষ্ঠুর। পরের দুঃখে দুঃখ পায় এমন লোক বিরল। বসন্তে কোকিলের পঞ্চম তানের রেশ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ঝরাফুলের মতো সেও অসহ্য। হে ত্রিভুবনের বীর ধনুর্ধর মন্মথ, মহাদেবকে ছেড়ে নারীনিগ্রহ করতে তোমার লজ্জা হয় না? যদি আমার মতো তাঁকেও কুটিলভাবে আক্রমণ করতে তবে বুঝতাম!

বিদূষক—যার অঙ্গ নেই, সেই অনঙ্গের আবার যুদ্ধের আয়োজন! আমার হাসি পাচ্ছে।

রাজা—এ সময় উচ্চ হাসিতে আমাকে পীড়া দিচ্ছ কেন?

মৃগাঙ্কাবলী—সখী বিচক্ষণা, লোকজনের যাতায়াতের আভাস পাচ্ছি।

বিচক্ষণা—কদলীলতার আড়াল হলেই সব জানতে পারব।

(উভয়ে লতার আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন)

বিদূষক—আসুন, অভ্যন্তরে যাই।

[উভয়ে এগিয়ে চললেন]

রাজা—(শীতল উপচারসামগ্রী দেখে এক একটি গ্রহণ করতে করতে) এই সেই সুন্দরীর মৃণালবলয়, এই তার নবপল্লব, এই তার কদলীপত্রের বসন আর তাতে যেন প্রণয়-দাহ সংক্রামিত হয়েছে ॥ ১৮ ॥

তাহলে ওর উপযুক্ত ও পরিত্যক্ত শীতল বস্তুগুলি দিয়ে আমার সন্তাপ দূর করব। (বসে সেইরূপ আচরণ করতে লাগলেন এবং বিদূষকও বসলেন) হয়তো-বা তার এমন আচরণে সুবিবেচনার পরিচয় নেই।

তার কারণ চাঁদ হল কালকূটের সহোদর, চন্দন-তরু সর্পকুলের লীলাস্থল, মুক্তাহার লবণসমুদ্রে জন্মায়, পদ্ম সূর্যের প্রিয়সখা। প্রণয়সন্তাপ হরণে এদের মধ্যে যেটুকু শক্তি আছে বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তাদের বাহ্য আকার দেখে ভ্রান্তির বশে তত্ত্ব ত্যাগ করে আমরা বঞ্চিত হই ॥ ১৯ ॥

বিচক্ষণা—সখী মৃগাঙ্কাবলী, আমার দূতীর কাজ সফল হয়েছে, কারণ মহারাজও এই অবস্থায় পৌঁছেছেন।

রাজা—(সখেদে) পাখার বাতাস দুঃখ লাঘব করার পরিবর্তে নিঃশ্বাস-বায়ুকেই বর্ধিত করছে ; চন্দনের প্রলেপ বেশি ঘাম জন্মাচ্ছে, ফুলের শয্যা কামের অস্ত্রকেই সাহায্য করে। তাহলে প্রণয়-আগুনের দ্বিগুণ উন্মাদনা কেমন করে শান্ত হবে ? ॥ ২০ ॥

বিদূষক—ও কী ! মনে হচ্ছে যেন ছোপলাগা কোনো চিঠি !

রাজা—না, এ শুধু প্রেমপত্রই নয়, মিলন-বিরহের কথাও আছে। তাই দেখো, কোমল তালপাতায় স্তনলিপ্ত ঘন চন্দনের ছোপ, মৃণালতন্তুর মতো সরু সুতোয় বাঁধা। নিশ্চয় এটি কোনো তরুণীর হারিয়ে-যাওয়া প্রেমপত্র ॥ ২১ ॥

বিদূষক—হয়তো এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন তিনি কেন আপনার কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন।

রাজা—(বিদূষকের কান ধরে) অগম্য পর্বতের মাটিতে সোনার গাছ জন্মায়—একথা যেমন, ঠিক তোমার কথাও তেমনি রসকষহীন। চিঠির উপরে কী নাম লেখা আছে দেখাও।

[বিদূষক রাজাকে চিঠি দেখালেন]

রাজা—(চিঠি পড়তে শুরু করলেন) 'ওগো নির্দয়, হতভাগিনীর—'

বিদূষক—বাঁধন খুলে দেখাব ? এমন মণিকৌটার ভিতরে তো কোনো অক্ষর দেখছি নে।

রাজা—তবে কি গভীর দুঃখে লেখা এই চিঠি মনকে বেশি ব্যাকুল করে তুলছে, তাই এমন ? (চিন্তা করে) নাকি এটি শুধু তালপাতার পুঁটলি ? (বিচার-বিবেচনা করে) সুন্দরভাবে বাঁধা রয়েছে। তাহলে কি গোপন প্রেমের রহস্যকথা ওতে লেখা আছে ?

বিদূষক—(বাঁধন খুলে দেখে সহর্ষে) ওঃ ! আপনার বুদ্ধিকে বলিহারী ! রোহিণীবল্লভ চাঁদের বর্ণনাও তো হতে পারে।

রাজা—(সাবেগে পত্রপাঠ)

যৌবনের তরুণিমা কোন্ অঙ্গে জাগায় না লাবণ্য ?
তার দুচোখে তবু দেখি কী অপূর্ব প্রগল্ভতা !
রমণীয় সবকিছু থেকে সে শিখেছে তার লীলা !

(মনে মনে চিন্তা করে বিতর্কিতভাবে) প্রেমপত্র রচনার সময় তার হাত কেঁপে উঠেছিল, তাই অক্ষরগুলি কেমন মাত্রাহীন, স্বেদজলে অস্পষ্ট, বাক্য অসম্পূর্ণ ; তাই এর থেকে আমি কোনো অর্থ উদ্ধার করতে পারছি না। অধীরতার বশে একই কথা বারবার লেখা। সেই সুন্দরীর লেখা। সেই সুন্দরীর লেখা অক্ষর-

গুলি কোথাও একটি কথায়, কোথাও বা অনেক কথার ভাবে মনের ব্যথা প্রকাশ করেছে ॥ ২২ ॥

বিদূষক—ক্রীড়াকদলীর কন্দলীতে ঘেরা উপবনের এই স্থানটি দেখে মনে হচ্ছে যেন হাতিরা শুঁড় দিয়ে ঘিরে রয়েছে। এমন জায়গা কি উপেক্ষা করা যায়? তাহলে আসুন, এই পথ অনুসরণ করি।

রাজা—সাগর চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে আর আমার হৃদয় তোমার অনুসরণ করে—এরা পরস্পর অনন্যগামী।

বিদূষক—(অঙ্গুলি নির্দেশে) উনি হয়তো এখানে থেকে মাধবীমণ্ডপে গিয়েছেন, কারণ অনঙ্গের পদচিহ্নের মতো তাঁর পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। আমরা এখন তবে গোপনে খুব সাবধানে ওঁর অনুসন্ধান করব।

মৃগাঙ্কাবলী—(লতার অভ্যন্তরে যেন চাঁদের আলোর স্পর্শ পেয়ে) হে পরপীড়ক হিমাংশু, প্রিয়তমের বিরহে আমি বড়ো দুঃখী, তুষের আগুনে পোড়া আমার অঙ্গ তুমি ক্রীড়াচ্ছলেও স্পর্শ কোরো না। পরিণত পদ্মনালের মতো তোমার মৃদু জ্যোৎস্নাধারা আমার অঙ্গে লুণ্ঠিত হয়ে তাপ দিচ্ছে ॥ ২৩ ॥

(বারবার একথা আবৃত্তি করতে করতে রোদন)

রাজা—(বিদূষকের প্রতি) এখন নয়ন সার্থক করো। চঞ্চল নয়নতারা ঈষৎ ক্লিষ্ট করে ভিজে চোখের পাতার আগায় ফোঁটা ফোঁটা কান্না জমা হয়ে ঝরে পড়ছে। নিজের উপর অভিমানে মনের দুঃখকে আরও গুরুভার করে তুলেছে, তাই পদ্মপলাশের মতো ডাগর চোখের পাতায় অশ্রু বয়ে যাচ্ছে ॥ ২৪ ॥

অধিকন্তু, আমার মনে হয়, প্রেমের দেবতা প্রথমে ওর প্রতি তীক্ষ্নাগ্র ফুলশর নিক্ষেপ করেছেন, তারপর সহসা বরুণবাণে আঘাত করেছেন, নতুবা কেন তার বিস্ফারিত চোখের প্রণালী বেয়ে মুখমণ্ডল ভিজিয়ে অশ্রুধারা কটির ত্রিবলীবনে নদীর ধারায় পরিণত হয়েছে ॥ ২৫ ॥

(বিদূষকের হাত ধরে এগোতে এগোতে সাদরে) যে জন অন্যের জন্যে দলিত মৃণালের তুল্য প্রণয়তাপক্লিষ্ট অঙ্গ ধারণ করে, সেই অনুরক্ত মানুষ যদি তার জন্যে অনঙ্গের অখণ্ড শাসনে সমান কষ্ট অনুভব করে, তবে পারস্পরিক অনুরাগ সার্থক হয় ॥ ২৬ ॥

তাই তোমার সমান সুখদুঃখভাগী সেই মানুষটি বদ্ধাঞ্জলি হয়ে আত্মসমর্পণ করছে।

মৃগাঙ্কাবলী—(ভয় ও লজ্জার সঙ্গে উৎকণ্ঠাভরে রাজাকে দেখে মনে মনে) এ কি তবে মেঘ না চাইতেই জল! শুক্তি ছাড়াই মুক্তার উৎপত্তি! কাঞ্চন তরু কি সহকারে বৃক্ষে পরিণত হল! পিতল কি সোনা হয়ে গেল! যাঁর দর্শন এমন মহার্ঘ ছিল, তিনি সশরীরে আমার সম্মুখে প্রকাশিত! (চুপি চুপি বিচক্ষণাকে), সখী, ইনিই কি সেই রাজা বিদ্যাধরমল্ল, যিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বল্লভ, মদনসুন্দরী এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতী যাঁর প্রিয়া?

বিচক্ষণা—হ্যাঁ, ইনিই রাজা।

রাজা—ক্ষণকাল পরেই একে বলতে হবে—ইনিই সেই ভাগ্যবান যিনি মৃগাঙ্কাবলীর প্রিয়তম এবং মৃগাঙ্কাবলী যার প্রিয়তমা। (বদ্ধাঞ্জলি হয়ে) ওগো সুন্দরী, চোখ মেলে

চাও, তোমার দৃষ্টির কাছে মনোহারী ইন্দীবর পরাভূত হোক। অধরদল প্রসারিত করো, প্রবালমণির রক্তরাগ শ্বেতবর্ণ ধারণ করুক। ক্ষণকালের জন্যে তনুলাবণ্য অনাবৃত করো, কাঞ্চন কালিমালিপ্ত হোক। মুখমণ্ডল তুলে ধরো, ক্ষণকালের জন্যে আকাশে দুই চাঁদ শোভা পাক ॥ ২৭ ॥

মৃগাঙ্কাবলী—(স্বগত) ওগো জ্যোৎস্নালোকিতা যামিনী, তুমি শতযামা হও। সপ্তর্ষি-মণ্ডল অঙ্গিরার[৩] শোভায় ধন্য হোক।

রাজা—বন্ধু, বিনা হারে ওকে মানায় না। অঙ্গিরা ও অন্যান্য নক্ষত্রের শোভা ছাড়া উত্তরের আকাশ কি সুন্দর হয়? (নিজের গলা থেকে হার খুলে নায়িকার গলায় পরিয়ে দিলেন)

বিদূষক—যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলনে কে না খুশি হয়! এখন এই সুন্দরী রমণী নিটোল মুক্তার মালায় অলংকৃতা হলেন, যেন সুকবির বাণী বক্রোক্তি অলংকারে গাঁথা হল।

(নেপথ্যে)

লতাকুঞ্জ আর অন্যসব বিলাসবাসের স্থান থেকে সকলে সরে যাও। খিড়কির দরজাগুলি বন্ধ করে দাও; অর্গল লাগাও; দ্বারী ও অভ্যন্তরের প্রহরীরা আপন আপন কাজে নিযুক্ত হও। পুরবিলাসিনীদের হাতে স্থাপিত আলোক-মালার দীপ্তিতে রাত্রিও যেমন উজ্জ্বল দিনের মতো প্রতিভাত হয়, ঠিক তেমনি উজ্জ্বল সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে রাজরানী মাধবীমণ্ডপ দর্শনে যাত্রা করেছেন; ঐ মাধবীমণ্ডপ সিদ্ধ বিষবৈদ্যদের দেওয়া তৃণগুল্মের রঙীন সাজ পরেছে।

বিচক্ষণা—(সভয়ে) প্রিয়সখী, মহারাজকে ছেড়ে দাও।

রাজা—যদি আমার প্রার্থনা পূরণ করো, তবে তোমার দয়া চাইছি।

বিদূষক—বয়স্য, তাড়াতাড়ি ওঁকে ছেড়ে দাও, নইলে পায়রার মতো এই মাধবীকুঞ্জের খাঁচায় আটক হয়ে পড়ব।

(কথামতো এগোতে এগোতে সকলের প্রস্থান)

॥ কবিরাজ রাজশেখররচিত বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকার তৃতীয় অংক শেষ ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থ অঙ্ক × × × × × × × × × × × ×

(নেপথ্যে)

মহারাজ কর্পূরবর্ষের সুপ্রভাত। সম্প্রতি রজতপিণ্ডের মতো শ্বেতবর্ণ চাঁদ পশ্চিমসাগরে অস্ত যাচ্ছে; জলের বুদ্বুদের মতো তারাগুলি একে আকাশ থেকে খসে পড়ছে; প্রদীপশিখাগুলি কুঁচি ফুলের মতো বিবর্ণ হয়ে আসছে আর পূর্বাশা ধীরে ধীরে চকোরের চোখের মতো আরক্ত হয়ে উঠছে ॥ ১ ॥

(প্রবুদ্ধ বিদূষক ও তাঁর ভার্যার প্রবেশ)

বিদূষক—ওগো ছেলের মা, ওঠো, ওঠো সন্ধ্যাবেলার পূজোর্চনা করো। রাত তো শেষ হল; কর্পূরখণ্ড রাজ্যের রাজার চারণদের মুখে প্রভাতবন্দনার গান শোনো। রাজরানীর দরবারে সারা রাত্রি জেগে ব্রাহ্মণী এখনো ঘুমোচ্ছে, ঘুম ভাঙছে না। আমি বরং

অপেক্ষা করি, কারণ ব্রাহ্মণেরা বলেন যে ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে নেই।

ব্রাহ্মণী—(স্বপ্নে বলছেন) রাজরানী বিচক্ষণার মারফৎ রাজাকে জানালেন—'ওল্লাদেশ থেকে আগত মৃগাঙ্কবর্মার প্রিয় ভগিনী মৃগাঙ্কাবলী স্নেহবশে ভাইকে দেখতে এসেছেন। মাতুল চন্দ্রবর্মার লক্ষ্মীতুল্যা স্ত্রী অর্থাৎ আমার মাতুলানী হারলতা আমাকে বলে পাঠিয়েছেন—তোমার ভগিনী এই মৃগাঙ্কাবলী দৈবজ্ঞদের গণনামতো রাজচক্রবর্তী রাজার মহিষী হবে ; তাই তুমি এর উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করো।' তারপর মহারানী মহারাজকে জানিয়েছেন—'তুমি ছাড়া এর যোগ্য বর আর কে হবে ? পদ্মরাগমণি পূর্ণিমাচাঁদের অলংকার হওয়ারই যোগ্য। তাই আর্যপুত্র, তুমি ওকে গ্রহণ করো। নিজের লক্ষ্মী পরের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়।' এসব কথায় আশঙ্কা করার মতো কিছু নেই, কারণ মহারানী স্বয়ং ওদের বিবাহ ঘটাচ্ছেন। তিনি বলেছেন—উচ্চ বংশের নারীরা স্বামীর মঙ্গলকেই মঙ্গল বলে মনে করেন, এবং নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে গ্রাহ্য করেন না। অধিকন্তু আমি নিজে স্বামীর পুনর্বিবাহ দিচ্ছি। যেমন মগধরাজের কন্যা অনঙ্গলেখা, মালরাজের কন্যা রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শনা, পাঞ্চালরাজের কন্যা বিলাসবতী, অবন্তীরাজের কন্যা কেলিমতী, জালন্ধররাজের কন্যা লীলাবতী, কেরলের রাজকন্যা পত্রলেখা—এদের সবার বিবাহ হয়েছিল এইভাবেই। তাই আজ রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছে এবং মহারাজকে বারবার অনুরোধ করায় তিনি বিবাহ করবেন বলে শপথ করেছেন। মেখলা-ব্যাপারের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যে এই মিথ্যা বিবাহের ছলে মহারাজ প্রতারিত হবেন, আর আমার কুপিত ভাইয়ের সঙ্গে তার আসল বিবাহ পরে ঘটবে।

বিদূষক—(সহাস্যে) মহারাজ আর ধর্ম স্বয়ং জানেন কে প্রতারিত হচ্ছে। (চিন্তা করে) বুড়ো বেড়ালীকে দুধ বলে আমানী খাইয়ে ভোলাতে হবে ; কুবলয়মালাকে বিড়ম্বনা করতে আমার সঙ্গে মিথ্যা বিবাহের অভিনয় হয়েছিল। (আকাশের দিকে লক্ষ্য করে) অনেক বেলা হল, এবার ব্রাহ্মণীর ঘুম ভাঙিয়ে দিই। ব্রাহ্মণী, ওঠো, ওঠো, দেবী তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

ব্রাহ্মণী—(জেগে উঠে) এ কী ! ভোর হয়ে গেছে ! ওগো মৃগতৃষ্ণিকার বর, তুমি মহারাজের কাছে যাও, আমাকে রাজরানীর কাছে যেতে হবে।

(প্রস্থান)

[প্রবেশক সমাপ্ত]

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা—(প্রণয়সন্তাপ অনুভব করে) সখা, গ্রীষ্মের প্রথম পর্বটা শেষ হয়েছে। এখন নিদাঘশ্রী পূর্ণরূপে বিরাজ করছে। নারিকেলের জল কঠিন হয়ে শাঁসে পরিণত হচ্ছে, রাজরম্ভা পরিপক্ক হচ্ছে, এবং সন্ধ্যাবেলাটা আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে। এই গ্রীষ্মেই মৃগাক্ষী সুন্দরীরা জলার্দ্র পদ্মনালের বালা পরেছে, আর পরেছে শিরীষফুলের তৈরি কানের দুল, বিচকিল-ফুলের হার ; তাদের সর্বাঙ্গে মলয়চন্দনের প্রসাধন। এমনিকরেই তারা তন্ত্রমন্ত্র ছাড়া কামের মৃত্যুঞ্জয়ী পথ প্রশস্ত করেছে ॥ ২-৩ ॥

বিদূষক—তা বটে ! কিন্তু আমাদের মতো টেঁকো লোকের মাথায় গ্রীষ্মের রোদ যেন

আগুনের হলকা, ছোটাচ্ছে, আর গলদঘর্ম হয়ে উঠছি।

রাজা—(সজোরে হাসতে হাসতে) সূর্যের তেজে মাথা পুড়ে যাচ্ছে, নখ জ্বলে যাচ্ছে। তাইতো রাজবাড়ির রমণীরা অসূর্যম্পশ্যা থাকেন।

আরও কি—এমন গ্রীষ্মে বাঁশির কানজুড়ানো ধ্বনি মন মাতিয়ে তোলে ; ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়ায় শীতল মদ্য-পানীয় মুখরোচক হয় ; হরিণাক্ষী ললনাদের স্তনদেশ হিমশীতল হয়। সব মিলিয়ে প্রণয়াবেগ বিশেষ গুরুভার হয়ে ওঠে ॥ ৪ ॥

বয়স্য, আমরা শুনেছি যে প্রাচীন কালে বেনার সুগন্ধি মূল, জাতিগাছের বাকল, সার, অশোকের কচি পাতা, ফুটন্ত শিরীষ ফুল এবং কলার মোচা —এই বস্তুগুলি গ্রীষ্মের তাপনাশক ছিল। কামসুখ উপভোগের জন্যেও এগুলির ব্যবস্থা ছিল ॥ ৫ ॥

(অসহনশীলতার ভাব দেখিয়ে) নিদাঘে সূর্যকিরণের প্রচণ্ড উত্তাপ ; তাই এ-সময়ে শীতল উপচারে ভোগ্য সুখ এবং প্রিয়জনের সঙ্গে বিরহ—এই দুটি যুগপৎ অসহনীয় হয় ॥ ৬ ॥

(নেপথ্যে)

সখীরা দোলায় দুলতে দুলতে তাদের দীর্ঘ সরল চরণ ঈষৎ কুঞ্চিত করে বলয়-ভূষিত করে ওঁর নূপুরগুলি আকর্ষণ করছে ; কখনো দুই হাতে বেণী এলো-মেলো করে দিচ্ছে, ফলে চুল আলুলায়িত হয়ে উঠছে ; উদর কুঞ্চিত হওয়াতে স্তনের কঞ্চুক শিথিল হলে স্তনভার উন্মুক্ত হচ্ছে, অমনি হাতের অগ্রভাগ দিয়ে চঞ্চল বসন টেনে নিচ্ছেন।

রাজা—(দোলনায় দোলখাওয়ার ব্যাপার চিন্তা করে বিদূষককে) সখা, সেই কিন্নরকণ্ঠী প্রেমার্তা প্রেয়সী যদি হৃদয়ে আমাকে বরণ করে দোলায় দোলে, তাহলে এই সুযোগে অনঙ্গ তাঁর বিশ্বজয়ী ফুল ধনু সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হোন ॥ ৭ ॥

বিদূষক—বিচক্ষণার কথায় জানা গেছে দেবী ওঁর সঙ্গে আপনার বিবাহ স্থির করেছেন।

রাজা—সেই চতুষ্পদী কবিতাটি সমাপ্ত করে প্রেয়সী আমাকে উপহার দিয়েছেন।

বিদূষক—তাহলে অনুগ্রহপূর্বক প্রিয়বয়স্য তা একবার পাঠ করুন।

রাজা—(পূর্বের কবিতা পুনরাবৃত্তি) যৌবনের তরুণিমা কোন্ অঙ্গে জাগায় না লাবণ্য ? তার দুচোখে তবু দেখি কী অপূর্ব প্রগল্ভতা ! রমণীর সবকিছু থেকে সে শিখেছে তার লীলা। তাই হৃদয় মুখর হয় যৌবনের সর্ব বৈভব একত্র দেখতে ॥ ৮ ॥

আর দেখো, সুনয়না প্রেয়সী স্বপ্নে নিজের কণ্ঠ থেকে খুলে নিয়ে যে হারখানি আমার কণ্ঠে পরিয়েছিল, সেই হারখানিই আমি আবার তার বক্ষোদেশে উপহার করে দুলিয়ে দিলাম ॥ ৯ ॥

বিদূষক—(পূর্ব ঘটনা স্মরণ করে) বয়স্য, একটা গোপন কথা জিজ্ঞাসা করব ?

রাজা—বলো।

বিদূষক—মৃগাঙ্কাবলী ও কুবলয়মালার মধ্যে পার্থক্যটা কী ?

রাজা—সেকথা থাক। উনি যে পরস্ত্রী হতে চান।

বিদূষক—রাজকীয় ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই ; তবে গ্রামের লোকেরা শ্যালকের স্ত্রীকে নিজের অর্ধভার্যা বলে পরিচয় দেয়। তাহলে মৃগাঙ্কাবলী আর

কুবলয়মালার মধ্যে তফাৎটা রইল কোথায় ?

রাজা—মৃগাঙ্কাবলী ও কুবলয়মালার মধ্যে যে তফাৎ, তাই রইল।

বিদূষক—একই কথা বারবার বললে নতুন কী বললেন ?

রাজা—তাহলে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছি—চন্দন আর অগুরুর মধ্যে যে পার্থক্য।

বিদূষক—ঠিক বোঝা গেল না।

রাজা—বুঝিয়ে দিচ্ছি—মৃগাঙ্কাবলী লাটদেশের সুন্দরী, চাঁপার কুঁড়ির মতো অঙ্গের বাহার, দূর্বাদলের মতো কেশ, সোনার-বরণ রূপ। আর কুবলয়মালা যেন মুক্তা দিয়ে গড়া। দুজনেই যেন মদনের লীলা-নিকেতন। কিন্তু প্রথমার সৌন্দর্য জগতের সমস্ত লাবণ্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিঃশেষে জয়ী হবে ॥ ১০ ॥

আচ্ছা সখা, দেবী এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে চান, সেটা কি খুব অযৌক্তিক ?

বিদূষক—অযৌক্তিক হবে কেন ? ওই তো শ্যালিকার চেড়ীরা আসছে দেখছি।

রাজা—তোমার আবার শ্যালিকা কে ?

বিদূষক—মহারানী।

রাজা—(সহাস্যে) তাহলে চলো, চিত্রশালায় গিয়ে বসি।

(পেটিকাহাতে পরিচারিকাদের প্রবেশ। সকলে এগোতে এগোতে)

প্রথমা—ওলো তরঙ্গিকা, মহারাজের দেখা পাওয়া যাবে কোথায় ?

দ্বিতীয়া—সই কুরঙ্গিকা, দেখতে পাবি যে আসন্ন বিবাহের কৌতূহলে মহারাজের মনটি এখন খুশিতে ডগমগ।

তৃতীয়া—ওলো বিচক্ষণা, তরঙ্গিকা বলে কী! যাঁর হাজারখানেক রানী, তাঁর আবার নতুন-বিয়ের কৌতূহল কী লা ?

চতুর্থী—প্রিয় সখী বিচক্ষণা, তুই কিছু জানিস না। প্রেমিক পুরুষরা নিত্য নতুনের সন্ধানী; প্রেমের ধারাই এমনি।

দ্বিতীয়া—(সম্মুখে দেখে) ওই তো আমাদের মহারাজ, মুখখানি ফ্যাকাশে, শরীর শুকিয়ে গেছে। ওই তো দেখতে পাচ্ছি, উনি চিত্রশালার দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওঁর সঙ্গে আছেন সকালের পূর্ণিমাচাঁদের মতো সাক্ষাৎ শনিগ্রহ চারায়ণঠাকুর।

সকলে—(সম্মুখে গিয়ে) জয় হোক, মহারাজের জয় হোক। রানীমা জানালেন বিয়ের লগ্ন উপস্থিত, আপনি এখন বিয়ের সাজ পরে পীঁড়িতে বসুন।

রাজা—দেবীর যা আদেশ।

বিদূষক—(নিজেকে দেখিয়ে) ওগো, তোমাদের এই ভগিনীপতির খাওয়া-থাকার কী ব্যবস্থা হল ?

সকলে—তাঁকে আমরা দেব—

বিদূষক—কী দেবে ?

সকলে—অশোকতরুতে ফুল ফোটানোর জন্যে যা দেওয়া হয়, এবং মহাদেব মাথায় যা ধরেন—তাঁকে আমরা তাই দেব।

বিদূষক—(লাঠি বাগিয়ে) ওরে রে চেড়ীর দল। আমি হলেন মহারাজের প্রিয় বয়স্য, পিঙ্গলিকা ব্রাহ্মণীর বল্লভ, নিজের লেখা কবিতার অর্ধেক পর্যন্ত শুনিয়ে দিয়েছি। তোরা কিনা আমার মতো মহাব্রাহ্মণকে অপমান করছিস! তোদের মতো দাসীর মন যেমন কুটিল, ঠিক তেমনি কুটিল আমার এই লাঠি। বিট-পামরেরা

পর্যন্ত তোদের মুখ দেখে ঘেন্না করে। অমন মুখ এই বাঁকা লাঠি দিয়ে একেবারে থেঁৎলে দেব।

দ্বিতীয়া—মাফ করুন ঠাকুর, মাফ করুন। এরা সব আপনার শ্যালিকা, তাই মস্করা করছে।

তৃতীয়া—দুর্বাসা-সমান চারায়ণ ঠাকুরের সঙ্গে মস্করা!

তরঙ্গিকা—দুর্বাসা এক্ষুনি সুবাস হবেন। আমরা তাহলে বিয়ের অনুষ্ঠানের যোগাড় করি গে। ওলো সুলক্ষণা, হারযষ্টি, কলকণ্ঠি, বসন্তলতা, মাঙ্গলিকা, কামকেলি, মৃগাঙ্কলেখা, বকুলাবলী, পরভৃতিকা, বিচক্ষণা, কল্পলতা, রসিকরাজ মহারাজের হাতে কাঁকন বেঁধে দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু কর।

(সকলে এগিয়ে গিয়ে লাল চেলী, কুঙ্কুম, চন্দন, কঙ্কণ, ফুল ইত্যাদি আনতে লাগল। রাজা বিবাহসাজে সাজলেন। তিনি অধিবাসদ্রব্য গ্রহণের পর যেগুলি অবশিষ্ট থাকল বিদূষক তাই দিয়ে নিজে সাজলেন)

বিচক্ষণা—তোমরা দেরি করছ কেন? অনুষ্ঠানের জিনিসপত্তর সাজানোগোছানো হচ্ছে, ততক্ষণে তৈরি হও, নাচ-গান করো।

বিদূষক—মহারাজ, এদের সঙ্গে আমিও নাচ-গান করব কিন্তু।

রাজা–তোমার যা পছন্দ হয় করো।

(বিদূষকের সঙ্গে সকলে নাচ-গান আরম্ভ করলেন)

(নেপথ্যে)

ওলো বিচক্ষণা, আর-সব সখীরা, তোমরা দেরি করছ কেন? মহারাজকে নিয়ে এসো। দেবী সপরিবারে ছাঁদনাতলায় হাজির।

তরঙ্গিকা—মহারাজ, এদিকে আসুন, এদিকে আসুন।

(সকলে এগিয়ে আসছেন। তারপর মহারানী ও তাঁর সঙ্গে বধূবেশে মৃগাঙ্কাবলী ও কুবলয়মালার প্রবেশ)

রানী—(একান্তে) বাছা কুবলয়মালা, দেখো তোমার বর কেমন মেয়েদের মতো ঘটা করে সেজেছেন।

(কুবলয়মালা অবনতমুখে হাসতে লাগলেন)

রাজা—(স্বগত) এখন আমি যেন সন্তপ্ত দিন, আর আমার প্রিয়তমা চন্দ্রাননা মৃগাঙ্কাবলী যেন রাত্রি; আমাদের রক্তিম পট্টবাস যেন দিনরাত্রির মাঝে রাগরক্ত সন্ধ্যা ॥ ১১ ॥

রানী—ওগো, তুমি ওর মুখখানি তুলে ধরো, প্রাসাদের ভিতর চাঁদের উদয় হোক।

রাজা—(বসে তাই করলেন) (স্বগত) নক্ষত্রকুলের অধিপতি চাঁদ এই সুন্দরীর মুখের কাছে পরাজয় স্বীকার করতেই ওর পদ্মনালের মতো নাসিকার দুই দিকে পদ্মের মতো সুন্দর দুটি চোখ যেন ফুলের মতো ফুটে উঠল ॥ ১২ ॥

রানী—বাছা মৃগাঙ্কাবলী এবার তারা দর্শন করো।

(মৃগাঙ্কাবলী লজ্জাবশে ইতস্ততঃ তাকাতে তাকাতে উপরের দিকে অনেকক্ষণ দেখতে লাগলেন)

রাজা—(স্বগত) সুভ্রূ সুন্দরী বারে বারে চোখ মেলে যেমনি তাকাচ্ছে, অমনি যেন মাটিতে তারার হার ছড়িয়ে পড়ছে, যেন দিকে দিকে কেতকীকুসুম ফুটে উঠছে, আকাশে দুগ্ধধবল চাঁদের উদয় হচ্ছে ॥ ১৩ ॥

বিদূষক—(জনান্তিকে) কুবলয়মালা আড়চোখের কটাক্ষে যেন আপনাকে পান করছে।

রাজা—তাই বটে। সখা, কমলাননা এই কুবলয়মালা এক দৃষ্টিতে যেন নতুন করে বারবার দেখছে। পয়ঃপ্রণালীর মতো তার আয়ত চোখের অপাঙ্গ দৃষ্টি যেন চঞ্চল শফরীর উল্লম্ফন; তার কটাক্ষে যেন কামের শ্রেষ্ঠ ধন ফুলধনুর সৃষ্টি হচ্ছে ॥ ১৪ ॥
ইনি কি তবে পরস্ত্রী ?

বিদূষক—প্রেমের খাতিরে ইনি আপনারই।

রানী—(একান্তে কুবলয়মালাকে) দেখো, নিজের স্বামীকে বরবেশে কেমন দেখাচ্ছে। (প্রকাশ্যে) ওগো, এখন সাতপাকে ঘোরাও[৩], আগুনে লাজাহুতি[৪] দাও।

(রাজা বিবাহ সমাধা করে বসলেন)

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—মহারাজ, দেবীর মাতুল চন্দ্রবর্মার প্রধান দূতের সঙ্গে আর্য ভাগুরায়ণ আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে দ্বারে উপস্থিত।

(রাজা রানীর মুখের দিকে তাকালেন)

রানী—অবিলম্বে তাঁকে নিয়ে এসো।

প্রতিহারী—আচ্ছা। (প্রস্থান)

(দূতের সঙ্গে ভাগুরায়ণের প্রবেশ)

উভয়ে—জয়, ত্রিলিঙ্গাধিপতির জয়।

ভাগুরায়ণ—লাটরাজের দূত, এদিকে আসুন।

রাজা—(আসন গ্রহণ করে) বলুন, চন্দ্রবর্মার কুশল তো ?

দূত—দেবতাদের অনুগ্রহে কুশল।

রাজা—আমার মাতুলানী হারলতা কুশলে আছেন তো ?

দূত—হাঁ।

রানী—গুরুজনেরা আমাকে ভুলে যান নি তো ?

দূত—আপনাকে ভুললে অন্তরাত্মাকেও ভুলে যাবেন। (রানীকে) সৌভাগ্যক্রমে আপনার মাতুল পুত্রসন্তান লাভ করে ধন্য হয়েছেন। (সকলের হাস্য)। আমাদের মহারাজ আপনার উদ্দেশ্যে বলেছেন—পূর্বে যখন অপুত্রক ছিলাম, তখন কন্যা মৃগাঙ্কাবলীকে পুত্রের মতো স্নেহ করতাম। তারপর আমার প্রধান সচিব তাকে পুত্ররূপে সাজিয়ে তোমাদের এখানে নিয়ে আসেন। বর্তমানে আমার একমাত্র বংশতিলক পুত্র জন্মেছে; আমার কন্যা মৃগাঙ্কাবলী সুন্দরী, নানান বিদ্যায় পারদর্শিনী, খেলাধুলায় পটু, সুনীতিপরায়ণা; দৈবজ্ঞেরা বলেছেন ওই কন্যা রাজচক্রবর্তী রাজার গৃহিণী হবে। চাঁদের মতো নির্মল কীর্তিমান এই রাজা; মৃগাঙ্কাবলীকে ওঁর হাতে সমর্পণ না করে পারি ? ॥ ১৫-১৬ ॥

ভাগুরায়ণ—(স্বগত) মহান বৃক্ষে আশ্রিত লতার মতো আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ বুদ্ধির জয় হল।

বিদূষক—(হাত তুলে) মশায়, ওঁর সম্প্রদান হয়ে গেছে, বিবাহ সমাধা হয়েছে; দেখছেন না আমার প্রিয়বয়স্যের হাতে রক্তসূত্র আর কঙ্কণ, মৃগাঙ্কাবলীর বধূবেশ।

রানী—(জনান্তিকে) ভাগ্যের কেমন বিচিত্র লীলা দেখো। আমি খেলাচ্ছলে যে মিথ্যা বিবাহের অনুষ্ঠান করলাম, তাই সত্যি হয়ে গেল। (চিন্তাপূর্বক) তাই হোক।

(প্রকাশ্যে) আমি মাতুলের আদেশ না পেয়েও আন্তরিকতার সঙ্গেই মৃগাঙ্কাবলীকে সমর্পণ করেছিলাম।

দূত—দেবী, আপনার তুল্য মানুষের বুদ্ধি কর্তব্যের অনুরোধে ইচ্ছামতো যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিল, বাস্তবে তাই সফল হয়ে উঠল।

বিদূষক—(জনান্তিকে) দেবী এমন কাজ করে পরে দুঃখে পড়েছেন।

রাজা—ঠিক তাই। দৈব অনুকূল থাকলে সকলের মঙ্গল হয়।

রানী—(জনান্তিকে) ওলো, কার্যগতিকে আমরা ভুল করেছিলাম। কিন্তু এঁদের দুজনার মিলন আসলে প্রজাপতির নির্বন্ধ।

মেখলা—মহারানী প্রথমে যেমন মহানুভবতা দেখিয়েছিলেন, এখনও ঠিক তেমনিভাবেই কাজ সমাধা হোক। জল চলে গেলে সেতুবন্ধনে কী হবে? বিবাহ সমাধা হয়ে গেলে নক্ষত্র গণনা করে কী ফল?

বিদূষক—ওহে অমাত্যচূড়ামণি, আপনি নতুন চাণক্য। ভাগুরায়ণ, এই কুবলয়মালাও আমার প্রিয়বয়স্যের সম্পত্তি। মহামুনিরা তাই বলেছেন—ভার্যা, দাস, পুত্র এবং ধনহীন সকলে যাকে আশ্রয় করে, তারই অধীন হয়॥ ১৭॥

দূত—অপূর্ব! মহারাজের নর্মসচিব চারায়ণের কী গভীর স্মৃতিশক্তি!

ভাগুরায়ণ—চারায়ণ যথার্থ বলেছেন। দেবী, এই কঙ্কণের আর কী প্রয়োজন? এই কুবলয়মালারও বিবাহ দিন।

রানী—মহামাত্য যা সমর্থন করেন, তাই হোক।

বিদূষক—(কুবলয়মালা ও রাজার হাত এক করে) ওহে, গ্রাম্যজনে বলে শ্যালক-ভার্যা স্ত্রী, কিন্তু উনি এখন মহারাজের পূর্ণভার্যাই হলেন।

(সকলের হাসি। মহারানী পূর্বের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে লাগলেন)

বিদূষক—(চেটীকে) তোমরা এবার নাচো, গাও; আমিও নাচব, গাইব, কারণ বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপ্ত। (নাচগান শুরু করলেন)

মৃগাঙ্কাবলী—(সহর্ষে কুবলয়মালাকে একান্তে) কুবলয়মালা এসো, আমাকে আলিঙ্গন করো। আমার সপত্নী হয়ে আত্মীয়া হলে।

ভাগুরায়ণ—(ডান চোখ নেচে উঠল। জনান্তিকে) জানি না আরও কী আনন্দকারণ আছে।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—মহারাজ, সেনাপতি শ্রীবৎস ফিরে এসেছেন। কুরঙ্গক চিঠিহাতে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভাগুরায়ণ—তাকে নিয়ে এস।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

(কুরঙ্গকের প্রবেশ)

কুরঙ্গক—(প্রণাম করে) জয় হোক, মহারাজের জয় হোক (ভাগুরায়ণকে পত্র দান)

ভাগুরায়ণ—(পত্র নিয়ে পাঠ) স্বস্তি। হে শ্রীমান, তরঙ্গমুখরিত নর্মদার তীরে অবস্থিত নূপুররাজ্যের রাজা কর্পূরবর্ষকে অভিবাদন করে আপনার অনুরক্ত প্রধান সেনাপতি শ্রীবৎস মুরলজনবধূদের পূজ্য আপনার শ্রীচরণকমলযুগলে মস্তক অবনত করে ভক্তিসহকারে বদ্ধাঞ্জলি হচ্ছি॥ ১৮॥

তারপর অন্য শুভ কার্যের বিষয় লিখিত হচ্ছে—করচুলরাজ আপনার প্রতাপে,

মহামন্ত্রী ভাগুরায়ণের বিশেষ বুদ্ধিতে এবং মাদৃশ ক্ষুদ্র পদাতিকের দ্বারা রাজাদেশ নির্বাহের ফলে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তম প্রান্তের উচ্ছৃঙ্খল সব রাজা আপনার অধীন হয়েছেন, দেখা যাচ্ছে কেবল দক্ষিণের নৃপতিরা এখনও বশ্যতা স্বীকার করেন নি। তথাপি নিবেদন করি—আপনার স্ববংশীয় রাজ্যাপহারী কুন্তলাধিপতি বীরপাল মহারাজের শরণ নিয়েছেন এবং আপনার আদেশ অনুযায়ী তাকে সম্মুখে রেখে আমরা পয়োষ্ণী নদীর তীরে অবস্থান করছিলাম।

তখন রণনিপুণ কর্ণাটরাজ, সিংহলবৃত্তি সিংহলরাজ, তীক্ষ্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কর্মদক্ষ তেজীয়ান অশ্বে আরূঢ় পাণ্ড্য নরপতি, নিখুঁত পরাক্রমশালী অন্ধ্ররাজ রণক্ষেত্রে দেবতুল্য বীর কুন্তলদেশের রাজা কুন্তল এবং কোঙ্কণ প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যের রাজারা আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁদের সঙ্গে আমাদের সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধও ঘটে গেছে ॥ ১৯ ॥

রাজা—কর্ণাটের সৈন্যরা যুদ্ধে স্বভাবতই খুব দক্ষ।

ভাগুরায়ণ—(পুনরায় পত্রপাঠ) 'হাতির দন্তঘাতে যে বীর প্রাণত্যাগ করছেন, তিনি আমার প্রিয়তম', 'বিপক্ষের বল্লমে বিদ্ধ হয়েও যিনি সম্মুখে এগিয়ে চলেছেন, তিনি আমার স্বামী', 'মস্তকহীন কবন্ধ হয়েও যিনি রণভূমিতে তাণ্ডব করছেন, তিনিই আমার প্রিয়জন', 'শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ছিন্নকণ্ঠ হলেও তাঁর মুখে এখনও অনুরাগের ভ্রূভঙ্গি ফুটে আছে,'—স্বর্গনারীদের মুখেও স্বামীর গুণগান প্রসঙ্গে এমন কথা কে না শুনেছে? ॥ ২০ ॥

একাধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন; এঁদের সকলকে পরাজিত করে বীরপালকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট সংবাদ কুরঙ্গকের মুখ থেকেই জানবেন।

কুরঙ্গক—মহারাজের জয়ঢাকের বাদ্যেই আমার মুখের কথা প্রকাশ পাচ্ছে, আমি আর কী বলব।

রাজা—পত্রবাহক দূতদের মুখেও সব সংবাদ জানা যায়।

ভাগুরায়ণ—তাই সম্প্রতি পূর্বদিকে গঙ্গার জলধারায় পবিত্র তটভূমি-সংলগ্ন স্থান থেকে আরম্ভ করে তাম্রপর্ণী নদীর দ্বারা পূত দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত, নর্মদা থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এবং উত্তরে নৃত্যরত মহাদেবের জটা থেকে প্রবাহিত গঙ্গার দ্বারা আমোদিত ক্ষীরসমুদ্র পর্যন্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন রাজচক্রবর্তী কর্পূরতিলক ॥ ২১ ॥

(বদ্ধাঞ্জলি হয়ে) প্রভুর আর কী উপকার সাধন করতে পারি?

রাজা—অতঃপর আর কোন্ প্রিয় কাজ অবশিষ্ট রইল? কুপিতা রানী অনুকূল হলেন, মৃগাঙ্কাবলীকে লাভ করলাম, প্রথমে গোপনে পরিণীতা হলেও কুন্তলাধিপতির কন্যা যথাবিধি স্ত্রীর মর্যাদা পেলেন, আপনার রাজনীতি এবং সেনাপতির বিক্রমে আমি রাজচক্রবর্তীর পদবী লাভ করলাম। আর কী প্রার্থনা থাকতে পারে? ॥ ২২ ॥

তথাপি প্রার্থনা করি—যতদিন ভবানীপতির বামাঙ্গ ভবানীর পৃথুল স্তনে অলংকৃত হবে, লক্ষ্মীর কণ্ঠালিঙ্গনে নারায়ণের অনুরাগ থাকবে এবং ব্রহ্মার দুই হাত বিশ্বসৃষ্টির বিস্তারকর্মে নিয়োজিত থাকবে, ততদিন বেদবাণীর তুল্য রমণীয় সুকবির সুভাষিত বাণী ধন্য হোক ॥ ২৩ ॥

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীমান বালকবি কবিরাজ রাজশেখর রচিত বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকার চতুর্থ অঙ্ক শেষ।

॥ নাটিকা সমাপ্ত ॥

প্রথম অংক

১. কামদেবের ফুলশরে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের চিত্তচাঞ্চল্যের কাহিনীকে কেন্দ্র করে এই উক্তি করা হয়েছে। কালিদাসের কুমারসম্ভবে (তৃতীয় সর্গ) এবং শিবপুরাণে মহাদেব কর্তৃক কামদহনের উপাখ্যান বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতারা প্রজাপতির কাছে শুনলেন যে ঐ অসুরের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে মহাদেবের পুত্রকে সেনাপতি করে যুদ্ধে পাঠাতে হবে, তবেই তারক পরাজিত হবেন। প্রজাপতি আরও বললেন যে হিমালয়কন্যা পার্বতীই শিবের যোগ্য বধূ। সুতরাং তারপর দেবতাদের লক্ষ্য হল মহাদেব ও পার্বতীর মিলন ঘটানো। দেবতারা শুনলেন যে পর্বতরাজকন্যা তখন স্বামীরূপে লাভ করার বাসনায় প্রতিদিন তাঁর কাছে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। দেবগণ বুঝলেন এই উপযুক্ত সুযোগ। দেবরাজ ইন্দ্র কামদেবকে আদেশ করলেন যে তপস্যারত মহেশকে পূজারিণী পার্বতীর প্রতি অনুরক্ত করতে হবে। এবং এই কাজ একমাত্র মদনের পক্ষেই সম্ভব, কারণ মহাদেবও কামের বাণে বশীভূত হতে পারেন। কামদেব ইন্দ্রের আদেশ পালনে সম্মত হলেন; তাঁর সঙ্গে রইলেন ঋতুরাজ বসন্ত ও পত্নী রতি। অকস্মাৎ হিমালয়ের সর্বত্র অকাল বসন্তের আবির্ভাব ঘটল, জীবজগতে পুরুষ-প্রকৃতি রতিরাগে উদ্দীপিত হয়ে উঠল। এই সময় ঐ পর্বতের এক আশ্রমে মহাদেব তপস্যামগ্ন; তাঁর দেহাভ্যন্তরস্থিত বায়ু নিরুদ্ধ, চোখের তারা ঈষৎ বিকশিত, নিস্পন্দ। যোগমগ্ন মহেশ্বর নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো প্রশান্ত, নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো অচঞ্চল। তারপর বাসন্তিক কুসুমে অলংকৃতা পার্বতী সখীদের সঙ্গে অর্ঘ্যহাতে এগিয়ে এলেন–স্তনভারে ঈষৎ আনতা, অরুণবর্ণ বস্ত্রে সজ্জিতা, যেন পুষ্পভারে আনতা একটি লতিকা। গিরিরাজতনয়া যেই মহাদেবকে প্রণাম করলেন, অমনি কামদেব তাঁর ধনুতে পুষ্পবাণ যোজনা করলেন। তারপর মহাদেব যখন পার্বতীর হাত থেকে পদ্মবীজের মালা গ্রহণ করলেন, তখন মদন সম্মোহনবাণ নিক্ষেপ করলেন। তার ফলে চাঁদের আলোয় যেমন সমুদ্রে জোয়ার ওঠে, তেমনি যৌবনরাগে মহেশের তনুমন আকুল হয়ে উঠল; তিনি চকিতে পার্বতীর বিম্বাধরে সরাগ দৃষ্টি হানলেন। পরমুহূর্তেই তিনি আপন চিত্তবিকৃতি দমন করে এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র ও অন্যত্র কামদেবের পাঁচ ফুলশর প্রসিদ্ধ–অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল।

> অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
> নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ ॥

আবার কামশাস্ত্রে কামের পাঁচটি বাণ হল–সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন।

> সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
> স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চ বাণাঃ প্রকীর্তিতা ॥–অমরকোষ টীকা

২. কবিকল্পনায় মহাদেবের ক্রোধাগ্নিতে কাম ভস্মীভূত হলেও জগতে তাঁর প্রভাব কমল না, কারণ নারীর দৃষ্টিবিলাসে 'দৃষ্টিদগ্ধ অনঙ্গ' মদন পুনর্জীবিত হয়ে সমগ্র সৃষ্টিকে রতিলীলায় উদ্বুদ্ধ করেন।

মহাকাব্যে ও পুরাণে মহাদেবকর্তৃক কামদহনের উপাখ্যান অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং এই মিথের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও বিশেষ মূল্যবান। তরুণী পার্বতীর রতিসৌন্দর্যে মুগ্ধ মহেশ্বর তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ অনুসন্ধান করতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন অদূরে স্বয়ং রতিপতি মদন আপন ফুলধনুতে জ্যা নিবদ্ধ করে প্রস্তুত হয়ে আছেন। তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর ললাটস্থিত তৃতীয় নেত্র থেকে জাত অগ্নিতে কাম ভস্মীভূত হলেন। স্বামীর আকস্মিক অপমৃত্যুতে রতি বিলাপ করতে লাগলেন; তখন হঠাৎ এক দৈববাণী শোনা গেল—প্রজাপতি ব্রহ্মা একদা কামের প্রভাবে আপন দুহিতার প্রতি আসক্ত হন এবং তারপর কামবেগ রুদ্ধ করে কামকে অভিশাপ দিলেন যে তিনি সশরীরে দগ্ধ হবেন; কিন্তু যখন মহাদেব ও পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হবে তখন ধর্মনামক প্রজাপতির প্রার্থনায় ব্রহ্মা প্রীত হয়ে কামকে পুনর্জীবিত করবেন। আলোচ্য মিথের মধ্যে পুরুষ-প্রকৃতির রতিজ আকর্ষণ সম্পর্কে একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের 'মদনভস্মের পর' কবিতায় এই ভাবধারাই ফুটে উঠেছে—

> পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
> বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!

৩. নববধূ পার্বতীর দাম্পত্য প্রণয়ের লজ্জাভয়মিশ্রিত আচরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে অনেক কবিতায় তাঁর এই চিত্র ফুটে উঠেছে। মহাদেবের সর্বাঙ্গে সাপ, গায়ে ছাইভস্ম এবং চারপাশে ভূত-প্রেত প্রভৃতি অনুচর। তাই স্বামীর প্রতি অনুরাগ দেখানোর সময় পার্বতী সর্বদা বাধা পান। বঙ্গীয় কবিদের রচিত অনেক শ্লোকে শিব-পার্বতীর এই চিত্র পাওয়া যায়। এখানে গ্রাম্য বাংলার লোকজীবনের বিশেষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

৪. নাট্যকার রাজশেখর বিদ্ধশালভঞ্জিকা ও অন্যান্য নাটকে এরূপ সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন—তদামুষ্যায়ণস্য মহারাষ্ট্রচূড়ামণেঃ অকালজলদস্য চতুর্থো দৌর্দুকিঃ শীলবতীসূনুঃ উপাধ্যায়শ্রীরাজশেখরঃ।—বালরামায়ণ

৫. বিদ্ধশালভঞ্জিকা ও কর্পূরমঞ্জরী দুটিই নাটিকা। নাটিকার বৈশিষ্ট্য হল—মূল কাহিনী কবিকল্পিত, মোট চারটি অঙ্ক, নায়ক হবেন লোকপ্রসিদ্ধ রাজা, নায়িকা রাজকন্যা, নতুন প্রণয়ের ব্যাপারে নায়ক মহিষীকে অত্যন্ত ভয় পান; অন্তঃপুরকে কেন্দ্র করে মূল কাহিনী আবর্তিত এবং সেই প্রসঙ্গে নৃত্যগীতাদির আয়োজন থাকে।

৬ এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায় নাট্যকারের পৃষ্ঠপোষক রাজার আদেশে এই নাটিকা অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হত, তেমনি রাজপ্রাসাদে রাজকীয় উৎসব-অনুষ্ঠানেও মঞ্চে অভিনয়ের আয়োজন হত। আমাদের অনুমান রাজশেখর কলচুরিরাজ ময়ূরবর্ষের

সভাকবিরূপে কিছুদিন বাস করেছিলেন এবং ঐ সময়েই বিদ্ধশালভঞ্জিকার অভিনয় হয়।

৭. নাট্যকার বহ্লীকবাসীর পানের রসে রাঙানো দাঁতের সঙ্গে অশোকফুলের উপমা দিয়েছেন। আমাদের দেশে আহারান্তে তাম্বুল সেবনের প্রথা অতি প্রাচীন। বহ্লীকদেশের লোকেরা তাম্বুলবিলাসী ছিলেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

৮. সিন্দুবার হল নিসিন্দা গাছ। এর অন্য নাম নির্সিন্ধু ও নিগুণ্ডী। সিন্দু—বৃ+উন্, সিন্দুকে অর্থাৎ হাতির কামোন্মাদনাকে যে নিবৃত্ত করে।

৯. মদন হল ময়না গাছ ; এর অন্য নাম মরুবক।

১০. লবলী হল জোয়াড় গাছ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১. কলাগাছ দিয়ে ঘেরা বিশ্রামাগারের নাম রাখা হয়েছে 'তুষারপুঞ্জ'। অনেক সংস্কৃত নাটকে রাজাদের প্রমোদ-উদ্যানে বা অন্যত্র এমন বিশ্রাম-গৃহের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাসের নাটকে 'সমুদ্র-গৃহ'-নামে ঘরের উল্লেখ আছে।

২. মূর্খ বিদূষকের সঙ্গে পরিহাসের জন্যে মিথ্যাবিবাহের আয়োজন করা হয়েছে। 'শশশৃঙ্গ', 'মৃগতৃষ্ণা' এবং 'অম্বরমালা' এই তিনটি নামের মধ্যেই মূল কৌতুকরস নিহিত। বলা বাহুল্য উক্ত তিনটি বস্তুই অলীক।

৩ অম্বরমালা অর্থাৎ আকাশকুসুমের তৈরি মালা। কিন্তু আকাশে কখনো ফুল ফোটে না। ভারতীয় দর্শনে মিথ্যাজ্ঞানের (অপ্রমা) আলোচনা প্রসঙ্গে 'শশশৃঙ্গ', 'আকাশকুসুম' প্রভৃতি কাল্পনিক শব্দজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনা পাওয়া যায়।

৪. তরুণী নারীর কন্দুকক্রীড়ার বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তৎকালে কিশোরী ও তরুণীদের মধ্যে কন্দুক (গেণ্ডুয়া) খেলা ক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম আমোদ-উপকরণ ছিল।

তৃতীয় অঙ্ক

১. এ বিষয়ে কবিপ্রসিদ্ধি হল—নারীর স্পর্শে প্রিয়ঙ্গুলতা, মধুগণ্ডূষে বকুল, পদাঘাতে অশোক, দৃষ্টিপাতে তিলক, আলিঙ্গনে কুরবক, নর্মবাক্যে মন্দার, হাসিতে চম্পক, নিশ্বাসবায়ুতে আম্র, গীতধ্বনিতে নমেরু এবং নৃত্যে কর্ণিকার বিকসিত হয়।

> স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুর্বিকসতি বকুলঃ সীধুগণ্ডূষসেকাৎ
> পাদাঘাতদশোকস্তিলককুরবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাম্।
> মন্দারো নর্মবাক্যাৎ পটুমধুহসনাচ্চম্পকো বক্ত্রবাতা-
> চ্চূতো গীতান্নমেরুর্বিকসতি চ পুরো নর্তনাৎ কর্ণিকারঃ ॥

২. উপমাগুলি লক্ষ্য করার মতো। কৌতুকরস সৃষ্টির জন্যে এমন চমকপ্রদ উপমা আহরণে রাজশেখর অতুলনীয়। মরুবক অর্থাৎ মদন বা ময়না গাছ।

৩. সপ্তর্ষিমণ্ডলে সাতজন ঋষির নামে পরিচিত সাতটি নক্ষত্রের অন্যতম, অঙ্গিরা (অঙ্গিরস)।

চতুর্থ অঙ্ক

১. কবিকল্পনা অনুসারে তরুণীর পদাঘাতে অশোকগাছে ফুল ফোটে (৩/১ টীকা দ্রষ্টব্য)। মহাদেব মাথায় ধরেন অর্ধচন্দ্র, লৌকিক অর্থে গলাধাক্কা।

২. তারা অর্থাৎ ধ্রুবতারা ও অরুন্ধতী। বিবাহের অনুষ্ঠানে পতি কর্তৃক পত্নীকে ধ্রুব ও অরুন্ধতী দেখানোর একটি প্রসঙ্গ আছে। ধ্রুব ও অরুন্ধতী নক্ষত্র যেমন স্থির, তেমনি পত্নীও যেন দাম্পত্যজীবনে একনিষ্ঠার আদর্শ পালন করেন এই বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভবত এমন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ঘটেছিল।

৩ সাতপাকে ঘোরানো—এটিও বিবাহ-অনুষ্ঠানের অন্যতম আচার। সম্ভবত সপ্তপদী গমনের অনুকরণে এমন আচার প্রচলিত হয়। সপ্তপদীতে পতির পশ্চাতে পত্নী সাত পা অনুসরণ করেন (সখী সপ্তপদী ভব/সখ্যং তে গমেয়ম্ ।. —ইত্যাদি এবং ইষ একপদী, উর্জে দ্বিপদী ।—ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র উক্ত অনুষ্ঠানে পাঠ করা হয়।

৪. যজ্ঞের আগুনে খই আহুতি দেওয়ার অনুষ্ঠান।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা

প্রথমোঽঙ্কঃ

কুলগুরুরবলানাং কেলিদীক্ষাপ্রদানে
পরমসুহৃদনঙ্গো রোহিণী-বল্লভস্য ।
অপি কুসুমপৃষৎকৈর্দেবদেবস্য জেতা
জয়তি সুরতলীলা-নাটিকা-সূত্রধারঃ ॥ ১ ॥

অপিচ ।

দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ ।
বিরূপাক্ষস্য জয়িনীস্তাঃ স্তুবে বামলোচনাঃ ॥ ২ ॥

(সমাধায়)

গোনাসায় নিয়োজিতাগদরজা সর্পায় বদ্ধৌষধিঃ
কণ্ঠস্থায় বিষায় বীর্যমহতঃ পাণৌ মণীন্ বিভ্রতী ।
ভর্তুর্ভূতগণায় গোত্রজরতী-নির্দিষ্টমন্ত্রাক্ষরা
রক্ষত্বদ্রিসুতা বিবাহসময়ে প্রীতা চ ভীতা চ বঃ ॥ ৩ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ -(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) ন জানে কা পুনরদ্য শ্রীযুবরাজ দেবস্য পরিষদাজ্ঞা ?

নেপথ্যে গীয়তে—

কুন্দলদাএ বিমুক্কমঅরন্দরসাএ বি চঞ্চরীঅও ।
পণঅপ্পরূঢ়পেম্মভরভঞ্জন-কাঅরভাবভীঅও ॥ ৪ ॥
(কুন্দলতায়া বিমুক্তমকরন্দরসায়া অপি চঞ্চরীকঃ ।
প্রণয়প্ররূঢ়প্রেমভরভঞ্জনকাতরভাবভীতঃ ॥ ৪ ॥)
তরুণীং তরট্টিঅং নিঅপিঅং বিঅ চারুপসুণদিট্টিঅং ।
রখ্খই ণঅই ধুণই পরিরম্ভই চুম্বই চুদযট্টিঅং ॥ ৫ ॥
(তরুণীং প্রগল্ভাং নিজপ্রিয়ামিব চারুপ্রসন্নদৃষ্টিম্ ।
রক্ষতি নয়তি পরিরম্ভতি চুম্বতি চূতযষ্টিম্ ॥ ৫ ॥)

সূত্রধার (আকর্ণ্য) অয়ে ! যাযাবরেণ দৌহিকিনা কবিরাজশেখরেণ বিরচিতায়া বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাম নাটিকায়া বস্তুপক্ষেপো গীয়তে (বিভাব্য) তন্মন্যে তদভিনয়ে শ্রীযুবরাজদেবস্য পরিষদাজ্ঞা। তদ্ অহমপি মন্ত্রিণো ভাগুরায়ণস্য প্রতীকবৃত্ত্যা শিষ্যৈর্বিহিতচারুনাম্নোঽন্তেবাসিনো হরদাসস্য ভূমিকাং সম্পাদয়ামি ।

আকাশে—সখে সোমদত্ত ! কিমাথ ? তদকালজলদস্য প্রণপ্তুস্তস্য গুণগণঃ কিমিতি ন বর্ণ্যতে ?

তত্রৈব, শৃণু—

কিমপরমপরৈঃ পরোপকারব্যসননিধের্গণিতৈর্গুণৈরমুষ্য ।
রঘুকুলতিলকো মহেন্দ্রপালঃ সকলকলানিলয়ঃ স যস্য শিষ্যঃ ॥ ৬ ॥

আকর্ণয় চ গোষ্ঠীগরিষ্ঠস্য কৃষ্ণশংকরশর্মণো বাচঃ ।

পাতুং শ্রোত্ররসায়নং রচয়িতুং বাচঃ সতাং সম্মতা
ব্যুৎপত্তিং পরমামবাপ্তুমবধিং লব্ধুং রসস্রোতসঃ।
ভোক্তুং স্বাদু ফলং চ জীবিততরোর্যদ্যস্তি তে কৌতুকং
তদ্‌ভ্রাতঃ! শৃণু—রাজশেখরকবেঃ সূক্তীঃ সুধাস্যন্দিনীঃ ॥ ৭ ।

(নিষ্ক্রান্তঃ)

ইতি প্রস্তাবনা

(ততঃ প্রবিশতি হরদাসঃ)

হরদাসঃ- (সশিরঃকম্পম্) অহহ! প্রজ্ঞাপ্রকর্ষঃ সর্বেষামুপরি বসতি। তদ্ উক্তম্

শ্রিয়ঃ প্রসূতে বিপদো রুণদ্ধি যশাংসি সূতে মলিনং প্রমার্ষ্টি।
সংস্কারশৌচেন পরং পুনীতে শুদ্ধা হি বুদ্ধিঃ কিল কামধেনুঃ ॥ ৮ ॥

তদিদং চ অস্মদ্গুরোশ্চরিতেষু পরমুপলভ্যতে। তথাহি—

লাটেন্দ্রশ্চন্দ্রবর্মা নরপতিতিলকঃ কল্পিতা তেন পুত্রী,
নিষ্পুত্রেণৈকপুত্রঃ কথমপি তথা মন্ত্রিণস্তস্য চারৈঃ।
কামং পুত্রাবকল্পচ্ছলত ইহ মহারাজসন্দর্শনার্থং
তেনাদ্যানায়িতাসৌ নিরুপধি দধতা সাধু যাড়্গুণ্যচক্ষুঃ ॥ ৯ ॥

আকাশে—আর্য! চারায়ণ। কিমাথ? অন্তেউরিকা সহস্সপরিবারস্স মহারাঅস্স কিং তীএ বিণা বিসুমরিদিত্তি। (অন্তঃপুরিকাসহস্রপরিবারস্য মহারাজস্য কিং তয়া বিনা বিস্রংসতি ইতি।) মা ম এবম্। অত্র কিঞ্চন বীজমস্তি, তৎকার্যসিদ্ধাবাবির্ভবিষ্যতি।

নেপথ্যে পচ্চূসসুহপডিবুদ্ধস্স সুপ্পভাদং দেবস্স। সংপদং খু ॥
(প্রত্যূষসুখপ্রতিবুদ্ধস্য সুপ্রভাবং দেবস্য সাম্প্রতং খলু—)।

মাণো জাণ ণ খণ্ডিদো সসিঅরুক্কেরেণ বিত্থারিণা
হুংকারা ণঅপংচমস্স বিচিরং জাসু ঠ্ঠিদা কুণ্ঠিদাঃ
পচ্চূসাণিঅ দোলণেন ললণা মোত্তু ণু মাণগ্গহং
চূডাচুম্বিদবল্লহগ্গচলণা বট্টন্তি তা সংপদম্ ॥ ১০ ॥
(মানো যাসাং ন খণ্ডিতঃ শশিকরোৎকরেণ বিস্তারিণা,
হুংকারা নু চ পঞ্চমস্যাপি চিরং যাসু স্থিতাঃ কুণ্ঠিতাঃ।
প্রত্যূষানিলদোলনেন ললনা মুক্ত্বা নু মানগ্রহং,
চূড়াচুম্বিতবল্লভাগ্রচরণা বর্তন্তে হি তাঃ সাম্প্রতম্ ॥ ১০ ॥)

পুনস্তত্রৈব। ভো ভো বংদিবিংদারআ মংতি বিণিম্মিদমহারাঅবাসঘরপরেতনিবাসী মহল্লঅলোও তুহ্মে ভণাদি কো বিঅ কালো বিবুদ্ধস্স বিজ্জাহরমল্লদেবস্য? তা কীস্তি পভাদভোআবলিং ণ গায়ধ ত্তি। তত্রৈব। (ভো ভো বন্দিবৃন্দারকাঃ। মন্ত্রিবিনির্মিতমহারাজবাসগৃহপর্যন্তনিবাসী অন্তঃপুরলোকো যুষ্মান্ ভণতি—কোঽপি চ কালো বিবুদ্ধস্য বিদ্যাধরমল্লদেবস্য? তৎ কিমিতি প্রভাতভোগাবলীং ন গায়থেতি?

জয় জয়োর্জয়িনীভুজঙ্গ! সুপ্রভাতং ভবতঃ। সম্প্রতি হি—

স্থবিরেব্যোম্নি পুরাণমৌক্তিকমণিচ্ছায়ৈঃ স্থিতং তারকৈ-
র্জ্যোৎস্নাপানসমালসেন বপুষা মত্তাশ্চকোরাঙ্গনাঃ।

যাতোঽস্তাচলচূলমুম্বসমধুচ্ছত্রচ্ছবিশ্চন্দ্রমাঃ
প্রাচী বালবিড়াললোচনরুচাং জাতা চ পাত্রং ককুভ্ ॥ ১১ ॥

অপি চ।

ভিন্দানঃ সুন্দরীণাং পতিষু রুষময়ং হর্ম্যপারাবতেভ্যো
বাচালত্বং দদানঃ কবয়িতৃষু গুণং প্রাতিভং সন্দধানঃ।
প্রাতস্ত্যস্তূর্যনাদঃ স্থগয়তি গগনং মাংসলঃ পাংসুতল্পা-
দস্বল্পাদউত্থিতানাং নরবরকরিণাং শৃঙ্খলাশিঞ্জিতেন ॥ ১২ ॥

হরদাসঃ—মহত্যেব প্রভাতে প্রবুদ্ধো দেব ইতি মন্ত্রিমন্ত্রপ্রভাব এবৈষঃ।

যতঃ

কারুভিঃ কারিতং তেন কৃত্রিমং স্বপ্নহেতবে।
সুষিরস্তম্ভসঞ্চারং নৃপতের্বাসমন্দিরম্ ॥ ১৩ ॥

তদহমপি সুষিরস্তম্ভসঞ্চারং বাসগৃহং নির্মিতবতাং তথাবিধাং চ রত্নবতীং চতুষ্কিকাং করিষ্যতাং শিল্পবতাং মন্ত্রিসমাদিষ্টং দাপয়িতুং মহাভাণ্ডাগারং প্রতি যাস্যামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

ইতি বিষ্কম্ভকঃ

(ততঃ প্রবিশতি রাজা সোৎকণ্ঠো দ্বারানিস্থিতো বিদূষকশ্চ)

রাজা—সাঙ্গভঙ্গমুত্থায় পঠতি—

তদ্বক্ত্রং যদি মুদ্রিতা শশিকথা, হা হেম ! সা চেদ্ দ্যুতিঃ,
তচ্চক্ষুর্যদি, হারিতং কুবলয়ৈ, স্তচ্চেৎ স্মিতং, কা সুধা ?
ধিক্ কন্দর্পধনুঃ, ভ্রুবৌ চ যদি তে, কিং বা বহু ব্রূমহে।
যৎ সত্যং পুনরুক্তবস্তুবিরসঃ সর্গক্রমো বেধসঃ ॥ ১৪ ॥

বিদূষকঃ—(উপসৃত্য) সোত্থি বড্ঢদু ভবং। (স্বস্তি বর্ধতাং ভবান্)।

রাজা—তদেব পঠতি।

বিদূষকঃ—হী হী ভোঃ ! অপুব্বো বিঅ পাভাদিও পঠণবিহী পিঅবঅস্সস্স।
(অহো অহো অপূর্ব ইব প্রাভাতিকঃ পঠনবিধিঃ প্রিয়বয়স্যস্য)।

রাজা—তথৈব।

বিদূষকঃ—অহো সে হিঅআবিকখেবোতা কিং ণু খু এদং। (বিচিন্ত্য) ভোদু অণুবন্ধিস্সং। ণহু অপ্পীডিও সহআরবেণ্টপংঠী বি রসসব্বস্সং মুঞ্চদি। (পুনতঃ স্থিত্বা) পরিণামুপ্পীড়িদং বিঅ দাড়িমফলং ফট্টণভূইঠ্ঠং বঠ্ঠদি মে হিঅঅং কোদূহলেন তা জধাবুত্তমোচক্খং তো কজ্জরহস্সেণ সংভাবেদু মং পিঅবঅস্সো। (অহোঽস্য হৃদয়বিক্ষেপস্তৎ কিং নু খল্বিদম্। ভবতু অনুবন্ধিষ্যে। ন খলু অপীড়িতঃ সহকারবৃন্তচ্ছুরপি রসসর্বস্বং মুঞ্চতি। পরিণামোৎপীড়িতমিব দাড়িমফলং স্ফুটনভূয়িষ্ঠং বর্ততে মে হৃদয়ং কৌতূহলেন তদ্যথা বৃত্তমাচক্ষাণঃ কার্যরহস্যেন সম্ভাবয়তু মাং প্রিয়বয়স্যঃ)।

রাজা—(তদভিমুখমবলোক্য) অয়ে চারায়ণ ! সখে ! কথং ন কথয়ামি। সুহৃৎসঞ্চারিতরহস্যং হি চেতঃ সংবিভক্তচিন্তাভারমিব লঘূভবতি।

বিদূষক—অবহিদোম্হি। (অবহিতোঽস্মি।)

রাজা— জানে স্বপ্নবিধৌ মমাদ্য চুলুকোৎসেক্যং পুরস্তাদভূৎ
প্রত্যূষে পরিবেষমণ্ডলমিব জ্যোৎস্নাসপত্নং মহঃ।
তস্যান্তর্নখনিস্তুষীকৃতশরচ্চন্দ্রপ্রভৈরঙ্গকৈ-
র্দৃষ্টা কাপ্যবলা বলাৎকৃতবতী সা মান্মথং মন্মথম্ ॥ ১৫ ॥

বিদূষকঃ—সুঠ্ঠু ক্খু তুমং মহিলালংপডো জাদো জা সা তএ নম্মদাজলত্তিণা দিঠ্ঠা কুবলঅমালা ণাম জাব তগ্গদং কিং পি অনুসংধেমি তাব এসো অবরা গংডস্স উবরি পিণ্ঠও সংবুত্তো হুং তদোতদো। (সুষ্ঠু খলু ত্বং মহিলালম্পটঃ যতো যা সা ত্বয়া নর্মদাজলোত্তীর্ণা দৃষ্টা কুবলয়মালা নাম যাবত্তদ্গতং কিমপ্যনুসন্দধামি তাবদেষোঽপরঃ গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ হুং ততস্ততঃ)।

রাজা—ততশ্চ।

আলিখিতামিব চেতঃ-ফলকতলেঽস্মিন্ বিকল্পবর্তিকয়া।
বালাং স্মরচিত্রগতাং বিলোক্য জাতোঽস্মি তদ্বন্দী ॥ ১৬ ॥

পুনস্তদ্বক্ত্রম্ ইত্যাদি পঠতি।

বিদূষকঃ—তদো তদো। (ততস্ততঃ।)

রাজা—শৃণু শ্রবণামৃতং, গণ্ডূষয় মধু, পিব নয়নামৃতম্।

হারোঽয়ং কেরলস্ত্রীবিহসিতশুচিভিঃ পঙ্ক্তিভির্মৌক্তিকানাং
সদ্যঃ ষাণ্মাসিকানাং মম মদিরদৃশা দত্তচন্দ্রোদয়শ্রীঃ।
সোৎকণ্ঠং কণ্ঠদেশাজ্ঝটিতি কুচতটাদীং নমো মন্মথায়ে-
ত্যস্তো যন্মধ্যরত্নং স্ফুরয়তি ককুভঃ কৌঙ্কুমীভিঃ প্রভাভিঃ ॥ ১৭ ॥

বিদূষকঃ—ষজ্ঞোপবীতং (পরিমৃশ্য) সুক্খকুসরঞ্জুহারস্স মে মহাব্বহ্মণস্স ভণিদেণ সচ্চঅং সিবিণঅত্তং ভোদু। (স্বগতম্) অহো দাসীএপুত্ত! সিবিণইংদজালিঅ! জানাসি মহামদীণং পি বিব্ভমহং কাদুং। (প্রকাশম্) তদো তদো। (সূক্ষ্মকুশরজ্জুহারস্য মে মহাব্রাহ্মণস্য ভণিতেন সত্যস্বপ্নত্বং ভবতু। অহো দাস্যাঃপুত্র! স্বপ্নেন্দ্রজালিক! জানাসি মহামতীনামপি বিভ্রমং কর্তুম্। ততস্ততঃ।)

রাজা—ততশ্চ—

কথয় কিমিহ বালে! কা ত্বমিত্যুল্লপংস্তাং
ঝটিতি কিল দুকূলস্যাঞ্চলে ধারয়ামি।
অগমদথ নিকেতাৎ ক্বাপ্যসৌ সারয়ন্তী
নবকুবলয়মালা মাংসলৈর্দৃষ্টিপাতৈঃ ॥ ১৮ ॥

বিদূষকঃ—অধ একপল্লংকগদায় দেবীএ কিং পডিবন্নং? (অথ একপর্যঙ্কগতয়া দেব্যা কিং প্রতিপন্নম্?)

রাজা— অত্রান্তরে তরলহারলতানিতম্বা-
সংবাহনস্খলনবেগতরঙ্গিতাঙ্গী।
দেবী ব্যপাস্য শয়নং ধৃতমানতন্তু-
রন্তঃপুরাদ্ গতবতী সহ সৌবিদল্লৈঃ ॥ ১৯ ॥

বিদূষকঃ—অহো! তে অনাগরত্তণং কিং তএ পুরদো ভবীঅ ণাণুণীদা কেচ্চিরং বা চংদে পসারিদকরে অবিকাসিদকমলা নীলুপ্পলিণী চিঠ্ঠদি। (অহো! তেঽনাগরত্বং কিং ত্বয়া পুরতো ভূত্বা নানুনীতা? কিয়চ্চিরং বা চন্দ্রে প্রসারিতকরে

অবিকসিতকমলা নীলোৎপলিনী তিষ্ঠতি ?)

রাজা—(সখেদস্মিতম্) তদনুধ্যানপরতন্ত্রচেতসা ধারয়িতুং ন পারিতা কিং পুনরনুনেতুম্ ।

বিদূষকঃ—সচ্চকং তত্র কিদে ণডে দিঠ্ঠে মুংডিদে উববিঠ্ঠো পঈ মুংডিদো ত্তি ।

(সত্যং, ত্বয়া কৃতং—'নটে দৃষ্টে মুণ্ডিতে উপবিষ্টঃ পতিমু্ণ্ডিতঃ' ইতি ।)

রাজা—(সখেদস্মিতম্) ভগবত্যাশে । সত্যমপ্রতিহতাসি । ননু বিচারয় চিরম্ ।

ক্ব পাতব্যা জ্যোৎস্নামৃতভুবনগর্ভাঽপি তৃষিতৈ—
মৃণালীতন্তুভ্যঃ সিচয়রচনা কুত্র ভবতু ।
ক্ব বাহুপাশো মেয়ো বত বকুলদাম্নাং পরিমলঃ
কথং স্বপ্নঃ সাক্ষাৎ কুবলয়দৃশং কল্পয়তু তাম্ ॥ ২০ ॥

(স্মৃতিমভিনীয় হৃদয়দেশমবলোক্য চ)

স্বপ্নঃ কিমেষ ? কিমু সংবিদিয়ং চ সাক্ষাজ্—?
জ্ঞানং কিমেতদুভয়াত্মকমন্যদেব ?
যদ্দৃশ্যতে ন খলু সা তরলায়তাক্ষী
কণ্ঠপ্রদেশমধিরোহতি চৈষ হারঃ ॥ ২১ ॥

বিদূষকঃ মণ্ণে ণিসারংভপিণদ্ধেণ ণিঅহারেণ বিপ্পলদ্ধোসি । (মন্যে নিশারম্ভপিনদ্ধেন নিজহারেণ বিপ্রলব্ধোঽসি ।)

রাজা—(মদনানুকূলমভিনীয়)

বাণান্ সংহর মুঞ্চ কার্মুকলতাং লক্ষ্যং তব ত্র্যম্বকঃ
কে নামাত্র বয়ং ? শিরীষকলিকাকল্পং যদীয়ং মনঃ ।
তৎকারুণ্যপরিগ্রহাৎ কুরু দয়ামস্মিন্বিধেয়ে জনে
স্বামিন্ ! মন্মথ ! তাদৃশং পুনরপি স্বপ্নাদ্ভুতং দর্শয় ॥ ২২ ॥

বিদূষকঃ—এসো সো তুমং সিবিণঅলদ্ধেহিং মোদএহিং গামং উবণিমংতেসি তা এহি গদুঅ দেবীং পসাদেহ্ম । বরং তক্কালোপগদো তিত্তিরী ণ উণ দিঅসংতরিদা মোরী ।

(এষ স ত্বং স্বপ্নলব্ধৈর্মোদকৈগ্রামমুপনিমন্ত্রয়সি ? তদেহি গত্বা দেবীং প্রসাদয়াবঃ । বরং তৎকালোপগতা তিত্তিরী ন পুনর্দিবসান্তরিতা ময়ূরী ।)

রাজা—যদভিরুচিতং ভবতে ।

বিদূষকঃ—পণঅপণমংতসামংতসহস্সকুলমথ্থাণমংডবমগ্গমুজ্ঝিঅ ইমিণা খিডক্কিআদুবারেণ মঅরংদউজ্জাণমাবিসীঅ গচ্ছহ্ম । তথা কুরুতঃ । (প্রণয়প্রণমৎসামন্তসহস্রকুলমাস্থানমণ্ডপমার্গমুজ্ঝিত্ব অনেনাপবারকদ্বারেণ মকরন্দোদ্যানমাবিশ্য গচ্ছাবঃ ।)

নেপথ্যে—সুখায় বসন্তাবতারো ভবতু দেবস্য । সম্প্রতি হি—

গর্ভগ্রন্থিষু বীরুধাং সুমনসো মধ্যেঽঙ্কুরং পল্লবাঃ
বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহঃ পিকবধূকণ্ঠোদরে পঞ্চমঃ ।
কিঞ্চ ত্রীণি জগন্তি জিষ্ণু দিবসৈর্দ্বিত্রৈর্মনোজন্মনো
দেবস্যাপি চিরোজ্ঝিতং যদি ভবেদভ্যাসবশ্যং ধনুঃ ॥ ২৩ ॥

সপদি সখীভির্নিভৃতং বিরহবতীস্ত্রাতুমত্র ভুজান্তে ।
সহকারমঞ্জরীণাং শিখোদ্গমগ্রন্থয়ঃ প্রথমে ॥ ২৪ ॥

রাজা—অয়ে ! সুরভিসময়ারম্ভঃ সৈবেয়ং মন্মথসৈন্যসামগ্রী ।

বিদূষকঃ—বংদিবঅণগ্রুয়মাণসিসুভাবো উঅবণদীসংতথুথোঅবিথুথারো সুরভিসময়ারংভো ত্তি কিং ণেদমণবরদসারণীসেঅসুকুমারাসু অধিকবিথুথারী সুরভিসময়ারংভঃ। (বন্দিবচনশ্রূয়মাণশিশুভাব উপবনদৃশ্যমানস্তোকবিস্তারঃ সুরভিসময়ারম্ভ ইতি কিং নেদমমবরতসারণীসেকসুকুমারাসু কেলিবনবসুন্ধরাসু অধিকবিস্তারী সুরভিসময়ারম্ভঃ।)

রাজা—ততশ্চ।

সাম্যং সম্প্রতি সেবতে বিচকিলং ষাণ্মাসিকৈর্মৌক্তিকৈঃ
বাহ্লীকীদশনচ্ছটারুণতরৈঃ পত্রৈরশোকৈশ্চিতঃ।
ভৃঙ্গীলঙ্ঘিতকোটিকিংশুকমিদং কিঞ্চিদ্বিবৃন্তায়তে
মাঞ্জিষ্ঠস্তবকৈশ্চ পাটলিতরোরন্যৈব কাচিল্লিপিঃ ॥ ২৫ ॥

(বিচিন্ত্য)

বিদূষকঃ—কলমংকুরকুম্হংডপাংডুরেসুং সিতসিংদুবারপুপ্ফেসুং তক্কালকিদমংজিট্ঠেসুং নিজ্জিদমংজিট্ঠাধুসরিদমণহরেসুং মাহবীকুসুমেসুং দধিসরিচ্ছেসুংণোমালিঅমুউলেসুং দরাবড্ঢিদদুদ্ধমুদ্ধেসুং বিচইলপুপ্ফেসুং ণীসেসকুসুমসংপদং বজ্জীঅ ভমমাণা সংসজ্জদি মে দিট্ঠী (কলমাঙ্কুরকুষ্মাণ্ডপাণ্ডুরেষু সিতসিন্দুবারপুষ্পেষু তৎকালকৃতমাঞ্জিষ্ঠেষু অশোকপল্লবেষু নির্জিতমঞ্জিষ্ঠাধূসরিতমনোহরেষু মাধবীকুসুমেষু দধিসদৃক্ষেষু নবমালিকামুকুলেষু দরাবর্ধিতদুগ্ধমুগ্ধেষু বিচকিলপুষ্পেষু নিঃশেষকুসুমসম্পদং বর্জয়িত্বা ভ্রমমাণা সংসজ্জতে মে দৃষ্টিঃ।) ॥ ২৬ ॥

রাজা—অত্র হি কিলোচিতোপমাননিবেদিনী তে জিহ্বা।

বিদূষকঃ—(অগ্রতো নির্দিশ্য)। রংগংগণং লদাণচ্চকীণং বাহাঅলী মলআণিলতুরংগস্স পারন্ধিরণ্ণং মম্মহবাহস্স সংকিদসদণং ণীসেসকুসুমাণং পীউস্সরিসী হিঅঅস্স পমদুজ্জাণং তাইমং নিম্মণঅংতো ইদো এদু পিঅবঅস্সী। (রঙ্গাঙ্গণং লতানর্তকীনাং বাহ্যালী মলয়ানিলতুরঙ্গস্য পাপর্দ্ধারণ্যং মন্মথব্যাধস্য সংকেতসদনং নিঃশেষকুসুমানাং পীযূষবর্ষী হৃদয়স্য প্রমোদ্যানং তদেতন্নির্বর্ণয়ন্নিত এতু প্রিয়বয়স্যঃ।)

রাজা—(পবনস্পর্শমভিনীয়)

যে দোলাকেলিকারাঃ কিমপি মৃগদৃশাং মানতন্তুচ্ছিদো যে,
সদ্যঃ শৃঙ্গারদীক্ষাব্যতিকরগুরবো যে চলোৎকরয়েঽপি।
তে কণ্ঠে লোড়য়ন্তঃ পরভৃতবয়সাং পঞ্চমং রাগরাজং
বান্তি স্বৈরং সমীরাঃ স্মরবিজয়মহাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্যাঃ ॥ ২৭ ॥

অপি চ,

সুরতভরখিন্নপন্নগবিলাসিনীপানকেলিজর্জরিতঃ।
পুনরপি বিরহিশ্বাসৈর্মলয়মরুন্মাংসলীক্রিয়তে ॥ ২৮ ॥

বিদূষকঃ—এবং এদং। (এবম্ এতৎ।)

লংকাতোরণমালিআতরলণো মাণোসহং সিংঘলী-
সংঘাণং দাবিড়ীণ মম্মহমহালাসৈকণট্টাবও।
কণ্ণাডীচিউরাণ-তংডবঅরো লাটীণ লীলাগুরূ
উম্মত্তো মরহট্ঠি লুংডিদমণো চেতাণিলো গচ্ছদি ॥ ২৯ ॥

(লঙ্কাতোরণমালিকাতরলনো মানোষধং সিংহলী-
সংঘানাং দ্রাবিড়ীনাং মন্মথমহালাস্যৈকতনর্তাপকঃ।
কর্ণাটীচিকুরাণাং অণ্ডবকরো লাটীনাং লীলাগুরু-
রুন্মত্তো মহারাষ্ট্রীলুণ্ডিতমনাশ্চৈত্রানিলো নৃত্যতি ॥ ২৯ ॥)
ইহ হি নববসন্তে মঞ্জরীরেণুপুঞ্জ-
চ্ছুরণধবলদেহাবন্ধহেলং সরন্তি।
তরলমলিসমূহা হারিহুংকারিকণ্ঠা
বহুলপরিমলালী সিন্দুরং সিন্দুবারম্ ॥ ৩০ ॥

রাজা—(কিঞ্চিদবিহস্য)। সংস্কৃতেঽপি প্রগল্ভসে।

বিদূষকঃ—তুমং পি অহ্মারিসজণজোগ্গে পাউদমগ্গে পউত্তোসি। তা এহি মহামংতিকারিদং ফটিহসিলামংদিসরং কেলিকেলাসং পেক্খিদু গচ্ছহ্ম। (ত্বমপি অস্মাদৃশজনযোগ্যে প্রাকৃতমার্গে প্রবৃত্তোঽসি। তদেহি মহামন্ত্রিকারিতং স্ফটিকশিলামন্দিরং কেলিকৈলাসং প্রেক্ষিতুং গচ্ছাবঃ।) (ইতি পরিক্রামতঃ)। কহিং উণ কোংচীকেংকারসুন্দরো সদ্দো সুণীঅদি। (কুত্র পুনঃ ক্রৌঞ্চিকেংকারসুন্দরঃ শব্দঃ শ্রূয়তে।)

রাজা (সমাকর্ণ্য সংস্তম্ভস্যাবণোর্ধ্বমবলোক্য)
উপপ্রাকারাগ্রাং প্রহিণু নয়নে তর্কয় মনা-
গনাকাশে কোঽয়ং গলিতহরিণঃ শীতকিরণঃ।
সুধাবদ্ধগ্রাসৈরুপবনচকোরৈরনুসৃতাং
কিরন্ জ্যোৎস্নাচ্ছাং লবলিফলপাকপ্রণয়িনীম্ ॥ ৩১ ॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! কহিং সো। (ভো বয়স্য! কুত্র সঃ।)

রাজা—অয়ময়ং (সবিস্ময়মবলোক্য) কথং ন দৃশ্যতে কিং পুনরিদম্। (বিতর্ক্য)

যন্মঞ্জুশিঞ্জিতমিতো রশনামণীনাং যচ্ছ্বাসসৌরভবলাদলয়ো বদন্তি।
যদ্গীতয়ঃ স্খলদলংকৃতয়শ্চ লীলাদোলাবিলাসতরলস্তদয়ং সুখেন্দুঃ ॥ ৩২ ॥

বিদূষকঃ—সচ্চকং তুএ জাণিদং জদো হিংদোলদংডিআ সিহরাইং ইদো দীসংতি।
(সত্যং ত্বয়া জ্ঞাতং যতো হিন্দোলাদন্তিকাশিখরাণি ইতো।)

রাজা—(পুনর্দৃষ্ট্বা) সখে। অয়মসাবাশ্চর্যচন্দ্রমাঃ।

বিদূষকঃ—কধং লদ্ধদংসণিআহিং বিঅ অহ্মোহিং সমং খেলদি চংদো। (কথং লব্ধদর্শনৈরিবাস্মাভিঃ সমং খেলতি চন্দ্রঃ।)

রাজা—সখে! দিষ্ট্যা বর্ধসে স্বপ্নদৃষ্টজনমুখপদ্মসংবাদিনী লাবণ্যলক্ষ্মীঃ।

বিদূষকঃ—কীদিসী সা। (কীদৃশী সা।)

রাজা—যাদৃশী পরিপাকপাণ্ডুরাণাং শরকাণ্ডানাম্।

বিদূষকঃ—করিকলভদন্তচ্ছেদেসু বিসা অত্থি জ্জেব। (বিচিন্ত্য) বিরমিদহিন্দোলসদ্দেণ জাণিঅদি উত্তিণ্ণা সা। তা এহি অগ্গদো গচ্ছহ্ম। (ইতি পরিক্রামতঃ) ইদং তং কেলিকেলাসং। তা পবিসীঅদু। (তয়া কুরুতঃ)। (করিকলভদন্তচ্ছেদেষ্বপি সাজুষ্ট্যেব। বিরমিতহিন্দোলাশব্দেন জ্ঞায়তে উত্তীর্ণা সা তদেহি অগ্রতো গচ্ছাবঃ।) (ইদং তৎ কেলিকৈলাসং তৎ প্রবিশ্যতাম্।)

রাজা—উদ্দণ্ডডিণ্ডীরপিণ্ডপরিপাণ্ডুরেণ মহসা মহাকৈলাসমেবেদম্।

বিদূষকঃ—ইদো দাব ললিঅফটিহগব্ভভবণভিত্তিচিত্তসংঠেসু কম্মেসু নিবেসীঅদু দিঠ্‌ঠী। এস দাব দেবী দেবীএ সবং পাসআহিণিবেসী আলিহদো। এসা বি তংবূলকরংডবাহিনী ণাঅবল্লী। এসা চামরগ্গাহিণী পভংজণিআ। এসো রঅণকরংভ্ত ণাম বামণও। এসো উণ মংদুরাসকটো টপ্পরকরণো ণাম। (ইতস্তাবল্ললিতস্ফটিকগর্ভভবনভিত্তিচিত্রসংস্থেষু কর্মসু নিবেশ্যতাং দৃষ্টিঃ। এষ তাবদ্দেবো দেব্যা সমং ওশিকাভিনীবেশী আলিখিতঃ, এষাঽপি তাম্বূলকরণ্ড-বাহিনী নাগবল্লী। এষা চামরগ্রাহিণী প্রভঞ্জনিকা। এষ রত্নকরণ্ডকো নাম বামনকঃ। এষ পুনর্মন্দুরামর্কটঃ টপ্‌পরকর্ণো নাম।)

রাজা—সখে! ত্বমেবোঽভিলিখিতঃ।

বিদূষকঃ—(সক্রোধম্‌) ণাহং লিহিদুং জাণিদো বহ্মণী জানাদি জাদিসো হং সা মাং ভণাদি তুমং পাচ্চকখকো দেবী তি। (নাহং লিখিতুং জ্ঞাতো ব্রাহ্মণী জানাতি যাদৃশোঽহং সা মাং ভণতি প্রত্যক্ষো দেব ইতি।)

রাজা—কিমুপবনে শুকো বদতি।

বিদূষকঃ—কিং বিঅ। (কিমিব)

রাজা—অস্তি ভবান্‌ দেবঃ কিং পুনর্ভৃঙ্গিরিটিঃ।

বিদূষকঃ—কো দুজ্জণঅণাণং কপং দেহি। (কো দুর্জনবচনানাং কর্ণং দদাতি। (অঙ্গুল্যা নির্দিশন্‌) এসা উণ সোহাসমুদয়েণ উবহসংতী বিঅ কাবি অপুব্বা আলিহিদা। (এষা পুনঃ শোভাসমুদয়েনোপহসন্তীব কাপ্যপূর্বা আলিখিতা।)

চক্ষুর্মেচকমম্বুজং বিজয়তে বক্ত্রস্য মিত্রং শশী
ভ্রূসূত্রস্য সনাভি মন্মথধনুর্লাবণ্যপণ্যং বপুঃ।
লেখা কাপি রদচ্ছদে চ সুতনুর্গাত্রে চ তৎকামিনী-
মেনাং বর্ণয়িতা স্মরো যদি ভবেদ্‌বৈদগ্ধ্যম্‌ অভ্যাসতি ॥ ৩৩ ॥

বিদূষকঃ—(স্বগতম্‌) কা উণ এসা দেবী পরিবারে। (বিচিন্ত্য) ভোদু কোদূহলো দেবী অহিণআগং বিঅমাদুলজাদকং মিঅংকবম্মাণং বারংবারেণ বিরইদ মহিলাবেসং কারেদি। তং চ দট্‌ঠূণ অণ্ণাঅপরমক্ষেহিং সচ্চেব চিত্তে আলিহিদ ত্তি তক্কেমি তা ণ বিবফোলইস্স বিহ্মঅদু দাব পিঅবঅস্সো। (প্রকাশম্‌) বঢ্‌ঢাবইস্মং ভো কুমারিআ কখুএ সা এদাত্র ণেবচ্ছো লক্ষ্যীঅদি। (কাপুনরেষা দেবীপরিবারে। ভবতু কৌতূহলেন দেবী অভিনবাগতং নিজমাতুলজাতকং মৃগাঙ্কবর্মাণং বারংবরং বিরচিতমহিলাবেসং কারয়তি। তাং চ দৃষ্ট্বা অজ্ঞান-পরমার্থৈশ্চাত্রকরৈঃ সৈব চিত্রে আলিখিতমিতি তর্কয়ামি তন্ন বিস্ফোটয়িষ্যে বিস্ময়তু তাবৎ প্রিয়বয়স্যঃ। বর্ধাপয়িষ্যে ভো কুমারিকা খলু এষা এতস্যা নেপথ্যং লক্ষ্যতে।)

রাজা—যথাহ প্রিয়বয়স্যঃ।

কন্যেতি সূচয়তি বেষবিশেষ এব
যন্নীলচোলকবতী লিখিতাঽত্র চিত্রে।
পাণিগ্রহাৎ প্রভৃতি তু প্রমদাজনস্য
নীবীবিশেষসুভগঃ পরিধানমার্গঃ ॥ ৩৪ ॥

(বিমৃশ্য)

অহো বপুঃশ্রীর্লিখিতুর্জনস্য স্বাকারসংবাদি যদত্র চিত্রম্
ইদং চ পৌরস্ত্যমবৈমি কর্ম রেখানিবেশোঽত্র যদেকধারঃ ॥ ৩৫ ॥

(সম্যগ্ বিলোক্য) তদিয়ং মকরধ্বজবৈজয়ন্তী কাঽপি স্বয়মেব স্বং লিখিতবতীতি নির্ণীয়তে।

বিদূষকঃ—অব্বং ণেদং জদো গরিঠ্ঠজণগোঠ্ঠীসু বি ইথ্থং কিল সুণীঅদি। জাদিসো চিত্তঅরো তাদিসী চিত্তঅম্মরূঅরেহা জাদিসো কঈ তাদিসী কব্ববংধচ্ছাঅত্তি (এবমেতৎ। যতো গরিষ্ঠজনগোষ্ঠীষ্বপীত্থং কিল শ্রূয়তে। যাদৃশশ্চিত্রকরস্তাদৃশী চিত্রকর্মরূপরেখা যাদৃশঃ কবিস্তাদৃশী কাব্যবন্ধচ্ছায়েতি।)

রাজা—যুজ্যতে আকৃতিমনুগচ্ছন্তি গুণাঃ। অপি চ সখে! চারায়ণ।

ক্রমপরিণতরেখা মাংসলৈরঙ্গভঙ্গৈ-
র্লঘুরপি লিখিতেয়ং দৃশ্যতে পূর্ণমূর্তিঃ।
অয়মপি সুকুমারঃ সাত্ত্বিকানাং নিবেশ-
শ্চতুরমসৃণমুগ্ধং ভাবমাবিষ্করোতি ॥ ৩৬ ॥

বিদূষকঃ-ইদো বি দেবী মঅণবতী অসেসপরিবারা আলিহিদা। (ইতোঽপি দেবী মদনবতী অশেসপরিবারা আলিখিতা।)

রাজা-ইদমেব রূপরত্নং সম্ভাবয়ামস্তাবৎ।

বিদূষকঃ—ইহাবি সা অথ্থি জ্জেব্ব। (ইহাপি সাঽস্ত্যেব।)

রাজা-(আত্মগতম্) একং চক্ষুরনেকত্র সা। (বিদূষকং প্রতি) ক্বাসৌ ?

বিদূষকঃ-ইঅমিঅং। (ইয়মিয়ম্।)

রাজা—(বিলোক্য সোৎকণ্ঠম্)

যেনোৎপলানি চ শশী চ মৃণালিকাশ্চ
রম্ভালতাশ্চ কমলানি চ নির্মিতানি।
নূনং স এব মৃগশাবদৃশোঽপি বেধাঃ
সৃষ্টিক্রমো যদয়মেকতয়া চকাস্তি ॥ ৩৭ ॥

বিদূষকঃ--(স্তম্ভে শালভঞ্জিকাং বিলোক্য) ইয়ংপি সজ্জেব। (ইয়মপি সৈব)।

রাজা—ইয়মপি সাঽস্মদ্ বিলোচনচকোরচন্দ্রিকা (বিলোক্য সোৎকণ্ঠম্)

সা দুগ্ধমুগ্ধমধুরচ্ছবিরঙ্গযষ্টি-
স্তে লোচনে তরুণকৈতকপত্রদীর্ঘে।
কম্বোর্বিড়ম্বনকরশ্চ স এব কণ্ঠঃ
সৈবেয়মিন্দুবদনা মদনায়ুধং বা ॥ ৩৮ ॥

(সবিতর্কম্)

ন স্বপ্নানুভবস্য কশ্চিদপরঃ সব্রহ্মচারী মম
স্যাৎ সংকল্পকৃতশ্চকাস্তু মনসঃ কস্যেষ শ্লথাক্রমঃ।
তন্মন্যে ক্বচিদস্ত্যসৌ কুবলয়চ্ছায়ামুষা চক্ষুষা
যৎসাদৃশ্যপরিগ্রহাদিহ দৃশো দীর্ঘে সমাবেশিতে ॥ ৩৯ ॥

(বিলোক্য) ভবতু পুনর্যোগ্যস্থানবিন্যাসমাসাদয়তু স্বপ্নহারঃ সঞ্চরতু শালভঞ্জিকারূপায়া অপ্যেতস্যাঃ কণ্ঠমূলমলঙ্করোতু বালবিচকিলবল্লী কোরকনিকুরম্ব ইতি। (তথা করোতি)

বিদূষকঃ—ইদো বি চিত্তগদা স জ্জেব। (স উল্লাসম্) মিঅংকপ্পতিবিংবমালাহিং বিপ্পলদ্ধম্হি। অঅং পচ্চকংখো পুণ্ণিমাচন্দো। (ইতোঽপি চিত্রগতা সৈব। মৃগাঙ্কপ্রতিবিম্বমালাভির্বিপ্রলব্ধোঽস্মি। অয়ং পুনঃ প্রত্যক্ষঃ পূর্ণিমাচন্দ্রঃ।)

রাজা—ক পুনরসাবস্মন্নয়নামৃতবৃষ্টিঃ?

বিদূষকঃ—ইয়মিঅং জা হরিণংকখণ্ডপংডরেহিং তিরিচ্ছেহিং হিঠিচ্ছোড়াকড়াখখেহিং বিপ্ফুরদি দিম্মুহাইং পাণিসংচারেণ বিচ্ছুরেদি কংকেলিপল্লবাইং চরণচালণেন বিরএদি পংকঅসংকাসমাউলাইং ভমরউলাইং। (ইয়মিয়ম্। যা হরিণাঙ্কখণ্ডপাণ্ডুরৈস্তিরশ্চীনৈর্দৃষ্টিচ্ছটাকটাক্ষৈর্বিস্ফোরয়তি দিঙ্মুখানি, পাণিসঞ্চারেণ বিচ্ছুরয়তি কঙ্কেলিপল্লবানি, চরণচালনেন বিরচয়তি পঙ্কজশঙ্কাসমাকুলানি ভ্রমরকুলানি।)

রাজা—ভবৎপ্রশংসিতা সত্যস্বপ্নতৈব জাতা। (বিলোক্য) সৈবেয়ং সঞ্জীবনৌষধিমকরধ্বজস্য বিশল্যকরণৌষধির্মে হৃদয়স্য।

(বিভাব্য)

মাত্রানর্তনপণ্ডিতভ্রূ বদনং কিঞ্চিৎ প্রগল্ভে দৃশৌ
স্তোকোদ্ভেদনিবেশিতস্তনমুরোমধ্যং দরিদ্রাতি চ।
অস্যা যজ্জঘনং ঘনং চ কলয়া প্রত্যঙ্গমেণীদৃশঃ
সত্যঙ্কারমিব স্মরৈকসুহৃদা তদ্যৌবনেনার্পিতম্ ॥ ৪০ ॥

বিদূষকঃ—উল্লসিদভূলদেণ উদংগুলিকরকমলেণ ইমিণা সংট্ঠাণেণ এসা কিং উণ কুবংতী চিট্ঠদি। (উল্লসিতভ্রূলতেন উদঙ্গুলিকরকমলেনানেন সংস্থানেনৈষা কিং পুনঃ কুর্বতী তিষ্ঠতি।)

রাজা— যদ্ ভ্রূলতে তরলিতে যদুদঙ্গুলীকঃ।
প্যাণিঃ পুরো যদপি চক্ষুরলব্ধলক্ষ্যম্।
উন্মুদ্রিতাধরদলং চ যদাস্যমস্যা-
স্তৎকাব্যকর্মণি নিষক্তমবৈমি চেতঃ ॥ ৪১ ॥

বিদূষকঃ—এবং ণেদং জদো পুরদো ইসীএ অদ্ধলিখিদা চক্খরাবলী চিট্ঠদি। (এবমেবৈতৎ। যতঃ পুরতোঽস্যা অর্ধলিখিতা অক্ষরাবলী তিষ্ঠতি।)

রাজা—বাচয়তি-

"বিধত্তে সোল্লেখং কতরদিহ নাঙ্গং তরুণিমা।"

(বিমৃশ্য) অহো! শিখরিণীপাদঃ। অহো! সূক্তিযুক্তা বাচঃ। অহো। হৃদ্যা বৈদর্ভী রীতিঃ। অহো! মাধুর্যমপর্যাপ্তম্। অহো! নিষ্প্রমাদঃ।

বিদূষকঃ—তা উচিদকালমভিসরীঅদু সুংদরী পিজ্জদু ণঅণংজলিসংপুডেহিং পুণ্ণিমাচংদো পূরিজ্জংতু কণ্ণকুহরাইং সুহাসিদসাগরেহিং ণাচ্চিবীঅদু রহসুথংভিদহথো মঅণণট্টাবও। (তদুচিতকালমভিসার্যতাং সুন্দরী পীয়তাং নয়নাঞ্জলিসম্পুটৈঃ পূর্ণিমাচন্দ্রঃ পূর্যতাং কর্ণকুহরাণি সুভাষিতসাগরৈর্নৃত্যাপ্যতাং রভসোত্তম্ভিতহস্তো মদননর্তাপকঃ।)

রাজা—(পদান্তরে স্থিত্বা, চতুর্দিশমবলোক্য অহো! দয়িতাদৈবতং বর্ততে। তথাহি—

সুতনুরিয়মিতস্ততশ্চ চিত্রৈ—
গুণগুরুরত্র চ শালভঞ্জিকেয়ম্।

স্থিতমিহ সুতনোর্বপুশ্চতুর্ধা
স্মরশরতাপরুজং বিভজ্য সোঢ়ুম্ ॥ ৪২ ॥

তদেহি, সমুপসৃত্য সুভাষিতেন শ্রবণে কৃতার্থয়াবঃ। ন খলু ব্যাপারমন্তরেণ কলিতাপি শুক্তি র্মুঞ্চতি মৌক্তিকানি ইতি। (উভৌ পরিক্রামতঃ)।

বিদূষকঃ—(পুরতঃ সরন্ ভীত্যা স্ফোটনং নাটয়িত্বা) ভো ওসর ওসর ভূদংতরং কখু এদং তা ইমিণা পডিকুবিদদেবীভূলদাভংগকুডিলেণ দংডকট্ঠেণ গাঢ়ং পাড়িস্স তা পেক্খ মে পুরিসআরম্। (ভো অপসরাপসর, ভূতান্তরং খল্বেতৎ, তদনেন পরিকুপিতদেবীভ্রূলতাভঙ্গকুটিলেন দণ্ডকাষ্ঠেন গাঢ়ং পাতয়িষ্যে তৎ প্রেক্ষ মে পুরুষকারম্।)

রাজা—তর্হি মালতীকুসুমৈর্দুকূলং কল্পয়িষ্যসি।

বিদূষকঃ—তা কিং ণু কখু এদং। (তৎ কিং নু খল্বেতৎ ?)

রাজা—সখে! তর্কয়ামি স্ফাটিকভিত্তেঃ পরতঃ স্থিতয়া স্বচ্ছভাবাদিতঃ সুব্যক্তয়াঽনয়া ভবিতব্যম্। তদেহি, কেলিকৈলাসপশ্চিমেনৈনং সম্ভাবয়ামঃ। (তথা কুরুতঃ)

বিদূষকঃ—তুরিদতরমবক্কন্তা সা জদো সমংজসা ইঅং দেবী ভবণাহিমুহী পঅপরিবাড়ী দীসই। (ত্বরিততরমপক্রান্তা সা যতঃ সমঞ্জসা ইয়ং দেবী ভবনাভিমুখী পদ-পরিপাটী দৃশ্যতে।)

রাজা—হৃদয়! স্বস্তি ভবতে। এনামনুবর্তিতা স্মর্তব্যা বয়ম্। (নেপথ্যে) জয় জয় ত্রিলিঙ্গাধিপতে! সুখায় মাধ্যন্দিনী সন্ধ্যা ভবতু ভবতঃ। সম্প্রতি হি—

ধত্তে পদ্মলতাদলেষুরুপরি স্বং কর্ণতালং দ্বিপঃ
শষ্পস্তম্বরসান্নিযচ্ছতি শিখী মধ্যেশিখণ্ডং শিরঃ।
মিথ্যা লেঢি মৃণালকোটিরভসা দংষ্ট্রাঙ্কুরং শূকরো
মধ্যাহ্নে মহিষশ্চ বাঞ্ছতি নিজচ্ছায়ামহাকর্দমম্ ॥ ৪৩ ॥

অপি চ—

বিশন্তীনাং স্নাতুং জঘনপরিবেষৈর্মৃগদৃশাং
যদম্ভঃ সম্প্রাপ্তং প্রমদবনবাপ্যাস্তটভুবম্।
গভীরে তন্নাভীকুহরপরিণাহাধ্বনিরসং
কুহূঙ্কারস্ফারং রচয়তি নিনাদং নর্মতি চ ॥ ৪৪ ॥

বিদূষকঃ ভো দেবীএ ভবণং গদুঅ মজ্ঝণ্ণসংঝা ণিব্বত্তিঅদে তিস্সা পউত্তিলংভে পঅট্টীঅদু। (ভো! দেব্যাঃ ভবনং গত্বা মধ্যাহ্নসন্ধ্যাং নির্বর্ত্যতাং তস্যাঃ প্রবৃত্তিলম্ভে প্রবর্ত্যতাম্।)

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

ইতি শ্রীবালকবি-কবিরাজরাজশেখরবিরচিতায়াং বিদ্ধশালভঞ্জিকাখ্যনাটিকায়াং প্রথমোঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতো মিথঃ সম্মুখীনে চেট্যৌ)।

(পরিক্রম্য) একা। (ইতরামণ্ডলে বিধার্য) হলা তরংগিএ! হিঅঅংপবিট্ঠ-রাঅক্খরা বিঅ লক্খীঅসি হং দাণীং সংমুহাগদং পি মং অনালক্খীঅ পউত্তাসি। (হলা তরঙ্গিকে! হৃদয়প্রবিষ্টরাজাক্ষরেব লক্ষ্যসে, যদিদানীং সম্মুখাগতামপি মামনালক্ষ্য প্রবৃত্তাঽসি।)

দ্বিতীয়া—(সমালিঙ্গ্য) সহি কুরংগিএ! মা উণকুপ্প গোরী মে কুপ্পদু, জই মএ দিঠ্ঠাসি অণহিঅঅত্তণেণ। (সখি কুরঙ্গিকে। মা পুনঃ কুপ্য, গৌরী মে কুপ্যতু, যদি ময়া দৃষ্টাঽসি অন্যহৃদয়ত্বেন।)

কুরঙ্গিকা—অই! কীদিসং তে অণ্ণহিঅ অত্তণং। (অয়ি! কীদৃশং তে অন্যহৃদয়ত্বম্।)

তরঙ্গিকা—তাদিসং জাদিসেণ তুই বি পুরদো মংতঅংঈব্র জক্কংপদি মে হিঅঅং। (তাদৃশং, যাদৃশেন ত্বয়াপি পুরতো মন্ত্রয়ন্ত্যা উৎকম্পতে মে হৃদয়ম্।)

কুরঙ্গিকা—হিঅঅণিবিবসেসম্মি জণে আসংক ত্তি কোদুহলং মে পুচ্ছাবেদি (হৃদয় নির্বিশেষে জনে আশঙ্কেতি কৌতূহলং মাং পৃচ্ছয়তি।)

তরঙ্গিকা—জং বা তংবা ভোদু ণ পহাদইস্সং ণ হি সিণেদো জুত্তাজুত্তমনুরুংধেদি। (যদ্বা তদ্বা ভবতু ন প্রচ্ছাদয়িষ্যে ন হি স্নেহো যুক্তাযুক্তমনুরুধ্যতে)।

কুরঙ্গিকা—অদো জ্জেব্ব মে আসংকা কধং বিঅ সহকারলট্ঠীএ কলকংঠী কুংঠিদপ্পণআ। (অতএব মে আশংকা। কথমিব সহকারযষ্ট্যা কলকণ্ঠী কুণ্ঠিতপ্রণয়া ?)

তরঙ্গিকা—অত্থি এব্বং তথা বি এবং ভণীঅদি মংতস্স রক্খণং কজ্জসিদ্ধীএ লক্খণং। (অস্ত্যেবং তথাপ্যেবং ভণ্যতে "মন্ত্রস্য রক্ষণং কার্যসিদ্ধ্যা লক্ষণম্।")

কুরঙ্গিকা—মা এবং ভণ কধং বিঅ জীঅংতাদো কিকলাসাদো সিরমুবণ্ণং পাবীঅদি। (মৈবং ভণ, কথমিব জীবতঃ কৃকলাসাৎ শিরঃ সুবর্ণং প্রাপ্যতে ?)

তরঙ্গিকা—তা সুণাদু প্পিঅসহী অত্থি এত্থ কুংতলেসো চংডমহাসেণো ণাম রাআ তস্স ণিঅরাজ্জপরিবভট্ঠস্স ইহ আগদস্স সুদা কুবলয়মালা ণাম সা ণম্মদামজ্জণুত্তিস্সা দেবেণ দিট্ঠা হিঅঅং অ সংপবিট্ঠা তাং চ পডিচ্ছিদবদী দেবী ণিঅমাদুলচং-দবম্মসুদস্স মিঅংককমস্স কিদে তস্মিমিত্তং অ বিবাহোবঅরণাইং সজ্জীকাদুং পেসিদাহ্মি তগ্গদমণএ মএ ণ তুমং পেক্খিদাসি। (তৎ শৃণোতু প্রিয়সখী, অস্ত্যত্র কুন্তলেশশ্চণ্ডমহাসেনো নাম রাজা, তস্য নিজরাজ্যপরিভ্রষ্টস্যেহাগতস্য সুতা কুবলয়মালা নাম, সা নর্মদামজ্জনোত্তীর্ণা দেবেন দৃষ্টা হৃদয়ং চাস্য প্রবিষ্টা, তাং চ প্রতীচ্ছিতবতী দেবী নিজমাতুলচন্দ্রবর্মসুতস্য মৃগাঙ্কবর্মণঃ কৃতে তন্নিমিত্তং চ বিবাহোপকরণানি সজ্জীকর্তুং প্রেষিতাঽস্মি, তদ্গতমনসা ময়া ন ত্বং প্রেক্ষিতাসি।)

কুরঙ্গিকা—অহো দেবীএ বিঅখণত্তণং এব্বং কিল কিদে সবত্তিলংভো পডিকদো ভোদি দেবস্স চংদবম্মমাদুলস্স সিণেহী অ দংসিদো ভোদি। (অহো! দেব্যা বিচক্ষণত্বং এবং কিল কৃতে সপত্নীলম্ভঃ প্রতিকৃতো ভবতি দেবস্য চন্দবর্মমাতুলস্য স্নেহশ্চ দর্শিতো ভবতি।)

তরঙ্গিকা—তুমংউণ কহিং পাত্থিদাসি। (ত্বং পুনঃ কুত্র প্রস্থিতাসি ?)

কুরঙ্গিকা—অজ্জ দেবীএ অলীঅবিবাহেণ বিডংবিদুং আরদ্ধো অজ্জচারাঅণো তস্স বিবাহসামগ্গী লম্পাদেদং অহংপেসিদা অহংপেসিদা তা এহি দুবেবি অম্হে জধাসমীহিদসিদ্ধীএ গচ্ছহ্ম। (ইতি নিষ্ক্রান্তে)। (অদ্য দেব্যা অলীকবিবাহেন বিড়ম্বয়িতুমারব্ধ আর্যচারায়ণঃ তস্য বিবাহসামগ্রীমুৎপাদয়িতুমহং প্রেষিতা, তদেহি দ্বে অপ্যাবাং যথাসমীহিতসিদ্ধ্যৈ গচ্ছাবঃ।)

(ইতি প্রবেশকঃ)।

(ততঃ প্রবিশতি সোৎকণ্ঠো রাজা বিশেষ-বিভূষিতো বিদূষকশ্চ)।

রাজা- (মদনাকৃতমভিনীয়)।

তস্মিন্ পঞ্চশরে স্মরে ভগবতা ভর্গেণ ভস্মীকৃতে
জানাম্যক্ষয়সায়কং কমলভূঃ কামান্তরং নির্মমে।
যস্যামীভিরিতস্ততশ্চ বিশিখৈরাপুঙ্খমগ্নাত্মভি-
র্জাতং মে বিদলৎকদম্বমুকুলস্পষ্টোপমানং বপুঃ ॥ ১ ॥

(সন্তাপমভিনীয়)

বিলীয়েন্দুং সাক্ষাদমৃতরসবাপী যদি ভবেৎ
কলঙ্কস্তস্যো যদি চ বিরচেন্দীবরবনম্।
ততঃ স্নানক্রীড়াজনিতজড়ভাবৈরবয়বৈঃ
কদাচিন্মুঞ্চেয়ং মদনশিখিপীড়াব্যতিকরম্ ॥ ২ ॥

অপি চ, সখে চারায়ণ!

মন্দাদরঃ কুসুমপাত্রিষু পেলবেষু
নূনং বিভর্তি মদনঃ পবনাস্ত্রমদ্য।
হারপ্রকাণ্ডসরলাঃ কথমন্যথাঽমী
শ্বাসাঃ প্রণীতদকূলদশাঃ সরন্তি ॥ ৩ ॥

তৎফুল্লাতিমুক্তলতাচ্ছন্নস্য তুষারপুঞ্জনাম্নঃ কদলীগৃহস্য মার্গমাদেশয়।

বিদূষকঃ—(সংজ্ঞয়া নির্দিশতি)।

রাজা—কেয়মক্ষুণ্ণমৌনমুদ্রা ?

বিদূষকঃ—(ভূমাবক্ষরাণি লিখতি)।

রাজা—অষ্টাদশলিপিবিদো বয়ং ন ত্বদীয়াক্ষরবিচক্ষণাঃ।

বিদূষকঃ—(দন্তৈর্জিহ্বামবষ্টভ্য) ভো! দিক্‌খিদোহং মউণে চিঠ্‌ঠামি। (ভো! দীক্ষিতোঽহং মৌনে তিষ্ঠামি।)

রাজা—কিমিতি ?

বিদূষকঃ—দেবী সংপদং জ্জেব্ব মং পরিণাইস্সদি। (দেবী সাম্প্রতমেব মাং পরিণায়িষ্যতি।)

রাজা—তামেব চিরন্তনব্রাহ্মণীম্।

বিদূষকঃ—ণক্‌খু ণক্‌খু। (ন খলু ন খলু।)

রাজা—অন্যা কা ?

বিদূষকঃ—ওল্লাগজস্স মিঅংকবম্মস্স পুরোহিদস্স দুহিদা কখু সা। (ওল্লাগতস্য মৃগাঙ্কবর্মণঃ পুরোহিতস্য দুহিতা খলু সা।)

রাজা—কিংনামধেয়ঃ পুরোহিতঃ ?

বিদূষকঃ—সসসিংগো নাম জণণী উণ মিঅতিহ্নিআ ভবিস্সঘরিণী অসে দূহিদা অংবরমালা ণাম। (শশশৃঙ্গো নাম জননী পুনর্মৃগতৃষ্ণা ভবিষ্যদ্গৃহিণী চাস্যা দুহিতা অম্বরমালা নাম।)

রাজা—(স্বগতম্) মন্যে দেবী উপহসিতুমেনমিচ্ছতি। তজ্জোষমাস্মহে। বর্ধতাং পরিহাসলতা।

ততঃপ্রবিশতি চেটী)।

(পরিক্রম্য পুরতোঽবলোক্য) কধং এস দেবী চারাঅণবহ্মণেণ সমং কোদূহলকরস্স তুসারপুঞ্জস্স জ্জেব সন্নিহিদো বট্টদি। তা বিণবেমি, দেবীসংদিঠ্ঠং। (উপসৃত্য) জঅদু জঅদু ভট্টা। দেবী বিণ্ণবেদি চারাঅণো দুদীঅবিআহে বিআহিদুমারদ্ধো তাতুম্হেহিং বরইত্তকেহিং হোদব্বং রদস্স জ্জেব এক্কাত্র গোহিণীএ কদং কদলীঘলং তা পবিসদু দেবী দেবী সপরিঅণা তহিং বট্টদি (ইতি প্রবেশং নাটয়তি)। (কথমেষ দেবশ্চারায়ণব্রাহ্মণেন সহ কৌতূহলকৃতস্য তুষারপুঞ্জস্যৈব সন্নিহিতো বর্তত, তদ্বিজ্ঞাপয়ামি দেবীসন্দিষ্টম্। জয়তু জয়তু ভর্তা। দেবী বিজ্ঞাপয়তি, চারায়ণো দ্বিতীয়বিবাহে বিবাহিতুমারব্ধো তদ্যুষ্মাভির্বরয়িতৃভির্ভবিতব্যম্। এতস্যৈব একয়া গেহিন্যা কৃতং কদলীগৃহং তৎপ্রবিশতু দেবী সপরিজনা তত্র বর্ততে।)

(ততঃ প্রবিশতি দেবী কৃতবধূটীবেশশ্চেটো বিভবত চ পরিবারঃ।)

দেবী—হলা মেহলে! কুণীঅদু জামাদুণো মুহাবলোঅণং। (হলা মেখলে! ক্রিয়তাং জামাতুর্মুখাবলোকনম্।)

মেখলা—(তথাবিধায় শিরসি চাঘ্রায়)। অজ্জ চারাঅণ! অবণেসু রত্তং সুঅং কুণসু তারামেলণং। (আর্য চারায়ণ! অপনয়স্ব রক্তাংশুকং কুরুষ্ব তারামেলনম্।)

বিদূষকঃ—(তথা করোতি)।

দেবী—মেহলে! তুরিদং দেবাবেসু ভামরীও জেণ পজ্জলিদে হুদবহে লাঅংজলীও মুংচেদি। (মেখলে! ত্বরিতং দাপয়স্ব ভ্রামর্যঃ যেন প্রজ্বলিতে হুতবহে লাজাঞ্জলয়ো মুচ্যন্তে।

বিদূষকঃ—দুদীঅবহ্মণি ধুবংসত্তরিসিমংডলং চ পেক্খ। (দ্বিতীয়ব্রাহ্মণি ধ্রুবং সপ্তর্ষিমণ্ডলং চ প্রেক্ষস্ব।)

চেটঃ—(বিলোক্য) দিঠ্ঠধুত্ত দিঠ্ঠে সত্তরিসিমংডলো সংবুত্তোম্হি (দৃষ্টধ্রুবো দৃষ্টসপ্তর্ষিমণ্ডলশ্চ সংবৃত্তোঽস্মি।)

বিদূষকঃ—অয়ি মুদ্ধে! দিঠ্ঠধুআ চিঠ্ঠসত্তরিসিমংডলা সংবুত্তা হিম্মি ত্তি ভণ। (অয়ি মুগ্ধে! দৃষ্টধ্রুবা দৃষ্টসপ্তর্ষিমণ্ডলা সংবৃত্তাঽস্মীতি ভণ।)

(চেটবিদূষকৌ পুনঃপুনস্তথাভিদধতঃ)।

চেটঃ—অজ্জ চারায়ণ! দেবীদাসী বংধুলো কখু অহং তুএ পরিণীআমি। ণ সুণীঅদি দীবংতরে বি এসাবত্থা তং পুরিসো পুরিসং পরিণেদি ইত্থিয়া চ ইত্থিঅং অংবরমালাংউণ অংবরমালা জ্জেব। (আর্য চারায়ণ! দেবীদাসো বন্ধুলঃ খল্বহং ত্বয়া পরিণীয়ে ন শ্রূয়তে দ্বীপান্তরেঽপ্যেষাবস্থা যৎ পুরুষঃ পুরুষং পরিণয়তি স্ত্রী চ স্ত্রিয়মম্বরমালাঃ পুনরম্বরমালৈব।)

বিদূষকঃ—আঃ দাসীএ দুহিদে! বুট্টিণি! বভ্মরিণি! টেটেটেং টাকারিণি! দুট্ঠুসংঘলিদে!

বিসমকত্তরি ! ছলিদ ম্হি তুএ তা রক্খিঅস্স অত্তাণং । (আঃ দাস্যা দুহিতঃ ! কুট্টনি ! ভ্রমরিণি ! টেটেটেটেংটাকারিণি ! দুষ্টসংঘট্টিতে । বিষমকর্ত্তি ! ছলিতোঽস্মি ত্বয়া তদ্ রক্ষস্বাত্মানম্ ।)

(সর্বে হসন্তি) ।

বিদূষকঃ-দেবি ! বিলক্ষণঃ ক্রুদ্ধশ্চারায়ণঃ কুবলয়ববীথীং প্রতিগতঃ । অস্মাভিরপি গন্তব্যম্ । তৎ কেনচিৎ কপূরদ্বীপাদাগতেন নরেন্দ্রেণ সিদ্ধৌষধিমাধবী-লতামণ্ডপো মাঞ্জিষ্ঠস্তবকালংকৃতঃ কৃতস্তদদৃষ্টপূর্বকং চরিতমবলোকয়িতুং প্রিয়-বয়স্যমাবর্জয়িতুং চ গচ্ছামঃ । ত্বং পুনস্তদদ্ভুতং প্রদোষে দ্রক্ষ্যসি ।

দেবী-কুরংগিএ ! দেবতাদুদীঅস্স দেবস্স পাস্সপডিবত্তিণী হোহিং ইতি সপরিবারা নিষ্ক্রান্তা । (কুরঙ্গিকে দেবতাদ্বিতীয়স্য দেবস্য পার্শ্বপরিবর্তিনী ভব ।)

কুরঙ্গিকা-(পরিক্রামিতকেন । অঅং অজ্জচারাঅণো ণোমালিআগুম্মন্তরে বরহী বিঅ মুহমেত্তণিলীণো চিঠ্ঠদি । অয়মার্যচারায়ণো নবমালিকাগুল্মান্তরে বর্হীব মুখমাত্রনিলীনস্তিষ্ঠতি ।)

রাজা-তদানয়ৈনম্ ।

কুরঙ্গিকা-(কিঞ্চিদুপসৃত্য) ভো ! অম্বরমালাবল্লহ ! দেবী বাহরদি ইত্যঞ্চলে কর্ষতি । ।

(ভো অম্বরমালাবল্লভ ! দেবী ব্যাহরতি ।)

বিদূষকঃ-আঃ দুট্ঠদাসি ! ভবিস্সকুট্টণি ! তুমং পি মং উঅহসসি, তা তুহ্মারিসজণহি-অঅকুডিলেন দণ্ডকঠ্ঠেণ ঝত্তি তাডইস্সং । (আঃ দুষ্টদাসি ! ভবিষ্যকুট্টনি ! ত্বমপি মামুপহসসি, তদ্ যুষ্মাদৃশজনহৃদয়কুটিলেন দণ্ডকাষ্ঠেন ঝটিতি তাড়য়িষ্যে ।)

রাজা-কুরঙ্গকে ! দেবীমনুবর্তস্ব তৎপরিবারে ক্রুদ্ধশ্চারায়ণঃ ।

কুরঙ্গিকা-(নিষ্ক্রান্তা, পরিক্রামিতকেন) ।

বিদূষকঃ পিঅবঅস্সবিণোদত্থং মহামন্তিকারিদা রঅণবদী ণাম চউক্কিআ কিং উণ কীএ বি সদেবদস্ব এসা (প্রিয়বয়স্যবিনোদার্থং মহামন্ত্রিকারিতা রত্নবতী নাম চতুষ্কিকা কিংপুনঃ কয়াপি সদেবতৈবৈষা ।)

রাজা-(বিলোক্য স্বগতম্) হৃদয় ! দিষ্ট্যা বর্ধসে স্বপ্নদৃষ্টজনপ্রত্যক্ষদর্শনেন ।তাং প্রতি) সখে চারায়ণ ! সৈবেয়মস্মন্মনঃশিখণ্ডিতাণ্ডবয়িত্রী বর্ষালক্ষ্মীঃ । ইদমন্যত্তে কথয়ামি । নিপুণপ্রজাপতিনির্মাণমেষা । যতঃ—

চন্দ্রো জড়ঃ কদলিকাণ্ডমকাণ্ডশীত-
মিন্দীবরাণি চ বিমুদ্রিতবিভ্রমাণি ।
যেনাক্রিয়ন্ত সুতনোঃ স কথং বিধাতা
কিং চন্দ্রিকাং রুচিদশীতরুচিঃ প্রসূতে ? ॥ ৪ ॥

অপি চাস্যাঃ খলু লক্ষয়ামি তামিয়ং বয়োবস্থামলংকুরুতে । যস্যাং দিবানিশমভিনবা-কল্পবিকল্পগতমানসা তিষ্ঠতি ।

উত্তালালকভঞ্জনানি কবরীপাশেষু শিক্ষারসো
দন্তানাং পরিকর্ম নীবিনহনং ভ্রূলাস্যযোগ্যাগ্রহঃ ।
তির্যগ্লোচনচেষ্টিতানি বচসাং ছেকোক্তিসংক্রান্তয়ঃ
স্ত্রীণাং শ্লাঘ্যতি শৈশবে প্রতিকলং কোঽপ্যেষ কেলিক্রমঃ ॥ ৫ ॥

বিদূষকঃ—(আকারমাকলয্য স উপহাসম্) এহি পুরতো ভবীঅ দেবীসআসং গচ্ছহ্ন। (এহি পুরতোভূত্বা দেবীসকাশং গচ্ছাবঃ।)

রাজা—সখে! পশ্যামস্তাবৎ।

বিদূষকঃ—কিং তুমং অধুব্বয়বলীবদ্দো বিঅ ঠ্‌ঠাণে ঠ্‌ঠাণে শশন্তো ভবসি তা গুড়চীদংড বিঅ ভবং ইধ জ্জেব্বপ্পোহ প্পরোহদু অহং উণ দেবীসআসং গচ্ছেহ্ন। (কিং ত্বং অপূর্বহবলীবর্দ ইব স্থানে স্থানে শ্রান্তো ভবসি, তদ্ গুড়ূচীদণ্ড ইব ভবানত্রৈব প্ররোহতু অহং পুনর্দেবীসকাশং গচ্ছামি।)

রাজা—সর্বং সম্ভাব্যতে ত্বয়ি কিং মধুনং কুসুময়তি।

বিদূষকঃ—(বিহস্য পুরোঽবলোক্য চ) ভো উপ্ফালসংফালাঈ করেদুং লগ্গা। (ভো উৎফালসংফালানি কর্তুং লগ্না।)

রাজা—(বিহস্য। কন্দুকেন ক্রীড়তি। তথাহি)।

অমন্দমণিনূপুরক্বণনচারুচারিক্রমং
ঝণঝ্ঝণিতমেখলাস্খলিততারহারচ্ছটম্।
ইদং তরলকঙ্কণাবলিবিশেষবাচালিতং
মনো হরতি সুভ্রুবঃ কিমপি কন্দুকক্রীড়নম্ ॥ ৬ ॥

বিদূষকঃ—এব্বং জ্জেব। (এবমেবৈতৎ।)

চঞ্চলচলণচল্লিবক্কিমবেল্লিদচোলঅঞ্চলং
বেল্লিব্র বেণিবল্লিহল্লাবণঘুম্মিঅইধুমল্লিতং।
রেহদ ঘণঘণংতরসণাবলিকিংকিণিঅংকণুচ্চঅং
চংদমুদীএ মঅণরংগংগণং গেংদুঅকেলিতাংডবং ॥ ৭ ॥
(চঞ্চলচরণচারিবিক্রমবেল্লিতচোলাঞ্চলং
বল্লনশীলবেণিবল্লীচালনধুতবিচকিলমল্লিকম্।
রাজতে ঘনঘনদ্রসনাবলিকিঙ্কনীকঙ্কণোচ্চয়ং
চন্দ্রমুখ্যা মদনরঙ্গাঙ্গণং গেন্দুককেলিতাণ্ডবম্) ॥ ৭ ॥

রাজা—

অস্যাঃ স্বেদাম্বুবিম্বচ্যুততিলকতয়া ব্যক্তবক্তেন্দুকান্তে
র্বারংবারেণ বেগপ্রহণনগণনাকেলিবাচালিতায়াঃ।
তৎপ্রাতোত্থানতালক্রমনমিতদৃশস্তাণ্ডবোত্তালতালী—
লালিত্যাল্লোভিতাঃ স্মঃ প্রতিকলমমুনা কন্দুকক্রীড়িতেন ॥ ৮ ॥

(ভূয়ো বিভাব্য)। অহহ! মহতা বেগেন বর্ততে।

চেলাঞ্চলেন চলহারলতাপ্রকাণ্ডে—
র্বেণীগুণেন চ বলাদ্বলয়ীকৃতেন।
হেলাহিতভ্রমরকভ্রমমণ্ডলীভি—
শ্ছত্রত্রয়ং রচয়তীব চিরং নতভ্রূঃ ॥ ৯ ॥

(পুনর্নিরূপ্য)

স্মরশরাধিনিকাশং কর্ণপাশং কৃশাঙ্গী
রয়বিগলিততালীপত্রতাড়ঙ্কমেকম্।
বহতি হৃদয়চোরং কুঙ্কুমন্যাসগৌরং
বলয়িতমিব নালং লোচনেন্দীবরস্য ॥ ১০ ॥

বিদূষকঃ–ভো বিরদা গেংদুঅখেলণাদো। (ভো বিরতা গেণ্ডুকখেলনাৎ)।

রাজা–ন কেবলং বিরতা সখী কিং তু করতলন্যস্ত-পাণিপদ্মা সপ্রত্যভিজ্ঞমিবাস্মানালোকয়তি চ।

পশ্য–

বক্তশ্রীজিতজর্জরেন্দুমলিনং কৃত্বা করে কন্দুকং
ক্রীড়াকৌতুকমিশ্রভাবমনয়া তাম্রং বহন্ত্যাননম্।
ভৃঙ্গাগ্রগ্রহকণ্টকেতকদলস্পর্ধাবতীনাং দৃশা
দীর্ঘাপাঙ্গতরঙ্গনৈকসুহৃদামেষোহস্মি পাত্রীকৃতঃ ॥ ১১ ॥

বিদূষকঃ–তা এহি অণুসরম্হ সুংদরীং। উব্ভিজ্জদু পেম্মদুদ্দোনী ঘুট্টীঅদু দিট্ঠীএ পীউসগংডুসো দিজ্জদু মঅণস্স হত্থালবো পঅট্টদু পংচমঝংকারাহিআরো ভোদু বিরহাউলো পরিচারিআবগ্গো মুচ্ছদু মঅরদ্ধঅসংবন্ধিগ্গহচিংতা বাকউদাএ কংঠট্ঠিদজীবিদো চারাঅণবম্হণো। (তদেহি অণুসরাবঃ সুন্দরীম্। উদ্ভিদ্যতাং প্রেমদ্রোণীঃ, পীয়তাং দৃষ্টয়া পীযূষগণ্ডূষং, দীয়তাং মদনস্য হস্তালম্বঃ, প্রবর্ততাং পঞ্চমঝঙ্কারাধিকারো, ভবতু বিরহাকুলঃ পরিচারিকাবর্গো, মূর্ছতু মকরধ্বজসম্বন্ধিগ্রহচিন্তা ব্যাপৃততয়া কণ্ঠস্থিতজীবিতশ্চারায়ণব্রাহ্মণঃ)।

(পরিক্রম্য সোপানাবতরণং নাটয়তঃ)

বিদূষকঃ–অদেবং দেবউলং অণকখরো লেহো জদো ন দীসদি সা। (অদেবং দেবকুলমনক্ষরো লেখো যতো ন দৃশ্যতে সা)।

রাজা–দৃষ্টা হরিশ্চন্দ্রপুরী প্রণষ্টা চ।

বিদূষকঃ–এহি নিউনং নিরূপহ্ম। সা কহিং পি তংভংতরিদা চিট্ঠদি। (চতুর্দিশমবলোকিতবেন। এহি নিপুণং নিরূপয়াবঃ। সা কুত্রাপি স্তম্ভান্তরিতা তিষ্ঠতি)।

রাজা– (সবিষাদং ভুবমবলোক্য)

ইয়ং চরণকুঙ্কুমচ্ছুরিতকুট্টিমা মেদিনী
নিবেদয়তি কন্দুকব্যতিকরং কুরঙ্গীদৃশঃ।
হহা কিমিদমদ্ভুতং ন চ কৃশোদরী দৃশ্যতে
ভবত্যবগতং স্মরং সৃজতি মোহমায়ামিমাম্ ॥ ১২ ॥

(সন্তোষমভিনীয় সমন্তাদবলোক্য চ)

শিখামণিরিতোহরুণস্তলকরতায়ং মেদিনী–
মিতো ললিতগুম্ফনাস্তরলবেণিবান্তাঃ স্রজঃ।
ইতশ্ছুরিতমন্তরং ত্রুটিতহারমুক্তাফলৈ–
রিতঃ শ্রবণপাশতশ্চ তলপত্রমাস্তে চ্যুতম্ ॥ ১৩ ॥

বিদূষকঃ–সুঠ্ঠু কধু সুসন্নিবেসং বিঅ তালচ্ছদং। (আদায় প্রসার্য চ) কধং অকখরাংইং পি পিঅবঅস্স সুসন্নিবেশিতমিব তালচ্ছদম্। (কথমক্ষরাণ্যপি প্রিয়বয়স্য! যদি কালাক্ষরিকোহসি তৎপঠ, এতত্।)

রাজা– (বাচয়তি)

বিধত্তে সোল্লেখং কতরদিহ নাঙ্গং তরুণিমা
তথাপি প্রাগল্ভ্যং কিমপি চতুরং লোচনযুগে।

(বিভাব্য) অয়ে ! দ্বিপদীয়ং ন পুনরদ্যাপি চতুষ্পদী।

বিদূষকঃ—পোগংডআ বিঅ কোচ্চিরং উম্বজ্জাণুঅং চিটিস্সামো। তাএহি মত্তবারণীএ উঅবিসম্ভ (পোগণ্ডা ইব কিয়চ্চিরমূর্ধ্বজাণুকং স্থাস্যামঃ। তদেহি মত্তবারণ্যামুপবিশাবঃ)।

(তথা কুরুতঃ নেপথ্যে)

যত্তালীদলপাকপাণ্ডু বদনং যদ্ দুর্দিনং নেত্রয়ো-
র্যৎপ্রেঙ্খোলিতকেলিপংকজবনাঃ শাখাঃ প্রসর্পন্তি চ।
গৌরী ক্রুধ্যতু বর্ততে যদি ন তে তৎ কোঽপি চিত্তে যুবা
ধিক্ ধিক্ ত্বাং খলু পাংসুখেলনসখীলোকেঽপি যন্নিহ্নবঃ ॥ ১৪ ॥

বিদূষকঃ—(চমৎকৃত্য) ভো সিহাবংধং করেহি অমাণুসী বাণী সুণীঅদি। (ভো শিখাবন্ধং কুরু, অমানুষী বাণী শ্রূয়তে)।

রজো—ভিত্যন্তরিতঃ কশ্চিদভিধত্তে।

বিদূষকঃ—ভো কক্খাণেহি মে (ভো ব্যাচক্ষ্ব মে)।

রাজা—কাচিৎ ক্বচিদনুরক্তা লজ্জাবতী চ বয়স্য ! ভিন্নরহস্যা ক্রিয়তে।

নেপথ্যে—(সবাকূতম্) সহীও ! কিং তথ অলিঅং সংভাবেধ ? (সখ্যঃ ! কিমত্রালোকং সম্ভাব্যতে ?)

রাজা—বয়স্য ! শ্রুতম্।

বিদূষকঃ—হীহী ভো এদং কখু পংডিদা অলিঅবিঅপ্পেহিং ফলচুক্কা বিঅ মক্কলা মূলনলহংতা পল্লবগ্গাহিণো হোতি, মুক্খা উণ ফণসবণপালআ বিঅ মূলমণুসরংতা ফলং পাবংতি, তা সুনু অব্বুদং জ্জেব্ব বক্খাণইস্সং। ন কখু এদং সামণ্ণজণবঅণং তুমং জ্জেব্ব ভনীঅসি ন কখু মিঅলংছনমুঝ্ঝাঅ সসিকংতপুত্তলিআ বন্ধনিঝ্ঝরা প্পসরদি। (হী হী ভো এতদ্ খলু পণ্ডিতা অলীকবিকল্পৈবিস্মৃতফলা ইব মর্কটা মূলমলভন্তঃ পল্লবগ্রাহিণো ভবন্তি। মূর্খাঃ পুনঃ পনসবনপালকা ইব মূলমনুসরন্তঃ ফলং প্রাপ্নুবন্তি, তৎ শৃণু অব্রুতমেব ব্যাখ্যাস্যামঃ। ন খলু এতৎ সামান্যজনবচনং ত্বমেব ভণ্যসে ন খলু মৃগলাঞ্ছনমূঝিয় শশিকান্তপুত্তলিকাবন্ধনির্ঝরা প্রসরতি)।

রাজা—তদিদং তর্কে, অনাকরে পদ্মরাগরত্নম্।

(পুনর্নেপথ্যে)

কহং তক্কালপফুড়িদসিপ্পিসংপুড়ুম্মুক্কমোত্তিঅচ্ছাআ।
থক্কংতু তুহ ধোঅংজণানং নঅনানং বাহকণা ॥ ১৫ ॥
(কথং তৎকালস্ফুটিতশুক্তিসম্পুটোন্মুক্তমৌক্তিকচ্ছায়াঃ।
বিরমন্তু তব ধৌতাঞ্জনয়োর্নয়নযোর্বাষ্পকণাঃ ॥ ১৫ ॥

সক্কিসিহি কহং ণু পেক্খিদুং পারদরসচ্ছিত্তকংচনচ্ছাঅং।
তনুকদলীএ পরিপংডুরত্তণং ডিংভহরিণচ্ছি ॥ ১৬ ॥
(শক্ষ্যতং কথং নু প্রেক্ষিতুং পারদরসসিক্তকাঞ্চনচ্ছায়ম্।
তনুকদল্যাঃ পরিপাণ্ডুরত্বং ডিম্ভহরিণাক্ষি ! ॥ ১৬ ॥)

কহং নু তত্ত তরলিজ্জংতি কেলিপংকেরূহংনকখলনেন।
নীসাস কঠিণঅ হারলটিসংঠানবহিমানা ॥ ১৭ ॥

(কথং ন্ত্বয়া তরলীয়ন্তে কেলিপঙ্কেরুহাগ্রগ্রখলনেন ।
নিঃশ্বাসাঃ কণ্ঠা হারযষ্টিসংস্থানপরিমাণাঃ ॥ ১৭ ॥)
পসিঢিলনীবিঅকংচুঅত্তণঃ কহং ন্ন্ পফুরই দেহদোব্বল্লং ।
অংগং পুন দিনহরিণংকবিংবপরিপংড়ুরং কহং ন্ন্ হোই ॥ ১৮ ॥
ইঅ তুহ বিজ্জাহরমল্লদংসনেন পফুডিমমাও ভংগীও ।
ন বিণা চংদং সেহালিআএ বিঅসংতি কুসুমাইং ॥ ১৯ ॥
(প্রসিথিলনীবিককঞ্চুতং কথং ন্ন্ স্ফুরতি দেহদৌর্বল্যম্ ।
অঙ্গং পুনর্দিনহরিণাঙ্কবিম্বপরিপাণ্ডুরং কথং ন্ন্ ভবতি ॥ ১৮ ॥)
(ইহ তব বিদ্যাধরমল্লদর্শনেন স্ফুটিমমা ভঙ্গ্যঃ ।
ন বিনা চন্দ্রং শেফালিকায়া বিকসন্তি কুসুমানি ॥ ১৯ ॥)

বিদূষকঃ—সিবিনঅদিঠ্ঠা নোলমদোলিনী বিন্ধসংচারিদসালভঞ্জিঅত্তনেন থলন্তরে পরিণদা গেংদুঅখেলিনী কঅকব্ববংধরঅনা সা জ্জেব এসা তুব্র আলকিখদা তুহ চিত্তং অকিখবদি। (স্বপ্নদৃষ্টা দোলান্দোলিনী বিন্ধসঞ্চারিতশালভঞ্জিকাত্বেন স্থলান্তরে পরিণতা গেন্দুকখেলিনী কৃতকাব্যবন্ধরচনা সৈবৈষা ত্বয়া আলক্ষিতা তব চিত্তমাকর্ষতি)।

নেপথ্যে—সহি মিঅংকাবলি! তা মএ সংপদং নিসঠ্ঠিথাএ দূদীএ হীদব্বং। (সখি মৃগাংকাবলি! তন্ময়া সাম্প্রতং নিসৃষ্টার্থয়া দূত্যা ভবিতব্যম্)।

রাজা—সৈবেয়মস্মন্মনসি মন্মথেনেদানীমুৎকীর্যতে মৃগাংকাবলীতি পঞ্চাক্ষরী ।

নেপথ্যে—রইদা মএ তুহাবত্থাণিবেদণত্থং মহারাঅপুরদো পঢণিজ্জা দুবে সিলোআ তে পিয়সহীএ সুণীঅদু। (রচিতৌ চ ময়া তবাবস্থানিবেদনার্থং মহারাজপুরতঃ পঠনীয়ৌ দ্বৌ শ্লোকৌ তৌ প্রিয়সখ্যা শ্রূয়তাম্ ।)

চন্দ্রং চন্দনকর্দমেন লিখিতং সংমার্ষ্টি দষ্টাধরা
কামঃ পুষ্পশরঃ কিলেতি সুমনোবর্গং লুনীতে চ যৎ ।
বন্দাং নিন্দতি যচ্চ মন্মথমসৌ ভঙ্ক্তোগ্রহস্তাঙ্গুলী—
স্তৎকামং সুভগ! ত্বয়া বরতনুর্বাতূলতাং লম্ভিতা ॥ ২০ ॥

অপি চ,

তাপোঽন্তঃপ্রসৃতিংপচঃ প্রচয়বান্ বাষ্পঃ প্রণালোচিতঃ
শ্বাসাঃ কম্পিতদীপবর্তিকলিকাঃ পাণ্ডিম্নি মগ্নং বপুঃ ।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি রাত্রিমখিলাং ত্বন্মার্গবাতায়নে ।
হস্তচ্ছত্রনিরুদ্ধচন্দ্রমহসস্তস্যাঃ স্থিতির্বর্ততে ॥ ২১ ॥

বিদূষকঃ—অহং উণ জাণে অনুপ্পবিস্সীঅ অম্হে ছলিদুমিহ সুবণ্ণচউক্কিআসংক্কংতা কে বি বহ্মরকখসা জম্পংতি। ভূঅপ্পিআ অ সংঝা সণ্ণিহিদা বট্টদি, তা ওদরহ্ম। (অহং পুনর্জানে অনুপ্রবিশ্যাস্মান্ ছলিতুমিহ সুবর্ণচতুষ্কিকাসংক্রান্তাঃ কেঽপি ব্রহ্মরাক্ষসা জল্পন্তি। ভূতপ্রিয়া চ সন্ধ্যা সন্নিহিতা বর্ততে, তদবতরামঃ।)

রাজা-যথাহ ভবানিতি উভাববতরণং নাটয়তঃ ।

নেপথ্যে—সুখায় সায়ন্তনসন্ধ্যা ভবতু দেবস্য। সম্প্রতি হি—

নির্যদ্বাসরজীবপিণ্ডকরুণাং বিভ্রৎকবোষ্ণৈঃ করৈ—
র্মাঞ্জিষ্ঠং রবিবিম্বমম্বরতলাদস্তাচলং চুম্বতি ।

কিন্তু স্তোকতমঃ কলাপকলনাশ্যামায়মানং মনাগ্
ধূমশ্যামপুরাণচিত্ররচনারূপং জগজ্জায়তে ॥ ২২ ॥

অপি চ,

সৈরিন্ধ্রী করকুন্টকঙ্কণসরন্ধ্রীরধ্বনিঃ সন্তরদ্
দূতীসূত্রিতসন্ধিবিগ্রহবিধিঃ সোল্লাসলীলাধরঃ।
বারস্ত্রীজনসজ্জ্যমানশয়নঃ সন্নদ্ধপুষ্পায়ুধঃ
শ্রীখণ্ডদ্রবধৌতসৌধতলিমো রম্যঃ ক্ষণো বর্ততে ॥ ২৩ ॥

রাজা—সন্ধ্যামুপাসিতুং দেবীভবনমেব গচ্ছামঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।)

ইতি শ্রীকবিরাজরাজশেখরবিরচিতায়াং
বিদ্ধশালভঞ্জিকাভিধনাটিকায়াং দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

× × × × × × × × × × × × তৃতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি চেটী)

চেটী—(পরিক্রম্য) কো বিঅ কালো বট্টদি পিঅসহীএ বিঅক্খণাএ দিঠ্ঠাএ উক্কংঠাভরেণ অ সসিঅরকরং বিজ্জমাণং বিঅ করিদংমুসলং ফুট্টণভূইঠ্ঠং বট্টদি মে হিঅঅং, তা কহিং কখু তাং পেক্খিস্সং (পুরোঽবলোক্য) কধং এসা পিয়সহী কিং পি মংতঅংতী আঅচ্ছদি। (কোঽপি চ কালো বর্ততে প্রিয়সখ্যা বিচক্ষণায়া দৃষ্টায়া উৎকণ্ঠাভরেণ চ শশিকরকরং ব্যজ্যমানমিব করিদন্তমুসলং স্ফুটনভূয়িষ্ঠং বর্ততে মে হৃদয়ং, তৎ কুত্র খলু তাং প্রেক্ষিষ্যে। কথমেষা প্রিয়সখী কিমপি মন্ত্রয়ন্ত্রী আগচ্ছতি।)

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টা দ্বিতীয়া চেটী)

চেটী—(স্বগতম্) অহো মহামংতিণো পহুকজ্জে ণিরদিসআ ভত্তী। (অহো মহামন্ত্রিণঃ প্রভুকার্যে নিরতিশয়া ভক্তিঃ।)

প্রথমা—কধং মহাভাঅধেঅজণকজ্জসিদ্ধী বিঅ চিংতিদোবণদা পিঅসহী। (স্বগতম্) তা পচ্ছা ভবিঅ ণঅণাইং সে পিহাইস্সং। (তথা করোতি)। (কথং মহাভাগধেয়জনকার্যসিদ্ধিরিব চিন্তিতোপনতা প্রিয়সখী, তৎপ্রশ্চাদ্ভূত্বা নয়নান্যস্যাঃ পিধাস্যে।)

দ্বিতীয়া—পিঅসহীএ সুলক্খণাএ বিঅ করপ্ফংসো (প্রকাশম্) সহি সুলক্খণে! জাণিদাসি তা মুংচ ণঅণাইং। (প্রিয়সখ্যাঃ সুলক্ষণায়া ইব করস্পর্শঃ। সখি সুলক্ষণে! জ্ঞাতাসি, তন্মুঞ্চ নয়নানি।)

সুলক্ষণা—(নয়নে পরিত্যজ্য সপ্রণয়কোপম্) হলা বিঅক্খণে! এত্তহমেত্তে বি সলিলসিত্তসণগুণগেংঠিগাটে বি সিণেহে কধং উব্ভিন্নসিহা খংজরীটী বিঅ অদংসণা চিট্ঠসি? তা এসা দে কুবিস্সং। (হলা বিচক্ষণে! এতাবন্মাত্রেঽপি সলিলসিক্তশণগুণগ্রন্থিগাঢ়েঽপি স্নেহে কথমুদ্ভিন্নশিখাখঞ্জরীটীবাদর্শনা তিষ্ঠসি? তদেষা তে কুপিষ্যে।)

বিচক্ষণা—(সপ্রশ্রয়ম্)। পিঅসহি সুলকখণে! মা কুপ্য. মহামংতিভাগুরাঅণণিত্তও এত্থ অবরজ্ঝিদিণ উণ অহং। (প্রিয়সখি সুলক্ষণে! মা কুপ্য, মহামন্ত্রিভাগুরায়ণ-নিয়োগোহত্রাপরাধ্যাতি ন পুনরহম্।)

সুলক্ষণা—(সোপহাসম্) কোতুম্হাহিংতো অণ্ণো ছগুণ্ণঅনিউণো? (কো যুষ্মত্তোহন্যঃ যাড়্গুণ্যনিপুণঃ?)

বিচক্ষণা—অম্হারিসজণজোগ্গং মহিলাছগুণ্ণঅং কখু এদং। (অস্মাদৃশজনযোগ্যং মহিলা-যাড়্গুণ্যং খল্বেতৎ।)

সুলক্ষণা—মহিলাছগুণ্ণএণ জই মহিলাঅণস্স অদংসণং তা অম্হারিসীও অকিখিহিং বি ণ দীসংতি। (মহিলাষাড়্গুণ্যেন যদি মহিলাজনস্যাদর্শনং ততোহস্মাদৃশ্যোঽক্ষিভি-রপি ন দৃশ্যন্তে।)

বিচক্ষণা—অধ দে কীদিসং মহিলাছগুণ্ণঅং? (অথ তে কীদৃশং মহিলাষাড়্গুণ্যম্?)

সুলক্ষণা—তুমং ভণ দাব উণ অহং ভণিস্সং, পঠমং সহআরমংজরীও উব্ভিজ্জংতি পচ্ছা তা চুংবিণী কলঅংঠী কংঠমুদ্দং সিঠিলীকরেদি। (ত্বং ভণ তাবৎ পুনরহং ভণিষ্যে, প্রথমং সহকারমঞ্জর্য উদ্ভিদ্যন্তে পশ্চাত্তচ্চুম্বিনী কলকণ্ঠী কণ্ঠমুদ্রাং শিথিলীকরোতি।)

বিচক্ষণা—তা সুণু-অহমেঅদা ভঅবদা ভাগুরাঅণেণ সবহুমাণ ভণিদা, জধা, বিঅকখণে! তুএ অম্হাণং রাঅরহস্সে সহাঙ্জং কাদব্বংতি। (তৎ শৃণু—অহমেকদা ভগবতা ভাগুরায়ণেন সবহুমানং ভণিতা, যথা বিচক্ষণে! ত্বয়াস্মাকং রাজরহস্যে সাহচর্যং কর্তব্যমিতি।)

সুলক্ষণা—অহো দে মতিবিহবো জেণ মহামংতী বি এদং সংভাবেদি। কা বণ্ণনা বকুলাবলী সুরহিগংধুগ্গার ত্তি। (অহো তে মতিবিভবো যেন মহামন্ত্র্যপি এতৎ সম্ভাবয়তি। কা বর্ণনা বকুলাবলী সুরভিগন্ধোদ্‌গারেতি।)

বিচক্ষণা—যদো বিণত্তবণদাএ মএ তধেত্তি পডিবণ্ণং. কধিদং অ মে তেণ, জধা, এসো জো বিঅংকবম্মা মিঅংকাবল ত্তি। (যতো বিনয়োপনতয়া ময়া তথেতি প্রতিপন্নং, কথিতং চ মে তেন, যথা, এষ যো মৃগাঙ্কবর্মা সা মৃগাঙ্কাবলীতি।)

সুলক্ষণা—তদো তদো? (ততস্ততঃ?)

বিচক্ষণা—তদো তং পরিণীঅ মহারাঅসিরিবিজ্জাহরমল্লদেবেন মহিঅলচক্কবত্তিণা হোদব্বং, তা তুএ তস্স কদাচিদ্ কিদভবণভিত্তিসংচারে বাসহরে দংসিদব্ব, জেণ দেবস্স সিবিণআবগমো হোদি, কজ্জংতরঠ্ঠাণাইং দে হরদাসো কধইস্সদি. এদস্সিং মহারাঅকজ্জরহস্সে তুমং তীএ বি পিঅসহী তথ রাঅকজ্জসাহজ্জ বিঅ অত্থীঅসি ণ হু সোবাণবংতিমংতরেণ বলহীএ সমারোহো। মএ তদো হরদাসকধিদকজ্জাণুসারেণ সা সবিস্সংভং ভণিদা, জধা, সহি মিঅংকাবলি! ইহ বাসহরে মকরন্ধত্ত ওদরদি, তং অ দঠ্ঠূণ কংটা হিকঠ্ঠিদেণ হারউসুমদামেণ তুএ অঞ্জিদব্বো, জেণ দে এদা দিসো কংতো হোদি. তএ বি তহ অবভুবঅদং, কিদং অ, উণ হিংদোলএ দংসিদা, কেলিকৈলাসভবণে সুঠিদপফলিহভিত্তিসু অত্তণো চিত্তং লেহাবিদা, খংভগবভ-সংচারেণ তত্তদ্ ভণাইদা পটা বিদা অ। (ততস্তাং পরিণীয় মহারাজশ্রী-বিদ্যাধরমল্লদেবেন মহীতলচক্রবর্তিনা ভাবিতব্যং তত্ত্বয়া তস্য কদাচিৎ কৃতভবনভিত্তি-

গর্ভসঞ্চারে বাসগৃহে সা দর্শয়িতব্যা, যেন দেবস্য স্বপ্নাবগমো ভবতি. কার্যান্তর-স্থানানি তে হরদাসঃ কথয়িষ্যতি, এতস্মিন্ মহারাজকার্যরহস্যে ত্বং তস্যা অপি প্রিয়সখী তত্র রাজকার্যসাহায্যমিবার্থ্যসে, ন খলু সোপানপংক্তিমন্তরেণ বলভ্যাঃ সমারোহঃ। ময়া ততো হরদাসকথিতকার্যানুসারেণ সা সবিস্রম্ভং ভণিতা, যথা, সখি মৃগাঙ্কাবলি! ইহ বাসগৃহে মকরধ্বজোঽবতরতি তং চ দৃষ্ট্বা কণ্ঠাকৃষ্টেন হার-কুসুমদাম্না ত্বয়ার্জয়িতব্যং যেন তে এতাদৃশঃ কান্তো ভবতি, তয়াপি তথাঽভ্যুপ-গতং, কৃতশ্চ, পুনর্হিন্দোলায়াং দর্শিতা কেলিকৈলাসভবনে সুস্থিতস্ফটিকভিত্তিষু আত্মনশ্চিত্রং লেখিতা গুপ্তগর্ভসঞ্চারেণ তত্তদ্ ভণায়িত্বা পাঠিতা চ।)

সুলক্ষণা—অধ তং বিবিহেহিং বিলাসেহিং পেক্খংতেণ মহারাএণ কিং পডিবন্নং (অর্থ তাং বিবিধৈর্বিলাসৈঃ প্রেক্ষতা মহারাজেন কিং প্রতিপন্নম্?)

বিচক্ষণা—জং কেলিঅরিণী চাড়ুকম্মচ্ছলিদো রণকরী পডিবজ্জেদি, তদো তরুণফো-ফল্লিছোল্লিদদবিড়সামলীদংতপংতিবিসদাসু মুদ্ধসমিজামিণীসু অসমংজসং বিপ্পলবদি, তধা তং। (যৎ কেলিকরিণীচাটুকর্মচ্ছলিতোঽরণ্যকরো প্রতি পদ্যতে, ততস্তরুণপুগত্বগুধর্ষিতদ্রাবিড়স্যামলীদন্তপঙ্‌ক্তিবিশদা সুমুগ্ধশশিযা-মিনীষু অসমঞ্জসং বিপ্রলপতি, তথা তং।)

(সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

জ্যোৎস্নাং শ্যামলিমানমানয়ত ভোঃ সান্দ্রৈর্মষীকূর্চকৈ-
র্মন্ত্রং তন্ত্রমথ প্রযুজ্য হরত শ্বেতোৎপলানাং স্মিতম্।
চন্দ্রং চূর্ণয়ত ক্ষণাচ্চ কণশঃ কৃত্বা শিলাপট্টকে
যেন দ্রষ্টুমহং ক্ষমে দশ দিশস্তদ্বক্ত্রমুদ্রাঙ্কিতাঃ॥ ১॥

সুলক্ষণা—তীএ উণ কা অবত্থা বট্টদি? (তস্যাঃ পুনঃ কাঽবস্থা বর্ততে?)

বিচক্ষণা—(সংস্কৃতমেবাশ্রিত্য)

সৌধাদুদ্বিজতে ত্যজত্যুপবনং দ্বেষ্টি প্রভামৈন্দবীং
দ্বারাৎ ত্রস্যতি চিত্রকেলিসদসো বেশং বিষং মন্যতে।
আস্তে কেবলমব্জিনীকিসলয়প্রস্তারশয্যাতলে
সংকল্পোপনমত্বদাকৃতিরসায়ত্তেন চিত্তেন সা॥ ২॥

সংপদং উণ তুমং কধেহি কীদিসং তং মহিলাহুগুগ্গঅং? (সাম্প্রতং পুনস্ত্বং কথয় কীদৃশং তন্মহিলাযাড়্‌গুণ্যম্?)

সুলক্ষণা—সুণু জাদিসং। একদাহং মহারাএণ কণ্ণে সপ্পসাদমাদিঠ্‌ঠা, জধা, ণ তুএ ভিণ্ণরহস্সা দেবী কাদব্ব ত্তি। (শৃণু যাদৃশম্। একদাহং মহারাজেন কর্ণে সপ্রসাদমাদিষ্টা, যথা, ন ত্বথা ভিন্নরহস্যা দেবী কর্তব্যেতি।)

বিচক্ষণা—কিং বিঅ তং? (কিমিব তৎ?)

সুলক্ষণা—তং জধা, অলিঅবিবাহবিলক্খো চারাঅণো দেবী ধাত্তেইঅং বি প্পদারিদু-মিচ্ছদি। তা দিণাবসাণসমএ তরুণনীরংধঅংধআরে কেসরতরুমারুহিঅ প্পমদু-জ্জাণভঙ্গগামিণী তএ মেহলা সাণুনাসিঅং ভণিদব্বা, জধা অয়ি মেহলে! ইহ বেসাহপুণ্ণিমাপ্পদোসে ভুজেন তুএ মরিদব্বংতি ভণিদা অ সা। (তদ্ যথা, অলোকবিবাহবিলক্ষশ্চারায়ণো ধাত্রেয়ীমপি প্রতারয়িতুমিচ্ছতি। তদ্দিনাবসানসময়ে নীরন্ধ্রান্ধকারে কেসরতরুমারুহ্য প্রমোদোদ্যানমধ্যগামিনী ত্বয়া মেখলা সানুনাসিকং

ভণিতব্যা, যথা, অয়ি মেখলে ! ইহ বৈশাখপূর্ণিমাপ্রদোস এব ত্বয়া মর্তব্যমিতি ভণিতা চ সা ।)

বিচক্ষণা—তদো তদো ? (ততস্ততঃ ?)

সুলক্ষণা—তদো তীএ সজ্ঝসবসবেবিদংগীএ কধং কধং পি তদোহিমুহং ভবিঅ কিদণিবিড়ঞ্জলিসংপুডাএ ভণিদং, ভঅবদি অসরীরিণি দিব্ববাণি ! মং অণুকংপংতীএ জধা মরণং তুএ জাণিদং জীবিদং বি মে জাণ । (ততস্তয়া সাধ্বসবশবেপিতাঙ্গ্যা কথং কথমপি ততোঽভিমুখীভূত্বা কৃতনিবিড়াঞ্জলিসম্পুটয়া ভণিতং, ভগবতি অশরীরিণি দিব্যবাণি ! মামনুকম্পয়ন্ত্যা যথা মরণং ত্বয়া জ্ঞাতং জীবিতমপি মে জানীহি ।)

বিচক্ষণা—তদো তদো ? (ততস্ততঃ ?)

সুলক্ষণা—তদো তধা জ্জেব কহিদং, জই গংধব্ববেআবিঅক্খণং বম্হণং গুরুণা সক্কারেণ অহিণংদিঅ পাত্রসুবলংযতী যন্তরমঝ্বদুআরেণ সঞ্চরদি তদা জীবিতলংভো ত্তি । (ততস্তথৈব কথিতং, যদি গান্ধর্ববেদবিচক্ষণং ব্রাহ্মণং গুরুণা সংকারেণাভিনন্দ্য পাদয়োঃ পতন্তী জঙ্ঘান্তরমধ্যদ্বারেণ সঞ্চরতি তদা জীবিতলম্ভ ইতি ।)

বিচক্ষণা—অহো দে বিঅক্খণত্তং ! জদো মুণিণো বি এবং সুমরংতি, পাদাহিং বম্হণস্স পবিত্তণং ত্তি । (অহো তে বিচক্ষণত্বম্ । যতো মুনয়োঽপ্যেবং স্মরন্তি, পাদাভ্যাং ব্রাহ্মণস্য পবিত্রত্বমিতি ।)

সুলক্ষণা—(বিভাব্য) অহো সে কিং পি কবডণাডঅকইত্তণং বম্হণস্স ! (অহোঽস্য কিমপি কপটনাটককবিত্বং ব্রাহ্মণস্য ।)

বিচক্ষণা—তদো তদো ? (ততস্ততঃ ।)

সুলক্ষণা—তদো তং সুণিঅ মেহলাএ অংসুজলগলজ্জালাইং ণঅণাইং উণউত্তমুপফুসন্তীএ মহ পুরদো জ্জেব্ব মহারাঅসমীববট্টিণীএ দেবীএ তহ জ্জেব বিণ্ণত্তং দেবেণ বি দেবী মণুমবযরংতেণ চারায়ণ চরিদংঅণিব্বাহংতেণ ভণিদা জধা, সুংদরি । মা বিসণা হোহি, জাদো গংধব্ববেঅবিঅক্খণো সাহীণো জ্জেব বম্হণো তং কিং তি অংসুকণরংবিঅবিংবাহরা বট্টসি ত্তি সংঠাবিদা দেবী, দেবীএ অ অহং অজ্জ সা পুণিম ত্তি ভণিঅ পুআসক্কারং সজ্জীকাদুং পেসিদম্হি । (ততস্তচ্ছ্রুত্বা মেখলায়া অশ্রুজলগলজ্জলে নয়নে পুনরুত্তমুন্মেলচ্ছন্ত্যা মম পুরত এব মহারাজসমীপবর্তিন্যা দেব্যা তথৈব বিজ্ঞপ্তং দেবেনাপি দেবীমন্যুমপহরতা চারায়ণচরিতং চ নির্বাহয়তা ভণিতা, যথা সুন্দরি ! মা বিষণ্ণা ভব, যতো গান্ধর্ববেদবিচক্ষণঃ স্বাধীন এব ব্রাহ্মণস্তৎ কিমিত্যশ্রুকণকরম্বিতবিম্বাধরা বর্তসে ইতি সংস্থাপিতা দেবী, দেব্যা চাহম্ অদ্য সা পূর্ণিমেতি ভণিত্বা পূজাসৎকারং সজ্জীকর্তুং প্রেষিতাঽস্মি ।)

বিচক্ষণা—তা এহি জধাণিদ্দিঠ্ঠমণুচিঠ্ঠম্হ । (তদেহি যথানির্দিষ্টমনুতিষ্ঠাবঃ ।)

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

ইতি প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি নিবিড়োৎকণ্ঠো রাজা স্নানশুচির্বিদূষকশ্চ)

রাজা—(অনুধ্যাননাটিতকেন) ।

ক্রমসরলিতকণ্ঠপ্রক্রমোল্লাসিতোর-
স্তরলিতবলিলেখাসত্রসর্বস্বমস্যাঃ।
স্থিতমতিচিরমুচ্চৈরগ্রপাদাঙ্গুলীভিঃ
করকলিতসখীকং মাং দিদৃক্ষোঃ স্মরামি ॥ ৩ ॥

বিদূষকঃ—মা সমাধানভংগং কুণ, দেবীপুরদো মেহলা জীবইদব্বা (স্বগতম্) অই দুঠ্ঠদাসি। ণিবডিস্সদি দেহন্তঃ কুরুন্ধো চারাঅণবরমণো। (মা সমাধান ভঙ্গং, কুরু দেব্যাঃ পুরতঃ মেখলা জীবয়িতব্যা। অয়ি দুষ্টদাসি! নিপতিষ্যতি তেহন্তঃ ক্রুদ্ধশ্চারায়ণো ব্রাহ্মণঃ।)

রাজা—তদ্ বচনমনাকর্ণ্য তদেব ক্রমেত্যাদি পুনঃ পঠতি।

বিদূষকঃ—মা পুণো তং সুমর সংদাবদাঈণী কখু সা। (মা পুনস্তাং স্মর, সন্তাপ-দায়িনী ডাকিনী খলু সা।)

রাজা—কিমাত্থ সন্তাপকারিণীতি? তত্তব পঞ্চমকাকলরকলগীতয়ঃ কর্ণং কলুষয়ন্তি, সুধাস্যন্দিনীশ্চন্দ্রমূর্তিশ্চক্ষুষী তাপয়তি, চন্দনরসনিষ্যন্দস্তনুং দহতি?

বিদূষকঃ—ভো বক্করং মএ কহিদং, তুমং জেব্ব সব্বদো সারমুচ্চিণসি হংসো জেব্ব জলাদো দুদ্ধমুদ্ধরেদি কিং উণ ভণামি অলসেণ বিঅ বিজ্জা ঝত্তি দে বিসুমরিদা দেবী। (ভো বক্রং ময়া কথিতং, ত্বমেব সর্বতঃ সারমুচ্চিনোষি। হংস এব জলাদ্ দুগ্ধমুদ্ধরতি। কিং পুনর্ভণামি। অলসেনেব বিদ্যা তে ঝটিতি বিস্মৃতা দেবী।)

রাজা—আশৈশবাৎ প্ররূঢ়প্রেমা দেবী কথং বিস্মর্যতে? কিন্তু—

দেব্যা নিধায়োপরি বামপাদং যৎ সুন্দরীণাং প্রসভেন ভুক্তম্।
কৃতং মনো রিক্থমথ দ্বিধা তাত্তুলাং বিভজ্য স্মরশাসনেন ॥ ৪ ॥

বিদূষকঃ—তা হিংদোলদোলিদং বিঅ দে চিত্তং গমগমাহিংতো ণ বিরমদি। (তদ্ হিন্দোলদোলিতমিব তে চিত্তং গমাগমাভ্যাং ন বিরমতি।)

রাজা—এবমেতৎ। যতঃ—

ন মালতীদাম বিমর্দযোগ্যং
ন প্রেম নব্যং সহতেহন্তরায়ম্।
ম্লানাপি মোচ্যা ন হি কেসরস্রগ্
দেবী ন খণ্ড্যপ্রণয়া কথঞ্চিৎ ॥ ৫ ॥

বিদূষকঃ—ভোঃ কিং এদেণ দক্খিণবঅণোবণাসেন? পুরাণপওমপেল্লিঅ ণো নবপল্লবো সমুল্লসদি। ণ অ তরুণগংঠিবন্ধঅকদলীকবলণলুদ্ধো গন্ধহরিণো দবণঅকে-রিআএ অহিরমদি। (ভোঃ! কিমেতেন দাক্ষিণ্যবচনোপন্যাসেন? পুরাণপত্রং অদৃষ্ট্বা নো নবপল্লবঃ সমুল্লসতি। ন চ তরুণপরিপূর্ণকাঙ্কুরকবলনলুব্ধো গন্ধহরিণো দমনককেদারিকায়ামভিরমতি।)

রাজা—সখে! নিরর্গলবাগসি। যদনাশঙ্কণীয়ং তদাশঙ্কসে।

বিদূষকঃ—কিং মম পরকেরিকাএ চিন্তাএ তা ভণীঅসি, মা সমাধিভংগং মে কুণ, দেবী-পুরদো মেহলা জীবইদব্বা। (কিং মম পরকীয়য়া চিন্তয়া তদ্ ভণ্যসে, মা সমাধিভঙ্গং মে কুরু দেবীপুরতো মেখলা জীবয়িতব্যা।)

(ততঃ প্রবিশতি দেবী প্রযতা চ মেখলা বিভবতশ্চ পরিবারঃ।)

দেবী—হলা! সুলক্খণে! অপি সংণিহিদো অংতেউরদুবারপংগীবে অজ্জউত্তো

চারাঅণবম্মণো অ। (হলা সুলক্ষণে ! অপি সন্নিহিতোঽন্তঃপুরদ্বারপ্রগ্রোবে আর্যপুত্রশ্চারায়ণব্রাহ্মণশ্চ।)

সুলক্ষণা—কিং অণ্ণধা দেবী বিণ্ণবীঅদি ? (কিমন্যথা দেবী বিজ্ঞাপ্যতে ?)

বিদূষকঃ—এদং প্পগ্গীবং তা উঅবিসদু প্পিঅবঅস্সো। (এতৎ পগ্রীবং তদ্ উপবিশতু প্রিয়বয়স্যঃ।)

(তথা কুরুতঃ)

দেবী—জঅদু জঅদু অজ্জউত্তো ! দেসু মে ধণ্ডেইআং ভিক্খাং জীআবেসু মেহলঅং। (জয়তু জয়তু আর্যপুত্রঃ। আর্যচারায়ণ ! দেহি মে ধাত্রেয়িকাং ভিক্ষাং, জীবয় মেখলাম্।)

বিদূষকঃ—এস সজ্জো হিম্। (এষ সজ্জোঽস্মি।)

মেখলা—(বদ্ধাঞ্জলিঃ) অজ্জ চারায়ণ ! অঅং জণো তুমং মহাবম্মণং সরণং পড়িবজ্জদি। (ইতি পাদৌ শিরস্যারোপয়তি)। (আর্য ! চারায়ণ ! অয়ং জনস্ত্বাং মহাব্রাহ্মণং শরণং প্রতিপদ্যতে।)

নেপথ্যে কহিং কহিংসা দুঠ্ঠদাসী এদে অম্মে কালপুরিসা সিংখলাহিং গলে বাঢ়ং বংধিঅ মেহলং ণেদুমাঅদা। (কুত্র কুত্র সা দুষ্টদাসী, এতে কালপুরুষাঃ শৃঙ্খলাভির্গলে গাঢ়ং মেখলাং নেতুমাগতাঃ।)

বিদূষকঃ—(বহুবিধং দন্তকাষ্ঠমুদ্যম্য) জই অহং পিঙ্গলিআবল্লহো গন্ধবেঅবিঅক্খণো রক্খকো চিঠ্ঠামি। তা কো কালো কে কাল পুরিসা কা বা কালসিংখলা। (যদাহং পিঙ্গলিকাবল্লভো গান্ধর্ববেদবিচক্ষণো রক্ষকস্তিষ্ঠামি। তৎ কঃ কালঃ কে কালপুরুষাঃ কা বা কালশৃঙ্খলাঃ।)

মেখলা—(পাদয়োরন্তরে প্রবিশতি) ভো ! পরিত্তাঅস্সু মং। (ভোঃ পরিত্রায়স্ব মাম্।)

বিদূষকঃ—(উচ্চৈর্গায়ন্নপবার্য) ভো পেক্খ পেক্খ মহারাঅ ! বিলাসিনীমম্মহরহাহিরূঢ়ং অপ্পণো প্পিঅবঅস্সং। (কিঞ্চিদুচ্চৈঃ) ভো পেক্খধ বহ্মণ্ণং জেণ খলখলায়িদসিংখলা কালপুরিসা পণট্টা। (ভোঃ প্রেক্ষতাম্ প্রেক্ষতাম্ মহারাজ ! বিলাসিনীমন্মথরথাধিরূঢ়মাত্মনঃ প্রিয়বয়স্যম্। ভোঃ প্রেক্ষত মে ব্রাহ্মণত্বং যেন খলখলায়িতশৃঙ্খলাঃ কালপুরুষাঃ প্রণষ্টাঃ।)

মেখলা—অহহে ! জীবিদহিম্। (অহ্বহে ! জীবিতাস্মি !)

বিদূষকঃ (সোৎস্ফোটং বিহস্য) আঃ দাসীএ ধীএ ! অলীঅবিবাহবিড়ম্বদো দুক্কন্ধো নিবিড়দো দে চারঅণবহ্মণো সংপদমেত্তিকং আসংসে দীহসমগ্গকংকণ ভোদু মে বহ্মণী। (আঃ দাস্যাঃ দুহিতঃ ! অলীকবিবাহবিড়ম্বিতো দুঃস্কন্ধো নিপতিতস্তে চারায়ণব্রাহ্মণস্তৎসাংপ্রতমেতাবদাশংসে, দীর্ঘসমগ্রকঙ্কণা ভবতু ভবতু মে ব্রাহ্মণীতি।)

মেখলা (বিলক্ষা রোতি)।

দেবী—অজ্জউত্ত ! জুত্তং ণেমং সরিসং পেমং জং দাণীং মে পিঅসহি মেহলা এবং বিড়ংবীঅদি ? (আর্যপুত্র ! যুক্তমেতৎ সাদৃশমেতদ্ যদিদানীং মে প্রিয়সখী মেখলা ভবতু মে বিড়ম্ব্যতে ?)

বিদূষকঃ—ভোদীএ জুত্তং ণেমং সরিসং ণেমং জং মহারাঅপিঅবিঅস্সো তধা বিড়ংবিঅদি। (ভবত্যা যুক্তমেতৎ সদৃশমেতদযন্মহারাজপ্রিয়বয়স্যস্তদা বিড়ম্ব্যতে ?)

দেবী—অজ্জস্স সংবংধিত্ত ত্তি মএ সহ এদাএ বক্করং কিদং। (আর্যস্য সম্বন্ধীতি ত্বয়া সহৈতয়া বক্রং কৃতম্।)

বিদূষকঃ—সংবংধিণী ত্তি মএ বি বক্করং কিদং। (সম্বন্ধিনীতি ময়াপি বক্রং কৃতম্।)

মেখলা—দেবী সক্কীঅদি উত্তরং দাদুং। পরাজেদু এসো, মহারাও এদস্স গুরূ। কেঅই-কুসুমবাসিদস্স খদিরসারস্স বি অস্সো গংধুগ্গারো। (দেবী শক্যতে উত্তরং দাতুম্। পরাজয়স্বৈষঃ, মহারাজ এতস্য গুরুঃ, কেতকীকুসুমবাসিতস্য খদির-সারস্যাপ্যন্যো গন্ধোদ্গারঃ।)

দেবী—(কোপনাটিতকেন সপরিবারা নিষ্ক্রান্তা।)

বিদূষকঃ—(পার্শ্বমবলোক্য) সংপদং নিম্মকিখঅং মে পিঅবঅস্সাস। (সাম্প্রতং নির্মক্ষিকং মে প্রিয়বয়স্যস্য।)

রাজা—অতিবিলক্ষণা দেবী যতো রুদতী গতা।

বিদূষকঃ—রুদতু রুদতু কিং সে মোত্তিআও গলিস্সংতি তা ইদো উজ্জাণাহিমুহং এদু পিঅবঅস্সো। (ইতি পরিক্রামতঃ)। (রুদতু রুদতু কিমস্যা মৌক্তিকানি গলিষ্যন্তি। তদিত উদ্যানাভিমুখমেতু প্রিয়বয়স্যঃ।)

বিদূষকঃ—ভো মহ করে ঠংঠাবিদপাণী মসিণণিবেসিদপাদমুদ্দো সংচরদো বহলালি-পড়লণিম্মিদং ব কোই লকুলকলিদজম্মেব তৈলমজ্জিদকজ্জলপুংজসংজণিদং ব ইংদনীল চুম্মসংভূদং ব সিংদিকণ্ঠকণ্ঠসংঘড়িদং ব ণারাঅণতণুবিণিগ্গদং ব মিঅংককলংকণিক্কালিদং ব কুবলঅদলপরিকপ্পিদং ব করিদাণপ্পবিত্তং ব তিমির-চক্কবালং অবিস্সমাদসমবিসমং অণিস্সীদসামধবলং অপরিচ্ছিন্নলহুদীহং অণধিগদ-দূরসংণিহিদং ভুঅণগব্ভংগণং করেদি। (ভোঃ! মম করে স্থাপিতপাণির্মসৃণ-নিবেশিতপাদমুদ্রঃ সঞ্চরতো বহলালিপটলনির্মিতমিব কোকিলকুলকলিজন্মে তৈলমার্জিতকজ্জলপুঞ্জসঞ্জনিতমিব ইন্দ্রনীলচূর্ণসংভূমিব শিতিকণ্ঠকণ্ঠসংঘটিত-মিব নারায়ণতনুবিনির্গতমিব মৃগাংককলংকনিষ্কাসিতমিব কুবলয়দলপরিকল্পিত-মিব করিদানপ্রবৃত্তমিব তিমিরচক্রবালমবিজ্ঞাতসমবিষমমনির্ণীতশ্যামধবলম-পরিচ্ছিন্নলঘুদীর্ঘমনধিগতদূরসন্নিহিতং ভুবনগর্ভাঙ্গনং করোতি।)

রাজা—এবমেতৎ।

তনুলগ্না ইব ককুভঃ ক্ষ্মাবলয়ং চরণচারপাত্রমিব।
বিয়দপি চালিকদঘনং মুষ্টিগ্রাহ্যং তমঃ কুরুতে॥ ৬॥

(কিঞ্চিত্তর্কয়ামি)—

উত্তংসঃ কেকিপিচ্ছৈর্মরকতবলয়ৈঃ শ্যামলৈর্দোঃ প্রকাণ্ডে
হারঃ সান্দ্রেন্দ্রনীলৈর্মৃগমদরচিতো বক্ত্রপত্রপ্রপঞ্চঃ।
নীলাব্জৈঃ শেখরশ্রীরসিতবসনতা চেত্যভীকাভিসারে
সম্প্রত্যোপেক্ষণানাং নিনিরভরসখী বর্ততে বেষলীলা॥ ৭॥

(নেপথ্যে)

অবটুটিঅদুগ্ধমুদ্ধকরতলিঅজলণিহিসলিলসংচও
তিহুবণভবণবলঅবিকুরণসুহারসধবলণকুচ্চও।
চংদো মঅণবল্লিপল্লবণহোসহিসরিসজোহূও
জঅই অণংগকেলিভবণংগণচন্দণপংকবম্মও॥ ৮॥

(আবর্তিতদগ্ধমুগ্ধকরতরলিতজলনিধিসলিলসঞ্চয়ঃ
ত্রিভুবনভবনবলয়বিচ্ছুরণসুধারসধবলনকূর্চকঃ।
চন্দ্রো মদনবহ্নিপল্লবনমহৌষধিসদৃশজ্যোৎস্নঃ
জয়ত্যনঙ্গকেলিভবনাঙ্গনচন্দনপঙ্কবর্ণকঃ ॥ ৮ ॥

অপি চ।

জণাণংদো চংদো হসই মলিনী হোই ণলিণী
বিসট্টংতে তারা রঅণিসিরিহারা দিসি দিসি।
রহংগা দদ্ধংগা বিরহসিহিণা দদ্ধবিহিতা
ইমে দুক্খক্কংতা সিসিকরকিলংতা বিহড়িদা ॥ ৯ ॥

(জনানন্দশ্চন্দ্রো হসতি, মলিনীভবতি নলিনী
বিকসন্তি তারা রজনীশ্রীহারা দিশি দিশি।
রথাঙ্গা দগ্ধাঙ্গা বিরহশিখিনা দগ্ধবিধিনা
ইমে দুঃখক্রান্তাঃ শশিকরকীলিতা বিঘটিতাঃ ॥ ৯ ॥)

(পুনর্নেপথ্যে)

যে পূর্বং যবসূচিসূত্রসুহৃদো যে কেতকাগ্রচ্ছদ—
চ্ছায়াসাম্যভৃতো মৃণাললতিকালাবন্যভাজোঽত্র যে।
যে ধারাম্বুবিড়ম্বিনঃ ক্ষণমথো যে তারহারশ্রিয়—
স্তেঽমী স্ফাটিকদণ্ডডম্বরচিতো জাতাঃ সুধাংশোঃ করাঃ ॥ ১০ ॥

অপিচ, সদ্যশ্চন্দনপঙ্কপিচ্ছিলমিব ব্যোমাঙ্গনং কল্পয়ন্
পশ্যৈরাবতকান্তদন্তমুসলচ্ছেদোপমেয়াকৃতিঃ।
উদগচ্ছত্যয়মচ্ছমৌক্তিকলতাপ্রালম্বলম্বৈঃ করৈ—
মুগ্ধানাং স্মরলেখবাচনকলাকেলিপ্রদীপঃ শশী ॥ ১১ ॥

বিদূষকঃ—এসা কলকণ্ঠী ণাম দেবীনগ্গরিণী তাএ বঅনাদো পুণ্ণিমাচংদোদয়ং কপ্পূরচংদনামধেয়ো মাগধো অহিনংদেদি মিঅংকুজ্জোতলচ্ছিং, তা মমাপি বড্ডদি তুংডকুংডূ অহং পি বণ্ণিস্সং সসিবোলআহিং টলিও জোনহাখড়িআরসো মসী-কুনই নক্খত্তক্খরমালং নইফলএ তিমিরকজ্জলিএ। (এষা ভোঃ কলকণ্ঠী নাম দেবী নাগরিণী তস্যা বচনাৎ পূর্ণিমাচন্দ্রোদয়ে কর্পূরচন্দ্রনামধেয়ো মাগধো-ঽভিনন্দয়তি মৃগাঙ্কোদ্যোতলক্ষ্মীং, তৎ মমাপি বর্ধতে তুণ্ডকণ্ডূঃ অহমপি বর্ণয়িষ্যে শশিসমীপাগ্রাৎ স্যান্দনী জ্যোৎস্নাখড়িকারসো মষীকরোতি নক্ষত্রমালাং নভঃফলকে তিমিরকজ্জলিতে।)

রাজা—সখে! নাদ্যাপি শৈশবোক্তেরতিরিচ্যতে।

বিদূষকঃ—কিং বিঅ মক্কড়ো উবট্ঠানং করংতো চুক্কদি, অহবা, তরুণুত্তীহিং বনইস্সং। (কিমিব মর্কট উপস্থানং কুর্বন্ নিস্সরতি, অথবা, তরুণোক্তিভির্বর্ণয়িষ্যে।)

অকংকনমকুডলং দসদিসা বহুমংডনং
অচংদনমকুংকুমং ধরনিমংডলীভূসনং।
অসোসনমমোহনং মঅরলঞ্ছনস্সাউহং
মিঅংককিরণাবলী নহথলম্মি পুঞ্জিজ্জএ ॥ ১২ ॥

(অকঙ্কনমকুণ্ডলং দশদিশো বধূমণ্ডনং
অকুঙ্কুমমচন্দনং ধরণীমণ্ডলীভূষণম্ ।
অশোষণমমোহনং মকরলাঞ্ছনস্যায়ুধং
মৃগাঙ্ককিরণাবলী নভস্তলেঽপি পুঞ্জায়তে ॥ ১২ ॥)

রাজা— (সমন্তাদবলোক্য মদনাকূতমভিনীয়)
ভগবন্ যামিনীনাথ ! কস্তবায়ং বিরুদ্ধো বিধিঃ ?
সুতির্দুগ্ধসমুদ্রতো ভগবতঃ শ্রী-কৌস্তুভো সোদরো
সৌহার্দং কুমুদাকরেষু কিরণাঃ পীযূষধারাকিরঃ ।
স্পর্ধা তে বদনাম্বুজৈর্মৃগদৃশাং তৎ স্থাণুচূড়ামণে !
হংহো চন্দ্র ! কথং তু সিঞ্চসি ময়ি জ্বালামুচো রোচিষঃ ॥ ১৩ ॥

অপি চ, যন্ত্রদ্রাবিতকৈতকোদরদলস্রোতঃশ্রিয়ং বিভ্রতী
যেয়ং মৌক্তিকদামগুম্ফনবিধের্যোগ্যচ্ছবিঃ প্রাগভূত্ ।
উৎসেচ্যা কলসীভিরঞ্জলিপুটৈর্গ্রাহ্যা মৃণালাঙ্কুরৈঃ
পাতব্যা চ শশিন্যমুগ্ধবিভবে সা চন্দ্রিকা বর্ততে ॥ ১৪ ॥

(বিভাব্য) বৈমত্যমেব বা শশলক্ষ্মণো মাদৃগ্জনপ্রাণসন্দেহহেতুঃ বৈষদ্যমেব বা বিষমং বিষস্য (চতুর্দিশমবলোক্য সাভ্যর্থনম্)
অয়ি পিবত চকোরাঃ ! কৃৎস্নমুন্নাম্য কণ্ঠং
ক্রমকবলনচঞ্চচ্চঞ্চবশ্চন্দ্রিকাম্ভঃ ।
বিরহবিধুরিতানাং জীবিতত্রাণহেতো—
র্ভবতি হরিণলক্ষ্মা যেন তেজোদরিদ্রঃ ॥ ১৫ ॥

(পুরোঽবলোক্য) সৈবেয়ং মৃগাঙ্কাবলী ।

বিদূষকঃ—ভো মিঅংকাবলি স্জেব এসা, নহু একচন্দস্স এত্তিত্ত কংতিবিত্থারো ।
(ভোঃ মৃগাঙ্কাবল্যেবৈষা, ন খলু একচন্দ্রস্য এতাবান্ কান্তিবিস্তারঃ ।)

রাজা—ততঃ কদলীলতান্তরিতাবেব শৃণুবস্তাবদস্যা বিশ্রম্ভজল্পিতানি আতৃপ্তি পিবেতাং শ্রবসী রসায়নম্ (তথা কুরুতঃ) ।

(ততঃ প্রবিশতি মৃগাঙ্কাবলী বিচক্ষণা চ ।)

মৃগাঙ্কাবলী—(অনুধ্যাননাটিতকেন তদেব পঠতি ।)

রাজা—(সখেদম্) অহো মদনমন্ত্রাক্ষরাণি সুভাষিতবচনান্যস্যাঃ ।

বিদূষকঃ—অহং উন জানে নিসিংদানি হদমঅনস্স হত্থভল্লানি ।
(অহং পুনর্জানে নিশিতানি হতমদনস্য হস্তভল্লানি ।)

রাজা— কণ্ঠে মৌক্তিকমালিকাঃ স্তনতটে কাপূররমচ্ছং রজঃ
সান্দ্রং চন্দনমঙ্গকে বলয়িতাঃ পাণৌ মৃণালীলতাঃ ।
তন্বী নক্তমিয়ং চকাস্তি তনুনী চীনাংশুকে বিভ্রতী
শীতাংশোরধিদেবতেব গলিতা ব্যোমাগ্রমারোহতঃ ॥ ১৬ ॥

বিদূসকঃ—ভো সচ্চকং স্জেব চংদাধিদেবতা স্জেব এসা গলিদা । তদো লংচ্ছনচ্ছলেন মিঅলংছনস্স ইমীঅ অইরপরিধত্তং মিলানমলিনং য মংডলমজ্ঝং নিজ্ঝঅদী দীসদি । (ভো সত্যকমেব চন্দ্রাধিদেবতৈবৈষা গলিতা । ততো লাঞ্ছনচ্ছলেন

মৃগলাঞ্ছনস্যানয়া অচিরপরিত্যক্তং ম্লানমলিনমিব মণ্ডলমধ্যং নির্ধ্যায়ন্তী দৃশ্যতে।)

রাজা—সখে! মাংসলতাং দধত্যপি চন্দ্রিকোদ্যোততে। ব্যতিরিচ্যত ইবাস্যাঃ স্মরজন্মা পাণ্ডিমা। বিভাব্যত এব বা শংখশুক্তিষু স্থিতাঽপি মুক্তাবলী। তথাহি—

দরদলিতহরিদ্রাগ্রন্থিগৌরে শরীরে
স্ফুরতি বিরহজন্মা কোঽপ্যয়ং পাণ্ডুভাবঃ।
বলতি সতি যস্মিন্ সার্ধমাবর্ত্য হেম্না
রজতমিব মৃগাক্ষ্যাঃ কল্পিতান্যঙ্গকানি॥ ১৭॥

বিদূষকঃ—পারঅরসচুংবিঅং ব সুবন্নং সে লাবন্নং। কমক্কংত গোরত্তনেন পডিবরিদা পংড়ুভাবেন। (পারদরসচুম্বিতমিব সুবর্ণমস্যা লাবণ্যম্ ক্রমাক্রান্তা গৌরত্বেন পরিবারিতা পাণ্ডুভাবেন।)

মৃগাংকাবলী—হংহো হিঅঅনঅনেহিং দিট্ঠো তুমং উত্তমসি ত্তি অহো সচ্চারিঅং। অহবা মূলে বউলয়ট্ঠিাএ সুসোঙ্গংড়ুসেও কুসুমেসু মইরাগংধুগ্গারো ত্তি। (হংহো হৃদয়-নয়নাভ্যাং দৃষ্টস্ত্বমুত্তমোঽসীত্যাশ্চর্যম্। অথবা মূলে বকুলযষ্ট্যাঃ সুরাগণ্ডূষসেকঃ কুসুমেষু মদিরাগন্ধোদ্গার ইতি।)

বিদূষকঃ—কিং কারণম্?

রাজা—ইদং হি কারণানুরূপসরাগং হৃদয়মস্যাঃ স্বেদৈনৈব হৃদয়েন কলহায়তে।

মৃগাংকাবলী অই কপ্পূরসলাআসিসির বিজ্জাহরমল্ল! তুমং পি তমসি ত্তি কধং মে নিব্বুদি। চন্দমনী সুঅবইং নীসংদদি ত্তি কোবা পড়ীআরো। (অয়ি কর্পূর-শলাকাশিশির বিদ্যাধরমল্ল! ত্বমপি তাম্যসীতি কথং মে নিবৃতিঃ। চন্দ্রমণি-হর্ম্যমেব নিষ্যন্দত ইতি কো বা প্রতীকারঃ।)

রাজা—নমো মহৎ মৃগাংকাবলীচতুরোপালম্ভপাত্রীকৃতায়।

মৃগাংকাবলী—সহি! সামন্নকুসুমবাণো ভবিঅ কধং এআরিসদসং জনং করেদি ভঅনো? তা নূনং সে বিসকুসুমময়া বাণা। (সখি! সামান্যকুসুমবাণো ভূত্বা কথমেতা-দৃশদশং জনং করোতি মদনঃ? তন্নূনমস্য বিষকুসুমময়া বাণাঃ।)

রাজা—সলিলরূপা দহতি হিমানী। কুসুমময্যপি স্বভাবচণ্ডা মদনপঞ্চশরী।

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! বস্পারিদুসক্করপুত্তলিঅ বিঅ খনে খনে বিজ্জংতী এসা কং ন দূমেদি. কিং উন মিলানা বি মরুবককংদলী সুঅংধা বির হপরিক্খামা বি অইরমনিজ্জা। (কিণ্ণ) কোরংডকুসুমমাল ব মিলাঅমানা বি সুট্ঠু কখু রত্তত্তণং দসেদি। (ভো বয়স্য! বর্ষাঋতুশর্করাপুত্তলিকেব ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীয়মাণৈষা কং ন দুনোতি কিং পুনম্লানাঽপি মরুবককন্দলী সুগন্ধা বিরহপরি-ক্ষামোঽপি অতিরমণীয়া। কুরুণ্টককুসুমমালেব ম্লায়মানাঽপি সুষ্ঠু খলু রক্তত্বং দর্শয়তি।)

মৃগাংকাবলী—সহি! অহবা কিং করীঅদু দুচ্ছেজ্জা পেমদুহোনী। (সখেদম্) সহি! নিরনুক্কোসো কখু সো, বিরলো বা পরদুক্খদুক্খিদা মনো. খোআ নবপংচম-ঝঙ্কারা মুক্ককুসুমপীড়বিড়বিনো, (সপ্রশ্রয়ম্) অই তিহুঅণেক্কধানুক্ক মম্মহ! মিঅংকচূড়ামণিং পরিক্খত্ত তিক্খত্তণেহিং সরেহিং মহিলাঅনং বিগ্গহঅংতো ন লজ্জসি? জানামি জং তস্সিং পি জনে ইমে অ আরভডীচংডো হোসি।

(সখি ! অথবা কিং ক্রিয়তাং দুশ্ছেদ্যা প্রেমদুর্দোনী। সখি ! নিরনুক্রোশঃ খলু সঃ, বিরলো বা পবদুঃখদুঃখিতো জনঃ, স্তোকা নবপঞ্চমঝঙ্কারা সুক্ত-কুসুমোৎপীড়বিড়ম্বিনঃ। অয়ি ত্রিভুবনৈকধানুষ্ক মন্মথ ! মৃগাঙ্ক চূড়ামণিং পরিক্ষিত্য তীক্ষ্ণৈঃ শরৈর্মহিলাজনং বিগ্রহয়ৎ ন লজ্জসে ? জানামি যদি তস্মিন্নপি জনে এবমেবারভটীচণ্ডো ভবসি।)

বিদূষকঃ—অনংগস্স পি আরভডি ত্তি মহাহাসো মে। (অনঙ্গস্যাপ্যারভটীতি মহাহাসো মে।)

রাজা—কিমিদমুচ্চৈর্হসিতেন ত্রাসয়সে মাম্।

মৃগাংকাবলী—সহি বিঅক্খনে ! জনসংচারো বিঅ। (সখি বিচক্ষণে ! জনসঞ্চার ইব।)

বিচক্ষণা—তা কদলীগুম্মংতরিদে জানীমো কিং নু এদং ত্তি (তথা কুরুতঃ)। (তৎকদলী-গুল্মান্তরিতে জানীবঃ কিং নু এতদিতি।)

বিদূষকঃ—এহি পবিসম্ম (ইতি পরিক্রামিতকেন)। (এহি প্রবিশাবঃ।)

রাজা—(শিশিরোপচারসামগ্রীমালোক্য নাট্যেনাদায় চ)

মৃণালমেতদ্বলয়ীকৃতং তয়া
তদীয় এবৈষ বসন্তপল্লবঃ।
ইদং চ তস্যাঃ কদলীদলাংশুকং
স পত্রসংক্রান্ত ইব স্মরজ্বরঃ ॥ ১৮ ॥

তদনয়া তদুপভুক্তপরিত্যক্তয়া শীতসামগ্র্যা আত্মানং নির্বাপয়ামি (তথা করোত্যুপবিশতি চ। বিদূষকোঽপি যথোচিতমুপবিশতি।)

রাজা—অথ বা অপর্যালোচিতমাচরিতং, যতঃ—

শীতাংশুর্বিষসোদরঃ ফণভৃতাং লীলাস্পদং চন্দনং
হারঃ ক্ষারপয়োদ্ভবঃ প্রিয়সুহৃৎ পঙ্করুহং ভাস্বতঃ।
ইত্যেষাং কিমিবাস্তু বস্তু মদনজ্বালাবিধাতায় যদ্
বাহ্যাকারপরিভ্রমেণ তু বয়ং তত্ত্বাজ্ঞো বঞ্চিতাঃ ॥ ১৯ ॥

বিচক্ষণাঃ—সহি মিঅংকাবলি ! ফলিদং মে দুইত্তনেন মহারাও বি এআরিসং অব্বহদি। (সখি মৃগাঙ্কাবলি ! ফলিতং মে দূতীত্বেন মহারাজোঽপ্যেতাদৃশমবস্থান্তর-মনুবহতি)

রাজা—(সন্তাপমভিনীয়)

ব্যজনমরুতঃ শ্বাসশ্রেণীভির্মামুপচিন্বতে
মলয়জরসো ধারাবাষ্পং প্রপঞ্চয়িতুং প্রভুঃ।
কুসুমশয়নং কামাস্ত্রাণাং করোতি সহায়তাং
স্বিগুণগরিমা কামোন্মাথঃ কথং নু বিরংস্যতি ॥ ২০ ॥

বিদূষকঃ—অহো মুদ্দাসণাহো লেহো বিঅ। (অহো মুদ্রাসনাথো লেখ ইব।)

রাজা—ন কেবলং লেখঃ পরসম্বন্ধী সন্ধিবিগ্রহসম্বন্ধশ্চ, তথাহি পশ্য—

তালীদলং যদকঠোরতরং যদত্র
মুদ্রা স্তনাঙ্কঘনচন্দনপঙ্কমুদ্রিঃ।

যদ্‌বন্ধনং বিসলতাতন্তুনান্তরং চ
কস্যাশ্চিদেষ গলিতস্তদনঙ্গলেখঃ ॥ ২১ ॥

বিদূষকঃ—তীএ জ্জেব্ব এসো সন্নিধিপরিচ্চাঅকারণং ভণিদব্বং। (তস্যা এবৈষ সন্নিধিপরিত্যাগকারণং ভণিতব্যম্‌।)

রাজা—(বিদূষকং কর্ণে বিধৃত্য বিদূরবসুধৈব রত্নশলাকাভূঃ ভবন্বচোবৃত্তিরেব রসনিষ্যন্দভূমিঃ। তদুপরি নাম দর্শয়।)

বিদূষকঃ— তথা করোতি)।

রাজা—(বাচয়তি) নিষ্কৃপ! বরাক্যাঃ।

বিদূষকঃ—উম্মুদ্দিঅ দংসইস্সং (তথা কৃত্বা) ভো অরঅণং রঅণকরংডঅং অপক্খরো লেহো। উন্মুদ্র্য দর্শয়িষ্যে। ভো অরত্নং রত্নকরণ্ডকমনক্ষরো লেখঃ।)

রাজা—কামং করুণগম্ভীরঃ প্রয়োগঃ কন্দলয়তি মানসম্‌ (বিচিন্ত্য) অপি তালদলসম্পুটম্‌ (বিমৃশ্য) তৎ সন্ধিবন্ধনবেষয়া কিঞ্চিন্মন্ত্রগুপ্ত্যা কামতন্ত্রমাসূচিতং স্যাৎ।

বিদূষকঃ—(তথা কৃত্বা অবলোক্য সহর্ষম্‌) অহো! দে বুদ্ধিবিহরো। কিংবা বন্ননং মিঅলংছণস্স রোহিণীবল্লহস্স ত্তি। (অহো! তে বুদ্ধিবিভবঃ কিংবা বর্ণনং মৃগলাঞ্ছনস্য রোহিণীবল্লভস্যেতি।)

রাজা—সবিসংকুলং বাচয়তি।

বিধত্তে সোল্লেখং কতরদিহ নাঙ্গং তরুণিমা
তথাপি প্রাগল্‌ভ্যং কিমপি চতুরং লোচনযুগে।
যদাদত্তে দৃশ্যাদখিলমপি ভাবব্যতিকরম্‌
(সবিতর্কং বিচিন্ত্য।)
পাণিপ্রেঙ্খণতো বিশীর্ণশিরসঃ স্বেদাবলুপ্তশ্রিয়-
স্তা ইত্যাকৃতিতো মনাঙ্‌ মনসি ন কিঞ্চিৎপ্রতীতিং গতাঃ।
বৈচিত্র্যাৎ পুনরুক্তিলাঞ্ছনভৃতঃ খণ্ডেন বাক্যেন চ
ব্যাক্ষেপং কথয়ন্তি পক্ষ্মলদৃশো লেখাক্ষরশ্রেণয়ঃ ॥ ২২ ॥

বিদূষকঃ—কিং উবেক্খীঅদি কেলিকদলীকদলীএ করিশুণ্ডাদণ্ডাবেট্টো তা এহি অনুসরহ্ম। (কিমুপেক্ষ্যতে কেলিকদলীকন্দল্যাংকরিশুণ্ডাদণ্ডাবেষ্টঃ তদেহ্যনুসরাবঃ।)

রাজা—ইদমুভয়মনন্যগামি যন্মৃগাঙ্কানুবর্তনং রত্নাকরস্য মম হৃদয়ানুবর্তনং চ ভবতঃ।

বিদূষকঃ—(অঙ্গুল্যা নিদর্শন্‌)। ইদো মাধবীনদামণ্ডবং গদা, জং দাণীং মঅরদ্ধঅ-পঅসরণি ব্ব পঅবিচ্ছোলী দীসদি, তা নিহুঅং অপ্পমত্তা ভবিঅ নিরূবহ্ম। (তথা কুরুতঃ)। (ইতো মাধবীলতামণ্ডপং গতা যদিদানীং মকরধ্বজপদ-সরণিরিব পদপংক্তিদৃশ্যতে। তন্নিভৃতমপ্রযত্নো নিরূপয়াবঃ।)

মৃগাঙ্কাবলী—(লতান্তরে চন্দ্রিকাস্পর্শমভিনীয়)। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)।

প্রিয়বিরহমহোন্মামমুদ্রাঙ্গলেখা-
মপি হতকহিমাংশো! মা স্পৃশ ক্রীড়য়াঽপি।
ইহ হি তব লুঠন্তঃ প্লোষপীড়াং ভজন্তে
দরজরঠমৃণালীকাণ্ডমুগ্ধা ময়ূখাঃ ॥ ২৩ ॥
(ইতি নিঃশ্বস্যরভিধায় রোদিতি।)

রাজা—(বিদূষকং প্রতি) কারয় চক্ষুষী পারণম্ ।

অন্তস্তারং তরলতরলাঃ স্তোকমুৎপীড়য়ন্তঃ
পক্ষ্যাগ্রেষু গ্রথিতপৃষতঃ কীর্ণধারা ক্রমেণ ।
চিত্রাতঙ্কং নিজগরিমতঃ সম্যগাসূত্রয়ন্তো
নির্যান্ত্যস্যাঃ কুবলয়দৃশো বাষ্পবারাং প্রবাহাঃ ॥ ২৪ ॥

অপি চ,

মুক্তানঙ্গঃ কুসুমবিশিখান্ পঞ্চকুণ্ঠাকৃতাগ্রান্
মন্যে মুগ্ধাং প্রহরতি হঠাৎ পত্রিণা বারুণেন ।
বারাং পূরঃ কথমপরথা স্ফারনেত্রপ্রণালী-
বক্ত্রেম্বান্তর্নিত্রবলিবিপিনে সারণীসাম্যমেতি ॥ ২৫ ॥

(বিদূষকং হস্তে গৃহীত্বোপসৃত্য সানুরাগপ্রশ্রয়ম্ ।)

যস্য কৃতে বহতি জনো মৃদিতমৃণালোপমানি গাত্রাণি ।
তস্য কৃতে যদি সোঽপিহি তদখণ্ডশাসনো মদনঃ ॥ ২৬ ॥

তদয়ং সমদুঃখসুখো জনস্ত্বাং বিরচিতাঞ্জলিঃ প্রসাদয়তি ।

মৃগাঙ্কাবলী—(স্বগতম্ সস্পৃহং সসাধ্বসং চ তমবলোক্য ।) কিং এসো অণবভো বরিসো, অমুত্তিসংপুডাগমা বা মোত্তিঅউপ্পত্তি কংচণলটিঠঅ ব্ব, সহআরীভূদা রীদি ব্ব কণঅত্তণং উবগদা জস্স দংসণমহগ্ঘদা তণু মেপলিভদি । (অপবার্য বিচক্ষণাং প্রতি) এসো সো সহি ! রাআ বিজ্জাহরমল্লো জো সিরীসরস্সঈণং বল্লহো মঅণসুন্দরী অ জস্স বল্লহা সিরী সরস্সঈ ভঅণসুন্দরী অ । (কিমেষোঽনভ্রো বর্ষঃ । অমুক্তিসংপুটাগমা বা মৌক্তিকোৎপত্তিঃ কাঞ্চনযষ্টিরিব সহকারীভূতা, রীতিররিব কণকত্বমুপগতা যস্য দর্শনমহার্ঘতা তনুর্মে প্রতিভাতি । এষ স সখি ! রাজা বিদ্যাধরমল্লো যঃ শ্রীসরস্বত্যোর্বল্লভো মদনসুন্দরী চ যস্য বল্লভা শ্রীঃ সরস্বতী মদনসুন্দরী চ ।)

বিচক্ষণা—আং রাজা ।

রাজা—ক্ষণেন ত্বেবং ভবতি । মৃগাঙ্কাবলীবল্লভো যস্য মৃগাঙ্কাবলী বল্লভেতি । (তাং প্রতঞ্জলিং বধ্বা ।)

তরঙ্গয় দৃশোঽঙ্গনে । এতত্তু চিত্রমিন্দীবরং
স্ফুটীকুরু রদচ্ছদং ব্রজতু বিদ্রুমঃ শ্বেততাম্ ।
ক্ষণং বপুরপাবৃণু স্পৃশতু কাঞ্চনং কালিমা
ব্যদঞ্জয় মুখং মনাগ্‌ভবতু চ দ্বিচন্দ্রং নভঃ ॥ ২৭ ॥

মৃগাঙ্কাবলী—ষ স্বগতম্ । ভঅবদি মিঅংকমংডণে জামিণি ! সদজামা হোহি চিত্ত-সিখংডিদাম সত্তরিসিমণ্ডলং । (ভগবতী মৃগাঙ্কমণ্ডনে যামিনি ! শতযামা ভব । চিত্রশিখণ্ডিদাম সপ্তর্ষিমণ্ডলম্ ।)

রাজা—সখে ! ন হারলতাবিরহমর্হ্যত্যেষা । ন চিত্রশিখণ্ডিদাম বিনা চকাস্ত্যুদীচীতি (কণ্ঠাদবতার্য নায়িকাকণ্ঠে হারং বিধত্তে ।)

বিদূষকঃ—উচিদসমাগমো হ এস কং ণ রঞ্জেদি জং দাণীং নিত্তলমুত্তাহলমালা-

-লংকরণো সুন্দরীঅণো বক্কোত্তি বিভূসণো অ সুকইবাণী বন্ধো। (উচিত-সমাগম এষ কং ন রঞ্জয়তি। যদিদানীং নিস্তলমুক্তাফলমালালংকরণঃ সুন্দরীজনো বক্রোক্তিবিভূষণশ্চ সুকবিবাণীবন্ধঃ।)

নেপথ্যে—ছালিজ্জং তু লদামংডবহুদীণি বিলাসঠ্ঠাইং দিজ্জংতু খলক্কিআদুআরাইং, ণিপতংতু অগ্গলাও, চিঠ্ঠংতু জহা ণিঅঠ্ঠাণং, বাহিরদো জামল্লিআ সোবিদল্লা, এসা বারবিলাসিণী জণগহিদহত্থদীবিউজ্জোঅজণিদদিবসব্ব দেবী সিন্ধণরেং-দদিণ্ণোসধসংঠিঠদমংজিঠ্ঠথবঅসহস্সালংকিদং মাহবীলদামংডবং দঠ্ঠুমআদিত্তি। (মুচ্যন্তাং লতামণ্ডপপ্রভৃতীনি বিলাসস্থানানি, দীয়ন্তাং খলক্কিয়াদ্বারাণি নিপতন্তু অর্গলাঃ, তিষ্ঠন্তু যথা নিজস্থানং বাহিরতো [বহিঃপ্রদেশে] জামল্লিকা সোয়িদল্লাঃ। এষা বারবিলাসিনী জনগৃহীতহস্তদীপিকোদ্যোতজনিতদিবসেব দেবী সিন্ধনরেন্দ্রদত্তৌষধসংস্থিতমাঞ্জিষ্ঠস্তবকসহস্রালংকৃতং মাধবীলতামণ্ডপং দ্রষ্টুমাগতেতি।)

বিচক্ষণা—(সত্রাসম্) ভট্টা বিসজ্জীঅদু প্পিঅ সহী। (ভট্টা বিসৃজ্যতাং প্রিয়সখী।)

রাজা—অভ্যর্থয়ে তে দয়াং যদি প্রার্থনাভঙ্গং ন করোষি।

বিদূষকঃ—বঅস্স তুরিদং বিসজ্জোঅদু অন্নধা পারাবদসউংদব্ব পঞ্জরনিরুদ্ধা চিট্ঠিস্সামো। (ইতি যথাযথং পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।) (বয়স্য! ত্বরিতং বিসৃজ্যতাম্। অন্যথা পারাবতশকুন্তা ইব পঞ্জরনিরুদ্ধাঃ স্যামঃ।)

ইতি শ্রীকবিরাজশেখরবিরচিতায়াং বিদ্ধশালভঞ্জিকাখ্যানাটিকায়াং
তৃতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তিমগাৎ।

× × × × × × × × × × × × ×   **চতুর্থোঽঙ্কঃ**   × × × × × × × × × × × × ×

নেপথ্যে—সুপ্রভাতং দেবস্য কর্পূরবর্ষস্য। সম্প্রতি হি।

ব্রজত্যপরবারিধিং রজতপিণ্ডপাণ্ডুঃ শশী
নমন্তি জলবুদ্বুদপ্রতিমপঙ্‌ক্তয়স্তারকাঃ।
কুরণ্টকবিপাণ্ডুরং দধতি ধাম দীপাঙ্কুরা–
শ্চকোরনয়নারুণা ভবতি দিক্ চ সৌত্রামণী ॥ ১ ॥

(ততঃ প্রবিশতো বিবুদ্ধো বিদূষকঃ সুপ্তা চ ব্রাহ্মণী)

বিদূষকঃ—ভো পুত্তাণং মাদে! উঠ্‌ঠেহি সংঝবংদিদুং এহি অতিক্কংতা রঅণী সুণু ণরেংদবংদিণো কপ্পূরখংডস্স পভাদভোআবলিং (বিমৃশ্য) কধং দেবীএ গরিট্ঠগোঠ্ঠীজণিদজাগরণকলিতসুত্তা বম্ভণী অজ্জ বি ণিদ্দং ণ মুংচদি। তদো পডিবালেমি, জদো ণ সুহসুত্তো পডিবোধিদব্ব ত্তি ব্রহ্মণা মংতঅংতি। (ভো পুত্রাণাং মাতরুত্তিষ্ঠ সন্ধ্যাং বন্দিতুম্। এহি অতিক্রান্তা রজনী। শৃণু নরেন্দ্রবন্দিনঃ কর্পূরখণ্ডস্য প্রভাতভোগাবলিম্। কথং দেব্যা গরিষ্ঠগোষ্ঠীজনিতজাগরণক্লান্তা সুপ্তা ব্রাহ্মণী অদ্যাপি নিদ্রাং ন মুঞ্চতি। ততঃ প্রতিপালয়ামি যতঃ ন সুখসুপ্তঃ প্রতিবোধয়িতব্য ইতি ব্রাহ্মণা মন্ত্রয়ন্তি।)

ব্রাহ্মণী–উৎস্বপ্নায়তে।

বিণ্ণত্তো বিঅক্খণামুহেণ দেবীএ ভট্টা। জধা। ওল্লাগদস্স মিঅংকবম্মস্স পিঅবহিণী মিঅংকাবলী ণাম সিণেহেণ ভাদুণং দঠ্ঠুং মাঅদা। সংদিট্ঠং চ মে মাদুলচংদবম্মসিরিণা মাদুলাণীএ হারলদাএ, জধা, এসা দে বাহিণী মিঅংকাবলী দৈবণ্ণেহিং কহিদং চক্কবট্টিঘরিণীভাবা এসা তুএ উচিদং বরং লম্ভইদব্বা ত্তি। তদো দেবী দেবং বিণ্ণবেদি, ণ তুম্হাহিংতো অণ্ণো বরো এদাএ জোগ্গো অত্থি। জদো পম্মরাঅমণী রাআবলিং অলংকরেদি। তা পরিণেদু অজ্জউত্তো। অত্তণো সিরী অণ্ণহত্থগআ কাদব্বা ণ হোদি। ণ এদং আসংকিদব্বম্। কিং তম্। দেবী অত্তণো সা যত্তণেন পঅট্টদি। জদো মহাউলপ্পসূদাণং ভত্তুণো পিঅং পিঅং ণ হু অত্তণো পিঅং পিঅং ত্তি। কিং চ। পুণো পরিণাবিদো এব্ব অজ্জউত্তো মএ। তং জধা, মঅধাহিবস্স সুদং অণংগলেহং, মালবণরেংদস্স দুহিদং রঅণাবলীং পিঅদংসণং অ, পংচালণহস্স তণঅং বিলাসবদীং, অবংতীস্সরসুদং কেলিবদীং, জালংধরেসকুমারিঅং লীলাবদীং, কেরলরাঅপুত্তিং পত্তলেহং ত্তি, দেবীত্ত এব্ব পরিণীঅ দিণ্ণবংতীও। তা অজ্জ দুদীঅপহরে বিআহলগ্গো ত্তিউণো উণো ভণিদেণ মহারাএণ তহ ত্তি পড়িণ্ণানং, তা হেহলাবুত্তংতং পড়িকাদুং অলীঅবিবাহেণ বিড়ংবীয়তাংভট্টা। কুবিদস্স মে ভাতুণো অণ্ণবিবাহমহূসবো উত্তরো হুবিস্সদি। (বিজ্ঞপ্তা বিচক্ষণামুখেন দেব্যা ভর্তা। যথা ওল্লাগতস্য মৃগাঙ্কবর্মণঃ প্রিয়ভগিনী মৃগাঙ্কাবলী নাম স্নেহেন ভ্রাতরং দ্রষ্টুমাগতা সন্দিষ্টং চ মে মাতুলচন্দ্রবর্মশ্রিয়া মাতুলান্যা হারলতয়া চ। যথা, এষা তে ভগিনী মৃগাংকাবলী দৈবজ্ঞৈঃ কথিতং চক্রবর্তিগৃহিণীভাবা এষা ত্বয়োচিতং বরং লম্ভয়িতব্যেতি। ততো দেবী দেবং বিজ্ঞাপয়তি। ন যুষ্মত্তোঽন্যো বর এতস্যা-যোগ্যোঽস্তি। যতঃ পদ্মরাগমণী রাকাবলীমলংকরোতি। তৎ পরিণয়ত্বার্যপুত্রঃ। আত্মনঃ শ্রীরন্যহস্তগতা কর্তব্যা ন ভবতি। নৈতদাশংকনীয়ম্। কিং তৎ। দেবী আত্মনঃ সা যত্নেন প্রবর্ততে। যতো মহাকুলপ্রসূতানাং ভর্তুঃ প্রিয়ং প্রিয়ং নত্বাত্মনঃ প্রিয়ং প্রিয়মিতি। কিং চ। পুনঃ পরিণায়িত এবার্যপুত্রো ময়া। তদ্যথা, মগধাধিপস্য সুতামনঙ্গলেখাং, মালবনরেন্দ্রস্য দুহিতরং রত্নাবলীং প্রিয়দর্শনাং চ, পঞ্চালনাথস্য তনয়াং বিলাসবতীমবন্তীশ্বরসুতাং কেলিমতীং, জালন্ধরেশ-কুমারিকাং লীলাবতীং, কেরলরাজপুত্রীং পত্রলেখামিতি দেব্য এব পরিণীয় দত্তবত্যঃ। তদদ্য দ্বিতীয়প্রহরে বিবাহলগ্নমিতি পুনঃ পুনর্ভণিতেন মহারাজেন তথেতি প্রতিজ্ঞাতং. তন্মেখলাবৃত্তান্তং প্রতিকর্তুং কমলীকাবিবাহেন বিড়ম্ব্যতাং ভর্তা। কুপিতস্য মে ভ্রাতুরন্যবিবাহমহোৎসব উত্তরো ভবিষ্যতি।)

বিদূষকঃ—(বিহস্য) দেবো ধম্মো বা জাণিস্সদি জো এত্থ বিড়ংবিদব্বো। (বিচিন্ত্য) তা চিরং পাঅইদব্বা জুণ্ণমজ্জরী কংজিঅং দুদ্ধং ত্তি। কুবলঅমালাএ উণ মহাবিলংবণত্থং মহিলাএ পরিণীদা (ঊর্ধ্বমবলোক্য) মহদী বেলা বট্টদি বিউন্ধাবেমি বহ্মণীং, বহ্মণি! উট্ঠেহি উট্ঠেহি, দেবী তুমং বাহরদি। (দেবী ধর্মো বা জ্ঞাস্যতি যোঽত্র বিড়ম্বয়িতব্যঃ। তৎ চিরং প্রাপয়িতব্যা জীর্ণমার্জারী কাঞ্জিকং দুগ্ধমিতি। কুবলয়মালায়াং পুনর্ময়া বিড়ম্বনার্থং মহিলয়া পরিণীতা। মহতী বেলা বর্ততে বিবোধয়ামি ব্রাহ্মণীং, ব্রাহ্মণি! উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ, দেবী ত্বাং ব্যাহরতি।)

ব্রাহ্মণী-(বিবোধনাটিতকেনোত্থায়) অই পচ্চূসং বট্টদি। (তং বিলোক্য) হংহো মিঅতিণ্‌হিঅজামাদুঅ! তুমং পরমেস্সরপস্সবন্দী হোহি। অহং উণ দেবী অনুসরিস্সং (ইতি পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তো। প্রবেশকঃ)। (অয়ে! প্রত্যূষং বর্ততে। হহো মৃগতৃষ্ণিকাজামাতস্ত্বং পরমেশ্বরপার্শ্ববর্তী ভব। অহং পুনর্দেবী-মনুসরামি।)

(ততঃ প্রবিশতি রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা -(মদনাতপয়োঃ পীড়ামভিনীয়) সখে! সম্প্রতি শৈশবাদপক্রামতি গ্রীষ্মসময়ঃ।

রজনিচরমযামেষ্বাদিশন্তী রতেচ্ছাং
কিমপি কঠিনয়ন্তী নারিকেলীফলাম্ভঃ।
অয়ি পরিণময়িত্রী রাজরম্ভাফলানাং
দিনপরিণতিভোগ্যা বর্ততে গ্রীষ্মলক্ষ্মীঃ ॥ ২ ॥

অপি চ,

জলার্দ্রাঃ শষ্পাণাং বিসকিসলয়ৈঃ কেলিবলয়াঃ
শিরীষৈরুত্তংসা বিচকিলময়ী হাররচনা।
শুচাবেণাক্ষীণাং মলয়জরসার্দ্রাশ্চ তনবো
বিনা তন্ত্রং মন্ত্রং রতিরমণমৃত্যুঞ্জয়বিধিঃ ॥ ৩ ॥

বিদূষকঃ--এবং ণেদং। অম্মারিসথল্লাউস্‌স ফুলিংগউপ্পাদণ্ড ধম্মো বট্টদি।
(এবমেতৎ। অস্মাদৃশখল্বাটস্য স্ফুলিঙ্গোৎপাদকো ধর্মো বর্ততে।)

রাজা-(নিঃসহং বিহস্য) অতিললাটংতপস্তপনো নখংপচাশ্চ পথি পাংসবঃ। তদসূর্য-ম্পশ্যাশ্চ বর্তন্তে রাজদারাঃ।

অপি চ,

হরন্তি হৃদয়ানি যচ্ছ বণশীতলা বেণবো
যদদতি করম্বিতা শিশিরবায়ুনা বারুণী।
ভবন্তি চ হিমোপমাঃ স্তনভুবো যদেণীদৃশো--
রুচেরুপরিসংস্থিতো রতিপতেঃ প্রসাদো গুরুঃ ॥ ৪ ॥

এবং চ সখে! সংশৃণুমঃ।

মূলং বালকবীরুধাং সুরভয়ো জাতীতরুণাং ত্বচঃ
সারশ্চন্দনশাখিনাং কিসলয়া আর্দ্রাণ্যশোকস্য চ।
শৈরীষী কুসুমোন্নতিঃ পরিণমন্মোচশ্চ সোঽয়ং গণো
গ্রীষ্মেণোষ্মহরঃ পুরা কিল দদে দগ্ধায় পাণ্ডয়বে ॥ ৫ ॥

(নিঃসহতামভিনীয়)।

অপি শিশিরতরোপচারযোগাং
দ্বিতয়মিদং যুগপন্ন সহ্যমেব।
জরঠিতরবিদীধিতিশ্চ কালো
দয়িতজনেন সমং চ বিপ্রযোগঃ ॥ ৬ ॥

নেপথ্যে--দোলালিআহিং কুংচিদসরলদীহচরণাহিং কডিজ্জই বলইঅরজ্জুঅলং চিঅনেউরা-হরণং। করহঅণিবিড়পীড়িঅপেরংতবিণিগ্গঅকডাপা। ছীড়িজ্জই সুহীপড়িচ্ছি-অকণআকিংকিণীও কুচ্ছোদরদরসিঢ়িলিদকুংচুঅথইদথণহরাহিংতো অবণিজ্জই

উন্ধকরাগ্গকট্ঠণ্ধেলংতবসণং। (দোলালিকাভিঃ কুঞ্চিতসরলদীর্ঘচরণাভিঃ কৃষ্যতে বলয়িতকরযুগলাঞ্চিতনুপুরোভরণম্। করযুগনিবিড়পীড়িতপর্যন্ত-বিনির্গতকলাপা মুচ্যন্তে সখীপ্রতিচ্ছিন্নকনককিঙ্কিণীকাঃ কুব্জোদরদরশিথিলিত-কণ্চুকস্থগিতস্তনভরাদপনীয়তে উধর্বকরাগ্রকর্ষণোদ্বেল্লম্বসনম্।)

রাজা—বয়স্যাভিঃ সহ দোলাবিহারং বিভাব্য (বিদূষকং প্রতি) সখে!

মাং নিধায় হৃদয়ে স্মরতপ্তা
দোলিকাবিহরণং স্বসখীভিঃ।
স্বীকরোতি যদি কিন্নরকণ্ঠী
কার্মুকং বহতু জৈত্রমনঙ্গঃ ॥ ৭ ॥

বিদূষকঃ—বিঅক্খণাবঅণাদো জানীঅদি পাণিপীড়ণপুব্বং দে দাবিদো) অপ্পা। (বিচক্ষণাবচনাৎ জ্ঞায়তে পাণিপীড়নপর্বং তে দাপিত আত্মা।)

রাজা—স চ চতুষ্পদীপর্যবসিতঃ শ্লোকঃ প্রাভৃতীকৃতঃ।

বিদূষকঃ—তা পসাদং কদুঅ পঠদু পিঅবঅস্সো তং সিলোঅং। (তৎ প্রসাদং কৃত্বা পঠতু প্রিয়বয়স্যস্তং শ্লোকম্।)

রাজা—পঠতি—

বিধত্তে সোল্লেখং কতরদিহ নাঙ্গং তরুণিমা
তথাপি প্রাগল্ভ্যং কিমপি চতুরং লোচনযুগে।
যদাদত্তে দৃশ্যাদখিলমপি ভাবব্যতিকরং
মনোবৃত্তিদুর্ষ্টং মুখরয়তি দৃশ্যং প্রতি জনম্ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ,

স্বকণ্ঠকাণ্ডাৎ সুদৃশোঽবতার্য
স্বপ্নেঽর্পিতো যো মম কন্ধরায়াম্।
পুনর্ময়া তৎকুচসীম্নি মুক্তো
হারঃ স চ প্রাভৃতমত্র জাতঃ ॥ ৯ ॥

বিদূষকঃ—(স্মরণমভিনীয়) ভো পিঅবঅস্স! কিং পি রহস্সং পুচ্ছীঅসি? (ভো প্রিয় বয়স্য! কিমপি রহস্যং পৃচ্ছ্যসে)?

রাজা—কথ্যতে।

বিদূষকঃ—মিঅংকাবলীকুবলঅমালাণং কেত্তিঅং অংতরং? (মৃগাংকাবলী কুবলয়-মালয়োঃ কিয়দন্তরম্?)

রাজা—আস্তাং পরকলত্রং হি সা বর্ততে।

বিদূষকঃ—ণং পত্থিবব্ববহারে অণভিণ্ণোহহং জাণবদো উণ উণ সালভঞ্জং অদ্ধভঞ্জং ত্তি ভণাদি। তা কধেসু কেত্তিঅং অংতরং ত্তি মিঅংকাবলীকুবলঅমালাণং? (ননু পার্থিবব্যবহারে অনভিজ্ঞোঽহং জানপদঃ পুনঃ পুনঃ শালভার্যমর্ধভার্যামিতি ভণতি। তৎ কথয় কিয়দন্তরমিতি মৃগাংকাবলীকুবলয়মালয়োঃ?)

রাজা—তর্হি দৃষ্টান্তান্তরেণ কথ্যতে। যাবদন্তরং ঘনসারাগরুসারয়োঃ।

বিদূষকঃ—সট্ঠুদরং ণ জাণীঅদি। (সুষ্ঠুতরং ন জ্ঞায়তে।)

রাজা—জ্ঞাপ্যতে।

লাটীচম্পকপিঞ্জরৈরবয়বৈদ্বর্ণিভিঃ কুন্তলৈঃ
পূর্বা রত্নময়ীং বিভর্তি রচনামন্যা তু মুক্তাময়ীম্।
ইত্থং দ্বে অপি তে বিলাসসদনে দেবস্য চেতোভুবঃ
প্রাচ্যাঃ কিং তু নিতান্তনির্জিতজগল্লাবণ্যপণ্যং বপুঃ ॥ ১০ ॥

সখে, কিং পুনরনুপপন্নমেবেদং যদুত মাং দেবী পরিণায়য়িষ্যতীতি।

বিদূষকঃ—কুদো দিট্ঠে অণুবঅন্নং ণাম। (পুরো দর্শয়ন্) (সম্বধিণীচেড়ীও আগচ্ছংতীত্ত দীসংদি)। (কুতো দৃষ্টেরনুপপন্নং নাম। সম্বন্ধিনীচেট্য আগচ্ছন্ত্যো দৃশ্যন্তে।)

রাজা—কা পুনস্তে সম্বন্ধিনী ?

বিদূষকঃ—দেবী।

রাজা—(বিহস্য) তদেহি চিত্রশালিকামধিতিষ্ঠাবঃ। (তথা তিষ্ঠতঃ)।

(ততঃ প্রবিশন্তি নেপথ্যে পেটিকাহস্তাশ্চেট্যঃ, সর্বাঃ পরিক্রামিতকেন)

একা—হলা তরংগিএ! একহিং উণ মহারাও পেক্খিদব্বো। (হলা তরঙ্গিকে! কুত্র পুনর্মহারাজঃ প্রেক্ষিতব্যঃ ?)

দ্বিতীয়া—সহি কুরংগিএ! জহিং আসন্নবিআহকোদূহলপ্পফুরিদো জণো দীসদি। (সখি কুরঙ্গিকে! যত্রাসন্নবিবাহকৌতূহলপ্রস্ফুরিতো জনো দৃশ্যতে।)

অন্যা—অয়ি বিঅক্খণে! কিং বিঅ তরংগিআএ মংতিদং। জো সহস্সাণং মহিসীণং পাণিগ্গহী তস্স কিত্তিও বিঅ কোদূহলকলকলো। (অয়ি বিচক্ষণে! কিমিব তরঙ্গিকয়া মন্ত্রিতম্। যঃ সহস্রাণাং মহিষীণাং পাণিগ্রাহী তস্য কিয়ানিব কৌতূহল-কলকলঃ।)

অপরা—পিঅসহি বিঅক্খণে! কিং ণু কখু অণহিণ্ণাসি কংপ্পচরিদাণং ণবকোদূহলী কামিজণো। (প্রিয়সখি বিচক্ষণে! কিং নু খলু অনভিজ্ঞাসি কন্দর্পচরিতানাং নবকৌতূহলী কামিজনঃ।)

তরঙ্গিণী—(পুরোঽবলোক্য)। এস ভট্টা পংড়ুরপরিক্খাভংগো পভাদপুণ্ণিমাচংদো বিঅ সণিচ্চরাণুগদো অজ্জ চারাঅণদুদীও চিত্তসালিআড়ুদ্দেসে দীসেদি। (এস ভর্তা পাণ্ডুরপরিক্ষামাঙ্গঃ প্রভাতপূর্ণিমাচন্দ্র ইব শনৈশ্চরানুগত আর্যচারায়ণ-দ্বিতীয়শ্চিত্রশালিকাম্বারোদ্দেশে দৃশ্যতে।)

সর্বাঃ—(সমুপসৃত্য) জেদু জেদু ভট্টা। দেবী বিণ্ণবেদি, আসন্নং লগ্গং তা ইমং ণেবত্থ মলংকরিঅ অহিট্ঠীঅদু বিআহচউক্কিআ। (জয়তু জয়তু ভর্তা। দেবী বিজ্ঞাপয়তি, আসন্নং লগ্নং, তদিদং নেপথ্যমলংকৃত্যাধিষ্ঠীয়তাং বিবাহচতু-ষ্কিকাম্।)

রাজা—যদাদিশতি দেবী!

বিদূষকঃ—(আত্মানং নির্বর্ণ্য) ভোদীও সংবংধিঅস্স জণস্স বাসভোজ্জে কিমুত্তরম্। (ভবত্যঃ সম্বন্ধিন্যোঽস্য জনস্য বাসভোজ্যে কিমুত্তরম্)

চেট্যঃ—ইদং দাস্সামো। (ইদং দাস্যামঃ।)

বিদূষকঃ—কিং বিঅ তং ? (কিমিব তৎ ?)

চেট্যঃ—জং কংকেলিতরুণো দোহলঅং জং অ ভঅবম্ তিলোঅণো সীস্সে সমুব্বহই। (যৎকঙ্কেলিতরোর্দোহদং যচ্চ ভগবান্ ত্রিলোচনঃ শীর্ষে সমুদ্বহতি।)

বিদূষকঃ–(দণ্ডকাষ্ঠমুদ্যম্য) আঃ দাসীও মহারাঅপিঅবঅস্সং পিংগলিআবম্মণীবল্লহং সসত্তাণং পঢিদদ্ধপাদঅং মহাবম্মণং অধিক্খিবধ। তা ইমিণা তুহ্যারিসচেডীজণ-চিত্তবুত্তিকুডিলেণ দংডকঠ্ঠেণ ভুজংগজণজুগুত্তিসআইং বঅণাইং করিস্সং। (আঃ দাস্য! মহারাজপ্রিয়বয়স্যং পিঙ্গলিকাব্রাহ্মণীবল্লভং সস্ত্রাণাং পঠিতার্ধ-পাদং মহাব্রাহ্মণমধিক্ষিপথ। তদনেন যুষ্মাদৃশচেটীজনচিত্তবৃত্তিকুটিলেন দণ্ড-কাষ্ঠেন ভুজঙ্গজনজুগুপ্সিতানি বদনানি করিষ্যে।)

তরঙ্গিণী–মরিসদু মরিসদু অজ্জো, সংবংধিত্তত্তি তুএ সহ দেবী বিলাসিণীও মক্করং করেংতি। (মর্ষতু মর্ষতু আর্যঃ, সম্বন্ধিন্য ইতি ত্বয়া সহ দেবীবিলাসিন্য উপহাসং কুর্বন্তি।)

অন্যা–অলং মক্করেণ দুব্বাসো অজ্জচারাঅণো। (অলমুপহাসেন দুর্বাসাশ্চারায়ণঃ।)

তরঙ্গিণী–সুবাসো হুবিস্সদি সংপদং এব্ব, তা বিবাহমহুতসবোচিদং করেহ্ম। সুলক্খণে! হারলঠ্ঠি! কলকংঠি! বসংতলদে! মংগলিএ! কামকেলি! মিঅং কলেহে! বউলা বলি! পরহুদিএ! বিঅক্খণে! কপ্পলদে! পহুণো রসবিঅ-ক্খণস্স কংকণবংধনেন বিরএধ বিআহদিক্খণং। (সুবাসা ভবিষ্যতি সাম্প্রতমেব, তদ্বিবাহোচিতং কুর্মঃ। সুলক্ষণে! হারযষ্টি! কলকণ্ঠি! বসন্তলতে! মাঙ্গলিকে! কামকেলি! মৃগাঙ্কলেখে! বকুলাবলি! পরভৃতিকে! বিচক্ষণে! কল্পলতে প্রভো রসবিচক্ষণস্য কঙ্কণবন্ধনেন বিরচয়ত বিবাহদীক্ষণম্।)

(সর্বাঃ সমুপসৃত্য রক্তবাসঃকুঙ্কুমকঙ্কণকুসুমাদিকমুপনয়ন্তি)

রাজা–(নাট্যেন পরিধত্তে)।

বিদূষকঃ–(তদবশিষ্টেন সমালম্ভনাদিনাত্মানং মণ্ডয়তি)।

বিচক্ষণা–ভোদিও! কিং বিলংবেধ আরংভরমণিজ্জাণি পঅরণাইং হোংতি, তা এধ গাএধ ণচ্চধ অ। (ভবত্যঃ! কিং বিলম্বয়থ, আরম্ভরমণীয়ানি প্রকরণানি ভবন্তি, তদেব সাধয়ত গায়ত নৃত্যত চ।)

বিদূষকঃ–ভো এদাণং মজ্ঝে অহং বি গাইস্সং ণচ্চিস্সং অ। (ভো এতাসাং মধ্যে অহমপি গাস্যে নর্তিষ্যে চ।)

রাজা–যদভিরুচিতং ভবতে। (বিদূষকেণ সহ সর্বা গায়ন্তি নৃত্যন্তি চ।)

নেপথ্যে–ভো বিঅক্খণামুহীও! কিং বিলংবেধ আণেধ মহারাঅং, চউত্তরিঅং সপরিবারা দেবী সংপত্তা জ্জেব। (ভো বিচক্ষণামুখ্যঃ! কিং বিলম্বয়ত আনয়ত মহারাজং, চতুষ্কিকাং সপরিবারা দেবী সম্প্রাপ্তৈব।)

তরঙ্গিণী–ইদো ইদো মহারাও (সর্বে পরিক্রামন্তি)। (ইত ইতো মহারাজঃ।)

ততঃ প্রবিশতি দেবী বধূটীবেষা মৃগাঙ্কাবলী কুবলয়মালা চ।

দেবী–(অপবার্য) বচ্ছে! কুবলঅমালে! পেক্খ অত্তণো ভত্তুণো সুসিদ্ধং মহিলাবেসং। (বৎসে! কুবলয়মালে! প্রেক্ষ আত্মনো ভর্তুঃ সুসিদ্ধং মহিলাবেষম্।)

(কুবলয়মালা অবনতমুখী হসতি)

রাজা–(স্বগতম্)

দিবস ইবাভ্রশ্যামস্তপান্তে চন্দ্রমুখীয়ম্ রাত্রিবচ্চৈষা।
ইদমপি চান্তররচিতং রক্তাংশুকমাবয়োঃ সন্ধ্যা ॥ ১১ ॥

দেবী–অজ্জউত্ত! উগ্ঘাডীঅদু মুহং দেস উদেদু ভবণগব্ভে চংদো।

(আর্যপুত্র ! উদ্ঘাটয়তু মুখমস্যাঃ উদেতু ভবনগর্ভে চন্দ্রঃ।)

রাজা–(উপবিশ্য তথা কৃত্বা স্বগতম্।)

নয়নচ্ছলেন সুতনোর্বদনজিতে শশিনি কুলপতো ক্রোধাৎ।
নাসানালনিবন্ধং স্ফুটিতমিবেন্দীবরং দ্বেধা ॥ ১২ ॥

দেবী–বৎসে ! মিঅংকাবলি ! কুণ তারাদংসণং, বিত্থারয় কুবলঅসত্থরং। (বৎসে ! মৃগাঙ্কাবলি ! কুরু তারাদর্শনং, বিস্তারয় কুবলয়সংস্তরম্।)

মৃগাঙ্কাবলী–(লজ্জাবশাদিতস্ততশ্চক্ষুষী নিধায় চিরমূর্ধমবলোকয়তি।)

রাজা–(স্বগতম্)

ভবনভুবি সৃজন্তস্তারহারাবতারান্
দিশি দিশি বিকিরন্তঃ কেতকানাং কুটুম্বম্।
বিয়তি চ রচয়ন্তশ্চন্দ্রিকাং দুগ্ধমুগ্ধাং
প্রতিনয়ননিপাতাঃ সুভ্রুবো বিভ্রমন্তি ॥ ১৩ ॥

বিদূষকঃ–(জনান্তিকেন) এসা কুবলঅমালা তিরিচ্ছেহিং দিঠিচ্ছডাকডক্খেহিং পিবদিব্ব। (এষা কুবলয়মালা তির্যগ্‌ভিদৃষ্টিচ্ছটাকটাক্ষৈঃ পিবতীব।)

রাজা–এবমেতৎ।

প্রণালীদীর্ঘস্য প্রতিপদমপাঙ্গস্য সুদৃশঃ
কটাক্ষব্যাক্ষেপাঃ শিশুশফরফালপ্রতিভুবঃ।
সুবানাঃ সর্বস্বং কুসুমধনুষোহস্মান্ প্রতি সখে !
নবং নেত্রাম্বৈতং কুবলয়দৃশঃ সন্নিদধতি চ ॥ ১৪ ॥

কিং পুনঃ পরকলত্রমেষা ?

বিদূষকঃ–সিণেহগদীএ তুহ জ্জেব এসা। (স্নেহগত্যা তবৈবৈষা।)

দেবী–(জনান্তিকেন কুবলয়মালাং প্রতি) পেচ্ছ পেচ্ছ অত্তণো ভত্তারং অজ্জউত্তেণ পরিণিজ্জমাণং (প্রকাশম্) অজ্জউত্ত ! সংপদং দিজ্জদু ভামরীও, হুদবহম্মি হোমিজ্জংতু লাআ। (পশ্য পশ্য আত্মনো ভর্তারং আর্যপুত্রেণ পরিণীয়মানম্। আর্যপুত্র ! সাম্প্রতং দীয়তাং ভ্রামর্যঃ, হুতবহে হূয়ন্তাং লাজাঃ।)

রাজা–(পরিণীয়োপবিশতি।)

প্রবিশ্য প্রতিহারী। দেব ! দেবীমাদুলস্স চন্দবম্মস্স পহাণদূদেণ সহ অজ্জভাউরাঅণো দুবারে চিট্ঠদি। (দেব ! দেবীমাতুলস্য চন্দ্রবর্মণঃ প্রধানদূতেন সহ আর্যভাগুরায়ণো দ্বারে তিষ্ঠতি।)

রাজা–(দেবীমুখমবলোকয়তি।)

দেবী–অবিলংবিদং পবেসেহি। (অবিলম্বিতং প্রবেশয়।)

প্রতিহারী–তহ ত্তি। (নিষ্ক্রান্তঃ)। (তথেতি।)

(ততঃ প্রবিশতি ভাগুরায়ণো দূতশ্চ)

উভৌ–জয়তু জয়তু ত্রিলিঙ্গাধিপো দেবঃ।

ভাগুরায়ণঃ–ইতো লাটাধিপতেদূর্তঃ।

রাজা–(উপবিশ্য) নিবেদ্যতামপি কুশলং চন্দ্রবর্মণঃ ?

দূতঃ–দেবানুগ্রহেণ।

দেবী–কুশলং মে মাতুলাণীএ হারলদাএ। (কুশলং মে মাতুলান্যা হারলতায়াঃ।)

দূতঃ—অথ কিম্ ?

দেবী—অবি সুমরেদি মং গুরুজণো ? (অপি স্মরতি মাং গুরুজনঃ ?)

দূতঃ—অন্তরাত্মাপি বিস্মর্যতে। (দেবীং প্রতি)। মাতুলপুত্রজন্মনা দিষ্ট্যা বর্ধসে ? (সর্বে হর্ষং নাটয়ন্তি)। সংদিষ্টং চাস্মৎস্বামিনা।

নিঃসূনুনা প্রাক্ পরিকল্পিতাহভূন্ময়া মৃগাংকাবলিরেব পুত্রঃ।
পুত্রোবকল্পচ্ছলতশ্চ সেয়মানায়িতা বঃ সচিবোত্তমেন ॥ ১৫ ॥

জাতঃ সম্প্রতি মে কুলৈকতিলকঃ পুত্রস্তদেষা ত্বয়া
ভব্যা কান্তিমতী কলাসু কুশলা কেলিপ্রিয়া নীতিভূঃ।
দৈবজ্ঞোদিতচক্রবর্তিগৃহিণীভাবা মৃগাঙ্কাবলী
দেয়া কস্যচিদিন্দুসুন্দরযশঃপূতস্য পৃথ্বীপতেঃ ॥ ১৬ ॥

ভাগুরায়ণঃ—(স্বগতম্) ফলিতং নো নীতিপাদপলতয়া ধিয়া।

বিদূষকঃ—(হস্তমুদ্যম্য) ভো দিন্না পরিণীদা অ এসা, কিং ণ পেক্খসি পউঠ্ঠে দররত্ত-সুত্তকংকণং পিঅবঅস্সস্স মিঅংকাবলীএ অ মংডিদং কিদং বরইত্তিঅং ? সর্বে বিস্ময়ন্তি। (ভো দত্তা পরিণীতা চ এষা, কিং ন প্রেক্ষসে প্রকোষ্ঠে দররক্তসূত্রকংকণং প্রিয়বয়স্যস্য মৃগাংকাবল্যাশ্চ মণ্ডিতং কৃতং বরয়িতৃকম্ ?)

দেবী—(জনান্তিকেন) পেক্খ দেব্বদুল্লেলিদাইং, জং মএ কেলিকিলংতণেণং অলীঅং পড়িকপ্পিদং তং সচ্চত্তণেণ পরিণদং। (বিচিন্ত্য) ভোদু এব্বং দাব। (প্রকাশম্) অজ্জমাদুলসংদেশমংতরেণ বি মএ পরিণাবিদা এব্ব এসা। (প্রেক্ষ দৈবদুর্ল-লিতানি, যন্ময়া কেলিক্রীড়িতকেনালীকং পরিকল্পিতং তৎসত্যত্বেন পরিণতম্। ভবত্বেবং তাবৎ। আর্যমাতুলসন্দেশমন্তরেণাপি ময়া পরিণায়িতৈবৈষা।)

দূতঃ—দেবি ! ভবাদৃশীনাং বুদ্ধয়ো যদৃচ্ছয়াপি প্রবৃত্তাঃ কার্যমনুরুন্ধানাঃ পরিণমন্তি।

বিদূষকঃ—(জনান্তিকেন) দেবী এসা পচ্ছাত্তাবে পড়িদা। (দেবী এষা পশ্চাত্তাপে পতিতা।)

রাজা—তথৈব। অনুগুণং হি দৈবং সর্বস্মৈ স্বস্তি করোতি।

দেবী—(জনান্তিকেন) হলা অম্হে কজ্জবাহিরিত্তীও ভামিদাও এতাণং উণ সানুবংধাণং এস প্পবংধো। (হলা বয়ং কার্যবাহিরীত্যা ভ্রান্তাঃ এতয়োঃ পুনঃ সানুবন্ধ-য়োরেষ প্রবন্ধঃ।)

মেখলা—জধা এব্ব দেবীএ মহানুভাবত্তণং অংগীকিদং তহ এব্ব ণিব্বাহীঅদু, কিং গদে সলিলে সেতুবংধেণ ? কিং গদে বিআহে ণকখত্তপরিকখাএ ? (যথৈব দেব্যা মহানুভাবত্বমঙ্গীকৃতং তথৈব নির্বাহয়তু, কিং গতে সলিলে সেতুবন্ধেন ? কিং গতে বিবাহে নক্ষত্রপরক্ষয়া ?)

বিদূষকঃ—ভো অমচ্চচূড়ামণে ! অহিণবচাণক্কো ভবং। ভাউরাঅণ এসা বি কুবলঅমালা পিঅবঅস্সস্স এব্ব জদো মহামুণিণী বি এব্বং মংতঅংতি—

ভজ্জা দাসো অ পুত্তো অ ণিদ্ধণা সঅলা বি তে।
জং তে সমধিঅচ্ছংতি জস্স তে তস্স তং ধণং ॥ ১৭ ॥

(ভো অমাত্যচূড়ামণে ! অভিনবচাণক্যো ভবান্। ভাগুরায়ণ এষাপি কুবলয়মালা প্রিয়বয়স্যস্যৈব যতো মহামুনয়োহপ্যেবং মন্ত্রয়ন্তি—

"ভার্যা দাসশ্চ পুত্রশ্চ নির্ধনাঃ সকলা অপি।
যৎ তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্।"

দূতঃ—অহো! স্মৃতিবৈশারদ্যং মহারাজনর্মসচিবস্য চারায়ণস্য।

ভাগুরায়ণঃ—যথাহ চারায়ণঃ। কিং পুনরনেনৈব কঙ্কণেন, দেবি! পরিণায়য়েনামপি।

দেবী—জহা সমত্থেদি মহামচ্চো। (যথা সমর্থয়তি মহামাত্যঃ!)

বিদূষকঃ—(কুবলয়মালায়া হস্তং গৃহীত্বা রাজহস্তে বিনিবেশ্য) ভো জাণবদেণ সালভঞ্জা অদ্ধভঞ্জ ত্তি উচ্চদি, ভবদো উণ সঅলভঞ্জা সংবুত্তা (সর্বে হসন্তি)। (ভো জানপদেন স্যালভার্যা অর্ধভার্যেত্যুচ্যতে, ভবতঃ পুনঃ সকলভার্যা সংবৃত্তা।)

দেবী—সবিলক্ষং স্মর্যতে।)

বিদূষকঃ—(চেটী প্রতি) ভোদীও! গাঅধ ণচ্চধ, অহং পি গাইস্সং ণচ্চিস্সং। জদো বিআইসংপুডো বুত্তো ত্তি। (তথা কুর্বন্তি)। (ভবত্যঃ! গায়ত নৃত্যেত, অহমপি গাস্যে নর্তিষ্যে। যতো বিবাহসম্পুটো বৃত্ত ইতি।)

মৃগাঙ্কাবলী—(অপবার্য সহর্ষম্) এহি কুবলঅমালে! পরিরংভস্স মং কলত্তং ভবিঅ সবত্তী সংবুত্তাসি? (এহি কুবলয়মালে! পরিরম্ভস্ব মাং কলত্রং ভূত্বা সপত্নীসংবৃত্তোঽসি?)

ভাগুরায়ণঃ—(দক্ষিণাক্ষিস্পন্দং সূচয়িত্বা জনান্তিকেন) ন জানে কিং পুনরন্যদপি হর্ষকারণম্।

প্রবিশ্য প্রতিহারী। দেব! সিরিবৎসাহিহেঅসেণাবদিণো আঅদো কুরংগও লেহহত্থও দুআরে চিট্‌ঠই। (দেব! শ্রীবৎসাভিধেয়সেনাপতিরাগতঃ কুরঙ্গকো লেখহস্তো দ্বারে তিষ্ঠতি।)

ভাগুরায়ণঃ—প্রবেশয় তম্।

প্রতিহারী—(নিষ্ক্রান্তা।)

ততঃ প্রবিশতি কুরঙ্গকঃ। (প্রণম্য) জেদু জেদু ভট্টা। (লেখং প্রক্ষিপ্ত। জয়তু জয়তু ভর্তা।)

ভাগুরায়ণঃ—গৃহীত্বা বাচয়তি—

স্বস্তি শ্রীমন্নৃপুর্যাং তুহিনকরসুতাবীচিবাচালিতায়াং
দেবং কর্পূরবর্ষং বিনয়নতশিরাঃ সর্বসেনাধিনাথঃ।
শ্রীবৎসো বৎসলত্বান্মুরলজনবধূলোচনৈরর্চ্যমানে
পাদদ্বন্দ্বারবিন্দে ক্ষণমভিরচয়ত্যঞ্জলিং মূর্ধ্নি ভক্ত্যা ॥ ১৮ ॥

শ্রেয়োঽন্যৎ কার্যং চ লিখ্যতে। —করচুলিতিলকস্য
পার্থিবস্য তব প্রতাপেন মহামন্ত্রিভাগুরায়ণস্য মতিবৈশদ্যেন
মাদৃশানাং চ পদাতিলবানামাদেশনির্বহণেন
প্রাচীপ্রতীচ্যুদীচীদিগ্বিভাগে সর্ব এব রাজানশ্চণ্ডবৃত্তয়ো
দণ্ডোপনতাঃ স্থিতাঃ কেবলমবাচীক্ষিতিপতয়ো দৃশ্যন্তে স্ম।
তত্রাপি বিনিবেদ্যতে। তৎকুল্যাপহৃতরাজ্যঃ কুন্তলাধিপতি-
বীরপালো দেবং শরণমাগতো দেবাদেশাচ্চ তং পুরস্কৃত্য বয়ং
পয়োষ্ণীতীরে সমাবাসিতাঃ। তদা চ।

কার্ণাটো যুদ্ধতন্ত্রে চতুরতরমতিঃ সিংহলঃ সিংহকর্মা
পাণ্ড্যশ্চণ্ডাসিযষ্টিমুদ্গরলপরিবৃঢ়ঃ কার্মুকপ্রৌঢ়বাহুঃ।
আন্ধ্রো নীরন্ধ্রসারঃ সমরভুবি সুরঃ কুন্তলঃ কুন্তলেশঃ
কিংচান্যে কোঙ্কণাদ্যা অপি নরপতয়ঃ সংপ্রিতাঃ সংঘবৃত্তিম্ ॥ ১৯ ॥

অত্রান্তরে তৈঃ সহাস্মদীয়ানামপি বলানাং সমরসংমর্দো বৃত্তঃ।

রাজা—সমরকর্মণি নিসর্গোদ্ভটা এব কার্ণাটাঃ।

ভাগুরায়ণঃ—বাচয়তি। তত্র চ

প্রেয়ান্ মে দন্তিদন্তপ্রবসদসুরয়ং বল্লভো মে বিপক্ষঃ
কুন্তপ্রোতোঽপি যোঽয়ং সরতি মম রুচিস্তাণ্ডবী যৎ কবন্ধঃ।
অত্রাস্মৎপ্রেমবন্ধভ্রূকুটিমুখমিদং যস্য লূনেঽপি কণ্ঠে
যুদ্ধে দেবাঙ্গনানামিতি বরবরণে ন শ্রুতাঃ কেন বাচঃ ॥ ২০ ॥

কিং বহুলিখিতেন তান্বিজিত্যাস্মাভিঃ স্বরাজ্যে বীরপালোঽভিষিক্তঃ। শেষং কুরঙ্গকমুখাদেবাবগন্তব্যম্।

কুরঙ্গিকা—ভট্টা পউহস্স বিঅ মে মুহং অত্থি ণ উণ বাণী (ভর্তঃ পটহস্যেব মে মুখমস্তি ন পুনর্বাণী।)

রাজা—লেখমুখা এব লেখবাহা ভবন্তি।

ভাগুরায়ণঃ—তদধুনা—

আগঙ্গাপাতপূতপ্লুতপুলিনতটাং পূর্বতস্তাম্রপর্ণী
পূর্ণাদা দাক্ষিণাত্যাত্তুহিনকরসুতাবল্লভাদা প্রতীচঃ।
নৃত্যচ্চণ্ডীশচূড়াচ্যুতবিবুধনদীনন্দিতাত্তাবদেব
ক্ষীরাম্ভোধেরুদীচঃ করচুলিতিলকো বর্ততে চক্রবর্তী ॥ ২১ ॥

(রাজানং প্রত্যঞ্জলিং বধ্বা) কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি ?

রাজা—অতঃ পরমপি প্রিয়মস্তি।

দেবী কোপকষায়িতানুগমিতা লব্ধা মৃগাঙ্কাবলী
প্রাগ্‌গূঢ়াপি মমাদ্য সা কুন্তলপতেঃ পুত্রী কলত্রীকৃতা।
যুষ্মন্নীতিবশেন তস্য চ মহৎসেনাপতের্বিক্রমৈঃ
সঞ্জাতা মম চক্রবর্তিপদবী কিং নাম যৎ প্রার্থ্যতে ॥ ২২ ॥

তথাপীদমস্তু—

বামাঙ্গং পৃথুলস্তনস্তবকিতং যাবদ্ভবানীপতে-
র্লক্ষ্মীকণ্ঠহঠগ্রহব্যসনিতা যাবচ্চ দোষ্ণাং হরেঃ।
যাবচ্চ প্রতিমাপ্রসারণবিধৌ ব্যগ্রৌ করৌ ব্রহ্মণঃ
স্থেয়াসুঃ শ্রুতিশুক্তিলেহ্যমধুরাস্তাবৎ সতাং সূক্তয়ঃ ॥ ২৩ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

ইতি শ্রীমদ্‌বালকবিকবিরাজরাজশেখরবিরচিতায়াং
বিদ্ধশালভঞ্জিকানাটিকায়াং চতুর্থোঽঙ্কঃ।

নাটিকা চ সমাপ্তিমগাৎ।

বল্লাল

ভোজপ্রবন্ধঃ

ভূমিকা

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের দুটি রূপ—গদ্য ও পদ্য। এই দুই-এর সমন্বয় দেখা যায় কয়েকপ্রকার কাব্যে, যথা—দৃশ্যকাব্য (নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি) ও চম্পূকাব্য। পদ্যকাব্য যথা—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ইত্যাদি, গদ্যকাব্য যথা—কাদম্বরী (কথা) ও হর্ষচরিত (আখ্যায়িকা), মিশ্রকাব্য—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (নাটক), মালতীমাধব (প্রকরণ) ও রামায়ণ চম্পূ (চম্পূ) প্রভৃতি। এই কয়প্রকার কাব্য ব্যতীত 'গল্প'-কাব্য (Tale)-নামক একশ্রেণীর কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যকে অলংকৃত করেছিল। এই শ্রেণীর কাব্যও আবার দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত। কতগুলি উপদেশাত্মক, সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের সম্মার্গের প্রতি প্রবৃত্তির উদ্বোধনই এদের প্রধান উদ্দেশ্য। যথা—পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি কতগুলি কাব্যে গল্প বলার জন্যেই গল্প বলা হয়। বক্তা বা লেখকের উপদেশদানের স্পৃহার সঙ্গে রসপরিবেশনের স্পৃহা ও মহান ব্যক্তিদের মহিমাকীর্তনের স্পৃহাও পরিলক্ষিত হয়। ভোজপ্রবন্ধ এই শ্রেণীর কাব্য। বহু গল্পকাহিনীর কেন্দ্রীভূত ধারাধিপতি ভোজ যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বৈয়াকরণ, আলংকারিক ও কবিরূপে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী তাঁরই দানশীলতা, বিদ্যানুরাগ ও কাব্যপ্রিয়তা প্রকাশের জন্যে একাধিক সংক্ষিপ্ত কাহিনীর সংকলন এই প্রবন্ধে করা হয়েছে। এই কাহিনীগুলি কবিকল্পপ্রনাসূত বলে এদের ঐতিহাসিক মূল্য খুবই কম।

ভোজপ্রবন্ধের রচয়িতা বল্লাল খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। এই প্রসঙ্গে অন্য মতও প্রচলিত আছে। শ্রীকৃষ্ণমাচারি তাঁর History of Classical Sanskrit Literature গ্রন্থে বলেছেন—

The author of Bhojaprabandha is called Vallabha Pandita in a Ms (D.C. XXI 8166) published with a French translation and Commentary by T. Pavic in J. A. IV 210 et. Seq and the composition is there assigned to the 13th Cent A.D. Ward (History of Religion and Literature of the Hindus 1,516) calls it a work himself which is obviously wrong"—(পৃ ৫০২). Keith-এর মতে ভোজপ্রবন্ধের লেখক বল্লালসেন। "Collection of witty but quite untrastworthy legends of the court of Bhoja, The Bhojaprabandho of Ballalasena is of the sixteenth century. (A History of Sanskrit Literature p. 293)

বল্লাল-বিরচিত 'ভোজপ্রবন্ধ' ছাড়া আরও কয়েকটি ভোজপ্রবন্ধের পরিচয় সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায়। যথা—মেরুতুঙ্গরচিত ভোজপ্রবন্ধ, রাজবল্লভরচিত ভোজপ্রবন্ধ, বৎসরাজরচিত ভোজপ্রবন্ধ, শুভাশীলরচিত ভোজপ্রবন্ধ ও পদ্মগুপ্ত-রচিত ভোজপ্রবন্ধ। 'পদ্যতরঙ্গিনী' কাব্যের রচয়িতা ব্রজনাথ রাজশেখররচিত একটি ভোজপ্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। রাজা ভোজের জীবনী অবলম্বন করে বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য ভোজচরিত ও ভোজরাজসচ্চরিত নামে একটি দুই অংকে বিভক্ত নাটক রচনা করেন।

ভোজপ্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য নগণ্য হলেও এবং কাব্যরূপে এর মান উন্নত-শ্রেণীর না হলেও এটি পাঠকসমাজে কম সমাদৃত হয় নি। তার প্রমাণ—এটি বহুবার

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ থেকে এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কলিকাতা থেকে শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং বোম্বাই থেকে শ্রীবাসুদেব পংশীকর (Panshikar) ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে একটি ভোজপ্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

India Office Catalogue vii (পৃ ১৫৪৯) ভোজপ্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের উল্লেখ আছে। Theodore Pavic প্যারিস থেকে অনুবাদসহ একটি ভোজপ্রবন্ধ প্রকাশ করেন। (শ্রীসুশীলকুমার দে বিরচিত History of Sanskrit Literature, পৃ ১২৮ দ্রষ্টব্য)।

ভোজপ্রবন্ধের পূর্বে কতগুলি জৈনপ্রবন্ধ সংস্কৃত গদ্যে রচিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে মেরুতুঙ্গ রচিত (১৩০৬ খ্রীঃ) প্রবন্ধচিন্তামণি ও রাজশেখর সূরি রচিত প্রবন্ধকোশ (১৩৪৮ খ্রীঃ) উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীসুশীল কুমার দে বলেছেন—

The works are perhaps not satisfactory for their historical information of earliest times, but they have certainly an amusing content and a readable style. (History of Sanskrit Literature, পৃ ৪২৮)

রচনাশৈলী—ভোজপ্রবন্ধ পাঠকসমাজে সুপরিচিত হলেও এর কাব্য-সৌন্দর্য রসিকের মন হরণ করতে পারে না। এই গল্পগুচ্ছে যে-গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কাহিনী। কবির ধারাধিপতির মহিমাকীর্তনের স্পৃহা সুত্রের মতো পরস্পরবিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলিকে গ্রথিত করে একটি মাল্যাকারে পরিণত করেছে। এই কাহিনীগুলির অধিকাংশই সংক্ষিপ্তাকার এবং পদ্য ও গদ্য উভয়ের সংমিশ্রণে রচিত। তবে এটি চম্পুকাব্যের সমগোত্রীয় নয় কারণ এতে গদ্য ও পদ্য সমানভাবে একই উদ্দেশ্য সাধন করে না। কোনো বিশেষ উক্তির পুনরুল্লেখ অথবা কোনো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্যে গদ্যের মধ্যে পদ্যের ব্যবহার হয়েছে।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রসসমুজ্জ্বল বাক্যই কাব্য—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। (সাহিত্যদর্পন-১) ভোজপ্রবন্ধের কাহিনীগুলি রসসমুজ্জ্বল না হলেও রসরহিত নয়। এতে শৃঙ্গারাদি অষ্টবিধ রসই পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণভূত শৃঙ্গার এখানে দীপ্তিহীন ; হাস্য, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎসও ম্লান ; কেবল বীর (দান) ও অদ্ভুতরসই প্রধান। এই প্রবন্ধের রসজন্য চমৎকারিত্বের অভাব পূর্ণ হয়েছে বিভিন্ন অলংকারের ও গুণের মহিমায়। 'নিঃশঙ্ক' ইত্যাদি (শ্লোক ২৬৬) অথবা 'লো চারু' (শ্লোক ২৬৮) ইত্যাদিতে অনুপ্রাস, 'পয়োধর' (শ্লোক ২৯৯)-এ উৎপ্রেক্ষা, 'অনেকে ফাণনঃ সন্তি' (শ্লোক ৩০০)-তে অপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রভৃতি একাধিক অলংকার এই প্রবন্ধটিকে মনোজ্ঞ করে তুলেছে। ছন্দের বৈচিত্র্যও সকলের শ্রুতিসুখকর। পরিশেষে একটি কথা বলা উচিত যে ভোজপ্রবন্ধের গদ্য সুবন্ধু বাণ বা দণ্ডীর গদ্যের মতো ওজোগুণের বিস্তার বা অলংকারের আড়ম্বরে পাঠকদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করে না। বরং এর স্বচ্ছ সুন্দর গদ্য সরল ও সাবলীল গতিতে একাধিক বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত করে চিরাচরিত গদ্যসাহিত্যের একটি নূতন দিক উন্মোচিত করেছে।

গ্রন্থে উল্লিখিত কবি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

কালিদাস—সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাস সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে পরিগণিত। তাঁর পরিচয় সঠিক জানা যায় না। তিনি ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন।

ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥

এই শ্লোকটির ঐতিহাসিকমূল্য যদিও সন্দেহাধীন তবু রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক এখানে উল্লিখিত হয়েছে তা অনেকেই মেনে নিয়েছেন। মনে হয় তাঁর 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকটি কবির রাজার প্রতি সৌহার্দের নিদর্শন। প্রফেসর Ryder বলেছেন—'No doubt Kalidasa intended to pay a tribute to his patron the sun of Valour, in the very title of his play 'Urvasi' won by Valour'.

কালিদাসের আবির্ভাবকাল প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মত। এখনও পর্যন্ত তা নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয়নি। তবে তিনি যে ভাসের (খৃঃ পূঃ ২য় শতক) পরবর্তী তা তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে ভাসের নামোল্লেখ থেকে জানা যায়—'ভাসসৌমিল্ল কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ'। (প্রস্তাবনা)

তিনি যে বাণভট্টের (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক) পূর্ববর্তী তা বাণকৃত কালিদাসের স্তুতি প্রমাণিত করে। 'নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু। প্রীতির্মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে ॥' (হর্ষচরিত ভূমিকা, শ্লোকসংখ্যা ১৬)। রাজশেখর তিনজন কালিদাসের উল্লেখ করেছেন—'একোঽপি জীয়তে হন্ত কালিদাসো ন কেনচিৎ। শৃঙ্গারে ললিতোদ্গারে কালিদাসত্রয়ী কিমু ॥' (সূক্তিমুক্তাবলি)। কালিদাস ছিলেন একাধারে কবি ও নাট্যকার। তাঁর রচিত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্ (নাটক) এবং ঋতুসংহার, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব (মহাকাব্য) মেঘদূত—(খণ্ডকাব্য) বিশ্বের রসিকসমাজে সমাদৃত। এছাড়া আরও অনেক কাব্য তাঁর রচিত বলে প্রসিদ্ধ। যথা—নলোদয়, সেতুবন্ধ, কুন্তকেশ্বরদৌত্যম্, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গারতিলক, জ্যোতির্বিদাবরণ, রত্নকোশ, শৃঙ্গারসারকাব্য প্রভৃতি। কালিদাস ছিলেন প্রকৃতির কবি। তাঁর প্রকৃতি Wordsworth-এর প্রকৃতির মতো চেতন ; মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। রসের পরিবেশনে বিশেষতঃ শৃঙ্গাররস প্রকাশে এবং অলংকার প্রয়োগে তিনি তুলনাহীন। 'উপমা কালিদাসস্য' এই প্রবাদবাক্য তাঁর উপমাপ্রয়োগে অসাধারণ নৈপুণ্য সূচিত করে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে কালিদাসের কবিপ্রতিভার পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস গোষ্পদে সমুদ্রকে বন্ধন করার প্রয়াসের মতোই অসম্ভব ও হাস্যকর।

দণ্ডী-প্রসিদ্ধ আলংকারিক দণ্ডী খ্রীঃ ৬৩৫—৭০০ অব্দে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতার নাম বীরদত্ত ও মাতার নাম গৌরী। প্রচলিত আছে দণ্ডী তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন।

ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো গুণাঃ।
ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ ॥ (হারাবলি)

এই তিনটি গ্রন্থ—দশকুমারচরিত, দ্বিসন্ধান ও কাব্যাদর্শ। অনেকে (যথা—Pischel) মনে করেন মৃচ্ছকটিক দণ্ডীর লেখা কারণ 'লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি'—শ্লোকটি কাব্যাদর্শ ও মৃচ্ছকটিক,—এই দুটিতেই আছে।

'শিবপঞ্চস্তবী' নামে একটি ছোটো কাব্যগ্রন্থ দণ্ডীর লেখা বলে প্রসিদ্ধ।

বাণভট্ট—প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক বাণভট্ট সংস্কৃত-সাহিত্যের আকাশে একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তাঁর রচিত কাদম্বরী ও হর্ষচরিত দুই প্রকার সংস্কৃত গদ্যকাব্য–কথা ও আখ্যায়িকার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। কাদম্বরী কল্পিত-কাহিনী অবলম্বনে রচিত। হর্ষচরিত থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধনের জীবনালেখ্যস্বরূপ। এটির ঐতিহাসিক মূল্য যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশি এর কাব্যিক আবেদন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল খ্রীঃ ৬০৬--৬৪৮ পর্যন্ত। সুতরাং বাণের আবির্ভাবকাল ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সপ্তম শতাব্দীর পূর্বার্ধের মাঝামাঝি। তাঁর পিতার নাম চিত্রভানু। শৈশবে বাণের মাতৃবিয়োগ হলে পিতা তাঁকে মাতৃস্নেহে পালন করেন। বাণভট্টের ওজোগুণান্বিত গদ্যে মাধুর্যের অভাব নেই। অলংকারের ঘনপিনদ্ধ পাণ্ডিত্যে ও শব্দসম্ভারসৃজনে বাণ অদ্বিতীয়। বাণের শিল্পনৈপুণ্যের যথার্থ পরিচয় প্রচলিত স্তুতিবাক্য থেকে পাওয়া যায়–'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্।'

> "সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
> বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা॥"
> "কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে।
> কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে॥"
> শ্লেষে কেচন শব্দগুম্ফবিষয়ে কেচিদ্রসে চাপরে-
> ঽলংকারে কতিচিৎ সদর্থবিষয়ে চান্যে কথাবর্ণনে।
> অসাবত্র গভীরধীরকবিতাবিন্ধ্যাটবীচাতুরী-
> সঞ্চারো কবিকুম্ভিকুম্ভভিদুরো বাণস্তু পঞ্চাননঃ॥ ইত্যাদি।

বাণভট্টের অপর রচনা–চণ্ডীশতক, শিবশতক, শারদাচন্দ্রিকা ও পার্বতীপরিণয় (নাটক)।

ভবভূতি—সংস্কৃত-নাট্যসাহিত্যে কালিদাসের পরেই ভবভূতির স্থান। তাঁর প্রকৃত নাম শ্রীকণ্ঠ। তাঁর পিতার নাম নীলকণ্ঠ। বিদর্ভ জনপদের পদ্মপুর নগরে ভবভূতির জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষগণ মুনি কাশ্যপের বংশোদ্ভূত উড়ুম্বর উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভবভূতির পিতামহ ভট্টগোপাল বাজপেয়যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। ভবভূতির রচিত মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত নাটক শ্রীরামচন্দ্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের একটি পূর্ণাবয়ব ইতিহাস। তাঁর তৃতীয় রচনা 'মালতীমাধব' 'প্রকরণ' শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য। এটি মালতী ও মাধবের কল্পিত প্রেমোপাখ্যান। প্রকৃতির বর্ণনায়, চরিত্র-চিত্রণে ও রস-পরিবেশনে, বিশেষত করুণরস প্রকাশে তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য পাঠককে বিস্মিত করে। কবি স্বয়ং নিজের দক্ষতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি সগর্বে বলেছেন–

'যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ততে।' উত্তররামচরিত (১।২)। কহ্লনের মতে কনৌজরাজ যশোবর্মণের সভাকবি ছিলেন ভবভূতি।

> 'কবিবাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
> জিতো যযৌ যশোবর্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্॥ --রাজতরঙ্গিনী ৪।১৪৪

ভবভূতির আবির্ভাবকাল সপ্তমশতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টম শতাব্দীর পূর্বভাগ।

ভট্টি—প্রসিদ্ধ 'রাবণবধ' মহাকাব্যের রচয়িতা ভট্টি সংস্কৃত-শাস্ত্রকাব্য রচনার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। কবি বল্লভীর রাজা শ্রীধরসেনের উল্লেখ করেছেন–'কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং শ্রীধরসেননরেন্দ্র-

পালিতায়াম্।' চারজন বল্লভীর রাজা শ্রীধরসেনের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। সর্বশেষ রাজা ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সুতরাং ভট্টি ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের খুব বেশি পরবর্তী হতে পারেন না বলে মেনে নেওয়া উচিত। মান্দাসর শিলালিপিতে বৎসভট্টির সঙ্গে তাঁকে যে এক বলা হয়েছে তা ঠিক নয় কারণ বৎসভট্টির রচনায় ব্যাকরণ-গত ত্রুটি দেখা যায়। কেউ কেউ তাঁকে ভর্তৃহরি (নীতি, বৈরাগ্য ও শৃঙ্গারশতকের কবি) বলে মনে করেন কারণ ভর্তৃ শব্দের প্রাকৃত রূপ ভট্টি। ভট্টির 'রাবণবধ' কাব্য একাধারে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনচরিত ও সংস্কৃত-অলংকার ও ব্যাকরণশাস্ত্রের সমন্বয়। এই কাব্যটি দুরূহ। সাধারণ পাঠকের বোধের অগম্য। কবি এর জন্যে গর্বিত। তিনি সদম্ভে বলেছেন--

দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোঽয়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্ ।
হস্তাদর্শ ইবান্ধানাং ভবেদ্ ব্যাকরণাদৃতে ॥

ভারবি—প্রসিদ্ধ 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যের রচয়িতা কবি ভারবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তাঁর আবির্ভাবকাল প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা চলে যে তিনি ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কারণ ঐ সময়ের আইহোল (Aihole) শিলালিপিতে কালিদাসের সঙ্গে তার নাম স্মরিত হয়েছে—

যেনাযোজি নবেঽশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম ।
স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্তিঃ ॥

অনেকে মনে করেন তিনি বাণের পূর্ববর্তী। "Bana ignores him," so that he can hardly have preceded him long enough for his fame to compel recognition. It is, therefore, wiser to place him at A. D. 550 than as early as A. D. 500. (Keith. A History of Sanskrit Literature. p. 109) ভারবির রচনা অর্থের গাম্ভীর্যে অতুলনীয় 'ভারবেরর্থগৌরবম্'—এই প্রবাদ বাক্যটি তা প্রমাণ করে।

ভিক্ষু—একজন প্রতিভাধর কবি। পণ্ডিতপ্রবর জীবনানন্দ বিদ্যাসাগরের মতে ইনি সাংখ্য প্রবচনকারিকার ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু (পৃঃ ২৬৯, ভোজপ্রবন্ধ ; জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত দ্রষ্টব্য।

ভীম—কবি ভীম (ভূমা, ভূমক বা ভৌমক) কাশ্মীরে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর রাবণার্জুনীয় বা 'আর্জুনরাবণীয়' রামায়ণে বর্ণিত রাবণ ও কার্তবীর্যার্জুনের সংঘাতের কাহিনী নিয়ে রচিত।

ভোজ--পরমার বংশোদ্ভূত ভোজ ধারাধিপতিরূপে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি ১০১৮ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন ও ১০৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর পিতার নাম সিন্ধুল। তিনি একাধারে কবি, বৈয়াকরণ ও আলংকারিক ছিলেন। তাঁর রচনা শৃঙ্গারমঞ্জরী (আখ্যায়িকা), বিদ্যাবিনোদ (কাব্য), শিবদত্ত (স্তোত্রগ্রন্থ) ও এর টীকা শিবতত্ত্বরত্নকলিকা। শৃঙ্গারপ্রকাশ ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণ (অলংকার গ্রন্থ) সঙ্গীতপ্রকাশ ও রামায়ণ চম্পূ। 'রামায়ণ চম্পূ' ভোজের রচনা কিনা এ-বিষয়ে মতভেদ আছে। কারণ এতে বলা হয়েছে, 'শ্রীবিদর্ভরাজবিরচিতে চম্পূরামায়ণে।' এই বিদর্ভরাজ শৃঙ্গারপ্রকাশ প্রভৃতির লেখক ভোজ বিনা সন্দেহ।

ময়ূর—ময়ূর বাণভট্টের শ্বশুর ছিলেন ; তিনি হর্ষবর্ধনের সভাকবি। পদ্মগুপ্ত বলেছেন—

সচিত্রবর্ণবিচ্ছিত্তিহারিণোরবনীশ্বরঃ।
শ্রীহর্ষ ইব সংঘট্টং চক্রে বাণময়ূরকঃ ॥

মল্লিনাথ—সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে টীকাকাররূপে মল্লিনাথের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। কালিদাস, শ্রীহর্ষ, ভারবি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিদের কাব্যের উপর এবং একাবলী নামক অলংকার গ্রন্থের উপর তিনি টীকা লিখেছেন। তিনি পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণভারতে তেলেঙ্গানাজেলায় আবির্ভূত হন।

মাঘ—'শিশুপালবধ' মহাকাব্যের রচয়িতা মাঘ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতার নাম দত্ত বা দত্তক। তাঁর মহাকাব্যে ব্যাকরণ, অলংকার ও কাব্যের ত্রিবেণীসংগম ঘটেছে। এই জন্যে অনেকে মনে করেন তিনি শিল্পনৈপুণ্যে ভারবি ও শ্রীহর্ষকেও অতিক্রম করেছেন। এই প্রসঙ্গে কতগুলি প্রচলিত উক্তি আছে—

'তাবদ্ভা ভারবে ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ'।
'উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্,
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ" ইত্যাদি

মুঞ্জ—পরমার বংশের রাজা মুঞ্জ ইতিহাসে প্রথম বাক্‌পতিরাজ, সাহসাংক, সিন্ধুরাজ, উৎপলরাজ, শ্রীবল্লভ, পৃথ্বীবল্লভ ও অমোঘবর্ষ উপাধিমণ্ডিতরূপে পরিচিত। তিনি ৯৭৪-৯৯৪ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি কল্যাণের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈল কর্তৃক রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন। মুঞ্জ কবিরূপেও খ্যাত ছিলেন।

লক্ষ্মীধর—ইনি চক্রপাণি কাব্য রচনা করেন।

বররুচি—অনেকের মতে বররুচির অপর নাম কাত্যায়ন। তিনি সংকৃতিগোত্রের সোমদত্তের পুত্র। বররুচি পাণিনি ও ব্যাড়ির সঙ্গে উপবর্ষের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি পাণিনিকৃত ব্যাকরণের উপর বার্তিক রচনা করেন। তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন বলে প্রসিদ্ধ।

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥

পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে (৪ ৩.১০১) একটি 'বাররুচ' কাব্যের উল্লেখ করেছেন। জহ্লন 'সূক্তিমুক্তাবলি'তে একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন যাতে বররুচিলিখিত 'কণ্ঠাভরণ' গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

অনেকে মনে করেন বররুচি ব্যক্তিগত নাম ও কাত্যায়ন গোত্রনাম। কালীচরণ শাস্ত্রীপ্রণীত Bengal's contribution to Sanskrit Grammar [পৃ-১৪৪দ্রষ্টব্য]

'যথার্থতা কথং নাম্নি মা ভূৎ বররুচেরিহ।
ব্যধত্ত কণ্ঠাভরণং যঃ সদারোহণপ্রিয়ঃ ॥"

অনেকে অবশ্য বররুচি ও কাত্যায়নকে পৃথক ব্যক্তি মনে করেন। নীতিরত্ন ও সিংহাসনদ্বাত্রিংশিক বররুচির বলে প্রসিদ্ধ। প্রাকৃতপ্রকাশ রচয়িতা বররুচি ভিন্ন ব্যক্তি।

বিক্রমার্ক—বিক্রমার্ক বা বিক্রমাদিত্য ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, কালিদাস প্রমুখ নবরত্নের পৃষ্ঠপোষক ও 'বিক্রম অব্দের' (৫৬ খ্রীঃ পূঃ) প্রতিষ্ঠাতারূপে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

বিষ্ণু—টীকাকাররূপে প্রসিদ্ধ। তিনি 'নলোদয়' কাব্যের টীকা লেখেন।

বীণা—মহিলা কবি। সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা কবির নাম নাম পাওয়া যায়। যথা বিদ্যা বিকটনিতম্বা, শিলাভট্টারিক, বীণা, ভাবদেবী, গৌরী, পদ্মাবতী, বিদ্যাবতী প্রভৃতি।

শঙ্কর- ইনি 'চন্দ্রাঙ্গদচরিত' কাব্য রচনা করেন। শঙ্কর দীক্ষিত নামে অপর এক কবির নাম পাওয়া যায় যিনি বুন্দেলখণ্ডরাজ সভাসিংহের সভাকবি ছিলেন। তিনি প্রদ্যুম্নবিজয় (নাটক) ও গঙ্গাবতার চম্পু রচনা করেন।

সোমনাথ—কবি সোমনাথ 'কৃষ্ণগীতা' কাব্য রচনা করেন।

উক্ত কবি ও গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্যে M. Krishnamachariar লিখিত A History of Classical Sanskrit Literature (Madras 1957. Tirumalai Tirupat Devasthanam Sanskrit Press থেকে মুদ্রিত) দ্রষ্টব্য।

সুভাষিত

কিং কিং ন সাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা।
কল্পলতার মতো বিদ্যা কোন্ অসাধ্যই না সাধন করে?
নরঃ পতিতকায়োঽপি যশঃকায়েন জীবতি
মানুষের শরীরপাত হলেও সে যশঃশরীরেই জীবিত থাকে।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ
অপ্রিয় অথচ হিতকর বিষয়ের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ।
সুকবেঃ শব্দসৌভাগ্যং সৎকবির্বেত্তি নাপরঃ
সুকবির শব্দসৌভাগ্য সুকবিই বুঝতে পারে, অন্যে নয়।
দারিদ্রস্যাপরা মূর্তির্যাচ্ঞা ন দ্রবিণাল্পতা।
দারিদ্র্যের আর এক মূর্তি যাচ্ঞা, ধনের অল্পতা নয়।
পরাক্রমেণ দানেন রাজন্তে রাজনন্দনাঃ।
রাজপুত্রেরা পরাক্রম ও দানেই শোভা পান।
অবজ্ঞাস্ফুটিতং প্রেম সমীকর্তুং ক ঈশ্বরঃ?
অবজ্ঞায় যে প্রীতিতে ভাঙন ধরে তা আর কে জুড়তে পারে?
অহহ মহতাং নিঃসীমানশ্চরিত্রবিভূতয়ঃ।
অহো! মহতের চরিত্রবিভূতি সত্যই নিঃসীম।
গুণাঃ ফলং গুণা এব ন গুণা ভূতিহেতবঃ
গুণ গুণই, গুণকে সম্পদের হেতু হতে হবে তার কোনো মানে নেই।

ভোজপ্রবন্ধঃ

প্রবন্ধাবতারণা

স্বস্তি। শ্রীমহারাজাধিরাজ ভোজরাজের কাহিনী বলছি। প্রাচীনকালে ধারারাজ্যে[১] সিন্ধুল নামে রাজা দীর্ঘকাল প্রজা প্রতিপালন করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ভোজ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার পিতা নিজের জরা অনুভব করে ছোটো ভাই মুঞ্জকে মহাবলশালী ও পুত্রকে বালক দেখে মুখ্য অমাত্যদের আহ্বান করে পরামর্শ করলেন—যদি আমি রাজ্যলক্ষ্মীর ভার ধারণ করতে সমর্থ নিজের সহোদরকে বাদ দিয়ে পুত্রকে রাজ্য দান করি তাহলে লোকনিন্দা হবে। অথবা মুঞ্জ রাজ্যলোভবশত আমার বালকপুত্রকে বিষ ইত্যাদির দ্বারা হত্যা করবে, ফলে রাজ্য প্রদত্ত হয়েও বৃথা হবে এবং পুত্রহানি ও বংশনাশ হবে।

লোভ পাপের আশ্রয়, লোভ পাপের উৎপাদক। দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদির জনক লোভ, লোভ পাপের কারণ ॥ ১ ॥

লোভ থেকে ক্রোধের উৎপত্তি, ক্রোধ থেকে দ্রোহ (হিংসা) প্রবর্তিত হয়। বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও দ্রোহবশত নরকে গমন করেন ॥ ২ ॥

লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, প্রভু বা সহোদরকে হত্যা করে ॥ ৩ ॥

এই কথা চিন্তা করে তিনি মুঞ্জকে রাজ্য দান করে তার কোলে পুত্র ভোজকে অর্পণ করলেন।

তারপর ক্রমে রাজা স্বর্গে গেলেন। রাজ্য-সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে মুঞ্জ বুদ্ধিসাগর নামে প্রধান অমাত্যকে কার্যচ্ছলে অপসারিত করে তার স্থানে (অর্থাৎ অমাত্যপদে) অন্য ব্যক্তি নিয়োগ করলেন। তারপর গুরুদের কাছে রাজপুত্রকে পড়ালেন।

একদিন জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী ও সকল প্রকার বিদ্যায় নিপুণ এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হয়ে রাজাকে 'স্বস্তি' এই কথা বলে উপবেশন করলেন। তিনি বললেন- দেব, লোকে আমাকে সর্বজ্ঞ বলে, সুতরাং আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করুন। কারণ—

'যে বিদ্যা কণ্ঠস্থ তাকে প্রকাশ করা পণ্ডিতদের উচিত'। যে বিদ্যা কেবল গুরু বা পুস্তকেই বর্তমান থাকে সেই বিদ্যার দ্বারা মূর্খব্যক্তি প্রতারিত হয়[২] ॥ ৪ ॥

তারপর রাজা (মুঞ্জ)-ও ব্রাহ্মণের আত্মশ্লাঘা প্রকাশের দ্বারা চমৎকৃত হয়ে ও তাঁর কথা শুনে বললেন—আমার জন্ম থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত যা যা আমি করেছি তা সবই যদি আপনি বলেন তবেই বুঝব আপনি সর্বজ্ঞ। ব্রাহ্মণও রাজা যা যা করেছেন তা সব, এমন কি তাঁর গোপনে কৃত কাজও বলে দিলেন। রাজাও সবকিছু জেনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। পুনরায় পাঁচ-ছয় পা গিয়ে তাঁর পায়ে পতিত হয়ে ইন্দ্রনীল-পদ্মরাগ-মরকত-বৈদূর্যমণি-খচিত সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে বললেন—

বিদ্যা পিতার ন্যায় রক্ষা করে, মাতার ন্যায় হিতকর্মে নিযুক্ত করে, কান্তার (প্রিয়ার) ন্যায় দুঃখ দূর করে আনন্দিত করে। সর্বদেশে বিশুদ্ধ যশ ও সম্পদ বিস্তার করে। অতএব বিদ্যা কল্পলতার ন্যায় কী না সাধিত করে? ॥ ৫ ॥

এরপর তিনি সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে দশটি উৎকৃষ্ট ঘোড়া[৩] দান করলেন।

তারপর সভায় বসে বুদ্ধিসাগর রাজাকে বললেন—'দেব, এই ব্রাহ্মণকে ভোজের জন্মপত্রিকা জিজ্ঞাসা করুন।' তখন ব্রাহ্মণও উত্তর দিলেন—'অধ্যয়নশালা থেকে ভোজকে আনা উচিত।' মুঞ্জও কৌতুকবশত অধ্যয়নশালাকে অলংকৃত করেছিলেন যে ভোজ তাঁকে সৈনিক-পুরুষদের দিয়ে আনালেন। তিনিও (ভোজও) সাক্ষাৎ পিতার ন্যায় রাজাকে প্রণাম করে সবিনয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর রূপলাবণ্যে রাজকুমারগণ মোহিত হলেন। দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, পৃথিবীতে অবতীর্ণ ইন্দ্রের মতো, সাকার মদনের মতো ও মূর্তিমান সৌভাগ্যের মতো ভোজকে দেখে রাজাকে বললেন—'রাজন, ভোজের ভাগ্যোদয় স্বয়ং বিরিঞ্চিও (ব্রহ্মা) বলতে সমর্থ নন, আমি কে উদরপোষক ব্রাহ্মণমাত্র? আমি তবুও আমার নিজের বুদ্ধি অনুসারে কিছু বলব। ভোজকে এখান থেকে অধ্যয়ন-শালায় প্রেরণ করুন।' তারপর রাজার আদেশে ভোজ অধ্যয়নশালায় গমন করলে ব্রাহ্মণ বললেন—'পঞ্চান্নবছর সাতমাস তিনদিন ভোজরাজ গৌড়দেশের সঙ্গে দক্ষিণাপথকে ভোগ করবেন ॥ ৬ ॥

এই কথা শুনে রাজা কৃত্রিমভাবে হাসলেও ও প্রসন্নমুখ হলেও তাঁর মুখের শোভা ম্লান হয়ে গেল। রাজা ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে দিয়ে (অর্থাৎ বিদায় দিয়ে) রাত্রে শয্যায় শয়ন করে একাকী চিন্তা করলেন—যদি রাজলক্ষ্মী রাজপুত্র ভোজের কাছে চলে যায় তাহলে আমি বেঁচে থেকেও মরে যাব।

মানুষ যখন ধনমদ থেকে বিমুক্ত হয় তখন তার ইন্দ্রিয়গুলি অবিকৃত থাকলেও, তার নাম এক থাকলেও, তার বুদ্ধি বা চিত্তবৃত্তি অপ্রতিহত হলেও অথবা লোকেদের সঙ্গে আলাপ পূর্বের মতো থাকলেও সে যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। এই আশ্চর্য ॥ ৭ ॥

তাছাড়া—যে দৈহিক দুঃখকে গণনা করে না, যে নিপুণ ও উদ্যোগশীল, বুদ্ধি-পূর্বক বিবেচনা করে যে সব কাজ করে থাকে, তার পক্ষে কিছুই দুষ্কর নয় ॥ ৮ ॥

পূর্বে যারা (প্রভুর সম্পদ আত্মসাৎ করতে উপায়সংগ্রহে চেষ্টা করেছে এই রকম বন্ধু বা অমাত্যেরা অসূয়া পরবশ হয়ে প্রভুর সম্পদ হরণ করে ॥ ৯ ॥

সুতরাং চেষ্টা থাকলে কী আর দুঃসাধ্য হয়?

যারা অত্যন্ত দাক্ষিণ্যপরায়ণ, যারা পদে পদে শঙ্কিত হয়, যারা পরনিন্দাকে ভয় পায় তাদের কাছ থেকে সম্পদ দূরে চলে যায় ॥ ১০ ॥

তাছাড়া আদান-প্রদান ও অনিষ্পাদিত কর্তব্য কর্মের ফল কাল ক্ষিপ্র হরণ করে (অর্থাৎ দীর্ঘসূত্রতা সকল কর্ম বিনাশ করে) ॥ ১১ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি অপমানকে সম্মুখে ও সম্মানকে পিছনে রেখে (অর্থাৎ আমার অপমানই হবে, সম্মান অসম্ভব এই মনে করে) নিজের স্বার্থসাধন করেন। কারণ স্বার্থ-হানিই মূর্খতা। (সুতরাং যে কোনো প্রকারে স্বার্থসিদ্ধি করা কর্তব্য) ॥ ১২ ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বল্পের (অর্থাৎ তুচ্ছ বস্তুর) জন্যে বহুকে নষ্ট করে না। অল্পকে রক্ষা করে বহুকে বিনাশ করা মহামূর্খতা[৪]। (এতদেব... পাণ্ডিত্যং যৎ স্বল্পাদ্ভূরি-রক্ষণম্—এই পাঠ থাকলে অর্থ এই—অল্পকে পরিত্যাগ করে বহুর রক্ষাই পাণ্ডিত্য। এই পাঠ চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী—১ হতে প্রকাশিত পুস্তকে গৃহীত হয়েছে) ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি উৎপত্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু বা ব্যাধিকে[৫] বিনাশ করেন না তিনি অতিপুষ্ট অঙ্গবিশিষ্ট হলেও ঐ শত্রু বা ব্যাধি তাঁকে বিনাশ করে ॥ ১৪ ॥

যিনি হাতে ছাতা ধরে আছেন বৃষ্টির ধারা তাঁর যেমন কিছু করতে পারে না

তেমনি যাঁর দেহ প্রজ্ঞার দ্বারা শুদ্ধ (অর্থাৎ বুদ্ধিই যাঁর একমাত্র বল) শত্রুরা সংঘবদ্ধ হয়েও তাঁর কি করতে পারে ? ॥ ১৫ ॥

যে কাজ অপ্রয়োজনীয় (অর্থাৎ নিষ্ফল৬), যার পরিণাম শুভ নয় (অর্থাৎ অবসানে যা ক্লেশ উৎপাদন করে), যার ফল ক্ষতি, এবং যা অসাধ্য সেই কাজ বিচক্ষণ (অর্থাৎ পণ্ডিত) ব্যক্তি কখনও করেন না ॥ ১৬ ॥

তারপর তিনি এইভাবে চিন্তা করে অভুক্ত অবস্থায় দিনের তৃতীয় প্রহরে একাই মনে মনে পরামর্শ করে বঙ্গদেশের অধীশ্বর মহাবলশালী বৎসরাজকে আহ্বান করার জন্যে নিজের অঙ্গরক্ষককে প্রেরণ করলেন। সেই অঙ্গরক্ষক বৎসরাজের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'রাজা আপনাকে আহ্বান করেছেন।' অনন্তর তিনি (অর্থাৎ বৎসরাজ) রথে আরোহন করে পরিবার পরিবৃত্ত হয়ে সমাগত হলেন এবং রথ থেকে অবতরণ করে রাজাকে দেখে তাঁকে প্রণাম করে উপবেশন করলেন। রাজাও প্রাসাদ জনহীন করে বৎসরাজকে বললেন—

রাজা প্রীত হয়েও ভৃত্যদের কেবল সম্মান দান করেন (অর্থাৎ তাদের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেন না)। কিন্তু তারা (অর্থাৎ ভৃত্যরা) রাজার দ্বারা সম্মানিত হয়ে প্রাণের দ্বারাও তাঁর উপকার করে থাকে ॥ ১৭ ॥

সুতরাং তোমাকে ভুবনেশ্বরী অরণ্যে রাত্রির প্রথম প্রহরে ভোজকে হত্যা করতে হবে ও তার মাথা অন্তঃপুরে আনতে হবে।

তিনি (অর্থাৎ বৎসরাজ) উঠে রাজাকে প্রণাম করে বললেন—প্রভুর আদেশই প্রমাণ (অর্থাৎ শাস্ত্রের অনুশাসনের ন্যায় অবশ্য পালনীয়)। তবু আপনার দয়ার জন্যে কিছু বলতে চাই। আমার অপরাধযুক্ত বচন ক্ষমা করবেন। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজের ধন, সৈন্য বা বলশালী পরিজনবর্গ (সহ) সে আপনার পুত্রের মতো এখানে আছে। আজ কেন তাকে হত্যা করা হবে ? ॥ ১৮ ॥

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, ভোজ বংশপরম্পরাক্রমে আপনার একজন আশ্রিত ব্যক্তি। সে উদর-পূর্তিমাত্র করে থাকে (অর্থাৎ তার ধনসম্পদ নেই)। সে আপনার চরণে অনুরক্ত। সুতরাং তাকে হত্যা করার কোনো কারণ আমি দেখি না ॥ ১৯ ॥

রাজা প্রভাতে সভার সকল ঘটনা বললেন। তিনি (অর্থাৎ বৎসরাজ) শুনে হেসে উত্তর দিলেন—

রাম ত্রিভুবনেশ্বর ও বশিষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র। তিনি রামের রাজ্যাভিষেকের লগ্ন বলেছিলেন ॥ ২০ ॥

কিন্তু সেই লগ্নে রামকে রাজ্যত্যাগ করে বনে যেতে হয় ও সীতাহরণ ঘটে। সুতরাং বিরিঞ্চিপুত্র বশিষ্ঠের বচন বৃথা (অর্থাৎ নিষ্ফল) হয়েছিল ॥ ২১ ॥

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, কে সেই অল্পজ্ঞ ব্যক্তি, যে উদরপূরণের জন্যে চাটুবাক্যের দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করে, যার কথায় আপনি কন্দর্পকান্তি রাজকুমারকে হত্যা করতে ইচ্ছা করেন ? ॥ ২২ ॥

তাছাড়া, পণ্ডিতব্যক্তি এই কাজ করে আমার কী হবে আর না করলে কী হবে না, মনে মনে এই চিন্তা করে কাজ করেন অথবা করেন না ॥ ২৩ ॥

উচিত বা অনুচিত কাজ করে পণ্ডিতব্যক্তি তার পরিণাম যত্নসহকারে অবধারণ করেন। উচিত অনুচিত বিবেচনা না করে হঠাৎ যে কাজ অনুষ্ঠিত হয় তার পরিণাম

মৃত্যুকাল পর্যন্ত শল্যতুল্য অতি কষ্টদায়ক ও হৃদয়সন্তাপক হয়ে থাকে[৭] ॥ ২৪ ॥

তাছাড়া যার সঙ্গে একত্রে উপবেশন, শয়ন, হাস্যপরিহাস, নির্জনে বাক্যালাপ করা হয় কী করে তার প্রতি মৃত্যুপর্যন্ত অসৎব্যক্তিদেরও মন বিরূপ হতে পারে ? ॥ ২৫ ॥

আর, এ (অর্থাৎ ভোজ) নিহত হলে বৃদ্ধ রাজা সিন্ধুলের অত্যন্ত প্রীতিভাজন যে সব মহাবলশালী সৈন্য আপনার প্রতি এখন অনুরক্ত রয়েছে তারা উন্নত তরঙ্গশালী জলপ্রবাহের মতো আপনার নগরকে প্লাবিত করবে (অর্থাৎ বিধ্বস্ত করবে) ; নগরবাসীরা যদিও দীর্ঘকাল আপনার প্রতি আসক্ত তবু তারা ভোজকে পৃথিবীর অধিপতি বলে মনে করেন।

পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত হলেও যদি দুর্নীতি ঘটে তবে দুর্নীতি শ্রী (বা সম্পদ) হরণ করে, যেমন তৈলসমন্বিত দীপশিখাকে বাতাস নির্বাপিত করে দেয়। ॥ ২৬ ॥

'অতএব দেব, পুত্রবধ কোথাও হিতকর হয় না।' বৎসরাজের এই বচন শুনে রাজা কুপিত হয়ে বললেন—আপনি রাজ্যাধিপতি, সেবক নন। যে ভৃত্য প্রভুর আদিষ্ট কর্মে যত্ন প্রদর্শন করে না যে ভৃত্যাধম। অজার কণ্ঠস্থিত স্তনযুগলের ন্যায় (অর্থাৎ মিথ্যা) তার জীবন নিরর্থক ॥ ২৭ ॥

অনন্তর বৎসরাজ 'উপযুক্ত সময়ে আলোচনা করা উচিত' এই মনে ভেবে চুপ করলেন।

তারপর সূর্য অস্তগামী হলে উন্নতপ্রাসাদের অভ্যন্তর হতে অবতরণকারী কুপিত-কৃতান্ততুল্য বৎসরাজকে দেখে উপস্থিত সভাসদগণ ভীত হয়ে নানাছলে নিজেদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। বৎসরাজ নিজের সেবকদের স্বগৃহ রক্ষার জন্যে প্রেরণ করে রাজকুমার ভোজের উপাধ্যায়কে আনার জন্যে একটি রথ ভুবনেশ্বরীভবনের অভিমুখে চালিত করে একজনকে প্রেরণ করলেন। সে পণ্ডিতকে বলল—'আপনাকে বৎসরাজ আহ্বান জানাচ্ছেন'। সেই পণ্ডিত তা শুনে বজ্রাহতের মতো, ভূতাবিষ্টের মতো গ্রহগ্রস্তের মতো হয়ে গেলেন। সেবকটি হাত ধরে পণ্ডিতকে নিয়ে এলেন। বুদ্ধিমান বৎসরাজ তাঁকে প্রণাম করে বললেন—'হে পণ্ডিত, হে তাত, আপনি উপবেশন করুন। রাজকুমার জয়ন্তকে অধ্যয়নগৃহ থেকে আনয়ন করুন।" জয়ন্ত উপস্থিত হলে তাকে 'কতদূর পড়েছ' এই কথা জিজ্ঞাসা করে প্রেরণ করলেন। পুনরায় পণ্ডিতকে বললেন, 'বিপ্র, রাজকুমার ভোজকে আনয়ন করুন'। তারপর ভোজ সকল ঘটনা জেনে ক্রোধে প্রজ্বলিত হলেন ও আরক্তলোচনে নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন—'আঃ পাপাচারী, আমি রাজার প্রধান পুত্র ; আমাকে একাকী রাজভবন থেকে বাইরে আনার তোমার কী শক্তি ?" এই কথা বলে বামচরণের পাদুকা নিয়ে ভোজ বৎসরাজের তালুদেশে আঘাত করলেন। তখন বৎসরাজ বললেন—'আমি রাজার আজ্ঞাপালনকারী'। এই বলে বালককে রথে স্থাপিত করে ও তরবারি কোশমুক্ত করে শীঘ্র মহামায়ার মন্দিরে গমন করলেন।

এই ভাবে ভোজকে নিয়ে গেলে লোকেরা কোলাহল করল ও (গণ্ডগোল আরম্ভ হল) 'কী হয়েছে, কী হয়েছে' এই কথা বলে সৈন্যরা বিলাপ করতে করতে এল ; হঠাৎ 'ভোজকে হত্যা করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে' জেনে তারা হস্তিশালা, উটশালা, অশ্বশালা ও রথশালাতে প্রবেশ করে সকলকে হত্যা করল। তারপর পথে রাজভবনের প্রাচীরসংলগ্ন বেদিতে, তোরণের পাশে কাঠের তৈরি পায়রার বাসার নিচে ভেরী, পটহ, মুরজ ও মড্ডকের (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ) ডিণ্ডিমধ্বনিতে আকাশ মুখর করে তুলল। তখন কেউ

তীক্ষ্ন তরবারি দিয়ে, কেউ বিষ পান করে, কেউ বর্শা দিয়ে, কেউ পাশ দিয়ে, কেউ আগুনে, কেউ কুঠার দিয়ে, কেউ ভল্ল, তোমর বা প্রাস (অস্ত্রবিশেষ) দিয়ে কেউ বা জলধারায়, এইভাবে ব্রাহ্মণপত্নীরা, রাজপুত্ররা, রাজসেবরা বা রাজারা ও পুরবাসীরা প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

বিশ্বজননীতুল্য সবিত্রীনাম্নী ভোজের জননী দাসীর মুখ থেকে নিজ পুত্রের (বধের জন্যে ভুবনেশ্বরীবনে) অবস্থানের কথা শুনে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ক্রন্দন করে বললেন, 'পুত্র, পিতৃব্য তোমার একী দশা করল ? তোমার জন্যে যে-সব ব্রত উপবাস করেছি আজ তা সব বিফল হল ; দশ দিকের মুখ আমার কাছে শূন্য হয়ে উঠেছে ; সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমার সম্পদ নষ্ট করে দিলেন। পুত্র, এই দাসীবর্গকে সহসা ছিন্নমস্তক দেখো (অর্থাৎ দাসীদের কর্ত্রী আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনো)।'

তারপর অগ্নি প্রজ্বলিত হলে ও উদ্ভূত ধূমপুঞ্জের দ্বারা আকাশ মলিন হয়ে গেল যেন পাপের ভয়ে সূর্যমণ্ডল পশ্চিমসমুদ্রে নিমজ্জিত হল। তখন বৎসরাজ মহামায়ার মন্দিরে উপস্থিত হয়ে ভোজকে বললেন—'কুমার, ভৃত্যদের দেবতা ! জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ কোনো এক ব্রাহ্মণ তোমার রাজ্যপ্রাপ্তির কথা উচ্চারণ করলে রাজা তোমার হত্যার আদেশ দিয়েছেন।' ভোজ উত্তর দিলেন,—(কৈকেয়ীর নির্দেশে) রামের পরিব্রাজকবৃত্তিধারণ, (বামনরূপী নারায়ণকর্তৃক) বলিরাজার বন্ধন, (ভ্রাতৃবিরোধবশত) পাণ্ডুপুত্রদের বনবাস, (শ্রীকৃষ্ণের লীলায়) বৃষ্ণীদের বিনাশ, (কলির কোপে) নৃপতি নলের রাজ্য থেকে বিচ্যুতি, (সহস্রবাহু অর্জুনকর্তৃক) লঙ্কেশ্বরের কারাগারে বাস ও (শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক) তার মৃত্যু—এই সব চিন্তা করে আমার এই দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, সকললোক কালবশে বিনাশ লাভ করে ; এর থেকে কে রক্ষা করতে পারে ? ॥ ২৮ ॥

সুধা-সাগরের পুত্র চন্দ্র যে একই সঙ্গে প্রাদুর্ভূত হওয়ায় লক্ষ্মী, কৌস্তভ ও পারিজাতের সহোদরকল্প, তাকে দেবতা শম্ভু প্রীতি ও অনুগ্রহবশত মস্তকে ধারণ করেছেন, এই নিশাপতি চন্দ্র আজও দৈববিহিত ক্ষীণত্ব ত্যাগ করতে পারে না। অন্য কোন্ ব্যক্তি পাষাণে লিখিত লিপিসদৃশ নিয়তির বিধিকে লঙ্ঘন করতে সক্ষম ? ॥ ২৯ ॥

ভয়ানক স্থানে ভ্রমণ, পর্বতশিখরে আরোহণ, সমুদ্রের উত্তরণ, শৃঙ্খলে বন্ধন, গুহাপ্রবেশ, এই সব দৈবপরিণাম কোনোভাবেই অতিক্রম করতে পারা যায় না ॥ ৩০ ॥

যাঁর ইচ্ছায় সমুদ্র স্থলত্ব, স্থল সমুদ্রত্ব, ধূলিকণা শৈলত্ব, মেঘ মৃত্তিকাকণত্ব, তৃণ বজ্রত্ব, বজ্র তৃণপ্রায়ত্ব, বহ্নি শীতলত্ব, হিম দহনত্ব লাভ করে, লীলাচ্ছলে ভীষণ ও বিচিত্র ক্রিয়া যাঁর ব্যসন (অপরের অনিচ্ছোৎপাদক কামজ দোষ) সেই মহাপ্রভাবশালী দেবতাকে প্রণাম ॥ ৩১ ॥

তারপর বটগাছের পাতা নিয়ে একটি পাত্র নির্মাণ করলেন এবং নিজের জঙ্ঘা ছুরি দিয়ে কেটে সেই পাত্রে রক্ত রেখে একটি তৃণ দিয়ে একটি পাতায় একটি শ্লোক লিখে বৎসরাজকে দিয়ে বললেন—'মহাভাগ, এই পাতাটি রাজাকে দেবেন, আপনিও রাজার আদেশ পালন করুন।' বৎসরাজের ছোটো ভাই প্রাণত্যাগের সময়ে ভোজের উজ্জ্বল মুখশ্রী দেখে বলেছিলেন—

ধর্মই একমাত্র বন্ধু যা মৃত্যুর পরেও অনুগমন করে। আর সব শরীরের সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায় ॥ ৩২ ॥

মৃত্যুর পর সহায়ের জন্যে জননী, পত্নী, মিত্র, পুত্র বা জ্ঞাতি কেউ থাকে না ; কেবল

ধর্মই বর্তমান থাকে ॥ ৩৩ ॥

যে ব্যক্তি ধর্মবিমুখ সে বলবান হয়েও শক্তিহীন, ধনী হয়েও নির্ধন, জ্ঞানী হয়েও মূর্খ ॥ ৩৪ ॥

এই পৃথিবীতে নরকরূপ রোগের প্রতিবিধান যে করে না সেই নরকব্যাধিপীড়িত ব্যক্তি ঔষধবর্জিত স্থানে (অর্থাৎ পরলোক) গিয়ে কী করবে ॥ ৩৫ ॥

যে জপ, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধিকে জানে সেই পণ্ডিত। সে সুস্থভাবে (অর্থাৎ মৃত্যুভয়-শূন্য ভাবে) অবস্থান করে, উপবেশনকরে, নিদ্রা যায়, অপর ব্যক্তির সঙ্গে হাস্য-কৌতুক করে ॥ ৩৬ ॥

সে জাতি, বয়স ও রূপ নির্বিশেষে সকলকে মৃত্যুকবলিত হতে দেখে। কিন্তু এই বিষয়ে আপনার কোনো ভয় নেই, আপনার হৃদয় বজ্রের ন্যায় কঠিন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর বৎসরাজ বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হয়ে 'আমাকে ক্ষমা করুন' এই কথা বলে ভোজকে প্রণাম করলেন। তাকে রথে স্থাপিত করে নগরের বাইরে ঘন অন্ধকারে গৃহে নিয়ে এলেন ও ভূগর্ভস্থ গৃহমধ্যে রেখে ভোজকে রক্ষা করলেন। স্বয়ং কৃত্রিমবিদ্যাবিদ্ অর্থাৎ শিল্প-বিশারদের দ্বারা সুন্দর কুণ্ডলপরিহিত স্ফুরিত বদনযুক্ত, নিমীলিতনয়ন রাজকুমার ভোজের একটি মুণ্ড গড়ে তা নিয়ে রাজভবনে গিয়ে রাজাকে প্রণাম করে বললেন—'শ্রীমান্ (প্রভু) যা আদেশ করেছিলেন তা সাধন করেছি।' তখন রাজা পুত্রবধ জেনে তাঁকে বলেছিলেন 'বৎসরাজ, যখন খড়্গের দ্বারা আঘাত করেছিলেন তখন পুত্র কী বলেছিল ?' বৎসরাজ তাঁকে সেই পত্রটি দিলেন। রাজা নিজের পত্নীর হাতদিয়ে প্রদীপ আনিয়ে সেই পত্রের অক্ষরগুলি মুখে উচ্চারণ করে পড়লেন—

'সত্যযুগের অলংকারসদৃশ মহীপতি মান্ধাতা চলে গেছেন, যিনি সমুদ্রে সেতুবন্ধন করেছিলেন সেই রাবণনিধনকারী রামচন্দ্র আজ কোথায় ? হে ভূপতি, অন্য যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরাও স্বর্গে গমন করেছেন।' এদের একজনের সঙ্গেও পৃথিবী চলে যায় নি। কিন্তু হে মুঞ্জ, আপনার সঙ্গে তা যাবে ॥ ৩৮ ॥

রাজা তার অর্থ জেনে শয্যা থেকে ভূমিতে পতিত হলেন। তারপর রানীর করকমলের দ্বারা সঞ্চালিত বস্ত্রাঞ্চলের বাতাসে সংজ্ঞা লাভ করে তিনি বললেন—'হায় হায়, দেবী, পুত্র-হত্যাকারী আমাকে স্পর্শ কোরো না।' এইভাবে কুররপাখির মতো বিলাপ করতে করতে দ্বারপালদের আহ্বান করে 'ব্রাহ্মণদের নিয়ে এসো' এই কথা বললেন। অনন্তর নিজের আদেশে সমাগত ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে বললেন -'আমি পুত্রহত্যা করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত বলুন।' তাঁরা রাজাকে বললেন- 'রাজন্ অবিলম্বে অগ্নিতে প্রবেশ করুন।' অনন্তর বুদ্ধিসাগর উপস্থিত হয়ে বললেন—আপনি যেমন রাজাদের অধম, বৎসরাজও তেমন অমাত্যদের অধম। আপনাকে রাজ্য দান করে রাজা সিন্ধুল আপনার কোলে ভোজকে স্থাপিত করেছিলেন। আপনি পিতৃব্য হয়েও তা অন্যথা করেছেন।

দুরাত্মারা অল্পদিনস্থায়ী মত্ততাজনক তারুণ্যের বশে এমন অপরাধ করে যার ফলে তাদের জন্ম বৃথা হয়ে যায় ॥ ৩৯ ॥

সজ্জন ব্যক্তিগণ কোটি সংখ্যক সুবর্ণমুদ্রা দানকে মাথা থেকে তৃণ অপনয়নের মতো মনে করেন। যারা প্রাণের বিনিময়েও উপকার করেছে তাদের প্রতি খলব্যক্তিরা শত্রুতা আচরণ করে ॥ ৪০ ॥

উপকার ও অপকার যে ব্যক্তি বিস্মৃত হয় সেই পাষাণহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে 'বেঁচে আছে'

এই বাক্যও বৃথা ॥ ৪১ ॥

যেমন অতি সূক্ষ্ম অংকুরও প্রযত্নসহকারে রক্ষিত হলে উপযুক্ত সময়ে ফলপ্রদ হয়, তেমনি যে লোক সযত্নে প্রতিপালিত হয় সেও উপযুক্ত সময়ে ফলদান করে ॥ ৪২ ॥

সুবর্ণ, ধান্য, রত্ন, বিবিধপ্রকার ধন এবং অন্য যা কিছু তা সবই রাজারা প্রজাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হন ॥ ৪৩ ॥

রাজা ধার্মিক হলে প্রজাও ধার্মিক হন, রাজা পাপাচারী হলে প্রজারাও সর্বদা পাপপর হন। রাজাকে প্রজারা অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং রাজা যেমন হয় প্রজারাও তেমন হয়[১] ॥ ৪৪ ॥

তারপর রাত্রিতেই বহ্নিতে প্রবেশ করবেন, রাজা এই স্থির করলে সমস্ত সামন্ত ও পুরবাসিগণ মিলিত হলেন। 'পুত্রকে হত্যা করে পাপের ভয়ে ভীত নৃপতি অগ্নিতে প্রবেশ করছেন' এইরকম কিংবদন্তী সর্বত্র প্রচারিত হল। তখন বুদ্ধিসাগর দ্বারপালকে আহ্বান করে বললেন, 'কেউ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করবে না'; এই কথা বলে রাজাকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে একাকী সভায় উপবেশন করে রইলেন। তারপর রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনে বৎসরাজ সভাগৃহে এসে বুদ্ধিসাগরকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে বললেন—'তাত, আমি ভোজরাজকে রক্ষা করেছি।' বুদ্ধিসাগর তাঁর কানে কিছু বললেন, তা শুনে বৎসরাজও নিষ্ক্রান্ত হলেন।

॥ প্রবন্ধাবতারণা সমাপ্ত ॥

ভোজরাজের সিংহাসন প্রাপ্তি

তারপর মুহূর্তকালের মধ্যে কোনো এক অপরিচিত কাপালিক সভায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে ধরা ছিল গজরাজের দাঁত দিয়ে তৈরি দণ্ড, (মাথায়) ছিল নববিরচিত জটাজুট, কর্পূরমিশ্রিত ভস্মে লিপ্ত ছিল সমস্ত দেহ, মূর্তিমান মদনের মতো তাঁর কর্ণযুগল মণ্ডিত ছিল স্ফটিককুণ্ডলে, পরিধানে ছিল কৌষেয়কৌপীন, তিনি ছিলেন যেন সাক্ষাৎ চন্দ্রচূড় মহাদেব। তাঁকে দেখে বুদ্ধিসাগর বললেন—'যোগীন্দ্র, কোথা হতে আসছেন? কোথায় আপনার আশ্রম। হে কাপালিক, আপনার কাছে কি বিস্ময়জনক কোনো কলাবিশেষ বা ঔষধবিশেষ আছে?' যোগী উত্তর দিলেন, 'ব্রহ্মপরায়ণ যোগীদের সর্বদেশেই গৃহ আছে, সকল গৃহেই অন্ন আছে, সরোবরে বা নদীতে জল আছে। শিব শিব! এঁদের প্রতিগ্রামেই রমণীয় আবাস আছে, প্রতি নির্ঝরে জল আছে (গৃহস্থরা অতিথিপরায়ণ বলে) ভিক্ষান্নও এদের সুলভ। সুতরাং এঁদের সম্পদে কী প্রয়োজন? ॥ ৪৫-৪৬ ॥

দেব, আমাদের কোনো একটি বিশেষ দেশ নেই। আমরা সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করি, গুরুর উপদেশ অনুসারে অবস্থান করি, সমস্ত ভুবনকে হাতের আমলকিফলের মতো দেখি। তাত! যাকে সর্প দংশন করেছে, যে বিষে ব্যাকুল হয়েছে, যে রোগগ্রস্ত, যার মাথায় অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত হয়েছে, যে কালপরিণামবশত শৈথিল্য প্রাপ্ত হয়েছে, এইসব ব্যক্তিদের ক্ষণকালের মধ্যে সকল প্রকার ব্যাধি থেকে মুক্ত করি।' রাজা গৃহপ্রাচীরের অন্তরাল থেকে সকল বৃত্তান্ত শুনে সভায় এসে কাপালিককে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বললেন, 'হে যোগীন্দ্র, রুদ্রতুল্য, পরোপকারপরায়ণ! মহাপাপী আমি পুত্রকে হত্যা করেছি। তার প্রাণদান করে আমাকে রক্ষা করুন'। তখন কাপালিকও বললেন, 'রাজন্ ভয় পাবেন না। আপনার পুত্রের মৃত্যু হবে না। শিবের প্রসাদে গৃহে আসবে। তবে

শ্মশানভূমিতে বুদ্ধিসাগরের সঙ্গে হোমের দ্রব্য প্রেরণ করুন।' তারপর রাজা 'কাপালিক যা বলেছেন তা সবই করুন'- এই বলে বুদ্ধিসাগরকে প্রেরণ করলেন। অনন্তর রাত্রিতে বৃদ্ধবেশে ভোজকে নদীতীরে আনা হল এবং 'যোগী ভোজকে বাঁচিয়েছেন,' এই রকম কথা প্রচারিত হল। তারপর মহাগজে আরোহণ করে, নগরবাসী ও অমাত্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ভোজরাজ রাজভবনে এলেন। স্তুতিপাঠকেরা তাঁর স্তুতিগান করলেন এবং ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতির ধ্বনিতে জগৎ যেন বধির হয়ে গেল। রাজা তাঁকে আলিঙ্গন করে রোদন করলেন। ভোজও রোদনশীল মুঞ্জকে (রোদন থেকে) নিবারণ করে স্তুতি করলেন। তারপর রাজা সন্তুষ্ট হয়ে নিজের সিংহাসনে তাঁকে (ভোজকে) স্থাপিত করে এবং রাজছত্র চামরাদিয়ে ভূষিত করে তাঁকে রাজ্য দান করলেন। নিজের পুত্রদের প্রত্যেককে এক একটি গ্রাম দান করে পরমপ্রেমাস্পদ জয়ন্তকে ভোজের নিকটে রেখে দিলেন। মুঞ্জও নরকভয় থেকে পরিত্রাণের জন্যে নিজের প্রধান মহিষীদের সঙ্গে তপোবনভূমিতে গিয়ে পরম তপস্যা করলেন। ভোজরাজও দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রসাদে রাজ্য পালন করেছিলেন।

॥ ভোজের সিংহাসনপ্রাপ্তি কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও বিপ্রের কাহিনী

অনন্তর মুঞ্জ তপোবনে গেলে বুদ্ধিসাগরকে প্রধান অমাত্য নিযুক্ত করে ভূপতি ভোজরাজ নিজের রাজ্য ভোগ করলেন। এইভাবে সময় অতিবাহিত হতে থাকলে কোনো একদিন রাজা খেলতে খেলতে উদ্যানে গিয়ে ধারানগরবাসী একজন ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন। সেই ব্রাহ্মণ রাজাকে দেখে চক্ষু নিমীলিত করে এগিয়ে এলে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন-'ব্রাহ্মণ আমাকে দেখে আপনি স্বস্তিবচন উচ্চারণ করলেন না, বিশেষভাবে চক্ষু নিমীলিত করেছেন, এর কারণ কী?' ব্রাহ্মণ বললেন-দেব, আপনি বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণদের কোনো উপদ্রব করেন না। তাই আপনার কাছ থেকে আমার কোনো ভয় নেই। কিন্তু কাউকে কিছুই দান করেন না, তাই আপনার দাক্ষিণ্য নেই, সুতরাং আপনার আশীর্বাদের কী প্রয়োজন? তাছাড়া প্রভাতে কৃপণের মুখদর্শন করলে খুবই লাভহানি ঘটে এইরকম জনশ্রুতি আছে বলে চক্ষু নিমীলিত করেছি।

যার অনুগ্রহ নিষ্ফল, কোপও নিরর্থক এইরকম রাজাকে প্রজারা চায় না যেমন ক্লীবব্যক্তিকে স্ত্রীলোকরা চায় না ॥ ৪৭ ॥

অপ্রত্যুৎপন্নমতির বিদ্যা, কৃপণের ধন ও ভীরুর বাহুবল, পৃথিবীতে এই তিনটিই ব্যর্থ ॥ ৪৮ ॥

দেব, আমার বৃদ্ধ পিতা যখন কাশীযাত্রা করেন তখন তাঁর কাছে কিছু শেখার জন্যে বলেছিলাম, 'পিতা, আমার কর্তব্য কী?' পিতা আমাকে উত্তর দিয়েছিলেন—

হে বিদ্বান, যদি তোমার মন সুনীতিসম্পন্ন হয় তাহলে যে রাজা অমাত্যদের অধীন, ক্লীবসদৃশ ধূর্তদের অধীন ও যুবতিদের অধীন স্বপ্নেও সেই রাজার সেবা করবে না ॥ ৪৯ ॥

সমস্ত পাপের মধ্যে দুইটি বড়ো পাপ—এক কু-সচিবযুক্ত রাজা ও দ্বিতীয় তাঁর আশ্রিত ব্যক্তি ॥ ৫০ ॥

যেখানে রাজা বিবেকহীন (ন্যায়-অন্যায় ভেদজ্ঞানরহিত) বুদ্ধিসম্পন্ন, মন্ত্রী গুণিজনের প্রতি বিমুখ, যেখানে খলব্যক্তিরা প্রবল সেখানে সজ্জনের স্থান কোথায় ? ॥ ৫১ ॥

যে রাজা দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সেবনীয় গুণের আশ্রয় তিনি সম্পত্তিহীন হলেও সকলের সেবার পাত্র। তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যৎকালেও জীবিকার উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় ॥ ৫২ ॥

যিনি দাতা নন তাঁর দাক্ষিণ্য নেই। মহারাজ, প্রাচীনকালে কর্ণ, দধীচি, শিবি, বিক্রম প্রমুখ ভূপতিগণ পরলোক অলংকৃত করেছেন ও নিজেদের দান হতে সমুদ্ভূত অলৌকিক ও অপূর্বযশ প্রভৃতি গুণের সঙ্গে ভূমণ্ডলে বাস করেছেন, অপর রাজাদের আর কী কথা ?

দেহ বিনশ্বর, তার কী রক্ষা আছে ? যশকে অবিনাশী মনে করে রক্ষা করা উচিত। মানুষ দেহ বিনষ্ট হলেও যশরূপ দেহে বেঁচে থাকে ॥ ৫৩ ॥

কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি বলবান্ কি দুর্বল, কি ধনী কি দরিদ্র, মৃত্যু সকলের কাছে সমান ॥ ৫৪ ॥

অবিরত ক্ষয়িষ্ণু আপনার বয়স নিমেষমাত্রও অপেক্ষা করে না, সুতরাং দেহ যেখানে অনিত্য একমাত্র কীর্তিকে অর্জন করা উচিত ॥ ৫৫ ॥

জ্ঞান, বিক্রম, কলা, কুললজ্জা, ত্যাগ ও ভোগরহিত জীবন যেহেতু বিফল সুতরাং এই জীবনকে পণ্ডিতরা কি জীবন বলে স্বীকার করেন ? ॥ ৫৬ ॥

রাজাও তখন সেই বাক্যে যেন অমৃতধারায় স্নান করে, যেন পরব্রহ্মে লীন হয়ে দুই নয়ন থেকে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করলেন। এবং ব্রাহ্মণকে বললেন—দ্বিজবর, শুনুন,—

প্রিয়বাদী পুরুষ পৃথিবীতে সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতবাক্যের বক্তা ও শ্রোতা দুর্লভ[১০] ॥ ৫৭ ॥

বহু মনীষী আছেন যাঁরা হিতৈষী নন, বহু হিতৈষী আছেন যাঁরা মনীষী নন। যেমন স্বাদু ও হিতকারী ঔষধ দুর্লভ তেমনি সুহৃদ্ অথচ বিদ্বান এইরকম ব্যক্তি মানুষের মধ্যে দুর্লভ ॥ ৫৮ ॥

এই কথা বলে ব্রাহ্মণকে লক্ষ মুদ্রা দান করে 'আপনার নাম কী' এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বিপ্র ভূমিতে নিজের নাম 'গোবিন্দ' লিখে দিলেন[১১]। রাজা তা মুখে উচ্চারণ করে বললেন—'ব্রাহ্মণ, প্রত্যহ রাজপ্রাসাদে আপনাকে আসতে হবে। আপনার কোনো নিষেধ নেই। ইচ্ছানুসারে কবি ও বিদ্বান ব্যক্তিদের আনবেন। আমার অধিকারে অর্থাৎ শাসনাধীন রাজ্যে বাস করে কোনো বিদ্বান যেন দুঃখভোগ না করেন"।

॥ বিপ্র ও ভোজের কাহিনী সমাপ্ত ॥

কৃপণসচিবশাসন কাহিনী

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলে রাজা ভোজ বিদ্বৎপ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ দানবীররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। তারপর বিভিন্ন দিক থেকে রাজাকে দেখার ইচ্ছায় কবিরা আসতে লাগলেন। রাজাকে এইজন্যে অর্থাদি ব্যয় করতে দেখে একসময় প্রধান অমাত্য বলেছিলেন—কোশ ও বল যুক্ত হলেই রাজা বিজয়ী হন, অন্য কেউ নয়। এইরকম কথিত আছে যাঁর প্রশস্ত হস্তী আছে তিনিই জয়ী। পৃথিবী তাঁরই বশে থাকে। যাঁর কোশ আছে তিনি দুর্জেয়, তাঁর দুর্গ সহজে জয় করা যায় না ॥ ৫৯ ॥

মহারাজ, পৃথিবীতে দেখুন—

যাঁরা ধনবান্ তাঁদের ধনের প্রতি স্পৃহা তীব্রতর হয়। দেখুন, যে ধনুতে দুই শীর্ষ-ভাগ জ্যাম্বারা যুক্ত হয়েছে সেই ধনুই লক্ষ ভেদে সক্ষম (অপর অর্থ—যাঁর কোটিমুদ্রা আছে তিনি আরও লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহে যত্নশীল হন) ॥ ৬০ ॥

রাজা তাঁকে বললেন—

যে লক্ষ্মীর (অর্থাৎ ঐশ্বর্য) দান বা উপভোগ হয় না অথবা বন্ধুরা যা সেবা করে না (অর্থাৎ ভোগ করে না) সেই সঞ্চিত লক্ষ্মী (অর্থাৎ ঐশ্বর্য) অলক্ষ্মীতে এসে পরিণত হয় ॥ ৬১ ॥

এই কথা বলে বাজা সেই মন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে বিতাড়িত করে অন্যকে নিযুক্ত করলেন ও তাঁকে বললেন—

মহাকবিকে একলক্ষ মুদ্রা, পণ্ডিত অর্থাৎ কবিত্বশক্তিরহিত ব্যক্তিকে তার অর্ধেক অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিকে একটি গ্রাম ও জ্ঞানার্থীকে তার অর্ধেক দান করা উচিত ॥ ৬২ ॥

আমার অমাত্যদের মধ্যে যার মন দানবিরোধী তাঁকে হত্যা করা হবে। এই রকম বলা হয়—

ধনীদের সেই ধন সার্থক যা দান করা হয় বা ভোগ করা হয়। মৃতব্যক্তির ধন নিয়ে বা পত্নীদের নিয়ে অপরব্যক্তিরা খেলা করে (অর্থাৎ যথেচ্ছ ব্যবহার করে) ॥ ৬৩ ॥

দাতাই লোকের প্রিয় কেবল সঞ্চয়শীল ধনপতি নয়। মানুষ মেঘকে প্রার্থনা করে অদাতা সমুদ্রকে করে না। সমুদ্র পাতালে কেবল জল সঞ্চয় করে থাকে; আর দেখুন, পৃথিবীর উপরে দাতা মেঘ গর্জন করে ॥ ৬৪-৬৫ ॥

॥ কৃপণসচিবশাসন কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কবির কাহিনী

এইরকম দানশীল ভোজরাজের কথা শুনে কলিঙ্গদেশ থেকে কোনো এক কবি উপস্থিত হয়ে একমাস অবস্থান করলেন; কিন্তু তাঁর ভূপতিদর্শন হল না। এদিকে আহারের জন্যে ধনও তাঁর নেই। এই সময়ে একদিন রাজা মৃগয়া করতে ইচ্ছা করে নগর থেকে বাইরে গেলেন। সেই কবি রাজাকে দেখে বললেন—

শ্রীভোজরাজকে দেখলে ক্ষণকালের মধ্যে তিনটি অবগত হয়—শত্রুর অস্ত্র, কবির কণ্ঠ ও মৃগনয়নাদের নীবীবন্ধ ॥ ৬৬ ॥

রাজা তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। মৃগয়ারসিক সেই রাজাকে উদ্দেশ্য করে কোনো একজন পুলিন্দের (ম্লেচ্ছজাতীয়) পুত্র গান করেছিল। তার গানের মাধুর্যে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা ঐ পুলিন্দপুত্রকে পাঁচলক্ষ মুদ্রা দিলেন। তখন কবি অতিপ্রভূত সেই দান ও সেই দানের অনুপযুক্ত কিরাতবালককে দেখে রাজার হস্তস্থিত পদ্মকে উপলক্ষ্য করে বলেছিলেন—হে পদ্ম? তোমার এত গুণ থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ পেল না। তুমি লক্ষ্মীর আবাসস্থল, কিন্তু তোমার কোষ ভ্রমরে ভোগ করে (অপর অর্থ অতুল ঐশ্বর্যশালী হলেও আপনার অর্থ দানেরঅযোগ্য পাত্রে ভোগ করে।) ॥ ৬৭ ॥

ভোজ তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে তাঁকে পুনরায় একলক্ষ মুদ্রা দিলেন। তারপর রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন—

ব্রাহ্মণ, রাজারা শিল্প প্রভৃতি চতুঃষষ্টি কলাকে আদর করেন কুলীনতাকে নয়। অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে কলাবান্ চন্দ্রকে শম্ভু মস্তকে ধারণ করেন[১২] ॥ ৬৮ ॥

রাজা এই রকম বললে কোথা থেকে পাঁচ ছয়জন কবি এসে উপস্থিত হলেন। তাদের দেখে রাজার মুখ যেন অপ্রসন্ন হল। তিনি বললেন—'আজই আমি এত ধন দান করেছি।' কবি এই উক্তির তাৎপর্য অনুভব করে পুনরায় পদ্মের ছলে রাজাকে বললেন—হে পদ্ম,[১৩] কেন অন্য ব্যক্তির প্রতি কুপিত হচ্ছ? যাঁর জন্যে ভ্রমররা তোমার প্রতিটি দল অনুসন্ধান করে সেই সৌরভসার নিজের মধুর প্রতি কুপিত হও (অর্থাৎ হে রাজন্, অর্থীদের প্রতি কুপিত না হয়ে নিজের দাতৃত্বগুণের প্রতি কোপ করুন।) ॥ ৬৯ ॥

তারপর প্রভুকে প্রসন্নবদন দেখে প্রকাশ্যে বললেন—

কৃপণব্যক্তি ঐশ্বর্য দান করতে বা উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু নপুংসক ব্যক্তির মতো কেবল হস্তের দ্বারা স্পর্শ করে। কেউ প্রার্থনা করলে যিনি প্রহৃষ্ট হন, দান করে প্রীতি লাভ করেন, তাঁকে দেখে বা তাঁর কথা শুনে লোকে স্বর্গে গমন করে ॥ ৭০-৭১ ॥

তখন রাজা তুষ্ট হয়ে পুনরায় কলিঙ্গদেশবাসী কবিকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন। তারপর প্রথমকবি গোবিন্দ সম্মুখস্থিত ছয়জন কবিকে দেখে বলেছিলেন, 'মহাসরোবরের সেতুভূমিতে বাস করেন রাজা। তিনি যখন তাঁর প্রাসাদে যাবেন তখন কিছু বলবেন।' সেইসব মহাকবিরা রাজার অভিনব প্রকাশ (অর্থাৎ ধনদানের দ্বারা যশ সঞ্চয়ের চেষ্টা) জেনে সেইখানে রইলেন। তাঁদের একজন সরোবরের ছলে রাজাকে বলেছিলেন—সেই সরোবরই উৎকৃষ্ট যার কাছে পথে জল না থাকায় যারা জল আহরণার্থে আসে ও ঘটে জল পূর্ণ করে যারা ফিরে যায় তাদের মধ্যে কোনো সংঘাত হয় না। (অর্থাৎ আপনার কাছে ভিক্ষার জন্যে যারা আসে ও ভিক্ষালাভ করে যারা ফিরে যায় তাদের মধ্যে যেন পরস্পর সংঘর্ষ না হয় এইরকম আপনার করা উচিত) ॥ ৭২ ॥

রাজা তাঁকে একলক্ষ মুদ্রা দিলেন। তখন পণ্ডিত গোবিন্দ সেই মহাকবিদের দেখে ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর ক্রোধের উদ্দেশ্য জেনে দ্বিতীয়কবি বলেছিলেন—হে উত্তম পথি-পার্শ্বস্থ সরোবর—কার তৃষ্ণা তুমি অনুমোদন কর না, কে তোমাতে প্রবেশ করে তোমার জল পান করে না, যদি তোমার মধ্যে কুমীর না বাস করে থাকে? (অপর অর্থ—যদি আপনার কৃপণ ও ক্রূর মন্ত্রী না থাকে তাহলে আপনি সৎ ব্যক্তিদের আশ্রয় হতে ও প্রার্থীদের অভাব পূরণে সমর্থ হবেন) ॥ ৭৩ ॥

রাজা তাঁকে দুইলক্ষ মুদ্রা দিলেন, পণ্ডিত গোবিন্দকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করলেন। 'আপনারা সভায় আসবেন কিন্তু কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না'—এই বলে তাদের প্রত্যেককে লক্ষ মুদ্রা দান করে নিজের নগরে ফিরে এলেন। তারাও যথাযথভাবে গমন করলেন। তারপর কোনো একদিন রাজা প্রধান অমাত্যকে বলেছিলেন—ব্রাহ্মণ হয়েও যে মূর্খ তাকে আমার নগর থেকে অপসারিত করা হবে। কুম্ভকারও যদি বিদ্বান হয় তবে সে আমার সামনেই থাকবে ॥ ৭৪ ॥

এই জন্যে ধারানগরে কোনো মূর্খ ছিল না।

॥ ভোজ ও কবির কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও শঙ্করকবির কাহিনী

তারপর, ক্রমে পাঁচশ বিদ্বান শ্রীভোজরাজের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। তাঁদের

সকলেই ছিলেন সব শাস্ত্রে বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে বররুচি, বাণ, ময়ূর, রেক্ষণ, হরি, শঙ্কর, কলিঙ্গ, কর্পূর, বিনায়ক, মদন, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল ও তারেন্দ্র ছিলেন প্রধান। একদিন যখন কবিদের শিরোমণি কবিত্বপ্রিয় ও বিদ্বানব্যক্তিদের প্রিয়বন্ধু ভোজ সিংহাসনে বসেছিলেন ও বিদ্বানব্যক্তিরা তাঁর বন্দনা করছিলেন তখন দ্বারপাল এসে প্রণাম করে নিবেদন করল—"মহারাজ একজন বিদ্বানব্যক্তি দ্বারে এসেছেন।" রাজা তাকে আদেশ দিলেন—"প্রবেশ করাও তাঁকে।" সেই ব্রাহ্মণ ডান হাত উঁচু করে রাজাকে বললেন-"রাজন্, আপনার অভ্যুদয় হোক।"

রাজা—শঙ্করকবি, এই পত্রিকাতে কী আছে?

কবি—পদ্য।

রাজা—কার?

কবি—ভোজরাজ, আপনার।

রাজা—তাহলে পড়ুন।

কবি—পড়ছি।

এই সব পদ্মের মতো সুন্দরনয়নযুক্ত নারীদের দ্রুত চামর-আন্দোলনবশতঃ কম্পিত বাহুলতার কঙ্কনশিঞ্জন কিছুকালের জন্যে নিষেধ করুন[১৪] ॥ ৭৫ ॥

ত্রিভুবনকে শুভ্র করতে উদ্যত ভোজের যশ[১৫] যতই বৃদ্ধি পাবে ততই তাঁর পত্নীর চূর্ণ-কুন্তলের ধবলত্ব (অকালে জরার আবির্ভাব হেতু) আশংকা করে আমার হৃদয় পীড়িত হবে ॥ ৭৬ ॥

তখন রাজা শংকরকবিকে বারোলক্ষ মুদ্রা দান করলেন। সমস্ত বিদ্বানদের মুখ ম্লান হয়ে গেল কিন্তু কেউ রাজার ভয়ে কিছু বললেন না। রাজা কার্যবশতঃ ঘরে গেলেন।

॥ ভোজ ও শংকরকবির কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী

তখন রাজসভাকে নৃপতিহীন দেখে পণ্ডিতব্যক্তিরা নিন্দা করলেন—"হায়, নৃপতির কী অজ্ঞতা! এঁর সেবা করার কী প্রয়োজন? বেদশাস্ত্রে পারদর্শী ও নিজের আশ্রিত কবিদেরই কেবল ইনি লক্ষ মুদ্রা দিলেন, ইনি অসন্তুষ্ট হলেই বা কী? এই শঙ্কর একজন গ্রাম্য কবি, কী এর প্রগল্ভতা?'

এইভাবে যখন কোলাহল আরম্ভ হল তখন একজন বিদ্বান এলেন। তিনি কনকমণিকুণ্ডল পরেছিলেন। তাঁর অঙ্গে ছিল দিব্যঅংশুকের উত্তরীয়; সমস্ত দেহ ছিল কস্তুরীদ্রব্যে চর্চিত; মাথা ছিল নূতনফুলে সজ্জিত। চন্দনের অঙ্গরাগে তিনি যেন সকলকে লুব্ধ করছিলেন। তিনি ছিলেন যেন মূর্তিমান বিলাস, যেন দেহধারী কবিতা, যেন শৃঙ্গাররসের প্রবাহ, যেন পৃথিবীতে অবতীর্ণ সবেগ ইন্দ্র। তাঁকে দেখে সেই সভা ভয় ও কৌতুকের পাত্রে পরিণত হল। তিনি সকলকে প্রণাম করে বললেন—'কোথায় রাজা ভোজ?' তাঁরা উত্তর দিলেন—'এখন তিনি প্রাসাদের ভিতরে গিয়েছেন।' তিনি তাঁদের সকলকে তাম্বূল (পান) দান করলেন। তাঁকে দেখাল যেন হস্তীকুলে সিংহের মতো। সেই মহাপুরুষ বুঝতে পারলেন, রাজা শঙ্করকবিকে যে দান করেছেন তাতে এরা সবাই রুষ্ট। তিনি তাঁদের বললেন—'আপনারা মনে করবেন না যে রাজা শঙ্কর-

কবিকে বারোলক্ষ মুদ্রা দিয়েছেন। রাজার অভিপ্রায় আপনারা বুঝতে পারেন নি। কারণ শংকরের পুজো আরম্ভ হলে রাজা শংকর-কবিকে একলক্ষ মুদ্রা দিয়ে পুজো করেন। শংকরের নামে প্রসিদ্ধ তাঁর অংশভূত, শংকর থেকে অভিন্ন ও তাঁর রূপবিশেষ একাদশ রুদ্রকে শংকরকবির মধ্যে প্রত্যক্ষ করে তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে এক এক লক্ষ মুদ্রা যেন শংকরের মূর্তিকে দান করছেন—এই রাজার অভিপ্রায়।' সকলে এই কথায় চমৎকৃত হলেন।

এর পর কোনো রাজকর্মচারী অনতিবিলম্বে ঐ বিদ্বানের কথা রাজাকে জানালেন। রাজাও তাঁর মনের কথা সাক্ষাৎভাবে জেনে ফেলেছেন বলে সেই মহাপুরুষকে মহেশতুল্য মনে করে রাজসভাতে এলেন। তিনিও রাজাকে 'স্বস্তি' এই কথা বললেন। রাজা তাঁকে আলিঙ্গন করে প্রণাম করলেন ও নিজের করকমল দিয়ে তাঁর করকমল ধারণ করে অন্য প্রাসাদে গমন করলেন। সেই প্রাসাদের একটি উঁচু জানলায় উপবেশন করে বললেন—আপনার নামের কতগুলি অক্ষর সৌভাগ্যযুক্ত? আপনার বিরহ কোন্ দেশের লোকদের পীড়িত করছে? তখন কবি রাজার হাতে 'কালিদাস' শব্দটি লিখলেন। রাজা তা মুখে উচ্চারণ করে তাঁর চরণে পতিত হলেন। তারপর কালিদাস ও ভোজরাজ বসে থাকতে থাকতে সন্ধ্যা হয়ে এল। রাজা বললেন—বন্ধু, সন্ধ্যা বর্ণনা করো। কবি উত্তর দিলেন—পাপাচারীর বিদ্যার মতো পদ্মফুলের সৌন্দর্য ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে; প্রবাসে গুণীদের মতো ভ্রমরেরা দীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে; কুরাজা যেমন পৃথিবীকে পীড়িত করে তেমনি অন্ধকার লোকদের কষ্ট দিচ্ছে; কৃপণের ধনের মতো চক্ষু ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ॥ ৭৭ ॥

পুনরায় কবি রাজাকে স্তুতি করলেন-যতদিন পর্যন্ত বন্ধুত্ব গড়ে না ওঠে ততদিন পর্যন্ত মধুর সম্ভাষণ প্রভৃতি উপচার করণীয়; কিন্তু বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে উপচার কপটতা-ব্যঞ্জক ছলে পরিণত হয় ॥ ৭৮ ॥

যিনি উৎকৃষ্ট গুণালংকারাদিসমন্বিত সুকাব্য প্রণয়ন করতে জানেন ও কবিদের রচনা-পরিপাটি বিশেষ ভাবে জানেন তিনি সুবর্ণপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী কবিদের দান করেন (অর্থাৎ কবিত্বরসজ্ঞ ব্যক্তির কবিদের কাছে কিছু অদেয় নেই) ॥ ৭৯ ॥

সুকবির শব্দমাধুর্য সৎকবিই জানেন অপরে জানেন না। বন্ধ্যানারী গর্ভিণী-নারীর সুন্দর অভিলাষ অনুভব করতে পারেন না ॥ ৮০ ॥

এরপর ক্রমে ভোজ ও কালিদাসের মধ্যে প্রণয় জন্মাল। কালিদাসকে বেশ্যালম্পট জেনে সকলে তাঁকে ঘৃণা করতে লাগল, কেউ তাঁকে স্পর্শ করত না। তারপর একদিন সভামধ্যে কালিদাসকে দেখে ভোজ মনে মনে চিন্তা করলেন, 'কেন এই রকম পণ্ডিত ব্যক্তিরও কামাশক্তিজনিত অবিমৃষ্যকারিতা?' কালিদাসও তাঁর মনের কথা অনুভব করে বললেন, 'যিনি কন্দর্পকে দহন করেছিলেন সেই ত্রিপুরবিজয়ী মহাদেবেরও পুরুষকার হরগৌরীরূপে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল। সুতরাং মর্ত্যবাসীদের প্রতি মনসিজ মদনের চপলতা প্রসঙ্গে কী বলার আছে?' ॥ ৮১ ॥

তখন রাজা ভোজ তাঁর প্রতি তুষ্ট হয়ে তাঁকে প্রতিটি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন। কালিদাসও ভোজের প্রশংসা করে বললেন—'হে সুলক্ষ্মীক ভূপেন্দ্র, আপনার যশে এই পৃথিবী শুভ্র হয়ে উঠলে পরমপুরুষ বিষ্ণু এখানে ক্ষীরসমুদ্রকে, মহাদেব কৈলাসকে, বজ্রধর ইন্দ্র দিব্য ঐরাবতকে, রাহু চন্দ্রকে ও কমলনিবাসী ব্রহ্মা হংসকে

এখন অন্বেষণ করবেন ॥ ৮২ ॥

হে নরনাথ পৃথিবীশ্বর ভোজরাজ, আপনার কমনীয় কীর্তিরূপ কান্তা ত্রিভুবনকে পরিব্যাপ্ত করেছে। এই জন্যে পদ্মভূ ব্রহ্মা দুধ ও জল নিয়ে সমস্ত বিহঙ্গমদের কাছে যাচ্ছেন, প্রিয় চক্রপাণি বিষ্ণু চক্র নিয়ে সমস্ত সমুদ্র বিচরণ করছেন এবং পশুপতি মহাদেবললাটস্থ নেত্র দিয়ে সমস্ত অত্যুচ্চ পর্বত দগ্ধ করছেন ॥ ৮৩ ॥

হে বিদ্বান ও নৃপতিদের শিরোমণি, বিধাতা আপনার যশ ও কৈলাসপর্বতকে সমান করার জন্যে কৈলাসপর্বতকে অপেক্ষাকৃত লঘু দেখে তাকে আরও গুরু করার অভিপ্রায়ে কৈলাসের উপরে হরবাহন বৃষভকে, তার উপরে উমাসহচর শিবকে, তাঁর মস্তকে গঙ্গাদেবীকে, গঙ্গাপ্রবাহের নিকটে সর্পরাজ বাসুকিকে, বাসুকির উপরে প্রচুর প্রভাযুক্ত চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন ॥ ৮৪ ॥

(স্বর্গবাসীরাও যে ভোজের কীর্তির প্রশংসা করে এই কথা নারদ ও গোপালকের উক্তিপ্রত্যুক্তিচ্ছলে কালিদাস প্রকাশ করছেন)

নারদ--হা গোপালক, স্বর্গ থেকে কোথায় যাও ?

গোপালক--হে দেবর্ষি, কামধেনুর বৎসের তৃণ আনার জন্যে এখন পৃথিবীতে যাচ্ছি।

নারদ--হে মূঢ়, এর (কামধেনুর) কি দুধ হয় না ?

গোপালক--শ্রীভোজরাজের প্রচুর দানের কথা শুনে লজ্জায় তার স্তন শুষ্ক হয়ে গেছে।

নারদ--তোমার (পৃথিবীতে তৃণ আনার) প্রয়াস ব্যর্থ হবে কারণ তাঁর (শ্রীভোজরাজের শত্রুরা পৃথিবীর সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করেছে ॥ ৮৫ ॥

রাজা সন্তুষ্ট হয়ে কবিকে প্রতি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

॥ ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও অকবিপণ্ডিত কাহিনী

কোনো এক সময়ে শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে পারদর্শী কয়েকজন ব্যক্তি রাজা ভোজকে কবিতাপ্রিয় জেনে 'ভুবনেশ্বরীর প্রসাদে কবিতা লিখব' এই রকম চিন্তা করে নগরের বাইরে উপবিষ্ট হলেন। তাদের মধ্যে একজন, যিনি নিজেকে পণ্ডিত বলে মনে করেন, শ্লোকের একটি চরণ পড়লেন, 'রাজেন্দ্র খাদ্য দিন'। অপরে পড়লেন--'ঘি ও ঝোল যুক্ত'। উত্তরার্ধ (চিন্তায়) স্ফুরিত হল না। এই সময়ে কালিদাস প্রণাম করার জন্যে দেবতার মন্দিরে এলেন। তাঁকে দেখে ব্রাহ্মণরা বললেন, 'যদিও আমরা সমগ্র বেদ জানি তবু ভোজ আমাদের কিছু দিলেন না। আপনার মতো ব্যক্তিদের যথেষ্ট দান করেন। সেইজন্যে কবিত্বপ্রাপ্তির ইচ্ছায় আমরা এখানে এসেছি। দীর্ঘকাল চিন্তা করে শ্লোকের পূর্বার্ধ রচনা করেছি। উত্তরার্ধ রচনা করে দিন। তাহলে তিনি (ভোজরাজ) আমাদের কিছু দেবেন।' এই কথা বলে তাঁর (কালিদাসের) সামনে শ্লোকার্ধটি তাঁরা বললেন। তিনি (কালিদাস) শুনে বললেন--শরৎকালীন চন্দ্রের মতো শুভ্রবর্ণ মহিষজাত দধি (সমন্বিত খাদ্য দান করুন) ॥ ৮৬ ॥

তাঁরা রাজপ্রাসাদে গিয়ে দৌবারিক (দ্বারপাল)-দের বললেন--আমরা কবিতা লিখে এনেছি, রাজাকে দেখাও। তারা (দ্বারপালরা) কৌতুকবশতঃ হেসে রাজার কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলল--হে রাজেন্দ্র, কয়েকজন কবিতার শত্রু বেদজ্ঞব্রাহ্মণ দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের দাঁতগুলি স্থূল মাষকলাই-এর মতো এবং তারা কোমরে হাত রেখে

দাঁড়িয়ে আছেন ॥ ৮৭ ॥

রাজা তাঁদের প্রবেশ করালে রাজার সভা দেখে মিলিতভাবে তাঁরা কবিতা পাঠ করতে লাগলেন। রাজা তা শুনে ও উত্তরার্ধ কালিদাসের রচিত জেনে বিপ্রদের বললেন- যে মুখ থেকে শ্লোকের পূর্বার্ধ রচিত হয়েছে সেই মুখ থেকে যেন আর কখনও কবিতা রচিত না হয়। উত্তরার্ধের জন্যে কিছু দেওয়া হবে। এই বলে প্রতি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। তাঁরা দক্ষিণা নিয়ে চলে গেলে কালিদাসকে দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন- কবি, উত্তরার্ধ আপনি করেছেন?

কবি উত্তর দিলেন -অধরের মাধুর্য, স্তনের কাঠিন্য নয়নের তীক্ষ্ণতা ও কবিতার পরিপক্কসৌন্দর্য কেবল ভাববোধচতুর ব্যক্তিই অনুভব করতে পারে, অন্য কেউ নয় ॥ ৮৮ ॥

রাজা বললেন—সুকবি, সত্য বলেছেন। বাণীর কাব্যরূপ অমৃতস্বাদযুক্ত ফলের আস্বাদ অপূর্ব। এই ফল যদিও সর্বসাধারণ ভক্ষণ করতে পারে কিন্তু এর আস্বাদ কেবল কবিই জানেন ॥ ৮৯ ॥

সমস্ত জগৎকে পর পর চিন্তা করে তিনটি পদার্থ আমার চিত্তকে আকর্ষণ করেছে - ইক্ষুর বিকার শর্করা ইত্যাদি, কবিদের বুদ্ধি ও সুন্দরীনারীদের কটাক্ষের চঞ্চল বিলসিত ॥ ৯০ ॥

॥ ভোজ ও অকবিপণ্ডিত কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ, লক্ষ্মীধর ও তন্তুবায় কাহিনী

একদিন দ্বারপাল ভোজকে প্রণাম করে বলল- রাজন, দ্রাবিড়দেশ থেকে লক্ষ্মীধর নামে কোনো এক কবি দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। রাজা তাকে বললেন--প্রবেশ করাও। সূর্যের মতো উজ্জ্বল সেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে দীর্ঘকাল ধরে দেখে রাজা চিন্তা করলেন, এবং তাঁকে বললেন—প্রার্থীদের আকারমাত্র দেখেই তাদের মনের ইচ্ছা পূরণ করেন যাঁরা তাঁরা ধন্য, কারণ তাঁদের প্রার্থীর কাতর প্রার্থনা শুনতে হয় না ॥ ৯১ ॥

সেই কবি এগিয়ে এসে রাজাকে দেখে 'স্বস্তি' বলে রাজার আদেশে উপবেশন করলেন এবং বললেন, মহারাজ, এই আপনার পণ্ডিত-শোভিত সভা, আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, সুতরাং আপনার পাণ্ডিত্যের কী প্রয়োজন? তবু কিছু আমি বলব—ভোজের (কেশ ও দন্তজাত) তেজ উৎপাদিত করে বিধাতা অবশিষ্ট তেজঃপরমাণুদ্বারা ইন্দ্রের হাতের বজ্র, আকাশের সূর্য ও সমুদ্রের অভ্যন্তরে অগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন' ॥ ৯২ ॥

এই বচনে সেই পণ্ডিতমণ্ডিত রাজসভা আনন্দিত হল। রাজা প্রতিঅক্ষর অনুসারে তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন। কবি পুনরায় বললেন—মহারাজ, সপরিবারে বাস করার ইচ্ছায় আমি এখানে এসেছি। ক্ষমাশীল, দাতা ও গুণগ্রাহী প্রভু পুণ্যের দ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু অনুকূল, পবিত্র, দক্ষ ও বিদ্বান কবি একান্তই দুর্লভ ॥৯৩॥

তখন রাজা প্রধান অমাত্যকে 'একে গৃহ দিন' বললেন। অমাত্য সমস্ত নগরের দিকে তাকিয়ে এমন একজন মূর্খ দেখলেন না যাকে বিতাড়িত করে সেই গৃহ বিদ্বানকে দেওয়া যায়। তারপর সর্বত্র ঘুরে কোনো এক তন্তুবায়ের গৃহ দেখে তাকে বললেন, 'তন্তুবায়, গৃহ থেকে চলে যাও। তোমার গৃহে বিদ্বান বাস করবে।' তখন সেই তন্তুবায় রাজপ্রাসাদে এসে রাজাকে প্রণাম করে বলেছিল—মহারাজ, আপনার অমাত্য আমাকে মূর্খ মনে করে গৃহ থেকে বিতাড়িত করছেন। আপনি দেখুন আমি মূর্খ না

পণ্ডিত। যদি আমি (অযত্নে) কাব্য লিখি তা সুন্দরতর হয় না। যদি যত্নসহকারে করি তাহলে তা সুন্দরতর করতে পারি ; রাজন্, আপনার চরণাধার আপন রাজাদের শিরোরত্নের দ্বারা শোভিত হয় এবং সাহসই আপনার চিহ্নস্বরূপ। আমি কবিতা লিখি ও বস্ত্র বয়ন করি। এখন আমি (গৃহের অন্বেষণে অন্য কোথাও) যাই ? ॥ ৯৪ ॥

তখন যে তন্তুবায় 'তুমি' এই কথা বলেছে তাকে রাজা বললেন—তোমার পদপঙ্‌ক্তি লালিত্যযুক্ত। কবিতার মাধুর্যও মনোরম, কিন্তু তোমার কবিতা বিচার করে বলো। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তন্তুবায় বলল-মহারাজ, এর উত্তর আছে, কিন্তু আমি বলব না। বিদ্বানের ধর্ম থেকে রাজার ধর্ম ভিন্ন। রাজা বললেন—যদি থাকে তাহলে বলো। তন্তুবায় বলল-মহারাজ, কালিদাস ছাড়া অন্য কাউকে কবি মনে করি না, কালিদাস ছাড়া আপনার সভায় কবিতাতত্ত্ববিদ্ বিদ্বান কে আছেন ?

গুরুকৃপারূপ অমৃত-পাক থেকে উদ্ভূত যে বাগ্‌দেবীর বৈভব (মধুর বাগ্‌বিন্যাস সামর্থ্য) তা কেবল কবিই লাভ করতে পারেন। শাস্ত্রঅধ্যয়নের দ্বারা যাঁরা খ্যাতি লাভ করতে চান তাঁরা সহসা লাভ করতে পারেন না। জলাশয়ে সারাদিন বাস করেও যে মহিষ জলকে পঙ্কিল করে সে কি পদ্মিনিকরের সৌরভ প্রাপ্ত হয় ? ॥ ৯৫ ॥

এই আমার নির্মলপদবৈদগ্ধ্যের দ্বারা মধুর পদসংঘটনাচাতুর্যবিশিষ্ট বাগ্‌বিন্যাস কবির মনে সফল কিন্তু অপরের মনে নিষ্ফল। বামনয়নার সবিলাসে প্রসারিত নয়নপ্রান্ত থেকে নিক্ষিপ্ত কটাক্ষ বালকের কাছে ব্যর্থ হলেও যুবককে আনন্দ দেয় ॥ ৯৬ ॥

তখন বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশংসিত সীতা নামক কোনো এক বিদুষী বললেন—

মূর্খব্যক্তি প্রশস্তমনা প্রাজ্ঞদের আলোচনীয় কাব্যে খেদ অনুভব করে (অর্থাৎ কাব্যটি দোষদুষ্ট বলে নিন্দা করে) কিন্তু নিজের মূর্খতার জন্যে খেদ অনুভব করে না। যে নারীর স্তন শুষ্ক হয়েছে সে স্তনাবরণ কঞ্চুককে নিন্দা করে, নিজের স্তনকে করে না ॥৯৭॥

তখন সেই তন্তুবায় বলল—

বাল্যকালে পুত্রদের, সুরতব্যাপারে অঙ্গনাদের, স্তুতিতে কবিদের, যুদ্ধে সৈন্যদের 'তুমি' এই শব্দ বাগ্‌বিধি সম্মত। হে প্রভু তুমি চিন্তা করো তোমার এত মোহ (অসন্তোষ) কেন ? ॥ ৯৮ ॥

তখন রাজা 'হে তন্তুবায়, সাধু' এই কথা বলে অক্ষর অনুসারে তাকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন এবং তন্তুবায়কে আবার বললেন—'ভয় পেও না।'

॥ ভোজ, লক্ষ্মীধর ও তন্তুবায়ের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও দরিদ্র বাণের কাহিনী

এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হলে পণ্ডিতশিরোমণি বাণ যাঁকে রাজা অত্যন্ত সম্মান করতেন পূর্বজন্মকৃত কর্মফলবশত দারিদ্র্যে পতিত হলেন। তাঁর এই অবস্থা হলে একদিন রাত্রে রাজা একাকী ছদ্মবেশে নিজের নগরে বিচরণ করে বাণের গৃহে উপস্থিত হলেন। বাণ সেই রাতে দারিদ্র্যে ব্যাকুল হয়ে স্ত্রীকে বলছিলেন—প্রিয়ে, রাজা কতবার আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন ; আজও যখনই ভিক্ষা করি তখনই দান করেন, কিন্তু বারবার ভিক্ষাতিক্তরসে মূর্খেরও জিহ্বা জড় হয়ে যায়। এই বলে অর্ধ-মুহূর্তকাল মৌন হয়ে রইলেন। তারপর পুনরায় পড়লেন—হে শিব, হে ত্রিপুরান্তক, হলাহল ও নিষ্ফল ভিক্ষা শব্দ এই দুটির মধ্যে কোনটিতে কঠোরতা তা তুমিই বলতে পার।

এ দুটির স্বাদের তারতম্য কেবল তোমার রসজ্ঞজিহ্বাই জানে ॥ ৯৯ ॥

প্রিয়ে, দারিদ্র্যের অপর মূর্তিই ভিক্ষা, নির্ধনতা নয়। যেমন কোপীনধারী হয়েও মহাদেব পরমৈশ্বর্যবান। ১০০ ॥

সুখের পক্ষে সেবা, ধনের পক্ষে দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদির প্রতি আসক্তি, গুরুজনদের পক্ষে ভিক্ষা, প্রজাদের পক্ষে কুরাজা, বংশের পক্ষে দুশ্চরিত্র পুত্র মূলচ্ছেদকারী কঠিন কুঠার (অর্থাৎ বিনাশকারী) ॥ ১০১ ॥

সুতরাং দারিদ্র্য থাকলেও আমি রাজার কাছে ভিক্ষা করতে অক্ষম। মেঘ ক্ষণকাল জল দিয়ে সকল লোকের প্রিয় হয়। সূর্য সর্বসময় কিরণ বিস্তারিত করে সন্তাপ সৃষ্টি করে। (অর্থাৎ সবসময় ভিক্ষা চাইলে মহান্ ব্যক্তিও বিরক্ত হন) ॥ ১০২ ॥

কিন্তু ব্রাহ্মণী, দিনের পঞ্চমভাগে যে-সময়ে বিশ্বদেবদের উদ্দেশ্যে পূজা প্রদান করতে হয় সেই সময়ে ক্ষুধার্তরা এসে ফিরে যাচ্ছে (বিফল হয়ে) এতেই আমার মন কাতর হচ্ছে।

দারিদ্র্যরূপ অগ্নির সন্তাপ কোন্ সন্তোষজলে উপশমিত করি? প্রার্থীর আশা-বিঘাতজনিত অন্তর্দাহ কোন্ উপায়ে নির্ধারিত হবে? ॥ ১০৩ ॥

রাজা এই সব শুনে ভাবলেন—একে এক্ষুনি তো কিছু দেওয়া চলে না। প্রভাতেই বাণের মনের অভিলাষ পূর্ণ করব।

যে-কাব্য পাঠ করে লোকে বাক্‌পটু হয় না, যে শক্তির দ্বারা লোকে বিপদ থেকে রক্ষা পায় না, যে ধনের দ্বারা যাচক দাতার সদৃশ হয় না, সেই কাব্য, শক্তি বা ধনের কী প্রয়োজন? ॥ ১০৪ ॥

এই বলে রাজা চলে গেলেন।

॥ ভোজ ও দরিদ্র বাণের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও দুই চোরের কাহিনী

এইভাবে রাজা যখন নগরে ভ্রমণ করছিলেন তখন পথে দুটো চোর যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে শকুন্ত নামে প্রথম চোর বলল—'বন্ধু, জগৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেও কাজলের গুণে সর্বত্র পরমাণুর মতো সমস্ত ধন দেখছি। কিন্তু কোষাগার থেকে চুরি করে আনা ধনে আমার সুখ নেই।' মরাল নামে দ্বিতীয় চোর বলল—'কোষাগার থেকে আনা সোনার রাশি মঙ্গলের হবে না এ-কথা কেন বলছ?' তখন শকুন্ত বলল—'সবদিকে নগররক্ষকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ভেরী, পটহ প্রভৃতির শব্দে সকলে জেগে উঠবে। অতএব চুরি করে আনা ধন ভাগ করে নিজের নিজের ভাগ নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া উচিত।' মরাল বলল—'বন্ধু, এই দু-কোটি পরিমাণ (মুদ্রা) মণি ও সোনা নিয়ে তুমি কী করবে?' শকুন্ত বলল—'এই ধন আমি কোনো-এক ব্রাহ্মণকে দেব যাতে এই বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ব্রাহ্মণ আর কারো কাছে ভিক্ষা না করে। মরাল বলল—'বন্ধু, ভালো দান করে, যুদ্ধ করে বা শাস্ত্র-অধ্যয়ন করে যদি রোমাঞ্চ জাগে (অর্থাৎ আনন্দ অনুভূত হয়) তবে সেই দান, পৌরুষ ও জ্ঞানই যথার্থ ॥ ১০৫ ॥

এই দান করে কী করে তোমার পুণ্যফল হবে?

শকুন্ত—চুরি করে ধন আনাই আমাদের পিতৃপিতামহের ধর্ম।

মরাল—শিরশ্ছেদ স্বীকার করে যে-ধন অর্জিত, কী করে তা দিয়ে দেবে?

শকুন্ত—মূর্খব্যক্তি দারিদ্র্যের আশঙ্কায় ধন দান করে না। পণ্ডিতব্যক্তি দারিদ্র্য হবে জেনেও ধন দান করেন ॥ ১০৬ ॥

মরাল—বেদজ্ঞব্যক্তি দানের পাত্র, তপস্বী দানের পাত্র কিন্তু যাঁর উদরে শূদ্রের অন্ন নেই তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ১০৭ ॥

শকুন্ত—এই ধন দিয়ে কী করবে ?

মরাল—বন্ধু, কাশীবাসী কোনো ভিক্ষুক এখানে এসেছেন। তিনি আমার পিতার কাছে কাশীবাসের ফল বর্ণনা করেছেন। আমার পিতা বাল্যকাল থেকে চুরি করে দৈববশত পাপ কাজ থেকে এখন নিবৃত্ত হয়েছেন এবং বৈরাগ্যহেতু সপরিবারে কাশী যাবেন। সেইজন্য এই ধনসমূহ।

শকুন্ত—তোমার পিতার মহা ভাগ্য।

যে কুকুরের মন কাশীতে বাস করার ইচ্ছায় বিশুদ্ধ হয়েছে, দীন (কাশীতে বাস না করা হেতু কৃপার পাত্র) ইন্দ্র কি তার সমান হতে পারে ? (অর্থাৎ কাশীবাসী কুকুরও ইন্দ্রের অপেক্ষা ভালো) ॥ ১০৮ ॥

কর্মরূপ শস্যের ঊষরক্ষেত্র বারাণসী নগরী। এখানে চণ্ডাল ও পণ্ডিত সমানভাবে মোক্ষলাভ করে। যে কাশীতে মৃত্যু আনন্দের, (মোক্ষহেতু), তুচ্ছ ভস্মও অলংকার, কৌপীনও পট্টবস্ত্রের মতো আদরণীয় সেই কাশীর তুলনা কী করে হয় ? ॥ ১০৯-১১০ ॥

উভয়ের এই সংলাপ শুনে রাজা সন্তুষ্ট হলেন এবং মনে মনে চিন্তা করলেন, এদের কর্মের গতি অত্যন্ত বিচিত্র কিন্তু দুজনেরই মন পবিত্র।

॥ ভোজ ও দুই চোরের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও পিতাপুত্রের কাহিনী

তারপর রাজা সেখান থেকে ফিরে কোনো এক পিতা এবং তার পুত্রকে অন্য এক বাড়িতে দেখলেন। পিতা পুত্রকে বলছেন—রাজা যদিও শাস্ত্রতত্ত্ব ভালোই জানেন তবু কার্পণ্য-বশত কিছুই দেন না, কিন্তু—

কোনো যাচক কবির মতো শ্লোক রচনা করলে নিজে স্বয়ং কবির মতো আচরণ করেন, যাচক যখন তাঁর জীবনচরিত পাঠ করে তখন তিনিও কিছু পাঠ করেন ; যাচক যখন তাঁর স্তুতি করতে থাকে তখন তিনিও যাচকের গুণের প্রশংসা করেন। যাচক যখন 'যাই' বলে চলে যেতে উদ্যত হয় তখন তিনি মৌনী হয়ে চক্ষু নিমীলিত করেন ॥ ১১১ ॥

রাজাও এই শুনে তার নিকটে উপস্থিত হয়ে 'এই রকম বোলো না', এই কথা বলে নিজের অঙ্গ থেকে সব অলংকার উন্মোচন করে তাকে দিলেন। তারপর গৃহে ফিরে কোনো এক সময়ে সভায় উপবেশন করে কালিদাসকে বলেছিলেন—বন্ধু 'কবিদের মনের (অর্থান্তর—মানসসরোবরের) প্রশংসা করি, যেখানে প্রতিভারূপ জলে সাঁতার দেয়—'

তারপর কালিদাস উত্তর দিলেন—হাঁস ও পাখিদের মতো চতুর্দশভুবন।

(সম্পূর্ণ শ্লোকটির অর্থ—যেমন হাঁস ও পাখিরা মানসসরোবরের জলে সন্তরণ করে তেমনি কবির প্রতিভাজন্য কাব্যরসে চতুর্দশভুবন সন্তরণ করে।) ॥ ১১২ ॥

তখন রাজা প্রতি অক্ষর অনুসারে তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও পিতাপুত্রের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও ক্রীড়াচন্দ্রের কাহিনী

একদিন দ্বারপাল প্রবেশ করে রাজাকে বলল—মহারাজ, কৌপীনমাত্র সম্বল এক বিদ্বান দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। রাজা তাকে প্রবেশ করাতে বললেন। সেই কবি প্রবেশ করে রাজাকে 'স্বস্তি' বলে আশীর্বাদ করলেন এবং রাজা না বলাতেও উপবেশন করে বললেন—এই ভূতলে ভূধরশ্রেষ্ঠ সুমেরুপর্বত বর্তমান। এই ভূতলে রত্নভার ধারণ করে সাতসমুদ্র রয়েছে। এই অতুলনীয় অনন্তভূতল যা বহু প্রাণীর উৎপাদন ও পালনে সমর্থ তা আমাদের মতো দরিদ্রদের আশ্রয় ॥ ১১৩ ॥

রাজা বললেন—মহাকবি আপনার নাম কী বলুন।

কবি বললেন—নিজের নাম বলা পণ্ডিতদের উচিত নয়। তবু আমি বলব যদি বুঝে নিতে পারেন।

স্তন্যপানকারী বালকের বুদ্ধি গভীর বাক্যে অবগাহন করতে পারে না (অর্থাৎ তার অর্থ অনুভব করতে পারে না)। বেণুযষ্ঠি সমুদ্রের তল পরিমাপ করতে পারে না ॥ ১১৪ ॥

মহারাজ শুনুন—হাস্যময়ী শৈলতনয়া পার্বতী শম্ভুর মস্তকচ্যুত চন্দ্রকলাকে ও প্রণয়কলহে দ্বিখণ্ডিত নিজের কঙ্কণকে একসঙ্গে সংযুক্ত করে যাঁকে বলেছিলেন—'দেখো' সেই গিরিশ মহাদেব, যাঁর গিরিজা পার্বতী ও ক্রীড়াচন্দ্র যার দেহ (মহাদেব ও পার্বতীর) দর্শনপ্রভায় উজ্জ্বল তাঁরা আপনাকে রক্ষা করুন ॥ ১১৫ ॥

কালিদাস বললেন বন্ধু, ক্রীড়াচন্দ্র—দীর্ঘকাল পরে তোমাকে দেখলাম। দেশে দেশে বহু ধনবান রাজা থাকা সত্ত্বেও তোমার এই দশা কেন? ক্রীড়াচন্দ্র বললেন-যাদের ঐশ্বর্য দানে ব্যয়িত হয় না তারা ধনী হয়েও মহাদরিদ্রদের অগ্রণী। যে সমুদ্র পিপাসা নিবারণ করতে অসমর্থ সেই সমুদ্র মরুতুল্য ॥ ১১৬ ॥

তাছাড়া যে পুরুষ উপভোগ করতে কষ্ট পায় কেবল অর্থ সঞ্চয় করে তার ধন কন্যারত্নের মতো পরের জন্যে[১৭] বাড়তে থাকে ॥ ১১৭ ॥

অন্য রাজারা সুবর্ণনির্মিত মণিময়কেয়ূর প্রভৃতি অলংকারের আড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন, হে ভোজ, সারজ্ঞ আপনি, কেবল কলাবিদ্যার দ্বারা আপনার প্রতিষ্ঠা ॥ ১১৮ ॥

পণ্ডিতের সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই নিসর্গমধুরকাব্য যেন অমৃতময় হয়ে অমৃত বিতরণ করে যেমন বারাঙ্গনাদের যৌবন করে থাকে ॥ ১১৯ ॥

কবিতা ছাড়া রাজার নাম (অন্য কিছুর দ্বারা) জানা যায় না। রাজার সাহায্য ব্যতিরেকে কবির কীর্তি পৃথিবীতে বিকশিত হয় না ॥ ১২০ ॥

ময়ূর বললেন—যারা কাব্য লেখেন বা যাঁরা কাব্যের দ্বারা যশস্বী হয়েছেন সেই মহাত্মাদের বন্দনা করা উচিত। পৃথিবীতে তাঁদের যশ স্থিত ॥ ১২১ ॥

বররুচি বললেন—কবিদের যে মার্গপদের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত সহৃদয়ের মনের ভাবে সুন্দর হয়ে ওঠে সেই মার্গে পণ্ডিতদের বুদ্ধি আনন্দ পায়। যা রতিক্রীড়াজনিত পাপ প্রকাশ করে তা কুলবধূ-কটাক্ষের পন্থা নয়, অবশ্যই গণিকাদেরও বিষয় নয় ॥ ১২২ ॥

রাজা ক্রীড়াচন্দ্রকে কুড়িটি বড়ো হাতি ও পাঁচটি গ্রাম দিলেন। তখন রাজাকে কবি স্তুতি করে বললেন—আহা ভোজের শত্রুপত্নীদের কী ভূষণবৈচিত্র্য—তাদের দুই নয়নে

কংকন ও করপল্লবে তিলক ॥ ১২৩ ॥

রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও ক্রীড়চন্দ্রের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও রামেশ্বরপণ্ডিতের কাহিনী

একদিন রাজসভাতে রামেশ্বর নামে এক পণ্ডিত এলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ জরায় জীর্ণ হয়ে গেছে। তিনি বললেন–

উপবাসী ব্রতাচরণকারী পঞ্চানন ও সুকবির ব্রতের পারণ যথাক্রমে গজমাংস ও রাজ-ঐশ্বর্যের দ্বারা হয়ে থাকে ॥ ১২৪ ॥

অশ্ব ও পণ্ডিতের গ্রাহক সাধারণ ধনী ব্যক্তি হয় কিন্তু কবীন্দ্র ও গজেন্দ্রের গ্রাহক বড়ো রাজা ছাড়া কেউ হতে পারে না ॥ ১২৫ ॥

সুবর্ণ ও পট্টবস্ত্রের দ্বারাই বেশ্যাদের সৌন্দর্য আর রাজনন্দনরা পরাক্রম ও দানের দ্বারা শোভা পান ॥ ১২৬ ॥

রাজা এই শুনে রামেশ্বরপণ্ডিতকে নিজের দেহ থেকে সমস্ত অলংকার উন্মোচন করে দুই লক্ষ মুদ্রার সঙ্গে দিলেন। তখন কবি রাজাকে স্তুতি করে বললেন–

হে ভোজ, গুণের আকর, আপনার কীর্তিরূপে প্রিয়ার কস্তুরীতিলক আকাশের ললাটে বিরাজ করে ॥ ১২৭ ॥

পণ্ডিতের সামনে গুণ প্রকাশ করা উচিত নয় কারণ তা তাঁরা নিজেরাই জানেন। কিন্তু যেহেতু পণ্ডিত বলে দিলেও মূর্খ বুঝতে পারে না সেই জন্যে মূর্খের সামনেও তা বলা উচিত নয় ॥ ১২৮ ॥

এই কথায় সকলে চমৎকৃত হলেন।

রামেশ্বরকবি-সুজন খ্যাতি অর্জন করেন আর সুকবি কেবল কাব্যরচনা করেন। জল পদ্মের জন্ম দেয় আর সূর্য তাকে সৌন্দর্যযুক্ত করে ॥ ১২৯ ॥

তাতে রাজা তুষ্ট হয়ে প্রতি অক্ষর অনুসারে তাকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। রাজশিরোমণি ভোজকে কবি বললেন–

কীর্তিবিহীন কৃপণ কবিতা শোনেন না। নপুংসক পুরুষ তরুণী নারীকে নিয়ে কী করবে? ॥ ১৩০ ॥

সীতা বললেন–দৈবহত কবিরা ও অভাগা হাতিরা বিড়ম্বিত হয়, কারণ রাজার আশ্রয় ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য স্ফুরিত হয় না। (কবির পক্ষে প্রতিভার বিকাশ হয় না) ॥ ১৩১ ॥

(তখন) কালিদাস বললেন–যে দান করতে চায় না কবির কাব্য তার মন স্পর্শ করে না। যেমন তরুণীর বিলাস অতিবৃদ্ধের দুঃখই উৎপাদন করে ॥ ১৩২ ॥

রাজা প্রতি পণ্ডিতকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও রামেশ্বরপণ্ডিতের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কালিদাসের নির্বাসনের কাহিনী

একদিন রাজা ভোজ কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে আসতে দেখলেন এবং তাঁর বেশ্যার প্রতি আসক্তির জন্যে মনে দুঃখ পেলেন। এই সময়ে সীতা যাঁকে বিদ্বান ব্যক্তিরা প্রশংসা

করেন রাজার মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন—

দেব গুণানুরাগী ব্যক্তি গুণবান ব্যক্তির মধ্যে দোষ দেখলেও দুঃখ পান না। লোকে চাঁদে কলঙ্কচিহ্ন তো আনন্দের সঙ্গেই দেখে থাকে ॥ ১৩৩ ॥

রাজা সন্তুষ্ট হয়ে সীতাকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। তবু রাজা কালিদাসকে আগের মতো সম্মান করতে পারলেন না। কালিদাস রাজার মনের কথা বুঝে একটি তুলাদণ্ডকে লক্ষ্য করে বললেন—

হে তুলাদণ্ড, তুমি পরিমাণনির্ধারক হয়ে এতো গর্ব কর কেন? তুমি গরিষ্ঠকে নিচে নামিয়ে দাও আর লঘিষ্ঠকে উপরে ওঠাও ॥ ১৩৪ ॥

তিনি আরও বললেন—যার সর্বত্র গতি আছে (অর্থাৎ যে কোনো স্থানে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে) সে স্বদেশের প্রতি অনুরাগবশতঃ কেন দুঃখ অনুভব করে? 'আমার পিতার এই কূপটি' এই বলে লোকে কি (সেই কূপের) ক্ষারজলও পান করে? (অর্থাৎ যেখানে জীবিকা-নির্বাহের কোনো উপায় নেই সেখানে 'আমার পিতৃপুরুষের এই দেশ' এই মনে করে পড়ে থেকে দুঃখ পাওয়া উচিত নয়।) ॥ ১৩৫ ॥

তারপর রাজার অবজ্ঞা মনে মনে অনুভব করে দুঃখিতচিত্তে কালিদাস গৃহে ফিরে গেলেন।

যে প্রেম অবজ্ঞার জন্যে ভেঙে যায় তাকে কে সংযুক্ত করতে (জোড়া লাগাতে) পারে? মুক্তা ভেঙে গেলে লাক্ষার প্রলেপে তাকে কি জোড়া যায়? ॥ ১৩৬ ॥

রাজাও অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। তখন রাজাকে বিষণ্ণ দেখে লীলাবতী রাজাকে বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা গোপনে তাঁকে সব বললেন। তিনি রাজার মুখ থেকে কালিদাসের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা জেনে পুনরায় তাঁকে বললেন—

দেব, প্রাণেশ্বর আপনি সব জানেন।

স্নেহ না জন্মানো বরং ভালো কিন্তু একবার সঞ্জাত হয়ে স্নেহ ভেঙে যাওয়া ভালো নয়। যার চোখ নষ্ট হয়ে গেল সে-ই দুঃখ পায় কিন্তু জন্মান্ধের কোনো দুঃখ নেই ॥ ১৩৭ ॥

তাছাড়া, কালিদাস সরস্বতীর কোনো এক অবতার। সুতরাং সবদিক থেকে তাঁকে বিদ্বান ব্যক্তিদের সমান সম্মান দেখান। দেখুন—

যে চাঁদ দোষের আকর (অপর অর্থ—নিশাকর), কুটিল (অপর অর্থ—বক্র), কলঙ্কী (অপর অর্থ—কলঙ্কচিহ্নযুক্ত), বন্ধু অপগত হলে যার অভ্যুদয় ঘটে (অপর অর্থ—সূর্য অস্ত গেলে যে উদিত হয়) সেই চাঁদই মহাদেবের প্রীতিভাজন হয়। সুতরাং আশ্রিত ব্যক্তির গুণ বা দোষ বিচার করা উচিত নয় ॥ ১৩৮ ॥

রাজা তাঁকে বললেন—প্রিয়ে, এ সবই সত্য। আমি প্রভাতে কালিদাসকে সন্তুষ্ট করব।

আরেকদিন রাজা দন্তধাবন ইত্যাদি নিত্যকর্ম সমাধা করে প্রভাতে সভাতে গেলেন। সেখানে পণ্ডিত, কবি, গায়ক ও অন্য প্রজারা এসে মিলিত হলেন। একমাত্র কালিদাসকে অনুপস্থিত দেখে রাজা তাঁকে ডেকে আনার জন্যে তাঁর এক ভৃত্যকে বেশ্যাগৃহে প্রেরণ করলেন। কালিদাসকে প্রণাম করে সে বলল—কবীন্দ্র, আপনাকে রাজা ভোজ আহ্বান জানাচ্ছেন। 'তখন কবি চিন্তা করলেন—আগের দিন রাজা আমাকে অপমানিত করেছেন, আজ প্রভাতে কী কারণে আহ্বান করছেন?

যাঁদের রাজা সমাদরের সঙ্গে রাজসভায় সম্মানিত করেন রাজার পারিষদরা তাঁদের দূরে করার জন্যে চেষ্টা করে থাকে ॥ ১৩৯ ॥

কিন্তু বিশেষভাবে রাজা যখন প্রতিদিন আমাকে সম্মান করেন তখন রাজার কপটবন্ধুরা ঈর্ষাবশতঃ শত্রুতা আচরণ করে। যেখানে রাজার বুদ্ধি বিবেকজ্ঞানরহিত, সেখানে রাজা গুণবান মন্ত্রীদের উপেক্ষা করেন। যেখানে খলেরা প্রবল সেখানে সজ্জনের স্থান কোথায়? ॥ ১৪০ ॥

এইরকম মনে মনে চিন্তা করে তিনি সভায় গেলেন। তাঁকে দূরে থেকে আসতে দেখে রাজা আনন্দের সঙ্গে আসন থেকে উঠে, 'সুকবি, আমার প্রিয়তম, আজ কেন এত বিলম্ব করলেন,' এই কথা বলে পাঁচ-ছয় পা এগিয়ে গেলেন। তখন সভাস্থ সকলে নিজেদের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন; সব সভাসদরা আনন্দিত হলেন কিন্তু শত্রুদের মুখ বিষণ্ণ হল। তারপর রাজা নিজের করকমল দিয়ে কবির করকমল ধরে নিজের আসনের কাছে গিয়ে তাঁকে সিংহাসনে উপবেশন করালেন ও নিজে তাঁর নির্দেশে উপবেশন করলেন। রাজা কালিদাসকে সিংহাসনে উপবেশন করালেন। রাজা কালিদাসকে সিংহাসনে উপবেশন করালে কবি বাণ ডান হাত তুলে বললেন—

কালিদাসকে সম্মানিত করে ভোজ কলাবিদ রুদ্র হয়েছেন। দোষের আস্পদ হয়েও কবি এর দ্বারা পণ্ডিতদের রাজারূপে বৃত হয়েছেন। (অপর অর্থ—কালিদাসস্য-চন্দ্রের, ব্যুৎপত্তি কাল্যা মেঘসমূহস্য দাসঃ সেবকঃ, চন্দ্রস্য মেঘাধীনপ্রকাশত্বাৎ: অথবা—কাল্যা পরিবাদেন কলঙ্কেন দংস্যতে দীপ্যতে-মৃগলাঞ্ছনাদিনাম্না কীর্তিতত্বাৎ; চন্দ্রকে সম্মানিত করে রুদ্র কালাবিৎ কলা অর্থাৎ চন্দ্রকলাধারী কলাং বিন্দতীতি কলাবিৎ-হয়েছেন। দোষাকর অর্থাৎ নিশাকর চন্দ্র যাঁর দ্বারা রুদ্র দেবতাদের শ্রেষ্ঠ হয়েছেন।) ॥ ১৪১ ॥

তারপর বিদ্বানদের সঙ্গে এর (কালিদাসের) শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠল। সব বিদ্বানেরা বুদ্ধিমানদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভোজের তাম্বুলবাহিনী দাসীকে ধন, সোনা ইত্যাদি দিয়ে সম্মানিত করে তাঁকে বললেন—সুভগে, কালিদাস আমাদের কীর্তি নষ্ট করে দিচ্ছে, এঁর সঙ্গে আমাদের কেউই কলাবিদ্যায় সমান হতে পারছি না; বৎসে, রাজা যাতে এঁকে দেশান্তরে পাঠিয়ে দেন সেই মতো ব্যবস্থা করো। দাসী বলল, 'আপনাদের কাছ থেকে হার পেলেই তবে আমি আপনাদের কাজ করব; সুতরাং প্রথমে আমাকে হার দিন। তাঁরা হারটি দিলে তাম্বুলবাহিনী সেটি নিয়ে চিন্তা করল—'তাহলে এই পণ্ডিতদের অসাধ্য কিছু নেই।' তারপর কয়েকদিন অতিবাহিত হলে দৈবাৎ রাজা একাকী নিদ্রিত হলেন। তাঁর চরণপরিচর্যাকাজ সমাধা করে কপটভাবে চক্ষু মুদ্রিত করে দাসী নিদ্রিত হল (অর্থাৎ নিদ্রার ভান করল)। রাজার চরণ কম্পিত হতে দেখে তিনি অল্প জাগ্রত হয়েছেন এটা ভালোভাবে বুঝতে পেরে বলল—সখি, মদনমালিনি, সেই দুরাত্মা কালিদাস দাসীর বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে লীলাদেবীর সঙ্গে রমণ করছে। রাজা সেই কথা শুনে উঠে বললেন—তরঙ্গবতী, তুমি কি জেগে আছ? সে যেন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে শুনতে পেল না। রাজা তার নাসিকাধ্বনি শুনে চিন্তা করলেন—এই তরঙ্গবতী, নিদ্রায় স্বপ্নে নিমগ্ন, সংস্কারবশতঃ (অর্থাৎ দিনে সঙ্গীদের সঙ্গে সর্বদা কালিদাসের প্রসঙ্গে আলোচনা করে, তার প্রভাবে) রানীর কুকার্যের কথা বলছে, অথবা কালিদাস স্ত্রীবেশে অন্তঃপুরে আসে এও সম্ভব হতে পারে। স্ত্রীচরিত্র কে বুঝতে পারে? এই কথা চিন্তা করে পরের দিন সকালে মিথ্যা জ্বরের

ভান করে রাজা শুয়ে রইলেন এবং দাসীমুখে কালিদাসকে আনিয়ে তার আগমনের পর সেই দাসীকে দিয়ে লীলাবতীকে আনালেন ও তাঁকে বললেন--এখন আমি পথ্য খাব। রানীও 'আচ্ছা' বলে রূপার পাত্রে পথ্য রেখে তাতে মুগচূর্ণ ঢেলে দিলেন। রাজাও তাদের (রানী ও কালিদাসের মনের কথা জানার জন্যে শ্লোকার্ধ বললেন–হে কবীন্দ্র, এই মুগচূর্ণ যা সকলরোগের নিবারক তাকে কী করে তুষহীন করা হল ?' যদিও রানী নিকটেই ছিলেন তবু কালিদাস শ্লোকের উত্তরার্ধ বললেন–জল ও পাচকের সংযোগিতায় মুগের আবরণ (তুষ–খোসা) আগত হয়েছে। (অপর অর্থ–হে অন্ধ, বিবেকহীন বল্লভের সঙ্গে মিলনে স্ত্রীলোকের কঞ্চুক-বস্ত্র খসে পড়ে) ॥ ১৪২ ॥

রানীর এইরকম বাক্যের তাৎপর্য জানা ছিল। কালিদাসের বাক্য শুনে ও তার অর্থ বুঝতে পেরে তাঁর মুখ ঈষৎ হাসিতে ভরে গেল। রাজাও তাই দেখে চিন্তা করলেন–কালিদাসের প্রতি এঁর পূর্বে স্নেহ ছিল ; এ নিকটে থাকা সত্ত্বেও কালিদাস এই রকম বললেন এবং এরও মুখে হাসি ফুটে উঠল। স্ত্রীলোকের চরিত্র কে বোঝে ? ॥ ১৪৩ ॥

ঘোড়ার লাফ, মেঘের গর্জন, স্ত্রীলোকের মন, পুরুষের ভাগ্য, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি দেবতাই জানতে পারে না, মানুষ কী করে জানবে ? কিন্তু এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, গুরুতর অপরাধ করলেও হত্যা করা উচিত নয়। বিশেষতঃ এ সরস্বতীর পুরুষাবতার। এই রকম চিন্তা করে কালিদাসকে বললেন–কবি সর্বতোভাবে আমার রাজ্যে আপনার থাকা উচিত নয় ; আপনাকে বেশি কথা আর কী বলব ? প্রতিটি বাক্য তো আর বলা চলে না। তখন কালিদাস সবেগে উঠে বেশ্যাগৃহে গিয়ে তাকে (বেশ্যাকে) বললেন–প্রিয়ে আমাকে অনুমতি দাও. আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ভোজ বলেছেন--'আমার দেশে থাকা চলবে না'। হায়–

বিধি আয়াসসাধ্য মিলনকে সম্ভব করে, অনায়াসসিদ্ধ মিলনে বিচ্ছেদ আনে ; মানুষ যা কখনও চিন্তা করতে পারে না, তাও ঘটিয়ে দেয় ॥ ১৪৪ ॥

মনে হয়, এটি বিদ্বান ব্যক্তিদের কাজ। কারণ, বহু অল্পসারবস্তুর (বহু দুর্বল ব্যক্তির) একত্রমিলন লঙ্ঘন করতে পারা যায় না। বহু তৃণের মিলনে গঠিত যে রজ্জু তা দিয়ে দাঁতাল হাতিকেও বাঁধা যায় ॥ ১৪৫ ॥

তখন বিলাসবতী নামক বেশ্যা তাঁকে বললেন–

যাকে দেখলে দর্পণে প্রতিচ্ছায়ার মতো সুখ ও দুঃখ এ-দুটি একই সঙ্গে সংক্রামিত হয় সেই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ॥ ১৪৬ ॥

প্রিয়, আমি বর্তমান থাকতে তোমার রাজাতে কী প্রয়োজন ? রাজপ্রদত্ত ধনেই বা কী দরকার ? আমার গৃহের অভ্যন্তরবর্তী গহ্বরে সুখে বাস করো। তারপর কালিদাস সেইখানে থেকে কয়েকটি দিন অতিবাহিত করলেন।

॥ ভোজ ও কালিদাসের নির্বাসনের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কবিমণ্ডলীর সমস্যাপূরণ কাহিনী

তারপর কালিদাস গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে লীলাবতী রাজাকে বললেন কবি কালিদাসের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব অতি ঘনিষ্ঠ, কেন তিনি অন্যায় কাজ করলেন যার জন্যে তাঁর দেশে বাস করা নিষিদ্ধ হল ?

যেমন ইক্ষুর অগ্রভাগ থেকে নিচের দিকে গ্রন্থি হতে গ্রন্থিতে মধুরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি

লাভ করে তেমনি সজ্জন ব্যক্তিদের মৈত্রী উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। অসৎব্যক্তির মৈত্রী এর বিপরীত হয়ে থাকে। কে 'মিত্র' এই দুটি অক্ষর যা শোক ও শত্রু থেকে রক্ষা করে, যা প্রীতি ও বিশ্বাসের পাত্র এবং যা রত্নতুল্য তা সৃষ্টি করেছেন? ॥ ১৪৭-১৪৮ ॥

রাজাও লীলাদেবীর এই বাক্য শুনে বললেন—রানী, কেউ আমাকে বলেছিল যে 'কালিদাস দাসীর বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রানীর সঙ্গে রমণ করছেন।' আমিও এই ব্যাপারটি জানার জন্যে কৃত্রিম নিদ্রার ভান করে তোমাকে ও কালিদাসকে দেখেছি। তুমি নিকটে থাকা সত্ত্বেও শ্লোকের উত্তরার্ধ ঐ রকম উনি বলেছিলেন আর তুমিও তা শুনে হাসছিলে। আমি এইসব দেখে ব্রাহ্মণকে হত্যা করতে ভয় পেয়ে দেশ থেকে তাঁকে নির্বাসিত করেছি; তোমাকে কিন্তু দাক্ষিণ্যবশতঃ হত্যা করব না। তখন রানী চমৎকৃত হয়ে সহাস্যে নিঃশঙ্কভাবে বললেন—দেব, যার এমন পতি সেই আমি ধন্য। তোমার সম্ভোগসুখ আমি অনুভব করেছি। আমার মন আর কোথায় যাবে? সব স্ত্রীলোকই পতির সম্ভোগসুখ অনুভব করার সময়ে তোমাকে স্মরণ করে। হায় দেব, আমি সতী, আমাকে যদি অসতী মনে করে চলে যাও তাহলে আমি নিশ্চয়ই মরব। রাজা তখন বললেন—প্রিয়ে, তুমি সত্য বলেছ? এরপর রানীর সতীত্ব পরীক্ষার জন্যে তিনি লোক দিয়ে সর্প আনালেন, লৌহগোলক তপ্ত করালেন, ধনু জ্যাযুক্ত করলেন। রানীও স্নান করলেন। নিজের পাতিব্রত্যের আগুনে তাঁর সুন্দর দেহ ভাস্বর হয়ে উঠল। তিনি সূর্যকে প্রণাম করে বললেন—হে জগৎ-চক্ষু, তুমি সকলের সাক্ষী, সব জান।

জাগরণকালে, অগভীর নিদ্রায় বা গভীর নিদ্রায় ভোজই আমার চিত্তে পতিরূপে বিরাজিত, তোমাকেও আমি চিন্তা করি না ॥ ১৬৯ ॥

এই বলে তিনি তিনবার প্রণাম করলেন।

তারপর নৃপতি অন্তঃপুরে শুদ্ধচরিত্রা রানী লীলাবতীর কাছে লজ্জাবনতমস্তকে অনুতাপে ক্লিষ্ট হয়ে বললেন, 'দেবি আমাকে ক্ষমা করো। আমি আর কী বলব তোমাকে।' তারপর থেকে রাজা নিদ্রা যান না, কিছু ভোজন করেন না, কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না, কেবল উদ্বিগ্নচিত্তে দিবানিশি বিলাপ করেন, 'আমার কী লজ্জা, আমার দাক্ষিণ্য কোথায় গেল, গাম্ভীর্য কোথায় গেল? হায় হায়, কবি, কোটি কোটি কবিদের মুকুটমণি, কালিদাস, আমার প্রাণতুল্য, মূর্খের কাছ থেকে কী অশ্রাব্য কথা শ্রবণ করলেন, কী অকথ্য কথা আপনার সম্বন্ধে বলা হল।' এই রকম বিলাপ করতে করতে যেন নিদ্রাচ্ছন্নের মতো, গ্রহগ্রস্তের মতো, কুহকবিদ্যায় হৃতশক্তির মতো ভূমিতে পতিত হলেন।

প্রিয়ার করকমলের দ্বারা সিঞ্চিত জলের স্পর্শে তিনি সংজ্ঞা লাভ করে প্রিয়াকে দেখে প্রবলভাবে নিজের নিন্দা করতে লাগলেন। তারপর চন্দ্রবিহীন নিশার মতো, সূর্য-রহিত দিবসের সৌন্দর্যের মতো, বিয়োগিনী নারীর মতো ও ইন্দ্রবিহীন দেবসভার মতো কালিদাসের অভাবে রাজাভোজের সভা শোভা পেল না। তখন থেকে কারো মুখে কাব্য শোনা যেত না বা কেউ চিত্তবিনোদনের জন্যে মনোহর বাক্য বলত না।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলে কোনো এক সময়ে পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল দেখে এবং সম্মুখে লীলাদেবীর মুখচন্দ্র অবলোকন করে রাজা বললেন—

'এঁর মুখচন্দ্রের সাদৃশ্য চন্দ্র অল্পপরিমাণে অনুসরণ করেছে[১৮]।'

পূর্ণচন্দ্রতেও নয়নের উৎসব কোথায়? সরস বাক্যবিন্যাসই বা কখন হয়? রাজা প্রাতঃকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করে সভায় উপস্থিত হলেন ও পণ্ডিতপ্রবরদের

বললেন—হে কবিগণ, এই সমস্যা পূর্ণ করুন। তারপর তিনি পড়লেন—'এঁর মুখচন্দ্রের সাদৃশ্য অল্প পরিমাণে অনুসরণ করছে চন্দ্র।' আরও বললেন—এই সমস্যা যদি পূর্ণ করতে না পারেন তবে আমার রাজ্যে আপনাদের থাকা হবে না। এতে কবিরা ভীত হয়ে নিজেদের গৃহে গেলেন ও দীর্ঘকাল চিন্তা করেও অর্থের সঙ্গতি কেউ বুঝতে পারলেন না। তখন সকলে মিলে বাণকে প্রেরণ করলেন। তিনি সভায় উপস্থিত হয়ে রাজাকে বললেন—মহারাজ, সমস্ত বিদ্বানরা আমাকে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা আটদিন সময় প্রার্থনা করেছেন। নবমদিনে তাঁরা সমস্যার পূরণ করবেন, তা না হলে দশমদিনে দেশত্যাগ করবেন। রাজা 'তাই হোক' বললেন। বাণ তাঁদের রাজার আদেশ বিজ্ঞাপিত করে গৃহে ফিরে গেলেন। তারপর আটদিন গত হল। অষ্টমদিনের রাত্রিতে সব কবি মিলিত হলে বাণ বললেন—অহো, তারুণ্যের গর্বের জন্যে, রাজসম্মানের গর্বের জন্যে এবং অল্পবিদ্যার গর্বের জন্যে কালিদাস বিতাড়িত হয়েছেন; সমতে (অর্থাৎ অগূঢ়ার্থ শ্লোকবিষয়ে) আপনারা সব কবিরা আছেন কিন্তু বিষম স্থানে (অর্থাৎ গূঢ়ার্থ শ্লোকবিষয়ে) কালিদাসই একমাত্র কবি। তাঁকে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে আপনাদের কী মহত্ত্ব হল? তিনি যদি থাকতেন তাহলে আমাদের অবস্থা কি এইরকম হত? তাঁর নির্বাসনের জন্যে আপনারা যে বুদ্ধি ব্যবহার করেছেন তার পরিণাম অনুভব করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মণ-হিংসায় কুলনাশ হয়, পার্বতীর মূর্তিবিশেষ সরস্বতীর বিদ্বেষে কবিকুলের বিনাশ হবে ॥ ১৫০ ॥

তখন ময়ূর প্রভৃতি সকলে কলহে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁদের সকলকে কলহ থেকে নিবৃত্ত করে বাণ বললেন—আজই ভালো জানা গেল যে কালিদাসব্যতীত সমস্যাপূরণে আর কারো সামর্থ্য নেই। শ্রেষ্ঠযোদ্ধাদের সংগ্রামে ও কবিসভাতে কবিদের যশের স্ফুরণ বা যশের হানি অল্পকালের মধ্যেই ঘটে ॥ ১৫১ ॥

আপনাদের যদি ভালো মনে হয়, তাহলে আজই মধ্যরাত্রে চন্দ্র অস্তমিত হলে আমরা সম্পত্তিসম্ভার নিয়ে গোপনে চলে যাব। যদি না যাই তাহলে কাল রাজসেবকরা আমাদের বলপ্রয়োগপূর্বক তাড়িয়ে দেবে। তখন কেবল আমাদের শরীরটুকু নিয়েই যেতে হবে, সুতরাং আজই মধ্যরাত্রে আমরা যাব। এইরকম সকলে ঠিক করে গৃহে এসে গোরুর-গাড়িতে সম্পদসম্ভার আরোপ করে রাত্রিতেই তাঁরা চলে গেলেন। সেই রাত্রে কালিদাস বিলাসবতীর গৃহের উদ্যানে বসে থেকে তাঁরা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁদের কথা শুনে বেশ্যার পরিচারিকাকে প্রেরণ করলেন—ভদ্রে, দেখো ব্রাহ্মণের মতো কারা চলে যাচ্ছেন? সে তাঁদের নিকটে গিয়ে সকলকে দেখে কালিদাসের কাছে ফিরে এসে বলল—একটি রাজহাঁস দিয়ে সরোবরের যে শোভা হয় চারিদিকে তীরবাসী হাজার বক দিয়ে তা হয় না ॥ ১৫২ ॥

বাণ, ময়ূর প্রমুখ সকলে যে পলায়ন করছেন তাতে সন্দেহ নেই।

কালিদাস তাকে বললেন—প্রিয়ে, তাড়াতাড়ি গৃহ থেকে খড়্গ নিয়ে এসো যাতে পলায়মান বিপ্রদের রক্ষা করতে পারি।

যে আর্তকে রক্ষা করে না তাঁর কিসের পৌরুষ? যা অর্থীকে দেওয়া যায় না সে কিসের ধন? যা মঙ্গলজনক হয় না সে কিসের কাজ এবং যে জীবন সুজনহিংসক তা কিসের জীবন ॥ ১৫৩ ॥

তখন কালিদাস চারণের বেশ ধারণ করে ও খড়্গ ধারণ করে উত্তরদিকে অর্ধেক ক্রোশ

গিয়ে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন ও তাঁদের সকলকে দেখে 'জয় হোক' এই আশীর্বাদ উচ্চারণ করে চারণভাষায় তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে বিদ্যাসাগরগণ, ভোজসভাতে বৃহস্পতির মতো অধিক গৌরব অনুভব করে এখন সকলে মিলে কোথায় চলে যেতে চাইছেন? আপনাদের কুশল তো? রাজাও কুশলে আছেন? আমি কাশীদেশ থেকে ভোজকে দর্শন করার জন্যে ও ধন পাবার আশায় আসছি।' তখন সকলে পরিহাস করে চলে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন পণ্ডিত তাঁর কথা শুনে তাঁকে চারণ মনে করে কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করলেন–হে চারণ, শোনো। তুমি পরেও শুনতে পাবে। তাই আজই তোমাকে আমি বলছি; রাজা এই বিদ্বানদের একটি সমস্যা পূরণ করার জন্যে দিয়েছিলেন, এঁরা তার পূরণে অসমর্থ। ক্রুদ্ধ রাজার ভয়ে অন্যদেশে যাওয়ার ইচ্ছায় এঁরা চলে যাচ্ছেন।

চারণ বললেন–রাজা কী সমস্যা বলেছেন?

তখন সেই পণ্ডিত পড়লেন–

'চন্দ্র এঁর মুখচন্দ্রের তুলনায় অল্প পরিমাণে অনুসরণ করছে।'

চারণ বললেন–এটি ভালোভাবে গূঢ়ার্থযুক্ত, পূর্ণচন্দ্রকে দেখে রাজা এটি পড়েছেন। এর উত্তরার্ধ এই রকম হওয়া উচিত–

'অল্প ভাবে (অনুসরণ করে) এই রকম কেন বর্ণনা করা হল? কারণ প্রতিপদ তিথিতে চন্দ্রের অনুকৃতি (স্বল্পাকৃতি–ক্ষীণতা হয়[১]।' সকলে শুনে আনন্দিত হলেন। তখন চারণ সকলকে প্রণাম করে চলে গেলেন। সকলে চিন্তা করলেন–আহা, সাক্ষাৎ সরস্বতী আমাদের রক্ষা করার জন্যে পুরুষরূপে এসেছেন. ইনি কখনও মানুষ হতে পারেন না। আজও কেউ কিছু জানে নি, সুতরাং শীঘ্র গৃহে ফিরে শকট থেকে ভার নামিয়ে প্রাতঃকালে সকলের রাজপ্রাসাদে যাওয়া উচিত যাতে চারণ রাজার কাছে নিবেদন না করে, তাই তাড়াতাড়ি যাব। এই বলে শকটে বলদযুক্ত করে সেইরকম করলেন। তারপর তাঁরা রাজসভাতে গিয়ে ও রাজাকে দেখে 'স্বস্তি' বলে প্রবেশ করলেন। তখন বাণ বললেন–দেব, সর্বজ্ঞ হয়ে আপনি যা পড়লেন, তা কেবল ঈশ্বরই বোঝেন। ক্ষুদ্র উদর-পূরণে ব্যস্ত আমরা ব্রাহ্মণেরা কে? তবু বলি–চন্দ্র এঁর মুখচন্দ্রের সাদৃশ্য অল্প ভাবে অনুকরণ করছে। 'অল্প ভাবে' এই কথা কেন বর্ণনা করা হল? কারণ প্রতিপদ তিথিতে চন্দ্রের অল্পাকৃতি (ক্ষীণতা) ঘটে ॥ ১৫৪ ॥

রাজা নিজের অভিপ্রেত অর্থ বুঝতে পেরে ভাবলেন–নিশ্চয়ই কালিদাস একদিনে-যাওয়া-যায় এইরকম নিকটবর্তী স্থানে বাস করছেন। প্রযত্নে সবই সিদ্ধ হয়। এই ভেবে বাণকে পনেরোলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা দিলেন এবং যেন সন্তুষ্ট হয়েছেন এইরকম ভান করে সেই বিদ্বানদের নিজেদের নিজেদের গৃহে প্রেরণ করলেন।

॥ ভোজ ও কবিমণ্ডলীর সমস্যাপূরণ কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ কর্তৃক কালিদাসের প্রত্যানয়ন কাহিনী

বিদ্বানেরা চলে গেলে রাজা দ্বারপালকে আদেশ দিলেন, 'যদি কোনো ব্রাহ্মণ আসেন তাহলে গৃহের মধ্যে নিয়ে আসবে।' তারপর সমস্ত ধন নিয়ে বাণ গৃহে ফিরে গেলে কয়েকজন পণ্ডিত বললেন–ওহে, বাণ অন্যায় কাজ করেছে। সে আমাদের সঙ্গে নগর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েও সমস্ত ধন নিয়ে নিল। আমরা বাণের স্বরূপ ভোজকে জানিয়ে দেব যাতে আর কেউ

বিশ্বানদের প্রতি অন্যায় আচরণ না করে। তাঁরা রাজার কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাজা তাঁদের বললেন, 'সমস্যাপূরণ যথার্থভাবেই হয়েছে, আপনারা ঠিক করে বলুন এটি কীভাবে হল।' তখন তাঁরা সবকথা রাজাকে বললেন। রাজা চিন্তা করলেন—'তাহলে আমার ভয়ে কালিদাস চারণবেশে আমার নগরে বাস করছেন।' তিনি অঙ্গরক্ষকদের আদেশ দিলেন—'ঘোড়ার পিঠে আসন সাজাও।' রাজার ক্রীড়োদ্যানে প্রতিযাত্রা পটহ ধ্বনির দ্বারা ঘোষিত হল। সমস্ত সৈন্যরা ব্যাকুলভাবে চিন্তা করল—'শুনেছি রাজা এখন দেবপূজা করতে উৎসুক। কিন্তু এই সময়ে ক্রীড়োদ্যানে চলেছেন?' এই রকম চিন্তা করে সকলে সমবেত হয়ে রাজার পিছনে পিছনে গেল। রাজা বিদ্বানদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে রাত্রিতে যেখানে চারণ ব্যাপার ঘটেছিল সেই স্থানে গেলেন। রাত্রিতে যে-সব চোর ঘুরে বেড়ায় তাদের পদচিহ্ন দেখে তাদের গন্তব্যস্থান নিরূপণ করতে পারে এমন লোকদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই পথ দিয়ে কেউ একজন রাত্রিতে চলে গিয়েছে, আজও তার পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে, এগুলো দেখো তোমরা।' তিনি প্রতি পণ্ডিতকে লক্ষ মুদ্রা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ও নিজে স্বগৃহে ফিরে এলেন। সেই পদজ্ঞলোকেরা রাজার আদেশে সর্বত্র বিচরণ করে তাকে দেখতে না পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। সূর্য যখন অস্ত যায় তখন কোনো-এক দাসীকে একটি ছেঁড়া পাদুকা নিয়ে মুচির বাড়ি যেতে দেখে তারা মনে মনে আনন্দিত হল। দাসী মুচির হাতে পাদুকাটি দিল দেখে তারা মুচির হাত থেকে কোনো ছলে নিয়ে ধুলোভরা পথে সেটি রাখল। আগের দেখা পদচিহ্নটি এই ব্যক্তিরই এটি তারা বুঝতে পারল। ক্রমে দাসীকে বেশ্যার গৃহে প্রবেশ করতে দেখে সেই গৃহটি চারদিকে ঘিরে ফেলল। এবং ক্ষণকালের মধ্যে পদচিহ্নবৃত্তান্ত ভোজের কর্ণগোচর হল। তখন রাজা সমস্ত পুরবাসী ও সমস্ত অমাত্যদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে বিলাসবতীর গৃহে এলেন। কালিদাস একথা শুনে বিলাসবতীকে বললেন, 'প্রিয়ে, দেখো আমার জন্যে তোমার কী কষ্ট।' বিলাসবতী বললেন—সুকবি, এ সংসারে বিপদ উপস্থিত হলেই মানুষের সমস্ত ভাবের (পরাক্রম, সাহস ইত্যাদির) পরিমাপ হয় (অর্থাৎ তার গুরুত্ব, লঘুত্ব ইত্যাদি পরীক্ষিত হয়)। বাতাস যদি প্রবাহিত না হয় তাহলে পর্বত ও তুলারাশির মধ্যে ভেদ প্রকাশ পায় না ॥ ১৫৫ ॥

বিপদরূপ নিকষপাষাণে বন্ধু, স্বজন, আত্মীয় ও নিজের বুদ্ধি ও ধৈর্যের উৎকর্ষ জানা যায় ॥ ১৫৬ ॥

জীবের দুঃখ যেমন অযাচিতভাবে আসে তেমনি সুখও অযাচিতভাবে আসে। তবে এইবিষয়ে জীবের ভাগ্যেরই প্রাধান্য (অর্থাৎ ভাগ্যের নির্দেশে সুখ বা দুঃখ আসে।) ॥ ১৫৭ ॥

সুকবি, রাজা যদি কথা বলেও আপনাকে অপমানিত করেন তাহলে আমি সশরীরে দাসীবৃন্দের সঙ্গে অগ্নিতে প্রবেশ করব। তখন কালিদাস বললেন—প্রিয়ে এরকম মনে কোরো না। আমাকে দেখে রাজার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে এবং তিনি আমার পায়ে পড়বেন। তখন ভোজ বেশ্যাগৃহে প্রবেশ করে কালিদাসকে দেখে সসম্ভ্রমে তাঁকে আলিঙ্গন করে তাঁর পায়ে পড়লেন এবং বললেন—

হে কবি, আমি যাই বা দাঁড়িয়ে থাকি, জেগে থাকি বা ঘুমিয়ে থাকি, আমার মন যেন কখনও তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় ॥ ১৫৮ ॥

কালিদাস প্রবন্ধ শুনে লজ্জায় মুখ নিচু করে রইলেন। রাজা কালিদাসের মুখ

তুলে বললেন—

হে কালিদাস, সকল কলাবিদ্যার আশ্রয়, তোমাকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় ভৃত্যের মতো পরিচালিত হয়ে প্রকাশ্যরাজপথে সর্বজনসমক্ষে পায়ে হেঁটে আমি বেশ্যাগৃহে এসেছি; অপর লোকের কথা কী বলব। পিঞ্জরে পাখির মতো কালিদাসকে যে নিজের গুণে বেঁধে রেখেছে সেই বিলাসিনী অর্থাৎ বেশ্যাকে আমি ধন্য মনে করি ॥ ১৫৯-১৬০ ॥

রাজা নিজের হাতে কালিদাসের চোখের আনন্দাশ্রু মুছে দিলেন। তাঁকে ফিরে পেয়ে রাজা প্রসন্ন হয়ে ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে লক্ষ মুদ্রা দিলেন এবং নিজের ঘোড়ার উপরে কালিদাসকে বসিয়ে সপরিবারে নিজের গৃহে ফিরে এলেন। কিছুকাল অতিবাহিত হলে কোনো একদিন সন্ধ্যা হতে দেখে রাজা বললেন সূর্য সমুদ্রে পতিত হচ্ছে।

বাণ বললেন পদ্মের অভ্যন্তরে মধুভ্রমর (পতিত হচ্ছে)।

তারপর মহেশ্বর কবি বললেন উপবনের কোটরে বিহঙ্গ (পতিত হচ্ছে)।

কালিদাস বললেন যুবতিদের মধ্যে ধীরে ধীরে অনঙ্গ (মদন-কাম) আবির্ভূত হচ্ছে ॥ ১৬১ ॥

রাজা সন্তুষ্ট হয়ে সকলকে এক এক লক্ষ করে মুদ্রা দিলেন, চতুর্থ চরণের জন্যে দুই লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ কর্তৃক কালিদাসের প্রত্যানয়নকাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও চর্ম-কমণ্ডলুধারী বিপ্রের কাহিনী

কোনো এক সময়ে রাজা বহিরুদ্যানের ভেতরকার রাস্তায় দেখলেন একজন ব্রাহ্মণ আসছেন। তাঁর হাতে চর্মময় কমণ্ডলু দেখে বুঝলেন যে তিনি অতিদরিদ্র। তাঁর মুখটি সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। তাঁকে দেখে ঘোড়ায় চড়ে কাছে গিয়ে বললেন—ব্রাহ্মণ, হাতে কেন চর্মপাত্র নিয়ে আছ? ব্রাহ্মণ মুখের সৌন্দর্য ও মৃদুভাষণের জন্যে তাকে ভোজ বলে মনে জেনে বললেন—দেব, দানশীলদের শিরোমণি ভোজ পৃথিবী শাসন করছেন বলে লৌহ ও তাম্রের অভাব ঘটেছে, সেই জন্যে চর্মময় পাত্র নিয়েছি।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—ভোজ শাসন করছেন বলে লৌহ ও তাম্রের অভাব কেন ঘটল?

তখন সেই ব্রাহ্মণ বললেন—এই শ্রীভোজরাজের দুইটি বস্তু অত্যন্ত দুর্লভ-শত্রুদের বন্ধনের প্রয়োজনে অনেক শৃঙ্খল নির্মাণ করার জন্যে লৌহ এবং বহু ভূমিদানের প্রমাণপত্র নির্মাণ করার জন্যে তাম্র ॥ ১৬২ ॥

রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে প্রতি অক্ষরের জন্যে লক্ষ্য মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও চর্মময় কমণ্ডলুধারী বিপ্রের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও সকুটুম্ব পণ্ডিত বিপ্রের কাহিনী

কোনো এক সময়ে দ্বারপাল রাজাকে বলল, ধারাপতি, দূরদেশ থেকে কোনো এক পণ্ডিত দ্বারে এসেছেন। তার সঙ্গে তাঁর পত্নী ও সস্ত্রীক পুত্র রয়েছেন। এই অতি পবিত্র 'পণ্ডিতপরিবার দ্বারে উপস্থিত।

রাজা বললেন—আহা, গরীয়সী এই সরস্বতীর অনুগ্রহপদ্ধতি।

এই অবসরে হস্তিরক্ষক এসে রাজাকে প্রণাম করে বললেন—ভোজরাজ, সিংহল-

দেশের অধিপতি একশ পঁচিশটি উত্তম হাতি ও ষোলটি মহামণি প্রেরণ করেছেন।

তখন বাণ বললেন—

কবিদের মতো হাতিও নিজ গৃহে (হাতির পক্ষে নিজের বাসস্থানভূত অরণ্যে) অথবা রাজার গৃহে থাকে। নৃপভোজ কর্তৃক অলংকৃতদেহ হাতি কি মশার মতো প্রতি গৃহে বিরাজ করবে ? ॥ ১৬৩ ॥

তখন রাজা হাতিদের দেখার জন্যে বাইরে এলেন। সেই পণ্ডিতপরিবারকে দেখে চোলপণ্ডিত 'আমি রাজার প্রিয়' এই মনে করে গর্ব বোধ করলেন। মনে মনে বললেন, 'আমি যখন রাজভবনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি তখন এই পণ্ডিতপরিবার দ্বারপাল রাজাকে জানালেও বাইরে দাঁড়িয়ে থাক।' রাজা তাঁর মনের গর্ব বুঝতে পেরে সেই চোল-পণ্ডিতকে প্রাসাদের অঙ্গন থেকে বিতাড়িত করলেন। সেই সময়ে কাশীদেশবাসী কোনো একজন তণ্ডুলদেব নামক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে 'স্বস্তি' এই কথা বলে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—সুমতি, আপনি কোথায় বাস করেন।

তিনি বললেন—যেখানে তুচ্ছ সংসারবৃক্ষের ছেদিকা বেদাদিশাস্ত্রচর্চা বিরাজ করে, হে শ্রীমান মালবভূপাল (মা অর্থাৎ লক্ষ্মী সংসার শোভা তার সব ছেদক, অর্থাৎ সংসার অনিত্য এই বোধবিশিষ্ট ভূপাল) আমি সেই দেশে বাস করি ॥ ১৬৪ ॥

রাজা তুষ্ট হয়ে সাতটি হাতি দিলেন। তখন কোনো এক পণ্ডিত এসে বললেন—হে ভোজ, তপস্যার দ্বারা সম্পদ লাভ করা যায়। কিন্তু যে-তপস্যা দিয়ে কল্পবৃক্ষরূপ আপনি দৃষ্টিগোচর হন তা আমাদের নেই ॥ ১৬৫ ॥

রাজা তাঁকে দশটি উত্তম হাতি দিলেন।

তখন এক ব্রাহ্মণপুত্র 'ভূং' 'ভা' এই শব্দ (ক্রন্দনধ্বনি) করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন। সকলে তাতে ভীত হয়ে পড়ল। রাজা তাঁকে স্বসমক্ষে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এই ভূং-ভা শব্দ করেন।' তিনি বললেন—হে মত্তহস্তিদানকারী রাজন্, আপনার দানরূপ সমুদ্রে দারিদ্র্য নিমজ্জিত হয়েছে। তার উদ্ধারের জন্যে কেউ হাত প্রসারিত করছে না। (তাই এই ক্রন্দনধ্বনি) ॥ ১৬৬ ॥

রাজা তুষ্ট হয়ে তাকে ত্রিশটি উত্তম হাতি দিলেন।

এই সময়ে পত্নীর সঙ্গে বিলোচন নামে এক পণ্ডিত প্রবেশ করলেন ও 'স্বস্তি' শব্দ উচ্চারণ করে রাজাকে বললেন—

ভোজকে নিজের হাতিদের দান করতে দেখে পার্বতী গজেন্দ্রবদন নিজের পুত্রকে বার বার রক্ষা করছেন ॥ ১৬৭ ॥

রাজা তুষ্ট হয়ে তাকে সাতটি হাতি দিলেন।

তখন রাজা পণ্ডিতপরিবারকে সম্মুখে দেখে ব্রাহ্মণকে বললেন, 'মহান ব্যক্তিদের কার্যের সাফল্য তাদের উদ্যমে[২০] থাকে উপকরণে থাকে না।'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—

যাঁর জন্মস্থান তুচ্ছ ঘট, মৃগ যাঁর পরিজন, ভূর্জবল্কল যাঁর বসন, অরণ্যে যাঁর নিবাস, কন্দ-মূলাদি যাঁর খাদ্য, এই রকম গুণবিশিষ্ট অগস্ত্য করকমলগহ্বরে গণ্ডূষ গ্রহণের জন্যে সমুদ্রকে ধারণ করেছিলেন, সুতরাং মহান ব্যক্তিদের কার্যের সাফল্য তাঁদের উদ্যমে থাকে, উপকরণে নয় ॥ ১৬৮ ॥

রাজা বহুমূল্যবান হলেও ষোলটি মণি তাঁকে দিলেন।

তখন রাজা তার পত্নীকে বললেন—মা, আপনিও পড়ুন।

দেবী বললেন—রথের একটি চাকা, সাতটি ঘোড়া সর্পের দ্বারা রথে যোজিত, পথ আলম্বনরহিত অর্থাৎ শূন্য, সারথির চরণ বিকল, তবুও সূর্য প্রতিদিন অপার আকাশের অন্তে যায় ; সুতরাং মহানব্যক্তির সিদ্ধি উদ্যমেই থাকে উপকরণে নয় ॥ ১৬৯ ॥

রাজা তুষ্ট হয়ে তাঁকে সতেরোটি হাতি ও সাতটি রথ দিলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রকে বললেন—হে ব্রাহ্মণপুত্র, তুমিও পড়ো। ব্রাহ্মণ পুত্র বললেন—লংকাকে জয় করতে হবে, চরণের দ্বারা সমুদ্র অতিক্রম করতে হবে ; শত্রু পৌলস্ত্য রাবণ, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সহায় বানররা, তবু একাকী পদচারী এক মরণধর্মা মানুষ সমস্ত রাক্ষসকুলকে বধ করলেন। অতএব মহান ব্যক্তিদের কার্যসিদ্ধি তাঁদের উদ্যমেই থাকে, উপকরণে নয় ॥ ১৭০ ॥

রাজা তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণপুত্রকে আঠারোটি উত্তম হাতি দিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের পুত্র-বধূকে দেখলেন। তার সকল অঙ্গ সুকোমল ও রমণীয়, যেন শৃঙ্গাররস দিয়ে গঠিত মূর্তি চম্পকলতার মতো তার তনুদেহ লাবণ্যমণ্ডিত। তাকে দেখে রাজার মনে হল, 'এ নিশ্চয়ই সরস্বতীর লীলাবিগ্রহ'। এই ভেবে তাকে মনে মনে প্রণাম করে বললেন—মা, তুমিও আশীর্বাদ করো।

ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ বললেন মহারাজ শুনুন।

পুষ্পনির্মিত ধনু, মধুকরনির্মিত জ্যা, চঞ্চলনয়নাদের নয়নের কোণ বাণ, জড়স্বরূপ শীতাংশু সুহৃৎ, তবু নিজে অনঙ্গ (অঙ্গহীন) একাকী সমস্ত পৃথিবীকে ব্যাকুল করে। সুতরাং মহান ব্যক্তিদের ক্রিয়াসিদ্ধি উদ্যমে থাকে, উপকরণে নয় ॥ ১৭১ ॥

রাজা আনন্দিত হয়ে লীলাদেবীর সমস্ত অলংকার এবং বহুমূল্য সুবর্ণ, মুক্তা, বৈদূর্য ও প্রবাল তাকে দিলেন।

॥ ভোজ ও সকটুম্ব পণ্ডিত ব্রাহ্মণের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কবিসীমন্ত কাহিনী

কোনো একদিন সীমন্ত নামক কবি বলেছিলেন—

হে পথ, দীর্ঘতা সংহার করো ; হে সূর্য, নিজের কঠোর তেজ ত্যাগ করো ; হে শ্রীমন্ বিন্ধ্যপর্বত, প্রসন্ন হও ও দয়া করে আমায় নিকটবর্তী হও। এই ভাবে হে শ্রীমন্ ভোজরাজ দূরে পলায়নের শ্রমে ব্যাকুল নিজের প্রেয়সীকে দেখে তোমার শত্রুরা প্রতিদিন বিলাপ করছে ও মূর্ছা যাচ্ছে ॥ ১৭২ ॥

সেই ক্ষণে কোনো একজন সুবর্ণকার প্রান্তে পদ্মরাগমণি দিয়ে খচিত সুবর্ণপাত্র এনে রাজার সামনে রেখে দিল। রাজা কবি সীমন্তকে বললেন—হে সুকবি, এই সুবর্ণ-পাত্রটি অনির্বচনীয় শোভা প্রকাশ করছে।

কবিও উত্তর দিলেন—হে দেব ধারাধিপতি, আপনার প্রতাপে অভিভূত হয়ে সূর্যদেব সুবর্ণপাত্রের রূপ ধরে আপনাকে সেবা করছে ॥ ১৭৩ ॥

রাজা সন্তুষ্ট হয়ে ঐ পাত্রটি মুক্তা দিয়ে ভরে তাঁকে দিলেন।

॥ ভোজ ও কবিসীমন্তের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও ব্রাহ্মণের কাহিনী

কোনো এক সময়ে রাজা ভোজ সামনে পলায়নপর বরাহকে দেখে মৃগয়ার আনন্দে স্বয়ং

একাকী দূরে বনান্তে গিয়েছিলেন। সেখানে কোনো এক ব্রাহ্মণকে দেখে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, কোথায় যাচ্ছেন? ব্রাহ্মণ বললেন—ধারানগরে। ভোজ জিজ্ঞাসা করলেন—কী জন্যে? ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—ধন পাবার আশায় ভোজকে দেখতে; তিনি পণ্ডিতদের ধন দান করেন। আমিও মূর্খের নিকট প্রার্থনা করি না। ভোজ জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ, তাহলে আপনি কি বিদ্বান অথবা কবি? ব্রাহ্মণ বললেন—মহাশয়, আমি কবি। ভোজ তাঁকে বললেন—তাহলে আপনি কিছু পাঠ করুন তো? ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—ভোজব্যতীত অন্য কেউ আমার রচনাপরিপাটি বুঝতে পারবেন না। রাজা বললেন—আমারও দেবভাষায় (সংস্কৃত ভাষা) বিশেষ জ্ঞান আছে, রাজাও আমাকে স্নেহ করেন। আমি আপনার গুণের কথা তাঁকে শোনাব; সুতরাং আপনি কিছু বলা-কৌশল দেখান।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কী বর্ণনা করব?

ভোজ বললেন—এই ধানগাছগুলি বর্ণনা করুন।

তখন ব্রাহ্মণ বললেন—ধানগাছগুলি পাকা ফলভারে নত; তাঁদের মূলদেশে সুগন্ধি ফুল রয়েছে। বাতাসে ধানগাছগুলির মাথা আন্দোলিত হচ্ছে, যেন কহ্লারের সৌগন্ধের প্রশংসা করছে॥ ১৭৪॥

রাজা সমস্ত অলংকার স্বীয় অঙ্গ থেকে উন্মোচিত করে তাঁকে দিলেন।

॥ ভোজ ও ব্রাহ্মণের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কুম্ভকারের কাহিনী

কোনো এক সময়ে এক কুম্ভকারের স্ত্রী রাজার প্রাসাদে এসে দ্বারপালকে বলল—দ্বারপালকে বলল—দ্বারপাল, রাজাকে দেখব। সে জিজ্ঞাসা করল—রাজার কাছে কী প্রয়োজন? সেই কুম্ভকারের স্ত্রী উত্তর দিল—তোমাকে বলব না, রাজার সামনেই বলব। দ্বারপাল রাজসভাতে এসে বলল—মহারাজ কোনো এক কুম্ভকারের প্রিয়া রাজার দর্শন-প্রার্থিনী। আমার সামনে তার প্রয়োজন বলবে না, আপনার সামনে বলবে। রাজা তাকে প্রবেশ করাতে আদেশ দিলেন। সেই কুম্ভকারের স্ত্রী এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল—মহারাজ, আমার স্বামী মাটি খোঁড়ার সময়ে ভূগর্ভস্থ ধন দেখতে পেয়েছে। সে সেইখানেই বসে আছে। এ কথা আপনাকে জানাতে এসেছি॥ ১৭৫॥

রাজা আনন্দিত হয়ে সেই ধনের কলসটি আনালেন। তার মুখ খুলে তার ভিতরের অলংকার ও মণিমাণিক্যের দ্যুতি দেখে কুম্ভকারকে জিজ্ঞাসা করলেন—কুম্ভকার এ কী?

কুম্ভকার বলল—মনে হয় তারাপতি শশধররূপ আপনাকে ভূতলে অবতীর্ণ হতে দেখে নক্ষত্রসমূহ রত্নরাজির ছলে এসে উপস্থিত হয়েছে॥ ১৭৬॥

রাজা কুম্ভকারের মুখে অপূর্ব শ্লোক শুনে আনন্দিত হলেন ও তাকে সব দিয়ে দিলেন।

॥ ভোজ ও কুম্ভকারের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও বৈশ্যের কাহিনী

কোনো এক সময়ে রাজাভোজ রাত্রিতে একাকী চারিদিকে নাগরিকদের কার্যকলাপ দেখতে দেখতে ও পুরবাসীদের বিস্রম্ভালাপ শুনতে শুনতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এই সময়ে একটি বৈশ্যের গৃহে বৈশ্য তার প্রিয়াকে বলছিলেন—প্রিয়ে, রাজাভোজ অল্পদান

করেও উজ্জয়িনী নগরাধিপতি বিক্রমার্কের দানের খ্যাতি লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু ঐ খ্যাতি কি ভোজ পেতে পারেন ? অযথা স্তুতিপরায়ণ ময়ূর প্রভৃতি কবির জন্যে রাজার মহিমা, কিন্তু ভোজ ভোজই। প্রিয়ে শোনো--জটকেশরের দ্বারা সমাচ্ছন্ন কৃত্রিম সিংহের স্কন্ধদেশ যদি কুকুরের উপর আরোপ করা হয় তাহলে সেই কুকুরটি কি মত্তহস্তীর বিশাল কপোলদেশ দীর্ণ করতে পটু যে মৃগাধিপতি সিংহ তার মতো গর্জন করতে পারে ॥ ১৭৭ ॥

রাজা শুনে ভাবলেন এই ব্যক্তি সত্য কথাই বলেছে।

তারপর বৈশ্যকে আরও বলতে শুনলেন--

হে বিক্রমার্কদেব, বিপন্ন ব্যক্তিই (শত্রু বা মিত্র যেই হোক) আপনার দানের পাত্র ; 'আমাকে ভিক্ষা দিন' এই কথা পণ্ডিতেরা বলেন না (অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তিরা রাজার কাছে প্রার্থনা করেন না) ; যা যুক্তিযুক্ত তাই আপনার কাছে দানের যোগ্য। সুতরাং আপনার দান কে বর্ণনা করতে পারে ? ॥ ১৭৮ ॥

হে শ্রীমন্ বিক্রমার্ক ! আপনি একশো আটটি গ্রাম প্রার্থী ব্রাহ্মণপুত্রকে দিয়েছেন। আপনার এই মহিমা ভোজের কোথায় ? হে বিক্রমার্ক যদি ভোজ আপনার খ্যাতি লাভ করে তাহলে কুম্ভকারও প্রজাপতি ব্রহ্মার মহিমা পেতে পারে ॥ ১৭৯--১৮০ ॥

রাজা ভাবলেন--সব লোকই নিজের গৃহে নিঃশঙ্কভাবে সত্য কথা বলে। আমি বা অন্য কেউ কোনোভাবে বিক্রমার্কের খ্যাতি লাভ করতে পারব না।

॥ ভোজ ও বৈশ্যের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কবিবরের কাহিনী

কোনো এক সময়ে এক কবি রাজদ্বারে এসে বললেন--'রাজাকে দেখব'। তারপর প্রবেশ করে রাজাকে 'স্বস্তি' বলে তাঁর আজ্ঞায় উপবেশন করে শ্লোকপাঠ করলেন--

কবিদের মধ্যে, বক্তাদের মধ্যে, ভোগীদের মধ্যে, প্রাণীদের মধ্যে, বলবানদের মধ্যে, সুজনপালদের মধ্যে, ধনী, ধানুষ্ক ও ধার্মিকদের মধ্যে এই পৃথিবীতে ভোজের মতো রাজা নেই ॥ ১৮১ ॥

রাজা তাকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন ; সকল অলংকার দেহ থেকে উন্মোচন করে দিলেন ও একটি ঘোড়াও দিলেন।

॥ ভোজ ও কবিবরের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও ব্যাধবধূর কাহিনী

কোনো এক সময়ে রাজা ভোজ ক্রীড়োদ্যানে গিয়েছিলেন। পথের মধ্যে মলিনবস্ত্র পরিহিত এক নারীকে দেখতে পেলেন। তার পদ্মের মতো মুখটি প্রখরকিরণ সূর্যের কিরণে বিবর্ণ হয়ে গেছে ; তার চোখ দুটি সুন্দর। রাজা দুই চোখ দিয়ে তাকে দেখে জিগ্যেস করলেন--বৎসে, কে তুমি ?

সে মুখের সৌন্দর্য দেখে তাঁকে ভোজরাজ বলে চিনতে পেরে আনন্দিত হয়ে বলল--নরপতি, আমি ব্যাধবধূ।

আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে রাজা নিপুণভাবে শ্লোকের দ্বারা জিগ্যেস করলেন--তোমার হাতে এটা কী ?

সে বলল—মাংস।

রাজা জিগ্যেস করলেন—জন্তুটি ক্ষীণ কেন ?

সে উত্তর দিল—হে রাজন্, যদি সাদরে শোনেন তাহলে আমি অকপটভাবে বলব।

সিন্ধাঙ্গনারা আপনার শত্রুর স্ত্রীদের অশ্রুরূপ নদীর তটে গান করেন। তাঁদের গানে মুগ্ধ হয়ে হরিণেরা তৃণ ভোজন করে না, তাই মাংস দুর্লভ।

রাজা তাকে প্রতি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দিলেন ॥ ১৮২ ॥

॥ ভোজ ও ব্যাধবধূর কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও মার্গস্থপণ্ডিতের কাহিনী

তারপর রাজা গৃহে এসে জানলায় বসলেন। সেইখানে ভোজকে বসে থাকতে দেখে রাজপথে দাঁড়িয়ে একজন বলল—মহারাজ, সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি, শুনুন—

স্থানে স্থানে জলপ্রবাহের বেগে আল ভেঙে গেছে। পৃথিবী দুর্লঙ্ঘ্য এবং পর্বত পুঞ্জীভূত হিমরাশি দিয়ে আচ্ছন্ন। হাতি ও ঘোড়াদের আর আরতি করা হয় না (যুদ্ধের প্রাক্কালে যেমন করা হয়) ; জানি না তোমার শত্রুরা কোন্ পথ দিয়ে যাবে ? ১৮৩ ॥

তুষ্ট হয়ে রাজা ভোজ পথে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে উৎকৃষ্ট হাতি দিলেন।

॥ ভোজ ও মার্গস্থপণ্ডিতের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও দারুশীর্ষ-ব্রাহ্মণের কাহিনী

এক সময়ে রাজা মৃগয়ার আনন্দে অভিভূত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করলেন।

তারপর তিনি একজনকে নদী পার হতে দেখলেন যার মাথায় কাঠের বোঝা ছিল। তাঁর পোষাক দেখে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে চিনতে পেরে তিনি তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করলেন—ব্রাহ্মণ, জল কী পরিমাণ ? ১৮৪ ॥

তিনি বললেন—হাঁটু অবধি।

রাজা আনন্দিত হয়ে পুনরায় বললেন—আপনার এই অবস্থা কেন ?

তিনি বললেন—সকলে তো আপনার মতো (ধনী) নয় ॥ ১৮৫ ॥

রাজা কুতূহলভরে বললেন—পণ্ডিত ! কোষাধ্যক্ষের কাছে প্রার্থনা করুন তিনি আপনাকে আমার কথায় লক্ষ মুদ্রা দেবেন। তখন সেই পণ্ডিত ভূমিতে কাঠ রেখে কোষাধিকারীর কাছে গিয়ে বললেন 'মহারাজ আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাকে লক্ষ মুদ্রা দেওয়া হোক।'

তখন কোষাধ্যক্ষ হেসে বললেন—ব্রাহ্মণ, আপনার মূর্তি লক্ষ মুদ্রা পাবার যোগ্য নয়। সেই ব্রাহ্মণ এতে বিষণ্ণ হয়ে রাজার কাছে এসে বললেন—মহারাজ, তিনি হাসলেন ! দিলেন না। রাজা কুতূহলভরে তাকে বললেন আপনি দুইলক্ষ মুদ্রা চান, কোষাধ্যক্ষ দেবেন। কোষাধ্যক্ষ পুনরায় তাকে দেখে হাসলেন। ব্রাহ্মণ আবার ভোজের কাছে এসে বললেন—'সেই পাপিষ্ঠ আমাকে দেখে হাসলেন, কিছুই দিলেন না।' তখন কৌতূহলী ও লীলাময় পৃথিবীর শাসনকর্তা শ্রীভোজরাজ বললেন—ব্রাহ্মণ, তিনলক্ষ প্রার্থনা করুন, অবশ্যই আপনাকে দেবেন। তিনি ফের ফিরে এসে বললেন—রাজা আমাকে তিনলক্ষ মুদ্রা দান করতে বলেছেন। কোষাধ্যক্ষ আবার হাসলেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ ভোজের কাছে এসে বললেন—দেব, তিনি দিলেন না।

রাজন্, সুবর্ণধারায় আপনি সর্বত্র সিঞ্চন করছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যরূপ ছাতায় ঢাকা থাকার জন্যে সুবর্ণধারার বিন্দুও আমার কাছে পৌঁছয় না ॥ ১৮৬ ॥

পর্জন্যদেবতার মতো আপনি (সুবর্ণ) বর্ষণ করলে সমস্ত বৃক্ষ পল্লবে শোভিত হচ্ছে (অর্থাৎ দরিদ্ররা দারিদ্র্য দূর হওয়ায় সুন্দর হয়ে উঠছে) । অর্কবৃক্ষরূপ আমাদের আগের পাতাতেই সংশয় (অর্থাৎ অপর অর্থীরা আপনার প্রদত্ত ধনে সুখী কিন্তু হতভাগ্য আমরা আপনার প্রসাদলাভে যোগ্য কি না এ-বিষয়ে সংশয় রয়েছে) ॥ ১৮৭ ॥

এই ব্যক্তির (আমার) একটির পর একটি উদ্যম কোষাধ্যক্ষ নিরাশ করেছেন ; নীচ এই ব্যক্তির লজ্জা নেই । উষ্ণরশ্মিসূর্য প্রতিদিন অন্ধকারকে সরিয়ে দেয় আবার অন্ধকার নিত্য ফিরে আসে । (অর্থাৎ আমাকে কোষাধ্যক্ষ পর পর প্রত্যাখ্যাত করেছেন ও আমিও পর পর ধনাশায় গিয়েছি) ॥ ১৮৮ ॥

রাজা তাঁকে বললেন–হে ব্রাহ্মণ, ক্রোধ করবেন না । আমার কথানুসারে কোষাধ্যক্ষের নিকট যান ও তিনলক্ষ মুদ্রা ও দশটি উত্তম হাতি আপনি নিয়ে আসুন ॥ ১৮৯ ॥

ভোজ নিজের অঙ্গরক্ষককে প্রেরণ করলেন । তখন কোষাধ্যক্ষ ধর্মবিধায়ক দান-পত্রে লিখলেন–'হাঁটু পরিমাণ' এই বাক্যটুকু শুনে তুষ্ট হয়ে ভোজ ব্রাহ্মণকে তিনলক্ষ মুদ্রা ও দশটি মত্ত হাতি দান করলেন ॥ ১৯০ ॥

॥ ভোজ ও দারুশীর্ষ ব্রাহ্মণের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও শুকদেবকবির কাহিনী

রাজাভোজ যখন সিংহাসন অলংকৃত করে বসেছিলেন সেই সময়ে দ্বারপাল এসে বলল–মহারাজ, দারিদ্র্যপীড়িত শুকদেব নামে এক কবি দ্বারে উপস্থিত । রাজা বাণকে বললেন–হে পণ্ডিতবর, সুকবি, আপনি কি প্রকৃত ব্যাপারটি জানেন ?

তখন বাণ বললেন–কালিদাসই শুকদেব নামক কবির পরিচয় জানেন, অন্য কেউ নয় । রাজা বললেন–সুকবি সখে কালিদাস ! আপনি কি শুকদেবকবিকে জানেন ? কালিদাস উত্তর দিলেন–

সমগ্র পৃথিবীতে দুইজন সুকবি জানি–ভবভূতি ও এই শুক । বাল্মীকি এঁদের অতিরিক্ত তৃতীয় কবি ॥ ১৯১ ॥

তখন পণ্ডিতবৃন্দদ্বারা পূজিতা সীতা বললেন–কাক যেখানে-সেখানে শ্রুতিকঠোর অব্যক্ত শব্দ করে । রাজার হাতে সযত্নে পালিত শুক মধুর ভাবে কথা বলে ॥ ১৯২ ॥

ময়ূরও বললেন–

রাজসভাতে জিগ্যেস না করাতেও যে ব্যক্তি কিছু বলে সে কেবল অসম্মানপ্রাপ্ত হয় না, তিরস্কারও পায় মহারাজ, তবু এই রকম লোকে বলে–॥ ১৯৩ ॥

(শুককবি ব্যতীত) সভা কী ? কবির জ্ঞানই বা কী ? আর রসিক কবিরাই বা কে ? হে ভোজ, আপনি কী দান করবেন যাতে কবি শুক তুষ্ট হবেন ? ॥ ১৯৪ ॥

আপনার প্রাসাদের দ্বারে আগত শুকদেবকে সভায় আনা উচিত । তখন রাজা চিন্তা করলেন–

শুকদেবের সামর্থ্য (গুণগরিমা) শুনে আমার মন যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের পাত্র হয়েছে । মহাকবিকে দেখা যাবে এই জন্যে হর্ষ, আর সৎকবিদের মুকুটমণিতুল্য এঁকে কী দেওয়া যায় এই চিন্তায় বিষাদ । যাই হোক্, দ্বারপাল, প্রবেশ করাও । তারপর শুকদেবকে

আসতে দেখে রাজা সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত পণ্ডিত সেই শুকদেবকে প্রণাম করে সবিনয়ে নিজেদের আসনে বসলেন। তখন শুকদেব বললেন—ধারাপতি দেব, শ্রীবিক্রমদেবের দানলক্ষ্মী আপনার সেবা করছে। দেব মালবরাজই কেবল ধন্য অন্য রাজারা নয়। তাঁর কাছে কালিদাস প্রমুখ মহাকবিরা রজ্জুবন্ধ পাখির মতো সব সময়ে রয়েছেন। তারপর তিনি একটি শ্লোক পড়লেন—

ভোজের প্রতাপের ভয়ে সূর্যও বন্ধু হয়েছে।

(অপর অর্থ মিত্রনামধারী হয়েছে)। উর্বমুনিসম্ভূত অগ্নিবিশেষ তার ঘোড়ায় পরিণত হয়েছে (অপর অর্থ বাড়বানলে পরিণত হয়েছে)। বিদ্যুৎ ক্ষণস্থায়ী হয়েছে ॥ ১৯৫ ॥

রাজা বললেন—সুকবি থামুন। আর অন্য শ্লোক পাঠ করবেন না। ভোজ সন্তুষ্ট হয়ে শুককে দিব্যমণিমাণিক্যভূষিত সুবর্ণকলস এবং চারশো হাতি দিলেন ॥ ১৯৬ ॥

এই কথাকটি পবিত্র দানপত্রে লিখে সব দিয়ে কোষাধ্যক্ষ শুককে বিদায় দিলেন।

শুক স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন শুনে রাজা সন্তুষ্ট হলেন এবং সেই সভাও সন্তুষ্ট হল।

॥ ভোজ ও শুকদেবের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও বাসুদেবের কাহিনী

অন্য এক সময়ে বর্ষাকালে বাসুদেব নামে কোনো এক কবি এসে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাজা তাঁকে বললেন, হে সুকবি, মেঘের বর্ণনা করুন। তখন কবি বললেন—

হে জলদ, ধুরন্ধরশ্রেষ্ঠ তুমি, জলভারে এই উর্বরা পৃথিবীকে সিঞ্চিত করছ। তুমি এই জগতের ভার গ্রহণ করেছ, মনে হয় তাই তোমার জন্যেই এই জগৎ বেঁচে আছে, অভীষ্টার্থপ্রদ চিন্তামণি নামক মণিবিশেষের জন্যেও নয়, কল্পতরুর জন্যেও নয়, কামধেনুর জন্যেও নয়, এমনকি পরোপকারে নিরত দৃষ্টির গোচর বা অগোচর শ্রেষ্ঠ বা অপ্রধান দেবতাদের জন্যেও নয় ॥ ১৯৭ ॥

রাজা তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও বাসুদেবের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও মুখ্যামাত্যের কাহিনী

কোনো এক সময়ে প্রধান অমাত্য ভোজকে নিরন্তর দান করতে দেখে এবং তাঁকে কিছু বলতে অক্ষম হয়ে রাজার শয়নকক্ষের দেওয়ালে স্পষ্টভাবে এই অক্ষরগুলি লিখলেন—

বিপদের দিনের জন্যে ধন সঞ্চয় করা উচিত।

রাজা শয্যা থেকে উঠে দেওয়ালে ঐ অক্ষরগুলি দেখে স্বয়ং দ্বিতীয় চরণ লিখলেন—

যাঁরা লক্ষ্মীবান তাঁদের বিপদ কোথায়?

পরের দিন অমাত্য দ্বিতীয় পাদ লিখিত দেখে স্বয়ং তৃতীয় পাদ লিখলেন—

যদি সেই লক্ষ্মী চলে যান?

পরের দিন রাজা চতুর্থ পাদ লিখলেন—

সঞ্চিত ধনও তাহলে বিনষ্ট হবে ॥ ১৯৮ ॥

তখন মুখ্য অমাত্য রাজার পায়ে পড়ে বললেন—মহারাজ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

॥ ভোজ ও মুখ্যামাত্যের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ, চোর ও ব্রাহ্মণের কাহিনী

অন্য এক সময়ে এক ব্রাহ্মণ চোর রাজা প্রাসাদের উপরের তলায় নিদ্রিত আছেন মনে করে আগে থেকেই সিঁদ কাটা ছিল যে কোষাগারে সেখানে প্রবেশ করে অনেক প্রকার বৈদূর্য প্রভৃতি রত্ন চুরি করল। তার মনে হল এগুলি পরলোকের ঋণ। ফলে তার মনে বৈরাগ্যের উদয় হল। সে চিন্তা করল—

জীব পূর্বজন্মে-সঞ্চিত পাপের ফল এই জন্মে ভোগ করে বলে কেউ বিকলাঙ্গ, কেউ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, কেউ পশু, কেউ নির্ধন ॥ ১৯৯ ॥

রাজার নিদ্রাভঙ্গ হলে রমণীয় শয্যায় উপবিষ্ট হয়ে মণিখচিত অলংকারে শোভিত প্রিয়াদের দেখে ও নিজের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকরূপ সৈন্যসম্ভারের কথা স্মরণ করে রাজ্যসুখে সন্তুষ্ট হয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বললেন—

মনোহারিণী যুবতি, অনুকূল বন্ধু, সচ্চরিত্র আত্মীয়, প্রীতিমধুরভাষী ভৃত্য সবই আমার আছে। আমার হাতিরা ও দ্রুতগামী অশ্বরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে বেড়ায়।— এই তিনটি চরণ রাজা উচ্চারণ করলেন। চতুর্থ চরণ রাজার মুখ থেকে নিঃসৃত হল না। সেই চোরটি তা শুনে চতুর্থ চরণটি পূর্ণ করে দিল—

চোখ বুঁজে গেলে (অর্থাৎ মৃত্যু হলে) কিছুই আর থাকে না ॥ ২০০ ॥

এইভাবে শ্লোকটি পূর্ণ হওয়ায় রাজা চোরকে দেখে তাকে বীরবলয় (বীরত্বের পুরস্কার রূপে) দান করলেন।

তখন সেই চোর বীরবলয়টি নিয়ে এক ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়ে নিদ্রিত ব্রাহ্মণকে উঠিয়ে তাকে দিল ও বলল ব্রাহ্মণ এটি রাজার হাতের বলয়, অনেক দাম এর। অল্প দামে এটি বিক্রয় কোরো না।

তখন ব্রাহ্মণ বাজারে গিয়ে তা বিক্রয় করে বহুমূল্য অলংকার ও পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে এল। এই সময় কয়েকজন রাজকর্মচারী একে চোর মনে করে রাজাকে জানাল ও রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রাহ্মণ, তোমার পরিধেয়বস্ত্র নেই। অথচ আজ প্রভাতে কোথা থেকে বহুমূল্য কুণ্ডল ও পোশাক-পরিচ্ছদ পেলে?' ব্রাহ্মণ বললেন—

যে জলশূন্য শুষ্ক সরোবরে ভেকেরা গর্তে মৃতের মতো পড়ে থাকে, কচ্ছপ মাটির নিচে প্রবেশ করে, বোয়ালমাছ ঈষৎ কঠিন পঙ্কে বার বার লুণ্ঠিত হওয়ার দরুন মূর্ছিত হয়ে পড়ে, সেই সরোবর যখন অকালবর্ষণে পূর্ণ হয়ে যায় তখন বন্যহাতিদের দলও এসে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়ে জল পান করে ॥ ২০১ ॥

রাজা তাই শুনে সন্তুষ্ট হলেন এবং বীরবলয়টিকে চোর তাকে দিয়েছে এই জেনে তাকে স্বয়ং লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ, চোর ও ব্রাহ্মণের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কবিবিষ্ণুর কাহিনী

অন্য একদিন বিষ্ণু নামে এক বড়ো কবি রাজভবনের দ্বারে এসে দ্বারপালদের সাহায্যে ভিতরে প্রবেশ করে রাজাকে দেখলেন ও 'স্বস্তি' বাক্য উচ্চারণ করে বললেন—

হে ধারাধিপতি, পৃথিবীতে কে কে মহেন্দ্রতুল্য রাজা আছেন এই গণনা করতে কৌতূহলী হয়ে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা আপনাকে 'এই একমাত্র মহেন্দ্রতুল্য রাজা' এই গণনা

করে যে খড়ির খণ্ড দিয়ে আকাশে সুরধনীরূপ রেখা কেটেছিলেন, আর কোনো নৃপতিকে আপনার তুল্য না দেখে সেই খড়ির খণ্ডটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সেটিই পৃথিবীতে তুষারধবল হিমালয় ॥ ২০২ ॥

রাজা সেই অপূর্ব শ্লোক শুনে কী দেওয়া উচিত এই চিন্তা করলেন। ঐ কবির কবিত্ব প্রতিপক্ষবিরহিত মনে করে সেই সময়ে সোমনাথ নামক কবির মুখ ম্লান হয়ে গেল। দুষ্টস্বভাববশতঃ তিনি রাজাকে বললেন দেব ইনি সুকবি, তবে ইনি কখনও রাজসভা দেখেন নি। এর দারিদ্র্য সমুদ্রতুল্য, এর জীর্ণ কৌপীনও নেই। তখন রাজা সোমনাথকে বললেন—

নির্ধন ব্যক্তিও যদি নির্দোষ পদ্য রচনা করতে পারে তাতে ক্ষতি কী? ভিক্ষু যদি নিজের কক্ষে ইক্ষুকে নিক্ষেপ করে সেই ইক্ষু কি নীরস হয়ে যায়? ॥ ২০৩ ॥

তখন সকলকে তাম্বূল দিয়ে রাজা সভাতে উপস্থিত হলেন। সকলে পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপ করতে লাগলেন—'আজ কবিবিষ্ণুর কবিতা শুনে সোমনাথ অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন।' এই বলে সেই পণ্ডিতমণ্ডলী উঠে পড়লেন। তখন কবিবিষ্ণু একটি পত্রে একটি কবিতা লিখে সোমনাথের হাতে দিয়ে প্রণাম করে চলে যেতে আরম্ভ করে বললেন—'এই সভাতে আপনি চিরকাল আনন্দ করুন।' কবি সোমনাথ পড়লেন—

হে জলদ, প্রবল বাতাসে চালিত দাবানলে যে মহীরুহগুলি কবলিত হয়েছে তাদের ওপর যদি জল বর্ষণ না করে থাক কোরো না। হে নির্দয়, কী জন্যে পুনরায় বজ্র ক্ষেপণ করছ? ॥ ২০৪ ॥

কবি সোমনাথ তাঁকে স্বীয় ভার্যা ব্যতীত ক্ষৌমবস্ত্র, ধন, সুবর্ণপূর্ণ ঘোড়া, গোরু ইত্যাদি সমগ্র ঐশ্বর্যজাত কবিবিষ্ণুকে দান করলেন।

এই সময়ে রাজা মৃগয়ার আনন্দে আকৃষ্ট হয়ে বেরিয়ে ঐ অবস্থায় কবিবিষ্ণুকে দেখে চিন্তা করলেন—আমি তো এঁকে আহার পর্যন্ত দিই নি। আমাকে অনাদর করে ইনি ধন-সম্পত্তি নিয়ে নিজের দেশের দিকে যাচ্ছেন। যাই হোক এঁকে জিজ্ঞাসা করি—

ওহে কবিবিষ্ণু, কোথা থেকে সম্পত্তি পেলেন?

কবি বললেন—হে রাজেন্দ্র, হে দেব, আপনার গৃহে যে জীবিকানির্বাহ করে সেই সোমনাথ আমার অবস্থা অতীব শোচনীয় বলে আজ আমার প্রতি কল্পবৃক্ষের মতো আচরণ করেছেন ॥ ২০৫ ॥

রাজা আগে সভাতে যে শ্লোক শুনেছিলেন তার প্রতি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দিলেন এবং সোমনাথ যা দিয়েছিলেন তা সোমনাথকে দিয়ে দিলেন। সোমনাথ বললেন—

যতক্ষণ অনিমিত্ত করুণাময় পয়োধর (মেঘ) জল বর্ষণ না করে ততক্ষণ বনলতার কিসলয়, ফুল বা ফল কী করে হয়? ॥ ২০৬ ॥

তখন কবিবিষ্ণু সোমনাথের দেওয়া ও রাজার দেওয়া উপহারে তুষ্ট হলেন। এই সময়ে সীমন্ত নামক কবি বললেন- শেষনাগ ফণাফলকে স্থিত ভূমণ্ডলকে বহন করেন; কচ্ছপাধিপতি পৃষ্ঠে সর্বদা তা ধারণ করেন; সেই কচ্ছপাধিপতিকেও সমুদ্র আদর-বশতঃ অঙ্কে আরোপিত করে; আহা হা, মহান ব্যক্তিদের চারিত্রিক সম্পদ পরিমাপের অযোগ্য ॥ ২০৭ ॥

॥ ভোজ ও কবিবিষ্ণুর কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও শ্রীপতির কাহিনী

একদিন প্রাসাদকক্ষে রাজার কাছে এসে ভৃত্য বলল, 'মহারাজ, সমস্ত কোশে যত ধন ছিল তা সবই আপনি কবিদের দান করেছেন। এখন কোশগৃহে ধনের লেশমাত্রও নেই। কোনো না কোনো কবি প্রত্যহ দ্বারে উপস্থিত থাকে। এরপর আর কোনো কবি বা বিদ্বানকে রাজার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, এই কথা প্রধানঅমাত্য আপনার কাছে বলতে বলেছেন।' কোশস্থ সব ধন দান করা হয়ে গিয়েছে, জেনেও রাজা বললেন—আজ দ্বারে উপস্থিত কবিকে প্রবেশ করাও। তখন শ্রীপতি নামক বিদ্বান এসে রাজাকে 'স্বস্তি' বলে বললেন—'হে জলধর, নিরাধার আকাশে দীর্ঘকাল কষ্ট পেয়ে তোমার দিকে অল্প-রন্ধ্র চঞ্চুপুটকে উঁচু করে চাতক তোমার মধুরধ্বনিই শুনতে পেল না, তোমার জলধারার কথা দূরে থাক ॥ ২০৮ ॥

ঐ কথা শুনে রাজা ভাবলেন—আমার জীবনকে ধিক্, কারণ পণ্ডিতেরা ও কবিরা দ্বারে এসে কষ্ট পাচ্ছেন। এই ভেবে নিজের অঙ্গ থেকে সব অলংকার উন্মোচিত করে ব্রাহ্মণকে দান করলেন।

॥ ভোজ ও শ্রীপতির কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও মুচুকুন্দের কাহিনী

তারপর রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন—

ভাণ্ডারিক, রাজা মুঞ্জ ও আমার পূর্বপুরুষদের যে কোশ আছে, তাদের মধ্যে রত্নপূর্ণ কলসগুলি কোথায়?

সেই সময়ে কাশ্মীরদেশ থেকে কবি মুচুকুন্দ এসে রাজাকে 'স্বস্তি' বলে বললেন—

হে ভোজ! আপনার যশরূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত হবার ভয়ে আকাশ সূর্য ও চন্দ্র-বিম্বের ছলে দুইটি কলস ধারণ করে থাকে ॥ ২০৯ ॥

রাজা তার প্রতিটি অক্ষর অনুসারে এক লক্ষ মুদ্রা দিলেন। কবি আবার বললেন—

হে অম্বুদ, যে পরিমাণে চাতকের অশ্রুক্ষয় হল, হে উদার, সেই পরিমাণ জলবিন্দু তুমি দিলে না ॥ ২১০ ॥

রাজা তখন তাঁকে একশটি ঘোড়া দিলেন। তখন ভাণ্ডারিক লিখলেন—'ভোজ কবি-মুচুকুন্দকে একশটি উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া ও লক্ষমুদ্রা দান করেছেন বলেই তিনি বার বার প্রার্থনা করছেন ॥ ২১১ ॥

রাজা সকলকেই গৃহে পাঠিয়ে নিজে অন্তঃপুরে গেলেন। তখন রানীর চামরধারিণী বলল—হে রাজন্, মুঞ্জবংশের প্রদীপ, সকল ভূপালদের চূড়ামণি! রাত্রিতেও মণিখচিত অদ্ভুত ছাতায় আচ্ছাদিত হয়ে আপনার ভ্রমণ করা উচিত, যাতে চন্দ্র আপনার মুখ দর্শন করে যেন লজ্জায় নত না হয় এবং ভগবতী অরুন্ধতীও নষ্ট-চারিত্রের পাত্রী না হন ॥ ২১২ ॥

প্রতি অক্ষর অনুসারে রাজা তাকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

॥ ভোজ ও মুচুকুন্দের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও গোপালের কাহিনী

অন্য একদিন কুণ্ডিননগর থেকে গোপাল নামে এক কবি এসে 'স্বস্তি' বলে রাজাকে বললেন, হে ভোজ! আপনার চিত্তে ক্রোধে বিরোধীদের সৈন্য ও প্রসাদে সুবর্ণরাশি

এই দুইটি নির্বাধে তৃণকণাতে পরিণত হচ্ছে ॥ ২১৩ ॥

রাজা এই শুনে যদিও সন্তুষ্ট হলেন তবু তাঁকে কিছু দিলেন না। রাজ কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন থাকলেন। তখন কবি চিন্তা করলেন, 'রাজা কি শুনতে পেলেন না ?' ক্ষণকালের মধ্যে রাজাকে উঠতে দেখে কবি বললেন, হে মেঘ ! তুমি উদিত হয়ে যে ভাবে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত করেছ, মনে হয়, হে ধীর, সরোবরকে সমুদ্রতুল্য করে দেবে। কিন্তু গ্রীষ্মের তাপে ব্যাকুল পাঠীন (=বোয়াল) প্রভৃতি জীবেরা তোমাকেই একমাত্র আশ্রয় করে থাকে, তারা ক্ষণকাল অপেক্ষা করতে পারে না। সুতরাং অল্প পরিমাণেও বর্ষণ করো ॥ ২১৪ ॥

রাজা কবির মনের কথা বুঝতে পেরে, 'হে কবিগোপাল, দারিদ্র্যবহ্নিতে অত্যন্ত দগ্ধ হয়েছেন' এই কথা বলে ষোলটি মণি ও বহুমূল্য ঘোড়া ও উত্তম হাতি দান করলেন।

॥ ভোজ ও গোপালের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ, ভাস্কর ও শাকল্যের কাহিনী

এক সময়ে রাজা ভোজ ধারানগরে ভ্রমণ করতে করতে কোনো একটি শিবের মন্দিরে প্রসুপ্ত দুইটি ব্যক্তিকে দেখলেন। তাদের মধ্যে একজনের নিদ্রা ভঙ্গ হলে বলল, 'অহো, তুমি আমার শয্যার আচ্ছাদনবস্ত্রের উপর শুয়ে আছ, কে তুমি ? তুমি কি নিদ্রিত না জেগে আছ ?' অপর ব্যক্তি বলল, ব্রাহ্মণ, আপনাকে প্রণাম। আমিও ব্রাহ্মণপুত্র। প্রথম রাত্রিতে আপনাকে শুয়ে থাকতে দেখে প্রজ্বলিত দীপের আলোয় কমণ্ডলু, উপবীত প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে ব্রাহ্মণ জেনে আপনার শয্যার আস্তরণে শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। এখন আপনার কথা শুনে জেগে উঠলাম।' প্রথম ব্যক্তি বলল, 'বৎস, যদি তুমি প্রণাম করে থাক তবে দীর্ঘায়ু হও। বলো, কোথা থেকে আসছ ? কী তোমার নাম ? এখানে তোমার কী কাজ ? 'দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, 'বিপ্র, আমার নাম ভাস্কর। পশ্চিমসমুদ্রতীরে প্রভাস-তীর্থের কাছে আমার বাস। সেখানে ভোজের দানের কথা বহুভাবে বর্ণিত হয়ে থাকে। সেই জন্যে ভিক্ষা করার জন্যে আমি এখানে এসেছি। আপনি বৃদ্ধ বলে আমার পিতৃতুল্য, আপনিও আপনার পরিচয় বলুন।' সেই ব্যক্তি (প্রথম ব্যক্তি) বলল, 'বৎস ! আমার নাম শাকল্য। আমি একশিলানগরী থেকে আসছি ভোজের কাছে ধনপ্রাপ্তির আশায়। বৎস ! না-বলা দুঃখ তোমাতে রয়েছে বোঝা যাচ্ছে, কী রকম তা তুমি বলো।' তখন ভাস্কর বলল, 'তাত ! দুঃখ আর কী বলব। আমার শিশুরা ক্ষুধায় ক্ষীণ হয়ে শবতুল্য হয়েছে, আত্মীয়রা অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করছেন। কিন্তু গৃহিণী যে ছেঁড়াকাপড় সেলাই করবার জন্যে ছুঁচ হয়ে বিকৃতকণ্ঠস্বর ও ঈষৎ হাসির সঙ্গে প্রতি গৃহে ক্রোধপরায়ণা প্রতিবেশিনীর নিকট ভিক্ষা করে এতে আমি যতখানি পীড়িত হই লাক্ষাবিন্দু দিয়ে যখন শব্দায়মান দধি-মন্থনের ভাণ্ডকে সারাই তখন ততখানি পীড়িত হই না ॥ ২১৫ ॥

রাজা তা শুনে স্বীয় অঙ্গ থেকে সকল অলংকার উন্মোচিত করে তাঁকে দিয়ে বললেন, 'ভাস্কর ! আপনার বধূ কষ্ট পাচ্ছেন, আপনি তাড়াতাড়ি দেশে যান।' তখন শাকল্য বললেন, 'এই তরুণ রাজা এক জন্মেই পৃথিবীকে উদ্ধার করেছেন, শত্রুবর্গকে বিনাশ করেছেন ও শক্তিশালী রাজাদের লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেছেন, এই তিনটি কাজ পুরাণ-পুরুষ বিষ্ণু তিন জন্মে করেছিলেন ॥ ২১৬ ॥

রাজা শাকল্যকে তিনলক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ, ভাস্কর ও শাকল্যের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও গালবের কাহিনী

অন্য একদিন রাজা মৃগয়ার আনন্দে বিভোর হয়ে যখন বেড়াচ্ছিলেন তখন তাঁর সম্মুখে বাণবিদ্ধ একটি হরিণী এসে উপস্থিত হলে অর্থের আশায় গালব নামক কোনো এক কবি বললেন, শ্রীভোজ যখন মৃগয়ায় গেলেন, তাঁর ধনুতে জ্যা আরোপিত হল ও কান পর্যন্ত তা আকর্ষণ করা হল, তখন তাঁর মুঠি থেকে নিক্ষিপ্ত বাণ যদিও মৃগীর অঙ্গ বিদ্ধ করল তবু সে স্থান থেকে পালায় নি, নড়ে নি, কম্পিত হয় নি কিংবা লাফ দেয় নি। কারণ তার মনের আশা ইনি কাম, আমার দয়িতকে আমার বশীভূত করবেন ॥ ২১৭ ॥

রাজা তাকে তিনলক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও গালবের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও বিদুষীর সংবাদ

অন্য এক সময়ে যখন শ্রীভোজরাজ সিংহাসন অলংকৃত করেছিলেন তখন দ্বারপাল এসে বলল, 'দেব জাহ্নবীতীরবাসিনী কোনো এক বৃদ্ধাব্রাহ্মণী বিদুষী দ্বারে উপস্থিত।' রাজা তাকে প্রবেশ করাতে বললেন। তিনি এলে রাজা তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি রাজাকে 'দীর্ঘজীবী হও' এই কথা বলে বললেন—'অপূর্ব ভোজের প্রতাপরূপ অগ্নি যা পর্বতের (অপর অর্থ রাজাদের) নিতম্ব প্রদেশে (অপর অর্থ রাজধানীস্থলে) জাগ্রত থাকে। এই প্রতাপাগ্নি প্রবেশ করলে শত্রু-নৃপতিদের গৃহের অঙ্গনে তৃণ জন্মায়' ॥ ২১৮ ॥

রাজা তাঁকে রত্নপূর্ণ কলশ দান করলেন। তখন ভাণ্ডারিক লিখলেন—'প্রতাপের স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে ভোজ রাজসভায় বৃদ্ধাকে সুবর্ণ ও মণিখচিত কলশ দান করলেন ॥ ২১৯ ॥

॥ ভোজ ও বিদুষীর কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও চোরের কাহিনী

অন্য এক সময়ে দূর দেশ থেকে আগত কোনো এক চোর রাজাকে বলল, 'দেব, সিংহল দেশে চামুণ্ডার মন্দিরে আমি কোনো এক রাজকন্যাকে দেখেছি। তিনি আমাকে দেখে বলেছিলেন,' 'মালবদেশাধিপতির মহিমা বহুভাবে শুনেছি। তা তুমি বলো', 'আমি তার কাছে মহারাজের গুণ বর্ণনা করেছি। তিনি অত্যন্ত সন্তোষহেতু চন্দনবৃক্ষের এই অতুলনীয় গর্ভখণ্ড দিয়ে চলে গেলেন। দেব, আপনার গুণকীর্তনদ্বারা প্রাপ্ত এইটি রাখুন ; এর ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত সুগন্ধে ভ্রমর ও সাপ আসবে।' রাজা সেইটি নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। তখন কবি দামোদর চন্দনখণ্ডের ছলে রাজাকে স্তুতি করলেন, 'হে শ্রীমন্ চন্দনতরু! কাননে আপনার বহু শাখা, যার সৌরভ বহুল পরিমাণে পুষ্পের সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশ্রিত আছে। সর্বজনবিদিতমহিমা আপনি পবিত্র পুণ্যের দ্বারা প্রতিটি অঙ্গে যে গন্ধগুণ (শৌর্যোদার্য প্রভৃতি গুণ) প্রকটিত করেছেন, তা ঐ চন্দনতরুর শাখাতে কোথায়? ॥ ২২০ ॥

রাজা নিজের স্তুতির অর্থ বুঝতে পেরে তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও চোরের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও সূত্রধারপত্নীর কাহিনী

একদিন দ্বারপাল এসে বলল, 'মহারাজ, কোনো এক সূত্রধারপত্নী দ্বারে এসেছে।' রাজা

তাকে প্রবেশ করাতে আদেশ দিলেন। সে এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল, 'পাতালবাসী দৈত্যরাজবলিকে যে আপনি দানশীলতাদ্বারা অতিক্রম করে গেছেন এতে আশ্চর্যের কী আছে? স্বর্গস্থিত কল্পবৃক্ষকেও যে অতিক্রম করেছেন এইটি আশ্চর্যের ॥ ২২১ ॥

রাজা এই শ্লোকের প্রতিটি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও সূত্রধারপত্নীর কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও মল্লিনাথের কাহিনী

কোনো এক সময়ে মৃগয়াতে ক্লান্ত হয়ে রাজাভোজ একটি আমগাছের নিচে বসেছিলেন। সেইখানে মল্লিনাথ নামে এক কবি এসে বললেন—

এই কাননে কতই না গাছ আছে যাদের শত শত শাখা বিস্তৃত। কিন্তু যাদের পরিমলের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা কিশলয়গুলিকে মথিত করে এ রকম গাছ এই কাননে বিরল ॥ ২২২ ॥

তখন রাজা তাঁকে নিজের হাতের বলয় দিলেন।

॥ ভোজ ও মল্লিনাথের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও মন্ত্রবিদ-ব্রাহ্মণের কাহিনী

রাজা ভোজ যখন রাজসভায় বসেছিলেন তখন কোনো এক পণ্ডিত এসে 'স্বস্তি' শব্দ উচ্চারণ করে রাজাকে বলেছিলেন, 'মহারাজ, আমি পরিব্রাজক; কাশীদেশ থেকে আরম্ভ করে তীর্থযাত্রায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।' রাজা উত্তর দিলেন, 'আপনার মতো তীর্থবাসীকে দর্শন করে কৃতার্থ হলাম।'

তিনি (পণ্ডিত) বললেন, 'আমি মন্ত্রবিদ।'

রাজা উত্তর দিলেন, 'ব্রাহ্মণদের পক্ষে সবই সম্ভব।' ভোজ আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রাহ্মণ, মন্ত্রবিদ্যা দিয়ে যেমন পরলোকে ফলপ্রাপ্তি ঘটে তেমনি কি ইহলোকেও হয়?' ব্রাহ্মণ উত্তরে বললেন, 'মহারাজ, সরস্বতীর চরণসেবা দিয়ে যে বিদ্যালাভ হয় সে তো সকলেই জানে। কিন্তু ধনলাভ ভাগ্যবশতঃ হয়ে থাকে।

গুণ (বীরত্ব পাণ্ডিত্য প্রভৃতি) কেবল গুণই (অর্থাৎ উৎকর্ষ-সম্পাদক), গুণ কখনও ঐশ্বর্য লাভ ঘটাতে পারে না। ভাগ্যই ধনসঞ্চয়ের কর্তা, তা গুণ থেকে ভিন্ন ॥ ২২৩ ॥

মহারাজ, বিদ্যাগুণে লোকের প্রতিষ্ঠা ঘটায়, কেবল সম্পদ পারে না।

মহারাজ, গুণ মানুষের আয়ত্তাধীন বলে নির্গুণ হওয়া নিন্দার। কিন্তু সম্পদ যেখানে দৈবাধীন সেখানে সম্পদহীন ব্যক্তিকে কেন নিন্দা করা হয়? ॥ ২২৪ ॥

দেব, মন্ত্রের আরাধনায় অপ্রতিহত শক্তি পাওয়া যায়। আশ্চর্যের এই যে যার মাথায় আমি হাত রাখি সে সরস্বতীর প্রসাদে অপ্রতিহত বিদ্যার অধিকারী হয়।' রাজা বললেন— 'সুমতি, দেবতার শক্তি প্রশংসনীয়।' তখন রাজা কোনো এক দাসীকে ডেকে বিপ্রকে বললেন—'দ্বিজবর, এই বেশ্যার মাথায় হাত দিন।' বিপ্র তার মাথায় হাত দিয়ে তাকে বললেন—'দেবি, রাজা যা আদেশ করেন তাই বলো।' দাসী তখন বলল—মহারাজ, আমি সমস্ত শাস্ত্রকে হাতে রাখা আমলকী ফলের মতো দেখতে পাচ্ছি। আপনি আদেশ করুন, কী বর্ণনা করব। রাজা তাঁর সামনে খড়্গ দেখে বললেন—'এই খড়্গটি বর্ণনা কর।' দাসী বলল—

হে নরেন্দ্র, আপনার এই খড়্গের অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ (অপর অর্থ, হে ধারা নামক রাজ্যের ধারক), এটি আপনার শত্রুপত্নীদের নয়নে বর্ষণ ঘটায়। যুদ্ধক্ষেত্রে কোষের সঙ্গে এর কোনো সংযোগ থাকে না ; এ বিপক্ষ নৃপতিদের দারিদ্র্য আনে ॥ ২২৫ ॥

রাজা তাকে বহুমূল্য রত্ন-কমল দান করলেন।

॥ ভোজ ও মন্ত্রবিদ্ বিপ্রের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও পাঁচ কবির কাহিনী

সেই ক্ষণে কোথা থেকে পাঁচজন কবি এসে উপস্থিত হলেন। তাদের দেখে রাজার মুখ ঈষৎ বিবর্ণ হল। সেই দেখে মহেশ্বরকবি বৃক্ষের ছলে বললেন হে সদ্‌বৃক্ষ, তুমি চতুষ্পথে কেন জন্মেছ ? ছায়ার দ্বারা কেন অতিনিবিড় ছায়াযুক্ত হয়েছ ? যদি নিবিড়-ছায়ার দ্বারা আচ্ছন্নই হয়েছ তবে কেন ফলভার বহন করছ ? ফলভারে পূর্ণ হয়ে কেন এত বেশি নত হয়ে আছ ? এখন নিজের গর্হিত কর্মের মতো লোকেদের কাছ থেকে শাখার অগ্রভাগের আকর্ষণ, ইতস্তত শাখার সঞ্চালন, তার বিমর্দন, তার ভাঙন ইত্যাদি সহ্য কর ॥ ২২৬ ॥

তাকে রাজা লক্ষ মুদ্রা দিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণেরা পৃথক পৃথক ভাবে আশীর্বাদ-বাক্য উচ্চারণ করে যথাক্রমে রাজার আদেশ অনুসারে কম্বলে উপবেশন করলেন এবং একে একে মঙ্গলশ্লোক পাঠ করতে লাগলেন। প্রথমজন পড়লেন—

হে প্রভু ভোজ, আপনি দেবী ধরিত্রীকে বহন করছেন। তাই কূর্ম পাতালগঙ্গায় বিহার করুক ; আদিবরাহ[১২] তার তটস্থিত তৃণ গ্রহণ করুক ; শেষনাগ তার ফণামণ্ডল শিথিল করুক এবং মহাচলগণ[১৩] নিজের ইচ্ছামতো বিচরণ করুক ॥ ২২৭ ॥

রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একশটি ঘোড়া দিলেন। তখন ভাণ্ডারিক লিখলেন—

ক্রীড়োদ্যানে রাজা মনের মতো অতিবেগবান একশটি অশ্ব আমগাছের নিচে কামদেব নামক কবিকে দান করলেন ॥ ২২৮ ॥

॥ ভোজ ও পাঁচ কবির কাহিনী সমাপ্ত ॥

বিক্রমার্ক প্রসঙ্গে ভোজ ও মুখ্যামাত্যের কাহিনী

কোনো এক সময়ে ভোজ চিন্তা করলেন, 'আমার মতো দানশীল কেউ নেই।' তাঁর এই গর্বের কথা জেনে প্রধান অমাত্য রাজাকে বিক্রমার্কের পুণ্যপত্র (দানের প্রমাণস্বরূপ পত্র) দেখালেন। সেই পত্রে ভোজ একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখলেন। প্রসঙ্গটি হল এই—

বিক্রমার্ক পিপাসায় কাতর হয়ে বললেন আমাকে পানীয় দাও, যা সাধুব্যক্তিদের চিত্তের মতো নির্মল, দরিদ্রের পীড়ার মতো গুরুত্বহীন, পুত্রের আলিঙ্গনের মতো শীতল, বাল্যকালে গল্পের মতো মধুর ; যা এলাচ, উশীর, লবঙ্গ ও চন্দনের সঙ্গে মিশ্রিত কস্তুরী, জাতী, পাটলি ও কেতকফুলে সুরভিত ॥ ২২৯ ॥

তখন রাজার স্তুতিপাঠক বলল—

হে মহারাজ, আপনার মুখপথে সরস্বতী বাস করেন, আপনার ওষ্ঠ রক্তিমবর্ণ, আপনার মুদ্রা (আঙুলের ভূষণ) যুক্ত দক্ষিণ বাহু কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্রের বীর্য স্মরণ করতে পটু, আপনার সেনাবাহিনী আপনার পাশে বর্তমান থাকে, কখনও আপনাকে পরিত্যাগ করে না। হে নরপতি, বলুন, আপনার নির্মলচিত্তে জলপানের অভিলাষ কেন হল ? ২৩০ ॥

তখন বিক্রমার্ক বললেন—এই বৈতালিককে আটকোটি সুবর্ণ মুদ্রা, তিরানব্বইটি তুলা (বারটি করে সরা) পূর্ণ মুক্তা, পঞ্চাশটি ক্রোধোন্মত্ত হাতি যাদের মধুর গন্ধে মত্তভ্রমর আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে, অযুত সংখ্যক ঘোড়া, একশটি প্রতারণায় চতুর বেশ্যা, যা পাণ্ড্যদেশের অধিপতি যৌতুকস্বরূপ দান করেছিলেন তা অর্পণ করো ॥ ২৩১ ॥

তখন ভোজ প্রথম এই অদ্ভুত বিক্রমার্কের চরিত্র জেনে নিজের গর্ব ত্যাগ করলেন।

॥ বিক্রমার্ক প্রসঙ্গে ভোজ ও মুখ্যামাত্যের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাহিনী

কোনো এক সময়ে ধারানগরে রাত্রিতে ভ্রমণ করতে করতে রাজা ভোজ একটি মন্দিরে এক ব্রাহ্মণকে দেখলেন। তিনি শীতে কষ্ট পেতে পেতে একটি শ্লোক বলছিলেন-

আমি শীতে আক্রান্ত হয়েছি ; মেঘের মতো অতিদুঃসহ শীতল চিন্তাসাগরে আমি নিমগ্ন। আমার আগুন নিভে গেছে ; আমার ওষ্ঠ (শীতবায়ুর স্পর্শে) বিদীর্ণ ; ক্ষুধায় আমার উদর কৃশ ; অপমানিতা প্রিয়ার মতো নিদ্রা আমাকে ত্যাগ করে দূরে চলে গেছে ; সৎপাত্রে সমর্পিত লক্ষ্মীর মতো রাত্রি আর সয় না ॥ ২৩২ ॥

এই শ্লোকটি শুনে রাজা ব্রাহ্মণকে ডেকে জিগ্যেস করলেন--ব্রাহ্মণ, গতরাত্রিতে দারুণ শীতের ভার আপনি কী করে সহ্য করেছেন ? ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন -

রাত্রিতে জানু (অর্থাৎ জানুতে মুখ গুঁজে), দিনে সূর্য এবং দুই সন্ধ্যায় (প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল) আগুন, এইভাবে জানু, ভানু ও কৃশানুর সাহায্যে আমি শীত কাটিয়েছি ॥ ২৩৩ ॥

রাজা তাঁকে তিনটি সোনার কলস দিলেন। তখন কবি রাজাকে স্তুতি করে বললেন—

আপনার ত্যাগ, ধন ও আয়ু মহান ; আপনি শরীর ধারণ করে নিজের যশে বলি প্রভৃতির দানাদি ক্রিয়া ঢেকে দিয়ে বলি, কর্ণ প্রভৃতিকে মুক্তি দিয়েছেন (অর্থাৎ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন) ॥ ২৩৪ ॥

রাজা তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কবি ময়ূরের কাহিনী

কোনো এক সময়ে ক্রীড়োদ্যানের রক্ষক এসে রাজার সামনে একটি আখ রাখল। রাজা সেটি হাতে তুলে নিলেন। সেই সময়ে কবিময়ূর রাজা যে তাঁকে অবজ্ঞা করেন[২৪] তা মনে মনে জেনেও রাজার প্রতি অতি প্রণয়বশতঃ আখের ছলে বললেন—

হে আখ, তুমি কমনীয়, তুমি সব সময়ে মধুর, তুমি রসপূর্ণ ; তুমি পঞ্চশর মদনের অদ্বিতীয় ধনু। তোমার সবই ভালো, একটি কেবল খারাপ ; তা এই যে তোমাকে যত লোকে সেবা করে (অর্থাৎ ভক্ষণ করে) তত তুমি নীরস হয়ে যাও ॥ ২৩৫ ॥

অপর অর্থ--হে রাজন্ আপনি সকলের প্রিয়, আপনি সর্বদা মধুরস্বভাব, আপনি আশ্রিতের প্রতি রসে-অনুরাগে পূর্ণ, আপনি কন্দর্পের ধনু অর্থাৎ আপনার রূপ

কামিনীমনোহর। আপনার সবই ভালো, একটিই কেবল দোষ—আপনাকে যত লোকে সেবা করে আপনি তত বিরক্ত হন।

রাজা কবিময়ূরের মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁকে সম্মানিত করলেন।

॥ ভোজ ও কবি ময়ূরের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও তস্করের কাহিনী

তারপর কোনো একদিন রাজা প্রাসাদের ছাতে ক্রীড়ায় মগ্ন হয়ে চাঁদ দেখে বললেন—

চাঁদের মধ্যে এই বস্তু যা মেঘখণ্ডের শোভা বিস্তার করে তাকে লোকে 'শশক' (মৃগবিশেষ) বলে থাকে। আমার কাছে তা কিন্তু ঐরকম মনে হয় না।

এই সময়ে নিচে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে করতে একটি চোর বলল—

আমি কিন্তু মনে করি চাঁদের দেহ আপনার শত্রুদের বিরহপীড়িত পত্নীদের কটাক্ষরূপে উল্কাপাতজনিত ক্ষতচিহ্নের দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছে ॥ ২৩৬ ॥

রাজা তাই শুনে বললেন হে মহাভাগ কে আপনি, মধ্যরাত্রে কোষগৃহে রয়েছেন?

সে বলল- আমাকে অভয় দিন।

রাজা 'তাই হবে' বললে, সে রাজাকে প্রণাম করে নিজের বৃত্তান্ত বলল। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে চোরকে দশকোটি সুবর্ণমুদ্রা, ও আটটি মত্ত হাতি দান করলেন। তখন কোষাধ্যক্ষ ধর্মপত্রে (ধর্মার্থে যে দান করা হয় তার প্রমাণসূচক পত্রে) লিখলেন—

যে চোর প্রতিনিয়ত মৃত্যুর ভয়ে অস্থির তাকে প্রভু প্রীত হয়ে উপরিলিখিত শ্লোকের দুইটি চরণের জন্যে দশকোটি সুবর্ণমুদ্রা ও আটটি হাতি দিলেন। এই হাতিগুলি দাঁতের অগ্রভাগ দিয়ে পর্বতকে ক্ষত করেছে এবং এদের মদধারার গন্ধে আমোদিত হয়ে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছে ॥ ২৩৭ ॥

॥ ভোজ ও তস্করের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও অতিদরিদ্র পণ্ডিতের কাহিনী

তারপর কোনো এক সময়ে দ্বারপাল এসে রাজাকে বলল- মহারাজ, কেবল কৌপীনটুকু অবশিষ্ট আছে এইরকম এক পণ্ডিত দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। রাজা তাঁকে প্রবেশ করাতে আদেশ দিলেন। সেই কবি প্রবেশ করে ভোজকে দেখে মনে ভাবলেন, 'আজ আমার দারিদ্র্য দূর হবে। এই ভেবে অহ্লাদিত হয়ে হর্ষাশ্রু ত্যাগ করলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন-

কবি, আপনি কাঁদছেন কেন?

তখন কবি বললেন—'হে রাজন্! আমার ঘরের অবস্থা শুনুন। পথে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত "খৈ" এই কথা শুনে আমার গৃহিণী ম্লানমুখে শিশুপুত্রের দুটি কান সযত্নে ঢেকে দিয়েছিল। আমি পুত্রকে খৈ দিতে অসমর্থ হওয়ায় তার চোখ দুটি জলে ভরে গিয়েছিল। এইভাবে আমার অন্তঃকরণে যে লৌহকীলক প্রথিত হয়েছে তা উৎপাটিত করতে আপনিই পারেন ॥ ২৩৮ ॥

রাজা 'শিব' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' এই কথা উচ্চারণ করে শ্লোকের প্রতি অক্ষর অনুসারে তাকে লক্ষ মুদ্রা দিয়ে বললেন, 'সুকবি, তাড়াতাড়ি গৃহে যান, আপনার গৃহিণী মনঃকষ্টে রয়েছেন।'

॥ ভোজ ও দরিদ্র পণ্ডিতের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কবি শাম্ভবদেবের কাহিনী

কোনো এক সময়ে রাজা ভোজ মৃগয়ার পরিশ্রান্ত হয়ে কোনো এক বিশাল বৃক্ষের ছায়ায় বসেছিলেন। সেইখানে শাম্ভবদেব নামে কোনো এক কবি এসে বৃক্ষের ছলে রাজাকে বললেন–তুমি গন্ধ দিয়ে বাতাসকে, পল্লববিকাশ দিয়ে মৃগদের, বল্কল দিয়ে তপস্বীদের, পুষ্প দিয়ে ভ্রমরদের, ফল দিয়ে বিহঙ্গমদের, ছায়া দিয়ে গ্রীষ্মসন্তপ্তদের, কাণ্ড-প্রকাণ্ড দিয়ে গন্ধগজদের এই ভাবে সকলকে কৃতার্থ করেছ। তুমিই সকলের উপকার করতে সক্ষম। তুমি অন্য ক্ষুদ্র বৃক্ষদের বিপদশূন্য করেছ। ॥ ২৩৯ ॥

(অপর অর্থ হে মহাবৃক্ষতুল্য নৃপতি, আমোদরূপ ঔদার্য প্রভৃতি গুণ দিয়ে মরুতের ন্যায় সর্বত্র অবাধগতি বিদ্বানদের, পল্লববিকাশরূপ বাহু প্রসারণপূর্বক অভয়প্রদান করে মৃগের ন্যায় ভীরুব্যক্তিদের, বস্ত্রপ্রদানের সাহায্যে তপস্বীর ন্যায় নিঃস্বজনদের, পুষ্পের মতো ধন দিয়ে ভ্রমরের মতো পার্শ্বচরদের, ফলরূপে আহার্য দান করে বিহঙ্গমের মতো যাযাবরদের, ছায়ারূপে আশ্রয় দান করে দারিদ্র্যপীড়িতদের ও বৃক্ষস্কন্ধরূপ উৎসাহদান করে গন্ধগজের মতো রণোদ্ধত যোদ্ধাদের কৃতার্থ করেছ।)

তাছাড়া, সৎকবিদের উক্তি, তার গুণ কেউ না জানলেও, তা শ্রোতার কানে মধুধারা বর্ষণ করে, যেমন মালতীমালার সৌরভ কেউ না গ্রহণ করলেও তা সকলের দৃষ্টি হরণ করে ॥ ২৪০ ॥

এই দুইটি শ্লোকে আনন্দিত হয়ে রাজা তার প্রতিটি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা কবিকে দিলেন।

॥ ভোজ ও কবি শাম্ভবদেবের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও শৈবব্রাহ্মণের কাহিনী

অন্য একদিন শ্রীভোজরাজ শ্রীমহেশ্বরকে প্রণাম করার জন্যে শিবের মন্দিরে গিয়েছিলে। সেই সময়ে কোনো এক ব্রাহ্মণ শিবের সামনে রাজাকে বললেন–মহারাজ, শিবের অর্ধাঙ্গ (দক্ষিণাঙ্গ) অসুরবিনাশী বিষ্ণু ও অপর অর্ধাঙ্গ (বামাঙ্গ) হিমালয় দুহিতা গৌরী গ্রহণ করেছেন। এই ভাবে পৃথিবীতে শিবের অভাব প্রকটিত হয়েছে বলে গঙ্গা সাগরকে, চন্দ্রকলা আকাশকে, সর্পরাজ পাতালকে, সর্বজ্ঞত্ব ও ঈশ্বরত্ব আপনাকে অবলম্বন করেছে। কেবল শিবের ভিক্ষার জন্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ আমাকে অবলম্বন করেছে ॥ ২৪১ ॥

রাজা প্রতি অক্ষর অনুসারে ব্রাহ্মণকে একলক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও শৈবব্রাহ্মণের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও ধর্মদত্তের কাহিনী

একদিন দ্বারপাল এসে বলল, 'মহারাজ, ধর্মদত্ত নামে কোনো এক পণ্ডিত দ্বারে এসেছেন।' রাজা তাঁকে প্রবেশ করাতে বললেন। ঐ পণ্ডিত প্রবেশ করে একটি শ্লোক পড়লেন–হে নরেন্দ্র, আপনার অনুরাগিণী দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্যেও যাকে অনুগৃহীত করে যেন ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে দরিদ্রতা তাকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করে ॥ ২৪২ ॥

রাজা তাকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। সেই কবি আবার একটি শ্লোক পড়লেন–

কেউ কেউ বাক্যরূপ লতার মূলে অন্বেষণে অভিলাষী (লতাপক্ষে মূল শিকড়,

বাক্যপক্ষে–উদ্ভবস্থল), কেউ কেউ তার স্কন্ধ অবলম্বন করে (লতাপক্ষে স্কন্ধ–প্রকাণ্ড, বাক্য পক্ষে স্কন্ধ–ছন্দ বিশেষ) ; কেউ তার ছায়াকে[২৫] আশ্রয় করে (বাক্যপক্ষে ছায়া–গুণ, অলংকার ও রীতিজনিত শোভা), কেউ তার প্রকৃষ্ট স্থান[২৬] সন্ধান করে (লতাপক্ষে সারযুক্ত কোনো স্থানে এর জন্ম এর সন্ধান, বাক্যপক্ষে প্রপদ=প্রকৃষ্ট পদ বা শব্দ তার সন্ধান) কেউ তার পল্লব নিয়ে আলোচনা করে, (লতাপক্ষে পল্লব=কিশলয়, বাক্যপক্ষে=উক্তিবাহুল্য), কেউ হাতে তার পুষ্প ধারণ করে (লতাপক্ষে পুষ্প=কুসুম, বাক্যপক্ষে পুষ্প=স্ফুটার্থ), কেউ তার গন্ধমাত্রের ভাজন অর্থাৎ কেবল গন্ধটুকু গ্রহণ করে (লতাপক্ষে গন্ধ=সৌরভ, বাক্যপক্ষে গন্ধ= সম্বন্ধ, পূর্বাপরসঙ্গতি) ; কিন্তু হায়, মূঢ়ব্যক্তি তার ফল দেখতেও সাহস পায় না। (লতাপক্ষে ফল=ভোজনের যোগ্য ফল, বাক্যপক্ষে ফল উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন) ॥ ২৪৩ ॥

এই শুনে বাণ বললেন–

অমৃত, গুড়, পুষ্পরসরূপ মধু ও মৌমাছিদের সঞ্চিতমধু ও দুধ এদের আস্বাদ পরিমিত, কখনও কখনও বার বার গ্রহণ করলে তা বিরস হয়ে যায়। কিন্তু প্রিয়ার বিম্বফলের মতো রক্তিম অধরে বা কবির গুণালংকারমণ্ডিত মধুর বাক্যে অনির্বচনীয় এক অসীম ও অপূর্ব আনন্দ স্ফুরিত হয়, এর আস্বাদ অতুলনীয় ॥ ২৪৪ ॥

তখন রাজা তাকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও ধর্মদত্তের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও ভবভূতির কাহিনী

তারপর কোনো একদিন যখন শ্রীভোজ সিংহাসন অলংকৃত করে বসেছিলেন তখন দ্বারপাল এসে বলল, 'মহারাজ, বারাণসীদেশ থেকে কোনো এক ভবভূতি নামে কবি এসে দ্বারে অপেক্ষা করছে।' রাজা তাকে 'প্রবেশ করাও' বললেন। তিনি প্রবেশ করে সভায় এলেন। সভায় উপস্থিত সকলে তাঁর আগমনে সন্তুষ্ট হলেন। রাজা ভবভূতিকে দেখে প্রণাম করলে তিনি 'স্বস্তি' শব্দ উচ্চারণ করে তাঁর আজ্ঞায় উপবেশন করে বললেন–মহারাজ, মধুপানের জন্যে পারিজাতকুসুম ভ্রমরদের আকর্ষণ করে না ; জ্যোৎস্নার জন্যে তুষারশুভ্রে চকোরও আহূত হয় না ; কিন্তু আমার বাক্যের মাধুর্যের ভার (অর্থাৎ আতিশয্য) আস্বাদন করে আমার পূর্বে যে পণ্ডিতেরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা উল্লসিত হয়েছেন। সুতরাং আর বৃথা অভ্যর্থনার কী প্রয়োজন ? ২৪৫ ॥

আমার কোনো শিবিকা নেই, কটক প্রভৃতি অলংকারজনিত শোভা নেই ; কোনো বৃহৎকায় অশ্ব নেই, কোনো অনুচর নেই, কোনো সুন্দরবস্ত্র নেই। কিন্তু আমার নিষ্কলুষ বিদ্যা আছে। যা পৃথিবীবাসী সমস্ত বিদ্বানদের ও সাহিত্যবিদ্যায় পারদর্শীদের চিত্ত আনন্দিত করে ও তাঁদের মাথা নত করে দেয় ॥ ২৪৬ ॥

এই শুনে বাণের পণ্ডিত-পুত্র বললেন, 'ওরে পাপী, ধারাধিপতির সভাতে অহংকার করিস না। যতক্ষণ বাণ (বাণ নামক কবি বা শর) হৃদয়পথে (কবি পক্ষে স্মৃতিতে, শরপক্ষে বক্ষস্থলে) বর্তমান থাকে ততক্ষণ নিঃশ্বাস নির্গত হয় না। প্রচুর গর্বব্যঞ্জক পদের দ্বারা গ্রথিতবাণী কীভাবে হৃদয় পথে নির্গত হতে পারে ?' ॥ ২৪৭ ॥

তখন ভবভূতি পরাভব সহ্য করতে না পেরে বললেন–

হঠাৎ (ঘুণাক্ষর ন্যায়ে) সমাপতিত কয়েকটি শ্লোকবাক্য যিনি রচনা করেন তিনি

যদি বাক্‌সিদ্ধি লাভ করে থাকেন, যিনি এই রকম কবির সঙ্গে স্পর্ধা (পরাভূত করার ইচ্ছা বা সাম্যলাভের ইচ্ছা) করতে ইচ্ছা করেন তাহলে হায়, এই পাপবহুল কলিযুগে আজ বা কাল ঘটের নির্মাতা কুম্ভকারের সঙ্গে ত্রিভুবনের বিধাতা ব্রহ্মার কলহ হবে ॥ ২৪৮ ॥

তিনি আরও বললেন,

কবি কালিদাসের বাণী আমার বাক্যের সঙ্গে যদি অর্থের সাম্যলাভ করতে চায় তাহলে সে (কালিদাসের বাণী) প্রতিপদে অত্যন্ত ভীতভাবে করবে।

তখন কালিদাস বললেন, বন্ধু ভবভূতি, তুমি মহাকবি, এ বিষয়ে কী বলার আছে ? ॥ ২৪৯ ॥

ধারাধিপতির এই পরিষদ মহাপণ্ডিতদের দ্বারা ভূষিত। আমাদের দুজনের মধ্যে ভেদ শিবতুল্য রাজাই বুঝতে পারেন ॥ ২৫০ ॥

সেই শুনে রাজা তাদের বললেন, 'আপনারা দুজনেই সুরতক্রীড়ার অবসান বর্ণনা করুন'।

ভবভূতি বললেন—

চন্দ্রমণ্ডল মুক্তাখচিত অলংকারযুক্ত হল (অপর অর্থ, নায়িকার চন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল মুক্তাসদৃশস্বেদবিন্দুশোভিত হল), গগনমণ্ডলে তারকাপুঞ্জ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হল (অপর অর্থ, গগনমণ্ডলের ন্যায় নায়িকার সুনীলঘন কেশপাশে তারার ন্যায় মালার ফুল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হল।); মদনের ধনু চাঞ্চল্যরহিত হল (অপর অর্থ, নায়িকার ধনুর ন্যায় ভ্রূযুগল সম্ভোগসমাপ্তিহেতু স্থির হল); দুটি ইন্দীবর মুদিত হল (নায়িকার ইন্দীবরের ন্যায় আয়ত কৃষ্ণবর্ণ নেত্র ক্লান্তিতে নিমীলিত হল); মধুর-কণ্ঠ বিহগের মন্দ কূজন বিলুপ্ত হল (অপর অর্থ নায়িকার মধুর অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি সম্ভোগের অবসান হেতু মৌন হল); মন্দ বাতাস প্রবাহিত হল (অপর অর্থ, নায়িকার নিঃশ্বাসবায়ু ক্ষীণভাব প্রাপ্ত হল) চম্পকশাখার পুষ্পস্তবক নিষ্কম্প হল (অপর অর্থ, নায়িকার স্তনযুগল সাত্ত্বিকভাবের অবসানহেতু স্ফুরণবিরহিত হল।) এর পর কী হল আমি জানি না ॥ ২৫১ ॥

তখন কালিদাস বললেন—

চন্দ্রের মণ্ডল ম্লান হয়ে গেল (আর অর্থ, নায়িকার মুখমণ্ডল ম্লান হল); ফুলের মালার ভারে অন্ধকার (অপর অর্থ, নায়িকার অন্ধকারের ন্যায় ঘন কেশপাশ) সংযত হল। প্রথমত (অর্থাৎ সুরতাবসানের পূর্বে) বিস্তারিত কেতকীকুসুমের শিখার ন্যায় নায়িকার মধুর হাসি ম্লান হয়ে গেল ; কুণ্ডলের আন্দোলন শান্ত হল ও দুইটি কুবলয়ের ন্যায় নায়িকার কৃষ্ণবর্ণ নয়নদুইটি ঈষৎ নিমীলিত হয়ে এল ; প্রবালের ন্যায় নায়িকার আরক্ত ওষ্ঠ ও অধর হতে বাক্যোদ্গম নিবৃত্ত হল ; এর পর কী হল জানি না ॥ ২৫২ ॥

রাজা কালিদাসকে বললেন 'হে সুকবি, আপনি ভবভূতির সমান একথা বলা যায় না।' ভবভূতি উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, কালিদাসের সঙ্গে আমার সাম্য নিষেধ করছেন কেন ?' রাজা বললেন, 'আপনি সর্বদিক থেকেই কবি।' তখন বাণ বললেন, 'মহারাজ, ভবভূতি যদি কবি হন তাহলে কালিদাসকে কী বলবেন ?'

রাজা বললেন—হে কবি বাণ, কালিদাস কবি নন, কিন্তু পৃথিবীতে পার্বতীর কোনো পুরুষাবতার।

তখন ভবভূতি বললেন—মহারাজ, কালিদাসের কবিতায় উৎকর্ষ কী ?

রাজা বললেন-হে ভবভূতি, কালিদাসের শ্লোকের উৎকর্ষ কী বলব? তিনি যে পড়লেন—নায়িকার মধুর হাসি কেতকীপুষ্পশিখার লীলার অনুকরণ করছে। তখন ভবভূতি বললেন, 'মহারাজ, আপনি পক্ষপাত করে বলছেন।'

তখন কালিদাস বললেন—মহারাজ, আপনার অপখ্যাতি হওয়া উচিত নয়। ভুবনেশ্বরী-দেবতার মন্দিরে গিয়ে তাঁর সমীপে তাঁকে সামনে রেখে ঘটে অর্থাৎ পরীক্ষার্থে তুলা-যন্ত্রে আপনার পক্ষপাতিত্বরূপ অপযশ স্খালিত করা কর্তব্য। তখন ভোজ সমস্ত কবি-বৃন্দের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে গিয়ে সেখানে দেবতার সমীপে ভব-ভূতির হাতে তুলাযন্ত্র দিয়ে শ্লোক দুটি (ভবভূতি ও কালিদাস পঠিত, সমান দুইটি পত্রে লিখে তুলাতে রাখলেন। তখন ভবভূতির দিকে হালকা হওয়ায় তুলা ঈষৎ উন্নত হচ্ছে জেনে ভক্তপরাধীন দেবী 'সভাতে ভবভূতির (কালিদাসের নিকট) পরাজয় যেন না হয়' এই উদ্দেশ্যে নিজের কর্ণাভরণরূপ কহ্লারের মধু বামহাতের নখাগ্রেতে নিয়ে ভবভূতির পত্রে নিক্ষেপ করলেন। তখন কালিদাস বললেন-

আহা আমার কী সৌভাগ্য, আমার ও ভবভূতির উক্তি তুলাযন্ত্রে রাখা হলে ও তাতে (ভবভূতির উক্তিতে) লঘুত্ব পরিলক্ষিত হলে ভগবতী বাগ্‌দেবী তার পরিপূর্তির জন্যে স্বকর্ণে পরিহিত কহ্লারকলিকা থেকে তার মধুর মাধুর্য নিক্ষেপ করলেন ॥ ২৫৩ ॥

তখন ভবভূতি কালিদাসের দুই চরণে পতিত হলেন ও রাজাকে বিশেষজ্ঞরূপে মনে করলেন। রাজাও কবি ভবভূতিকে একশটি মদমত্ত হাতি দান করলেন।

॥ ভোজ ও ভবভূতির কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও স্বৈরিণীর কাহিনী

অন্য একদিন যখন রাজা ভোজ ধারানগরে রাত্রিতে একাকী ভ্রমণ করছিলেন তখন কোনো এক গণিকাকে অভিসারস্থানে যেতে দেখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'দেবি, কে তুমি? এই মধ্যরাত্রিতে একাকিনী কোথায় চলেছ?' সেই চতুর গণিকা ভ্রমণকারী ব্যক্তিকে রাজা ভোজ বলে চিনতে পেরে বলল—

'হে পৃথিবীপতি রাজন, পঞ্চবাণ মদন আপনার চেয়েও অপ্রতিহত শক্তি; এর আজ্ঞা রুদ্র প্রভৃতি দেবতাগণ ভৃত্যের ন্যায় মাথায় ধারণ করে' ॥ ২৫৪ ॥

তখন রাজা মনুষ্য হয়ে নিজের বাহুদণ্ড থেকে বলয় ও অঙ্গদ তুলে তাকে দিলেন। সেও যথাস্থানে চলে গেল।

॥ রাজা ও স্বৈরিণীর কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও বৃদ্ধার কাহিনী

তারপর পথে যেতে-যেতে রাজা ভোজ কোনো একটি গৃহে একাকিনী কোনো এক নারীকে ক্রন্দনরত দেখে, 'কীজন্যে এই নারী মধ্যরাত্রে রোদন করছে, কী এর দুঃখ' এই জানার জন্যে একজন অঙ্গরক্ষককে প্রেরণ করলেন। সেই অঙ্গরক্ষক ফিরে এসে বলল, মহারাজ, আমি জিজ্ঞাসা করাতে সে যা বলেছে আপনি শুনুন'—

আমার স্বামী বৃদ্ধ, পর্যঙ্কে শয়ন করে থাকেন, আমার গৃহে কেবল স্তম্ভ মাত্র অবশিষ্ট আছে; এখন বর্ষাকাল এসে গেল। আমার স্নেহাস্পদ পুত্রের কুশলসংবাদ পাই না। যে ক্ষুদ্র ঘটে অতি কষ্টে বিন্দু বিন্দু করে তৈল সংগ্রহ করেছি সেটি ভেঙে গেছে বলে আমি

অত্যন্ত কাতর। আমার পুত্রবধূ গর্ভভারে মন্থর (অর্থাৎ আসন্নপ্রসবা)। তাকে দেখে আমি তার শাশুড়ী ক্রন্দন করছি ॥ ২৫৫ ॥

তখন পৃথিবীতে করুণার সাগর ভোজ তাকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও বৃদ্ধার কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কোংকনদেশ-বাসী ব্রাহ্মণের কাহিনী

অন্য একদিন কোঙ্কনদেশ-বাসী এক ব্রাহ্মণ রাজাকে 'স্বস্তি' বলে বললেন—

হে ভোজ, আকাশ ও পৃথিবী আপনার যশরূপ সমুদ্রে যেন একটি শুক্তির দুটি আবরণ এবং চন্দ্রবিম্ব যেন সেই শুক্তিসম্ভূত মুক্তা ॥ ২৫৬ ॥

রাজা তাকে একলক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

॥ রাজা ও কোংকনদেশ-বাসী ব্রাহ্মণের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কাশ্মীরদেশীয় ব্রাহ্মণের কাহিনী

অন্য কোনো এক সময়ে কাশ্মীরদেশ থেকে আগত এক কেবল-কৌপীনধারী ব্রাহ্মণ রাজার কাছে সুবর্ণ, মাণিক্য ও পট্টবস্ত্রে সজ্জিত কবিদের দেখে রাজাকে বলেছিলেন—

হে রাজন্, আমার বাহু উৎকৃষ্ট কঙ্কনের ঝংকারে মুখরিত নয়; আমার কুন্তল নেই। সংযুক্ত সমুদ্রের সফেন জলের মতো সুন্দর বস্ত্র আমার ভূষণ নয়। গজদন্তের স্তম্ভের দ্বারা শোভিত শিবিকা আমার নেই। আমার অশ্বও সমস্ত[২৭] জগতের মধ্যে উন্নততম নয়; কেবল রাজসভাতে মনোরম বাগ্‌বিন্যাসের কৌশল আমার আছে ॥ ২৫৭ ॥

রাজা তাঁকে একলক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও কাশ্মীরদেশীয় ব্রাহ্মণের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কালিদাসের চন্দ্রকলংক বর্ণনার কাহিনী

কোনো এক সময়ে রাত্রিতে চন্দ্রমণ্ডল দেখে রাজা তার মধ্যবর্তী কলংক বর্ণনা করলেন—

কেউ কেউ এটিকে চন্দ্রের কলঙ্কচিহ্ন বলে থাকেন, কেউ এটিকে সমুদ্রের পাঁক মনে করেন, কেউ বা এটিকে মৃগ বলেন, আবার কেউ এটিকে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব বলতে চান।

এই শ্লোকের এই পূর্বার্ধটি লিখে রাজা কালিদাসের হাতে দিলেন। সেই মুহূর্তে কালিদাস এর উত্তরার্ধটি লিখে দিলেন—

চন্দ্রে যে চূর্ণীকৃত ইন্দ্রনীলমণির খণ্ডের মতো কৃষ্ণবর্ণ বস্তু দেখা যায় তা, আমি বলি, যে অন্ধকারকে রাত্রিতে চন্দ্র পান করে তার উদরস্থিত সেই অন্ধকার ॥ ২৫৮ ॥

এই উত্তরার্ধের প্রতি অক্ষর অনুসারে একলক্ষ মুদ্রা রাজা কালিদাসকে দান করলেন। কালিদাসের কবিতাপদ্ধতি দেখে আনন্দিত হয়ে রাজা পুনরায় তাঁকে বললেন, 'বন্ধু, কলংকহীন চন্দ্রের বর্ণনা দাও।' তখন কবি পড়লেন—কলংকহীন চন্দ্র লক্ষ্মীর কেলিপদ্মাকর, মদনপত্নী রতির শুভ্র গৃহ, দিগ্‌বধূদের দর্পণ, শ্যামালতার পুষ্প, ত্রিভুবন-জয়ী মন্মথের ছাতা, মহাদেবের একত্র সঞ্চিত হাসি, মন্দাকিনীর শ্বেতপদ্ম, জ্যোৎস্নারূপা অমৃতের দীঘি, নক্ষত্র এবং ধেনুদের সম্ভোগকর্তা শুভ্র বৃষ ॥ ২৫৯ ॥

রাজা পুনরায় তাঁকে প্রতি অক্ষর অনুসারে একলক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও কালিদাসের চন্দ্রকলংক বর্ণনার কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও বীণাবাদনরত কবির কাহিনী

এক সময়ে দূরদেশ থেকে বীণাবাদন-নিপুণ কোনো এক কবি এসে বললেন–

তর্ক, ব্যাকরণশাস্ত্রপরায়ণ ব্যক্তিদের ন্যায় প্রজ্ঞাসম্পন্ন আমি নই, আমি সাহিত্যবিদও নই। আমি অদ্ভুত বিচিত্র বাক্যরচনার চাতুর্য জানি না। তবু কোনো অবিজ্ঞাতস্বরূপা দেবী আমার মুখে থেকে ব্রহ্মার প্রিয়দুহিতার হস্তস্থিত বীণার মধুর অস্ফুট ধ্বনির মতো অশ্রুতপূর্ব বাক্য বলেন ॥ ২৬০ ॥

রাজা প্রতি অক্ষর অনুসারে তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। বাণ তাঁর সুললিত রচনা শুনে বললেন, মহারাজ–

ধ্বনিকাব্যে[২৮]-অভিজ্ঞ কবিরা উত্তম শব্দবিন্যাসের মাধুর্যকে চণ্ডালীর মতো স্পর্শ করেন না; যাঁরা রসানুরাগী[২৯] সজ্জন ব্যক্তি তাঁরা যেমন কুলকামিনীকে দেখেন না তেমনি অর্থগৌরবের চমৎকারিত্ব ইচ্ছা করেন না। কিন্তু কস্তুরী ও কর্পূরের[৩০] সম্মিলিত সৌরভের মতো অত সৌষ্ঠব ও শব্দসৌষ্ঠবের একত্র বিন্যাস কোন্ ভাগ্যবান পুরুষের কর্ণের তৃপ্তিবিধান করে না? ॥ ২৬১ ॥

॥ ভোজ ও বীণাবাদনশীল কবির কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ, সীতাদেবী ও কালিদাসের কাহিনী

অন্য এক সময়ে প্রভাতে রাজা সীতাকে বললেন–দেবি, প্রভাত বর্ণনা করো। সীতা বললেন–

কলিযুগে সজ্জনদের মতো স্থূলনক্ষত্রগুলি অত্যন্ত বিরল হয়ে যাচ্ছে, মুনির মনের মতো[৩১] সর্বত্র আকাশ নির্মল হয়ে যাচ্ছে; সজ্জনব্যক্তির চিত্ত থেকে দুর্জনদের মতো অন্ধকার অপসারিত হচ্ছে এবং উদ্যোগহীন ব্যক্তিদের সম্পদের মতো নিশা ক্ষিপ্র অপগত হচ্ছে ॥ ২৬২ ॥

রাজা তাকে লক্ষ মুদ্রা দিয়ে কালিদাসকে বললেন, 'সখে, সুকবি, তুমিও প্রভাত বর্ণনা করো।' কালিদাস বললেন, 'পারদ যেমন সুবর্ণ গ্রাস করে পিঙ্গল হয় তেমনি পূর্বদিক পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করেছে; নীচব্যক্তিদের সভায় পণ্ডিত যেমন নিষ্প্রভ হন তেমনি চন্দ্রও শোভাহীন হয়েছে; উদ্যোগবিহীন নৃপতিগণ যেমন অবিলম্বে দুর্বল হয়ে পড়েন তেমনি নক্ষত্ররাজি ক্ষণকালের মধ্যে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে পড়েছে, বিনয়রহিত ব্যক্তিদের শৌর্যাদিগুণ যেমন শোভা পায় না তেমনি দীপও নিষ্প্রভ হয়েছে' ॥ ২৬৩ ॥

রাজা প্রতি অক্ষর অনুসারে তাকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন;

॥ ভোজ, সীতাদেবী ও কালিদাসের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও মালাকারবধূর কাহিনী

অন্য এক দিন দ্বারপাল এসে বলল, 'মহারাজ, কোনও এক মালাকারের স্ত্রী দ্বারে উপস্থিত হয়েছে।' রাজা তাকে 'প্রবেশ করাও' বললেন। সেই মালাকারপত্নী রাজাকে নমস্কার করে পাঠ করল–সুরলোকবাসিনী চঞ্চলনয়না অপ্সরাগণ আপনার যশগান করে। তাদের বীণাদণ্ডের অলাবুফল (লাউ) অতিস্থূলত্বহেতু পরস্পর সংশ্লিষ্ট স্তন-দুটিকে আলিঙ্গন করে মধুরধ্বনির দ্বারা শোভিত হচ্ছে। আপনার যশ মহাদেবের জটাগ্রেশোভিত হিমাংশুকলার কিরণপ্রবাহের মতো শুভ্র ॥ ২৬৪ ॥

রাজা—আহা, উৎকৃষ্ট শব্দপঙ্‌ক্তি। এই বলে এই পঙ্‌ক্তির প্রতি অক্ষর অনুসারে তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও মালাকারবধূর কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও উলূখলে কার্যরতা নারীর কাহিনী

অন্য এক সময়ে রাজা ধারানগরে ভ্রমণ করতে করতে কোনো এক ব্যক্তির গৃহে কোনো এক নারীকে উলূখলে কার্যরতভাবে দেখলেন। পূর্ণচন্দ্রের মতো মনোরমবদনবিশিষ্টা ও কোমলাঙ্গী সেই নারীকে দেখে তার হাতের মুসলকে বললেন—হে মুসল, এর করপল্লব স্পর্শ করেও তোমাতে কিশলয়ের উদ্গম হল না, তুমি তাহলে কাষ্ঠময়। তখন রাজা একটি চরণ পড়লেন—'হে মুসল! যেহেতু সেই মুহূর্তে তোমাতে কিশলয়ের উদ্গম হল না' তারপর রাজা প্রভাতে সভাতে আগত কালিদাসকে দেখে 'মুসল! যেহেতু সেই মুহূর্তে তোমাতে কিশলয়ের উদ্গম হল না' এইটুকু পাঠ করে বললেন, 'সুকবি, আপনি অবশিষ্ট তিনটি চরণ পাঠ করুন।'

তখন কালিদাস বললেন—নবকুবলয়ের মতো নেত্রবিশিষ্টার হস্তস্পর্শ জনিত এই আনন্দেও যেহেতু তোমাতে সেই মুহূর্তে কিশলয়ের উদ্গম হল না, হে মুসল! জগতে যে প্রচলিত আছে যে তুমি কাষ্ঠমাত্র তা সত্য এবং তুমি যে অরণ্যে বর্ধিত হয়েছ তাও সত্য ॥ ২৬৫ ॥

তখন রাজা তিনটি চরণের প্রতি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও উলূখলে কার্যরতা নারীর কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ, দেবজয় ও হরিশর্মার কাহিনী

অন্য এক সময়ে রাজা ভোজ দীর্ঘকাল জলকেলি করে পরিশ্রান্ত হয়ে সরোবরের তীরস্থিত বটবৃক্ষের ছায়াতে উপবেশন করলেন। সেইখানে হরিশর্মা নামে এক কবি এসে বললেন—

হে শ্রীভোজদেব, পৃথিবীপালনে আপনি উদার। আপনার সেনাবাহিনীর দ্বারা উত্থিত ধূলির ভার আকাশকে মুহূর্তকালের মধ্যে ঢেকে দিলে তাই দেখে দক্ষিণ-দেশের অধিপতি অত্যন্ত ভীত, অত্যন্ত লজ্জিত, অনুচরবিহীন, স্বজন-বিরহিত, মিত্র-বিবর্জিত, স্ত্রীপুত্র-পরিশূন্য, কনিষ্ঠভ্রাতৃহীন এবং স্বর্ণ (অর্থাৎ ঐশ্বর্য)-বিহীন হয়ে পলায়ন করেছেন ॥ ২৬৬ ॥

তাছাড়া, আপনার যুদ্ধোৎসাহেপূর্ণ ও প্রদীপ্তশ্রী বিশাল সেনারূপ নীলীবৃক্ষ সম্ভূত ধূলি (সেনাপক্ষে পাদোত্থ ধূলি, নীলীবৃক্ষপক্ষে বৃক্ষের চূর্ণ) দিকগুলিকে শ্যামল করে দিয়েছে। সারসপাখিরা অসময়ে 'মানসসরোবরে যাবার সময় হয়েছে' এই মনে করে আনন্দে পূর্ণ হয়ে এবং ময়ূরেরা অকালে প্রবল তাণ্ডবনৃত্যে প্রবৃত্ত হয়ে ঐ দিকসমূহকে অবলোকন করছে ॥ ২৬৭ ॥

রাজা তাকে দুইলক্ষ মুদ্রা দিলেন। সেই সময়ে ঐ বৃক্ষের একটি শাখাতে একটি কাককে শব্দ করতে ও অপর এক শাখায় কোকিলকে কূজন করতে দেখে দেবজয় নামক কবি বললেন—হে মূঢ় কাক তোমার চরণ সুন্দর নয়; তোমার চঞ্চু চতুর অর্থাৎ কার্য-সাধনের উপযোগী নয়, তোমার শব্দ উচ্চারণযোগ্য নয়; তোমার গতি বিলাসযুক্ত নয়, তোমার পাখা শুক্ল নয়। কর্কশ ক্রেং ক্রেং শব্দপূর্ণ বাক্য বৃথা উচ্চারণ করে অযোগ্য ধ্বনিনৈপুণ্য প্রকাশ করছে কিন্তু লজ্জিত হচ্ছে না ॥ ২৬৮ ॥

(দ্বিতীয় অর্থ—হে মূর্খ ভিক্ষুক, তোমার শ্লোকের চরণ মনোজ্ঞ নয়। তোমার মুখ পদ্যচয়নে দক্ষ নয়, তোমার বাক্য উচ্চারণযোগ্য নয়, তোমার জ্ঞান মনোহারী নয়, তোমার পক্ষ অর্থাৎ যে কবিতাকে সহায় করে প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে রাজদ্বারে উপস্থিত হয়েছ তা শুদ্ধ নয়। তুমি বৃথাই কর্কশশব্দবহুল বাক্য উচ্চারণ করে অন্য কবির ভাব অপহরণহেতু অযোগ্যপাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে কী লজ্জা অনুভব কর না ?

দেবজয়কবি যে কাকের হয়ে তার নিন্দা করেছেন এটি অনুভব করে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইচ্ছুক হরিশর্মা ক্রোধসহকারে ঈর্ষাপূর্বক বললেন, কোকিলের মতো একই বর্ণের পাখা কাকের, কাক কৃষ্ণবর্ণ ও কোকিলের সঙ্গে একই স্থানে থাকে। কাক স্বয়ং যদি না শব্দ করে তাহলে কী করে কাক বলে কথিত হবে ? ॥ ২৬৯ ॥

তখন রাজা হরিশর্মা ও দেবজয়ের যে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা আছে তা বুঝতে পেরে আলিঙ্গন, বস্ত্রদান, অলংকারদান প্রভৃতির মাধ্যমে উভয়ের মিত্রতা সম্পাদন করলেন।

॥ ভোজ, দেবজয় ও হরিশর্মার কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও তপস্বীর কাহিনী

অন্য একদিন রাজা ভোজ রথে আরোহণ করে যেতে যেতে পথে কোনো এক তপস্বীকে দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনাদের মতো ব্যক্তিদের দর্শন ভাগ্যে ঘটে। আপনি কোথায় থাকেন ? আহারের জন্যে কার কাছে প্রার্থনা করেন ?' তখন সেই তপস্বী রাজার কথা শুনে বললেন, বনে বনে বৃক্ষে ফল আছে যা স্বেচ্ছায় অনায়াসে লাভ করা যায় : স্থানে স্থানে পবিত্রনদীতে শীতল ও মধুর জল আছে ; সুললিত লতা ও পল্লবদ্বারা গঠিত শয্যা আছে যার স্পর্শ কোমল। তবু ক্ষুদ্র (অর্থাৎ নিজের অবস্থাতে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি) ব্যক্তিরা ধনীর দ্বারে অপমানজনিত দুঃখ অনুভব করে ॥ ২৭০ ॥

রাজন্, 'আমরা কারো কাছে প্রার্থনা করি না বা কিছু গ্রহণও করি না।' রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

॥ ভোজ ও তপস্বীর কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কাশীবাসী ব্রাহ্মণের কাহিনী

তারপর উত্তর দেশ থেকে কোনো একজন এসে রাজাকে 'স্বস্তি' বললেন। তাঁকে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিদ্বান, কোথায় থাকেন আপনি ?' বিদ্বান বললেন—

'প্রভু, যে দেশে জল অমৃতকে নিন্দা করে, চণ্ডাল প্রভৃতি জঘন্য জাতি দেবশ্রেষ্ঠদের নিন্দা করে, এবং পাষাণ চিন্তামণিকে নিন্দা করে সেই দেশে আমাদের বাস ॥ ২৭১ ॥

রাজা তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিয়ে ফল জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাশীদেশে বিশেষ সংবাদ কী ?' তিনি বললেন, 'মহারাজ, ইদানীং লোকমুখে অদ্ভুতবার্তা শোনা যাচ্ছে যে দেবতারা দুঃখপীড়িত হয়েছেন।' রাজা—'বিদ্বন্, দেবতাদের কিসের দুঃখ ?' তিনি বললেন—ভোজ আজ আমাদের বাসস্থান কাঞ্চনপর্বত দান করে দিলেন, এখন আমরা থাকব কোথায় ?—এই চিন্তায় দেবতারা আকুল হয়েছেন, এই রকম নতুন এক বৃত্তান্ত শোনা যাচ্ছে ॥ ২৭২ ॥

তখন রাজা তাঁর কৌতুকোদ্দীপক বচন শুনে তুষ্ট হলেন ও তাঁকে পুনরায় লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও কাশীবাসী ব্রাহ্মণের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও ব্রহ্মচারীর কাহিনী

তখন দ্বারপাল বলল—'মহারাজ, কোনো এক ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ বিদ্বান শ্রীশৈল থেকে এসে দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। রাজা তাকে 'প্রবেশ করাও' বললেন। তখন ব্রহ্মচারী এসে রাজাকে 'দীর্ঘজীবী হোন' বললেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রহ্মন্, আপনার বাল্যকালে[৩২] কালিদাসের উপযুক্ত কী ব্রত ছিল? প্রতিদিন উপবাসের জন্যে আপনি কৃশ হয়েছেন। কোনো এক ব্রাহ্মণের কন্যা আপনাকে দান করব, আপনি গৃহস্থধর্ম পালন করুন।' ব্রহ্মচারী বললেন—মহারাজ, আপনি ঈশ্বর। আপনার অসাধ্য কী?

যাঁদের মিত্র মৃগ, গৃহ পর্বতের গুহা, প্রিয় গৃহিণী শান্তি; যাঁদের বন্যফলের দ্বারা জীবিকা নির্বাহিত হয়; যাঁদের উত্তম আচ্ছাদন বৃক্ষের বল্কল, যাদের মনে ঈশ্বরের ধ্যান-জন্যে অমৃতপ্রবাহে নিমগ্ন থাকে বলে অপার আনন্দ, তাঁরা চন্দ্রভূষণ শিবে সংযম অর্পণ করেছেন, তাঁদের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষেও অভিলাষ নেই ॥ ২৭৩ ॥

রাজা উঠে তাঁর চরণে পতিত হয়ে বললেন, 'ব্রাহ্মণ, আমার কী করা উচিত?' তিনি উত্তর দিলেন—দেব, আমরা কাশী যেতে ইচ্ছা করি। সুতরাং আপনি এক কাজ করুন। আপনার গৃহে যেসব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আছেন তাঁদের সকলকে সস্ত্রীক কাশীর অভিমুখে প্রেরণ করুন। তাহলে আমি পরস্পর বিবিধ আলাপ করতে করতে সন্তুষ্ট চিত্তে কাশী যাব। রাজা তাই করলেন। তখন সকল পণ্ডিতশ্রেষ্ঠগণ রাজার আদেশে প্রস্থান করলেন। কেবল এক কালিদাস গেলেন না। রাজা কালিদাসকে জিগ্যেস করলেন—সুকবি, আপনি কেন গেলেন না? তখন কালিদাস রাজাকে বললেন—দেব, আপনি তো সব জানেন।

যে পণ্ডিতেরা শিবের দূরবর্তী তাঁরাই তীর্থে যান। কিন্তু যাঁর হৃদয়ে স্বয়ং গৌরী-বল্লভ শিব বর্তমান সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র ॥ ২৭৪ ॥

॥ ভোজ ও ব্রহ্মচারীর কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কালিদাসের বিচ্ছেদের কাহিনী

তারপর বিদ্বানব্যক্তিরা কাশী চলে গেলে একদিন রাজা সভায় কালিদাসকে জিগ্যেস করলেন—কালিদাস, আপনি আজ কী কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন—হে ভোজ, যে চারণগণ লোকালোকপর্বতে (সূর্যকিরণে আপ্লুত সীমাপর্বতে) বিচরণ করে থাকেন তাঁরা বার বার মেরুদেশে, মন্দরপর্বতের গুহায়, হিমালয়ের সানুপ্রদেশে, মহেন্দ্রপর্বতে, কৈলাসের শিলাতলে, মলয়াচলের উৎকৃষ্ট স্থানে, সহ্যপর্বতে—এইসব স্থানে আপনার যশ কীর্তন করেন, তা আমি শুনেছি ॥ ২৭৫ ॥

রাজা আনন্দিত হয়ে তাঁকে প্রতি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। তারপর কোনো এক সময়ে রাজা বিদ্বান ব্যক্তিরা চলে গেলে, কালিদাস সর্বদাই বেশ্যাসক্ত হয়ে থাকেন জেনে চিন্তা করলেন, 'অস্থা, বাণ, ময়ূর প্রভৃতিরা আমার আজ্ঞা পালন করলেন, এই ব্যক্তি বেশ্যার প্রতি আসক্তিবশত আমার আজ্ঞা মানছে না, আমি কী করি?' এরপর রাজা কালিদাসকে অবজ্ঞার সঙ্গে দেখতে লাগলেন।

কালিদাস নিজের প্রতি রাজার অবজ্ঞা অনুভব করে বল্লালদেশে গিয়ে সেই দেশের অধিপতির নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—'মহারাজ, মালবরাজ ভোজের অবজ্ঞার জন্যে আপনার দেশে আমি এসেছি। আমি কবি কালিদাস।' তখন রাজা তাঁকে আসনে বসিয়ে বললেন—সুকবি, ভোজের সভা থেকে যে-সব পণ্ডিত এখানে এসেছেন তাঁরা

শতবার আপনার মহিমা বর্ণনা করেছেন। হে সুকবি, তাঁরা আপনাকে সরস্বতী বলেন। সুতরাং আপনি কিছু পাঠ করুন। তখন কালিদাস বললেন—

হে বল্লালভূপাল, আপনার শত্রুর নগরে ব্যাধবধূ ভ্রমণ করতে করতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রত্ন নিয়ে সেগুলিকে খদিরকাঠের অঙ্গার মনে করাতে ভয়ে তার অঙ্গ ব্যাকুল হয়েছে। সে রত্নগুলির উপর শ্বেতচন্দনের খণ্ড রেখে নয়ন মুদ্রিত করে ফু দিচ্ছে (আগুন জ্বালানোর উদ্দেশ্যে)। তার নিঃশ্বাসের সৌরভে যে ভ্রমরেরা এসে উপস্থিত হয়েছে তারা ধূমের সংশয় উৎপাদন করছে ॥ ২৭৬ ॥

তখন রাজা প্রতি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা তাকে দিলেন। তারপর এক সময়ে বল্লালাধিপতি কালিদাসকে অনুরোধ করলেন—সুকবি, একশিলানগরী বর্ণনা করুন।

তখন কবি বললেন—

একশিলানগরীর পথে পথে মৃগনয়নাদের (সুন্দরী রমণীদের) ছলপূর্বক কটাক্ষপাতের দ্বারা তরুণেরা পদে পদে বিনা অপরাধে শৃংখলিত হচ্ছে ॥ ২৭৭ ॥

রাজা প্রতি অক্ষর অনুসারে আবার তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

কবি আবার পড়লেন—

এই নগরীর সমুদ্রের মতো দীর্ঘ দীঘিতে সমাগত পদ্মপলাশের ন্যায় দীর্ঘ নয়নবিশিষ্টা নারীদের বঙ্কিম কটাক্ষরূপ মদনের বাণ তরুণদের আহত করছে ॥ ২৭৮ ॥

বল্লালাধিপতি আবার তাঁকে প্রতি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। এই ভাবে কালিদাস ঐ দেশেই রয়ে গেলেন।

॥ ভোজ ও কালিদাসের বিচ্ছেদের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও মাঘের পত্নীর কাহিনী

এই সময়ে ধারানগরীতে দ্বারপাল ভোজের কাছে এসে বলল, 'দেব, গুর্জরদেশ থেকে মাঘ নামে এক পণ্ডিতপ্রবর এসে নগরের বাইরে অবস্থান করছেন। তিনি নিজের পত্নীকে রাজপ্রাসাদের দ্বারে প্রেরণ করেছেন।' রাজা তাকে 'প্রবেশ করাও' বললেন। তখন মাঘের পত্নী প্রবেশ করলেন ও রাজার হাতে একটি পত্র দিলেন। রাজা সেটি নিয়ে পড়লেন—

কুমুদবনের সৌন্দর্য অপগত হচ্ছে, পদ্মসমূহ শোভা লাভ করছে। পেচক আনন্দ হারাচ্ছে, চক্রবাক প্রীতি লাভ করছে। উষ্ণকিরণ সূর্যের উদয় হচ্ছে ও শীতাংশু চন্দ্র অস্তাচলে গমন করছে। হায় ! পাপবিধাতার দ্বারা নিপীড়িতের পরিণাম কী বিচিত্র ॥ ২৭৯ ॥

রাজা সেই অদ্ভুত প্রভাতের বর্ণনা শুনে মাঘের স্ত্রীকে তিনলক্ষ মুদ্রা দিয়ে বললেন, 'মা, এটি আপনাদের আহারের জন্যে দিলাম। প্রভাতে আমি পণ্ডিত মাঘের কাছে গিয়ে তাকে নমস্কার করে তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করব।' তখন তিনি (মাঘের স্ত্রী) চলে গেলেন। যেতে যেতে যাচকদের মুখে নিজের স্বামীর শারদীয় চন্দ্রের কিরণের মতো শুভ্র (নিষ্কলুষ) গুণের কথা শুনে তাদের ভোজের দেওয়া সমস্ত ধন দান করলেন। তারপর নিজের স্বামী পণ্ডিত মাঘের কাছে গিয়ে বললেন—'নাথ, রাজা ভোজ আমাকে সম্মানিত করেছেন। তোমার গুণের কথা শুনে যাচকদের সব দিয়ে দিয়েছি।' মাঘ বললেন—দেবি, ভালো করেছ। কিন্তু এই যাচকরা আবার এসেছেন, তাঁদের কী দেবে ?

তখন পণ্ডিত মাঘের কেবল বস্ত্র মাত্র অবশিষ্ট আছে জেনে কোনো এক প্রার্থী বললেন—

হে জলদ, সূর্যের উষ্ণতাপে সন্তপ্ত পর্বতদের ও উৎকট দাবাগ্নির দ্বারা পীড়িত অরণ্যগুলিকে আশ্বাসিত করে, শত শত নদ ও নদীকে জলপূর্ণ করে তুমি যে রিক্ত হয়েছ, তাতেই তোমার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য ॥ ২৮০ ॥

এই শুনে মাঘ স্ত্রীকে বললেন—

আমার অর্থ নেই কিন্তু দান করার তৃষ্ণা আমাকে পরিত্যাগ করে না। আমার দুরাকাঙ্ক্ষ-মন ত্যাগ ভালোবাসে। ভিক্ষা হীনতা আনে ; আত্মহত্যায় পাপ হয়। কিন্তু প্রাণ স্বয়ং চলে যাচ্ছে, এতে অনুশোচনার কী প্রয়োজন ? ॥ ২৮১ ॥

সন্তোষরূপ জলে দারিদ্র্যাগ্নির সন্তাপ প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু যাচকদের আশাভঙ্গ-জনিত আমার অন্তরের দাহ কীভাবে উপশমিত হবে ? ॥ ২৮২ ॥

তখন পণ্ডিতমাঘের সেই অবস্থা দেখে সব যাচক স্বস্থানে চলে গেলেন। সব যাচক যথাস্থানে চলে গেলে মাঘ বললেন, 'হে আমার প্রাণ, ব্যথিত যাচকদের সঙ্গে তুমিও নির্গত হও। তোমাকে তো কিছুদিন পরে যেতেই হবে, তাহলে এইরকম মহদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত মৃত্যু কোথায় পাওয়া যাবে ?' ॥ ২৮৩ ॥

এইভাবে বিলাপ করতে করতে পণ্ডিত মাঘ পরলোকে গমন করলেন। তখন মাঘের স্ত্রী স্বামীকে পরলোকগত দেখে বললেন, 'যার গৃহে রাজারা সর্বদা ভৃত্যের মতো সেবা করতেন সেই পণ্ডিত মাঘের মৃত্যু হচ্ছে। তাঁর পত্নীই এখন একমাত্র সহায় (অর্থাৎ দারিদ্র্য-) হেতু সব অনুচর তাঁকে ত্যাগ করেছে। ॥ ২৮৪ ॥

তারপর রাজা পণ্ডিত মাঘের মৃত্যু হয়েছে জেনে রাত্রিতে নিজের নগর থেকে একশ ব্রাহ্মণের সঙ্গে নীরবে সেইখানে (মাঘের গৃহে) গেলেন। তখন মাঘের স্ত্রী রাজাকে দেখে বললেন, 'রাজন্, যেহেতু এই পণ্ডিতপ্রবর আপনার দেশে গিয়ে পরলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন সুতরাং তাঁর শেষকৃত্য সম্যকভাবে আপনার করা উচিত।' রাজা মৃত মাঘকে নর্মদানদীর তীরে নিয়ে যথোপযুক্ত বিধি-অনুসারে সংস্কার করলেন। সেইখানে মাঘের পত্নী অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। ভোজ তাঁদের পুত্রের মতো সব করলেন।

॥ ভোজ ও মাঘের স্ত্রীর কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কালিদাসের মিলন কাহিনী

তারপর মাঘ স্বর্গে গেলে রাজা শোকে আকুল হলেন এবং বিশেষ করে কালিদাসের সঙ্গে বিচ্ছেদবশতঃ ও পণ্ডিতদের প্রবাস হেতু কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিনে দিনে কৃশ হয়ে গেলেন। তখন অমাত্যগণ একসঙ্গে মিলিত হয়ে চিন্তা করলেন, 'বল্লালদেশে কালিদাস বাস করছেন ; তিনি এলে রাজা সুখী হবেন।' এইরকম চিন্তা করে অমাত্যগণ একটি পত্রে কিছু লিখে সেই পত্র একজন অমাত্যের হাতে দিয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি কালক্রমে কালিদাসের কাছে পৌঁছে, 'রাজার অমাত্যগণ আমাকে প্রেরণ করেছেন'—এই কথা বলে তাঁকে প্রণাম করে পত্রটি তাঁকে দিলেন। কালিদাস পত্রটি পড়লেন—আমাদের এই পত্রপ্রেরণের উদ্দেশ্য যদি অন্যথা হয় তাহলে তিনি (ভোজ) কখনই দীর্ঘকাল জীবিত থাকবেন না। সৎপুরুষদের কোপ নীচব্যক্তিদের স্নেহের তুল্য ! (অর্থাৎ নীচ-ব্যক্তির স্নেহ যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তেমনি সজ্জনের কোপও দীর্ঘস্থায়ী নয়। সুতরাং আপনি কোপ পরিত্যাগ করে ভোজের নিকট ফিরে আসুন) ॥ ২৮৫ ॥

হে শিশুকোকিল, (শিশুর মতো চঞ্চলমতি কবি) আনন্দের সঙ্গে সহকারবৃক্ষে দীর্ঘকাল থেকে তাকে ত্যাগ করে আজ অন্য বৃক্ষে বিচরণ করতে লজ্জা পাও না ? ॥ ২৮৬ ॥

হে মধুকণ্ঠ, তোমার বাণীরূপ সহকারের যেমন শোভা, তেমনি পলাশ বা খদিরে হতে পারে কিনা তুমিই বিচার করো ? ॥ ২৮৭ ॥

তখন কালিদাস প্রভাতে সেই রাজাকে (বল্লালদেশের) বিদায় জানিয়ে মালবদেশে এসে রাজার ক্রীড়োদ্যানে অবস্থান করলেন। তিনি এসেছেন জেনে রাজা স্বয়ং সেখানে অনেক পরিজনের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে এসে সম্মানিত করলেন। তারপর ক্রমে বিদ্বান গণ সমাগত হলে ভোজের সভা আগের মতো শোভা পেল।

॥ ভোজ ও কালিদাসের মিলনের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও জালন্ধরীয় কবির কাহিনী

যখন ভোজ সিংহাসন অলংকার করে বসে আছেন তখন দ্বারপাল এসে বলল, 'দেব, কোনো এক পণ্ডিত জালন্ধরদেশ থেকে এসে রাজদ্বারে অবস্থান করছেন।' রাজা তাকে প্রবেশ করাতে বললেন। সভাতে এসে ঐরকম রাজাকে ও জগদ্‌বরেণ্য কালিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদের‍ দেখে ঐ পণ্ডিতের জিহ্বা যেন অচল হয়ে গেল। সভাতে তাঁর মুখ থেকে কিছু নিঃসৃত হল না। রাজা তাঁকে বললেন, 'বিদ্বন্‌, কিছু পড়ুন।' তিনি বললেন, 'হে রিপুরাজলক্ষ্মীর কেশাকর্ষণে নিরতহস্ত রাজন্‌, আরনালের (অম্লজল বা অত্যন্ত টক আমানি, কবিপক্ষে অতি বিরস বাক্য) দ্বারা কণ্ঠের দাহ-আশংকা করে আমার মুখ থেকে সরস্বতী অপগত হয়েছেন, সেই জন্যে আমার কবিত্ব নেই।' ॥ ২৮৮ ॥

রাজা তাঁকে একশ মহিষী দান করলেন।

॥ ভোজ ও জালন্ধরীয় কবির কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ, সীতা ও কালিদাসের কাহিনী

অন্য একদিন রাজা পরিহাসচ্ছলে সীতাকে বললেন, 'দেবি, সুরত বর্ণনা করো।'

সীতা বললেন, 'হে ভোজরাজ, জগতের আনন্দের হেতু সুরতকে প্রণাম, আপনার মতো সংযমী ব্যক্তিদের কাছে যার ফল অপ্রধান।' (অর্থাৎ সংযমী ব্যক্তিগণ বংশধারা সংরক্ষার জন্যে সুরতে প্রবৃত্ত হন বলে এর আনন্দ তাঁদের কাছে গৌণ।) ॥ ২৮৯ ॥

সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁকে হার দিলেন। তখন চামরধারিণী বেশ্যাকে দেখে রাজা কালিদাসকে বললেন, 'সুকবি, এই বেশ্যাকে বর্ণনা করুন।' তাকে অবলোকন করে কালিদাস বললেন—

হে চন্দ্রাননে, কেশভারকে স্তনভার, স্তনভারকে কেশভার ভয় পায়, আর তোমার জঘন কেশভার ও স্তনভার উভয়কেই ভয় পায়। কী অপূর্ব শোভা ? ॥ ২৯০ ॥

ভোজ তুষ্ট হয়ে স্বয়ং পড়লেন—

বদন থেকে দুই চরণ, বচন থেকে অধর ও দন্তপঙ্‌ক্তি, কেশভার থেকে দুই স্তন ও কটিদেশ থেকে দৃষ্ট দুই লোচন ভয় পায় ॥ ২৯১ ॥

(বদন চন্দ্রতুল্য বলে চরণরূপ পদ্মের ভীতি, কারণ চন্দ্রের উদয়ে পদ্মের শোভা অপগত হয়। বচনসুধা পান করে রসিকজন অধর বা দন্তপঙ্‌ক্তির প্রতি আকৃষ্ট

হবে না, তাই বচনকে অধর ও দন্তপঙ্‌ক্তির ভয়। স্তনদ্বয় চক্রবাকমিথুনের মতো ও কেশভার ঘন অন্ধকার নিশার মতো। চক্রবাকমিথুনের নিশাগমে বিয়োগ ঘটে বলে কেশভার থেকে স্তনদ্বয়ের ভীতি। কটিদেশের ক্ষীণতা দেখে দীর্ঘ নয়নের ভয়, পাছে কটিদেশের ক্ষীণতা তাকে আক্রান্ত করে তাই কটিদেশ থেকে লোচনদ্বয়ের ভীতি।)

॥ ভোজ, সীতা ও কালিদাসের কাহিনী সমাপ্ত ॥

সমস্যাপূরণ প্রসঙ্গে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী

অন্য একদিন রাজা ভোজ ধারানগরে একাকী ভ্রমণ করতে করতে কোনো এক বিপ্রপ্রবরের গৃহে গেলেন। সেইখানে পতিব্রতা রমণীকে স্বামীকে অঙ্কে ধারণ করে থাকতে দেখলেন। তার শিশু ঘুম থেকে উঠে আগুনের কাছে গেল। সেই পতিধর্মপরায়ণা নারী স্বামীকে জাগ্রত করলেন না। শিশু আগুনে পতিত হলেও তাকে ধরলেন না। রাজা সেই আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেই পতিধর্মপরায়ণা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করলেন, 'হে যজ্ঞেশ্বর, তুমি সকল কর্মের সাক্ষী[৩৪]। তুমি সকল ধর্ম জান। আমি পতিধর্মপরাধীন, তাই শিশুকে ধরছি না তুমি জান। তাই আমার শিশুকে অনুগ্রহ করো, তাকে দগ্ধ কোরো না।' তারপর শিশুটি অগ্নিতে প্রবেশ করেও একদণ্ড পর্যন্ত সেইখানে রইল, কিন্তু ক্রন্দন করল না, সহাস্যবদনে রইল। সেই নারী ধ্যানাবিষ্ট হয়ে থাকলেন। তাঁর স্বামী স্বেচ্ছায় জাগ্রত হলে তিনি তাড়াতাড়ি শিশুকে ধরলেন। সেই শ্রেষ্ঠধর্ম দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে রাজা বললেন, 'আহা, আমার মতো ভাগ্য কার আছে?—যেহেতু এই রকম পুণ্যবতী-স্ত্রী আমার নগরে বাস করেন।' তারপর প্রভাতে সভায় এসে সিংহাসনে উপবেশন করে রাজা কালিদাসকে বললেন, 'সুকবি, আমি গত রাত্রে অতীব আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখেছি।' এই বলে রাজা পাঠ করলেন—অগ্নি চন্দন-পঙ্কের মতো শীতল। কালিদাস মুহূর্তকালের মধ্যে তিনটি চরণ পড়লেন—অগ্নিতে পুত্রকে পতিত হতে দেখেও পতিব্রতা তাঁর পতিকে জাগ্রত করলেন না। তাঁর পতিভক্তি-মহিমায় অগ্নিও চন্দনপঙ্কের মতো শীতল হল ॥ ২৯২ ॥

রাজা নিজের মনের কথা জানতে পেরে বিস্মিত হলেন এবং কবিকে আলিঙ্গন করে তাঁর চরণে পতিত হলেন।

একদিন গ্রীষ্মকালে রাজা ভোজ অন্তঃপুরে বিচরণ করতে করতে গ্রীষ্মের তাপে সন্তপ্ত হয়ে অন্তঃপুরবাসিনীদের আলিঙ্গন ইত্যাদি না করে তাদের সঙ্গে রসাল সংলাপ প্রভৃতি প্রীতিব্যঞ্জক ব্যবহার অনুভব করে সেইস্থানেই নিদ্রা গেলেন। তারপর প্রভাতে উঠে সভায় প্রবেশ করে রাজা কৌতূহলসহকারে পাঠ করলেন—যখন বাতাসের আগমনবার্তা-বিহীন সময় অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে উঠল—

ভবভূতি বললেন—সঙ্গী ক্ষুধার্ত শিশুকে নিজের মুখবায়ুর দ্বারা ফুৎকার দিল যখন বাতাসের আগমনবার্তাবিহীন সময় অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে উঠল ॥ ২৯৩ ॥

রাজা বললেন—ভবভূতি লোকের প্রচলিত কথাকে ভালোভাবে আপনি বলেছেন। তারপর রাজা কালিদাসের প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। কালিদাস বললেন—

বিলাসী যুবকেরা অভিপ্রায়ব্যঞ্জক দৃষ্টিপাতের দ্বারা নারীদের অভিনবভাবে আলিঙ্গন করলেন যখন বাতাসের আগমনবার্তাবিহীন সময় অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে উঠল ॥ ২৯৪ ॥

রাজা নিজের মনের কথা জানতে পেরে সন্তুষ্ট হয়ে কালিদাসকে বিশেষভাবে সম্মানিত করলেন।

অন্য এক সময়ে মৃগয়াপরবশ রাজা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটি সরোবরের তীরে নিবিড়ছায়াবিশিষ্ট জামগাছের মূলে উপবেশন করলেন। সেইখানে রাজা শুয়ে থাকলে জামগাছের উপরে বহু বানর সমস্ত জামফল ফেলতে লাগল। জামফলগুলিকে সশব্দে পড়তে দেখে এক ঘণ্টা সময় সেই স্থানে থেকে শ্রম অপনীত হলে উঠে রাজা ভালো ঘোড়ায় আরোহণ করে চলে গেলেন। তারপর সভায় রাজা পূর্বে অনুভূত বানরদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত জামফল পড়ার শব্দ অনুকরণ করে সমস্যা বললেন—

'গুলুগুগুগ্ গুলু গুগুগ্ গুলু'

কালিদাস তখন বললেন -

বানরদের দ্বারা আন্দোলিত শাখা থেকে পাকা জামফল বিমল জলে গুলু গুগুগ্ গুলু গুগুগ্ গুলু (শব্দ করে) পড়ছে ॥ ২৯৫ ॥

রাজা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—পরের মন যদিও দৃষ্টির অগোচর তবু তা আপনি কী করে জানেন ? আপনি সাক্ষাৎ সরস্বতী। এই বলে বার বার তাঁর চরণে পতিত হলেন।

এক সময়ে ধারানগরে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করতে করতে রাজা ভোজ কোনো এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হয়ে সেইখানে অবস্থান করলেন। তখন বৃদ্ধব্রাহ্মণ পূজো বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে পূজা অর্পণ করে কাকের উদ্দেশে উপহার নিয়ে গৃহ থেকে নির্গত হলেন ও জলের দ্বারা শুদ্ধ ভূমিতে তা রেখে কাককে ডাকতে লাগলেন। তাঁর হস্ত সঞ্চালন ও 'হা হা' এই শব্দের দ্বারা কাকেরা এসে উপস্থিত হল। সেইখানে একটি কাক উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে লাগল। তা শুনে তাঁর তরুণী-স্ত্রী ভীত হয়ে নিজের বক্ষস্থলে হাত রেখে 'হায় মা' বলে ক্রন্দন করলেন। তখন ব্রাহ্মণ বললেন, 'হে প্রিয়ে, সাধুশীলা কেন ভয় পাচ্ছে ?' তিনি বললেন, 'নাথ, আমার মতো পতিব্রতা স্ত্রীদের নিষ্ঠুর শব্দ শোনা সহ্য হয় না।' ব্রাহ্মণ বললেন, 'সাধুশীলা, সেইরকমই হওয়া উচিত।' তখন রাজা এই সমগ্র বৃত্তান্ত দেখে চিন্তা করলেন—'অহো, এই তরুণী নিশ্চয়ই দুশ্চরিত্রা যেহেতু বিনাকারণে ভয় পাচ্ছেন, নিজের পাতিব্রত্য নিজেই কীর্তিত করছেন। নিশ্চয়ই ইনি ভয়হীনভাবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ রাত্রিতে করে থাকেন।' এই মনে নিশ্চয় জেনে রাজা রাত্রিতে নিজেকে গোপন করে, সেইখানে রয়ে গেলেন। তারপর রাত্রিতে পতি নিদ্রিত হলে সেই নারী মাংসের পাত্র বেশ্যার হাতে দিয়ে বহন করে নর্মদা তীরে গেলেন। রাজাও নিজেকে গোপন রেখে তাঁকে অনুসরণ করলেন। সেই নারী নর্মদাতে গিয়ে সমাগত কুমীরদের মাংস দিয়ে নদী পার হলেন ও অপরতীরে সম্মুখে শূলধারী নিজের মনের মানুষের সঙ্গে সম্ভোগে ব্যাপৃত হলেন। তাঁর সেই কাহিনী দেখে রাজা গৃহে ফিরলেন ও প্রভাতে রাজসভায় কালিদাসকে দেখে বললেন—'সুকবি, শুনুন। দিনের বেলায় কাকের শব্দে ভীতা'। তখন কালিদাস বললেন—'রাত্রিতে নর্মদা পার হন।' তখন রাজা তুষ্ট হয়ে আবার বললেন, 'সেই জলে কুমীর আছে'। তখন কবি বললেন, 'সেই সুন্দরী কুলটা মর্মজ্ঞা (অর্থাৎ, কোন্ উপায়ে কাকে বশ করতে পারা যায় এই বিষয়ে নিপুণ) ॥ ২৯৬ ॥

তখন রাজা কালিদাসের চরণে পতিত হলেন।

॥ সমস্যাপূরণ প্রসঙ্গে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও তিন কবির কাহিনী

এক সময়ে ধারানগরে ভ্রমণ করতে করতে বেশ্যাপল্লীর নিকটবর্তী পথে কন্দুকক্রীড়াসক্ত কোনো সুন্দরীকে রাজা দেখলেন। কন্দুকচালনের বেগের দ্বারা তাঁর কর্ণভূষণ চরণের নিকট পতিত হয়েছিল। রাজা সভাতে বললেন, 'কবিগণ, কন্দুক বর্ণনা করুন।'

তখন ভবভূতি বললেন, 'হে কন্দুক, তোমার মন জেনেছি। তুমি নারীর অধরের সঙ্গ লাভ করতে ইচ্ছুক। তুমি নারীর করপদ্মের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বার বার পড়ছ ও উঠছ' ॥ ২৯৭ ॥

তারপর বররুচি বললেন—

এই কন্দুকটি একটি হয়েও তিনটি বলে মনে হচ্ছে।—কান্তার করতল রাগের দ্বারা রক্তিম ; ভূমিতে তার (কান্তার) চরণের নখের কিরণের দ্বারা ঈষৎ শুভ্র বর্ণ ; আকাশে যখন কন্দুক থাকে তখন কান্তার সুন্দর নয়নের কিরণের দ্বারা ঈষৎ নীলবর্ণ ॥ ২৯৮ ॥

তারপর কালিদাস বললেন- কন্দুক নারীর স্তনের আকার ধারণ করে বলে বার বার নারীর হাতে দিয়ে রোষসহকারে আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে। এই দেখে নয়নের সঙ্গে সাদৃশ্য-বশতঃ ভীত উৎপল স্ত্রীলোককে প্রসাদিত করার জন্যে তার চরণে পতিত হল ॥ ২৯৯ ॥

তখন রাজা তুষ্ট হয়ে এই তিনটি পদ্যের অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন ; বিশেষ করে কালিদাসকে সম্মানিত করলেন। কারণ তিনি অপ্রত্যক্ষভাবে কন্দুকের ভ্রমণ-বেগহেতু কর্ণভূষণরূপে উৎপল যে চরণে পতিত হল তার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন।

॥ ভোজ ও তিন কবির কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও শিবশর্মার কাহিনী

তারপর একদিন চিত্রকর্ম দেখতে তৎপর রাজাভোজ চিত্রে অংকিত বৃহদাকার অনন্ত-নাগকে দেখে, 'সুন্দর আঁকা হয়েছে' এই কথা বললেন। তখন কোনো এক শিবশর্মা নামক কবি শেষনাগের ছলে রাজার স্তুতি করলেন—ভেকভক্ষণে তৎপর অনেক সর্প এখানে আছে ; তাদের মধ্যে একজন এই 'শেষনাগ' পৃথিবীকে ধারণ করতে সক্ষম ॥৩০০॥

রাজা তখন তার মনের অভিপ্রায় জেনে তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ ভোজ ও শিবশর্মার কাহিনী সমাপ্ত ॥

হসন্তী (লৌহময় অঙ্গার-পাত্র)-বর্ণনা প্রসঙ্গে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী

কোনো এক সময়ে হেমন্তকাল উপগত হলে প্রজ্বলিত-হসন্তী ব্যবহার করে রাজা কালিদাসকে বললেন, 'সুকবি, হসন্তী বর্ণনা করুন।' তখন সুকবি বললেন—

ধূমবিহীন অগ্নিযুক্ত হসন্তী (অঙ্গার-পাত্র) হরমূর্তির ন্যায় শোভা পাচ্ছে। (হর-মূর্তি পক্ষে বিধু—চন্দ্র, উমা ও ললাট নেত্রসম্ভূত অনল এই তিনটির দ্বারা শোভিত)। এই অঙ্গার-পাত্র কবির বুদ্ধির ন্যায় বহুলোহা। (কবিবুদ্ধি পক্ষে বহুল—প্রভূত, উহঃ অব্যাহার অর্থাৎ বিবিধপ্রকার উদ্ভাবনশক্তিসমন্বিতা। হসন্তীপক্ষে প্রভূত লোহনির্মিত) এবং প্রভাতবেলার ন্যায় সুঘটিতচক্র (প্রভাতবেলা পক্ষে সুঘটিতঃ—সম্মিলিতঃ চক্রঃ—চক্রবাক্ পক্ষী যস্যাম্। রাত্রিতে বিযুক্ত চক্রবাকমিথুন প্রভাতে মিলিত হয়, হসন্তীপক্ষে সুঘটিতং সুসম্বদ্ধং চক্রং যস্যাম্, অঙ্গার-পাত্র শকটাকার বলে তাতে চক্র সংযুক্ত থাকে।) ॥ ৩০১ ॥

রাজা অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ হস্তী-বর্ণনা প্রসঙ্গে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী সমাপ্ত ॥

সমস্যা পূরণে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী

কোনো একদিন ভোজরাজ গৃহের অভ্যন্তরে সম্ভোগযোগ্য ও সমান গুণান্বিত নিজের চারজন পত্নীকে দেখেন। তাদের মধ্যে কুন্তলেশ্বরের কন্যা পদ্মাবতীতে ঋতুস্নান, অঙ্গরাজের কন্যা চন্দ্রমুখীতে ক্রমপ্রাপ্ত (অর্থাৎ নিয়মানুসারে চন্দ্রমুখীর নিকটে গমনের দিন সমাগত এই চিন্তা), কমলানাম্নী পত্নীতে দ্যূতক্রীড়াতে পণজয়ের দ্বারা নির্ণীত সমীপগমনের দিন আগত এই আশ্বাস, প্রধান মহিষী লীলাদেবীতে দূতীপ্রেরণের মাধ্যমে আহ্বান—এইভাবে চারপ্রকার গুণ দেখে এই গুণগুলির মধ্যে কোনটি বড়ো ও কোনটি ছোটো এই চিন্তা ধরে সকল মহিষীর প্রতি সমান সমান দাক্ষিণ্যপরায়ণ রাজরাজ শ্রীভোজদেব সমদৃষ্টিসহকারে দুই-তিন দণ্ড পর্যন্ত চিন্তা করলেন। কিন্তু কোনো বিশেষ সিদ্ধান্তে না এসে নিদ্রা গেলেন। প্রভাতে উঠে আহ্নিক করে সভাতে গেলেন। সেইখানে সিংহাসন অলংকৃত করে শ্রীভোজদেব সমস্ত কবিমণ্ডলের ভূষণস্বরূপ কালিদাসকে দেখে বললেন—সুকবি, আমার এই সমস্যাটি শুনুন। এর চতুর্থ চরণে তিনটি অক্ষর কম আছে। —'কিংকর্তব্যজ্ঞানহীন চিত্তে দুই বা তিন ঘটিকা কাল মৌন হয়ে রইলেন।'

সমস্যাটি পড়ে রাজা কালিদাসকে বললেন—সুকবি এই সমস্যাটি পূর্ণ করুন। তখন কালিদাস হস্তস্থিত আমলকীফলের মতো করে ভালোভাবে তার (রাজার) মন জেনে তিনটি বেশি অক্ষরযুক্ত তিনটি চরণবিশিষ্ট সেই সমস্যাটি পড়লেন—কুন্তলেশ্বরকন্যা ঋতুস্নান করেছেন, অঙ্গরাজের ভগ্নীর নিকট গমনের নির্দিষ্ট দিন এসেছে, দেবীকমলা দ্যূতক্রীড়াতে এই রাত্রি পণরূপে জয় করেছেন, প্রধানা মহিষীকে আজ প্রসাদিত করা উচিত—এই ভাবে অন্তঃপুরবাসিনী সুন্দরীদের গুণগুলির মধ্যে কোনটি বেশি ন্যায্য এই চিন্তা করতে করতে মহারাজ কিংকর্তব্যজ্ঞানরহিত চিত্তে দুই বা তিনঘটিকা-কাল মৌন হয়ে রইলেন ॥ ৩০২ ॥

তখন রাজা নিজের মনকে যেন জানতে পেরে কালিদাসের চরণে পতিত হলেন। কবিমণ্ডলও আনন্দিত হলেন।

এক সময়ে রাজা ধারানগরে ভ্রমণ করতে করতে একটি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদনবিশিষ্টা নারীকে জলপূর্ণ কুম্ভ নিয়ে আসতে দেখলেন। তার কুম্ভের জলে একরকম শব্দ শুনে রাজা ভাবলেন, মনে হচ্ছে যেন এই নারী ঘটের কণ্ঠে আলিঙ্গন করেছে বলে ঘটটি রতিকালীন অব্যক্ত ধ্বনি করছে। তিনি সভাতে এসে কালিদাসকে বললেন—রতিকালীন অব্যক্ত ধ্বনি করছে।

কবি বললেন—বিশেষভাবে দগ্ধ, প্রশস্তজলনিঃসারণস্থানযুক্ত, রক্তবর্ণ (বহন করার জন্য) নিতম্বের উপর স্থাপিত ঘট, যার সুন্দর গলা নারী আলিঙ্গন করে রয়েছে তা রতিকালীন অব্যক্ত ধ্বনির মতো শব্দ (ছলু ছলু ধ্বনি) করছে। (অপর অর্থ—যে নায়ক চতুর, সুন্দর বদনবিশিষ্ট, যে অনুরক্ত ও সম্ভোগের জন্যে নারীর নিতম্বে আরোহণ করে, যার সুন্দর কণ্ঠ কামিনী আলিঙ্গন করে থাকে, সে রতিকালীন অব্যক্ত ধ্বনি করছে ॥ ৩০৩ ॥

রাজা সন্তুষ্ট হয়ে প্রতিঅক্ষর অনুসারে তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন ও প্রণাম করলেন।

॥ সমস্যাপূরণে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী সমাপ্ত ॥

শিলালিপি পাঠ প্রসঙ্গে ভোজ ও দুই কবির কাহিনী

কোনো এক সময়ে নর্মদার বিশাল হ্রদে ধীবরেরা একটি শিলাখণ্ড দেখতে পেল। তার উপরে কতগুলি অক্ষর লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তারা চিন্তা করল এখানে কিছু লেখা আছে বলে মনে হচ্ছে, সুতরাং আমরা এটিকে নিশ্চয়ই রাজার নিকটে নিয়ে যাব। এই মনে করে তারা ভোজের সভাতে নিয়ে এল। সেই শুনে ভোজ বললেন—অতীতে ভগবান হনুমান শ্রীমদ্-রামায়ণ লিখেছিলেন, এই হ্রদে তা নিক্ষেপ করেছিলেন এই রকম প্রবাদ প্রচলিত আছে। সুতরাং এতে কী লেখা আছে তা অবশ্যই বিচার করা উচিত। অতএব এই লিপি জানা প্রয়োজন। জতুপরীক্ষার (গলিত জতু বা লাক্ষা শিলাখণ্ডের উপর ফেললে শিলালিপির অক্ষরগুলি তাতে মুদ্রিত হয়ে যায়। এই ভাবে শিলালিপির অক্ষর পাঠ করা সম্ভব হয়। একে বলে জতুপরীক্ষা।) দ্বারা অক্ষরগুলি জেনে শিলালিপিটি পাঠ করা হোক।

এর দুটি চরণ যথাক্রমে পাওয়া গেল—'হায়, জীবের পূর্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের ফল সুদুঃসহ হয়ে থাকে।' তখন ভোজ বললেন—এর পূর্বার্ধ বলুন। তখন ভবভূতি বললেন—আয়তনয়না (সীতার) অকলঙ্ক কুল কোথায় আর কোথায় বা নিশাচরের দ্বারা সম্ভোগ-সম্পর্কিত কুৎসা ? হায়, জীবের পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল সুদুঃসহ হয়ে থাকে ॥ ৩০৪ ॥

তখন ভোজ সেই পূর্বার্ধে ধ্বনি দোষ হয়েছে মনে করে সেটি অন্যভাবে পাঠ করলেন—

কোথায় সেই জনকদুহিতা রামপত্নী, কোথায় বা দশগ্রীব রাবণের গৃহে তাঁর নিবাস ? (অর্থাৎ সীতাদেবীর রাবণগৃহে বাস সঙ্গত নয়) হায়! জীবের পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল সুদুঃসহ হয়ে থাকে ॥ ৩০৫ ॥

তখন ভোজ কালিদাসকে বললেন—সুকবি, আপনিও কবির মনোভাব অনুমান করে শ্লোকের পূর্বার্ধ পাঠ করুন। তিনি (কালিদাস) বললেন—শিবের মস্তকে যে নরমুণ্ড-গুলি (মাল্যরূপে) বিরাজ করে, হা শিব, হা শিব, তা শকুনির পায়ে লুণ্ঠিত হচ্ছে। হায়, জীবের পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল সুদুঃসহ হয়ে থাকে ॥ ৩০৬ ॥

তখন সেই শিলাখণ্ডের ঊর্ধ্বভাগে বিশুদ্ধ লাক্ষা-প্রয়োগে অক্ষর মুদ্রিত হলে কালিদাস পাঠ করলেন। তাই দেখে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

॥ শিলালিপি পাঠ প্রসঙ্গে ভোজ ও দুই কবির কাহিনী সমাপ্ত ॥

ব্রহ্মরাক্ষসের অপসারণ বিষয়ে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী

কোনো এক সময়ে বিলাসের জন্যে ভোজ অপর একটি নূতন গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। সেই গৃহে গৃহপ্রবেশের পূর্বেই কোনো এক ব্রহ্মরাক্ষস প্রবেশ করেছিল। যারা রাত্রিতে সেইখানে বাস করত সে তাদের ভক্ষণ করত। এই জন্যে মন্ত্রজ্ঞদের ডেকে রাজা সেই ব্রহ্ম-রাক্ষসকে বিতাড়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মরাক্ষস এসেই মন্ত্রজ্ঞদের ভক্ষণ করত ও পূবে শেখা কবিতা পাঠ করত। এই ভাবে সেইখানে ব্রহ্মরাক্ষস বাস করতে লাগলে রাজা চিন্তা করলেন কী করে এর নিবৃত্তি হবে ? তখন কালিদাস বললেন, 'দেব, নিশ্চয়ই এই রাক্ষস সকল শাস্ত্রে পারদর্শী ও সুকবি মনে হয়। সুতরাং একে সন্তুষ্ট করে কার্য সাধন করব। মন্ত্রজ্ঞরা থাকুন, আমার মন্ত্র দেখুন।' এই বলে স্বয়ং সেইখানে রাত্রিতে গিয়ে শয়ন করলেন। তখন রাত্রির প্রথম প্রহরে ব্রহ্মরাক্ষস এসে উপস্থিত হল। সে নবাগত পুরুষকে দেখে প্রতি প্রহরে এক-একটি করে পাণিনির সূত্রকে সমস্যা করে পাঠ করত। যে তার মনের মতো উত্তর দিতে পারল না, 'এ ব্রাহ্মণ নয়, অতএব হত্যা করা

উচিত' এই ভেবে তাকে হত্যা করত। সেই দিনও আগের মতো 'এই ব্যক্তি নবাগত। সুতরাং আমি সমস্যা পাঠ করব। যদি উপযুক্ত উত্তর না বলতে পারে তাহলে একে হত্যা করতে হবে' এই মনে করে পাঠ করল—'সর্বস্য দ্বে -সকলের দুইটি।' তখন কালিদাস বললেন—'সুমতি ও কুমতি সম্পদ ও বিপদের হেতু।' তখন সে চলে গেল। পুনরায় দ্বিতীয় প্রহরে এসে পাঠ করল—'বৃদ্ধো যূনে-বৃদ্ধ যুবকের সহিত।' তখন কবি বললেন—'পরিচয় হলে কামিনীরা পরিত্যাগ করে।' (তরুণের সঙ্গে পরিচয় হলে নারীরা বৃদ্ধব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে)। তৃতীয় প্রহরে সেই রাক্ষস পুনরায় তাঁর কাছে এসে পাঠ করলেন—'একো গোত্রে—বংশ মধ্যে একজন।' তখন কালিদাস বললেন—'আধিপত্য করেন যিনি কুটুম্ব পালন করেন।' তারপর চতুর্থ প্রহরে এসে সেই রাক্ষস পাঠ করল—'স্ত্রী পুংবচ্চ—স্ত্রীলোক পুরুষের মতো-।' তখন কবি বললেন-'যখন ব্যবহার করে তখন সেই গৃহ বিনষ্ট হয়' ॥ ৩০৭ ॥

তখন সেই ব্রহ্মরাক্ষস চারপ্রহরেও নিজের মনের ঈপ্সিত অর্থই জানতে পেরে সন্তুষ্ট হল এবং প্রভাতকালে এসে তাঁকে (কালিদাসকে) আলিঙ্গন করে বলল—'হে সুমতি, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার অভীষ্ট কী?' কালিদাস বললেন, 'ভগবন্ আপনাকে এই গৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হবে।' সেও 'তাই হোক' বলে চলে গেল। অনন্তর ভোজ তুষ্ট হয়ে কবিকে অনেক সম্মানে ভূষিত করলেন।

॥ ব্রহ্মরাক্ষসের অপসারণ বিষয়ে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কবি মল্লিনাথের কাহিনী

এক সময়ে সকল রাজাদের শিরোমণি শ্রীভোজদেব যখন সিংহাসন অলংকার করেছিলেন তখন দ্বারপাল এসে বলল, 'দেব, দক্ষিণদেশ থেকে মল্লিনাথ নামে এক কবি দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর কৌপীনমাত্র অবশিষ্ট আছে।' রাজা তাঁকে প্রবেশ করাতে বললেন। তখন কবি এসে রাজাকে 'স্বস্তি' বললেন ও তাঁর নির্দেশে উপবেশন করে পাঠ করলেন—দানবারির দ্বারা হস্তী, মেঘের দ্বারা আকাশ, পূর্ণ চন্দ্রের দ্বারা রাত্রি, সচ্চরিত্রের দ্বারা নারী, বেগের দ্বারা অশ্ব, নিত্য উৎসবের দ্বারা মন্দির, ব্যাকরণের দ্বারা বাণী, হংস-মিথুনের দ্বারা নদী, পণ্ডিতদের দ্বারা সভা, সৎপুত্রের দ্বারা বংশ, সূর্যের দ্বারা ত্রিভুবন ও আপনার দ্বারা পৃথিবী শোভিত হয় ॥ ৩০৮ ॥

তখন রাজা বললেন—বিদ্বন্, আপনার উদ্দেশ্য কী?

কবি উত্তর দিলেন—

আমার জননী ক্রুদ্ধ হয়েছেন আমি বা তাঁর পুত্রবধূ ক্রুদ্ধ নই, তাঁর পুত্রবধূ ক্রুদ্ধ হয়েছেন আমি বা আমার জননী নই। আমিও ক্রুদ্ধ হই, তাঁরা হন না। হে রাজন্, বলুন কার দোষ? ॥ ৩০৯ ॥

রাজা জানলেন এ দোষ দারিদ্র্যের; তিনি কবির মনের অভিলাষ পূর্ণ করলেন।

॥ ভোজ ও কবি মল্লিনাথের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কবিশেখরের কাহিনী

একদিন দ্বারপাল এসে রাজাকে বলল—'দেব, কবিশেখর নামে এক মহাকবি দ্বারে উপস্থিত

হয়েছেন।' রাজা তাকে প্রবেশ করাতে বললেন। তখন কবি এসে 'স্বস্তি' বলে পাঠ করলেন—

হে রাজন্, প্রতীহারের কাছ থেকে বারণ (নিষেধ ও হস্তী) লাভ করেছি। হে ভূপাল, আপনার কাছে মদবারণ (আমার অপ্রতিষেধ অর্থাৎ সভাপ্রবেশের অনুমতি ও মদস্রাবী হস্তী) ইচ্ছা করি ॥ ৩১০ ॥

পূর্বমুখী হয়ে উপবেশন করে উপবিষ্ট রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন ও পূর্বদিক-বর্তী সমস্ত দেশ কবিকে দেওয়া হয়ে গেল এই রকম মনে করে দক্ষিণদিকে মুখ করে উপবেশন করলেন। তখন কবি চিন্তা করলেন—এ কী ? রাজা মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখছেন না। তারপর তিনি দক্ষিণদিকে গিয়ে রাজার সম্মুখবর্তী হয়ে পাঠ করলেন—

আপনি অসাধারণ ধনুর্বিদ্যা কী করে শিক্ষা করেছেন ? আপনার মার্গণসমূহ (বাণ-সমূহ) আপনার দিকে সমাগত হচ্ছে এবং আপন গুণ (ধনুর ছিলা) দিগন্তে যাচ্ছে (এই অর্থে বিরোধ দোষ হয়—বাণ বাণনিক্ষেপকারীর দিকে ফিরে আসে না অথবা ধনুর ছিলা দিগন্তে যায় না। বিরোধের পরিহার হবে এই অর্থে—আপনার মার্গণ অর্থাৎ যাচকগণ আপনার দিকে সমাগত হচ্ছে ও আপনার দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ দিগন্ত-প্রসারী হচ্ছে।) ॥ ৩১১ ॥

তখন রাজা মনে মনে দক্ষিণদেশও কবিকে দিয়ে স্বয়ং পশ্চিমাভিমুখী হলেন। কবিও সেই দিকে এসে বললেন—

লোকেরা আপনাকে মিথ্যাই সর্বজ্ঞ বলে থাকে। যেহেতু আপনি যাচককে একটি পদ 'নেই' বলতে জানেন না ॥ ৩১২ ॥

তখন রাজা সেই দেশও মনে মনে কবিকে দিয়ে উত্তরদিঙ্মুখী হলেন। কবিও সেইখানে এসে বললেন—

পণ্ডিতেরা আপনাকে সর্বদা মিথ্যাই 'সর্বদ'—(সর্বদানকারী) বলে থাকেন ; কারণ আপনার শত্রুরা আপনার পৃষ্ঠদেশ পায় নি ও পরপত্নী আপনার বক্ষঃস্থল লাভ করে নি ॥ ৩১৩ ॥

তখন রাজা নিজের ভূমি মনে মনে কবিকে দিয়ে উঠে পড়লেন। কবিও তাঁর অভিপ্রায় না বুঝতে পেরে আবার বললেন—

হে রাজন্, সবদেশের উপর যখন আপনি সুবর্ণধারা বর্ষণ করছেন তখন কিন্তু দুর্ভাগ্যরূপে ছাতায় ঢাকা আছি বলে আমার উপর বিন্দুও আসছে না ॥ ৩১৪ ॥

তখন রাজা অন্তঃপুরে গিয়ে লীলাদেবীকে বললেন, 'দেবি, সমস্ত রাজ্য কবিকে দান করেছি। সুতরাং আমার সঙ্গে তপোবনে চলো।' এই অবসরে সেই পণ্ডিত যখন দ্বার দিয়ে বাইরে যাচ্ছিলেন তখন বৃদ্ধ অমাত্য বুদ্ধিসাগর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিদ্বন্, রাজা আপনাকে কী দিলেন ?' তিনি বললেন, 'কিছুই না'। তখন অমাত্য বললেন— 'যে শ্লোক সেইখানে বলেছিলেন তা আপনি পাঠ করুন।' তখন কবি চারটি শ্লোকই পড়লেন। তখন অমাত্য বললেন, 'সুকবি, আপনাকে কোটিসংখ্যক সুবর্ণমুদ্রা[৩৬] দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু রাজা আপনাকে যা দিয়েছেন আপনি পুনরায় তা বিক্রয় করুন।' কবি তাই করলেন। তখন অমাত্যকে কোটিসংখ্যক সুবর্ণমুদ্রা দিয়ে কবিকে পাঠিয়ে দিলেন ও রাজার নিকটে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন রাজা তাঁকে বললেন, 'বুদ্ধিসাগর, এই সমগ্র রাজ্য কবিকে দান করেছি। পত্নীদের সঙ্গে তপোবনে যাচ্ছি। যদি সেই তপোবনের প্রতি

আপনার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে আমার সঙ্গে আসুন।' তখন অমাত্য বললেন—'দেব, সেই কবি কোটিসংখ্যক সুবর্ণমুদ্রার দামে এই রাজ্য বিক্রয় করেছে। কোটিসংখ্যক সুবর্ণমুদ্রা কবিকে দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনার রাজ্য আপনিই ভোগ করুন।' তখন রাজা বুদ্ধিসাগরকে বিশেষভাবে সম্মানিত করলেন।

॥ ভোজ ও কবিশেখরের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও গোপকন্যার কাহিনী

অন্য এক সময়ে মৃগয়ার প্রতি অনুরাগবশতঃ রাজা বনে ভ্রমণ করতে করতে সূর্য মধ্যগগনারূঢ় হলে অত্যন্ত ক্লান্তদেহ হলেন। তিনি পিপাসায় আকুল হয়ে অশ্বে আরোহণ করে জলের জন্যে সমীপস্থ উন্নতপ্রদেশে বিচরণ করলেন। জল না পেয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে কোনো একটি বিশাল তরুর নিচে উপবেশন করলেন। কোনো এক কোমল ও মনোরম অঙ্গবিশিষ্টা গোপকন্যা স্বেচ্ছায় ধারানগরে ঘোল বিক্রয় করতে ইচ্ছা করে ঘোলের ভাণ্ড বহন করে এসে উপস্থিত হল। তাকে আসতে দেখে রাজা পিপাসা-বশতঃ 'এই ভাণ্ডস্থ পানীয় পান করব' এই মনে করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তরুণি, কী বয়ে নিয়ে চলেছ?' তাঁর মুখের সৌন্দর্যহেতু তাঁকে ভোজ বলে চিনতে পেরে সে তাঁর পিপাসার কথা জানতে পারল এবং তাঁর মুখ দেখে তাঁকে কবিতাপ্রিয় অনুমান করে কবিতায় বলল- হে নৃপশ্রেষ্ঠ, তুষার, কুন্দপুষ্প, চন্দ্রপ্রভা ও শঙ্খের মতো শুভ্র, পরিপক্ক কপিত্থফলের গন্ধ ও রসবিশিষ্ট এবং যুবতিদের করপল্লবের দ্বারা মথিত ক্লান্তিহরণ-কারী এই ঘোল আপনি পান করুন। ॥ ৩১৫ ॥

রাজা সেই ঘোল পান করে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বললেন, 'শুভ্রু, তুমি কী চাও?' সেই গোপকন্যার যৌবন ঈষৎ প্রকটিত হয়েছিল ও তার নয়নদুটি যৌবনজনিত গর্বের বশে প্রাদুর্ভূত বিবেকশূন্যতায় আকুল হয়ে উঠল। সে বলল—আমাকে কুমারী বলে জানুন। সে আরও বলল হে নৃপবর, কুমুদিনী যেমন চন্দ্রকে, চক্রবাকসমূহ যেমন কমলিনীকান্ত সূর্যকে, চাতকমণ্ডলী যেমন মেঘকে, ভ্রমরশ্রেণী যেমন পুষ্পকে, কোকিলবধূ যেমন সহকারকে, রমণী যেমন পরদেশবাসী নিজকান্তকে দেখার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়, আমার চিত্তের বৃত্তিও তেমনি সদা আপনাকে দেখার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে ॥ ৩১৬ ॥

রাজা প্রীত হয়ে বললেন—সুকুমারি, লীলাদেবীর অনুমতিক্রমে তোমাকে গ্রহণ করব। এই বলে ধারানগরে তাকে নিয়ে গিয়ে তাকে গ্রহণ করলেন।

ভোজ ও গোপকন্যার কাহিনী সমাপ্ত

সুবর্ণঘটপতনের প্রসঙ্গে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী

এক সময়ে রাজা ভোজের স্নানের সময়ে কোনো এক নারীর হাত হতে চ্যুত হয়ে সোনার কলস সোপানপঙ্ক্তির উপর সশব্দে পতিত হল। সেই নারী (রাজার সৌন্দর্য দর্শনের ফলে) মদনের বাণে পীড়িত হয়েছিল এবং তার নয়নদুটি মত্তখঞ্জনের মতো ছিল। রাজা সভাতে এসে কালিদাসকে বললেন—সুকবি, এই সমস্যাটি পূর্ণ করো—'টটং টটং টটটং টটং টং'। তখন কালিদাস বললেন—

রাজার স্নানকালে যুবতির হাত হতে চ্যুত সুবর্ণঘট সোপানপথে শব্দ করছে—টটং টটং টং টটটং টটং টং ॥ ৩১৭ ॥

তখন রাজা নিজের মনের অভিপ্রায় অনুভব করে কবিকে প্রতি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

॥ সুবর্ণঘটপতনের প্রসঙ্গে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও ভুকুকুণ্ডের কাহিনী

অন্য একদিন যখন রাজা শ্রীভোজ সিংহাসন অলংকার করে ছিলেন সেই সময়ে রক্ষিবর্গ কোনো একটি চোরকে রাজার নিকটে নিয়ে এল। তাকে দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এ?' তখন রক্ষীরা বলল, 'দেব, এই চোর কোনো এক বেশ্যার গৃহে সিঁধ কাটার জন্যে অস্ত্রের আঘাতে দেওয়াল ভেঙে সেই পথে ধনসম্পদ অপহরণ করেছে।' রাজা বললেন, একে দণ্ড দেওয়া উচিত।

তখন ভুকুকুণ্ড নামক চোরটি বলল—

(কবি) ভট্টি মৃত, ভারবি নামক কবিও মৃত, সাংখ্যসার প্রবচন ভাষ্য প্রভৃতির কর্তা বিজ্ঞানভিক্ষু মৃত, ভীমসেনও মৃত। আমি ভুকুকুণ্ড ও আপনি ভূপতি। হে রাজন্, 'ভ'কার থেকে আরম্ভ করে 'ভু'কার পর্যন্ত অক্ষরবিশিষ্ট নামের পঙ্‌ক্তিতে অন্তক যম সম্যগ্‌ভাবে অবস্থান করছেন। (চোরটির উক্তির তাৎপর্য এই—ভট্টি প্রভৃতি কবিগণ সকলে গত হয়েছেন। আমি ভুকুকুণ্ড, আমাকে যদি আপনি বিনাশ করেন তাহলে আপনার পালা এসে পড়বে। কারণ 'উ' এর 'ঊ' আসে।) ॥ ৩১৮ ॥

তখন রাজা বললেন, 'হে ভুকুকুণ্ড, যাও ইচ্ছামতো বিহার করো'।

॥ ভোজ ও ভুকুকুণ্ডের কাহিনী সমাপ্ত ॥

সমস্যাপূরণে ভোজ ও তিন কবির কাহিনী

কোনো এক সময়ে ভোজ মৃগয়ার দ্বারা পর্যাকুল হয়ে বনে ভ্রমণ করতে করতে মনে মনে বিশ্রামলাভের অভিলাষ করে কোনো একটি নদীর কাছে এলেন ও শ্রমহেতু নিদ্রা গেলেন। তখন সূর্য পশ্চিমসমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে—

উদীয়মান চন্দ্রকিরণ হতে নিঃসৃত আনন্দপ্রবাহের দ্বারা শুক্লবর্ণা রাত্রি রাজার সুখদায়িনীরূপে সেইস্থানে আবির্ভূতা হল ॥ ৩১৯ ॥

তারপর প্রত্যূষকালে নগরীর দিকে যাত্রা করতে উদ্যত রাজা অস্তাচলের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত অস্তোন্মুখ চন্দ্রবিম্বকে দেখে কৌতূহলপরায়ণ হলেন। তিনি সভায় এসে নিকটে স্থিত কবিদের নিরীক্ষণ করে একটি সমস্যা বললেন—

অস্তাচলের মধ্যপ্রদেশে চন্দ্রবিম্ব লম্বমান হয়ে রইল।

তখন ভবভূতি বললেন—

উদীয়মান সূর্যের কিরণজালে আকাশের নক্ষত্রগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেলে—

দণ্ডী বললেন—

প্রভাতে শীতল বাতাস মন্দ মন্দ প্রবাহিত হলে—

তখন কালিদাস বললেন—

যুবতিজনদের ওষ্ঠ প্রণয়ীরা পরিত্যাগ করলেন, তখন অস্তাচলের মধ্যপ্রদেশে ইন্দুবিম্ব লম্বমান হয়ে রইল ॥ ৩২০ ॥

তখন রাজা সকল কবিদেরই সম্মানিত করলেন, তাদের মধ্যে কালিদাসকে বিশেষভাবে পূজা করলেন।

॥ সমস্যাপূরণে ভোজ ও তিন কবির কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও স্বর্গের বৈদ্যের কাহিনী

অনন্তর কোনো এক সময়ে ভোজ নগর হতে নির্গত হয়ে নূতন কাটা হয়েছে এই-রকম জলাশয়ের জলে শৈশবের অভ্যাসমতো মস্তক ধৌত করলেন। এর ফলে একটি শফরশিশু মস্তকের অস্থির মধ্যে প্রবেশ করল কিন্তু মস্তকস্থিত অস্থির বিকট সংযোগস্থলে সংলগ্ন হওয়ায় নিষ্ক্রান্ত হতে পারল না। এর পর রাজা নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন। সেই থেকে রাজার মস্তকে বেদনা আরম্ভ হল। তাঁর নগরীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ ভালোভাবে চিকিৎসা করলেও বেদনার উপশম হল না। এইভাবে মানুষের বুদ্ধির অগোচর মহারোগের দ্বারা রাজা অহর্নিশ অসুস্থ হয়ে পড়লে হেমন্তকালীন পদ্মের মতো তাঁর দেহ দুঃখপীড়িত ও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হল, রাহুর বদনে কবলিত চন্দ্রবিম্বের মতো তাঁর মুখ সৌন্দর্য হারাল, নারীর প্রতি ক্লীবের মতো তাঁর চিত্ত সকল কার্যের প্রতি বিমুখ হল এবং শুষ্ক অরণ্যে শিখামুক্ত অগ্নির মতো ব্যাধি পূর্ণতর হয়ে উঠল ॥ ৩২১ ॥

এইভাবে একবৎসর অতীত হলেও কেউ তাঁর রোগ নিবারিত করতে পারল না। অনেক কটু ও তিক্ত ঔষধ সেবনের ফলে রাজা ভোজ ক্লিষ্ট হলেন। তিনি নিকটে দণ্ডায়মান ও শোকসাগরে নিমগ্ন বুদ্ধিসাগরকে দেখে কোনোপ্রকারে অস্পাক্ষরযুক্ত বাক্য বললেন—'বুদ্ধিসাগর! এরপর আমার রাজ্যে আর কোনো চিকিৎসক বাস করতে পারবে না, বাগ্‌ভট প্রভৃতি প্রণীত সমস্ত গ্রন্থ নদীর স্রোতে নিক্ষেপ করে আসুন। আমার দেবতাদের সঙ্গে মিলনের সময় (অর্থাৎ পরলোকগমনের) উপস্থিত।' তাই শুনে সমস্ত পুরবাসিগণ, কবিগণ ও অন্তঃপুরবাসিনীগণের নয়ন বিগলিত অশ্রুধারায় পূর্ণ হল।

তখন কোনো এক সময়ে দেবসভাতে ইন্দ্র সমস্ত মুনিবৃন্দের মধ্যে উপবিষ্ট বীণাবাদন-নিরত মুনি নারদকে বললেন, 'মুনি, এখন পৃথিবীর কী সংবাদ?' তখন নারদ বললেন, 'দেবরাজ, কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নেই। কিন্তু ধারানগরবাসী পৃথিবীপতি শ্রীভোজ রোগে পীড়িত হয়ে অত্যন্ত অসুস্থ হয়েছেন। কেউ তাঁর রোগ নিবারিত করতে পারছে না। সেই জন্যে রাজা ভোজ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছেন, চিকিৎসাশাস্ত্রও মিথ্যা বলে দূর করেছেন।' এই শুনে ইন্দ্র সমীপস্থ দুই অশ্বিনীকুমারকে এই কথা বললেন—'হে স্বর্গের চিকিৎসকদ্বয়, কী করে ধন্বন্তরির শাস্ত্র মিথ্যা হয়?' তখন তাঁরা বললেন, 'হে দেবেন্দ্রদেব, এই শাস্ত্র মিথ্যা নয়, কিন্তু দেবলোকজ্ঞাত রোগে ভোজ পীড়িত হয়েছেন।' ইন্দ্র—'কী এই রোগ যাকে নিবারণ করা যায় না? আপনারা কি জানেন?' তখন তাঁরা দু-জনে বললেন, 'দেব, ভোজ যখন মস্তক ধৌত করছিলেন তখন তাঁর মস্তকে শফর প্রবেশ করেছে; সেই এই রোগের মূল।' তখন ইন্দ্র সহাস্যবদনে

বললেন, 'তাহলে আপনাদের দুইজনের যাওয়া উচিত, তা না হলে এরপর চিকিৎসাশাস্ত্র অপ্রামাণিক হয়ে যাবে। তিনি (অর্থাৎ ভোজ) সরস্বতীর লীলানিকেতন, তিনিই সকল-শাস্ত্রের উদ্ধারকর্তা।'

তারপর দেবরাজের আদেশে তাঁরা দুজনই ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে ধারানগরে উপস্থিত হয়ে দ্বারপালকে বললেন, দ্বারপাল, শ্রীভোজকে জানাও, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রকে মিথ্যা বলেছেন শুনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ও তাঁর রোগ নিবারণ করার জন্যে আমরা দুজন বৈদ্য কাশীদেশ থেকে এসেছি। তখন দ্বারপাল বলল, 'হে বিপ্রদ্বয়, রাজা বলেছেন কোনো বৈদ্য প্রবেশ করবে না। কিন্তু তিনি অসুস্থ, তাঁকে জানাবার এটি অবসর নয়।' সেই মুহূর্তে কার্যবশতঃ বুদ্ধিসাগর বাইরে এসে তাদের দুজনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা দুজন কে?' তখন তাঁরা দুজন যে দেশ থেকে ও যে উদ্দেশ্যে এসেছেন বললেন। তখন বুদ্ধিসাগর তাঁদের দুজনকে রাজার নিকট নিয়ে গেলেন। রাজা তাঁদের দুজনকে দেখলেন ও তাঁদের মুখের সৌন্দর্যে তাঁদের অমানুষ বুঝতে পেরে ভাবলেন—এই দুজনই আমার রোগ নিবারণ করতে পারবে। এই মনে করে তাঁদের দুজনকে সম্মানিত করলেন। তখন তাঁরা দুজন বললেন—'রাজন্, ভয় পাবেন না। আপনার রোগ চলে গিয়েছে কিন্তু কোথাও নির্জন স্থানে আপনাকে থাকতে হবে।' রাজাও সেই মতো আচরণ করলেন। তারপর তাঁরা দুজনে মোহজনক চূর্ণবিশেষের দ্বারা রাজাকে সম্মোহিত করে তাঁর মস্তকের অস্থিকে নিলেন ও করোটির মধ্যে স্থিত সমস্ত শফরকুলকে নিয়ে একটি পাত্রে রেখে সংযোগকারী বস্তুর দ্বারা যথোপযুক্তভাবে মস্তক-স্থিত অস্থি সংযুক্ত করে দিলেন। তারপর তাঁকে (ভোজকে) সঞ্জীবনীর দ্বারা বাঁচিয়ে, তাঁকে ঐগুলি দেখালেন। রাজা তাই দেখে বিস্মিত হয়ে তাঁদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এ কী?' তাঁরা দুজনই বললেন, 'রাজন্, বাল্যকাল থেকে অভ্যস্ত আপনার মস্তকশোধনের ফলে এই শফরটি আপনার মস্তকের মধ্যে প্রবেশ করেছে।' তখন রাজা তাঁদের দুজনকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জেনে তাঁদের পরীক্ষা করার জন্যে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমার পথ্য কী?' তাঁরা দুজন বললেন—'উষ্ণ জলে স্নান, দুগ্ধ পান ও উত্তম নারী, হে মানুষ, এই তোমার পথ্য।' এই সময়ে মধ্যে 'মানুষ' সম্বোধন শুনে রাজা, 'আমরা যদি মানুষ হই, আপনারা তাহলে কী?'—এই বলে সহসা নিজের হাত দিয়ে তাঁদের দু-জনের হাত ধরলেন। সেই মুহূর্তে তাঁরা দুজন অন্তর্হিত হলেন ও বলে গেলেন—'কালিদাসকে দিয়ে চতুর্থচরণ পূর্ণ করিয়ে নেবেন।' তখন রাজা বিস্মিত হয়ে সকলকে আহ্বান করে সেই ঘটনা বললেন। সেই শুনে সকলে আনন্দিত ও বিস্মিত হলেন। তারপর কালিদাস চতুর্থচরণ পূর্ণ করলেন—'স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ভোজন' ॥ ৩২২ ॥

ভোজও কালিদাসকে লীলামানুষ অর্থাৎ লীলাপ্রকাশের জন্যে মানুষদেহধারী দেবতা মনে করে সম্মানিত করলেন।

॥ ভোজ ও স্বর্গের বৈদ্যের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও কবীন্দ্র মল্লিনাথের কাহিনী

অনন্তর প্রতিদিন বল ও কান্তি লাভ করে রাজা ভোজ শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের মতো বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। তারপর কোনো এক সময়ে শ্রীভোজ যখন সিংহাসন অলংকৃত করেছিলেন তখন কালিদাস, ভবভূতি, দণ্ডী, বাণ, ময়ূর, বররুচি প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক শোভিত

সভাতে দ্বারপাল এসে বলল—দেব, একজন কবি দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি শ্লোকে লিখিত এই চিঠি 'রাজসভায় দিও' এই বলে পাঠিয়েছেন। এই কথা বলে সে চিঠিটি দেখালো। রাজা সেটি নিয়ে পাঠ করলেন—

কোনো এক ষোড়শবর্ষীয়া তরুণী দাসীর হাতে নায়কের গৃহে পুষ্পভাণ্ড পাঠাবার কালে তাতে সভয়ে একটি সর্প, সর্পের উপর গৌরীকান্ত শিব, পবনপুত্র হনুমান ও চম্পকপুষ্প অংকন করল। মহাবংশপ্রসূত, সুশিক্ষিত কবিশ্রেষ্ঠ মল্লিনাথ এর কী অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করেন ॥ ৩২৩ ॥

তাই শুনে সমগ্র বিদ্বানমণ্ডলী আনন্দিত হল। তখন কালিদাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজন্, মল্লিনাথকে শীঘ্র আনা উচিত।' তখন রাজার আদেশে দ্বারপাল মল্লিনাথকে সভায় নিয়ে এলেন। তিনি রাজাকে 'স্বস্তি' বলে তাঁর আজ্ঞায় উপবেশন করলেন। রাজা কবীন্দ্রকে বললেন, 'হে বিদ্বান কবি মল্লিনাথ, আপনি ভালোই শ্লোক রচনা করেছেন।' কালিদাস বললেন, 'কেন বলা হল 'ভালো' ? প্রোষিতভর্তৃকা নারীর চরিত্রবর্ণনে আপনি প্রশংসনীয়, বিশেষ করে ঐ ঐ ভাবের প্রতিপক্ষ অংকনে (যথা—ক্রূর সর্পের নিকটে তার প্রতিপক্ষ উদার মহেশ্বর আবার বৃহৎকায় হনুমানের পাশে অতিক্ষুদ্র সুকুমার চম্পক-কুসুম)।' তখন ভবভূতি বললেন, 'দশগ্রীবের উপবনের শত্রু পবনপুত্রের বর্ণনার জন্যে এই শ্লোকটি বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।' তখন রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মল্লিনাথকে লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা, পাঁচটি হস্তী ও দশটি অশ্ব দিলেন। বিদ্বান কবি তাতে আনন্দিত হয়ে রাজার স্তুতি করলেন—

হে দেব ভোজ, আপনার দানকালীন জলরাশির (সংকল্পকালে অর্থীর হাতে দেওয়া) দ্বারা যেন রাত্রি এসেছে বলে আমার মনে হচ্ছে (অবিরত জলধারা বর্ষণের ফলে দিঙ্-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হওয়ায় অন্ধকারে আবৃত হয়েছে চতুর্দিক ; তাই মনে হচ্ছে যেন রাত্রি এসেছে)। তা না হলে আপনার দানকালীন জলরাশি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পর্বত, পৃথিবী ও বৃক্ষরা এইরূপ দান করছে কেন ? (রাত্রির অন্ধকারে পর্বত প্রভৃতির দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ হওয়ায় তারা দানে প্রবৃত্ত হয়েছে। রাত্রির অন্ধকার না থাকলে রাজার দানপ্রাচুর্য দেখে লজ্জায় তারা দান করতে প্রবৃত্ত হত না—এই তাৎপর্য চরণ দুটির) ॥ ৩২৪ ॥

তখন সেই অপূর্ব শ্লোক শুনে রাজা পুনরায় কবিকে তিন লক্ষ মুদ্রা দিলেন। ভাণ্ডারিক ধর্মপত্রে লিখলেন—'বিরহিণীর অস্ফুটার্থ নর্মবচনাত্মক পদ শুনে আনন্দিত হয়ে রাজা শ্রীভোজদেব রাজসভাতে কবি মল্লিনাথকে লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা, দশটি উত্তম শ্রেণীর অশ্ব ও পাঁচটি হস্তী এবং পরে ঐ সভাতেই দানের গুণবর্ণনায় তুষ্টচিত্ত হয়ে পুনরায় তিনলক্ষ মুদ্রা দান করেন' ॥ ৩২৫ ॥

॥ ভোজ ও কবীন্দ্র মল্লিনাথের কাহিনী সমাপ্ত ॥

ভোজ ও ক্রুদ্ধ কালিদাসের কাহিনী

কোনো এক সময়ে রাজা ভোজ কালিদাসকে বললেন—সুকবি, আমার দেহত্যাগান্তে যে গ্রন্থ আপনারা পাঠ করবেন, তাই এখন পাঠ করুন।

এতে কালিদাস ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে নিন্দা করলেন ও মুহূর্তের মধ্যে সেই স্থান ত্যাগ করে বিলাসবতীর সঙ্গে একশিলা নগরে গেলেন। তারপর কালিদাসের বিরহে শোকাকুল

হয়ে রাজা কালিদাসকে অন্বেষণ করতে করতে কাপালিকের বেশে ক্রমে একশিলা নগরে উপস্থিত হলেন। কালিদাস যোগীকে দেখে তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'যোগিন্, আপনি কোথায় বাস করেন?' যোগী বললেন—'সুকবি, আমার বাস ধারানগরে।'

তখন কবি জিজ্ঞাসা করলেন—ভোজ কুশলে আছেন তো?

যোগী বললেন—আমি কী বলব?

কবি বললেন—যদি কোনো চরম ঘটনার কথা থাকে আপনি সত্য বলুন। তখন যোগী বললেন—'ভোজ স্বর্গে গিয়েছেন।'

তখন কবি ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে বিলাপ করতে লাগলেন—'দেব, আপনাকে ব্যতীত ক্ষণকালও পৃথিবীতে আমি থাকতে পারব না, তাই আমিও আপনার কাছে যাচ্ছি।' এইভাবে বহু বিলাপ করে কালিদাস চরমশ্লোক লিখলেন—'ভোজরাজ স্বর্গে গিয়েছেন বলে আজ ধারানগরী আশ্রয়হীন হল, সরস্বতী অবলম্বনহীন হলেন ও সমস্ত পণ্ডিতও বিনাশ প্রাপ্ত হলেন' ॥ ৩২৬ ॥

এইভাবে যখন কবি চরমশ্লোক পাঠ করলেন তখন সেই যোগী চেতনাহীন হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। তখন কালিদাস তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে 'ইনিই ভোজ' এই নিশ্চিত জেনে বললেন—'হায়, মহারাজ, আপনি আমাকে বঞ্চনা করলেন।' এই কথা বলে ক্ষণকালের মধ্যে সেই শ্লোকটি অন্যভাবে পাঠ করলেন—'ভোজরাজ পৃথিবীতে এসেছেন বলে আজ ধারা আশ্রয় লাভ করেছে, সরস্বতী অবলম্বন পেয়েছেন ও সমস্ত পন্ডিত ভূষিত হয়েছেন' ॥ ৩২৭ ॥

তারপর কালিদাস ভোজকে আলিঙ্গন করে ও তাঁকে প্রণাম করে ধারা নগরের দিকে যাত্রা করলেন।

॥ ভোজ ও ক্রুদ্ধ কালিদাসের কাহিনী সমাপ্ত ॥

সেই সময়ে মুঞ্জের পর্বতের মতো কঠিন হৃদয় পর্বতে (অর্থাৎ পর্বতগুহায় বাসের প্রতি) নিবিষ্ট হল; ভোজ জীবিত থেকে হর্ষসঞ্চয় রূপ অমৃতধারার সাগরে নিমজ্জিত হলেন; সচ্চরিত্র স্ত্রীদের সঙ্গে তপস্যা করার জন্যে সহসা মুঞ্জ রাজ্যভার ত্যাগ করলেন এবং নৃপ ভোজ ত্যাগ ও ভোগের সঙ্গে সেই রাজ্য পালন করলেন ॥ ৩২৮ ॥ (এই অংশটি শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ভোজপ্রবন্ধ শীর্ষক গ্রন্থে নেই)।

শ্রীমান মহারাজাধিরাজ ধারানগরাধিপতি ভোজরাজের প্রবন্ধ সমাপ্তি লাভ করল।

(এই গ্রন্থে কাহিনীর ভাগকল্পনা শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত গ্রন্থের অনুসরণে করা হয়েছে।)

প্রসঙ্গ কথা

১. রাজ্যসম্পত্তি, লক্ষগ্রামের আধিপত্যকে রাজ্য বলা হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—
লক্ষাধিপত্যং রাজ্যং স্যাৎ সাম্রাজ্যং দশলক্ষকে।
অত উর্ধ্বং মহেশানি! মহাসাম্রাজ্যমুচ্যতে॥

২. তুলনীয়—
পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥ চাণক্যশ্লোক

৩. বাজিবাহার্বগন্ধর্বহয়সৈন্ধবসপ্তয়ঃ।
আজানেয়াঃ কুলীনাঃ স্যুর্বিনীতাঃ সাধুবাদিনঃ॥ অমরকোষ

৪. তুলনীয়—অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্ বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্॥
রঘুবংশ ২।৪৭

৫. তুলনীয়—
ঋণশেষোঽগ্নিশেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈব চ।
পুনশ্চ বর্ধতে যস্মাৎ তস্মাৎ শেষং ন কারয়েৎ॥
কবি মাঘও বলেছেন—
উত্তিষ্ঠমানস্তু পরো নোপেক্ষ্যঃ পথ্যমিচ্ছতা।
সমৌ হি শিষ্টৈরাম্নাতৌ বর্ত্স্যন্তাবাময়ঃ স চ॥ শিশুপালবধ ২।১০

৬ মনু বলেছেন—
ন কর্ম নিষ্ফলং কুর্যান্নায়ত্যামসুখোদয়ম্॥ মনুসংহিতা ৪।৭০

৭. তুলনীয়
সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্। কিরাতার্জুনীয়ম্ ২।৩০

৮. তুলনীয়—
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥ মহাভারত

৯. তুলনীয়—
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩।২১

১০. তুলনীয়—
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ॥ কিরাতার্জুনীয়ম্
রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডেও এই শ্লোকটি অনুরূপভাবে উক্ত হয়েছে (১৬।২১ নির্ণয়-সাগর প্রেস সংস্করণ)

১১ শাস্ত্রে বলা হয়েছে—
আত্মনাম গুরোর্নাম নামাপি কৃপণস্য চ।
আয়ুষ্কামো ন গৃহ্নীয়াৎ জ্যেষ্ঠাপত্যকলত্রয়োঃ॥

১২. ভবভূতিও বলেছেন—
গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ। উত্তররামচরিত

১৩. মূলে পদ্মের প্রতিশব্দ হিসেবে 'শতপত্র' শব্দটি আছে। তুলনীয়–
বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্।
সহস্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশয়ম্॥ অমরকোষ

১৪. শাস্ত্রে বলা আছে–
কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে।
গীতং তু স্ত্রীবিলাসেন সর্বং হন্তি দরিদ্রতা॥

১৫. সংস্কৃতসাহিত্যে যশ শুভ্রবর্ণের বলে বর্ণিত হয়–
'যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্যোঃ॥ সাহিত্যদর্পণ ৭।২৩

১৬. শাস্ত্রে সাতটি স্থানকে মোক্ষদায়ক বলা হয়েছে–
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

১৭. কালিদাসও বলেছেন–
অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ৪।২২

১৮. সংস্কৃতে রূপান্তর–
তুলনামন্বনুসরতি শ্লোঃ স মুখচন্দ্রস্য খল্বেতস্যাঃ।

১৯ সংস্কৃতে রূপান্তর–
অণু ইতি বর্ণ্যতে কথমনুকৃতিস্তস্য প্রতিপদি চন্দ্রস্য॥

২০. সত্ত্বং গুণে পিশাচাদৌ বলে দ্রব্যস্বভাবয়োঃ।
আত্মত্বে ব্যবসায়াসুচিত্তেষ্বস্ত্রী তু জন্তুষু॥ মেদিনী

২১. মুক্তাফলেষু চ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥

২২. বরাহঃ শূকরো ঘৃষ্টিঃ কোলঃ পোত্রী কিরিঃ কিটিঃ। অমরকোষ

২৩ দিঙ্মাতঙ্গ আটটি–
ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ।
পুষ্পদন্তঃ সার্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ॥ অমরকোষ

২৪ অতিপরিচয় যে অবজ্ঞার জনক এই প্রসঙ্গে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে–
অতিপরিচযাদবজ্ঞা ভবতি সন্ততগমনাদনাদরোঽপি।
মলয়ে ভিল্লপুরন্ধ্রী চন্দনতরুমিন্ধনং কুরুতে॥

২৫. ছায়া স্যাদাতপাভাবে প্রতিবিম্বার্কযোষিতোঃ।
পালনোৎকোচয়োর্দীপ্তিসচ্ছোভাপঙ্‌ক্তিষু স্ত্রিয়াম্॥ মেদিনী

২৬. পদং শব্দে চ বাক্যে চ ব্যবসায়প্রদেশয়োঃ।
পাদতচ্চিহ্নয়োঃ স্থানত্রাণয়োরঙ্কবস্তুনোঃ।
শ্লোকপাদেঽপি চ ক্লীবং পুংলিঙ্গঃ কিরণে পুনঃ॥ মেদিনী

২৭ বিশ্বমশেষং কৃৎস্নং সমস্তনিখিলাখিলানি নিঃশেষম্।
সমগ্রং সকলং পূর্ণমখণ্ডং স্যাদনূনকে॥ অমরকোষ

২৮ আনন্দবর্ধনকৃত ধ্বনির লক্ষণ–
যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃত স্বার্থৌ।
ব্যঙ্গঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥ ধ্বন্যালোক। ১।১৩

অর্থাৎ—বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ যে কাব্য অধিক রমণীয় সেই কাব্য ধ্বনিকাব্য। ধ্বনিবাদীদের মতে ত্রিবিধ কাব্যের মধ্যে ধ্বনি উত্তম কাব্য। অপর দুইপ্রকার কাব্য গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও চিত্র। মম্মটভট্ট এই তিনপ্রকার কাব্য এইরূপে বিশ্লেষণ করেছেন।

ইদমুত্তমমতিশায়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ।
অতাদৃশি গুণীভূতব্যঙ্গ্যং ব্যঙ্গ্যে তু মধ্যম্।
শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যং ত্ববরং স্মৃতম্ ॥ কাব্যপ্রকাশ ১।৪

ধ্বনিকাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ অপেক্ষা প্রধান; গুণীভূত ব্যঙ্গ্যকাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ অপেক্ষা অপ্রধান; এবং চিত্রকাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থের চারুত্ব নেই, সেইজন্যে চিত্রকে 'অব্যঙ্গ্য' বলা হয়।

আনন্দবর্ধন ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন—কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ। তাঁর মতে ধ্বনি তিনপ্রকার—বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি। যখন কোনো ব্যঙ্গ্য-বস্তু বাচ্যবস্তু অপেক্ষা অধিক রমণীয় হয় তখন তাকে বলা হয় বস্তুধ্বনি। যখন কোনো ব্যঙ্গ্য-অলংকার বাচ্য-অলংকার অপেক্ষা অধিক রমণীয় হয় তাকে বলা হয় অলংকারধ্বনি। যে কোনো রসই প্রধানভাবে আস্বাদিত হলে তাকে রসধ্বনি বলা হয়। কিন্তু আস্বাদ্যমান রস অপেক্ষা বাচ্যার্থ যদি বেশি সুন্দর হয় তাহলে সেই রস 'রসবদ্' অলংকারে পরিণত হয়। 'প্রধানেঽন্যত্র বাক্যার্থে যত্রাঙ্গং তু রসদয়ঃ। কাব্যে তস্মিন্নলংকারো রসাদিরিতি মে মতিঃ ॥' ধ্বন্যালোক ২।৫

যদিও ধ্বনি তিনপ্রকার বলা হয় কিন্তু রসধ্বনিই বস্তুত কাব্যের আত্মা, বস্তুধ্বনি বা অলংকারধ্বনি রসধ্বনিতে পর্যবসিত হয়। রসধ্বনিবের কাব্যস্যাত্মা; বস্ত্বলংকারধ্বনী রসং প্রতি পর্যবস্যেতে ॥

ধ্বনিতত্ত্বপ্রসঙ্গে মুকুন্দমাধব শর্মা রচিত—The Dhvani Theory in Sanskrit Poetics গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২৯. ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্রীভূত বিষয় রসতত্ত্ব। সে শব্দটি অতি প্রাচীন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই শব্দটির দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দাত্মক স্বরূপকে বোঝানো হয়েছে—রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। (তৈ. উপ.) প্রাচীনতম অলংকারিক ও রসশাস্ত্রের প্রথম প্রবক্তা মুনি ভরতও রসকে আস্বাদ্যমান আনন্দের সমপর্যায়িক বলেছেন—অত্র রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ। (নাট্যশাস্ত্র ৬ অধ্যায়) আনন্দই সকল কাব্যের চরমতম লক্ষ্য একথা সব আলংকারিকই মেনেছেন। মম্মটভট্ট স্পষ্টই বলেছেন—সকল প্রয়োজন-মৌলীভূতং···বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দম্।—(কাব্যপ্রকাশ ১ অধ্যায়) এই আনন্দের উদ্ভবই রস। তাই রস কাব্যের সঞ্জীবক বা আত্মা। রসবিহীন কোনো রচনাই সার্থক কাব্য নয়। ভরত উদাত্তস্বরে ঘোষণা করেছেন—ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে। (নাঃ শা ৬ অধ্যায়) এরই অনুরণন শোনা যায় সাহিত্যদর্পণে কাব্যের সংজ্ঞায়—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। (১ পরিচ্ছেদ) রসতত্ত্বের মূল উপজীব্য নাট্যশাস্ত্রের একটি সূত্র—

বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সহযোগে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের আস্বাদনই রস। উক্ত সূত্রটি অলংকারজগতে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বহু আলংকারিক বিভিন্ন ভঙ্গীতে এটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রধানতঃ চারজন প্রসিদ্ধ ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্তে মতোই উত্তরসূরীদের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। রস আটপ্রকার বলে প্রসিদ্ধ—শৃঙ্গারহাস্যকরুণাঃ রৌদ্রাদ্ভুতভয়ানকাঃ। বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥ নাট্যশাস্ত্র ৬।১৫
এদের স্থায়িভাব যথাক্রমে আটপ্রকার বলে নির্দিষ্ট হয়েছে—

রতি র্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ নাট্যশাস্ত্র ৬।১৭

নাট্যশাস্ত্রের কোনো কোনো সংস্করণে রস নয় প্রকার ও স্থায়িভাবও নয় প্রকাররূপে ঘোষিত হয়েছে। নবমরস শান্ত ও তার স্থায়িভাব শম—

শৃঙ্গার হাস্য-করুণাঃ রৌদ্রাদ্ভুতভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬।১৫
রতি র্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা-বিস্ময়-শমাঃ স্থায়িভাবা প্রকীর্তিতা ॥ ৬।১৭

শান্তরসকে অনেক আলংকারিক স্বীকার করেন না। কেউ কেউ যথা দশরূপককার ধনঞ্জয় শ্রব্যকাব্যে শান্তরস স্বীকার করেছেন কিন্তু দৃশ্যকাব্য বা নাট্যে নয়—

শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টি র্নাট্যেষু নৈতস্য ॥ দশরূপক

মম্মটভট্ট প্রমুখ আলংকারিকগণ 'নির্বেদ' (তত্ত্বজ্ঞানজন্য বৈরাগ্য)-কে শান্তরসের স্থায়িভাব বলেছেন—
'নির্বেদস্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ।' কাব্যপ্রকাশ্য ৪ অধ্যায়
ভোজমুনিকথিত নয়টি রসের সঙ্গে আরও তিনটি রসের যোগ করে বারোপ্রকার রসের উল্লেখ করেছেন—

শৃঙ্গারবীরকরুণরৌদ্রাদ্ভুতভয়ানকাঃ।
বীভৎসহাস্যপ্রেয়াংসঃ শান্তোদাত্তোদ্ধতা রসাঃ ॥ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ৫।২৫১

চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব আলংকারিকগণ ভক্তিকে রসরূপে স্বীকার করে তাকে সকল রসের প্রকৃতি বলেছেন। এই ভক্তিরস মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। মুখ্য ভক্তিরস পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এবং গৌণ ভক্তিরস—হাস্য করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত।
রসের বিস্তৃত আলোচনার জন্যে V. Raghavan রচিত The Number of Rasa গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩০. অথ কর্পূরমস্ত্রিয়াম্। ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃ সিতাভ্রো হিমবালুকা ॥ অমরকোষ

৩১. মুনির সংজ্ঞা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হয়েছে—
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী র্মুনিরুচ্যতে ॥ গীতা ২।৫৬

৩২ কলিকালানুরূপ ব্রত-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বচনটি সুপ্রসিদ্ধ—

অনড্বন্ ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নিশ্চ ত ত্রয়ঃ।
অশ্নন্ত এব সিধ্যন্তি নৈবং সিদ্ধিরনশ্নতাম্ ॥

৩৩ স্যুরুত্তরপদে ব্যাঘ্রপুঙ্গবর্ষভকুঞ্জরাঃ।
সিংহশার্দূলনাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ ॥ অমরকোষ

৩৪. অগ্নি যে সর্বসাক্ষী এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রমাণ--
আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্ ॥

৩৫ সমস্যা--
শ্লোকাংশের দ্বারা রচিত শ্লেষবহুল পদ্যবিশেষ সমস্যা। এর বিস্তৃত বিবরণ অগ্নিপুরাণে পাওয়া যায়--
সুশ্লিষ্টপদ্যমেকং যন্নাম শ্লোকাংশনির্মিতম্।
সা সমস্যা পরস্যাত্মপরয়োঃ কৃতিসংকরাৎ ॥
দুঃখেন কৃতমত্যর্থং কবিসামর্থ্যসূচকম্।
দুষ্করং নীরসত্বেঽপি বিদগ্ধানাং মহোৎসবঃ ॥
নিয়মাচ্চ বিকল্পাচ্চ বন্ধাচ্চ ভবতি ত্রিধা।
কবেঃ প্রতিজ্ঞানির্মাণরম্যস্য নিয়মঃ স্মৃতঃ ॥
স্থানেনাপি স্বরেণাপি ব্যঞ্জনেনাপি স ত্রিধা।
বিকল্পঃ প্রাতিলোম্যানুলোম্যাদেবাভিধীয়তে ॥
প্রাতিলোম্যানুলোম্যং চ শব্দেনার্থেন জায়তে।
অনেকধা বৃত্তবর্ণবিন্যাসৈঃ শিল্পকল্পনা ॥
তত্তৎপ্রসিদ্ধবস্তুনাং বন্ধ ইত্যভিধীয়তে।
গোমূত্রিকার্ধভ্রমণে সর্বতো ভদ্রমম্বুজম্ ॥
চক্রং চক্রাব্জকং দণ্ডো মুরজাশ্চেতি চাষ্টধা। অগ্নিপুরাণ--৩৪৩৷৩১-৩৭

৩৬. দ্রব্যং বিত্তং স্বাপতেয়ং রিক্থমৃক্থং ধনং বসু।
হিরণ্যং দ্রবিণং দ্যুম্নমর্থ বিভবা অপি ॥ অমরকোষ

ভোজপ্রবন্ধঃ

স্বস্তি শ্রীমহারাজাধিরাজস্য ভোজরাজস্য প্রবন্ধঃ কথ্যতে—আদৌ ধারারাজ্যে সিন্ধুলসঞ্জো রাজা চিরং প্রজাঃ পর্যপালয়ৎ। তস্য বৃদ্ধত্বে ভোজ ইতি পুত্রঃ সমজনি। স যদা পঞ্চ-বার্ষিকস্তদা পিতা হ্যাত্মনো জরাং জ্ঞাত্বা মুখ্যামাত্যানাহূয়ানুজং মুঞ্জং মহাবলমালোক্য পুত্রং চ বালং বীক্ষ্য বিচারয়ামাস—যদ্যহং রাজ্যলক্ষ্মীভারধারণসমর্থং সোদরমপহায় রাজ্যং পুত্রায় প্রযচ্ছামি, তদা লোকাপবাদঃ। অথবা বালং মে পুত্রং মুঞ্জো রাজ্যলোভাদ্বিষাদিনা মারয়িষ্যতি, তদা দত্তমপি রাজ্যং বৃথা। পুত্রহানির্বংশোচ্ছেদশ্চ।

লোভঃ প্রতিষ্ঠা পাপস্য প্রসূতির্লোভ এব চ।
দ্বেষক্রোধাদিজনকো লোভঃ পাপস্য কারণম্ ॥ ১ ॥
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি ক্রোধাদ্ দ্রোহঃ প্রবর্ততে।
দ্রোহেণ নরকং যাতি শাস্ত্রজ্ঞোঽপি বিচক্ষণঃ ॥ ২ ॥
মাতরং পিতরং পুত্রং ভ্রাতরং বা সুহৃত্তমম্।
লোভাবিষ্টো নরো হন্তি স্বামিনং বা সহোদরম্ ॥ ৩ ॥

ইতি বিচার্য রাজ্যং মুঞ্জায় দত্ত্বা তদুৎসঙ্গে ভোজমাত্মজং মুমোচ।

ততঃ ক্রমাদ্রাজনি দিবং গতে সম্প্রাপ্তরাজ্যসম্পত্তির্মুঞ্জো মুখ্যামাত্যং বুদ্ধিসাগর-নামানং ব্যাপারমুদ্রয়া দূরীকৃত্য তৎপদেঽন্যং নিযোজয়ামাস। ততো গুরুভ্যঃ ক্ষিতিপাল-পুত্রং বাচয়তি। ততঃ ক্রমেণ সভায়াং জ্যোতিঃশাস্ত্রপারঙ্গতঃ সকলবিদ্যাচাতুর্যবান্ ব্রাহ্মণঃ সমাগম্য রাজ্ঞে 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বোপবিষ্টঃ। স চাহ—দেব, লোকোঽয়ং মাং সর্বজ্ঞং বক্তি। তৎকিমপি পৃচ্ছ।

কণ্ঠস্থা যা ভবেদ্বিদ্যা সা প্রকাশ্যা সদা বুধৈঃ।
যা গুরৌ পুস্তকে বিদ্যা তয়া মূঢ়ঃ প্রতার্যতে ॥ ৪ ॥

ইতি রাজানং প্রাহ। ততো রাজাপি বিপ্রস্যাহঙ্কাবমুদ্রয়া চমৎকৃতাং তদ্বার্তাং শ্রুত্বা 'অস্মাকং জন্মারভ্যেতৎক্ষণপর্যন্তং যদ্যন্ময়া চরিতং যদ্যৎকৃতং তত্তৎসর্বং বদসি যদি, ভবান্ সর্বজ্ঞ এব' ইত্যুবাচ। ততো ব্রাহ্মণোঽপি রাজ্ঞা যদ্যৎকৃতং তৎসর্বমুবাচ গূঢ়ব্যাপারমপি। ততো রাজাপি সর্বাণ্যপ্যভিজ্ঞানানি জ্ঞাত্বা তুতোষ। পুনশ্চ পঞ্চষট্পদানি গত্বা পাদয়োঃ পতিত্বেন্দ্রনীলপুষ্পরাগমরকতবৈদূর্যখচিতসিংহাসন উপবেশ্য রাজা প্রাহ—

'মাতেব রক্ষতি পিতেব হিতে নিযুঙ্‌ক্তে
কান্তেব চাভিরময়ত্যপনীয় খেদম্।
কীর্তিং চ দিক্ষু বিমলাং বিতনোতি লক্ষ্মীং
কিং কিং ন সাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা' ॥ ৫ ॥

ততো বিপ্রবরায় দশাশ্বান্মজানেয়ান্ দদৌ।

ততঃ সভায়ামাসীনো বুদ্ধিসাগরঃ প্রাহ রাজানম্—

'দেব, ভোজস্য জন্মপত্রিকাং ব্রাহ্মণং পৃচ্ছ' ইতি। ততো মুঞ্জঃ প্রাহ—'ভোজস্য জন্মপত্রিকাং বিধেহি' ইতি। ততোঽসৌ ব্রাহ্মণ উবাচ—'অধ্যয়নশালায়া ভোজ আনেতব্যঃ' ইতি। মুঞ্জোঽপি ততঃ কৌতুকাদধ্যয়নশালামলংকুর্বাণং ভোজং ভট্টৈরানায়য়ামাস। ততঃ সাক্ষাৎপিতরমিব রাজানমানম্য সবিনয়ং তস্থৌ। ততস্তদ্রূপলাবণ্যমোহিতে রাজকুমারমণ্ডলে প্রভূতসৌভাগ্যং

মহীমণ্ডলমাগতং মহেন্দ্রমিব, সাকারং মন্মথমিব, মূর্তিমৎসৌভাগ্যমিব, ভোজং নিরূপ্য রাজানং প্রাহ দৈবজ্ঞঃ–'রাজন্, ভোজস্য ভাগ্যোদয়ং বক্তুং বিরিঞ্চিরপি নালম্, কোঽহমুদরম্ভরির্ব্রাহ্মণঃ। কিঞ্চিত্তথাপি বদামি স্বমত্যনুসারেণ। ভোজমিতোঽধ্যয়নশালায়াং প্রেষয়।' ততো রাজাজ্ঞয়া ভোজে অধ্যয়নশালাং গতে বিপ্রঃ প্রাহ–

'পঞ্চাশৎপঞ্চবর্ষাণি সপ্তমাসাদিনত্রয়ম্।
ভোজরাজেন ভোক্তব্যঃ সগৌড়ো দক্ষিণাপথঃ' ॥ ৬ ॥

ইতি। তত্তদাকর্ণ্য রাজা চাতুর্যাদপহসন্নিব সুমুখোঽপি বিচ্ছায়বদনোঽভূৎ। ততো রাজা ব্রাহ্মণং প্রেষয়িত্বা নিশীথে শয়নমাসাদ্যৈকাকী সন্ ব্যচিন্তয়ৎ–'যদি রাজলক্ষ্মীর্ভোজকুমারং গমিষ্যতি, তদাহং জীবন্নপি মৃতঃ।

তানীন্দ্রিয়াণ্যবিকলানি তদেব নাম সা বুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনং তদেব।
অর্থোষ্মণা বিরহিতঃ পুরুষঃ ক্ষণেন সোঽপ্যন্য এব ভবতীতি বিচিত্রমেতৎ ॥ ৭ ॥

কিং চ–

শরীরনিরপেক্ষস্য দক্ষস্য ব্যবসায়িনঃ।
বুদ্ধিপ্রারব্ধকার্যস্য নাস্তি কিঞ্চন দুষ্করম্ ॥ ৮ ॥
অসূয়য়া হতেনৈব পূর্বোপায়োদ্যমৈরপি।
কর্তৃণাং গৃহ্যতে সম্পৎ সুহৃদ্ভির্মন্ত্রিভিস্তথা ॥ ৯ ॥

তত্রোদ্যমে কিং দুঃসাধ্যম্।

অতিদাক্ষিণ্যযুক্তানাং শঙ্কিতানাং পদে পদে।
পরাপবাদভীরূণাং দূরতো যান্তি সম্পদঃ ॥ ১০ ॥

কিং চ–

আদানস্য প্রদানস্য কর্তব্যস্য চ কর্মণঃ।
ক্ষিপ্রমক্রিয়মাণস্য কালঃ পিবতি সম্পদঃ ॥ ১১ ॥
অবমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠতঃ।
স্বার্থং সমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ স্বার্থভ্রংশো হি মূর্খতা ॥ ১২ ॥
ন স্বল্পস্য কৃতে ভূরি নাশয়েন্মতিমান্নরঃ।
এতদেবাতিপাণ্ডিত্যং যৎস্বল্পাদ্ ভূরিরক্ষণম্ ॥ ১৩ ॥

জাতমাত্রং ন যঃ শত্রুং ব্যাধিং বা প্রশমং নয়েৎ।
অতিপুষ্টাঙ্গযুক্তোঽপি স পশ্চাত্তেন হন্যতে ॥ ১৪ ॥

প্রজ্ঞাগুপ্তশরীরস্য কিং করিষ্যন্তি সংহতাঃ।
হস্তন্যস্তাতপত্রস্য বারিধারা ইবারয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অফলানি দুরন্তানি সমব্যয়ফলানি চ।
অশক্যানি চ বস্তূনি নারভেত বিচক্ষণঃ' ॥ ১৬ ॥

ততশ্চৈবং বিচিন্তয়ন্নভুক্ত এব দিনস্য তৃতীয়ে যাম এক এব মন্ত্রয়িত্বা বঙ্গদেশাধীশ্বরস্য মহাবলস্য বৎসরাজস্যাকারণায় স্বমঙ্গরক্ষকং প্রাহিণোৎ। স চাঙ্গরক্ষকো বৎসরাজমুপেত্য প্রাহ–'রাজা ত্বামাকারয়তি' ইতি। ততঃ স রথমারুহ্য পরিবারেণ পরিবৃতঃ সমাগতো রথাদবতীর্য রাজানমবলোক্য প্রণিপত্যোপবিষ্টঃ। রাজা চ সৌধং নির্জনং বিধায় বৎসরাজং প্রাহ–

'রাজা তুষ্টোঽপি ভৃত্যানাং মানমাত্রং প্রযচ্ছতি।
তে তু সম্মানিতাস্তস্য প্রাণৈরপ্যুপকুর্বতে ॥ ১৭ ॥

ততস্ত্বয়া ভোজো ভুবনেশ্বরীবিপিনে হন্তব্যং প্রথমযামে নিশায়াঃ। শিরশ্চান্তে পুরমানেতব্যম্' ইতি। স চোত্থায় নৃপং নত্বাহহ–'দেবাদেশঃ প্রমাণম্। তথাপি ভবল্লালনাৎ কিমপি বক্তুকামোঽস্মি। ততঃ সাপরাধমপি মে বচঃ ক্ষন্তব্যম্।

ভোজে দ্রব্যং ন সেনা বা পরিবারো বলান্বিতঃ।
পরং পোত ইবাস্তেঽদ্য স হন্তব্যঃ কথং প্রভো ॥ ১৮ ॥
পারম্পর্য ইবাসক্তস্ত্বৎপাদ উদরম্ভরিঃ।
তদ্বধে কারণং নৈব পশ্যামি নৃপপুঙ্গব' ॥ ১৯ ॥

ততো রাজা সর্বং প্রাতঃ সভায়াং প্রবৃত্তং বৃত্তমকথয়ৎ। স চ শ্রুত্বা হসন্নাহ–

'ত্রৈলোক্যনাথো রামোঽস্তি বসিষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।
তেন রাজ্যাভিষেকে তু মুহূর্তঃ কথিতোঽভবৎ ॥ ২০ ॥
তন্মুহূর্তেন রামোঽপি বনং নীতোঽবনিং বিনা।
সীতাপহারোঽপ্যভবদ্বৈরিঞ্চিবচনং বৃথা ॥ ২১ ॥
জাতঃ কোঽয়ং নৃপশ্রেষ্ঠ কিংঞ্চিজ্জ্ঞ উদরম্ভরিঃ।
যদুক্ত্যা মন্মথাকারং কুমারং হন্তুমিচ্ছসি ॥ ২২ ॥

কিং চ–

কিং নু মে স্যাদিদং কৃত্বা কিং নু মে স্যাদকুর্বতঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা প্রাজ্ঞঃ কুর্বীত বা ন বা ॥ ২৩ ॥
উচিতমনুচিতং বা কুর্বতাং কার্যজাতং পরিণতিরবধার্যা যত্নতঃ পণ্ডিতেন।
অতিরভসকৃতানাং কর্মণামাবিপত্তের্ভবতি হৃদয়দাহী শল্যতুল্যো বিপাকঃ ॥ ২৪ ॥

কিং চ–

যেন সহাসিতমশিতং হসিতং কথিতং চ রহসি বিশ্রব্ধম্।
তং প্রতি কথমসতামপি নিবর্ততে চিত্তমামরণাৎ ॥ ২৫ ॥

কিং চ–অস্মিন্ হতে বৃদ্ধস্য রাজ্ঞঃ সিন্ধুলস্য পরমপ্রীতিপাত্রাণি মহাবীরাস্তবৈবানুমতে স্থিতাঃ, তে ত্বন্নগরমুন্মূলকল্লোলাঃ পয়োধরা ইব প্লাবয়িষ্যন্তি। চিরাদ্বন্ধমূলেঽপি ত্বয়ি প্রায়ঃ পৌরা ভোজং ভুবো ভর্তারং ভাবয়ন্তি। কিং চ–

সত্যপি চ সুকৃতকর্মণি দুর্নীতিশ্চেচ্ছ্রিয়ং হরত্যেব।
তৈলৈঃ সদোপযুক্তাং দীপশিখাং বিদলয়তি হি বাতালিঃ ॥ ২৬ ॥

দেব, পুত্রবধঃ ক্বাপি ন হিতায়।' ইত্যুক্তং বৎসরাজবচনমাকর্ণ্য রাজা কুপিতঃ প্রাহ–

'ত্বমেব রাজ্যাধিপতিঃ, ন তু সেবকঃ।

স্বাম্যুক্তে যো ন যততে স ভৃত্যো ভৃত্যপাশকঃ।
তজ্জীবনমপি ব্যর্থমজাগলকুচাবিব' ॥ ২৭ ॥

ইতি। ততো বৎসরাজঃ 'কালোচিতমালোচনীয়ম্' ইতি মত্বা তূষ্ণীং বভূব।

অথ লম্বমানে দিবাকর উত্তুঙ্গসৌধোৎসঙ্গাদবতরন্তং কুপিতমিব কৃতান্তং বৎসরাজং বীক্ষ্য সমেতা অপি বিবিধেন মিষেণ স্বভবনানি প্রাপুর্ভীতাঃ সভাসদঃ। ততঃ স্বসেবকান্ সবাগারপরিত্রাণার্থং প্রেষয়িত্বা রথং ভুবনেশ্বরীভবনাভিমুখং বিধায় ভোজকুমারোপাধ্যায়াকারণায় প্রাহিণোদেকং বৎসরাজঃ। স চাহ পণ্ডিতম্–'তাত, ত্বামাকারয়তি বৎসরাজঃ'

ইতি। সোঽপি তদাকর্ণ্য বজ্রাহত ইব, ভূতাবিষ্ট ইব, গ্রহগ্রস্ত ইব, তেন সেবকেন করেণ ধৃত্বানীতঃ পণ্ডিতঃ। তং চ বুদ্ধিমান্ বৎসরাজঃ সপ্রণামমিত্যাহ–'পণ্ডিত, তাত, উপবিশ। রাজকুমারং জয়ন্তমধ্যয়নশালায়া আনয়' ইতি। আয়ান্তং জয়ন্তং কুমারং কিমপ্যধীতং পৃষ্টবানৈষীৎ। পুনঃ প্রাহ পণ্ডিতম্–'বিপ্র, ভোজকুমারমানয়' ইতি। ততো বিদিতবৃত্তান্তো ভোজঃ কুপিতো জ্বলন্নিব শোণিতেক্ষণঃ সমেত্যাহ–'আঃ পাপ, রাজ্ঞো মুখ্যকুমারমেকাকিনং মাং রাজভবনাদ্বহিরানেতুং তব কা নাম শক্তিঃ' ইতি বামচরণপাদুকামাদায় ভোজেন তালুদেশে হতো বৎসরাজঃ। ততো বৎসরাজঃ প্রাহ–'ভোজ, বয়ং, রাজাদেশকারিণঃ'। ইতি বালং রথে নিবেশ্য খড্গমপকোশং কৃত্বা জগামাশু মহামায়াভবনম্। ততো গৃহীতে ভোজে লোকাঃ কোলাহলং চক্রুঃ। হুল্লাবশ্চ প্রবৃত্তঃ। 'কিং কিম্' ইতি ব্রুবাণা ভটা বিক্রোশন্ত আগত্য সহসা ভোজং বধায় নীতং জ্ঞাত্বা হস্তিশালামুষ্ট্রশালাং বাজিশালাং রথশালাং প্রবিশ্য সর্বান্ জঘ্নুঃ। ততঃ প্রতোলীষু রাজভবনপ্রাকারবেদিকাসু বহির্দ্বারবিটঙ্কেষু পুরসমীপেষু ভেরীপটহমুরজমড্ডুকডিণ্ডিমনিনদাডম্বরেণাম্বরং বিড়ম্বিতমভূৎ। কেচিদ্বিমলাসিনা কেচিদ্বিষেণ কেচিৎ কুন্তেন কেচিৎ পাশেন কেচিদ্বহ্নিনা কেচিৎ পরশুনা কেচিদ্ভল্লেন কেচিত্তোমরেণ কেচিৎ প্রাসেন কেচিদম্ভসা কেচিদ্ধারায়াং ব্রাহ্মণয়োষিতো রাজপুত্রা রাজসেবকা রাজানঃ পৌরাশ্চ প্রাণপরিত্যাগং বিদধুঃ। ততঃ সাবিত্রীসংজ্ঞা ভোজস্য জননী বিশ্বজননীব স্থিতা দাসীমুখাৎ স্বপুত্রস্থিতিমাকর্ণ্য করাভ্যাং নেত্রে বিধায় রুদতী প্রাহ–'পুত্র, পিতৃব্যেন কাং দশাং গমিতোঽসি। যে ময়া নিয়মা উপবাসাশ্চ ত্বৎকৃতে কৃতাঃ, তেঽদ্য মে বিফলা জাতাঃ। দশাপি দিশামুখানি শূন্যানি। পুত্র, দেবেন সর্বজ্ঞেন সর্বশক্তিনামুষ্টাঃ শ্রিয়ঃ। পুত্র, এনং দাসীবর্গং সহসা বিচ্ছিন্নশিরসং পশ্য' ইত্যুক্ত্বা ভূমাবপতৎ।

ততঃ প্রদীপ্তে বৈশ্বানরে সমুদ্ভূতধূমস্তোমেনৈব মলীমসে নভসি পাপত্রাসাদিব পশ্চিমপয়োনিধৌ মগ্নে মার্তণ্ডমণ্ডলে মহামায়াভবনমাসাদ্য প্রাহ ভোজ বৎসরাজঃ–'কুমার, ভৃত্যানাং দৈবত, জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদেন কেনাচিদব্রাহ্মণেন তব রাজপ্রাপ্তাবুদীরিতায়াং রাজ্ঞা ভবদ্বধো ব্যাদিষ্টঃ' ইতি।

ভোজঃ প্রাহ–

> 'রামে প্রব্রজনং বলের্নিয়মনং পাণ্ডোঃ সুতানাং বনং
> বৃষ্ণীনাং নিধনং নলস্য নৃপতে রাজ্যাৎপরিভ্রংশনম্।
> কারাগারনিষেবনং চ মরণং সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশ্বরে
> সর্বঃ কালবশেন নশ্যতি নরঃ কো বা পরিত্রায়তে ॥ ২৮ ॥
> লক্ষ্মীকৌস্তুভপারিজাতসহজঃ সূনুঃ সুধাম্ভোনিধে-
> র্দেবেন প্রণয়প্রসাদবিধিনা মূর্ধ্না ধৃতঃ শম্ভুনা।
> অদ্যাপ্যুজ্ঝতি নৈব দৈববিহিতং ক্ষৈণ্যং ক্ষপাবল্লভঃ
> কেনান্যেন বিলঙ্ঘ্যতে বিধিগতিঃ পাষাণরেখাসখী ॥ ২৯ ॥
> বিকটোর্ব্যামপাটনং শৈলারোহণমপাম্নিধেস্তরণম্।
> নিগড়ং গুহাপ্রবেশো বিধিপরিপাকঃ কথং নু সন্তার্যঃ ॥ ৩০ ॥
> অম্ভোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধূলীলবঃ শৈলতাং
> মেরুর্মৃৎকুণতাং তৃণং কুলিশতাং বজ্রং তৃণপ্রায়তাম্।

বহ্নিঃ শীতলতাং হিমং দহনতামায়াতি যস্যেচ্ছয়া
লীলাদ্দলিতাম্ভুতব্যসনিনে দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৩১ ॥

ততো বটবৃক্ষস্য পত্রং আদায়ৈকং পুটীকৃত্য জংঘাং ছুরিকয়া ছিত্ত্বা তত্রপুটকে রক্তমারোপ্য-তৃণেনৈকস্মিন্ পত্রে কঞ্চন শ্লোকং লিখিত্বা বৎসং প্রাহ--'মহাভাগ, এতৎপত্রং নৃপায় দাতব্যম্। ত্বমপি রাজাজ্ঞাং বিধেহি' ইতি। ততো বৎসরাজস্যানুজো ভ্রাতা ভোজস্য প্রাণপরিত্যাগসময়ে দীপ্যমানমুখশ্রিয়মবলোক্য প্রাহ--

'এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুয়াতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ ৩২ ॥
ন ততো হি সহায়ার্থং মাতা ভার্যা চ তিষ্ঠতি।
ন পুত্রমিত্রে ন জ্ঞাতির্ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥ ৩৩ ॥
বলবানপ্যশক্তোঽসৌ ধনবানপি নির্ধনঃ।
শ্রুতবানপি মূর্খশ্চ যো ধর্মবিমুখো জনঃ ॥ ৩৪ ॥
ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধস্থানং স রোগী কিং করিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥
জরাং মৃত্যুং ভয়ং ব্যাধিং যো জানাতি স পণ্ডিতঃ।
স্বস্থস্তিষ্ঠেন্নিষীদেদ্বা স্বপেদ্বা কেনচিদ্বসেৎ ॥ ৩৬ ॥
তুল্যজাতিবয়োরূপান্ হৃতান্ পশ্যতি মৃত্যুনা।
ন হি তত্রাস্তি তে ত্রাসো বজ্রবদ্ধৃদয়ং তব' ॥ ৩৭ ॥

ইতি। ততো বৈরাগ্যমাপন্নো বৎসরাজো ভোজং 'ক্ষমস্ব' ইত্যুক্ত্বা প্রণম্য তং চ রথে নিবেশ্য নগরাদ্বহির্বনে তমসি গৃহমাগময্য ভূমিগৃহান্তরে নিক্ষিপ্য ভোজং ররক্ষ। স্বয়মেব কৃত্রিম বিদ্যাবিদ্ভিঃ সুকুণ্ডলং স্ফুরদ্বক্ত্রং নিমীলিতনেত্রং ভোজকুমারমস্তকং কারয়িত্বা তচ্চাদায় কনিষ্ঠো রাজভবনং গত্বা রাজানং নত্বা প্রাহ--'শ্রীমতা যদাদিষ্টং তৎ সাধিতম্' ইতি। ততো রাজা চ পুত্রবধং জ্ঞাত্বা তমাহ--'বৎসরাজ, খড়্গপ্রহারসময়ে তেন পুত্রেণ কিমুক্তম্' ইতি। বৎসস্তৎপত্রমদাৎ। রাজা স্বভার্যাকরেণ দীপমানীয় তানি পত্রাক্ষরাণি বাচয়তি--

'মান্ধাতা চ মহীপতিঃ কৃতযুগালঙ্কারভূতো গতঃ
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ ক্বাসৌ দশাস্যান্তকঃ।
অন্যে চাপি যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যাতা দিবং ভূপতে
নৈকেনাপি সমং গতা বসুমতী মুঞ্জ ত্বয়া যাস্যতি' ॥ ৩৮ ॥

রাজা চ তদর্থং জ্ঞাত্বা শয্যাতো ভূমৌ পপাত। ততশ্চ দেবীকরকমলচালিতচেলাঞ্চলা-নিলেন সসংজ্ঞো ভূত্বা 'দেবি মা মাং স্পৃশ হা হা পুত্রঘাতিনম্' ইতি বিলপন্ কুরর ইব দ্বারপালানানায্য 'ব্রাহ্মণানানয়ত' ইত্যাহ। ততঃ স্বাজ্ঞয়া সমাগতানব্রাহ্মণান্নত্বা 'ময়া পুত্রো হতঃ, তস্য প্রায়শ্চিত্তং বদধ্বং' ইতি বদন্তং তে তমূচুঃ--'রাজন্, সহসা বহ্নিমাবিশ' ইতি ততঃ সমেত্য বুদ্ধিসাগরঃ প্রাহ- 'যথা ত্বং রাজাধমঃ, তথৈবামাত্যাধমো বৎসরাজঃ। তব কিল রাজ্যং দত্ত্বা সিন্ধুলনৃপেণ তেন ত্বদুৎসঙ্গে ভোজঃ স্থাপিতঃ। তচ্চ ত্বয়া পিতৃব্যো-নান্যৎ কৃতম্।

কতিপয়দিবসস্থায়িনি মদকারিনি যৌবনে দুরাত্মানঃ।
বিদধতি তথাপরাধং জন্মৈব যথা বৃথা ভবতি ॥ ৩৯ ॥

সন্তস্তৃণোৎ সারণমুত্তমাঙ্গাৎ সুবর্ণকোট্যর্পণমামনন্তি ।
প্রাণব্যয়েনাপি কৃতোপকারাঃ খলাঃ পরে বৈরমিবোদ্বহন্তি ॥ ৪০ ॥
উপকারশ্চাপকারো যস্য ব্রজতি বিস্মৃতিম্ ।
পাষাণহৃদয়স্যাস্য জীবতীত্যভিধা মুধা ॥ ৪১ ॥
যথাঙ্কুরঃ সুসূক্ষ্মোঽপি প্রযত্নেনাভিরক্ষিতঃ ।
ফলপ্রদো ভবেৎ কালে তথা লোকঃ সুরক্ষিতঃ ॥ ৪২ ॥
হিরণ্যধান্যরত্নানি ধনানি বিবিধানি চ ।
তথান্যদপি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাভ্যঃ স্যান্মহীভৃতাম্ ॥ ৪৩ ॥
রাজ্ঞি ধর্মিণি ধর্মিষ্ঠাঃ পাপে পাপপরাঃ সদা ।
রাজানমনুবর্তন্তে যথা রাজা তথা প্রজাঃ' ॥ ৪৪ ॥

ততো রাত্রাবেব বহ্নিপ্রবেশনং নিশ্চিতে রাজ্ঞি সর্বে সামন্তাঃ পৌরাশ্চ মিলিতাঃ 'পুত্রং হত্বা পাপভয়াদ্ভীতো নৃপতির্বহ্নিং প্রবিশতি' ইতি কিংবদন্তী সর্বত্রাজনি। ততো বুদ্ধিসাগরো দ্বারপালমাহূয় 'ন কেনাপি ভূপালভবনং প্রবেষ্টব্যম্' ইত্যুক্ত্বা নৃপমন্তঃপুরে নিবেশ্য সভায়ামেকাকী সমুপবিষ্টঃ। ততো রাজমরণবার্তাং শ্রুত্বা বৎসরাজঃ সভাগৃহমাগত্য বুদ্ধিসাগরং নত্বা শনৈঃ প্রাহ 'তাত, ময়া ভোজরাজো রক্ষিতঃ' ইতি। বুদ্ধিসাগরশ্চ কর্ণে তস্য কিমপ্যকথয়ৎ। তচ্ছ্রুত্বা বৎসরাজশ্চ নিষ্ক্রান্তঃ।

ততো মুহূর্তেন কোঽপি করকলিতদন্তীন্দ্রদন্তদণ্ডো বিরচিতপ্রত্যগ্রজটাকলাপঃ কর্পূরকরম্বিতভসিতোদ্ধূলিতসকলতনুর্মূর্তিমান্ মন্মথ ইব স্ফটিককুণ্ডলমণ্ডিতকর্ণযুগলঃ কৌশেয়কৌপীনো মূর্তিমান্‌শ্চন্দ্রচূড় ইব সভাং কাপালিকঃ সমাগতঃ। তং বীক্ষ্য বুদ্ধিসাগরঃ প্রাহ 'যোগীন্দ্র, কুত আগম্যতে। কুত্র তে নিবেশশ্চ। কাপালিকে ত্বয়ি যচ্চমৎকারকারী কলাবিশেষ ঔষধবিশেষোঽপ্যস্তি?' যোগী প্রাহ—

দেশে দেশে ভবনং ভবনে তথৈব ভিক্ষান্নম্।
সরাংসি চ নদ্যাং সলিলং শিব শিব তত্ত্বার্থযোগিনাং পুংসাম্ ॥
গ্রামে গ্রামে কুটী রম্যা নির্ঝরে নির্ঝরে জলম্।
ভিক্ষায়াং সুলভং চান্নং বিভবৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৪৬ ॥

দেব, অস্মাকং নৈকো দেশঃ। সকলভূমণ্ডলং ভ্রমামঃ। গুরূপদেশে তিষ্ঠামঃ। নিখিলং-ভুবনতলং করতলামলকবৎ পশ্যামঃ। সর্পদষ্টং বিষব্যাকুলং রোগগ্রস্তং শস্ত্রভিন্নশিরস্কং কালশিথিলিতং তাত, তৎক্ষণাদেব বিগতসকলব্যাধিসঞ্চয়ং কুর্মঃ ইতি। রাজাপি ক্রুড়ান্তর্হিত এব শ্রুতসকলবৃত্তান্তঃ সভামাগতঃ কাপালিকং দণ্ডবৎ প্রণম্য, 'যোগীন্দ্র, রুদ্রকল্প, পরোপকারপরায়ণ, মহাপাপিনা ময়া হতস্য প্রাণদানেন মাং রক্ষ' ইত্যাহ। অথ কাপালিকোঽপি 'রাজন্, মা ভৈষীঃ। পুত্রস্তে ন মরিষ্যতি। শিবপ্রসাদেন গৃহমেষ্যতি। পরং শ্মশানভূমৌ বুদ্ধিসাগরেণ সহ হোমদ্রব্যাণি প্রেষয়' ইত্যবোচৎ। ততো রাজ্ঞা 'কাপালিকেন যদুক্তং তৎসর্বং তথা কুরু' ইতি বুদ্ধিসাগরঃ প্রেষিতঃ। ততো রাত্রৌ গূঢ়রূপেণ ভোজোঽপি তত্র নদীপুলিনং নীতঃ। 'যোগিনা ভোজো জীবিতঃ' ইতি প্রথা চ সমভূৎ। ততো গজেন্দ্রারূঢ়ো বন্দিভিঃ স্তূয়মানো ভেরীমৃদঙ্গাদিঘোষৈর্জগদ্ বধিরীকুর্বন্ পৌরামাত্যপরিবৃতো ভোজরাজো রাজভবনমগাৎ। রাজা চ তমালিঙ্গ্য রোদিতি। ভোজোঽপি রুদন্তং মুঞ্জং নিবার্যাস্তৌষীৎ। ততঃ সন্তুষ্টো রাজা নিজসিংহাসনে তস্মিন্নিবেশ্য তং ছত্রচামরাভ্যাং ভূষয়িত্বা তস্মৈ রাজ্যং দদৌ। নিজপুত্রেভ্যঃ প্রত্যেকমেকৈকং গ্রামং দত্ত্বা

পরমপ্রেমাস্পদং জয়ন্তং ভোজনিকাশে নিবেশয়ামাস। ততঃ পরলোকপরিত্রাণো মুঞ্জোঽপি নিজপট্টরাজ্ঞীভিঃ সহ তপোবনভূমিং গত্বা পরং তপস্তেপে। ততো ভোজভূপালশ্চ দেবব্রাহ্মণপ্রসাদাদ্রাজ্যং পালয়ামাস।

॥ ইতি ভোজরাজস্য রাজ্যপ্রাপ্তিপ্রবন্ধঃ ॥

ততো মুঞ্জে তপোবনং যাতে বুদ্ধিসাগরং মুখ্যামাত্যং বিধায় স্বরাজ্যং বুভুজে ভোজরাজভূপতিঃ। এবমতিক্রামতি কালে কদাচিদ্রাজা ক্রীড়োদ্যানং গচ্ছতা কোঽপি ধারানগরবাসী বিপ্রো লক্ষিতঃ। স চ রাজানং বীক্ষ্য নেত্রে নিমীল্যাগচ্ছন্ রাজ্ঞা পৃষ্টঃ—'দ্বিজ, ত্বং মাং দৃষ্টবা ন স্বস্তীতি জল্পসি। বিশেষেণ লোচনে নিমীলয়সি। তত্র কো হেতুঃ?' ইতি। বিপ্র আহ—'দেব, ত্বং বৈষ্ণবোঽসি। বিপ্রাণাং নোপদ্রবং করিষ্যসি ততস্ত্বত্তো ন মে ভীতিঃ। কিং তু কস্মৈচিৎ কিমপি ন প্রযচ্ছসি; তেন তব দাক্ষিণ্যমপি নাস্তি। অতস্তে কিমাশীর্বচসা। কিং চ প্রাতরেব কৃপণমুখাবলোকনাৎ পরতোঽপি লাভহানিঃ স্যাদিতি লোকোক্ত্যা লোচনে নিমীলিতে।

অপি চ—

প্রসাদো নিষ্ফলো যস্য কোপশ্চাপি নিরর্থকঃ।
ন তং রাজানমিচ্ছন্তি প্রজাঃ ষণ্ঢমিব স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
অপ্রগলভস্য যা বিদ্যা কৃপণস্য চ যদ্ধনম্।
যচ্চ বাহুবলং ভীরোর্ব্যর্থমেতত্রয়ং ভুবি ॥ ৪৮ ॥

দেব, মৎপিতা বৃদ্ধঃ কাশীং প্রতি গচ্ছন্ ময়া শিক্ষাং পৃষ্টঃ—'তাত ময়া কিং কর্তব্যম্' ইতি। পিত্রা চেত্থমভ্যধায়ি—

'যদি তব হৃদয়ং বিদ্বৎসুনয়ং স্বপ্নেঽপি মা স্ম সেবিষ্ঠাঃ।
সচিববর্জিতং ষণ্ঢজিতং যুবতিজিতং চৈব রাজানম্ ॥ ৪৯ ॥
পাতকানাং সমস্তানাং দ্বে পরে তাত! পাতকে।
একং দুঃসচিবো রাজা দ্বিতীয়ং চ তদাশ্রয়ঃ ॥ ৫০ ॥
অবিবেকমতির্নৃপতির্মন্ত্রী গুণবৎসু বক্রিতগ্রীবঃ।
যত্র খলাশ্চ প্রবলাস্তত্র কথং সজ্জনাবসরঃ ॥ ৫১ ॥
রাজা সম্পত্তিহীনোঽপি সেব্যঃ সেব্যগুণাশ্রয়ঃ।
ভবত্যাজীবনং তস্মাৎফলং কালান্তরাদপি ॥ ৫২ ॥

অদাতুর্দাক্ষিণ্যং নহি ভবতি। দেব, পুরা কর্ণ-দধীচি-শিবি-বিক্রমপ্রমুখাঃ ক্ষিতিপতয়ো যথা পরলোকমলঙ্কুর্বাণা নিজদানসমুদ্ভূতদিব্যনবগুণৈর্নিবসন্তি মহীমণ্ডলে তথা কিমপরে রাজানঃ?

দেহে পাতিনি কা রক্ষা যশো রক্ষ্যমপাতবৎ।
নরঃ পতিতকায়োঽপি যশঃকায়েন জীবতি ॥ ৫৩ ॥
পণ্ডিতে চৈব মূর্খে চ বলবত্যপি দুর্বলে।
ঈশ্বরে চ দরিদ্রে চ মৃত্যোঃ সর্বত্র তুল্যতা ॥ ৫৪ ॥
নিমেষমাত্রমপি তে বয়ো গচ্ছন্ন তিষ্ঠতি।
তস্মাদ্দেহেষ্বনিত্যেষু কীর্তিমেকামুপার্জয়েৎ' ॥ ৫৫ ॥
জীবিতং তদপি জীবিতমধ্যে গণ্যতে সুকৃতিভিঃ কিমু পুংসাম্।
জ্ঞানবিক্রমকলাকুললজ্জাত্যাগভোগরহিতং বিফলং যৎ ॥ ৫৬ ॥

রাজাপি তেন বাক্যেন পীযূষপূরস্নাত ইব, পরব্রহ্মণি লীন ইব, লোচনাভ্যাং হর্ষাশ্রূণি মুমোচ। প্রাহ চ দ্বিজম্—'বিপ্রবর, শৃণু—

সুলভাঃ পুরুষা লোকে সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥ ৫৭ ॥
মনীষিণঃ সন্তি ন তে হিতৈষিণো
হিতৈষিণঃ সন্তি ন তে মনীষিণঃ।
সুহৃচ্চ বিদ্বানপি দুর্লভো নৃণাং
যথৌষধং স্বাদু হিতং চ দুর্লভম্' ॥ ৫৮ ॥

ইতি বিপ্রায় লক্ষং দত্ত্বা 'কিং তে নাম' ইত্যাহ। বিপ্রঃ স্বনাম ভূমৌ লিখতি 'গোবিন্দঃ' ইতি। রাজা বাচয়িত্বা 'বিপ্র, প্রত্যহং রাজভবনমগন্তব্যম্। ন তে কশ্চিন্নিষেধঃ। বিদ্বাংসঃ কবয়শ্চ কৌতুকাৎ সভামানেতব্যাঃ। কোঽপি বিদ্বান্ন খলু দুঃখভাগস্তু, এনমধিকারং পালয়' ইত্যাহ।

এবং গচ্ছৎসু কতিপয়দিবসেষু রাজা বিদ্বৎপ্রিয়ো দানবিক্রেশ্বর ইতি প্রথামগাৎ। ততো রাজানং দিদৃক্ষবঃ কবয়ো নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাগতাঃ। এবং বিত্তাদিব্যয়ং কুর্বাণং রাজানং প্রতি কদাচিন্মুখ্যামাত্যেনেত্থমভাণি—'দেব, রাজানঃ কোশবলা এব বিজয়িনঃ। নান্যে।

স জয়ী বরমাতঙ্গা যস্য তস্যাস্তি মেদিনী।
কোশো যস্য স দুর্ধর্ষো দুর্গং যস্য স দুর্জয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

দেব, লোকং পশ্য—

প্রায়ো ধনবতামেব ধনে তৃষ্ণা গরীয়সী।
পশ্য কোটিদ্বয়াসক্তং লক্ষায় প্রবণং ধনুঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি রাজা চ তমাহ—

'দানোপভোগবন্ধ্যা যা সুহৃদ্ভির্যা ন ভুজ্যতে।
পুংসা সমাহিতা লক্ষ্মীরলক্ষ্মীঃ ক্রমশো ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

ইত্যুক্ত্বা রাজা তং মন্ত্রিণং নিজপদাদ্ দূরীকৃত্য তৎপদেঽন্যং নিবেশয়ামাস আহ চ তং—

'লক্ষং মহাকবের্দেয়ং তদর্ধং বিবুধস্য চ।
দেয়ং গ্রামৈকমর্ধস্য তস্যাপ্যর্ধং তদর্থিনঃ ॥ ৬২ ॥

যশ্চ মেঽমাত্যাদিষু বিতরণনিষেধমনাঃ স হন্তব্যঃ। উক্তং চ—

যদ্দদাতি যদশ্নাতি তদেব ধনিনাং ধনম্।
অন্যে মৃতস্য ক্রীড়ন্তি দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ৬৩ ॥
প্রিয়ঃ প্রজানাং দাতৈব ন পুনর্দ্রবিণেশ্বরঃ।
অযচ্ছন্ কাঙ্ক্ষ্যতে লোকৈর্বারিদো ন তু বারিধিঃ ॥ ৬৪ ॥
সংগ্রহৈকপরঃ প্রায়ঃ সমুদ্রোঽপি রসাতলে।
দাতারং জলদং পশ্য গর্জন্তং ভুবনোপরি' ॥ ৬৫ ॥

এবং বিতরণশালিনং ভোজরাজং শ্রুত্বা কশ্চিৎ কলিঙ্গদেশাৎ কবিরুপেত্য মাসমাত্রং তস্থৌ। ন চ ক্ষোণীন্দ্রদর্শনং ভবতি। আহারার্থে পাথেয়মপি নাস্তি। ততঃ কদাচিদ্রাজা মৃগয়াভিলাষী বহির্নির্গতঃ। স কবির্দৃষ্ট্বা রাজানমাহ—

'দৃষ্টে শ্রীভোজরাজেন্দ্রে গলন্তি ত্রীণি তৎক্ষণাৎ।
শত্রোঃ শাস্ত্রং কবেঃ কষ্টং নীবীবন্ধো মৃগীদৃশাম্' ॥ ৬৬ ॥

রাজা লক্ষং দদৌ। ততস্তস্মিন্মৃগয়ারসিকে রাজনি কশ্চন পুলিন্দপুত্রো গায়তি। তদ্গীতমাধুর্যেণ তুষ্টো রাজা তস্মৈ পুলিন্দপুত্রায় পঞ্চলক্ষং দদৌ। তদা কবিস্তদ্দানমত্যুন্নতং কিরাতপোতং চ দৃষ্ট্বা নরেন্দ্রপাণিকমলস্থপঙ্কজমিষেণ রাজানং বদতি—

'এতে হি গুণাঃ পঙ্কজ! সন্তোঽপি ন তে প্রকাশমায়ান্তি।
যল্লক্ষ্মীবসতেস্তব মধুপৈরুপভুজ্যতে কোশঃ' ॥ ৬৭ ॥

ভোজস্তমভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা পুনর্লক্ষমেকং দদৌ। ততো রাজা ব্রাহ্মণমাহ—

'প্রভুভিঃ পূজ্যতে বিপ্র কলৈব ন কুলীনতা।
কলাবান্মান্যতে মূর্ধ্নি সৎসু দেবেষু শম্ভুনা' ॥ ৬৮ ॥

এবং বদতি ভোজে কুতোঽপি পঞ্চষাঃ কবয়ঃ সমাগতাঃ। তান্ দৃষ্ট্বা রাজা বিলক্ষণ ইবাসীৎ—'অদ্যৈব ময়ৈতাবদ্বিত্তং দত্তম্' ইতি। ততঃ কবিস্তমভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা নৃপং পদ্মমিষেণ পুনঃ প্রাহ—

'কিং কুপ্যসি কস্মৈচন সৌরভসারায় কুপ্য নিজমধুনে।
যস্য কৃতে শতপত্র! প্রতিপত্রং তেঽদ্য মৃগ্যতে ভ্রমরৈঃ' ॥ ৬৯ ॥

ততঃ প্রভুং প্রসন্নবদনমবলোক্য প্রকাশেন প্রাহ—

'ন দাতুং নোপভোক্তুং চ শক্নোতি কৃপণঃ শ্রিয়ম্।
কিন্তু স্পৃশতি হস্তেন নপুংসক ইব স্ত্রিয়ম্ ॥ ৭০ ॥
যাচিতো যঃ প্রহৃষ্যেত দত্ত্বা চ প্রীতিমান্ ভবেৎ।
তং দৃষ্ট্বাপ্যথবা শ্রুত্বা নরঃ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ' ॥ ৭১ ॥

ততস্তুষ্টো রাজা পুনরপি কলিঙ্গদেশবাসিকবয়ে লক্ষং দদৌ। ততঃ পূর্বকবিঃ পুরঃস্থিতান্ ষট্কবীন্দ্রান্ দৃষ্ট্বাহ—'হে কবয়ঃ, অত্র মহাসরঃসেতুভূমৌ বাসী রাজা যদা ভবনং গমিষ্যতি তদা কিমপি ব্রূত' ইতি। তে চ সর্বে মহাকবয়োঽপি সর্বে রাজ্ঞঃ প্রথমচেষ্টিতং জ্ঞাত্বাবর্তন্ত। তেষ্বেকঃ সরোমিষেণ নৃপং প্রাহ—

'আগতানামপূর্ণানাং পূর্ণানমপি গচ্ছতাম্।
যদধ্বনি ন সংঘট্টো ঘটানাং তৎসরোবরম্' ॥ ৭২ ॥

ইতি। তস্মৈ রাজা লক্ষং দদৌ। ততো গোবিন্দপণ্ডিতস্তান্ কবীন্দ্রান্ দৃষ্ট্বা চুকোপ। তস্য কোপাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা দ্বিতীয়ঃ কবিরাহ—

'কস্য তৃষং ন ক্ষপয়সি পিবতি ন কস্তব পয়ঃ প্রবিশ্যান্তঃ।
যদি সন্মার্গসরোবর! নক্রো ন ক্রোড়মধিবসতি' ॥ ৭৩ ॥

রাজা তস্মৈ লক্ষদ্বয়ং দদৌ। তং চ গোবিন্দপণ্ডিতং ব্যাপারপদাদ্ দূরীকৃত্য 'ত্বয়াপি সভায়ামাগন্তব্যম্, পরং তু কেনাপি দৌষ্ট্যং ন কর্তব্যম্' ইত্যুক্ত্বা ততস্তেভ্যঃ প্রত্যেকং লক্ষং দত্ত্বা স্বনগরমাগতঃ। তে চ যথাযথং গতাঃ।

ততঃ কদাচিদ্রাজা মুখ্যামাত্যং প্রাহ—

'বিপ্রোঽপি যো ভবেন্মূর্খঃ স পুরাদ্বহিরস্তু মে।
কুম্ভকারোঽপি যো বিদ্বান্ স তিষ্ঠতু পুরে মম' ॥ ৭৪ ॥

ইতি। অতঃ কোঽপি ন মূর্খোঽভূদ্ধারানগরে।

ততঃ ক্রমেণ পঞ্চশতানি বিদুষাং বররুচি বাণ-ময়ূর রেফণ-হরিশংকরকলিঙ্গ-কর্পূর-

বিনায়ক-মদন-বিদ্যা-বিনোদ-কোকিল-তারেন্দ্রমুখাঃ সর্বশাস্ত্রবিচক্ষণাঃ সর্বে সর্বজ্ঞাঃ শ্রীভোজরাজসভামলংচক্রুঃ। এবং স্থিতে কদাচিদ্বিদ্বদ্বৃন্দবন্দিতে সিংহাসনাসীনে কবিশিরোমণৌ কবিত্বপ্রিয়ে বিপ্রপ্রিয়বান্ধবে ভোজেশ্বরে দ্বারপাল এত্য প্রণম্য ব্যাজিজ্ঞপৎ—'দেব! কোঽপি বিদ্বান্ দ্বারি তিষ্ঠতি' ইতি। অথ রাজ্ঞা 'প্রবেশয় তম্' ইত্যাজ্ঞপ্তে সোঽপি দক্ষিণেন পাণিনা সমুন্নতেন বিরাজমানো—

বিপ্রঃ প্রাহ— রাজন্নভ্যুদয়োঽস্তু'।

রাজা—'শংকরকবে কিং পত্রিকায়ামিদম্।'

কবিঃ -'পদ্যম্'।

রাজা—'কস্য'।

কবিঃ—'তবৈব ভোজনৃপতে'।

রাজা—'তৎপঠ্যতাম্'।

কবিঃ—'পঠ্যতে'।

> এতাসামরবিন্দসুন্দরদৃশাং দ্রাক্‌চামরান্দোলনা—
> দুদ্বেল্লদ্‌ভুজবল্লিকঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্যতাম্ ॥ ৭৫ ॥
> যথা যথা ভোজযশো বিবর্ধতে সিতাং ত্রিলোকীমিব কর্তুমুদ্যতম্।
> তথা তথা মে হৃদয়ং বিদূয়তে প্রিয়ালকালীধবলত্বশঙ্কয়া' ॥ ৭৬ ॥

ততো রাজা শংকরকবয়ে দ্বাদশলক্ষং দদৌ। সর্বে বিদ্বাংসশ্চ বিচ্ছায়বদনা বভূবুঃ। পরং কোঽপি রাজভয়ান্নাবদৎ। রাজা চ কার্যবশাদ্ গৃহং গতঃ।

ততো বিভূপালাং সমাং দৃষ্ট্বা বিবুধগণস্তং নিনিন্দ—'অহো নৃপতেরজ্ঞতা। কিমস্য সেবয়া? বেদশাস্ত্রবিচক্ষণেভ্যঃ স্বাশ্রয়কবিভ্যো লক্ষমদাৎ। কিমনেন বিতুষ্টেনাপি। অসৌ চ কেবলং গ্রাম্যঃ কবিঃ শংকরঃ। কিমস্য প্রাগল্‌ভ্যম্।' ইত্যেবং কোলাহলরবে জাতে কশ্চিদভ্যগাৎ কনকমণিকুণ্ডলশালী দিব্যাংশুকপ্রাবরণো নৃপকুমার ইব মৃগমদপঙ্ককলঙ্কিতগাত্রো নবকুসুমসমভ্যর্চিতশিরশ্চন্দনাঙ্গরাগেণ বিলোভয়ন্ বিলাস ইব মূর্তিমান্ কবিতেব তনুমাশ্রিতঃ শৃঙ্গাররসস্য স্যন্দ ইব সস্যন্দো মহেন্দ্র ইব মহীবলয়ং প্রাপ্তো বিদ্বান্। তং দৃষ্ট্বা সা বিদ্বৎপরিষদ্ভয়কৌতুকয়োঃ পাত্রমাসীৎ। স চ সর্বান্ প্রণিপত্য প্রাহ—'কুত্র ভোজনৃপঃ' ইতি। তে তমূচুঃ—ইদানীমেব সৌধান্তরগতঃ ইতি। ততোঽসৌ প্রত্যেকং তেভ্যস্তাম্বূলং দত্ত্বা গজেন্দ্রকুলগতো মৃগেন্দ্র ইবাসীৎ। ততঃ স মহাপুরুষঃ শংকরকবিপ্রদানেন কুপিতাংস্তান্ বুধনা প্রাহ—'ভবদ্ভিঃ শংকরকবয়ে দ্বাদশলক্ষাণি প্রদত্তানীতি ন মন্তব্যম্। অভিপ্রায়স্তু রাজ্ঞো নৈব বুদ্ধঃ। যতঃ শংকরপূজনে প্রারব্ধে শংকরকবিস্ত্বেকেনৈব লক্ষেণ পূজিতঃ। কিং তু তন্নিষ্ঠাংস্তন্নাম্না বিভ্রাজিতানেকাদশরুদ্রাঞ্ছংকরানপরান্ মূর্তীন্ প্রত্যক্ষাঞ্জ্ঞাত্বা তেষাং প্রত্যেকমেকৈকং লক্ষং তস্মৈ শংকরকবয় এব শংকরমূর্তয়ে প্রদত্তমিতি রাজ্ঞোঽভিপ্রায়ঃ' ইতি। সর্বেঽপি চমৎকৃতাস্তেন।

ততঃ কোঽপি রাজপুরুষস্তদ্বিদ্বৎস্বরূপং দ্রাগ্‌রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস। রাজা চ স্বমভিপ্রায়ং সাক্ষাদ্বিদিতবন্তং তং মহেশমিব মহাপুরুষং মন্যমানঃ সভামভ্যগাৎ। স চ 'স্বস্তি'—ইত্যাহ রাজানম্। রাজা চ তমালিঙ্গ্য প্রণম্য নিজকরকমলেন তৎকরকমলমবলম্ব্য সৌধান্তরং গত্বা প্রোত্তুঙ্গগবাক্ষ উপবিষ্টঃ প্রাহ—'বিপ্র ভবন্নাম্না কান্যক্ষরাণি সৌভাগ্যাবলম্বিতানি। কস্য বা দেশস্য ভবদ্বিরহঃ সুজনান্ বাধতে' ইতি। ততঃ কবির্লিখতি রাজ্ঞো হস্তে 'কালিদাসঃ' ইতি। রাজা বাচয়িত্বা পাদয়োঃ পততি।

ততস্তত্রাসীনয়োঃ কালিদাসভোজরাজয়োরাসাত সন্ধ্যা।
রাজা—সখে, 'সন্ধ্যাং বর্ণয়' ইত্যবাদীৎ।
কালিদাসঃ—

'ব্যসনিন ইব বিদ্যা ক্ষীয়তে পংকজশ্রী-
গুণিন ইব বিদেশে দৈন্যমায়ান্তি ভৃঙ্গাঃ।
কুনৃপতিরিব লোকং পীড়য়ত্যন্ধকারো
ধনমিব কৃপণস্য ব্যর্থতামেতি চক্ষুঃ' ॥ ৭৭ ॥

পুনশ্চ রাজানং স্তৌতি কবিঃ—

'উপাচারঃ কর্তব্যো যাবদনুৎপন্নসৌহৃদাঃ পুরুষাঃ।
উৎপন্নসৌহৃদানামুপচারঃ কৈতবং ভবতি ॥ ৭৮ ॥
দত্তা তেন কবিভ্যঃ পৃথ্বী সকলাপি কনকসম্পূর্ণা।
দিব্যাং সুকাব্যরচনাং ক্রমং কবীনাং চ যো বিজানাতি ॥ ৭৯ ॥
সুকবেঃ শব্দসৌভাগ্যং সৎকবির্বেত্তি নাপরঃ।
বন্ধ্যা ন হি বিজানাতি পরাং দৌহৃদসম্পদম্' ॥ ৮০ ॥

ইতি। ততঃ ক্রমেণ ভোজকালিদাসয়োঃ প্রীতিরজায়ত।

ততঃ কালিদাসং বেশ্যালম্পটং জ্ঞাত্বা তস্মিন্ সর্বে দ্বেষং চক্রুঃ। ন কোঽপি তং স্পৃশতি। অথ কদাচিৎ সভামধ্যে কালিদাসমালোক্য ভোজেন মনসা চিন্তিতম্—'কথমস্য প্রাজ্ঞস্যাপি স্মরপীড়াপ্রমাদঃ' ইতি। সোঽপি তদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা প্রাহ—

'চেতোভুবশ্চাপলতাপ্রসঙ্গে কা বা কথা মানুষলোকভাজাম্।
যদ্দাহশীলস্য পুরাং বিজেতুস্তথাবিধং পৌরুষমর্ধমাসীৎ' ॥ ৮১ ॥
ততস্তুষ্টো ভোজরাজঃ প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ।
ততঃ কালিদাসো ভোজং স্তৌতি—

'মহারাজ শ্রীমন্ জগতি যশসা তে ধবলিতে
পয়ঃপারাবারং পরমপুরুষোঽয়ং মৃগয়তে।
কপর্দী কৈলাসং করিবরমভৌমং কুলিশভৃৎ
কলানাথং রাহুঃ কমলভবনো হংসমধুনা ॥ ৮২ ॥
নীরক্ষীরে গৃহীত্বা নিখিলখগততীর্যাতি নালীকজন্মা
চক্রং ধৃত্বা তু সর্বানটতি জলনিধীংশ্চক্রপাণির্মুকুন্দঃ।
সর্বানুত্তুঙ্গশৈলান্ দহতি পশুপতির্ভালনেত্রেণ পশ্যন্
ব্যাপ্তা ত্বৎকীর্তিকান্তা ত্রিজগতি নৃপতে ভোজরাজ ক্ষিতীন্দ্র ॥৮৩॥
বিম্বব্রাজশিখামণে তুলয়িতুং ধাতা ত্বদীয়ং যশঃ
কৈলাসং চ নিরীক্ষ্য তত্র লঘুতাং নিক্ষিপ্তবান্ পূর্তয়ে।
উক্ষাণং তদুপর্যুমাসহচরং তন্মূর্ধ্নি গঙ্গাজলং
তস্যাগ্রে ফণিপুঙ্গবং তদুপরি স্ফারং সুধাদীধিতম্ ॥ ৮৪ ॥
স্বর্গাদ্গোপাল কুত্র ব্রজসি সুরমুনে ভূতলে কামধেনো-
র্বৎসস্যানেতুকামস্তৃণচয়মধুনা মুগ্ধ দুগ্ধং ন তস্যাঃ।
শ্রুত্বা শ্রীভোজরাজপ্রচুরবিতরণং ব্রীড়শুষ্কস্তনী সা
ব্যর্থো হি স্যাৎ প্রয়াসস্তদপি তদরিভিশ্চর্বিতং সর্বমুর্ব্যাম্' ॥ ৮৫ ॥

তুষ্টো রাজা প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ।

ততঃ কদাচিচ্ছ্রুতিস্মৃতিপারঙ্গতাঃ কেচিদ্রাজানং কবিত্বপ্রিয়ং জ্ঞাত্বা কচিন্নগরাদ্বহিঃ 'ভুবনেশ্বরীপ্রসাদেন কবিত্বং করিষ্যামঃ' ইত্যুপবিষ্টাঃ। তেষ্বেকেন পণ্ডিতম্মন্যেনৈকশ্চরণোঽপাঠি—

'ভোজনং দেহি রাজেন্দ্র'

ইতি। অন্যেনাপঠি—

'ঘৃতসূপসমন্বিতম্'

ইতি। উত্তরার্ধং ন স্ফুরতি। ততো দেবতাভবনং কালিদাসঃ প্রণামার্থমগাৎ। তং বীক্ষ্য দ্বিজা ঊচুঃ—'অস্মাকং সমগ্রবেদবিদামপি ভোজঃ কিমপি নার্পয়তি। ভবাদৃশাং হি যথেষ্টং দত্তে। ততোঽস্মাভিঃ কবিত্ববিধানধিয়াত্রাগতম্। চিরং বিচার্য পূর্বার্ধমভ্যধায়ি, উত্তরার্ধং কৃত্বা দেহি। ততোঽস্মভ্যং কিমপি প্রযচ্ছতি।' ইত্যুক্ত্বা তৎপুরস্তাদর্ধমভাণি। স চ তচ্ছ্রুত্বা—

'মাহিষং চ শরচ্চন্দ্রচন্দ্রিকাধবলং দধি' ॥ ৮৬ ॥

ইত্যাহ। তে চ রাজভবনং গত্বা দৌবারিকানূচুঃ—'বয়ং কবিতাং কৃত্বা সমাগতাঃ। রাজানং দর্শয়ত' ইতি। তে চ কৌতুকান্ধসন্তো গত্বা রাজানং প্রণম্য প্রাহুঃ—

'রাজমাষনিভৈর্দন্তৈঃ কটিবিন্যস্তপাণয়ঃ।
দ্বারি তিষ্ঠন্তি রাজেন্দ্র চ্ছান্দসাঃ শ্লোকশত্রবঃ' ॥ ৮৭ ॥

ইতি। রাজ্ঞা প্রবেশিতাস্তে দৃষ্টরাজসম্পদো মিলিতাঃ সন্তঃ সহৈব কবিত্বং পঠন্তি স্ম। রাজা তচ্ছ্রুত্বোত্তরার্ধং কালিদাসেন কৃতমিতি জ্ঞাত্বা বিপ্রানাহ—'যেন পূর্বার্ধং কারিতং তন্মুখাৎ কবিত্বং কদাচিদপি ন করণীয়ম্। উত্তরার্ধস্য কিঞ্চিদ্দীয়তে, ন পূর্বার্ধস্য।' ইত্যুক্ত্বা প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ। তেষু চ দক্ষিণামাদায় গতেষু কালিদাসং বীক্ষ্য রাজা প্রাহ—'কবে, উত্তরার্ধং ত্বয়া কৃতম্' ইতি। কবিরাহ—

'অধরস্য মধুরিমাণং কুচকাঠিন্যং দৃশোশ্চ তৈক্ষ্ণ্যং চ।
কবিতায়াং পরিপাকং হ্যনুভবরসিকো বিজানাতি' ॥ ৮৮ ॥

রাজা চ—'সুকবে, সত্যং বদসি।

অপূর্বো ভাতি ভারত্যাঃ কাব্যামৃতফলে রসঃ।
চর্বণে সর্বসামান্যে স্বাদুবিৎ কেবলং কবিঃ ॥ ৮৯ ॥

সঞ্চিন্ত্য সঞ্চিন্ত্য জগৎ সমস্তং ত্রয়ঃ পদার্থা হৃদয়ং প্রবিষ্টাঃ।
ইক্ষোর্বিকারা মতয়ঃ কবীনাং মুগ্ধাঙ্গনাপাঙ্গতরঙ্গিতানি' ॥ ৯০ ॥

ততঃ কদাচিদ্ দ্বারপালকঃ প্রণম্য ভোজং প্রাহ—'রাজন্' দ্রবিড়দেশাৎ কোঽপি লক্ষ্মীধরনামা কবির্দ্বারমধ্যাস্তে' ইতি। রাজা 'প্রবেশয়' ইত্যাহ। প্রবিষ্টমিব সূর্যমিব বিভ্রাজমানং চিরাদপ্যবিদিতবৃত্তান্তং প্রেক্ষ্য রাজা বিচারয়ামাস! আহ চ—

'আকারমাত্রবিজ্ঞানসম্পাদিতমনোরথাঃ।
ধন্যাস্তে যে ন শৃণ্বন্তি দীনাঃ কার্প্যার্থিনাং গিরঃ' ॥ ৯১ ॥

স চাগত্য তত্র রাজানং 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বা তদাজ্ঞয়োপবিষ্টঃ প্রাহ—'দেব, ইয়ং তে পণ্ডিতমণ্ডিতা সভা। ত্বং চ সাক্ষাদ্বিস্ফুরসি। ততঃ কিং নাম পাণ্ডিত্যং তথাঽপি কিঞ্চিদ্বচ্মি—

ভোজপ্রতাপং তু বিধায় ধাত্রা শেষৈর্নিরস্তৈঃ পরমাণুভিঃ কিম্।
হরেঃ করেঽভূতপবিরম্বরে চ ভানুঃ পয়োধেরুদয়ে কৃশানুঃ ॥ ৯২ ॥

ইতি। ততস্তেন পরিষচ্চমৎকৃতা। রাজা চ তস্য প্রত্যক্ষরং দদৌ। পুনঃ কবিরাহ—'দেব, ময়া সকুটুম্বেণাত্র নিবাসাশয়া সমাগতম্।

ক্ষমী দাতা গুণগ্রাহী স্বামী পুণ্যেন লভ্যতে।
অনুকূলঃ শুচির্দক্ষঃ কবির্বিদ্বান্ সুদুর্লভঃ' ॥ ৯৩ ॥

ইতি। ততো রাজা মুখ্যামাত্যং প্রাহ—'অস্মৈ গৃহং দীয়তাম্' ইতি। ততো নিখিলমপি নগরং বিলোক্য কমপি মূর্খমমাত্যো নাপশ্যৎ, যং নিরস্য বিদুষে গৃহং দীয়তে। তত্র সর্বত্র ভ্রমন্ কস্যচিৎ কুবিন্দস্য গৃহং বীক্ষ্য কুবিন্দং প্রাহ—'কুবিন্দ, গৃহান্নিঃসর। তব গৃহং বিদ্বানেষ্যতি' ইতি। ততঃ কুবিন্দো রাজভবনমাসাদ্য রাজানং প্রণম্য প্রাহ—দেব, ভবদমাত্যো মাং মূর্খং কৃত্বা গৃহান্নিঃসারয়তি. ত্বং তু পশ্য মূর্খঃ পণ্ডিতো বেতি।

কাব্যং করোমি নহি চারুতরং করোমি যত্নাৎ করোমি যদি চারুতরং করোমি।
ভূপালমৌলিমণিমণ্ডিতপাদপীঠ হে সাহসাঙ্ক কবয়ামি বয়ামি যামি' ॥ ৯৪ ॥

ততো রাজা ত্বংকারবাদেন বদন্তং কুবিন্দং প্রাহ—'ললিতা তে পদপঙ্‌ক্তিঃ, কবিতামাধুর্যং চ শোভনম্, পরন্তু কবিত্বং বিচার্য বক্তব্যম্' ইতি। ততঃ কুপিতঃ কুবিন্দঃ প্রাহ—'দেব, অত্রোত্তরং ভাতি কিন্তু ন বদামি। রাজধর্মঃ পৃথিব্যাং বন্ধমগাৎ' ইতি। রাজা প্রাহ—'অস্তি চেদুত্তরং ব্রূহি' ইতি। কুবিন্দঃ প্রাহ—'দেব, কালিদাসাদৃতেঽন্যং কবিং ন মন্যে। কোঽস্তি তে সভায়াং কালিদাসাদৃতে কবিতাতত্ত্ববিদ্বিদ্বান্ ?

যৎ সারস্বতবৈভবং গুরুকৃপাপীযূষপাকোদ্ভবং
তল্লভ্যং কবিনৈবনৈব হঠতঃ পাঠপ্রতিষ্ঠাজুষাম্।
কাসারে দিবসং বসন্নপি পয়ঃপূরং পরং পঙ্কিলং
কুর্বাণঃ কমলাকরস্য লভতে কিং সৌরভং সৈরিভঃ ॥ ৯৫ ॥
অয়ং মে বাগ্‌গুম্ফো বিশদপদবৈদগ্ধ্যমধুরঃ
স্ফুরদ্বন্ধো বন্ধ্যঃ পরহৃদি কৃতার্থঃ কবিহৃদি।
কটাক্ষো বামাক্ষ্যা দরদলিতনেত্রান্তগলিতঃ
কুমারে নিঃসারঃ স তু কিমপি যূনঃ সুখয়তি' ॥ ৯৬ ॥

ইতি। বিদ্বজ্জনবন্দিতা সীতা প্রাহ—

বিপুলহৃদয়াভি যোগ্যে খিদ্যতি কাব্যে জড়ো ন মৌখ্যে স্বে!
নিন্দতি কঞ্চুকমেব প্রায়ঃ শুষ্কস্তনী নারী' ॥ ৯৭ ॥

ততঃ কুবিন্দঃ প্রাহ—

'বাল্যে সুতানাং সুরতেঽঙ্গনানাং স্তুতৌ কবীনাং সমরে ভটানাম্।
ত্বংকারযুক্তা হি গিরঃ প্রশস্তাঃ কস্তে প্রভো মোহভরঃ স্মর ত্বম্' ॥ ৯৮ ॥

ততো রাজা 'সাধু ভোঃ কুবিন্দ' ইত্যুক্ত্বা তস্যাক্ষরলক্ষং দদৌ। 'মা ভৈষীঃ' ইতি পুনঃ কুবিন্দং প্রাহ।

এবং ক্রমেণাতিক্রান্তে কিয়ত্যপি কালে বাণঃ পণ্ডিতবরঃ পরং রাজ্ঞা মান্যমানোঽপি প্রাক্তনকর্মতো দারিদ্র্যমনুভবতি। এবং স্থিতে নৃপতিঃ কদাচিদ্রাত্রাবেকাকী প্রচ্ছন্নবেষঃ স্বপুরে চরন্ বাণগৃহমেত্যাতিষ্ঠৎ। তদা নিশীথে বাণো দারিদ্র্যাদ্ব্যাকুলতয়া কান্তাং বক্তি—'দেবি' রাজা কিয়দ্বারং মম মনোরথমপূরয়ৎ। অদ্যাপি পুনঃ প্রার্থিতো দদাত্যেব। পরন্তু নিরন্তরপ্রার্থনারসে মূর্খস্যাপি জিহ্বা জড়ীভবতি।' ইত্যুক্ত্বা মুহূর্তার্ধং মৌনেন স্থিতঃ। পুনঃ পঠতি—

'হর হর পুরহর পরুষং ক হলাহলফল্গুযাচনাবচসোঃ।
একৈব তব রসজ্ঞা তদুভয়রসতারতম্যজ্ঞা ॥ ৯৯ ॥

দেবি,

দারিদ্র্যস্যাপরা মূর্তির্যাচ্ঞা ন দ্রবিণাল্পতা।
অপি কৌপীনবান্ শম্ভুস্তথাপি পরমেশ্বরঃ ॥ ১০০ ॥
সেবা সুখানাং ব্যসনং ধনানাং যাচ্ঞা গুরূণাং কুনৃপঃ প্রজানাম্।
প্রনষ্টশীলস্য সুতঃ কুলানাং মূলাবধাতঃ কঠিনঃ কুঠারঃ ॥ ১০১ ॥

তৎ সত্যপি দারিদ্র্যে রাজ্ঞে বক্তুং ময়া স্বয়মশক্যম্।

গচ্ছন্ ক্ষণমপি জলদো বল্লভতামেতি সর্বলোকস্য।
নিত্যপ্রসারিতকরঃ করোতি সূর্যোঽপি সন্তাপম্ ॥ ১০২ ॥

কিং চ দেবি, বৈশ্বদেবাবসরে প্রাপ্তাঃ ক্ষুধার্তাঃ পশ্চাদ্যান্তীতি তদেব মে হৃদয়ং দুনোতি।

দারিদ্র্যানলসন্তাপং শান্তঃ সন্তোষবারিণা।
যাচকাশাবিঘাতান্তর্দাহঃ কেনোপশাম্যতে ॥ ১০৩ ॥

রাজা চৈতৎ সর্বং শ্রুত্বা 'নেদানীং কিমপি দাতুং যোগ্যঃ। প্রাতরেব বাণং পূর্ণমনোরথং করিষ্যামি।' ইতি নিষ্ক্রান্তো রাজা—

'কৃতো যৈর্ন চ বাগ্মী চ বশং তং ন যৈঃ পদম্।
যৈরাত্মসদৃশো নার্থী কিং তৈঃ কাব্যৈর্বলৈর্ধনৈঃ' ॥ ১০৪ ॥

এবং পুরে পরিভ্রমমাণে রাজনি বর্ত্মনি চোরদ্বয়ং গচ্ছতি। তয়োরেকঃ প্রাহ শকুন্তঃ—'সখে, স্ফারান্ধকারবিততেঽপি জগত্যঞ্জনবশাৎসর্বং পরমাণুপ্রায়মপি বস্তু সর্বত্র পশ্যামি, পরন্তু সম্ভারগৃহানীতকনকজাতমপি ন মে সুখায়' ইতি। দ্বিতীয়ো মরালনামা চোর আহ—

'আহৃতং সম্ভারগৃহাৎ কনকজাতমপি ন হিতমিতি কস্মাদ্ভবতোচ্যতে' ইতি। ততঃ শকুন্তঃ প্রাহ—'সর্বতো নগররক্ষকাঃ পরিভ্রমন্তি। সর্বোঽপি জাগরিষ্যত্যেষাং ভেরীপটহাদীনাং নিনাদেন। তস্মাদাহৃতং বিভজ্য স্বস্বভাগগতং ধনমাদায় শীঘ্রমেব গন্তব্যম্' ইতি।

মরালঃ প্রাহ—'সখে, অমনেন কোটিসংখ্যাপরিমিতমণিকনকজাতেন কিং করিষ্যসি' ইতি।

শকুন্তঃ—'এতদ্ধনং কস্মৈচিদ্দ্বিজন্মনে দাস্যামি যথায়ং বেদবেদাঙ্গপারগোঽন্যং ন প্রার্থয়তি।'

মরালঃ—'সখে, চারু।

দদতো যুধ্যমানস্য পঠতঃ পুলকোঽথ চেৎ।
আত্মনশ্চ পরেষাং চ তদ্দানং পৌরুষং স্মৃতম্ ॥ ১০৫ ॥

অনেন দানেন তব কথং পুণ্যফলং ভবিষ্যতি?'

শকুন্তঃ—'অস্মাকং পিতৃপৈতামহোঽয়ং ধর্মঃ, যচ্চৌর্যেণ বিত্তমানীয়তে।' মরালঃ—'শিরশ্ছেদমঙ্গীকৃত্যার্জিতং দ্রব্যং নিখিলমপি কথং দীয়তে?'

শকুন্তঃ—

'মূর্খো নহি দদাত্যর্থং নরো দারিদ্র্যশঙ্কয়া।
প্রাজ্ঞস্তু বিতরত্যর্থং নরো দারিদ্র্যশঙ্কয়া' ॥ ১০৬ ॥

মরালঃ—

'কিঞ্চিদ্বেদময়ং পাত্রং কিঞ্চিৎ পাত্রং তপোময়ম্।
পাত্রাণামুত্তমং পাত্রং শূদ্রান্নং যস্য নোদরে' ॥ ১০৭ ॥

শকুন্তঃ—'অনেন বিত্তেন কিং করিষ্যতি ভবান্ ?'

মরালঃ—'সখে, কাশীবাসী কোঽপি বিপ্রবটুরত্রাগাৎ। তেনাস্মৎপিতুঃ পুরঃ কাশীবাসফলং ব্যাবর্ণিতম্। ততোঽস্মত্তাতো বাল্যাদারভ্য চৌর্যং কুর্বাণো দৈববশাৎস্বপাপান্নিবৃত্তো বৈরগ্যাৎ-সকুটুম্বঃ কাশীমেষ্যতি। তদর্থমিদং দ্রবিণজাতম্।'

শকুন্তঃ—মহাস্ভাগ্যং তব পিতুঃ। তথাহি—

'বারাণসীপুরীবাসবাসনাবাসিতাত্মনা।
কিং শুনা সমতাং যাতি বরাকঃ পাকশাসনঃ ॥ ১০৮ ॥
ঊষরং কর্মসস্যানাং ক্ষেত্রং বারাণসী পুরী।
যত্র সংলভ্যতে মোক্ষঃ সমং চাণ্ডালপণ্ডিতৈঃ ॥ ১০৯ ॥
মরণং মঙ্গলং যত্র বিভূতিশ্চ বিভূষণম্।
কৌপীনং যত্র কৌশেয়ং সা কাশী কেন মীয়তে' ॥ ১১০ ॥

এবমুভয়োঃ সংবাদং শ্রুত্বা রাজা তুতোষ। অচিন্তয়চ্চ মনসি—

'কর্মণাং গতিঃ সর্বথৈব বিচিত্রা উভয়োরপি পবিত্রা মতিঃ' ইতি।

ততো রাজা বিনিবৃত্য ভবনান্তরে পিতৃপুত্রাবপশ্যৎ।

তত্র পিতা পুত্রং প্রাহ—'ইদানীং পরিজ্ঞাতশাস্ত্রতত্ত্বোঽপি নৃপতিঃ কার্পণ্যেন কিমপি ন প্রযচ্ছতি। কিন্তু—

অর্থিনি কবয়তি কবয়তি পঠতি স পঠতি স্তবোন্মুখে স্তৌতি।
পশ্চাদ্যামীত্যুক্তে মৌনী দৃষ্টিং নিমীলয়তি ॥ ১১১ ॥

রাজাপ্যেতচ্ছ্রুত্বা তৎসমীপং প্রাপ্য 'মৈবং বদ' ইতি স্বগাত্রাৎ সর্বাভরণান্যুত্তার্য দত্ত্বা তস্মৈ ; ততো গৃহমাসাদ্য কালান্তরে সভামুপবিষ্টঃ কালিদাসং প্রাহ—'সখে,

কবীনাং মানসং নৌমি তরন্তি প্রতিভাম্ভসি।'

ততঃ কবিরাহ—

'যত্র হংসবয়াংসীব ভুবনানি চতুর্দশ' ॥ ১১২ ॥

ততো রাজা প্রত্যক্ষরমুক্তাফললক্ষং দদৌ।

ততঃ প্রবিশতি দ্বারপালঃ—'দেব, কোঽপি কৌপীনাবশেষো বিদ্বান্ দ্বারি তিষ্ঠতি' ইতি। রাজা—'প্রবেশয়।' ততঃ প্রবেশিতঃ কবিরাগত্য 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বানুক্ত এবোপবিষ্টঃ প্রাহ—

ইহ নিবসতি মেরুঃ শেখরো ভূধরাণা-
মিহ হি নিহিতভারাঃ সাগরা সপ্ত চৈব।
ইদমতুলমনন্তং ভূতলং ভূরিভূতো-
দ্ভবধরণসমর্থং স্থাসমস্মদ্বিধানাম্ ॥ ১১৩ ॥

রাজা—'মহাকবে, কিং তে ? নাম অভিধৎস্ব।'

কবিঃ—'নামগ্রহণং নোচিতং পণ্ডিতানাম্। তথাপি বদামো যদি জানামি।

ন হি স্তনন্ধয়ী বুদ্ধির্গম্ভীরং গাহতে বচঃ।
তলং তোয়নিধের্দ্রষ্টুং যষ্টিরস্তি ন বৈণবী ॥ ১১৪ ॥

দেব, আকর্ণয়—

চ্যুতামিন্দোর্লেখাং রতিকলহভগ্নং চ বলয়ং
সমং চক্রীকৃত্য প্রহসিতমুখী শৈলতনয়া।
অবোচদ্যং পশ্যেত্যবতু গিরিশঃ সা চ গিরিজা
স চ ক্রীড়াচন্দ্রো দশনকিরণাপূরিততনুঃ' ॥ ১১৫ ॥

কালিদাসঃ—'সখে ক্রীড়াচন্দ্র, চিরাদ্ দৃষ্টোঽসি। কথমীদৃশী তে দশামণ্ডলে বিরাজত্যপি রাজনি বহুধনবতি।'

ক্রীড়াচন্দ্রঃ—

'ধনিনোঽপ্যদানবিভবা গণ্যন্তে ধুরি মহাদরিদ্রাণাম্।
হন্তি ন যতঃ পিপাসামতঃ সমুদ্রোঽপি মরুরেব ॥ ১১৬ ॥

কিং চ—

উপভোগকাতরাণাং পুরুষাণামর্থসঞ্চয়পরাণাম্।
কন্যামণিরিব সদনে তিষ্ঠত্যর্থঃ পরস্যার্থে ॥ ১১৭ ॥
সুবর্ণ-মণি-কেয়ূরা-ভস্বরৈরণ্যভূভৃতঃ
কলয়েব পদং ভোজ তেষামাপ্নোতি সার্বিৎ ॥ ১১৮ ॥
সুধাময়ানীব সুধাং গলন্তি বিদগ্ধসংযোজনমন্তরেণ।
কাব্যানি নির্ব্যাজমনোহরাণি বারাঙ্গনানামিব যৌবনানি ॥ ১১৯ ॥
জায়তে জাতু নামাপি ন রাজ্ঞঃ কবিতাং বিনা।
কবেস্তদ্ব্যতিরেকেণ ন কীর্তিঃ স্ফুরতি ক্ষিতৌ' ॥ ১২০ ॥

ময়ূরঃ—

তে বন্দ্যাস্তে মহাত্মানস্তেষাং লোকে স্থিরং যশঃ।
যৈর্নিবদ্ধানি কাব্যানি যে চ কাব্যে প্রকীর্তিতাঃ' ॥ ১২১ ॥

বররুচিঃ—

'পদব্যুৎপত্তিব্যক্তীকৃতসহৃদয়াবন্ধললিতে
কবীনাং মার্গেঽস্মিন্ স্ফুরতি বুধমাত্রস্য ধিষণা।
ন চ ক্রীড়ালেশব্যসনপিশুনোঽয়ং কুলবধূ—
কটাক্ষাণাং পন্থাঃ স খলু গণিকানামবিষয়ঃ' ॥ ১২২ ॥

রাজা ক্রীড়াচন্দ্রায় বিংশতিগজেন্দ্রান্ গ্রামপঞ্চকং চ দদৌ। ততো রাজানং কবিঃ স্তৌতি—

'কঙ্কণং নয়নদ্বন্দ্বে তিলকং করপল্লবে।
অহো ভূষণবৈচিত্র্যং ভোজপ্রত্যর্থিযোষিতাম্' ॥ ১২৩ ॥

তুষ্টো রাজা পুনরক্ষরং লক্ষং দদৌ।

ততঃ কদাচিৎ কোঽপি জরাজীর্ণসর্বাঙ্গসন্ধিঃ পণ্ডিতো রামেশ্বরনামা সভামভ্যগাৎ। স চাহ—

'পঞ্চাননস্য সুকবের্গজমাংসৈর্নৃপশ্রিয়া।
পারণা জায়তে ক্বাপি সর্বত্রৈবোপবাসিনঃ ॥ ১২৪ ॥
বাহানাং পণ্ডিতানাং চ পরেষামপরো জনঃ।
কবীন্দ্রাণাং গজেন্দ্রানাং গ্রাহকো নৃপতিঃ পরঃ ॥ ১২৫ ॥

এবং হি।

সুবর্ণৈঃ পট্টচৈলৈশ্চ শোভা স্যাদ্‌বারযোষিতাম্‌।
পরাক্রমেণ দানেন রাজন্তে রাজনন্দনাঃ' ॥ ১২৬ ॥

ইত্যাকর্ণ্য রাজা রামেশ্বরপণ্ডিতায় সর্বাভরণান্যত্তার্য লক্ষদ্বয়ং প্রাযচ্ছৎ। ততঃ স্তৌতি কবিঃ—

'ভোজ ত্বৎকীর্তিকান্তায়া নভোভালস্থিতং মহৎ।
কস্তূরীতিলকং রাজন্‌ গুণাকর বিরাজতে ॥ ১২৭ ॥

বুধাগ্রে ন গুণান্‌ ব্রূয়াৎ সাধু বেত্তি যতঃ স্বয়ম্‌।
মূর্খাগ্রেঽপি চ ন ব্রূয়াদ্‌ বুধপ্রোক্তং ন বেত্তি সঃ' ॥ ১২৮ ॥

তেন চমৎকৃতাঃ সর্বে।

রামেশ্বরকবিঃ—

'খ্যাতিং গময়তি সুজনঃ সুকবির্বিদধাতি কেবলং কাব্যম্‌।
পুষ্ণাতি কমলমম্ভো লক্ষ্ম্যা তু রবির্নিয়োজয়তি' ॥ ১২৯ ॥

ততস্তুষ্টো রাজা প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ। রাজেন্দ্রং কবিঃ প্রাহ—

'কবিত্বং ন শৃণোত্যেব কৃপণঃ কীর্তিবর্জিতঃ।
নপুংসকঃ কিং কুরুতে পুরঃস্থিতমৃগীদৃশা' ॥ ১৩০ ॥

সীতা প্রাহ—

'হতা দৈবেন কবয়ো বরাকাস্তে গজা অপি।
শোভা ন জায়তে তেষাং মণ্ডলেন্দ্রগৃহং বিনা ॥ ১৩১ ॥

কালিদাসঃ—

'অদাতৃমানসং ক্বাপি ন স্পৃশন্তি কবের্গিরঃ।
দুঃখায়ৈবাতিবৃদ্ধস্য বিলাসাস্তরুণীকৃতাঃ' ॥ ১৩২ ॥

রাজা প্রতিপণ্ডিতং লক্ষং দত্তবান্‌।

ততঃ কদাচিদ্রাজা সমস্তাদপি কবিমণ্ডলাদধিকং কালিদাসমবলোক্যান্তঃ পরং বেশ্যালোলত্বেন চেতসি খেদলবং চক্রে। তদা সীতা বিশ্বদ্‌বৃন্দবন্দিতা তদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা প্রাহ—'দেব,

দোষমপি গুণবতি জনে দৃষ্ট্বা গুণরাগিণো ন খিদ্যন্তে।
প্রীত্যৈব শশিনি পতিতং পশ্যতি লোকঃ কলঙ্কমপি ॥ ১৩৩ ॥

তুষ্টো রাজা সীতায়ৈ লক্ষং দদৌ। তথাপি কালিদাসং যথাপূর্বং ন মানয়তি যদা, তদা স চ কালিদাসো রাজ্ঞোঽভিপ্রায়ং বিদিত্বা তুলামিষেণ প্রাহ—

'প্রাপ্য প্রমাণপদবীং কো নামাস্তে তুলেঽবলেপস্তে।
নয়সি গরিষ্ঠমধস্তাত্তদিতরমুচ্চৈস্তরাং কুরুষে' ॥ ১৩৪ ॥

পুনরাহ—

'যস্যাস্তি সর্বত্র গতিঃ স কস্মাৎ
স্বদেশরাগেণ হি যাতি খেদম্‌।
তাতস্য কূপোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ
ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি' ॥ ১৩৫ ॥

ততো রাজ্ঞা কৃতামবজ্ঞাং মনসি বিদিত্বা কালিদাসো দুর্মনা নিজবেশ্ম যযৌ।

অবজ্ঞাস্ফুটিতং প্রেম সমীকর্তুং ক ঈশ্বরঃ ।
সন্ধিং ন যাতি স্ফুটিতং লাক্ষালেপেন মৌক্তিকম্ ॥ ১৩৬ ॥

ততো রাজাপি খিন্নঃ স্থিতঃ। ততো লীলাবতী খিন্নং দৃষ্ট্বা রাজানং বিষাদকারণমপৃচ্ছৎ। রাজা চ রহসি সর্বং তস্যৈ প্রাহ। সা চ রাজমুখেন কালিদাসাবজ্ঞাং জ্ঞাত্বা পুনঃপ্রাহ—'দেব প্রাণনাথ, সর্বজ্ঞোঽসি।

স্নেহো হি বরমঘটিতো ন বরং সঞ্জাতবিঘটিতস্নেহঃ ।
হৃতনয়নো হি বিষাদী ন বিষাদী ভবতি জাত্যন্ধঃ ॥ ১৩৭ ॥

পরন্তু কালিদাসঃ কোঽপি ভারত্যাঃ পুরুষাবতারঃ। তৎসর্বভাবেন সম্মানয়েনং বিদ্বদ্ভ্যঃ। পশ্য—

দোষাকরোঽপি কুটিলোঽপি কলঙ্কিতোঽপি
মিত্রাবসানসময়ে বিহিতোদয়োঽপি ।
চন্দ্রস্তথাপি হরবল্লভতামুপৈতি
নৈবাশ্রিতেষু গুণদোষবিচারণা স্যাৎ' ॥ ১৩৮ ॥

রাজা 'প্রিয়ে, সর্বমেতৎসত্যমেব' ইত্যঙ্গীকৃত্য 'শ্বঃ কালিদাসং প্রাতরেব সন্তোষয়িষ্যামি' ইত্যবোচৎ।

অন্যেদ্যু রাজা দন্তধাবনাদিবিধি বিধায় নির্বর্তিতনিত্যকৃত্যঃ সভাং প্রাপ। পণ্ডিতাঃ কবয়শ্চ গায়কা অন্যে প্রকৃতয়শ্চ সর্বে সমাজগ্মুঃ। কালিদাসমেকমনাগতং বীক্ষ্য রাজা স্বসেবকমেকং তদাকারণায় বেশ্যাগৃহং প্রেষয়ামাস। স চ গত্বা কালিদাসং নত্বা প্রাহ—'কবীন্দ্র, ত্বামাকারয়তি ভোজনরেন্দ্রঃ' ইতি। ততঃ কবির্ব্যচিন্তয়ৎ—গতেঽহ্নি নৃপেণাবমানিনোঽহমদ্য প্রাতরেবাকারণে কিং কারণমিতি।

যং যং নৃপোঽনুরাগেণ সম্মানয়তি সংসদি ।
তস্য তস্যোৎসারণায় যতন্তে রাজবল্লভাঃ ॥ ১৩৯ ॥

কিন্তু বিশেষতো রাজ্ঞাঽবহং মান্যমানে ময়ি মায়াবিনো মৎসরাবৈরং বোধয়ন্তি।

অবিবেকমতির্নৃপতির্মন্ত্রী গুণবৎসু বক্রিতগ্রীবঃ ।
যত্র খলাশ্চ প্রবলাস্তত্র কথং সজ্জনাবসরঃ ॥ ১৪০ ॥

ইতি বিচারয়ন্নেব সভামাগচ্ছৎ। ততো দূরে সমায়ান্তং বীক্ষ্য সানন্দমাসনাদুত্থায় 'সুকবে, মৎপ্রিয়তম, অদ্য কথং বিলম্বঃ ক্রিয়তে' ইতি ভাষমাণঃ পঞ্চষট্পদানি সম্মুখো গচ্ছতি। ততো নিখিলাঽপি সভা স্বাসনাদুত্থিতা। সর্বে সভাসদশ্চ চমৎকৃতাঃ। বৈরিণশ্চাস্য বিচ্ছায়বদনা বভূবুঃ। ততো রাজা নিজকরকমলেনাস্য করকমলমবলম্ব্য স্বাসনদেশং প্রাপ্য তং চ সিংহাসনমুপবেশ্য স্বয়ং চ তদাজ্ঞয়া তত্রৈবোপবিষ্টঃ। ততো রাজসিংহাসনারূঢ়ে কালিদাসে বাণকবির্দক্ষিণং বাহুমুদ্ধৃত্য প্রাহ—

'ভোজঃ কলাবিদ্রুদ্রো বা কালিদাসস্য মাননাৎ ।
বিধুধেষু কৃতো রাজা যেন দোষাকরোঽপ্যসৌ' ॥ ১৪১ ॥

ততোঽস্য বিশেষেণ বিদ্বদ্ভিঃ সহ বৈরানলঃ প্রদীপ্তঃ।

ততঃ কৈশ্চিদ্ বুদ্ধিমদ্ভির্মন্ত্রয়িত্বা সর্বৈরপি বিদ্বদ্ভির্ভোজস্য তাম্বূলবাহিনী দাসী ধনকনকাদিনা সম্মানিতা। তে চ তাং প্রত্যুপায়মূচুঃ—'সুভগে, অস্মৎকীর্তিমসৌ কালিদাসো গলয়তি। অস্মাসু কোঽপি নৈতেন কলাসাম্যং প্রবহতে। বৎসে, যথৈনং রাজা দেশান্তরং নিঃসারয়তি তদ্ভবত্যা কর্তব্যম্' ইতি। দাসী প্রাহ—'ভবদ্ভ্যো হারং প্রাপ্য ময়া যুষ্মৎ-

কার্যং ক্রিয়তে। যন্মম প্রথমং হারো দাতব্যঃ' ইতি। ততঃ সা তাম্বূলবাহিনী তৈর্দত্তং হারমাদায় ব্যচিন্তয়ৎ। তথা হি—'বুধৈরসাধ্যং কিং বাস্তি।' ততঃ সমতিক্রামৎসু কতিপয়বাসরেষু দৈবাদেকাকিনি প্রসুপ্তে রাজনি চরণসংবাহনাদিসেবামস্য বিধায় তত্রৈব কপটেন নেত্রে নিমীল্য সুপ্তা। ততশ্চরণচলনেন রাজানমীষজ্জাগরূকং সম্যগ্জ্ঞাত্বা প্রাহ—'সখি মদনমালিনি, স দুরাত্মা কালিদাসো দাসীবেষেণান্তঃপুরং প্রাপ্য লীলাদেব্যা সহ রমতে!' রাজা তচ্ছ্রুত্বোত্থায় প্রাহ—'তরঙ্গবতি, কি জাগর্ষি' ইতি। সা চ নিদ্রাব্যাকুলেব ন শৃণোতি। রাজা চ তস্যা অপধ্বনিং শ্রুত্বা ব্যচিন্তয়ৎ—'ইয়ং তরঙ্গবতী নিদ্রায়াং স্বপ্নবশঙ্গতা বাসনাবশাদ্ দেব্যা দুশ্চরিতং প্রাহ। স চ স্ত্রীবেষেণান্তঃপুরমাগচ্ছতীত্যেতদপি সম্ভাব্যতে। কো নাম স্ত্রীচরিতং বেদ' ইতি। ততশ্চেত্থং বিচার্য রাজা পরেদ্যুঃ প্রাতরাত্মনি কৃত্রিমজ্বরং বিধায় শয়ানঃ কালিদাসং দাসীমুখেনানায্য তদাগমনানন্তরং তত্রৈব লীলাদেবীং চানায্য দেবীং প্রত্যবদৎ—'প্রিয়ে, ইদানীমেব ময়া পথ্যং ভোক্তব্যম্' ইতি। ইত্যুক্তে সাপি 'তথৈব' ইতি পথ্যং গৃহীত্বা রাজ্ঞে রজতপাত্রে দত্ত্বা তত্র মুদ্গদালীং প্রত্যবেষয়ৎ। ততো রাজাপি তয়োরভিপ্রায়ং জিজ্ঞাসমানঃ শ্লোকার্ধং প্রাহ—

'মুদ্গদালী গদব্যালী কবীন্দ্রঃ! বিতুষা কথম্।'

ইতি। ততঃ কালিদাস দেব্যাং সমীপবর্তিন্যামপ্যুত্তরার্ধং প্রাহ—

'অন্ধোবল্লভসংযোগে জাতা বিগতকঞ্চুকী' ॥ ১৪২ ॥

দেবী তচ্ছ্রুত্বা পরিজ্ঞাতার্থস্বরূপা সরস্বতীব তদর্থং বিদিত্বা স্মেরমুখো মনাগিব বভূব। রাজাপ্যেতদ্ দৃষ্ট্বা বিচারয়ামাস—'ইয়ং পুরা কালিদাসে স্নিহ্যতি। অনেনৈতস্যাং সমীপবর্তিন্যামপীত্থমভ্যধায়ি। ইয়ং চ স্মেরমুখী বভূব। স্ত্রীণাং চরিত্রং কো বেদ।

অশ্বপ্লুতং বাসবগর্জিতং চ স্ত্রীণাং চ বিত্তং পুরুষস্য ভাগ্যম্!
অবর্ষণং চাপ্যতিবর্ষণং চ দেবী ন জানাতি কুতো মনুষ্যঃ॥ ১৪৩ ॥

কিন্তবয়ং ব্রাহ্মণো দারুণাপরাধিত্বেঽপি ন হন্তব্য ইতি বিশেষেণ সরস্বত্যাঃ পুরুষাবতারঃ' ইতি বিচার্য কালিদাসং প্রাহ—'কবে, সর্বথাঽস্মদ্দেশে ন স্থাতব্যম্। কিং বহুনোক্তেন। প্রতিবাক্যং কিমপি ন বক্তব্যম্। ততঃ কালিদাসোঽপি বেগেনোত্থায় বেশ্যাগৃহমেত্য তাং প্রত্যাহ—'প্রিয়ে, অনুজ্ঞাং দেহি। ময়ি ভোজঃ কুপিতঃ স্বদেশেন স্থাতব্যমিত্যুবাচ। অহহ—

অঘটিতঘটিতং ঘটয়তি সুঘটিতঘটিতানি দুর্ঘটীকুরুতে।
বিধিরেব তানি ঘটয়তি যানি পুমান্নৈব চিন্তয়তি ॥ ১৪৪ ॥

কিং চ কিমপি বিস্বদ্বৃন্দচেষ্টিতমেবেতি প্রতিভাতি। তথাহি—

বহূনামল্পসারাণাং সমবায়ী দুরত্যয়ঃ।
তৃণৈর্বিধীয়তে রজ্জুর্বধ্যন্তে তেন দন্তিনঃ ॥ ১৪৫ ॥

ততো বিলাসবতী বেশ্যা তং প্রাহ—

'তদেবাস্য পরং মিত্রং যত্র সঙ্ক্রামতি দ্বয়ম্।
দৃষ্টে সুখং চ দুঃখং চ প্রতিচ্ছায়েব দর্পণে ॥ ১৪৬ ॥

দয়িত, ময়ি বিদ্যমানায়াং কিং তে রাজ্ঞা, কিং বা রাজদত্তেন বিত্তেন কার্যম্। সুখেন নিঃশঙ্কং তিষ্ঠ মদ্গৃহান্তঃকুহরে' ইতি। ততঃ কালিদাসস্তত্রৈব বসন্ কতিপয়দিনানি গময়ামাস।

ততঃ কালিদাসে গৃহান্নির্গতে রাজানং লীলাদেবী প্রাহ—'দেব, কালিদাসকবিনা সাকং

নিতান্তং নিবিড়তমা মৈত্রী। তদিদানীমনুচিতং কস্মাৎকৃতং যস্য দেশেঽপ্যবস্থানং নিষিদ্ধম্।

ইক্ষোরগ্রাৎ ক্রমশঃ পর্বণি পর্বণি যথা রসবিশেষঃ।
তদ্বৎ সজ্জনমৈত্রী বিপরীতানাং চ বিপরীতা ॥ ১৪৭ ॥
শোকারাতিপরিত্রাণাং প্রীতিবিশ্রম্ভভাজনম্।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্' ॥ ১৪৮ ॥

রাজাপ্যেতল্লীলাদেবীবচনমাকর্ণ্য প্রাহ—'দেবি, কেনাপি মমেত্যভ্যধায়ি যৎকালিদাসো দাসীবেষেণান্তঃপুরমাসাদ্য দেব্যা সহ রমতে ইতি। ময়া চৈতদ্ব্যাপারজিজ্ঞাসয়া কপটজ্বরেণায়ং ভবতী চ বীক্ষিতৌ। ততঃ সমীপবর্তিন্যামপি ত্বয্যন্তরার্ধমিথং প্রাহ। তচ্চাকর্ণ্য ত্বয়াপি কৃতো হাসঃ। ততশ্চ সর্বমেতদ্ দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণহননভীরুণা ময়া দেশান্নিঃসারিতঃ। ত্বাং চ ন দাক্ষিণ্যেন হন্মি' ইতি। ততো হাসপরা দেবী চমৎকৃতা প্রাহ—'নিঃশঙ্ক দেব, অহমেব ধন্যা যস্যাস্ত্বং পতিরীদৃশঃ। যত্ত্বয়া ভুক্তশীলায়া মম মনঃ কথমন্যত্র গচ্ছতি। যতঃ সর্বকামিনীভিরপি কান্তোপভোগে স্মর্তব্যোঽসি। অহহ দেব, ত্বং যদি মাং সতীমসতীং বা কৃত্বা গমিষ্যসি, তর্হ্যহং সর্বথা মরিষ্যে' ইতি। ততো রাজাপি 'প্রিয়ে, সত্যং বদসি' ইতি। ততঃ স নৃপতিঃ পুরুষৈরগ্নিমানয়ামাস। তপ্তং লোহগোলকং কারয়ামাস। ধনুশ্চ সজ্জং চক্রে। ততো দেবী স্নাতা নিজপাতিব্রত্যানলেন দেদীপ্যমানা সুকুমারগাত্রী সূর্যমবলোক্য প্রাহ—'জগচ্চক্ষুস্ত্বং সর্বং বেৎসি।

জাগ্রতি স্বপ্নকালে চ সুষুপ্তৌ যদি মে পতিঃ।
ভোজ এব পরং নান্যো মচ্চিত্তে ভাবিতোঽস্তি ন' ॥ ১৪৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা ততো দিব্যত্রয়ং চক্রে। ততঃ শুদ্ধায়ামন্তঃপুরে লীলাবত্যাং লজ্জানতশিরা নৃপতিঃ পশ্চাত্তাপাৎ পুরঃ 'দেবি, ক্ষমস্ব পাপিষ্ঠং মাম্। কিং বদামি' ইতি কথয়ামাস। রাজা চ তদাপ্রভৃতি ন নিদ্রাতি, ন চ ভুঙ্‌ক্তে, ন কেনচিদ্বক্তি। কেবলমুদ্বিগ্নমনাঃ স্থিত্বা দিবানিশং প্রবিলপতি—কিং নাম মম লজ্জা, কিং নাম দাক্ষিণ্যম্, ক্ব গাম্ভীর্যম্। হাহা কবে, কবিকোটিমুকুটমণে, কালিদাস, হা মম প্রাণসম, হা মূর্খেণ কিমশ্রাব্যং শ্রাবিতোঽসি। অবাচ্যমুক্তোঽসি' ইতি প্রসুপ্ত ইব গ্রহগ্রস্ত ইব, মায়াবিধ্বস্ত ইব পপাত। ততঃ প্রিয়াকরকমলসিক্তজলসঞ্জাতসংজ্ঞঃ কথমপি তামেব প্রিয়াং বীক্ষ্য স্বাত্মনিন্দাপরঃ পরমতিষ্ঠৎ। ততো নিশানাথহীনেব নিশা, দিনকরহীনেব দিনশ্রীঃ, বিয়োগিনীব যোষিৎ, শক্ররহিতেব সুধর্মা, ন ভাতি ভোজভূপালসভা রহিতা কালিদাসেন। তদাপ্রভৃতি ন কস্যচিন্মুখে কাব্যম্। ন কোঽপি বিনোদসুন্দরং বচো বক্তি।

ততো গতেষু কেষুচিদ্দিনেষু কদাচিদ্রাকাপূর্ণেন্দুমণ্ডলং পশ্যন্ পুরশ্চ লীলাদেবীমুখেন্দুং বীক্ষ্য প্রাহ—

'তুলণং অণু অণুসরই ণেলোসো মুহচন্দস্স খু এদাএ।

কুত্র চ পূর্ণেঽপি চন্দ্রমসি নেত্রবিলাসাঃ, কদা বাচো বিলসিতম্। প্রাতশ্চোত্থিতঃ প্রাতর্বিধীন্ বিধায় সভাং প্রাপ্য রাজা বিশ্বম্ভরান্ প্রাহ—'অহো কবয়ঃ, ইয়ং সমস্যা পূর্যন্তাম্'। ততঃ পঠসি—

'তুলণং অণু অনুসরই ণেলোসো মুহচন্দস্স খু এদাএ।'

পুনরাহ—ইয়ং চেৎ সমস্যা ন পূর্যতে ভবদ্ভির্মদ্দেশে ন স্থাতব্যম্' ইতি। ততো ভীতাস্তে কবয়ঃ স্বানি গৃহাণি জগ্মুঃ। চিরং বিচারিতেঽপ্যর্থে কস্যাপি নার্থসঙ্গতিঃ

স্ফুরতি। ততঃ সর্বৈর্মিলিত্বা বাণঃ প্রেষিতঃ। ততঃ সভাং প্রাপ্যাহ রাজানম্—'দেব, সর্বৈর্বিদ্বদ্ভিরহং প্রেষিতঃ। অষ্টবাসরানবধির্মভিধেহি। নবমেঽহ্নি পূরয়িষ্যন্তি তে। ন চেদ্দেশান্নির্গচ্ছন্তি।' ততো রাজা 'অস্তু' ইত্যাহ। ততো বাণস্তান্ বিজ্ঞাপ্য রাজসন্দেশং স্বগৃহমগাৎ। ততোঽষ্টৌ দিবসা অতীতাঃ। অষ্টমদিনরাত্রৌ মিলিতেষু তেষু কবিষু বাণঃ প্রাহ—'অহো তারুণ্যমদেন রাজসম্মানপ্রমাদেন কিঞ্চিদ্বিদ্যামদেন কালিদাসো নিঃসারিতোঽভবৎ। সমে ভবন্তঃ সর্ব এব কবয়ঃ। বিষমে স্থানে তু স এক এব কবিঃ। তং নিঃসার্যেদানীং কিং নাম মহত্ত্বমাসীৎ। স্থিতে তস্মিন্ কথমিয়মবস্থাস্মাকং ভবেৎ। তন্নিঃসারে যা যা বুদ্ধিঃ কৃতা সা ভবদ্ভিরেবানুভূয়তে।

সামান্যবিপ্রবিদ্বেষে কুলনাশো ভবেৎ কিল।
উমারূপস্য বিদ্বেষে নাশঃ কবিকুলস্য হি ॥ ১৫০ ॥

ততঃ সর্বে গাঢ়ং কলহায়ন্তে স্ম ময়ূরাদয়শ্চ। ততস্তে সর্বান্ কলহান্নিবার্য সর্বঃ প্রাহুঃ—'অদ্যোবাবধিঃ পূর্ণঃ কালিদাসমন্তরেণ ন কস্যচিৎ সামর্থ্যমস্তি সমস্যাপূরণে।

সংগ্রামে সুভটেন্দ্রাণাং কবীনাং কবিমণ্ডলে।
দীপ্তির্বা দীপ্তিহানির্বা মুহূর্তেনৈব জায়তে ॥ ১৫১ ॥

যদি রোচতে ততোঽদ্যৈব মধ্যরাত্রে প্রমুদিতাচন্দ্রমসি নিগূঢ়মেব গচ্ছামঃ সম্পত্তিসম্ভারমাদায়। যদি ন গম্যতে শ্বো রাজসেবকা অস্মান্ বলান্নিঃসারয়ন্তি। তদা দেহমাত্রেণৈবাস্মাভির্গন্তব্যম্। তদদ্য মধ্যরাত্রে গমিষ্যামঃ' ইতি সর্বে নিশ্চিত্য গৃহমাগত্য বলীবর্দযুক্তেষু শকটেষু সম্পদ্ভারমারোপ্য রাত্রাবেব নিষ্ক্রান্তাঃ। ততঃ কালিদাসস্তত্রৈব রাত্রৌ বিলাসবতীসদনোদ্যানে বসন্ পথি গচ্ছতাং তেষাং গিরং শ্রুত্বা বেশ্যাচেটীং প্রেষিতবান্—'প্রিয়ে, পশ্য ক এতে গচ্ছন্তি ব্রাহ্মণা ইব।' ততঃ সা সমেত্য সর্বানপশ্যৎ। উপেত্য চ কালিদাসং প্রাহ—

'একেন রাজহংসেন যা শোভা সরসোঽভবৎ।
ন সা বকসহস্রেণ পরিতস্তীরবাসিনা ॥ ১৫২ ॥

সর্বে চ বাণময়ূরপ্রমুখাঃ পলায়ন্তে, নাত্র সংশয়ঃ' ইতি। কালিদাসঃ—
'প্রিয়ে, বেগেন বাসাংসি ভবনাদানয়, যথা পলায়মানান্ বিপ্রান্ রক্ষামি।

কিং পৌরুষং রক্ষতি যো ন বার্তান্ কিং বা ধনং নার্থিজনায় যৎ স্যাৎ।
সা কিং ক্রিয়া যা ন হিতানুবন্ধা কিং জীবিতং সাধুবিরোধি যৎস্যৈ ॥ ১৫৩ ॥

ততঃ স কালিদাসশ্চারণবেষং বিধায় খড়্গমুদ্বহন্ ক্রোশার্ধমন্তরং গত্বা তেষামভিমুখমাগত্য সর্বান্নিরূপ্য 'জয়' ইত্যাশীর্বচনমুদীর্য পপ্রচ্ছ চারণভাষয়া—'অহো বিদ্যাবারিধয়ঃ, ভোজসভায়াং সম্প্রাপ্তমহত্ত্বাতিশয়াঃ বৃহস্পতয় ইব সম্ভূয় কুত্র জিগমিষবো ভবন্তঃ। কচ্চিৎ কুশলং বঃ রাজা চ কুশলী। অস্মাভিঃ কাশীদেশাদাগমাতে ভোজদর্শনায় বিত্তস্পৃহয়া চ'। ততঃ পরিহাসং কুর্বন্তঃ সর্বে নিষ্ক্রান্তাঃ। ততস্তেষু কশ্চিত্তদ্গিরমাকর্ণ্য তং চ চারণং মন্যমানঃ কুতূহলেন বিপশ্চিৎ প্রাহ—'অহো চারণ, শৃণু। ত্বয়া পশ্চাদপি শ্রোষ্যত এব। অতো ময়াদ্যৈবোচ্যতে। রাজ্ঞা কিলৈভ্যো বিদ্বদ্ভ্যঃ পূরণায় সমস্যোক্তা। তৎপূরণাশক্তাঃ কুপিতাদ্রাজ্ঞো ভয়াদ্ দেশান্তরে কচিজ্জিগমিষব এতে নিশ্চক্রমুঃ'। চারণঃ—'রাজ্ঞা কা বা সমস্যা প্রোক্তা।' ততঃ পঠতি স বিপশ্চিৎ—

'তুলণং অণু অনুসরই গ্লৌসো মুহচন্দস্স খু এদাএ।'

চারণঃ—'এতৎ সাধ্বেব গূঢ়ার্থম্। এতৎ পূর্ণেন্দুমণ্ডলং বীক্ষ্য রাজ্ঞাপাঠি। এতস্যোত্ত-

রাধমিদং ভবিতুমর্হতি—

'অণ্ণ ইদি বণ্ণয়দি কহং অণ্ণকিদিং তস্সপ্পাডিপদি চন্দস্স ॥'

সর্বে শ্রুত্বা চমৎকৃতাঃ। ততশ্চারণঃ সর্বান্প্রণিপত্য নির্যযৌ। ততঃ সর্বে বিচারয়ন্তি স্ম—'অহো, ইয়ং সাক্ষাৎ সরস্বতী পুংরূপেণ সর্বেষামস্মাকং পরিত্রাণায়াগতা। নায়ং ভবিতুমর্হতি মনুষ্যঃ। অদ্যাপি কিমপি কেনাপি ন জ্ঞায়তে। ততঃ শীঘ্রমেব গৃহমাসাদ্য শকটেভ্যো ভারমুত্তার্য প্রাতঃ সর্বৈরপি রাজভবনমাগন্তব্যম্। ন চেচ্চারণ এব নিবেদয়িষ্যতি। ততো ঝটিতি গচ্ছামঃ।' ইতি যোজয়িত্বা তথা চক্রুঃ। ততো রাজসভাং গত্বা রাজানমালোক্য 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বা নিবিশুঃ। ততো বাণঃ প্রাহ 'দেব, সর্বজ্ঞেন ত্বয়া পঠ্যতে তদীশ্বর এব বেদ। কেঽমী বাচা উদরম্ভরিণো দ্বিজাঃ। তথাপ্যুচ্যতে—

'তুলণং অণ্ণ অনুসরই মুহচন্দস্স খু এদাএ।
অণ্ণ ইদি বণ্ণয়দি কহং অণ্ণকিদিংতস্সপ্পাডিপদি চন্দস্স' ॥ ১৫৪ ॥
তুলনামন্বনুসরতি নো সো মুখচন্দ্রস্য খল্বেতস্যাঃ।
অন্বিতি বর্ণ্যতে কথমনুকৃতিস্তস্য প্রতিপদি চন্দ্রস্য ॥

রাজা যথা ব্যবসিতস্যাভিপ্রায়ং বিদিত্বা 'সর্বথা কালিদাসো দিবসত্রয়াপায়ানে নিবসতি। উপায়েশ্চ সর্বং সাধয়ম্।' ইত্যাহ। ততো বাণায় কুক্যাণাং পঞ্চদশলক্ষাণি প্রাদাৎ। সন্তোষমিষেণৈব বিপ্রবৃন্দং স্বং স্বং সদনং প্রতি প্রেষিতম্।

গতে চ বিপ্রমণ্ডলে শনৈর্দ্বারপালায়াদিষ্টং রাজ্ঞা 'যদি কেচিদ্ দ্বিজন্মান আয়ান্তি; তদা গৃহমধ্যমানেতব্যাঃ।' ততঃ সর্বমপি বিপ্রমাদায় স্বগৃহং গতে বাণে কেচিৎ পণ্ডিতা আহুঃ—'অহো, বাণেনানুচিতং ব্যধায়ি। যদস্মাবপাস্মাভিঃ সহ নগরান্নিষ্ক্রান্তোঽপি সর্বমেব ধনং গৃহীতবান্। সর্বথা ভোজস্য বাণস্বরূপং জ্ঞাপয়িষ্যামঃ। যথা কোঽপি নান্যায়ং বিধত্তে বিশ্বংসু। ততস্তে রাজানমাসাদ্য দদৃশুঃ। রাজা তান্ প্রাহ—'এতৎস্বরূপং জ্ঞাতমেব। ভবদ্ভির্যথার্থতয়া বাচ্যম্।' ততস্তৈঃ সর্বমেব নিবেদিতম্। ততো রাজা বিচারিতবান্—'সর্বথা কালিদাশ্চারণবেষেণ মদ্ভয়াস্মদীয়নগরমধ্যে স্থে।' ততশ্চাঙ্গরক্ষকানাদিদেশ—'অহো, পলায্যন্তাং তুরঙ্গাঃ।' ততঃ ক্রীড়োদ্যানপ্রয়াণে পটহধ্বনিরভবৎ—'অহো, ইদানীং রাজা দেবপূজাবাগ্র ইতি শুশ্রুমঃ। পুনরিদানীং ক্রীড়োদ্যানং গমিষ্যতি' ইতি ব্যাকুলাঃ সর্বে ভটাঃ সম্ভূয় পশ্চাদ্যান্তি। ততো রাজা তৈর্দ্বিব্যভিঃ সহাশ্বমারুহ্য রাত্রৌ যত্র চারণপ্রসঙ্গঃ সমজনি, তৎপ্রদেশং প্রাপ্তঃ। ততো রাজা চরতাং চৌরাণাং পদজ্ঞাননিপুণানাহূয় প্রাহ 'অনেন বর্ত্মনা যঃ কোঽপি রাত্রৌ নির্গতস্তস্য পদান্যদ্যাপি দৃশ্যন্তে, তানি পশ্যন্তু' ইতি। ততো রাজা প্রতিপণ্ডিতং লক্ষং দত্ত্বা তান্ সম্প্রেষ্য চ স্বভবনমগাৎ। তে চ পদজ্ঞা রাজাজ্ঞয়া সর্বতশ্চরন্তোঽপি তমনবেক্ষমাণা বিমূঢ়া ইবাসন্। ততশ্চ লম্বমানে সবিতরি কামপি দাসীমেকং পদত্রাণং তয়া চর্মকারকরে ন্যস্তং বীক্ষ্য তৈশ্চ তস্যাঃ কয়াপ্যন্বিষেণাদায় বেণুপূর্ণে পথি মুক্ত্বা তদেব পদং তস্যেতি জ্ঞাত্বা তাং চ দাসীং ক্রমেণ বেশ্যাভবনং বিশন্তীং বীক্ষ্য তস্যা মন্দিরং পরিতো বেষ্টয়ামাসুঃ। ততশ্চ তৈঃ ক্ষণেন ভোজশ্রবণপথবিষয়মভিজ্ঞানবার্তা প্রাপিতা। ততো রাজা সপৌরঃ সামাত্যঃ পদ্ভ্যামেব বিলাসবতীভবনমগাৎ। ততস্তচ্ছ্রুত্বা বিলাসবতীং প্রাহ কালিদাসঃ—'প্রিয়ে, মৎকৃতে কিং কষ্টং তে পশ্য। বিলাসবতী—সুকবে,

উপস্থিতে বিপ্লব এব পুংসাং সমস্তভাবঃ পরিমীয়তেঽতঃ।
অবাতি বায়ৌ ন হি তূলরাশের্গিরেশ্চ কশ্চিৎ প্রতিভাতি ভেদঃ ॥ ১৫৫ ॥

মিত্রস্বজনবন্ধূনাং বুদ্ধের্ধৈর্যস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে জনো জানাতি সারতাম্ ॥ ১৫৬ ॥
অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনঃ।
সুখানি চ তথা মন্যে দৈন্যমত্রাতিরিচ্যতে ॥ ১৫৭ ॥

সুকবে, রাজ্ঞা ত্বয়ি মনাঙ্‌নিরাকৃতে বচসাপি ময়া সদেহং দাসীবৃন্দং প্রদীপ্তবহ্নৌ পতিষ্যতি।' কালিদাসঃ–'প্রিয়ে, নৈবং মন্তব্যম্। মাং দৃষ্ট্বা বিকাসীকৃতাস্যো ভোজঃ পাদয়োঃ পতিষ্যতি' ইতি। ততো বেশ্যাগৃহং প্রবিশ্য ভোজঃ কালিদাসং দৃষ্ট্বা সসম্ভ্রমমাশ্লিষ্য পাদয়োঃ পততি। স রাজা পঠতি চ–

'গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা।
মা ভূন্মনঃ কদাচিন্মে ত্বয়া বিরহিতং কবে' ॥ ১৫৮ ॥

কালিদাসস্তচ্ছ্রুত্বা ব্রীড়াবনতাননস্তিষ্ঠতি। রাজা চ কালিদাসমুখমুন্নময্যাহ–

'কালিদাস কলাবাস দাসবচ্চালিতো যদি।
রাজমার্গে ব্রজন্নত্র পরেষাং তত্র কা ত্রপা ॥ ১৫৯ ॥
ধন্যাং বিলাসিনীং মন্যে কালিদাসো যদেতয়া।
বিবন্ধঃ স্বগুণৈরেষ শকুন্ত ইব পঞ্জরে' ॥ ১৬০ ॥

রাজা নেত্রয়োর্হর্ষাশ্রু মার্জয়তি করাভ্যাং কালিদাসস্য। ততস্তৎপ্রাপ্তিপ্রসন্নো রাজা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রত্যেকং লক্ষং দদৌ। নিজতুরগে চ কালিদাসমারোপ্য সপরিবারো নিজগৃহং যযৌ।

কিয়ত্যপি কালেঽতিক্রান্তে রাজা কদাচিৎ সন্ধ্যামালোক্য প্রাহ–

'পরিপততি পয়োনিধৌ পতঙ্গঃ'

ততো বাণঃ প্রাহ–'সরসিরুহামুদরেষু মত্তভৃঙ্গঃ।'

ততো মহেশ্বরকবিঃ–

'উপবনতরুকোটরে বিহঙ্গঃ'

ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ–

'যুবতিজনেষু শনৈঃ শনৈরনঙ্গঃ' ॥ ১৬১ ॥

তুষ্টো রাজা লক্ষং লক্ষং দদৌ। চতুর্থচরণস্য লক্ষত্রয়ং দদৌ।

কদাচিদ্রাজা বহিরুদ্যানমধ্যে মার্গে প্রত্যাগচ্ছন্তং কমপি বিপ্রং দদর্শ। তস্য চর্মময়ং কমণ্ডলুং বীক্ষ্য তং চাতিদরিদ্রং জ্ঞাত্বা মুখশ্রিয়া বিরাজমানং চাবলোক্য তুরঙ্গং তদগ্রে নিধায়াহ–'বিপ্র, চর্মপাত্রং কিমর্থং পাণৌ বহসি' ইতি। স চ বিপ্রো নূনং মুখশোভয়া মৃদুক্ত্যা চ ভোজ ইতি বিচার্যাহ–'দেব, বদান্যশিরোমণৌ ভোজে পৃথ্বীং শাসতি লোহতাম্রাভাবঃ সমজনি। তেন চর্মময়ং পাত্রং বহামি' ইতি। রাজা–'ভোজে শাসতি লোহতাম্রাভাবে কো হেতুঃ।' তদা বিপ্রঃ পঠতি–

অস্য শ্রীভোজরাজস্য দ্বয়মেব সুদুর্লভম্।
শত্রূণাং শৃঙ্খলৈর্লোহং তাম্রং শাসনপত্রকৈঃ ॥ ১৬২ ॥

ততস্তুষ্টো রাজা প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ।

কদাচিদ্ দ্বারপালঃ প্রাহ–'ধারেন্দ্র, দূরদেশাদাগতঃ কশ্চিদ্বিদ্বান্ দ্বারি তিষ্ঠতি, তৎপত্নী চ। তৎপুত্রঃ সপত্নীকঃ। অতোঽতিপবিত্রং বিদ্বৎকুটুম্বং দ্বারি তিষ্ঠতি' ইতি। রাজা–'অহো গরীয়সী শারদাপ্রসাদপদ্ধতিঃ।' তস্মিন্নবসরে গজেন্দ্রপাল আগত্য রাজানং প্রণম্য প্রাহ–'ভোজেন্দ্র, সিংহলদেশাধীশ্বরেণ সপাদশতং গজেন্দ্রাঃ, প্রেষিতাঃ ষোড়শ

মহামণয়শ্চ।' ততো বাণঃ প্রাহ—

'স্থিতিঃ কবীনামিব কুঞ্জরাণাং স্বমন্দিরে বা নৃপমন্দিরে বা।
গৃহে গৃহে কিং মশকা ইবৈতে ভবন্তি ভূপালবিভূষিতাঙ্গাঃ' ॥ ১৬৩ ॥

ততো রাজা গজাবলোকনায় বহিরগাৎ। ততস্তদ্বিম্বতকুটুম্বং বীক্ষ্য চোলপণ্ডিতো রাজ্ঞঃ প্রিয়োঽহমিতি গর্বং দধার। যন্ময়া রাজভবনমধ্যং গম্যতে। বিম্বৎকুটুম্বং তু দ্বারপাল-জ্ঞাপিতমপি বহিরাস্তে। তদা রাজা তচ্চেতসি গর্বং বিদিত্বা চোলপণ্ডিতং সৌধাঙ্গনান্নিঃ-সারিতবান্।

কাশীদেশবাসী কোঽপি তণ্ডুলদেবনামা রাজ্ঞে 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বাতিষ্ঠৎ। রাজা চ তং পপ্রচ্ছ—'সুমতে, কুত্র নিবাসঃ।' তণ্ডুলদেবঃ—

'বর্ততে যত্র সা বাণী কৃপাণীরিক্তশাখিনঃ।
শ্রীমন্মালবভূপাল তত্র দেশে বসাম্যহম্' ॥ ১৬৪ ॥

তুষ্টো রাজা তস্মৈ গজেন্দ্রসপ্তকং দদৌ।

ততঃ কোঽপি বিদ্বানাগত্য প্রাহ—

'তপসঃ সম্পদঃ প্রাপ্যাস্তত্তপোঽপি ন বিদ্যতে।
যেন ত্বং ভোজ কল্পদ্রুর্দৃগ্গোচরমুপৈষ্যসি' ॥ ১৬৫ ॥

তস্মৈ রাজা দশ গজেন্দ্রান্ দদৌ।

ততঃ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণপুত্রো ভুম্ভারবং কুর্বাণোঽভ্যেতি। ততঃ সর্বে সম্ভ্রান্তাঃ 'কথং ভূমভারবং করোষি' ইতি। রাজ্ঞা স্বদৃগ্গোচরমানীতঃ পৃষ্টঃ। স প্রাহ—

'দেব, ত্বদ্দানপাথোধৌ দারিদ্র্যস্য নিমজ্জতঃ।
ন কোঽপি হি করালম্বং দত্তে মত্তেভদায়ক ॥ ১৬৬ ॥

ততস্তুষ্টো রাজা তস্মৈ ত্রিংশগজেন্দ্রান্ প্রাদাৎ।

ততঃ প্রবিশতি পত্নীসহিতঃ কোঽপি বিলোচনো বিদ্বান্ 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বা প্রাহ—

'নিজানপি গজান্ভোজং দদানং প্রেক্ষ্য পার্বতী।
গজেন্দ্রবদনং পুত্রং রক্ষত্যদ্য পুনঃ পুনঃ' ॥ ১৬৭ ॥

ততো রাজা সপ্ত গজাংস্তস্মৈ দদৌ।

ততো রাজা বিদ্বৎকুটুম্বং তদৈব পুরতঃ স্থিতং বীক্ষ্য ব্রাহ্মণং প্রাহ—

'ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে'।

বৃদ্ধদ্বিজঃ প্রাহ—

'ঘটো জন্মস্থানং মৃগপরিজনো ভূর্জবসনো
বনে বাসঃ কন্দাদিকমশনমেবংবিধগুণঃ।
অগস্ত্যঃ পাথোধিং যদকৃত করাম্ভোজকুহরে
ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে' ॥ ১৬৮ ॥

ততো রাজা বহুমূল্যানাপি ষোড়শমণীংস্তস্মৈ দদৌ। ততস্তৎপত্নীং প্রাহ—

রাজা—'অম্ব, ত্বমপি পঠ।' দেবী—

'রথস্যৈকং চক্রং ভুজগয়মিতাঃ সপ্ত তুরগা
নিরালম্বো মার্গশ্চরণবিকলঃ সারথিরপি।
রবির্যাত্যেবান্তং প্রতিদিনমপারস্য নভসঃ
ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে ॥ ১৬৯ ॥

রাজা তুষ্টঃ সপ্তদশগজান্ সপ্তরথাংশ্চ তস্যৈ দদৌ। ততো বিপ্রপুত্রং প্রাহ।

রাজা—'বিপ্রসুত, ত্বমপি পঠ।' বিপ্রসুতঃ—

বিজেতব্যা লঙ্কা চরণতরণীয়ো জলনিধি-
র্বিপক্ষঃ পৌলস্ত্যো রণভুবি সহায়শ্চ কপয়ঃ।
পদাতির্মর্ত্যোঽসৌ সকলমবধীদ্রাক্ষসকুলং
ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে ॥ ১৭০ ॥

তুষ্টো রাজা বিপ্রসুতায়াষ্টাদশ গজেন্দ্রান্ প্রাদাৎ। ততঃ সকুমারমনোজ্ঞানিখিলাঙ্গাবয়বালংকৃতাং শৃঙ্গাররসোপজাতমূর্তিমিব চম্পকলতামিব লাবণ্যগাত্রযষ্টিং বিপ্রস্নুষাং বীক্ষ্য 'নূনং ভারত্যাঃ কাঽপি লীলাকৃতিরিয়ম্' ইতি চেতসি নমস্কৃত্য রাজা প্রাহ—'মাতঃ ত্বমপ্যাশিষং বদ।' বিপ্রস্নুষা—'দেব, শৃণু।'

'ধনুঃ পৌষ্যং মৌর্বী মধুকরময়ী চঞ্চলদৃশাং
দৃশাং কোণো বাণঃ সুহৃদপি জড়াত্মা হিমকরঃ।
স্বয়ং চৈকোঽনঙ্গঃ সকলভুবনং ব্যাকুলয়তি
ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে' ॥ ১৭১ ॥

চমৎকৃতো রাজা লীলাদেবীভূষণানি সর্বাণ্যাদায় তস্যৈ দদৌ। অনর্ঘ্যাংশ্চ সুবর্ণমৌক্তিকবৈদূর্যপ্রবালাংশ্চ প্রদদৌ।

ততঃ কদাচিৎ সীমন্তনামা কবিঃ প্রাহ—

'পন্থাঃ সংহর দীর্ঘতাং ত্যজ নিজং তেজঃ কঠোরং রবে
শ্রীমদ্বিন্ধ্যগিরে প্রসীদ সদয়ং সদ্যঃ সমীপে ভব।
ইত্থং দূরপলায়নশ্রমবতীং দৃষ্ট্বা নিজপ্রেয়সীং
শ্রীমন্ ভোজ তব দ্বিষঃ প্রতিদিনং জল্পন্তি মূর্ছন্তি চ' ॥ ১৭২ ॥

তস্মিন্নেব ক্ষণে কশ্চিৎ সুবর্ণকারঃ প্রান্তেষু পদ্মরাগমণিমণ্ডিতং সুবর্ণভাজনমাদায় রাজ্ঞঃ পুরো মুমোচ। ততো রাজা সীমন্তকবিং প্রাহ—'সুকবে, ইদং ভাজনং কামপি শ্রিয়ং দর্শয়তি।' ততঃ কবিরাহ—

'ধারেশ ত্বৎপ্রতাপেন পরাভূতস্ত্বিষাংপতিঃ।
সুবর্ণপাত্রব্যাজেন দেব ত্বামেব সেবতে' ॥ ১৭৩ ॥

ততস্তুষ্টো রাজা তদেব পাত্রং মুক্তাফলৈরাপূর্য প্রাদাৎ।

কদাচিদ্রাজা মৃগয়ারসেন পুরঃ পলায়মানং বরাহং দৃষ্ট্বা স্বয়মেকাকিতয়া দূরং বনান্তমাসাদিতবান্। তত্র কঞ্চন দ্বিজবরমবলোক্য প্রাহ—

'দ্বিজ, কুত্র গন্তাসি?'

দ্বিজঃ—'ধারানগরম্।'

ভোজঃ—'কিমর্থম্?'

দ্বিজঃ- ভোজং দ্রষ্টুং দ্রবিণেচ্ছয়া, স পণ্ডিতায় দত্তে। অহমপি মূর্খং ন যাচে।

ভোজঃ—'বিপ্র, তর্হি ত্বং বিদ্বান্ কবির্বা?

দ্বিজঃ—'মহাভাগ, কবিরহম্।'

ভোজঃ—'তর্হি কিমপি পঠ।'

দ্বিজঃ—'ভোজং বিনা মৎপদসরণিং ন কোঽপি জানাতি।

রাজা—'মমাপ্যমরবাণীপরিজ্ঞানমস্তি। রাজা চ ময়ি স্নিহ্যতি। ত্বদ্গুণং চ শ্রাবয়িষ্যামি।

কিমপি কলাকৌশলং দর্শয়।'

বিপ্রঃ—'কিং বর্ণয়ামি ?'

রাজা—কলমানেতান্ বর্ণয়।'

বিপ্রঃ—

'কলমাঃ পাকবিনম্রা মূলতলাঘ্রাতসুরভিকহ্লারাঃ।
পবনাকম্পিতশিরসঃ প্রায়ঃ কুর্বন্তি পরিমলশ্লাঘাম্' ॥ ১৭৪ ॥

রাজা তস্মৈ সর্বাভরণান্যুত্তার্য দদৌ।

ততঃ কদাচিৎ কুম্ভকারবধূ রাজগৃহমেত্য দ্বারপালং প্রাহ—'দ্বারপাল, রাজা দ্রষ্টব্যঃ।' স আহ—'কিং তে রাজ্ঞা কার্যম্।' সা চাহ—'ন তেঽভিধস্যামি। নৃপাগ্র এব কথয়ামি।' স সভায়ামাগত্য প্রাহ—'দেব, কুম্ভকারপ্রিয়া কাচিদ্রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী ন বক্তি মৎপুরঃ কার্যম্। ভবৎপুরস্তঃ কথয়িষ্যতি।' রাজা—প্রবেশয়। সা চাগত্য নমস্কৃত্য বক্তি—

'দেব মৃৎখননাদ্ দৃষ্টং নিধানং বল্লভেন মে।
স পশ্যন্নেব তত্রাস্তে ত্বাং জ্ঞাপয়িতুমভ্যাগাম্' ॥ ১৭৫ ॥

রাজা চ চমৎকৃতো নিধানকলশমানয়ামাস। তদ্দ্বারমুদ্ঘাট্য যাবৎ পশ্যতি রাজা তাবত্তদন্তর্বর্তিদ্রব্যমণিপ্রভামণ্ডলমালোক্য কুম্ভকারং পৃচ্ছতি—'কিমেতৎ কুম্ভকার।' স চাহ—

'রাজচন্দ্রং সমালোক্য ত্বাং তু ভূতলমাগতম্।
রত্নশ্রেণিমিষাদস্মান্নক্ষত্রাণ্যভ্যুপাগমন্' ॥ ১৭৬ ।

রাজা কুম্ভকারমুখাচ্ছ্লোকোত্তরমাকর্ণ্য চমৎকৃতস্তস্মৈ সর্বং দদৌ।

ততঃ কদাচিদ্রাজা রাত্রাবেকাকী সর্বতো নগরচেষ্টিতং পশ্যন্ পৌরগিরমাকর্ণয়ংশ্চচার। তদা ক্বচিদ্বেশ্যাগৃহে বৈশ্যঃ স্বপ্রিয়াং প্রাহ—'প্রিয়ে, রাজা স্বল্পদানরতোঽপ্যুজ্জয়িনী-নগরাধিপতের্বিক্রমার্কস্য দানপ্রতিষ্ঠাং কাঙ্ক্ষতে। সা কিং ভোজেন প্রাপ্যতে। কৈশ্চিৎ স্তোত্রপরায়ণৈর্মন্ত্র্যাদিকবিভির্মহিমানং প্রাপিতো ভোজঃ। পরন্তু ভোজো ভোজ এব। প্রিয়ে, শৃণু।

আবদ্ধকৃত্রিমসটাজটিলাংসভিত্তিরারোপিতো যদি পদং মৃগবৈরিণঃ শ্বা।
মত্তেভকুম্ভতটপাটনলম্পটস্য নাদং করিষ্যতি কথং হরিণাধিপস্য' ॥ ১৭৭ ॥

রাজাপ্যশ্রুত্বা বিচারিতবান্—'অসৌ সত্যমেব বদতি।' ততঃ পুনঃ পুনর্বদন্তং শৃণোতি—

'আপন্ন এব পাত্রং দেহীত্যুচ্চারণং ন বৈদুষ্যম্।
উপপন্নমেব দেয়ং ত্যাগস্তে বিক্রমার্ক কিমু বর্ণ্যঃ ॥ ১৭৮ ॥
বিক্রমার্ক ত্বয়া দত্তং শ্রীমন্ গ্রামশতাষ্টকম্।
অর্থিনে দ্বিজপুত্রায় ভোজে ত্বন্মহিমা কুতঃ ॥ ১৭৯ ।
প্রাপ্নোতি কুম্ভকারোঽপি মহিমানং প্রজাপতেঃ।
যদি ভোজোঽপ্যবাপ্নোতি প্রতিষ্ঠাং তব বিক্রম' ॥ ১৮০ ॥

রাজা—'লোকে সর্বোঽপি জনঃ স্বগৃহে নিঃশঙ্কং সত্যং বদতি। ময়া বান্যেন বা সর্বথা বিক্রমার্কপ্রতিষ্ঠা ন শক্যা প্রাপ্তুম্'।

ততঃ কদাচিৎ কশ্চিৎকবী রাজদ্বারং সমাগত্যাহ—'রাজা দ্রষ্টব্যঃ' ইতি। ততঃ প্রবেশিতো রাজানং 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বা তদাজ্ঞয়োপবিষ্টঃ পঠতি—

'কবিষু বাদিষু ভোগিষু দেহিষু দ্রবিণবৎসু সতামুপকারিষু।
ধনিষু ধন্বিষু ধর্মধনেষ্বপি ক্ষিতিতলে নহি ভোজসমো নৃপঃ ॥ ১৮১ ॥

রাজা তস্মৈ লক্ষং প্রাদাৎ। সর্বাভরণান্যুত্তার্য তং চ তুরগং দদৌ।

ততঃ কদাচিদ্রাজা ক্রীড়োদ্যানং প্রস্থিতো মধ্যেমার্গং কামপি মলিনাংশুবসনাং তীক্ষ্ণকরতপনকরবিদগ্ধমুখারবিন্দাং সুলোচনাং লোচনাভ্যামালোক্য পপ্রচ্ছ—

'কা ত্বং পুত্রি' ইতি।

সা চ তং শ্রীভোজভূপালং মুখশ্রিয়া বিদিত্বা তুষ্টা প্রাহ—

'নরেন্দ্র, লুব্ধকবধূঃ'

হর্ষসম্ভৃতো রাজা তস্যাঃ পটুপ্রবন্ধানুবন্ধেনাহ—

'হস্তে কিমেতৎ'

সা চাহ—'পলম্'

রাজাহ—'ক্ষামং কিম্'

সা চাহ—'সহজং ব্রবীমি নৃপতে যদ্যাদরাচ্ছ্রূয়তে।

গায়ন্তি ত্বদরিপ্রিয়াশ্রুতটিনীতীরেষু সিদ্ধাঙ্গনা

গীতান্ধা ন তৃণং চরন্তি হরিণাস্তেনামিষং দুর্বলম্' ॥ ১৮২ ॥

রাজা তস্যৈ প্রত্যক্ষরং লক্ষং প্রাদাৎ।

ততো গৃহমাগত্য গবাক্ষ উপবিষ্টঃ। তত্র চাসীনং ভোজং দৃষ্ট্বা রাজবর্ত্মনি স্থিত্বা কশ্চিদাহ—'দেব, সকলমহীপাল' আকর্ণয়।

ইতশ্চেতশ্চাদ্ভির্বিঘটিততটঃ সেতুরুদরে

ধরিত্রী দুর্লঙ্ঘ্যা বহুলহিমপঙ্কো গিরিরয়ম্।

ইদানীং নির্বৃত্তে করিতুরগনীরাজনবিধৌ

ন জানে যাতারস্তব চ রিপবঃ কেন চ পথা ॥ ১৮৩ ॥

তুষ্টো ভোজো বর্ত্মনি স্থিতায়ৈব তস্মৈ বশ্যান্ পঞ্চ গজান্ দদৌ। কদাচিদ্রাজা মৃগয়া-রসপরাধীনো হয়মারুহ্য প্রতস্থে।

ততো নদীং সমুত্তীর্য শিরস্যারোপিতেন্ধনম্।

বেষেণ ব্রাহ্মণং জ্ঞাত্বা রাজা পপ্রচ্ছ সত্বরম্ ॥ ১৮৪ ॥

'কিয়ন্মানং জলং বিপ্র'

স আহ—

'জানুদঘ্নং নরাধিপ।'

চমৎকৃতো রাজাহ—

'ঈদৃশী কিমবস্থা তে'

স আহ—

'ন হি সর্বে ভবাদৃশাঃ' ॥ ১৮৫ ॥

রাজা প্রাহ কুতূহলাৎ—'বিদ্বন্, যাচস্ব কোশাধিকারিণম্। লক্ষং দাস্যতি মদ্বচসা।' ততো বিদ্বান্ কাষ্ঠং ভূমৌ নিক্ষিপ্য কোশাধিকারিণং গত্বা প্রাহ—'মহারাজেন প্রেষিতোঽহম্। লক্ষং মে দীয়তাম্।' ততঃ স হসন্নাহ—'বিপ্র, ভবন্মূর্তির্লক্ষং নার্হতি।' ততো বিষাদী স রাজানমেত্যাহ—'স পুনর্হসতি দেব, নার্পয়তি।' রাজা কুতূহলাদাহ—'লক্ষদ্বয়ং প্রার্থয়। দাস্যতি।' পুনরাগত্য বিপ্রঃ 'লক্ষদ্বয়ং দেয়মিতি রাজ্ঞোক্তম্' ইত্যাহ। স পুনর্হসতি। বিপ্রঃ পুনরপি ভোজং প্রাপ্যাহ—'স পাপিষ্ঠো মাং হসতি নার্পয়তি।' ততঃ কৌতূহলী লীলানিধির্মহীং শাসঞ্ছ্রীভোজরাজঃ প্রাহ—'বিপ্র, লক্ষত্রয়ং যাচস্ব।

অবশ্যং স দাস্যতি।' স পুনরেত্য প্রাহ—'রাজা মে লক্ষত্রয়ং দাপয়তি।' স পুনর্হসতি। ততঃ ক্রুদ্ধো বিপ্রঃ পুনরেত্যাহ—'দেব, স নার্পয়ত্যেব।

রাজন্ কনকধারাভিস্ত্বয়ি সর্বত্র বর্ষতি।
অভাগ্যচ্ছত্রসংছন্নে ময়ি নায়ান্তি বিন্দবঃ ॥ ১৮৬ ॥
ত্বয়ি বর্ষতি পর্জন্যে সর্বে পল্লবিতা দ্রুমাঃ।
অস্মাকমর্কবৃক্ষাণাং পূর্বপত্রেষু সংশয়ঃ ॥ ১৮৭ ॥
একমস্য পরমেকমুদ্যমং নিস্ত্রপত্বমপরস্য বস্তুনঃ।
নিত্যমুষ্মমহসা নিরস্যতে নিত্যমন্ধতমসং প্রধাবতি' ॥ ১৮৮ ॥

ততো রাজা প্রাহ—

'ক্রোধং মা কুরু মদ্বাক্যাদ্গত্বা কোশাধিকারিণম্।
লক্ষত্রয়ং গজেন্দ্রাশ্চ দশ গ্রাহ্যাস্ত্বয়া দ্বিজ' ॥ ১৮৯ ॥

ততস্ত্বঙ্গরক্ষকং প্রেষয়তি। ততঃ কোশাধিকারী ধর্মপত্রে লিখতি—

'লক্ষং লক্ষং পুনর্লক্ষং মত্তাশ্চ দশ দন্তিনঃ।
দত্তা ভোজেন তুষ্টেন জানুদঘ্নপ্রভাষণাৎ' ॥ ১৯০ ॥

ততঃ সিংহাসনমলংকুর্বাণে শ্রীভোজনৃপতৌ দ্বারপাল আগত্য প্রাহ—'রাজন্, কোঽপি শুকদেবনামা কবির্দারিদ্র্যবিড়ম্বিতো দ্বারি বর্ততে।' রাজা বাণং প্রাহ—'পণ্ডিতবর, সুকবে, তত্ত্বং বিজানাসি।' বাণঃ 'দেব, শুকদেবপরিজ্ঞানসামর্থ্যাভিজ্ঞঃ কালিদাস এব, নান্যঃ'; রাজা—'সুকবে, সখে কালিদাস, কিং বিজানাসি শুকদেবকবিম্।' ইত্যাহ। কালিদাসঃ—'দেব,

সুকবিদ্বিতয়ং জানে নিখিলেঽপি মহীতলে।
ভবভূতিঃ শুকশ্চায়ং বাল্মীকিস্ত্রিতয়োঽনয়োঃ' ॥ ১৯১ ॥

ততো বিদ্বদ্বৃন্দবন্দিতা সীতা প্রাহ—

'কাকাঃ কিং কিং ন কুর্বন্তি ক্রেংকারং যত্র তত্র বা।
শুক এব পরং বক্তি নৃপহস্তোপলালিতঃ' ॥ ১৯২ ॥

ততো ময়ূরঃ প্রাহ—

অপৃষ্টস্তু নরঃ কিঞ্চিদ্ যো ব্রূতে রাজসংসদি।
ন কেবলমসম্মানং লভতে চ বিড়ম্বনাম্ ॥ ১৯৩ ॥

দেব, তথাপ্যুচ্যতে—

'কা সভা কিং কবিজ্ঞানং রসিকাঃ কবয়শ্চ কে।
ভোজ কিং নাম তে দানং শুকস্তুষ্যতি যেন সঃ ॥ ১৯৪ ॥

তথাপি ভবনদ্বারমাগতঃ শুকদেবঃ সভায়ামানেতব্য এব।' তদা রাজা বিচারয়তি। শুকদেবসামর্থ্যং শ্রুত্বা হর্ষবিষাদয়োঃ পাত্রমাসীৎ। মহাকবিরবলোকিত ইতি হর্ষঃ। অস্মৈ সংকবিকোটিমুকুটমণয়ে কিং নাম দেয়মিতি চ বিষাদঃ। 'ভবতু। দ্বারপাল, প্রবেশয়।' তত আয়ান্তং শুকদেবং দৃষ্ট্বা রাজা সিংহাসনাদুদতিষ্ঠৎ। সর্বে পণ্ডিতাস্তং শুকদেবং প্রণম্য সবিনয়মুপবেশয়ন্তি। স চ রাজা তং সিংহাসনে উপবেশ্য স্বয়ং তদাজ্ঞয়োপবিষ্টঃ। ততঃ শুকদেবঃ প্রাহ—'দেব, ধারানাথ, শ্রীবিক্রমনরেন্দ্রস্য যা দানলক্ষ্মীস্ত্বামেব সেবতে। দেব, মালবেন্দ্র এব ধন্যঃ নান্যো ভূভুজঃ, যস্য তে কালিদাসাদয়ো মহাকবয়ঃ সূত্রবন্ধাঃ পক্ষিণ ইব নিবসন্তি।' ততঃ পঠতি—

'প্রতাপভীত্যা ভোজস্য তপনো মিত্রতামগাৎ।
ঔর্বো ধত্তে তড়িৎক্ষণিকতাং গতা' ॥ ১৯৫ ॥

রাজঃ—'তিষ্ঠ সুকবে, নাপরঃ শ্লোকঃ পঠনীয়ঃ।'

'সুবর্ণকলশং প্রাদাদ্দিব্যমাণিক্যসম্ভৃতম্।
ভোজঃ শুকায় সন্তুষ্টো দন্তিনশ্চ চতুঃশতম্' ॥ ১৯৬ ॥

ইতি পুণ্যপত্রে লিখিত্বা সর্বং দত্ত্বা কোশাধিকারী শুকং প্রস্থাপয়ামাস। রাজা স্বদেশং প্রতি গতং শুকং জ্ঞাত্বা তুতোষ। সা চ পরিষৎ সন্তুষ্টা।

অন্যদা বর্ষাকালে বাসুদেবো নাম কবিঃ কশ্চিদাগত্য রাজানং দৃষ্টবান্। রাজাহ—'সুকবে, পর্জন্যং পঠ'। ততঃ কবিরাহ—

'নো চিন্তামণিভির্ন কল্পতরুভির্নো কামধেন্বাদিভির্নো
দেবৈশ্চ পরোপকারনিরতৈঃ স্থূলৈর্ন সূক্ষ্মৈরপি।
অম্ভোদেহ নিরন্তরং জলভরৈস্তামুর্বরাং সিঞ্চতাং
ধৌরেয়েণ ধুরং ত্বয়াদ্য বহতা মন্যে জগজ্জীবতি' ॥ ১৯৭ ॥

রাজা লক্ষং দদৌ।

কদাচিদ্রাজানং নিরন্তরং দীয়মানমালোক্য মুখ্যামাত্যো বক্তুমশক্তো রাজ্ঞঃ শয়নভবনভিত্তৌ ব্যক্তান্যক্ষরাণি লিখিতবান্।

'আপদর্থং ধনং রক্ষেৎ'

রাজা শয়নাদুত্থিতো গচ্ছন্ ভিত্তৌ তান্যক্ষরাণি বীক্ষ্য স্বয়ং দ্বিতীয়চরণং লিলেখ—

'শ্রীমতামাপদঃ কুতঃ।

অপরেদ্যুরমাত্যো দ্বিতীয়ং চরণং লিখিতং দৃষ্ট্বা স্বয়ং তৃতীয়ং লিলেখ—

'সা চেদপগতা লক্ষ্মীঃ'

পরেদ্যু রাজা চতুর্থং চরণং লিখতি—

'সঞ্চিতার্থো বিনশ্যতি ॥ ১৯৮ ॥

ততো মুখ্যামাত্যো রাজ্ঞঃ পাদয়োঃ পততি—'দেব, ক্ষন্তব্যোঽয়ং মমাপরাধঃ।

অন্যদা ধারাধীশ্বরমুপরি সৌধভূমৌ শয়ানং মত্বা কশ্চিদ্দ্বিজচোরঃ খাতপাতপূর্বং রাজ্ঞঃ কোশগৃহং প্রবিশ্য বহূনি বিবিধরত্নানি বৈদূর্যাদীনি হৃত্বা তানি পরলোকঋণানি মত্বা তত্রৈব বৈরাগ্যমাপন্নো বিচারয়ামাস—

'যদ্ব্যঙ্গাঃ কুণ্ঠিনশ্চান্ধাঃ পঙ্গবশ্চ দরিদ্রিণঃ।
পূর্বোপার্জিতপাপস্য ফলমশ্নান্তি দেহিনঃ' ॥ ১৯৯ ॥

ততো রাজা নিদ্রাক্ষয়ে দিব্যশয়নস্থিতো বিবিধমণিকঙ্কণালংকৃতং দয়িতবর্গং দর্শনীয়মালোক্য গজতুরগরথপদাতিসামগ্রীং চ চিন্তয়ন্ রাজ্যসুখসন্তুষ্টঃ প্রমোদভরাদাহ—

'চেতোহরা যুবতয়ঃ সুহৃদোঽনুকূলাঃ
সদ্বান্ধবাঃ প্রণয়গর্ভগিরশ্চ ভৃত্যাঃ।
বল্গন্তি দন্তিনিবহাস্তরলাস্তুরঙ্গাঃ

ইতি চরণত্রয়ং রাজ্ঞোক্তম্। চতুর্থচরণং রাজ্ঞো মুখান্ন নিঃসরতি। তদা চোরেণ শ্রুত্বা পূরিতম্—

'সম্মীলনে নয়নয়োর্ন হি কিঞ্চিদস্তি' ॥ ২০০ ॥

ততো গ্রথিতগ্রন্থো রাজা চোরং বীক্ষ্য তস্মৈ বীরবলয়মদাৎ। ততস্তস্করো বীরবলয়মাদায়

ব্রাহ্মণগৃহং গত্বা শয়ানং ব্রাহ্মণমুত্থাপ্য তস্মৈ দত্ত্বা প্রাহ—'বিপ্র, এতদ্রাজ্ঞঃ পাণিবলয়ং বহুমূল্যম্ অল্পমূল্যেন ন বিক্রেয়ম্'। ততো ব্রাহ্মণঃ পণ্যবীথ্যাং তদ্বিক্রীয় দিব্যভূষণানি পট্টদুকূলানি চ জগ্রাহ। ততো রাজকীয়াঃ কেচনৈনং চোরং মন্যমানা রাজ্ঞো নিবেদয়ন্তি। ততো রাজনিকটে নীতঃ। রাজা পৃচ্ছতি—'বিটধার্যং পটমপি নাস্তি। অদ্য প্রাতরেব দিব্যকুণ্ডলাভরণপট্টদুকূলানি কুতঃ।' বিপ্রঃ প্রাহ—

'ভেকৈঃ কোটরশায়িভির্মৃতমিব ক্ষ্মান্তর্গতং কচ্ছপৈঃ
পাঠীনৈঃ পৃথুপঙ্কপীঠলুঠনাদ্যস্মিন্মুহুর্মূর্ছিতম্।
তস্মিঞ্শুষ্কসরস্যকালজলদেনাগত্য তচ্চেষ্টিতং
যত্রাকুম্ভনিমগ্নবন্যকরিণাং যূথৈঃ পয়ঃ পীয়তে' ॥ ২০১ ॥

তুষ্টো রাজা তস্মৈ বীরবলয়ং চোরপ্রদত্তং নিশ্চিত্য স্বয়ং চ লক্ষং দদৌ।

অন্যদা কোঽপি কবীশ্বরো বিষ্ণবাখ্যো রাজদ্বারি সমাগত্য তৈঃ প্রবেশিতো রাজানং দৃষ্ট্বা স্বস্তিপূর্বকং প্রাহ—

'ধারাধীশ ধরামহেন্দ্রগণনাকৌতূহলীয়ানয়ং
বেধাস্ত্বদ্গণনে চকার খটিকাখণ্ডেন রেখাং দিবি।
সৈবেয়ং ত্রিদশাপগা সমভবত্ত্বত্তুল্যভূমীধরা-
ভাবাত্তু ত্যজতি স্ম সোঽয়মবনীপীঠে তুষারাচলঃ' ॥ ২০২ ॥

রাজা লোকোত্তরং শ্লোকমাকর্ণ্য 'কিং দেয়ম্' ইতি ব্যচিন্তয়ৎ। তস্মিন্ ক্ষণে তদীয়-কবিত্বমপ্রতিদ্বন্দ্বমাকর্ণ্য সোমনাথাখ্যকবের্মুখং বিচ্ছায়মভবৎ। ততঃ স দৌষ্ট্যাদ্রাজানং প্রাহ 'দেব, অসৌ সুকবিবর্তবীতি। পরমনেন ন কদাপি বীক্ষিতাস্তি রাজসভা। যতো দারিদ্র্যবারিধিরয়ম্। অস্য চ জীর্ণমপি কৌপীনং নাস্তি।' ততো রাজা সোমনাথং প্রাহ—

'নিরবদ্যানি পদ্যানি যদ্যনাথস্য কা ক্ষতিঃ।
ভিক্ষুণা কক্ষনিক্ষিপ্তঃ কিমিক্ষুর্নীরসো ভবেৎ' ॥ ২০৩ ॥

ততঃ সর্বে ভ্যস্তাম্বূলং দত্ত্বা রাজা সভায়া উদতিষ্ঠৎ। ততঃ সর্বৈরপ্যন্যোন্যমিত্যভ্যধায়ি—'অদ্য বিষ্ণুকবেঃ কবিত্বমাকর্ণ্য সোমনাথেন সম্যগ্দৌষ্ট্যমকারি।' ততঃ সমুত্থিতা বিদ্বৎ-পরিষৎ। ততো বিষ্ণুকবিরেকং পদ্যং পত্রে লিখিত্বা সোমনাথকবিহস্তে দত্ত্বা প্রণম্য গন্তু-মারভত। 'অত্র সভায়াং ত্বমেব চিরং নন্দ'। ততো বাচয়তি সোমনাথকবিঃ—

'এতেষু হা তরুণমারুতধূয়মান-
দাবানলৈঃ কবলিতেষু মহীরুহেষু।
অম্ভো ন চেজ্জলদ মুঞ্চসি মা বিমুঞ্চ
বজ্রং পুনঃ ক্ষিপসি নির্দয় কস্য হেতোঃ' ॥ ২০৪ ॥

ততঃ সোমনাথকবির্নিখিলমপি পট্টদুকূলবিভূষির্ময়ীং তুরঙ্গমাদিসম্পত্তিং কলত্রবস্ত্রাবশেষং দত্তবান্। ততো রাজা মৃগয়ারসপ্রবৃত্তো গচ্ছংস্তং বিষ্ণুকবিমবলোক্য ব্যচিন্তয়ৎ—'ময়াস্মৈ ভোজনমপি ন প্রদত্তম্। মামনাদৃত্যায়াং সম্পত্তিপূর্ণঃ স্বদেশং প্রতি যাস্যতি, পৃচ্ছামি। বিষ্ণুকবে, কুতঃ সম্পত্তিঃ প্রাপ্তা।' কবিরাহ—

'সোমনাথেন রাজেন্দ্র দেব ত্বদ্গৃহভিক্ষুণা।
অদ্য শোচ্যতমে পূর্ণং ময়ি কল্পদ্রুমায়িতম্' ॥ ২০৫ ॥

রাজা পূর্বং সভায়াং শ্রুতস্য শ্লোকস্যাক্ষরলক্ষং দদৌ। সোমনাথেন চ যাবদ্দত্তং তাবদপি সোমনাথায় দত্তবান্। সোমনাথঃ প্রাহ—

'কিসলয়ানি কুতঃ কুসুমানি বা ক চ ফলানি তথা বনবীরুধাম্‌।
অয়মকারণকারুণিকো যদা ন তরতীহ পয়াংসি পয়োধরঃ' ॥ ২০৬ ॥

ততো বিষ্ণুকবিঃ সোমনাথদত্তেন রাজ্ঞা দত্তেন চ তুষ্টবান্‌। তদা সীমন্তকবিঃ প্রাহ—

'বহতি ভুবনশ্রেণীং শেষঃ ফণাফলকস্থিতাঃ
কমঠপতিনা মধ্যেপৃষ্ঠং সদা চ ধার্যতে।
তমপি কুরুতে ক্রোড়াধীনং পয়োনিধিরাদরা-
দহহ মহতাং নিঃসীমানশ্চরিত্রবিভূতয়ঃ' ॥ ২০৭ ॥

কদাচিৎ সৌধতলে রাজানমেত্য ভৃত্যাঃ প্রাহুঃ—দেব, অখিলেষ্বপি কোশেষু যদ্বিত্তজাতমস্তি-তৎসর্বং দেবেন কবিভ্যো দত্তম্‌। পরন্তু কোশগৃহে ধনলেশোঽপি নাস্তি। কোঽপি কবিঃ প্রত্যহং দ্বারি তিষ্ঠতি। ইতঃ পরং কবির্বিদ্বান্‌ বা কোঽপি রাজ্ঞে ন প্রাপ্য ইতি মুখ্যামাত্যেন দেবসন্নিধৌ বিজ্ঞাপনীয়মিত্যুক্তম্‌। 'রাজা কোশস্থং সর্বং দত্তমিতি জানন্নপি প্রাহ—'অদ্যদ্বারস্থং কবিং প্রবেশয়।' ততো বিদ্বানাগত্য 'স্বস্তি' ইতি বদন্‌ প্রাহ—

'নভসি নিরবলম্বে সীদতা দীর্ঘকালং
ত্বদভিমুখবিসৃষ্টোত্তানচঞ্চুপুটেন।
জলধরজলধারা দূরতস্তাবদাস্তাং
ধ্বনিরপি মধুরস্তে ন শ্রুতশ্চাতকেন' ॥ ২০৮ ॥

রাজা তদাকর্ণ্য 'ধিগ্‌ জীবিতং যদ্বিদ্বাংসঃ কবয়শ্চ দ্বারমাগত্য সীদন্তি' ইতি তস্মৈ বিপ্রায় সর্বাণ্যাভরণানুত্তার্য দদৌ। ততো রাজা কোশাধিকারিণমাহূয়াহ—'ভাণ্ডারিক, মুঞ্জরাজস্য তথা মে পূর্বেষাং চ যে কোশাঃ সন্তি তেষাং মধ্যে রত্নপূর্ণাঃ কলশাঃ কুত্র।' ততঃ কাশ্মীরদেশান্মুচুকুন্দকবিরাগত্য 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বা প্রাহ—

'ত্বদ্‌যশোজলধৌ ভোজ নিমজ্জনভয়াদিব।
সূর্যেন্দুবিম্বমিষতো ধত্তে কুম্ভদ্বয়ং নভঃ' ॥ ২০৯ ॥

রাজা তস্মৈ প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ। পুনঃ কবিরাহ—

'আসনক্ষীণানি যাবন্তি চাতকাশ্রূণি তেঽম্বুদ।
তাবন্তোঽপি ত্বয়োদার ন মুক্তা জলবিন্দবঃ' ॥ ২১০ ॥

ততঃ স রাজা তস্মৈ শততুরগানপি দদৌ। ততো ভাণ্ডারিকো লিখতি—

'মুচুকুন্দায় কবয়ে জাত্যানশ্বাঞ্শতং দদৌ।
ভোজঃ প্রদত্তলক্ষোঽপি তেনাসৌ যাচিতঃ পুনঃ' ॥ ২১১ ॥

ততো রাজা সর্বানপি বেশ্ম সম্প্রেষ্যান্তর্গচ্ছতি ততো রাজ্ঞশ্চামরগ্রাহিণী প্রাহ—

'রাজন্মুঞ্জকুলপ্রদীপ সকলক্ষ্মাপালচূড়ামণে
যুক্তং সঞ্চরণং তবাদ্ভুতমণিচ্ছত্রেণ রাত্রাবপি।
মা ভূত্ত্বদ্বদনাবলোকনবশাদ্‌ ব্রীড়াবিনম্রঃ শশী
মা ভূচ্চেয়মরুন্ধতী ভগবতী দুঃশীলতাভাজনম্‌' ॥ ২১২ ॥

রাজা তস্যৈ প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ।

অন্যদা কুণ্ডিননগরাদ্‌ গোপালো নাম কবিরাগত্য স্বস্তিপূর্বকং প্রাহ—

'ত্বচ্চিত্তে ভোজনির্যাতং দ্বয়ং তৃণকণায়তে।
ক্রোধে বিরোধিনাং সৈন্যং প্রসাদে কনকোচ্চয়ঃ' ॥ ২১৩ ॥

রাজা শ্রুত্বাপি তুষ্টো ন দাস্যতি। রাজপুরুষৈঃ সহ চ চর্চা কুর্বাণস্তিষ্ঠতি। ততঃ কবির্বা-

চিন্তয়ৎ—'কিমু রাজ্ঞা নাশ্রাবি ?' ততঃ ক্ষণেন সমুন্নতমেবালোক্য রাজানং কবিরাহ—

'হে পাথোদ যথোন্নতং হি ভবতা দিগ্ব্যাবৃতা সর্বতো
মন্যে ধীর তথা করিষ্যসি খলু ক্ষীরাব্ধিতুল্যং সরঃ।
কিন্তু এষ ক্ষমতে ন হি ক্ষণমপি গ্রীষ্মোষ্মণা ব্যাকুলঃ
পাঠীনাদিগণস্তদেকশরণস্তদ্বর্ষ তাবৎ কিয়ৎ ॥ ২১৪ ॥

রাজা কবিহৃদয়ং বিজ্ঞায় 'গোপালকবে, দারিদ্র্যাগ্নিনা নিতান্তং দগ্ধোঽসি।' ইতি বদন্ ষোড়শমণীননর্ঘ্যান্ ষোড়শ দন্তীন্দ্রাংশ্চ দদৌ।

একদা রাজা ধারানগরে বিচরন্ ক্বচিচ্ছিবালয়ে প্রসুপ্তং পুরুষদ্বয়মপশ্যৎ। তয়োরেকো বিগতনিদ্রো বক্তি—'অহো, মমান্তরাসন্ন এব কঃ ত্বং প্রসুপ্তোঽসি জাগর্ষি নো বা।' ততস্তত্পর আহ—'বিপ্র, প্রণতোঽস্মি। অহমপি ব্রাহ্মণপুত্রস্ত্বামত্র প্রথমরাত্রৌ শয়ানং বীক্ষ্য প্রদীপ্তে চ প্রদীপে কমণ্ডলূপবীতাদিভির্ব্রাহ্মণং জ্ঞাত্বা ভবদান্তরাসন্ন এবাহং প্রসুপ্তঃ। ইদানীং ত্বদ্গিরমাকর্ণ্য প্রবুদ্ধোঽস্মি।' প্রথম প্রাহ—'বৎস, যদি ত্বং প্রণতোঽসি ততো দীর্ঘায়ুর্ভব। বদ, কুত আগম্যতে, কিং তে নাম, অত্র চ কিং কার্যম্।' দ্বিতীয়ঃ প্রাহ—'বিপ্র, ভাস্কর ইতি মে নাম। পশ্চিমসমুদ্রতীরে প্রভাসতীর্থসমীপে বসতির্মম। তত্র ভোজস্য কিল্যৎ বহুভির্ব্যাবর্ণিতম্। ততো যাচিতুমহমাগতঃ। ত্বং মম বৃদ্ধত্বাৎ-পিতৃকল্পোঽপি। ত্বমপি সুপরিচয়ং বদ।' স আহ—'বৎস, শাকল্য ইতি মে নাম। ময়ে-একশিলানগর্যা আগম্যতে ভোজং প্রতি দ্রবিণাশয়া। বৎস, ত্বয়ানুক্তমপি দুঃখং ত্বয়ি জ্ঞায়তে কীদৃশং তদ্বদ।' ততো ভাস্করঃ প্রাহ—'তাত, কিং ব্রবীমি দুঃখম্।

ক্ষুৎক্ষামাঃ শিশবঃ শবা ইব ভৃশং মন্দাশয়া বান্ধবা
লিপ্তা ঝর্ঝরঘর্ঘরী জতুলবৈর্নো মাং তথা বাধতে।
গেহিন্যা ত্রুটিতাংশুকং ঘটয়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
কুপ্যন্তী প্রতিবেশ্ম লোকগৃহিণী সূচিং যথা যাচিতা' ॥ ২১৫ ॥

রাজা শ্রুত্বা সর্বাভরণান্যুত্তার্য তস্মৈ দত্ত্বা প্রাহ—'ভাস্কর, সীদন্ত্যতীব তে বালাঃ। ঝটিতি দেশং যাহি'। ততঃ শাকল্যঃ প্রাহ—

'অত্যুদ্ধৃতা বসুমতী দলিতোঽরিবর্গঃ
ক্রোড়ীকৃতা বলবতা বলিরাজলক্ষ্মীঃ।
একত্র জন্মনি কৃতং যদনেন যূনা
জন্মত্রয়ে তদকরোৎ পুরুষঃ পুরাণঃ' ॥ ২১৬ ॥

ততো রাজা শাকল্যায় লক্ষত্রয়ং দত্তবান্।

অন্যদা রাজা মৃগয়ারসেন বিচরংস্তত্র পুরঃ সমাগতহরিণ্যাং বাণেন বিদ্ধায়ামপি বিত্তাশয়া কোঽপি কবিরাহ—

'শ্রীভোজে মৃগয়াং গতেঽপি সহসা চাপে সমারোপিতে-
প্যাকর্ণান্তগতেঽপি মুষ্টিগলিতে বাণেঽঙ্গলগ্নেঽপি চ।
স্থানান্নৈব পলায়িতং ন চলিতংনোৎকম্পিতং নোৎপ্লুতং
মৃগ্যা মদ্বশগং করোতি দয়িতং কামোঽয়মিত্যাশয়া' ॥ ২১৭ ॥

রাজা তস্মৈ লক্ষত্রয়ং প্রযচ্ছতি।

অন্যদা সিংহাসনমলংকুর্বাণে শ্রীভোজনৃপতৌ দ্বারপাল আগত্যাহ—'দেব, জাহ্নবী-তীরবাসিনী কাচন বৃদ্ধব্রাহ্মণী বিদুষী দ্বারি তিষ্ঠতি।' রাজা—'প্রবেশয়।' তত

আগচ্ছন্তীং রাজা প্রণমতি। সা তং 'চীরং জীব' ইত্যুক্তবাহ—

'ভোজপ্রতাপাগ্নিরপূর্ব এষ জাগর্তি ভূভৃৎকটকস্থলীষু।

যস্মিন্ প্রবিষ্টে রিপুপার্থিবানাং তৃণানি রোহন্তি গৃহাঙ্গনেষু' ॥ ২১৮ ॥

রাজা তস্যৈ রত্নপূর্ণং কলসং প্রযচ্ছতি। ততো লিখতি ভাণ্ডারিকঃ—

'ভোজেন কলসো দত্তঃ সুবর্ণমণিসম্ভৃতঃ

প্রতাপস্তুতিতুষ্টেন বৃদ্ধায়ৈ রাজসংসদি ॥ ২১৯ ॥

অন্যদা দূরদেশাদাগতঃ কশ্চিচ্চোরো রাজানং প্রাহ—'দেব, সিংহলদেশে ময়া কাচন চামুণ্ডালয়ে রাজকন্যা দৃষ্টা, ময়া চ মালবদেশাদেবস্য মহিমানং বহুধা শ্রুতং ত্বমপি বদেতি পপ্রচ্ছ। ময়া চ তস্যা দেবগুণা ব্যাবর্ণিতাঃ। সা চাত্যন্ততোষাচ্চন্দনতরোর্নিরুপমং গর্ভগণ্ডং দত্ত্বা যথাস্থানং প্রপেদে। দেবগুণাভিবর্ণনপ্রাপ্তং তদেনদ্ গৃহাণ। এতৎ-প্রসৃতপরিমলভরেণ ভৃঙ্গা ভুজঙ্গাশ্চ সময়ান্তি।' রাজা তদ্ গৃহীত্বা তুষ্টস্তস্মৈ লক্ষং দত্তবান্। ততো দামোদরকবিস্তন্মিষেণ রাজানং স্তৌতি—

'শ্রীমচ্চন্দনবৃক্ষ সন্তি বহবস্তে শাখিনঃ কাননে

যেষাং সৌরভমাত্রকং নিবসতি প্রায়েণ পুষ্পাশ্রয়া।

প্রত্যঙ্গং সুকৃতেন তেন শুচিনা খ্যাতঃ প্রসিদ্ধাত্মনা

যোঽসৌ গন্ধগুণস্ত্বয়া প্রকটিতঃ ক্বাসাবিহ প্রেক্ষতে' ॥ ২২০ ॥

রাজা স্বস্তুতি বুদ্ধ্যা লক্ষং দদৌ।

ততো দ্বারপাল আগত্য প্রাহ—'দেব, কাচিৎসূত্রধারী স্ত্রী দ্বারি বর্ততে।'

রাজা—'প্রবেশয়'। ততঃ সাগত্য রাজানং প্রণিপত্যাহ—

'বলিঃ পাতালনিলয়োঽধঃ কৃতশ্চিত্রমত্র কিম্।

অধঃকৃতো দিবিস্থোঽপি চিত্রং কল্পদ্রুমস্ত্বয়া' ॥ ২২১ ॥

রাজা তস্যৈ প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ।

ততঃ কদাচিন্মৃগয়াপরিশ্রান্তো রাজা ক্বচিৎসহকারতরোরধস্তাত্তিষ্ঠতি স্ম। তত্র মল্লিনাথাখ্যঃ কবিরাগত্য প্রাহ—

'শাখাশতশতবিততাঃ সন্তি কিয়ন্তো ন কাননে তরবঃ।

পরিমলভরমিলদলিকুলদলিতদলাঃ শাখিনো বিরলাঃ' ॥ ২২২ ॥

ততো রাজা তস্মৈ হস্তবলয়ং দদৌ।

তত্রৈবাসীনে রাজ্ঞি কোঽপি বিদ্বানাগত্য 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বা প্রাহ—'রাজন্ কাশীদেশাদারভ্য তীর্থযাত্রয়া পরিভ্রাম্যতে দক্ষিণদেশবাসিনা ময়া।' রাজা—'ভবাদৃশানাং তীর্থ-বাসিনাং দর্শনাৎ কৃতার্থোঽস্মি।' আহ—'বয়ং মান্ত্রিকাশ্চ।' রাজা—'বিপ্রেষু সর্বং সম্ভাব্যতে।' রাজা পুনঃ প্রাহ—'বিপ্র, মন্ত্রবিদ্যয়া যথা পরলোকে ফলপ্রাপ্তিঃ, তথা কিমিহ লোকেঽপ্যস্তি?' বিপ্রঃ—'রাজন্, সরস্বতীচরণারাধনাদ্ বিদ্যাবাপ্তির্বিশ্ববিদিতা। পরং ধনাবাপ্তির্ভাগ্যাধীনা।

গুণাঃ খলু গুণা এব ন গুণা ভূতিহেতবঃ।

ধনসঞ্চয়কর্তৃণি ভাগ্যানি পৃথগেব হি ॥ ২২৩ ॥

দেব, বিদ্যাগুণা এব লোকানাং প্রতিষ্ঠায়ৈ ভবন্তি। ন তু কেবলং সম্পদঃ। দেব,

আত্মায়ত্তে গুণগ্রামে নৈর্গুণ্যং বচনীয়তা।

দৈবায়ত্তেষু বিত্তেষু পুংসাং কা নাম বাচ্যতা ॥ ২২৪ ॥

দেব, মন্ত্রারাধনেনাপ্রতিহতা শক্তিঃ স্যাৎ। দেব, এবং কুতূহলং যস্য। ময়া যস্য শিরসি

করো নিধীয়তে ; স সরস্বতীপ্রসাদেনাস্খলিতবিদ্যাপ্রসারঃ স্যাৎ।' রাজা প্রাহ—'সুমতে, মহতী দেবতাশক্তিঃ।' ততো রাজা কামপি দাসীমাকার্য বিপ্রং প্রাহ—'দ্বিজবর, অস্যা বেশ্যায়াঃ শিরসি করং নিধেহি।' বিপ্রস্তস্যাঃ শিরসি করং নিধায় তাং প্রাহ—'দেবি, যদ্‌রাজাজ্ঞাপয়তি তদ্‌বদ।' ততো দাসী প্রাহ—'দেব, অহমদ্য সমস্তবাঙ্‌ময়জাতং হস্তমলকবৎ পশ্যামি। দেব, আদিশ কিং বর্ণয়ামি'। ততো রাজা পুরঃ খড়্গং বীক্ষ্য প্রাহ—'খড়্গং মে ব্যাবর্ণয়' ইতি। দাসী প্রাহ—

ধারাধরস্বদসিরেষ নরেন্দ্র চিত্রং
বর্ষন্তি বৈরিবনিতাজনলোচনানি।
কোশেন সন্ততমসঙ্গতিরাঃবেহস্য
দারিদ্র্যমদ্ভুদয়তি প্রতিপার্থিবানাম্ ॥ ২২৫ ॥

রাজা তস্যৈ রত্নকলসাননর্ঘ্যান্ পঞ্চ দদৌ।

তস্মিন্ ক্ষণে কুতশ্চিৎপঞ্চ কবয়ঃ সমাজগ্মুঃ। তানবলোক্যোচ্ছিন্নচ্ছায়মুখং রাজানং দৃষ্ট্বা মহেশ্বরকবির্বৃক্ষমিষেণাহ—

'কিং জাতোঽসি চতুষ্পথে ঘনতরচ্ছায়োঽপি কিং ছায়য়া
ছন্নশ্চেৎ ফলিতোঽসি কিং ফলভরৈঃ পূর্ণোঽসি কিং সন্নতঃ।
হে সদ্‌বৃক্ষ সহস্ব সম্প্রতি চিরং শাখাশিখাকর্ষণ-
ক্ষোভামোটনভঞ্জনানি জনতঃ স্বৈরেব দুশ্চেষ্টিতৈঃ' ॥ ২২৬ ॥

ততো রাজা তস্মৈ লক্ষং দদৌ। ততস্তে দ্বিজবরাঃ পৃথক্‌পৃথগাশীর্বচনমুদীর্য যথাক্রমং রাজাজ্ঞয়া কম্বল উপবিশ্য মঙ্গলং চক্রুঃ। তত একঃ পঠতি স্ম—

'কূর্মঃ পাতালগঙ্গাপয়সি বিহরতাং তত্তটীরূঢ়মুস্তা-
মাদত্তামাদিপোত্রী শিথিলয়তু ফণামণ্ডলং কুণ্ডলীন্দ্রঃ।
দিঙ্মাতঙ্গা মৃণালীকবলনকলনাং কুর্বতাং পর্বতেন্দ্রাঃ
সর্বে স্বৈরং চরন্তু ত্বয়ি বহতি বিভো ভোজদেবীং ধরিত্রীম্' ॥২২৭॥

রাজা চমৎকৃতস্তস্মৈ শতাশ্বান্ দদৌ। ততো ভাণ্ডারিকো লিখতি—

'ক্রীড়োদ্যানে নরেন্দ্রেণ শতমশ্বা মনোজবাঃ।
প্রদত্তাঃ কামদেবায় সহকারতরোরধঃ' ॥ ২২৮ ॥

ততঃ কদাচিদ্ ভোজো বিচারয়তি স্ম—'মৎসদৃশো বদান্যঃ কোঽপি নাস্তি' ইতি। তদ্‌গর্বং বিদিত্বা মুখ্যামাত্যো বিক্রমার্কস্য পুণ্যপত্রং ভোজায় প্রদর্শয়ামাস। ভোজস্তত্র পত্রে কঞ্চিৎপ্রস্তাবমপশ্যৎ। তথাহি—'বিক্রমার্কঃ পিপাসয়া প্রাহ—

স্বাদুং সজ্জনচিত্তবল্লঘুতরং দীনার্তিবচ্ছীতলং
পুত্রালিঙ্গনবত্তথৈব মধুরং তদ্‌বাল্যসঞ্জল্পবৎ।
পলোশীরলবঙ্গচন্দনলসৎকর্পূরকস্তূরিকা-
জাতীপাটলকেতকৈঃ সুরভিতং পানীয়মানীয়তাম্' ॥ ২২৯ ॥

ততো মাগধঃ প্রাহ—

'বক্ত্রাম্ভোজং সরস্বত্যধিবসতি সদা শোণ এবাধরস্তে
বাহুঃ কাকুৎস্থবীর্যস্মৃতিকরণপটুর্দক্ষিণস্তে সমুদ্রঃ।
বাহিন্যঃ পার্শ্বমেতাঃ কথমপি ভবতো নৈব মুঞ্চন্ত্যভীক্ষ্ণং
স্বচ্ছে চিত্তে কুতোঽভূৎ কথয় নরপতে তেঽম্বুপানাভিলাষঃ' ॥২৩০॥

ততো বিক্রমার্কঃ প্রাহ। তথাহি—

অষ্টৌ হাটককোট্যস্ত্রিনবতিমুক্তাফলানাং তুলাঃ
পঞ্চাশন্মধুগন্ধমত্তমধুপাঃ ক্রোধোদ্ধতা সিন্ধুরাঃ।
অশ্বানাময়ুতং প্রপঞ্চচতুরং বারাঙ্গনানাং শতং
দত্তং পাণ্ড্যনৃপেণ যৌতুকমিদং বৈতালিকায়ার্পিতম্' ॥ ২৩১ ॥

ততো ভোজঃ প্রথমত এবাদ্ভুতং বিক্রমার্কচরিত্রং দৃষ্ট্বা নিজগর্বং তত্যাজ।

ততঃ কদাচিদ্ধারানগরে রাত্রৌ বিচরন্ রাজা কঞ্চন দেবালয়ে শীতালুং ব্রাহ্মণমিত্থং পঠন্তমবলোক্য স্থিতঃ—

'শীতেনাধ্যুষিতস্য মাঘজলবচ্চিন্তার্ণবে মজ্জতঃ
শান্তাগ্নেঃ স্ফুটিতাধরস্য ধমতঃ ক্ষুৎক্ষামকুক্ষের্মম।
নিদ্রা ক্বাপ্যবমানিতেব দয়িতা সন্ত্যজ্য দূরং গতা
সৎপাত্রপ্রতিপাদিতেব কমলা নো দীয়তে শর্বরী' ॥ ২৩২ ॥

ইতি শ্রুত্বা রাজা প্রাতস্তমাহূয় পপ্রচ্ছ—'বিপ্র, পূর্বেদ্যুঃ রাত্রৌ ত্বয়া দারুণঃ শীতভারঃ কথং সোঢ়ঃ?' বিপ্র আহ—

'রাত্রৌ জানুর্দিবা ভানুঃ কৃশানুঃ সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
এবং শীতং ময়া নীতং জানুভানুকৃশানুভিঃ' ॥ ২৩৩ ॥

রাজা তস্মৈ সুবর্ণকলশত্রয়ং প্রাদাৎ। ততঃ কবী রাজানং স্তৌতি—

'ধারয়িত্বা ত্বয়াত্মানং মহাত্যাগধনায়ুষা।
মোচিতা বলিকর্ণাদ্যাঃ স্বযশোগুপ্তকর্মণোঃ' ॥ ২৩৪ ॥

রাজা তস্মৈ লক্ষং দদৌ।

একদা ক্রীড়োদ্যানপাল আগত্যৈকমিক্ষুদণ্ডং রাজ্ঞঃ পুরো মুমোচ। তং রাজা করে গৃহীতবান্। ততো ময়ূরকবির্নিতান্তং পরিচয়বশাদাত্মনি রাজ্ঞা কৃতামবজ্ঞাং মনসি নিধায়েক্ষুমিষেণ আহ—

'কান্তোঽসি নিত্যমধুরোঽসি রসাকুলোঽসি
কিং চাসি পঞ্চশরকার্মুকমদ্বিতীয়ম্।
ইক্ষো তবাস্তি সকলং পরমেকমূনং
যৎসেবিতো ভজসি নীরসতাং ক্রমেণ' ॥ ২৩৫ ॥

রাজা কবিহৃদয়ং জ্ঞাত্বা ময়ূরং সম্মানিতবান্।

ততঃ কদাচিদ্রাত্রৌ সৌধোপরি ক্রীড়াপরো রাজা শশাঙ্কমালোক্য প্রাহ—

'যদেতচ্চন্দ্রান্তর্জলদলবলীলাং বিতনুতে
তদাচষ্টে লোকঃ শশক ইতি নো মাং প্রতি তথা।'

ততশ্চাধোভূমৌ সৌধান্তঃ প্রবিষ্টঃ কশ্চিচ্চোর আহ—

অহং ত্বিন্দুং মন্যে ত্বদরিবিরহাক্রান্ততরুণী-
কটাক্ষোল্কাপাতব্রণকনকলঙ্কাঙ্কিততনুম্' ॥ ২৩৬ ॥

রাজা তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ—'অহো মহাভাগ, কস্ত্বমর্ধরাত্রে কোশগৃহমধ্যে তিষ্ঠসি' ইতি। স আহ—'দেব, অভয়ং নো দেহি' ইতি। রাজা—'তথা' ইতি। ততো রাজানং স চোরঃ প্রণম্য স্ববৃত্তান্তমকথয়ৎ। তুষ্টো রাজা চোরায় দশ কোটীঃ সুবর্ণস্যোন্মত্তান্ গজে দ্রাংশ্চ দদৌ। ততঃ কোশাধিকারী ধর্মপত্রে লিখতি—

'তদস্মৈ চোরায় প্রতিনিহতমৃত্যুপ্রতিভয়ে
প্রভুঃ প্রীতঃ প্রাদাদুপরিতনপাদদ্বয়কৃতে।
সুবর্ণানাং কোটীর্দশ দশনকোটিক্ষতগিরীন্
গজেন্দ্রানপ্যষ্টৌ মদমুদিতকূজন্মধুলিহঃ' ॥ ২৩৭ ॥

ততঃ কদাচিদ্ দ্বারপাল আগত্য প্রাহ—'দেব, কৌপীনাবশেষো বিদ্বান্ দ্বারি বর্ততে' ইতি। রাজা—'প্রবেশয়' ইতি। ততঃ প্রবিষ্টঃ স কবিঃ ভোজমালোক্যাদ্য মে দারিদ্র্যনাশো ভবিষ্যতীতি মত্বা তুষ্টো হর্ষাশ্রূণি মুমোচ। রাজা তমালোক্য প্রাহ—'কবে, কিং রোদিষি' ইতি। ততঃ কবিরাহ 'রাজন্, আকর্ণয় মদ্গৃহস্থিতিম্।

'অয়ে লাজা উচ্চৈঃ পথি বচনমাকর্ণ্য গৃহিণী
শিশোঃ কর্ণৌ যত্নাৎ সুপিহিতবতী দীনবদনা।
ময়ি ক্ষীণোপায়ে যদকৃত দৃশাবশ্রুবহুলে
তদন্তঃ শল্যং মে ত্বমসি পুনরুদ্ধর্তুমুচিতঃ' ॥ ২৩৮ ॥

রাজা 'শিব শিব কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ইত্যুদীরয়ন্ প্রত্যক্ষরলক্ষং দত্ত্বা প্রাহ—'সুকবে' ত্বরিতং গচ্ছ গেহম্। ত্বদ্গৃহিণী খিন্নাভূৎ' ইতি।

ততঃ কদাচিন্মৃগয়াপরিশ্রান্তো রাজা কস্যচিন্মহাবৃক্ষস্যচ্ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি স্ম। তত্র শান্তবদেবো নাম কবিঃ কশ্চিদাগত্য রাজানং বৃক্ষমিষেণাহ—

'আমোদৈর্মরুতো মৃগাঃ কিসলয়োল্লাসৈস্ত্বচা তাপসাঃ
পুষ্পৈঃ ষট্চরণাঃ ফলৈঃ শকুনয়ো ঘর্মার্দিতাশ্ছায়য়া।
স্কন্ধৈর্গন্ধগজাস্ত্বয়ৈব বিহিতাঃ সর্বে কৃতার্থাস্তত-
স্ত্বং বিশ্বোপকৃতিক্ষমোঽসি ভবতা ভগ্নাপদোঽন্যে দ্রুমাঃ ॥ ২৩৯ ॥

কিংচ—

অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্।
অনধিগতপরিমলাপি চ হরতি দৃশং মালতীমালা' ॥ ২৪০ ॥

তাভ্যাং শ্লোকাভ্যাং চমৎকৃতো রাজা প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ।

অন্যদা শ্রীভোজঃ শ্রীমহেশ্বরং নন্তুং শিবালয়মভ্যগাৎ। তদা কোঽপি ব্রাহ্মণো রাজানং শিবসন্নিধৌ প্রাহ—'দেব,

অর্ধং দানববৈরিণা গিরিজয়াপ্যর্ধং শিবস্যাহৃতং
দেবেত্থং জগতীতলে পুরহরাভাবে সমুন্মীলতি।
গঙ্গা সাগরমম্বরং শশিকলা নাগাধিপঃ ক্ষ্মাতলং
সর্বজ্ঞত্বমধীশ্বরত্বমগমত্ত্বাং মাং তু ভিক্ষাটনম্' ॥ ২৪১ ॥

রাজাক্ষরলক্ষং দদৌ।

ততঃ কদাচিদ্ দ্বারপাল আগত্য প্রাহ—'দেব, কোঽপি বিদ্বান্ দ্বারি তিষ্ঠতি' ইতি। রাজা—'প্রবেশয়' ইতি। ততঃ প্রবিষ্টো বিদ্বান্ পঠতি—

'ক্ষণমপ্যনুগৃহ্ণাতি যং দৃষ্টিস্তেঽনুরাগিণী।
ঈর্ষ্যয়েব ত্যজত্যাশু তং নরেন্দ্র দরিদ্রতা' ॥ ২৪২ ॥

রাজা লক্ষং দদৌ। পুনরপি পঠতি কবিঃ—

'কেচিন্মূলাকুলাশাঃ কতিচিদপি পুনঃ স্কন্ধসম্বন্ধভাজ-
শ্ছায়াং কেচিৎপ্রপন্নাঃ প্রপদমপি পরে পল্লবানুন্নয়ন্তি।

অন্যে পুষ্পাণি পাণৌ দধতি তদপরে গন্ধমাত্রস্য পাত্রং
বাগবল্ল্যাঃ কিং তু মূঢ়াঃ ফলমহহ ন হি দ্রষ্টুমপ্যুৎসহন্তে' ॥ ২৪৩ ॥

এতদাকর্ণ্য বাণঃ প্রাহ—

'পরিচ্ছিন্নস্বাদোহমৃতগুড়মধুক্ষৌদ্রপয়সাং
কদাচিচ্চাভ্যাসাদ্ভজতি ননু বৈরস্যমধিকম্।
প্রিয়াবিম্বোষ্ঠে বা রুচিরকবিবাক্যেহনবধি-
র্নবানন্দঃ কোহপি স্ফুরতি তু রসোহসৌ নিরুপমঃ' ॥ ২৪৪ ॥

ততো রাজা লক্ষং দত্তবান্।

ততঃ কদাচিৎ সিংহাসনমলংকুর্বাণে শ্রীভোজে দ্বারপাল আগত্য প্রাহ—'দেব, বারাণসী-দেশাদাগতঃ কোহপি ভবভূতির্নাম কবির্দ্বারি তিষ্ঠতি' ইতি। রাজা প্রাহ—'প্রবেশয়' ইতি। ততঃ প্রবিষ্টঃ সোহপি সভামগাৎ। ততঃ সভ্যাঃ সর্বে তদাগমনেন তুষ্টা অভবন্। রাজা চ ভবভূতিং প্রেক্ষ্য প্রণমতি স্ম। স চ 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বা তদাজ্ঞয়োপবিষ্টঃ। ভবভূতিঃ প্রাহ—'দেব,

নানীয়ন্তে মধুনি মধুপাঃ পারিজাতপ্রসূনৈ-
র্নাভ্যর্থ্যন্তে তুহিনরুচিগশ্চন্দ্রিকায়াং চকোরাঃ।
অস্মদ্বাঙ্মাধুরিমধুরমাপদ্য পূর্বাবতারাঃ
সোল্লাসাঃ স্যুঃ স্বয়মিহ বুধাঃ কিং মুধাহভ্যর্থনাভিঃ ॥ ২৪৫ ॥
নহস্মাকং শিবিকা ন কাপি কটকাদ্যালংক্রিয়াসৎক্রিয়া
নোত্তুঙ্গস্তুরগো ন কশ্চিদনুগো নৈবাম্বরং সুন্দরম্।
কিন্তু ক্ষ্মাতলবর্ত্যশেষবিদুষাং সাহিত্যবিদ্যাজুষাং
চেতস্তোষকরী শিরোনতিকরী বিদ্যাহনবদ্যাহস্তি নঃ' ॥ ২৪৬ ॥

ইত্যাকর্ণ্য বাণপণ্ডিতপুত্রঃ প্রাহ—'আঃ পাপ' ধরাধীশসভায়ামহংকারং মা কৃথাঃ।

নিশ্বাসোহপি ন নির্যাতি বাণে হৃদয়বর্ত্মনি।
কিং পুনঃ প্রকটাটোপপদবন্ধা সরস্বতী' ॥ ২৪৭ ॥

ততো ভবভূতিঃ পরাভবমসহমানঃ প্রাহ—

'হঠাদাকৃষ্টানাং কতিপয়পদানাং রচয়িতা
জনঃ স্পর্ধালুশ্চেদহহ কবিনা বশ্যবচসা।
ভবেদদ্য শ্বো বা কিমিহ বহুনা পাপিনি কলৌ
ঘটানাং নির্মাতুস্ত্রিভুবনবিধাতুশ্চ কলহঃ' ॥ ২৪৮ ॥

পুনরাহ—

'কালিদাসকবের্বাণী কদাচিন্মদ্গিরা সহ।
কলয়ত্যদ্য সাম্যং চেদ্ভীতা ভীতা পদে পদে' ॥ ২৪৯ ॥

ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ—'সখে ভবভূতে, মহাকবিরসি। অত্র কিমু বক্তব্যম্।

এষা ধারেন্দ্রপরিষন্মহাপণ্ডিতমণ্ডিতা।
আবয়োরন্তরং বেত্তি রাজা বা শিবসন্নিভঃ' ॥ ২৫০ ॥

তচ্ছ্রুত্বা রাজা প্রাহ—'যুবাভ্যাং রত্যন্তো বর্ণনীয়ঃ' ইতি। ভবভূতিঃ—

'মুক্তাভূষণমিন্দুবিম্বমজনি ব্যাকীর্ণতারং নভঃ
স্মারং চাপমপেতচাপলমভূদিন্দীবরে মুদ্রিতে।

ব্যালীনং কলকণ্ঠমন্দরণিতং মন্দানিলৈর্মন্দিতং
নিষ্পন্দস্তবকা চ চম্পকলতা সাঽভূন্ন জানে ততঃ' ॥ ২৫১ ॥

ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ—

'খিন্নং মণ্ডলমৈন্দবঃ বিলুলিতং স্রগ্ভারনদ্ধং তমঃ
প্রাগেব প্রথমানকৈতকশিখালীলায়িতং সুস্মিতম্।
শান্তং কুণ্ডলতাণ্ডবং কুবলয়দ্বন্দ্বং তিরোমীলিতং
বীতং বিদ্রুমসীৎকৃতং নহি ততো জানে কিমাসীদিতি' ॥ ২৫২ ॥

রাজা কালিদাসং প্রাহ—'সুকবে, ভবভূতিনা সহ সাম্যং তব ন বক্তব্যম্।' ভবভূতিরাহ—'দেব, কিমিতি বারয়সি।' রাজা—'সর্বপ্রকারেণ কবিরসি।' ততো বাণঃ প্রাহ—'রাজন্, ভবভূতিঃ কবিশ্চেৎ কালিদাসঃ কিং বক্তব্যঃ।' রাজা—'বাণকবে, কালিদাসঃ কবির্ন। কিন্তু পার্বত্যাঃ কশ্চিদবনৌ পুরুষাবতার এব।' ততো ভবভূতিরাহ—'দেব, কিমত্র প্রাশস্ত্যং ভাতি।' রাজা প্রাহ—ভবভূতে, কিম্ বক্তব্যং প্রাশস্ত্যং কালিদাসশ্লোকে। যতঃ "কৈতকশিখালীলায়িতং সুস্মিতম্" ইতি পঠিতম্।' ততো ভবভূতিরাহ—'দেব, পক্ষপাতেন বদসি' ইতি। ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ—'দেব, অপখ্যাতির্মা ভূৎ। ভুবনেশ্বরী দেবালয়ং গত্বা তৎসন্নিধৌ তাং পুরস্কৃত্য ঘটে সংশোধনীয়ং ত্বয়া।' ততো ভোজঃ সর্ববিবুন্দপরিবৃতঃ সন্ ভুবনেশ্বরী-দেবালয়ং প্রাপ্যং তত্র তৎসন্নিধৌ ভবভূতিহস্তে ঘটং দত্ত্বা শ্লোকদ্বয়ং চ তুল্যপত্রদ্বয়ে লিখিত্বা তুলায়াং মুমোচ। ততো ভবভূতিভাগে লঘুত্বোদ্ভূতামীষদুন্নীতং জ্ঞাত্বা দেবী ভক্তপরাধীনা সদসি তৎপরিভবো মা ভূদিতিস্বাবতংসকহ্লারমকরন্দং বামকরনখাগ্রেণ গৃহীত্বা ভবভূতি-পত্রে চিক্ষেপ। ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ—

'অহো মে সৌভাগ্যং মম চ ভবভূতেশ্চ ভণিতং
ঘটায়ামারোপ্য প্রতিফলতি তস্যাং লঘিমনি।
গিরাং দেবী সদ্যঃ শ্রুতিকলিতকহ্লারকলিকা-
মধুলীমাধুর্যং ক্ষিপতি পরিপূর্ত্যৈ ভগবতী ॥ ২৫৩ ॥

ততঃ কালিদাসপাদয়োঃ পততি ভবভূতিঃ। রাজানং চ বিশেষজ্ঞং মনুতে স্ম। ততো রাজা ভবভূতিকবয়ে শতং মত্তগজান্ দদৌ।

অন্যদা রাজা ধারানগরে রাত্রাবেকাকী বিচরন্ কাঞ্চন স্বৈরিণীং সঙ্কেতং গচ্ছন্তীং দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ—'দেবি, কা ত্বম্? একাকিনী মধ্যরাত্রৌ ক্ব গচ্ছসি?' ইতি। ততশ্চতুরা স্বৈরিণী সা তং রাত্রৌ বিচরন্তং শ্রীভোজং নিশ্চিত্য প্রাহ—

'ত্বত্তোঽপি বিষমো রাজন্বিষমেষুঃ ক্ষমাপতে।
শাসনং যস্য রুদ্রাদ্যা দাসবন্মূর্ধ্নি কুর্বতে ॥ ২৫৪ ॥

ততস্তুষ্টো রাজা দোর্দণ্ডাদাদায়াঙ্গদং বলয়ং চ তস্যৈ দত্তবান্। সা চ যথাস্থানং প্রাপ।

ততো বর্ত্মনি গচ্ছন্ ক্বচিদ্গৃহং একাকিনীং রুদতীং নারীং দৃষ্ট্বা 'কিমর্থমর্ধরাত্রৌ রোদিতি? কিং দুঃখমত্রতস্যাঃ?' ইতি বিচারয়িতুমেকমঙ্গরক্ষকং প্রাহিণোৎ। ততোঽঙ্গ-রক্ষকঃ পুনরাগত্য প্রাহ—'দেব, ময়া পৃষ্টা যদাহ তচ্ছৃণু—

বৃদ্ধো মৎপতিরেষ মঞ্চকগতঃ স্থূণাবশেষং গৃহং
কালোঽয়ং জলদাগমঃ কুশলিনী বৎসস্য বার্তাপি নো।
যত্নাৎসঞ্চিততৈলবিন্দুঘটিকা ভগ্নেতি পর্যাকুলা
দৃষ্ট্বা গর্ভভরালসাং নিজবধূং শ্বশ্রূশ্চিরং রোদিতি' ॥ ২৫৫ ॥

ততঃ কৃপাবারিধিঃ ক্ষোণীপালস্তস্মৈ লক্ষং দদৌ।

অন্যদা কোঙ্কণদেশবাসী বিপ্রো রাজ্ঞে 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বা প্রাহ—

'শুক্তিদ্বয়পুটে ভোজ যশোঽব্ধৌ তব রোদসী।
মন্যে তদুদ্ভবং মুক্তাফলং শীতাংশুমণ্ডলম্' ॥ ২৫৬ ॥

রাজা তস্মৈ লক্ষং দদৌ।

অন্যদা কাশ্মীরদেশাৎ কোঽপি কৌপীনাবশেষো রাজনিকটস্থকবীন্ কনকমাণিক্যপট্টদুকুলালংকৃতানবলোক্য রাজানং প্রাহ—

'নো পাণী বরকঙ্কণং ক্বণয়তো নো কর্ণয়োঃ কুণ্ডলে
ক্ষুভ্যৎক্ষীরধিদুগ্ধমুগ্ধমহসী নো বাসসী ভূষণম্।
দন্তস্তম্ভবিকাসিকা ন শিবিকা নাশ্বোঽপি বিশ্বোন্নতো
রাজন্ রাজসভাসুভাষিতকলাকৌশল্যমেবাস্তি নঃ' ॥ ২৫৭ ॥

ততস্তস্মৈ রাজা লক্ষং দদৌ।

অন্যদা রাজা রাত্রৌ চন্দ্রমণ্ডলং দৃষ্ট্বা তদন্তস্থকলঙ্কং বর্ণয়তি স্ম—

'অঙ্কং কেঽপি শশঙ্কিরে জলনিধেঃ পঙ্কং পরে মেনিরে
সারঙ্গং কতিচিচ্চ সঞ্জগদিরে ভূচ্ছায়মৈচ্ছন্ পরে।'

ইতি রাজা পূর্বার্ধং লিখিত্বা কালিদাসহস্তে দদৌ। ততঃ স তস্মিন্নেব ক্ষণ উত্তরার্ধং লিখতি কবিঃ—

'ইন্দৌ যদ্দলিতেন্দ্রনীলশকলশ্যামং দরীদৃশ্যতে
তৎসান্দ্রং নিশি পীতমন্ধতমসং কুক্ষিস্থমাচক্ষহে' ॥ ২৫৮ ॥

রাজা প্রত্যক্ষরলক্ষমুত্তরার্ধস্য দত্তবান্। ততো রাজা কালিদাসকবিতাপুন্ধতিং বীক্ষ্য চমৎকৃতঃ পুনরাহ—'সখে, অকলঙ্কং চন্দ্রমসং ব্যাবর্ণয়' ইতি। ততঃ কবিঃ পঠতি—

'লক্ষ্মীক্রীড়াতড়াগো রতিধবলগৃহং দর্পণো দিগ্বধূনাং
পুষ্পং শ্যামালতায়াস্ত্রিভুবনজয়িনো মন্মথস্যাতপত্রম্।
পিণ্ডীভূতং হরস্য স্মিতমমরধুনীপুণ্ডরীকং মৃগাঙ্কো
জ্যোৎস্নাপীযূষবাপী নয়তি সিতবৃষস্তারকাগোকুলস্য' ॥ ২৫৯ ॥

রাজা পুনঃ প্রত্যক্ষরলক্ষং দদৌ।

একদা কশ্চিদ্দূরদেশাদাগতো বীণাকবিরাহ—

'তর্কব্যাকরণাধ্বনীনধিষণো নাহং ন সাহিত্যবি
ন্নো জানামি বিচিত্রবাক্যরচনাচাতুর্যমত্যদ্ভুতম্।
দেবী কাপি বিরিঞ্চিবল্লভসুতা পাণিস্থবীণাকল-
ক্বাণাভিন্নরবং তথাপি কিমপি ব্রূতে মুখস্থা মম' ॥ ২৬০ ॥

রাজা তস্মৈ লক্ষং দদৌ। বাণস্তস্য সুললিতপ্রবন্ধং শ্রুত্বা প্রাহ—'দেব,

মাতঙ্গীমিব মাধুরীং ধ্বনিবিদো নৈব স্পৃশন্ত্যুত্তমাং
ব্যুৎপত্তিং কুলকন্যকামিব রসোন্মত্তা ন পশ্যন্ত্যমী।
কস্তূরীঘনসারসৌরভসুহৃদ্ব্যুৎপত্তিমাধুর্যয়ো-
র্যোগঃ কর্ণরসায়নং সুকৃতিনঃ কস্যাপি সম্পদ্যতে' ॥ ২৬১ ॥

অন্যদা রাজা সীতাং প্রতি প্রাহ—'দেবি, প্রভাতং ব্যাবর্ণয়' ইতি। সীতা প্রাহ—

'বিরলবিরলাং স্থূলাস্তারাঃ কলাবিব সজ্জনা
মন ইব মুনেঃ সর্বত্রৈব প্রসন্নমভূন্নভঃ।
অপসরতি চ ধ্বান্তং চিত্তাৎ সতামিব দুর্জনো
ব্রজতি চ নিশা ক্ষিপ্রং লক্ষ্মীরনুদ্যমিনামিব' ॥ ২৬২ ॥

রাজা লক্ষং দত্ত্বা কালিদাসং প্রাহ—'সখে সুকবে, ত্বমপি প্রভাতং ব্যাবর্ণয়' ইতি।

কালিদাসঃ— 'অভূৎ প্রাচী পিঙ্গা রসপতিরিব প্রাশ্য কনকং
গতচ্ছায়শ্চন্দ্রো বুধজন ইব গ্রাম্যসদসি।
ক্ষণাৎ ক্ষীণাস্তারা নৃপতয় ইবানুদ্যমপরা
ন দীপা রাজন্তে দ্রবিণরহিতানামিব গুণাঃ' ॥ ২৬৩ ॥

রাজা তস্মৈ প্রত্যক্ষরং লক্ষ্যং দদৌ।

অন্যদা দ্বারপাল আগত্য প্রাহ—'দেব, কাপি মালাকারপত্নী দ্বারি তিষ্ঠতি' ইতি। রাজাহ—'প্রবেশায়' ইতি। ততঃ প্রবেশিতা সা চ নমস্কৃত্য পঠতি—

'সমুন্নতঘনস্তনস্তবকচুম্বিতুম্বীফল-
ক্বণন্মধুরবীণয়া বিবুধলোকলোলভ্রুবা।
ত্বদীয়মুপগীয়তে হরকিরীটকোটিস্ফুর-
ত্তুষারকরকন্দলীকিরণপূরগৌরং যশঃ' ॥ ২৬৪ ॥

রাজা 'অহো মহতীপদপদ্ধতিঃ' ইতি তস্যাঃ প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ।

অন্যদা রাত্রৌ রাজা ধারানগরে বিচরন্ কস্যচিদ্ গৃহে কামপি কামিনীমুলূখল-পরায়ণাং দদর্শ। রাজা তাং তরুণীং পূর্ণচন্দ্রাননাং সুকুমারাঙ্গীং বিলোক্য তৎকরস্থং মুসলং প্রাহ—'হে মুসল, এতস্যাঃ করপল্লবস্পর্শেনাপি ত্বয়ি কিসলয়ং নাসীৎ। তর্হি সর্বথা কাষ্ঠমেব ত্বম্' ইতি। ততো রাজা একং চরণং পঠতি স্ম—

'মুসল কিসলয়ং তে তৎক্ষণাদ্যন্ন জাতম্।'

ততো রাজা প্রাতঃ সভায়াং সমাগতং কালিদাসং বীক্ষ্য 'মুসল কিসলয়ং তে তৎক্ষণাদ্যন্ন জাতম্' ইতি পঠিত্বা 'সুকবে, ত্বং চরণত্রয়ং পঠ' ইত্যুবাচ। ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ—

'জগতি বিদিতমেতৎকাষ্ঠমেবাসি নূনং
তদপি চ কিল সত্যং কাননে বর্ধিতোঽসি।
নবকুবলয়নেত্রীপাণিসঙ্গোৎসবেঽস্মি-
ন্মুসল কিসলয়ং তে তৎক্ষণাদ্যন্ন জাতম্' ॥ ২৬৫ ॥

ততো রাজা চরণত্রয়স্য প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ।

অন্যদা রাজা দীর্ঘকালং জলকেলিং বিধায় পরিশ্রান্তস্তত্তোরস্থবটবিটপিচ্ছায়ায়াং নিষণ্ণঃ। তত্র কশ্চিৎ কবিরাগত্য প্রাহ—

'ছন্নং সৈন্যরজোভরেণ ভবতঃ শ্রীভোজদেব ক্ষমা-
রক্ষাদক্ষিণ দক্ষিণক্ষিতিপতিঃ প্রেক্ষান্তরিক্ষং ক্ষণাৎ।
নিঃশঙ্কো নিরপত্রপা নিরনুগো নির্বান্ধবো নিঃসুহৃ-
ন্নিস্ত্রীকো নিরপত্যকো নিরনুজো নির্হাটকো নির্গতঃ' ॥ ২৬৬ ॥

কিঞ্চ—

অকাণ্ডধৃতমানসব্যবসিতোৎসবৈঃ সারসৈ-
রকাণ্ডপটুতাণ্ডবৈরপি শিখণ্ডিনাং মণ্ডলৈঃ।

দিশঃ সমবলোকিতাঃ সরসনির্ভরপ্রোল্লস-
দ্ভবৎপৃথুবরূথিনীরজনিভূরজঃশ্যামলাঃ' ॥ ২৬৭ ॥

ততো রাজা লক্ষদ্বয়ং দদৌ। তদানীমেব তস্য শাখায়ামেকং কাকং রটন্তং প্রেক্ষ্য কোকিলং চান্যশাখায়ামেকং কাকং রটন্তং প্রেক্ষ্য কোকিলং চান্যশাখায়াং কূজন্তং বীক্ষ্য দেবজয়নামা কবিরাহ–

'নো চারূ চরণৌ ন চঽপি চতুরা চঞ্চুর্ন বাচ্যং বচো
নো লীলাচতুরা গতির্ন চ শুচিঃ পক্ষগ্রহোঽয়ং তব।
ক্রূরক্রেঙ্কৃতিনির্ভরাং গিরমিহ স্থানে বৃথৈবোদ্গিরন্
মূর্খ ধ্বাঙ্ক্ষ ন লজ্জসেঽপ্যসদৃশং পাণ্ডিত্যমুন্নাটয়ন্' ॥ ২৬৮ ॥

তত এনাং দেবজয়কবিনা কাকমিষেণ বিরচিতাং স্বগর্হণাং মন্যমানস্তৎস্পর্ধালুর্হরিশর্মা নাম কবিঃ কোপেনের্ষ্যাপূর্বং প্রাহ–

'তুল্যবর্ণচ্ছদঃ কৃষ্ণঃ কোকিলৈঃ সহ সঙ্গতঃ।
কেন ব্যাখ্যায়তে কাকঃ স্বয়ং যদি ন ভাষতে' ॥ ২৬৯ ॥

ততো রাজা তয়োর্হরিশর্মদেবজয়য়োরন্যোন্যবৈরং জ্ঞাত্বা মিথ আলিঙ্গনাদিবস্ত্রালঙ্কারাদি-দানেন চ মিত্রত্বং ব্যধাৎ।

অন্যদা রাজা যানমারুহ্য গচ্ছন্ বর্ত্মনি কঞ্চিত্তপোনিধিং দৃষ্ট্বা তং প্রাহ–'ভবাদৃশানাং দর্শনং ভাগ্যায়ত্তম্। ভবতাং ক্ব স্থিতিঃ? ভোজনার্থং কে বা প্রার্থ্যন্তে' ইতি। ততঃ স রাজবচনমাকর্ণ্য তপোনিধিরাহ–

ফলং স্বেচ্ছালভ্যং প্রতিবনমখেদং ক্ষিতিরুহাং
পয়ঃ স্থানে স্থানে শিশিরমধুরং পুণ্যসরিতাম্।
মৃদুস্পর্শা শয্যা সুললিতলতাপল্লবময়ী
সহন্তে সন্তাপং তদপি ধনিনাং দ্বারি কৃপণাঃ ॥ ২৭০ ॥

রাজন্, বয়ং কমপি নাভ্যর্থয়ামঃ, ন গৃহ্নীমশ্চ' ইতি। রাজা তুষ্টো নমতি।

তত উত্তরদেশাদাগত্য কশ্চিদ্রাজানং 'স্বস্তি' ইত্যাহ। তং চ রাজা পৃচ্ছতি–'বিদ্বন্, কুত্র তে স্থিতিঃ' ইতি। বিদ্বানাহ–

'যত্রাম্বু নিন্দত্যমৃতমন্ত্যজাশ্চ সুরেশ্বরান্।
চিন্তামণিং চ পাষাণস্তত্র নো বসতিঃ প্রভো ॥ ২৭১ ॥

তদা রাজা লক্ষং দত্ত্বা প্রাহ–'কাশীদেশে কা বিশেষবার্তা' ইতি। স আহ–'দেব, ইদানীং কাচিদদ্ভুতবার্তা তত্র লোকমুখেন শ্রুতা–দেবা দুঃখেন দীনাঃ' ইতি। রাজা–'দেবানাং কুতো দুঃখং বিদ্বন্।' স চাহ–

নিবাসঃ ক্বাদ্য নো দত্তো ভোজেন কনকাচলঃ।
ইতি ব্যগ্রধিয়ো দেবা ভোজ বার্তেতি নূতনা' ॥ ২৭২ ॥

ততো রাজা কুতূহলোক্ত্যা তুষ্টঃ সংস্তস্মৈ পুনর্লক্ষং দদৌ।

ততো দ্বারপালঃ প্রাহ–'দেব, শ্রীশৈলাদাগতঃ কশ্চিদ্বিদ্বান্ ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠো দ্বারি বর্ততে ইতি। রাজা–'প্রবেশয়' ইত্যাহ। তত আগত্য ব্রহ্মচারী 'চিরং জীব' ইতি বদতি। রাজা তং পৃচ্ছতি–'ব্রহ্মন্, বাল্য এব কলিকালাননুরূপং কিং নাম ব্রতং তে। অন্বহমুপবাসেন কৃশোঽসি। কস্যচিদ্ব্রাহ্মণস্য কন্যাং তুভ্যং দাপয়িষ্যামি, ত্বং চেদ্-গৃহস্থধর্মমঙ্গীকরিষ্যসি' ইতি। ব্রহ্মচারী প্রাহ–'দেব, ত্বমীশ্বরঃ। ত্বয়া কিমসাধ্যম্।

সারঙ্গাঃ সুহৃদো গৃহং গিরিগুহা শান্তিঃ প্রিয়া গেহিনী
বৃত্তির্বন্যলতাফলৈর্নিবসনং শ্রেষ্ঠং তরূণাং ত্বচঃ।
তদ্ধ্যানামৃতপূরমগ্নমনসাং যেষামিয়ং নির্বৃতি-
স্তেষামিন্দুকলাবতংসয়মিনাং মোক্ষেঽপি নো ন স্পৃহা' ॥ ২৭৩ ॥

রাজোত্থায় পাদয়োঃ পততি। আহ চ—'ব্রহ্মন্, ময়া কিং কর্তব্যম্' ইতি। স আহ—'দেব, বয়ং কাশীং জিগমিষবঃ। তত এবং বিধেহি। যে ত্বৎসদনে পণ্ডিতবরাস্তান্ সর্বানপি সপত্নীকান্ কাশীং প্রতি প্রেষয়। ততোঽহং গোষ্ঠীতৃপ্তঃ কাশীং গমিষ্যামি' ইতি। রাজা তথা চক্রে। ততঃ সর্বে পণ্ডিতবরাস্তদাজ্ঞয়া প্রস্থিতাঃ। কালিদাস একো ন গচ্ছসি স্ম। তদা রাজা কালিদাসং প্রাহ—'সুকবে, ত্বং কুতো ন গতোঽসি' ইতি। ততঃ কালিদাসো রাজানং প্রাহ—'দেব, সর্বজ্ঞোঽসি।

তে যান্তি তীর্থেষু বুধা যে শম্ভোর্দূরবর্তিনঃ।
যস্য গৌরীশ্বরশ্চিত্তে তীর্থং ভোজ পরং হি সঃ' ॥ ২৭৪ ॥

ততো বিদ্বৎসু কাশীং গতেষু রাজা কদাচিৎ সভায়াং কালিদাসং পৃচ্ছতি স্ম—'কালিদাস, অদ্য কিমপি শ্রুতং কিং ত্বয়া' ইতি। স আহ—

'মেরৌ মন্দরকন্দরাসু হিমবৎসানৌ মহেন্দ্রাচলে
কৈলাসস্য শিলাতলেষু মলয়প্রাগ্ভারভাগেষ্বপি।
সহ্যাদ্রাবপি তেষু তেষু বহুশো ভোজ শ্রুতং তে ময়া
লোকালোকবিচারচারণগণৈরুদ্গীয়মানং যশঃ' ॥ ২৭৫ ॥

ততশ্চমৎকৃতো রাজা প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ।

ততঃ কদাচিদ্ রাজা বিদ্বদ্বৃন্দং নির্গতং কালিদাসং চানবরতবেশ্যালম্পটং জ্ঞাত্বা ব্যচিন্তয়ৎ—'অহহ বাণময়ূরপ্রভৃতয়ো মদীয়ামাজ্ঞাং ব্যদধুঃ। অয়ং চ বেশ্যালম্পটতয়া মম আজ্ঞাং ন আদ্রিয়তে। কিং কুর্মঃ' ইতি। ততো রাজা সাবজ্ঞং কালিদাসমপশ্যৎ। তত আত্মনি রাজ্ঞোঽবজ্ঞাং জ্ঞাত্বা কালিদাসো বল্লালদেশং গত্বা তদ্দেশাধিনাথং প্রাপ্য প্রাহ—'দেব, মালবেন্দ্রস্য ভোজস্যাবজ্ঞয়া ত্বদ্দেশং প্রাপ্তোঽহয়ং কালিদাসনামা কবি' ইতি। ততো রাজা তমাসন উপবেশ্য প্রাহ—'সুকবে, ভোজসভায়া ইহাগতৈঃ পণ্ডিতৈঃ সমুদিতঃ শতশস্তে মহিমা। সুকবে, ত্বাং সরস্বতীং বদন্তি। ততঃ কিমপি পঠ' ইতি। ততঃ কালিদাস আহ—

'বল্লালক্ষোণিপাল ত্বদহিতনগরে সঞ্চরন্তী কিরাতী
কীর্ণান্যাদায় রত্নান্যুরুতরখদিরাঙ্গারশঙ্কাকুলাঙ্গী।
ক্ষিপ্ত্বা শ্রীখণ্ডখণ্ডং তদুপরি মুকুলীভূতনেত্রা ধমন্তী
শ্বাসামোদানুযাতৈর্মধুকরনিকরৈর্ধূমশঙ্কাং বিভর্তি' ॥ ২৭৬ ॥

ততস্তস্মৈ প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ।

ততঃ কদাচিদ্বল্লালরাজঃ কালিদাসং পপ্রচ্ছ—'সুকবে, একশিলানগরীং ব্যাবর্ণয়' ইতি। ততঃ কবিরাহ—

'অপাঙ্গপাতৈরপদেশপূর্বৈরেণীদৃশামেকশিলানগর্যাম্।
বীথীষু বীথীষু বিনাপরাধং পদে পদে শৃঙ্খলিতা যুবানঃ' ॥ ২৭৭ ॥

পুনশ্চ প্রত্যক্ষরলক্ষং দদৌ। পুনশ্চ পঠতি কবিঃ—

'অম্ভোজপত্রায়তলোচনানামম্ভোধিদীর্ঘাস্বিহ দীর্ঘিকাসু।
সমাগতানাং কুটিলৈরপাঙ্গৈরনঙ্গপাশৈঃ প্রহৃতা যুবানঃ' ॥ ২৭৮ ॥

পুনশ্চ বল্লালনৃপঃ প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ। এবং তত্রৈব স্থিতঃ কালিদাসঃ।

অত্রান্তরে ধারানগর্যাং ভোজং প্রাপ্য দ্বারপালঃ প্রাহ—'দেব, গুর্জরদেশান্মাঘনামা পণ্ডিতবর আগত্য নগরাদ্বহিরাস্তে; তেন চ স্বপত্নী রাজদ্বারি প্রেষিতা।' রাজা—'তাং প্রবেশয়' ইত্যাহ। ততো মাঘপত্নী প্রবেশিতা। সা রাজহস্তে পত্রং প্রাযচ্ছৎ। রাজা তদাদায় বাচয়তি—

'কুমুদবনমপশ্রি শ্রীমদম্ভোজষণ্ডং
ত্যজতি মুদমুলূকঃ প্রীতিমাংশ্চক্রবাকঃ।
উদয়মহিমরশ্মির্যাতি শীতাংশুরস্তং
হতবিধিনিহতানাং হী বিচিত্রো বিপাকঃ ॥ ২৭৯ ॥

ইতি। রাজা তদদ্ভুতং প্রভাতবর্ণনমাকর্ণ্য লক্ষত্রয়ং দত্ত্বা মাঘপত্নীমাহ—'মাতঃ, ইদং ভোজনায় দীয়তে। প্রাতরহং মাঘপণ্ডিতমাগত্য নমস্কৃত্য পূর্ণমনোরথং করিষ্যামি' ইতি। ততঃ সা তদাদায় গচ্ছন্তী যাচকানাং মুখাৎ স্বভর্তুঃ শারদচন্দ্রকিরণগৌরান্ গুণাঞ্শ্রুত্বা। তেভ্য এব ধনমখিলং ভোজদত্তং দত্তবতী। মাঘঃ প্রাহ—'দেবি, সাধু কৃতম্। পরমেতে যাচকাঃ সমায়ান্তি কিল। তেভ্যঃ কিং দেয়ম্' ইতি। ততো মাঘপণ্ডিতং বস্ত্রাবশেষং জ্ঞাত্বা কোঽপ্যর্থী প্রাহ—

'আশ্বাস্য পর্বতকুলং তপনোষ্ণতপ্ত-
মুদ্দামদাববিধুরাণি চ কাননানি।
নানানদীনদশতানি চ পূরয়িত্বা
রিক্তোঽসি যজ্জলদ সৈব তবোত্তমশ্রীঃ ॥ ২৮০ ॥

ইত্যেতদাকর্ণ্য মাঘঃ স্বপত্নীমাহ—'দেবি,

অর্থা ন সন্তি ন চ মুঞ্চতি মাং দুরাশা
ত্যাগে রতিং বহতি দুর্ললিতং মনো মে।
যাচ্ঞা চ লাঘবকরী স্ববধে চ পাপং
প্রাণাঃ স্বয়ং ব্রজত কিং পরিদেবনেন ॥ ২৮১ ॥

দারিদ্র্যানলসন্তাপঃ শান্তঃ সন্তোষবারিণা।
যাচকাশাবিঘাতান্তর্দাহঃ কেনোপশাম্যতি' ॥ ২৮২ ॥

ইতি। ততস্তদা মাঘপণ্ডিতস্য তামবস্থাং বিলোক্য সর্বে যাচকা যথাস্থানং জগ্মুঃ। এবং তেষু যাচকেষু যথাযথং গচ্ছৎসু মাঘঃ প্রাহ—

'ব্রজত ব্রজত প্রাণা অর্থিভির্ব্যর্থতাং গতৈঃ।
পশ্চাদপি চ গন্তব্যং ক্ব সোঽর্থঃ পুনরীদৃশঃ ॥ ২৮৩ ॥

ইতি বিলপন্ মাঘপণ্ডিতঃ পরলোকমগাৎ। ততো মাঘপত্নী স্বামিনি পরলোকং গতে সতি প্রাহ—

সেবন্তে স্ম গৃহং যস্য দাসবদ্ ভূভুজঃ সদা।
স স্বভার্যাসহায়োঽয়ং ম্রিয়তে মাঘপণ্ডিতঃ ॥ ২৮৪ ॥

ততো রাজা মাঘং বিপন্নং জ্ঞাত্বা নিজনগরাদ্বিপ্রশতাবৃতো মৌনী রাত্রাবেব তত্রাগাৎ। ততো মাঘপত্নী রাজানং বীক্ষ্য প্রাহ—'রাজন্, যতঃ পণ্ডিতবরস্ত্বদ্দেশং প্রাপ্তঃ পরলোক-

মগাৎ, ততোঽস্য কৃত্যশেষং সম্যগারাধনীয়ং ভবতা' ইতি। ততো রাজা মাঘং বিপন্নং নর্মদা-তীরং নীত্বা যথোক্তেন বিধিনা সংস্কারমকরোৎ। তত্র চ মাঘপত্নী বহ্নৌ প্রবিষ্টা। তয়োশ্চ পুত্রবৎ সর্বং চক্রে ভোজঃ। ততো মাঘে দিবং গতে রাজা শোকাকুলো বিশেষেণ কালিদাস-বিয়োগেন চ পণ্ডিতানাং প্রবাসেন কৃশোঽভূদ্দিনে দিনে বহুলপক্ষশশীব। ততোঽমাত্যো-র্মি লিখ্বা চিন্তিতম্—'বল্লালদেশে কালিদাসো বসতি। তস্মিন্নাগতে রাজা সুখী ভবিষ্যতি' ইতি। এবং বিচার্যামাত্যৈঃ পত্রে কিমপি লিখিত্বা তৎপত্রং চৈকস্যামাত্যস্য হস্তে দত্ত্বা প্রেষিতম্। স কালক্রমেণ কালিদাসমাসাদ্য 'রাজ্ঞোঽমাত্যৈঃ প্রেষিতোঽস্মি' ইতি নত্বা তৎ-পত্রং দত্তবান্। ততস্তৎকালিদাসো বাচয়তি—

'ন ভবতি স ভবতি ন চিরং ভবতি চিরং চেৎ ফলে বিসংবাদী।
কোপঃ সৎপুরুষাণাং তুল্যঃ স্নেহেন নীচানাম্ ॥ ২৮৫ ॥
সহকারে চিরং স্থিত্বা সলীলং বালকোকিল!।
তং হিত্বাঽদ্যান্যবৃক্ষেষু বিচরন্ন বিলজ্জসে ॥ ২৮৬ ॥
কলকণ্ঠ যথা শোভা সহকারে ভবদ্গিরঃ।
খদিরে বা পলাশে বা কিং তথা স্যাদ্বিচারয়' ॥ ২৮৭ ॥

ইতি। ততঃ কালিদাসঃ প্রভাতে তং ভূপালমাপৃচ্ছ্য মালবদেশমাগত্য রাজ্ঞঃ ক্রীড়োদ্যানে তস্থৌ। ততো রাজা চ তত্রাগতং জ্ঞাত্বা স্বয়ং গত্বা মহতা পরিবারেণ তমানীয় সম্মানিতবান্। ততঃ ক্রমেণ বিদ্বন্মণ্ডলে চ সমায়াতে সা ভোজপরিষৎ প্রাগিব রেজে।

ততঃ সিংহাসনমলংকুর্বাণং ভোজং দ্বারপাল আগত্য প্রণম্যাহ—'দেব, কোঽপি বিদ্বাঞ্জালন্ধরদেশাদাগত্য দ্বারি তিষ্ঠতি' ইতি। রাজা—'প্রবেশয়' ইত্যাহ। স চ বিদ্বানাগত্য সভায়াং তথাবিধং রাজানং জগন্মান্যান্ কালিদাসাদীন্ কবিপুঙ্গবান্ বীক্ষ্য বদ্ধজিহ্ব ইবাজায়ত। সভায়াং কিমপি তস্য মুখান্ন নিঃসরতি। তদা রাজ্ঞোক্তম্—'বিদ্বন্, কিমপি পঠ' ইতি স আহ—

'আরনালগলদাহশঙ্কয়া মন্মুখাদপগতা সরস্বতী।
তেন বৈরিকমলাকচগ্রহব্যগ্রহস্ত! ন কবিত্বমস্তি মে' ॥ ২৮৮ ॥

রাজা তস্মৈ মহিষীশতং দদৌ।

অন্যদা রাজা কৌতুকাকুলঃ সীতাং প্রাহ—'দেবি, সুরতং পঠ' ইতি। সীতা প্রাহ—

'সুরতায় নমস্তস্মৈ জগদানন্দহেতবে।
আনুষঙ্গি ফলং যস্য ভোজরাজ ভবাদৃশঃ ॥ ২৮৯ ॥

ততস্তুষ্টো রাজা তস্যৈ হারং দদৌ।

ততো রাজা চামরগ্রাহিণীং বেশ্যামবলোক্য কালিদাসং প্রাহ—'সুকবে, বেশ্যামেনাং বর্ণয়' ইতি। তামবলোক্য কালিদাসঃ প্রাহ—

'কচভারাৎ কুচভারঃ কুচভারাদ্ভীতিমেতি কচভারঃ।
কচকুচভারাজ্জঘনং কোঽয়ং চন্দ্রাননে চমৎকারঃ' ॥ ২৯০ ॥

ভোজস্তুষ্টঃ সন্ স্বয়মপি পঠতি—

'বদনাৎ পদযুগলোয়ং বচনাদধরশ্চ দন্তপঙ্ক্তিশ্চ।
কচতঃ কুচযুগলোয়ং লোচনযুগলং চ মধ্যতস্ত্রসতি' ॥ ২৯১ ॥

অন্যদা, ভোজো রাজা ধারানগর একাকী বিচরন্ কস্যচিদ্বিপ্রবরস্য গৃহং গত্বা তত্র কাঞ্চন পতিব্রতাং স্বাঙ্কে শয়ানং ভর্তারমুদ্বহন্তীমপশ্যৎ। ততস্তস্যাঃ শিশুঃ সুপ্তোত্থিতো

জ্বালায়াঃ সমীপমগচ্ছৎ। ইয়ং চ পতিধর্মপরায়ণা স্বপতিং নোত্থাপয়ামাস। ততঃ শিশুং চ বহ্নৌ পতন্তং নাগৃহ্ণাৎ। রাজা চাশ্চর্যমালোক্যাতিষ্ঠৎ। ততঃ সা পতিধর্মপরায়ণা বৈশ্বানরমপ্রার্থয়ৎ—'যজ্ঞেশ্বর! ত্বং সর্বকর্মসাক্ষী সার্বধর্মাঞ্জানাসি। মাং পতিধর্মপরাধীনাং শিশুমগৃহ্ণন্তীং চ জানাসি। ততো মদীয়শিশুমনুগৃহ্য ত্বং মা দহ' ইতি। ততঃ শিশুর্যজ্ঞেশ্বরং প্রবিশ্য তং চ হস্তেন গৃহীত্বার্ধঘটিকাপর্যন্তং তত্রৈবাতিষ্ঠৎ। ততো নারোদীৎ প্রসন্নমুখশ্চ শিশুঃ। সা চ ধ্যানারূঢ়াতিষ্ঠৎ। ততো যদৃচ্ছয়া সমুত্থিতে ভর্তরি সা ঝটিতি শিশুং জগ্রাহ। তং চ পরং ধর্মমালোক্য বিস্ময়াবিষ্টো নৃপতিরাহ—'অহো, মম সমং ভাগ্যং কস্যাস্তি, যদিদৃশ্যাঃ পুণ্যস্ত্রিয়োঽপি মন্নগরে বসন্তি' ইতি। ততঃ প্রাতঃ সভায়ামাগত্য সিংহাসন উপবিষ্টো রাজা কালিদাসং প্রাহ—'সুকবে-মহদাশ্চর্যং ময়া পূর্বেদ্যু রাত্রৌ দৃষ্টমস্তি' ইত্যুক্ত্বা রাজা পঠতি—'হুতাশনশ্চন্দনপঙ্কশীতলঃ' কালিদাসস্তুতশ্চরণত্রয়ং ঝটিতি পঠতি—

'সুতং পতন্তং প্রসমীক্ষ্য পাবকে ন বোধয়ামাস পতিং পতিব্রতা।
তদাঽভবত্তৎপতিভক্তিগৌরবাদ্ধুতাশনশ্চন্দনপঙ্কশীতলঃ' ॥ ২৯২ ॥

রাজা চ স্বাভিপ্রায়মালোক্য বিস্মিতস্তমালিঙ্গ্য পাদয়োঃ পততি স্ম।

একদা গ্রীষ্মকালে রাজান্তঃপুরে বিচরন্ ঘর্মতাপতপ্ত আলিঙ্গনাদিকমকুর্বংস্তাভিঃ সহ সরসসল্লাপাদ্যুপচারমনুভূয় তত্রৈব সুপ্তঃ। ততঃ প্রাতরুত্থায় রাজা সভাং প্রবিষ্টঃ কুতূহলাৎপঠতি—

'মরুদাগমবার্তয়াপি শূন্যে সময়ে জাগ্রতি সম্প্রবৃদ্ধ এব'। ভবভূতিরাহ—

'উরগী শিশবে বুভুক্ষবে স্বামদিশৎসংফূৎকৃতিমাননানিলেন।
মরুদাগমবার্তয়াপি শূন্যে সময়ে জাগ্রতি সম্প্রবৃদ্ধ এব' ॥ ২৯৩ ॥

রাজা প্রাহ—'ভবভূতে, লোকোক্তিঃ সম্যগুক্তা' ইতি। ততোঽপাঙ্গেন রাজা কালিদাসং পশ্যতি। ততঃ স আহ—

অবলাসু বিলাসিনোঽন্বভূবন্নয়নৈরেব নবোপগূহনানি।
মরুদাগমবার্তয়াপি শূন্যে সময়ে জাগ্রতি সম্প্রবৃদ্ধ এব ॥ ২৯৪ ॥

তদা রাজা স্বাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা তুষ্টং কালিদাসং বিশেষেণ সম্মানিতবান্।

অন্যদা মৃগয়াপরবশো রাজাত্যন্তমার্তঃ কস্যচিৎ সরোবরস্য তীরে নিবিড়চ্ছায়স্য জম্বুবৃক্ষস্য মূলমুপাবিশৎ। তত্র শয়ানে রাজ্ঞি জম্বোরুপরি বহুভিঃ কপিভির্জম্বুফলানি সর্বাণ্যপি চালিতানি। তানি সশব্দং পতিতানি পশ্যন্ ঘটিকামাত্রং স্থিত্বা শ্রমং পরিহৃত্য উত্থায় তুরঙ্গমবরমারুহ্য গতঃ। ততঃ সভায়াং রাজা পূর্বানুভূতকপিচালিতফলপতনরবমনুকুর্বন্ সমস্যামাহ—'গুলুগুগ্গুলুগুগ্গুলু'। তত আহ কালিদাসঃ—

'জম্বুফলানি পক্বানি পতন্তি বিমলে জলে।
কপিকম্পিতশাখাভ্যো গুলুগুগুগুলুগুগুগুলু' ॥ ২৯৫ ॥

রাজা তুষ্ট আহ—'সুকবে, অদৃষ্টমপি পরহৃদয়ং কথং জানাসি। সাক্ষাচ্ছারদাসি' ইতি মুহুর্মুহুঃ পাদয়োঃ পততি স্ম।

একদা ধারানগরে প্রচ্ছন্নবেষো বিচরন্ কস্যচিদ্ বৃদ্ধব্রাহ্মণস্য গৃহং রাজা মধ্যাহ্নসময়ে গচ্ছংস্তত্র তিষ্ঠতি স্ম। তদা বৃদ্ধবিপ্রো বৈশ্বদেবং কৃত্বা কাকবলিং গৃহীত্বা গৃহান্নির্গত্য ভূমৌ জলশুদ্ধায়াং নিক্ষিপ্য কাকমাহ্বয়তি স্ম। তত্র হস্তবিস্ফালনেন হাহেতিশব্দেন চ কাকাঃ সমায়াতাঃ। তত্র কশ্চিৎ কাকস্তারং রারটীতি স্ম। তচ্ছ্রুত্বা তৎপত্নী তরুণী ভীতেব

হস্তং নিজোরসি নিধায় 'অম্বে মাতঃ' ইতি চক্রন্দ। ততো ব্রাহ্মণঃ প্রাহ—'প্রিয়ে সাধুশীলে, কিমর্থং বিভেষি' ইতি। সা প্রাহ—'নাথ! মাদৃশীনাং পতিব্রতাস্ত্রীণাং ক্রূরধ্বনিশ্রবণং ন সহ্যম্।' 'সাধুশীলে, তথা ভবেদেব' ইতি বিপ্র আহ। ততো রাজা তচ্চরিতং সর্বং দৃষ্ট্বা ব্যচিন্তয়ৎ—'অহো, ইয়ং তরুণী দুঃশীলা নূনম্। যতো নির্ব্যাজং বিভেতি। স্বপাতিব্রত্যং স্বয়মেব কীর্তয়তি চ। নূনমিয়ং নির্ভীকা সতী অত্যন্তং দারুণং কর্ম রাত্রৌ করোত্যেব। 'এবং নিশ্চিত্য রাজা তত্রৈব রাত্রাবন্তর্হিত এবাতিষ্ঠৎ। অথ নিশীথে ভর্তরি সুপ্তে সা মাংসপেটিকাং বেশ্যাকরেণ বাহয়িত্বা নর্মদাতীরমগচ্ছৎ। রাজাঽপ্যাত্মানং গোপয়িত্বাঽনুগচ্ছতি স্ম। ততঃ সা নমর্দাং প্রাপ্য তত্র সমাগতানাং গ্রাহাণাং মাংসং দত্ত্বা নদীং তীর্ত্বা পরতীরস্থেন শূলাগ্রারোপিতেন স্বমনোরমেণ সহ রমতে স্ম। তচ্চরিত্রং দৃষ্ট্বা রাজা গৃহং সমাগত্য প্রাপ্তঃ সভায়াং কালিদাসমালোক্য প্রাহ—'সুকবে, শৃণু।'

'দিবা কাকরুতাদ্ভীতা'

ততঃ কালিদাস আহ—

'রাত্রৌ তরতি নর্মদাম্'।

ততস্তুষ্টো রাজা পুনঃ প্রাহ—

'তত্র সন্তি জলে গ্রাহাঃ'

ততঃ কবিরাহ—

'মর্মজ্ঞা সৈব সুন্দরী' ॥ ২৯৬ ॥

ততো রাজা কালিদাসস্য পাদয়োঃ পততি।

একদা ধারানগরে বিচরন্ বেশ্যাবীথ্যাং রাজা কন্দুকলীলাতৎপরাং তদ্ভ্রমণবেগেন পাদয়োঃ পতিতাবতংসাং কাঞ্চন সুন্দরীং দৃষ্ট্বা সভায়মাহ—'কন্দুকং বর্ণয়ন্তু কবয়ঃ' ইতি। তদা ভবভূতিরাহ—

'বিদিতং ননু কন্দুক তে হৃদয়ং প্রমদাধরসঙ্গমলুব্ধ ইব।
বনিতাকরতামরসাভিহতঃ পতিতঃ পতিতঃ পুনরুৎপতসি' ॥ ২৯৭ ॥

ততো বররুচিঃ প্রাহ—

'একোঽপি ত্রয় ইব ভাতি কন্দুকোঽয়ং কান্তায়াঃ করতলরাগরক্তরক্তঃ।
ভূমৌ তচ্চরণনখাংশুগৌরগৌরঃ স্বস্থঃ সন্নয়নমরীচিনীলনীলঃ' ॥ ২৯৮ ॥

ততঃ কালিদাস আহ—

'পয়োধরাকারধরো হি কন্দুকঃ করেণ রোষাদভিহন্যতে মুহুঃ।
ইতীব নেত্রাকৃতিভীতমুৎপলং স্ত্রিয়ং প্রসাদায় পপাত পাদয়োঃ' ॥ ২৯৯ ॥

তদা রাজা তুষ্টস্ত্রয়াণামক্ষরলক্ষং দদৌ। বিশেষেণ চ কালিদাসমদৃষ্টাবতংসকুসুম-পতনবোধারং সম্মানিতবান্।

ততঃ কদাচিচ্চিত্রকর্মাবলোকনতৎপরা রাজা চিত্রলিখিতং মহাশেষং দৃষ্ট্বা 'সম্যগ্-লিখিতম্' ইত্যবদৎ। তদা কশ্চিচ্ছিবশর্মা নাম কবিঃ শেষমিষেণ রাজানং স্তৌতি—

'অনেকে ফণিনঃ সন্তি ভেকভক্ষণতৎপরাঃ।
এক এব হি শেষোঽয়ং ধরণীধরণক্ষমঃ' ॥ ৩০০ ॥

তদানীং রাজা তদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা তস্মৈ লক্ষং দদৌ।

কদাচিদ্বসন্তকালে সমাগতে জ্বলন্তীং হসন্তীং সংসেবয়ন্ রাজা কালিদাসং প্রাহ—'সুকবে, হসন্তীং বর্ণয়' ইতি। ততঃ সুকবিরাহ—

'কবিমতিরিব বহুলোহা সুঘটিতচক্রা প্রভাতবেলেব।
হরমূর্তিরিব হসন্তী ভাতি বিধূমানলোপেতা' ॥ ৩০১ ॥

রাজাক্ষরলক্ষং দদৌ।

একদা ভোজরাজোঽন্তগৃহে ভোগার্হাস্তুল্যগুণাশ্চতস্রো নিজাঙ্গনা অপশ্যৎ। তাসু চ কুন্তলেশ্বরপুত্র্যাং পদ্মাবত্যামৃতুস্নানম্, অঙ্গরাজস্য পুত্র্যাং চন্দ্রমুখ্যাং ক্রমপ্রাপ্তিম্, কমলানাম্ন্যাং চ দ্যূতপণজয়লব্ধপ্রাপ্তিম্, অগ্রমহিষ্যাং চ লীলাদেব্যাং দূতীপ্রেষণমুখেনাহ্বানং চ, এবং চতুরো গুণান্ দৃষ্ট্বা তেষু গুণেষু ন্যূনাধিকভাবং রাজাপ্যচিন্তয়ৎ। তত্র সর্বত্র দাক্ষিণ্যনিধী রাজরাজঃ শ্রীভোজস্তুল্যভাবেন স্থিত্রঘটিকাপর্যন্তং বিচিন্ত্য বিশেষানবধারণেন নিদ্রাং গতঃ। প্রাতশ্চোত্থায় কৃতাহ্নিকঃ সভামগাৎ, তত্র চ সিংহাসনমলংকুর্বাণঃ শ্রীভোজঃ সকলবিদ্বৎকবিমণ্ডলমণ্ডনং কালিদাসমালোক্য 'সুকবে, ইমাং ত্র্যক্ষরোনতুরীয়চরণাং সমস্যাং শৃণু।' ইত্যুক্ত্বা পঠতি—'অপ্রতিপত্তিমূঢ়মনসা দ্বিত্রাঃ স্থিতা নাড়িকাঃ।' ইতি পঠিত্বা রাজা কালিদাসমাহ—'সুকবে, এতৎসমস্যাপূরণং কুরু' ইতি। ততঃ কালিদাসস্তস্য হৃদয়ং করতলামলকবৎ প্রপশ্যংস্ত্র্যক্ষরাধিকচরণত্রয়বিশিষ্টাং তাং সমস্যাং পঠতি—'দেব,

স্নাতা তিষ্ঠতি কুন্তলেশ্বরসুতা বারোঽঙ্গরাজস্বসুঃ-
দ্যূতে রাত্রিরিয়ং জিতা কমলয়া দেবী প্রসাদ্যাঽধুনা।
ইত্যন্তঃপুরসুন্দরীজনগুণে ন্যায়াধিকং ধ্যায়তা
দেবেনাপ্রতিপত্তিমূঢ়মনসা দ্বিত্রাঃ স্থিতা নাড়িকাঃ' ॥ ৩০২ ॥

তদা রাজা স্বহৃদয়মেব জ্ঞাতবতঃ কালিদাসস্য পাদয়োঃ পততি স্ম। কবিমণ্ডলং চ চমৎকৃতমজায়ত।

একদা রাজা ধারানগরে বিচরন্ ক্বচিৎ পূর্ণকুম্ভং ধৃত্বা সমায়ান্তীং পূর্ণচন্দ্রাননাং কাঞ্চিদ্ দৃষ্ট্বা তৎকুম্ভজজলে শব্দং চ কঞ্চন শ্রুত্বা 'নূনমেব তস্যাঃ কণ্ঠগ্রহেঽয়ং ঘটো রতিকূজিতমিব কূজতি' ইতি মন্যমানঃ সভায়াং কালিদাসং প্রাহ—'কূজিতং রতিকূজিতম্' ইতি কবিরাহ—

'বিদগ্ধে সুমুখে রক্তে নিতম্বোপরি সংস্থিতে।
কামিন্যাশ্লিষ্টসুগলে কূজিতং রতিকূজিতম্' ॥ ৩০৩ ॥

তদা তুষ্টো রাজা প্রত্যক্ষরলক্ষং দদৌ, ননাম চ।

একদা নর্মদায়াঃ মহাহ্রদে জালকৈরেকঃ শিলাখণ্ড ঈষদ্ভ্রংশিতাক্ষরঃ কশ্চিদ্ দৃষ্টঃ।' তৈশ্চ পরিচিন্তিতম্—'ইদমত্র লিখিতমিব কিঞ্চিদ্ভাতি। নূনমিদং রাজনিকটং নেয়ম্' ইতি বুদ্ধ্যা ভোজসদসি সমানীতম্। তদাকর্ণ্য ভোজঃ প্রাহ—'পূর্বং ভগবতা হনুমতা শ্রীমদ্রামায়ণং কৃতম্। তদত্র হ্রদে প্রক্ষিপ্তমিতি শ্রুতমস্তি। ততঃ কিমিদং লিখিতমিত্যবশ্যং বিচার্যমিতি। লিপিজ্ঞানং কার্যম্। জতুপরীক্ষয়াঽক্ষরাণি পরিজ্ঞায় পঠতি। তত্র চরণদ্বয়মানুপূর্ব্যাল্লব্ধম্—

'অয়ি খলু বিষমঃ পুরাকৃতানাং
ভবতি হি জন্তুষু কর্মণাং বিপাকঃ।'

ততো ভোজঃ প্রাহ—'এতস্য পূর্বার্ধং কথ্যতাম্' ইতি। তদা ভবভূতিরাহ—

'ক্ব নু কুলমকলঙ্কমায়তাক্ষ্যাঃ ক্ব নু রজনীচরসঙ্গমাপবাদঃ।
অয়ি খলু বিষমঃ পুরাকৃতানাং ভবতি হি জন্তুষু কর্মণাং বিপাকঃ' ॥ ৩০৪ ॥

ততো ভোজঃ তত্র ধ্বনিদোষং মন্বানস্তদেব পূর্বার্ধমন্যথা পঠতি স্ম—

ক্ব জনকতনয়া ক্ব রামজায়া ক্ব চ দশকন্ধরমন্দিরে নিবাসঃ।
অয়ি খলু বিষমঃ পুরাকৃতানাং ভবতি হি জন্তুষু কর্মণাং বিপাকঃ ॥ ৩০৫ ॥

ততো ভোজঃ কালিদাসং প্রাহ—'সুকবে, ত্বমপি কবিহৃদয়ং পঠ' ইতি। স আহ—

শিবশিরসি শিরাংসি যানি রেজুঃ শিব শিব তানি লুঠন্তি গৃধ্রপাদে।
অয়ি খলু বিষমঃ পুরাকৃতানাং ভবতি হি জন্তুষু কর্মণাং বিপাকঃ ॥ ৩০৬ ॥

ততস্তস্য শিলাখণ্ডস্য পূর্বপুটে জতুশোধনে কালিদাসপঠিতং তমেব দৃষ্টবা ভৃশং তুতোষ।

কদাচিদ্ভোজেন বিলাসার্থং নূতনগৃহান্তরং নির্মিতম্। তত্র গৃহান্তরে গৃহ-প্রবেশাৎ পূর্বমেকঃ কশ্চিদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ প্রবিষ্টঃ। স চ রাত্রৌ তত্র যে বসন্তি তান্ ভক্ষয়তি ততো মন্ত্রিকান্ সমাহূয় তদুচ্চাটনায় রাজা যততে স্ম। স চাগচ্ছন্নেব মন্ত্রিকানেব ভক্ষয়তি। কিং চ স্বয়ং কবিত্বাদিকং পূর্বাভ্যস্তমেব পঠংস্তিষ্ঠতি। এবং স্থিতে তত্রৈব রক্ষসি রাজা 'কথমস্য নিবৃত্তিঃ' ইতি ব্যচিন্তয়ৎ। তদা কালিদাসঃ প্রাহ—'দেব, নূনময়ং রাক্ষসঃ সকলশাস্ত্রপ্রবীণঃ সুকবিশ্চ ভাতি। অতস্তমেব তোষয়িত্বা কার্যং সাধয়ামি। মান্ত্রিকা স্তিষ্ঠন্তু। মম মন্ত্রং পশ্য' ইত্যুক্ত্বা স্বয়ং তত্র রাত্রৌ গত্বা শেতে স্ম। প্রথমযামে ব্রহ্মরাক্ষসঃ সমাগতঃ স চ অপূর্বং পুরুষং দৃষ্টবা প্রতিযামমত্রৈকৈকাং সমস্যাং পাণিনিসূত্রমেব পঠতি। যেনোত্তরং তদ্ধৃদয়গতং নোক্তম্ 'অয়ং ব্রাহ্মণঃ, অতো হন্তব্যঃ' ইতি নিশ্চিত্য হন্তি। তদানীমপি পূর্ববদয়ম্ অপূর্বঃ পুরুষঃ। অতো ময়া সমস্যা পাঠনীয়া। ন চেদ্বক্তি সদৃশমুত্তরং তস্যাঃ তদা হন্তব্য ইতি বুদ্ধ্যা পঠতি—

'সর্বস্য দ্বে'

ইতি। তদা কালিদাসঃ প্রাহ—

'সুমতিকুমতী সম্পদাপত্তিহেতূ'

ইতি। ততঃ স গতঃ। পুনরপি দ্বিতীয়যামে সমাগত্য পঠতি

'বৃদ্ধো যূনা'

ইতি। তদা কবিরাহ—

'সহ পরিচয়াত্তাজাতে কামিনীভিঃ।

ইতি। তৃতীয়যামে স রাক্ষসঃ পুনঃ সমাগত্য পঠতি—

'একো গোত্রে'

ইতি। ততঃ কবিরাহ—

'স ভবতি পুমান্ যঃ কুটুম্বং বিভর্তি'

ইতি। ততঃ চতুর্থযাম আগত্য স রাক্ষসঃ পঠতি—

'স্ত্রী পুংবচ্চ'

ইতি। ততঃ কবিরাহ—

'প্রভবতি যদা তদ্ধি গেহং বিনষ্টম্' ॥ ৩০৭ ॥

ইতি। ততঃ স রাক্ষসো যামচতুষ্টয়েঽপি স্বাভিপ্রায়মেব জ্ঞাত্বা তুষ্টঃ প্রভাতসময়ে সমাগত্য তমাশ্লিষ্য প্রাহ—'সুমতে, তুষ্টোঽস্মি। কিং তব অভীষ্টম্' ইতি। কালিদাসঃ প্রাহ—'ভগবন্, এতদ্ গৃহং বিহায় অন্যত্র গন্তব্যম্' ইতি। সোঽপি 'তথা' ইতি গতঃ। অনন্তরং তুষ্টো ভোজঃ কবিং বহু মানিতবান্।

একদা সিংহাসনমলংকুর্বাণে শ্রীভোজে সকলভূপালশিরোমণৌ দ্বারপাল আগত্য প্রাহ—'দেব, দক্ষিণদেশাৎ কোঽপি মল্লিনাথনামা কবিঃ কৌপীনাবশেষো দ্বারি বর্ততে।' রাজা 'প্রবেশয়' ইত্যাহ। ততঃ কবিরাগত্য 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বা তদাজ্ঞয়া চোপবিষ্টঃ পঠতি—

'নাগো ভাতি মদেন খং জলধরৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্বরী
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈঃ মন্দিরম্।
বাণী ব্যাকরণে হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভাপণ্ডিতৈঃ
সৎপুত্রেণ কুলং ত্বয়া বসুমতী লোকত্রয়ং ভানুনা' ॥ ৩০৮ ॥

ততো রাজা প্রাহ—'বিদ্বন্, তবোদ্দেশ্যং কিম্' ইতি। ততঃ কবিরাহ—

'অম্বা কুপ্যতি ন ময়া ন স্নুষয়া সাপি নাম্বয়া ন ময়া।
অহমপি ন তয়া ন তয়া বদ রাজন্ কস্য দোষোঽয়ম্' ॥ ৩০৯ ॥

ইতি। রাজা চ দারিদ্র্যদোষং জ্ঞাত্বা কবিং পূর্ণমনোরথং চক্রে।

একদা দ্বারপাল আগত্য রাজানং প্রাহ—'দেব, কবিশেখরো নামে মহাকবির্দ্বারি বর্ততে।' রাজা 'প্রবেশয়' ইত্যাহ। ততঃ কবিরাগত্য 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বা পঠতি—

'রাজন্ দৌবারিকাদেব প্রাপ্তবানস্মি বারণম্।
মদবারণমিচ্ছামি ত্বত্তোঽহং জগতীপতে' ॥ ৩১০ ॥

তদা প্রাঙ্মুখস্তিষ্ঠন্ রাজাঽতিসন্তুষ্টস্তং প্রাগ্দেশং সর্বং কবয়ে দত্তং মত্বা দক্ষিণাভিমুখোঽভূৎ। ততঃ কবিশ্চিন্তয়তি—'কিমিদম্। রাজা মুখং পরাবৃত্য মাং ন পশ্যতি' ইতি। ততো দক্ষিণদেশে সমাগত্য অভিমুখঃ কবিঃ পঠতি—

'অপূর্বেয়ং ধনুর্বিদ্যা ভবতা শিক্ষিতা কথম্।
মার্গণৌঘঃ সমায়াতি গুণো যাতি দিগন্তরম্' ॥ ৩১১ ॥

ততো রাজা দক্ষিণদেশমপি মনসা কবয়ে দত্ত্বা স্বয়ং প্রত্যঙ্মুখোঽভূৎ। কবিস্তত্রাগত্য প্রাহ—

'সর্বজ্ঞ ইতি লোকোঽয়ং ভবন্তং ভাষতে মৃষা।
পদমেকং ন জানীষে বক্তুং নাস্তীতি যাচকে' ॥ ৩১২ ॥

ততো রাজা তমপি দেশং কবের্দত্তং মত্বোদঙ্মুখোঽভূৎ। কবিস্তত্রাপ্যাগত্য প্রাহ—

'সর্বদা সর্বদোঽসীতি মিথ্যা ত্বং কথ্যসে বুধৈঃ।
নারয়ো লেভিরে পৃষ্ঠং ন বক্ষঃ পরযোষিতঃ' ॥ ৩১৩ ॥

ততো রাজা স্বাং ভূমিং কবিদত্তাং মত্বা তিষ্ঠতি স্ম। কবিশ্চ তদভিপ্রায়ম্ জ্ঞাত্বা পুনরাহ—

'রাজন্ কনকধারাভিস্ত্বয়ি সর্বত্র বর্ষতি।
অভাগ্যচ্ছত্রসংছন্নে ময়ি নায়ান্তি বিন্দবঃ' ॥ ৩১৪ ॥

তদা রাজা চান্তঃপুরং গত্বা লীলাদেবীং প্রাহ—'দেবি! সর্বং রাজ্যং কবয়ে দত্তম্। ততস্তপোবনং ময়া সহাগচ্ছ' ইতি। অস্মিন্নবসরে বিদ্বান্ দ্বারি নির্গতঃ। বুদ্ধিসাগরেণ বৃদ্ধামাত্যেন পৃষ্টঃ—'বিদ্বন্, রাজ্ঞা কিং দত্তম্' ইতি। স আহ—'ন কিমপি' ইতি। তদাঽমাত্য প্রাহ—'তৎপ্রোক্তং শ্লোকং পঠ।' ততঃ কবিঃ শ্লোকচতুষ্টয়ং পঠতি। অমাত্যস্ততঃ প্রাহ—'সুকবে,তব কোটিদ্রব্যং দীয়তে ; পরং রাজ্ঞা যদত্র তব দত্তং ভবতি তৎপুনর্বিক্রীয়তাম্' ইতি, কবিস্তথা করোতি। ততঃ কোটিদ্রব্যং দত্ত্বা কবিং সমপ্রেষ্যামাত্যো রাজনিকটমাগত্য তিষ্ঠতি স্ম। তদা রাজা চ তমাহ—'বুদ্ধিসাগর!

রাজ্যমিদং সর্বং দত্তং কবয়ে। পত্নীভিঃ সহ তপোবনং গচ্ছামি। তত্র তপোবনে তবাপেক্ষা যদি ময়া সহাগচ্ছ' ইতি। ততোঽমাত্যঃ প্রাহ—'দেব, তেন কবিনা কোটিদ্রব্যমূল্যেন রাজ্যমিদং বিক্রীতম্। কোটিদ্রব্যং চ বিদুষে দত্তম্, অতো রাজ্যং ভবদীয়মেব। 'ভুঙ্ক্ষ্ব' ইতি। তদা রাজা চ বুদ্ধিসাগরং বিশেষেণ সম্মানিতবান্।

অন্যদা রাজা মৃগয়ারসেনাটবীমটন্নাটন্তপে তপনে দূনদেহঃ পিপাসাপর্যাকুলস্তুরগমারূঢ়োদকার্থী নিকটতটভুবমটংস্তদলব্ধ্বা পরিশ্রান্তঃ কস্যচিন্মহাতরোরধস্তাদ্ উপবিষ্টঃ। তত্র কাচিদ্গোপকন্যা সুকুমারমনোজ্ঞসর্বাঙ্গা যদৃচ্ছয়া ধারানগরং প্রতি তক্রং বিক্রেতুকামা তক্রভাণ্ডং চোদ্বহন্তী সমাগচ্ছতি। তামাগচ্ছন্তীং দৃষ্ট্বা রাজা পিপাসাবশাদেতদ্ভাণ্ডস্থং পেয়ং চেৎ পিবামীতি বুদ্ধ্যাঽপৃচ্ছৎ—'তরুণি, কিমাবহসি' ইতি। সা চ তন্মুখশ্রিয়া ভোজং মত্বা তৎপিপাসাং চ জ্ঞাত্বা তন্মুখাবলোকনবশাচ্ছন্দোরূপেণাহ—

'হিমকুন্দশশিপ্রভশঙ্খনিভং পরিপক্ককপিত্থসুগন্ধরসম্।
যুবতীকরপল্লবনির্মথিতং পিব হে নৃপরাজ রুজাপহরম্॥' ৩১৫॥

ইতি। রাজা তচ্চ তক্রং পীত্বা তুষ্টস্তাং প্রাহ—'সুভ্রু! কিং তবাভীষ্টম্' ইতি। সা চ কিঞ্চিদাবিষ্কৃতযৌবনা মদপরবশমোহাকুলনয়না প্রাহ—'দেব, মাং কন্যামেবাবেহি।' সা পুনরাহ—

'ইন্দুং কৈরবিণীব কোকপটলীবাম্ভোজিনীবল্লভং
মেঘং চাতকমণ্ডলীব মধুপশ্রেণীব পুষ্পব্রজম্।
মাকন্দং পিকসুন্দরীব রমণীবাত্মেশ্বরং প্রোষিতং
চেতোবৃত্তিরিয়ং সদা নৃপবর ত্বাং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠতে' ॥ ৩১৬॥

রাজা চমৎকৃতঃ প্রাহ—'সুকুমারি, ত্বাং লীলাদেব্যা অনুমত্যা স্বীকুর্মঃ'। ইতি ধারানগরং নীত্বা তাং তথৈব স্বীকৃতবান্।

কদাচিদ্রাজাভিষেকে মদনশরপীড়িতায়া মদিরাক্ষ্যাঃ করতলগলিতো হেমকলশঃ সোপানপংক্তিষু রটন্নেব পপাত। ততো রাজা সভায়ামাগত্য কালিদাসং প্রাহ—'সুকবে, এনাং সমস্যাং পূরয়—'টটং টটং টং টটটং টটং টম্'। ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ—

'রাজাভিষেকে মদবিহ্বলায়া হস্তাচ্চ্যুতো হেমঘটো যুবত্যাঃ।
সোপানমার্গে প্রকরোতি শব্দং টটং টটং টং টটটং টটং টম্' ॥ ৩১৭॥

তদা রাজা স্বাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বাক্ষবলক্ষং দদৌ।

অন্যদা সিংহাসনমলংকুর্বাণে শ্রীভোজে কশ্চিচ্চোর আরক্ষকৈ রাজনিকটং নীতঃ। রাজা তং দৃষ্ট্বা 'কোঽয়ম্' ইত্যপৃচ্ছৎ। তদা রক্ষকঃ প্রাহ—'দেব, অনেন কুম্ভিল্লকেন কস্মিংশ্চিদ্বেশ্যাগৃহে বাতপাতমার্গেণ দ্রব্যাণ্যপহৃতানি' ইতি। তদা রাজা প্রাহ—'অয়ং দণ্ডনীয়ঃ ইতি। ততো ভুক্কুণ্ডো নাম চোরঃ প্রাহ—

'ভট্টির্নষ্টো ভারবিশ্চাঽপি নষ্টো ভিক্ষুর্নষ্টো ভীমসেনোঽপি নষ্টঃ।
ভুক্কুণ্ডোঽহং ভূপতিস্ত্বং হী রাজন্ভব্ভাপঙ্‌ক্তাবন্তকঃ সন্নিবিষ্ট' ॥ ৩১৮॥

তদা রাজা প্রাহ—'ভো ভুক্কুণ্ড, গচ্ছ গচ্ছ যথেচ্ছং বিহর।'

কদাচিদ্ভোজো মৃগয়াপর্যাকুলো বনে বিচরন্ বিশ্রমাবিষ্টহৃদয়ঃ কঞ্চিত্তটাকমাসাদ্যস্থিতবান্ শ্রমাৎ প্রসুপ্তঃ। ততোঽপরপয়োনিধিকুহরং গতে ভাস্করে—

তত্রৈবারোচত নিশা তস্য রাজ্ঞঃ সুখপ্রদা।
চণ্ডচন্দ্রকরানন্দসন্দোহপরিকন্দলা ॥ ৩১৯ ॥

ততঃ প্রত্যূষসময়ে নগরীং প্রতি প্রস্থিতো রাজা চরমগিরিনিতম্বলম্বমানশশাঙ্কবিম্ব-মবলোক্য সকুতূহলঃ সভামাগত্য তদা সমীপস্থাৎ কবীন্দ্রান্ নিরীক্ষ্য সমস্যামেকামবদৎ— 'চরমগিরিনিতম্বে চন্দ্রবিম্বং ললম্বে'। তদা প্রাহ ভবভূতিঃ—

'অরুণকিরণজালৈরন্তরিক্ষে গতর্ক্ষে'

ততো দণ্ডী প্রাহ—

'চলতি শিশিরবাতে মন্দমন্দং প্রভাতে।'

ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ—

'যুবতিজনকদম্বে নাথমুক্তৌষ্ঠবিম্বে
চরমগিরিনিতম্বে চন্দ্রবিম্বং ললম্বে' ॥ ৩২০ ॥

ততো রাজা সর্বানপি সম্মানিতবান্। তত্র কালিদাসং বিশেষতঃ পূজিতবান্।

অথ কদাচিদ্ভোজো নগরাদবহির্নির্গতো নূতনেন তটাকাম্ভসা বাল্যসাধিতকপাল-শোধনাদি চকার। তন্মূলেন কশ্চন শফরশাবঃ কপালং প্রবিষ্টো বিকটকরোটিকাবটতোঽ-বিনির্গতঃ। ততো রাজা স্বপুরীমুবাপ। তদারভ্য রাজ্ঞঃ কপালে বেদনা জাতা। তত-স্তত্রত্যৈর্ভিষগ্বরৈঃ সম্যক্চিকিৎসিতাপি ন শান্তা। এবমহর্নিশং নিতরামস্বস্থে রাজ্ঞ্য-মানুষবিদিতেন মহারোগেণ।

ক্ষামং ক্ষামমভূদ্বপুর্গতসুখং হেমন্তকালেঽব্জব-
দ্বক্তুং নির্গতকান্তি রাহুবদনাক্রান্তাব্জবিম্বোপমম্।
চেতঃ কার্যপদেষু তস্য বিমুখং ক্লীবস্য নারীষ্বিব
ব্যাধিঃ পূর্ণতরো বভূব বিপিনে শুষ্কে শিখাবানিব ॥ ৩২১ ॥

এবমতীতে সংবৎসরোপি কালে ন কেনাপি নিবারিতস্তদগদঃ। ততঃ শ্রীভোজো নানাবিধ-সমানৌষধগ্রসনরোগদুঃখিতমনাঃ সমীপস্থং শোকসাগরনিমগ্নং বুদ্ধিসাগরং কথমপি সংযতাক্ষরামুবাচ বাচম্—'বুদ্ধিসাগর, ইতঃপরমস্মদ্বিষয়ে ন কোঽপি ভিষগ্বরো বসতি-মাতনোতু। বাগ্ভটাদিভেষজকোশান্নিখিলান্ স্রোতসি নিরস্যাগচ্ছ। মম দেবসমাগমসময়ঃ সমাগতঃ' ইতি। তচ্ছ্রুত্বা সর্বেঽপি পৌরজনাঃ কবয়শ্চাবরোধসমাজশ্চ বিগলদস্রাসারনয়না বভূবুঃ।

ততঃ কদাচিৎ দেবসভায়াং পুরন্দরঃ সকলমুনিবৃন্দমধ্যস্থং বীণামুনিমাহ—'মুনে, ইদানীং ভূলোকে কা নাম বার্তা' ইতি। ততো নারদঃ প্রাহ—'সুরনাথ, ন কিমপ্যাশ্চর্যম্। কিন্তু ধারানগরবাসী শ্রীভোজভূপালো রোগপীড়িতো নিতরামস্বস্থো বর্ততে। স তস্য রোগঃ কেনাপি ন নিবারিতঃ। তদানেন ভোজনৃপালেন ভিষগ্বরাপি স্বদেশান্নিষ্কা-সিতাঃ। বৈদ্যশাস্ত্রমপ্যানৃতমিতি নিরস্তম্' ইতি। এতদাকর্ণ্য পুরুহূতঃ সমীপস্থৌ নাসত্যাবিদমাহ—'ভোঃ স্ববৈদ্যৌ, কথমমৃতং ধন্বন্তরীয়ং শাস্ত্রম্'। তদা তবাহতুঃ— 'অমরেশ দেব, ন ব্যলীকমিদং শাস্ত্রম্। কিংত্বমরবিদিতেন রোগেণ বাধ্যতেঽসৌ ভোজঃ' ইতি। ইন্দ্রঃ—'কোঽসাববাধ রোগঃ। কিং ভবতোর্বিদিতঃ'। ততস্তাবূচতুঃ—'দেব, কপাল-শোধনং কৃতং ভোজেন, তদা প্রবিষ্টঃ পাঠীনঃ। তন্মূলোঽয়ং রোগঃ' ইতি। তদেন্দ্রঃ স্ময়মানমুখঃ প্রাহ—'তদিদানীমেব যুবাভ্যাং গন্তব্যম্। ন চেদিতঃ পরং ভূলোকে ভিষক্শাস্ত্রস্যাসিদ্ধির্ভবেৎ।' স খলু সরস্বতীবিলাসস্য নিকেতনং শাস্ত্রাণামুদ্ধর্তা চ'

ইতি। ততঃ সুরেন্দ্রাদেশেন তাবুভাবপি ধৃতদ্বিজন্মবেষৌ ধারানগরং প্রাপ্য দ্বারস্থং প্রাহতুঃ—'দ্বারস্থ, আবাং ভিষজৌ কাশীদেশাদাগতৌ। শ্রীভোজায় বিজ্ঞাপয়। তেনানৃতমিত্যঙ্গীকৃতং বৈদ্যশাস্ত্রমিতি শ্রুত্বা তৎপ্রতিষ্ঠাপনায় তদ্রোগনিবারণায় চ' ইতি। ততো দ্বারস্থঃ প্রাহ—'ভো বিপ্রৌ, ন কোঽপি ভিষক্প্রবরঃ প্রবেষ্টব্য ইতি রাজ্ঞোক্তম্। রাজা তু কেবলমস্বস্থঃ নায়মবসরো বিজ্ঞাপনস্য' ইতি। তস্মিনক্ষণে কার্যবসাদ্বহির্নির্গতো বুদ্ধিসাগরস্তৌ দৃষ্ট্বা 'কৌ ভবন্তৌ' ইত্যপৃচ্ছৎ। ততস্তৌ যথাগতমূচতুঃ। ততো বুদ্ধিসাগরেণ তৌ রাজ্ঞঃ সমীপং নীতৌ। ততো রাজা তববলোক্য মুখশ্রিয়াঽমানুষাবিতি বুদ্ধ্বা 'আভ্যাং শক্যতেঽয়ং রোগো নিবারয়িতুম্' ইতি নিশ্চিত্য তৌ বহু মানিতবান্। ততস্তাবূচতুঃ—'রাজন্, ন ভেতব্যম্। রোগো নির্গতঃ। কিন্তু কুত্রচিদ্ একান্তে ত্বয়া ভবিতব্যম্' ইতি। ততো রাজ্ঞাপি তথা কৃতম্। ততস্তাবপি রাজানং মোহচূর্ণেন মোহয়িত্বা শিরঃকপালমাদায় তৎকরোটিকাপুটে স্থিতং শফরকুলং গৃহীত্বা কস্মিংশ্চিদ্ভাজনে নিক্ষিপ্য সন্ধানকরণ্যা কপালং যথাবদারচয্য সঞ্জীবিন্যা চতং জীবয়িত্বা তস্মৈ তদ্দর্শয়তাম্। তদা তদ্ দৃষ্ট্বা রাজা বিস্মিতঃ 'কিমেতৎ' ইতি তৌ পৃষ্টবান্। তদা তাবূচতুঃ—'রাজন্ ত্বয়া বাল্যাদারভ্য পরিচিতকপালশোধনতঃ সম্প্রাপ্তমিদম্' ইতি। ততো রাজা তাবশ্বিনৌ মত্বা তচ্ছোধনার্থমপৃচ্ছৎ—'কিমস্মাকং পথ্যম্' ইতি। ততস্তাবূচতুঃ—

'অশীতেনাম্ভসা স্নানং পয়ঃপানং বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
এতদ্বো মানুষাঃ পথ্যম্……।'

তত্রান্তরে রাজা মধ্যে 'মানুষাঃ' ইতি সম্বোধনং শ্রুত্বা 'বয়ং চেন্মানুষাঃ, কৌ যুবাম্' ইতি তয়োর্হস্তৌ ঝটিতি স্বহস্তাভ্যামগ্রহীৎ। ততস্তৎক্ষণ এব তাবন্তর্ধত্তাং ব্রুবন্তাবেব দাসেন পূরণীয়ং তুরীয়চরণম্' ইতি। ততো, রাজা বিস্মিতঃ সর্বানাহূয় তদ্বৃত্তমব্রবীৎ।

তচ্ছ্রুত্বা সর্বেঽপি চমৎকৃতা বিস্মিতাশ্চ বভূবুঃ। ততঃ কালিদাসেন তুরীয়চরণং পূরিতম্—

……স্নিগ্ধমুষ্ণং চ ভোজনম্ ॥ ৩২২ ॥

ইতি। ততো ভোজঽপি কালিদাসং লীলামানুষং মত্বা পরং সম্মানিতবান্।

অথ ভোজনৃপালঃ প্রতিদিনং সঞ্জাতবলকান্তির্ববৃধে ধারাধীশঃ কৃষ্ণেতরপক্ষে চন্দ্র ইব। ততঃ কদাচিৎসিংহাসনমলংকুর্বাণে শ্রীভোজে কালিদাস ভবভূতি-দণ্ডি-বাণ-ময়ূর-বররুচি-প্রভৃতিকবিতিলককুলালংকৃতায়াং সভায়াং দ্বারপাল এত্যাহ—'দেব, কশ্চিৎক বিদ্বান্ দ্বারি তিষ্ঠতি। তেনেয়ং প্রেষিতা গাথাসনাথা চীঠিকা, দেবসভায়াং নিক্ষিপ্যতাম্' ইতি তাং দর্শয়তি। রাজা গৃহীত্বা তাং বাচয়তি—

'কাচিদ্ বালা রমণবসতিং প্রেষয়ন্তী করণ্ডং
দাসীহস্তাৎসভয়মলিখৎব্যালমস্যোপরিস্থম্।
গৌরীকান্তং পবনতনয়ং চম্পকং চাত্র ভাবং
পৃচ্ছত্যার্যো নিপুণতিলকো মল্লিনাথঃ কবীন্দ্রঃ' ॥ ৩২৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বা সর্বাপি বিদ্বৎপরিষৎচ্চমৎকৃতা। ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ—'রাজন্, মল্লিনাথঃ শ্রীঘ্রমাকারয়িতব্যঃ' ইতি। ততো রাজাদেশাদ্ দ্বারপালেন স প্রবেশিতঃ কবী রাজানং 'স্বস্তি' ইত্যুক্ত্বা তদাজ্ঞয়োপবিষ্টঃ। ততো রাজা প্রাহ তং কবীন্দ্রম্—'বিদ্বন্মল্লিনাথকবে, সাধু রচিতা গাথা'। তদা কালিদাসঃ প্রাহ—'কিমুচ্যতে সাধ্বিতি। দেশান্তরগতকান্তায়া-

শ্চারিত্র্যবর্ণনেন শ্লাঘনীয়োঽসি বিশিষ্য তত্তদ্‌ভাবপ্রতিভটবর্ণনেন'। তদা ভবভূতিঃ প্রাহ—'বিশিষ্যত ইয়ং গাথা পঙ্‌ক্তিকণ্ঠোদ্যানবৈরিণো বাতাত্মজস্য বর্ণনাৎ' ইতি। ততঃ প্রীতেন রাজ্ঞা তস্মৈ দত্তং সুবর্ণানাং লক্ষম্‌। পঞ্চ গজাশ্চ দশ তুরগাশ্চ দত্তাঃ। ততঃ প্রীতো বিদ্বান্‌ স্তৌতি রাজানম্‌—

'দেব ভোজ তব দানজলৌঘৈঃ সা ত্রয়ী সমজনীতি বিশঙ্কে।
অন্যথা তদুদিতেষু শিলাগোভরুহেষু কথমীদৃশদানম্‌' ॥ ৩২৪ ॥

ততো লোকোত্তরং শ্লোকং শ্রুত্বা রাজা পুনরপি তস্মৈ লক্ষত্রয়ং দদৌ। ততো লিখতি স্ম ভাণ্ডারিকো ধর্মপত্রে—

'প্রীতঃ শ্রীভোজভূপঃ সদসি বিরহিণো গূঢনর্মোক্তিপদ্যং
শ্রুত্বা হেম্নাং চ লক্ষং দশ বরতুরগান্‌ পঞ্চ নাগানযচ্ছৎ।
পশ্চাত্তত্রৈব সোঽয়ং বিতরণগুণসদ্‌বর্ণনাৎ প্রীতচেতা
লক্ষং লক্ষং চ লক্ষং পুনরপি চ দদৌ মল্লিনাথায় তস্মৈ' ॥ ৩২৫ ॥

ততঃ কদাচিদ্‌ভোজরাজঃ কালিদাসং প্রতি প্রাহ—'সুকবে, ত্বমস্মাকং চরমগ্রন্থং পঠ।' ততঃ ক্রুদ্ধো রাজানং বিনিন্দ্য কালিদাসঃ ক্ষণেন তং দেশং ত্যক্ত্বা বিলাসবত্যা সহৈকশিলানগরং প্রাপ। ততঃ কালিদাসবিয়োগেন শোকাকুলস্তং কালিদাসং মৃগয়িতুং রাজা কাপালিকবেষং ধৃত্বা ক্রমেণৈকশিলানগরং প্রাপ। ততঃ কালিদাসো যোগিনং দৃষ্ট্বা তং সামপূর্বং পপ্রচ্ছ—'যোগিন্‌, কুত্র তেঽস্তি স্থিতিঃ' ইতি। যোগী বদতি—'সুকবে, অস্মাকং ধারানগরে বসতিঃ' ইতি। ততঃ কবিরাহ—'তত্র ভোজঃ কুশলী কিম্‌।' ততো যোগী প্রাহ—'কিং ময়া বক্তব্যম্‌' ইতি। ততঃ কবিরাহ—'তত্রাতিশয়বার্তাস্তি চেৎ সত্যং কথয়' ইতি। তদা যোগী প্রাহ—'ভোজো দিবং গতঃ' ইতি। ততঃ কবির্ভূমৌ নিপত্য প্রলপতি—'দেব, ত্বাং বিনাস্মাকং ক্ষণমপি ভূমৌ ন স্থিতঃ। অস্ত্বংসমীপমহমাগচ্ছামি' ইতি কালিদাসো বহুশো বিলপ্য চরমশ্লোকং কৃতবান্‌—

'অদ্য ধারা নিরাধরা নিরালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতাঃ খণ্ডিতাঃ সর্বে ভোজরাজে দিবং গতে' ॥ ৩২৬ ॥

এবং যদা কবিনা চরমশ্লোক উক্তস্তদৈব স যোগী ভূতলে বিসংজ্ঞঃ পপাত। ততঃ কালিদাসস্তথাবিধং তমবলোক্য 'অয়ং ভোজ এব' ইতি নিশ্চিত্য 'অহহ মহারাজ, তত্র-ভবতাহং বঞ্চিতোঽস্মি' ইত্যভিধায় ঝটিতি তং শ্লোকং প্রকারান্তরেণ পপাঠ—

'অদ্য ধারা সদাধারা সদালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতা মণ্ডিতা সর্বে ভোজরাজে ভুবং গতে' ॥ ৩২৭ ॥

ততো ভোজস্তমালিঙ্গ্য প্রণম্য ধারানগরং প্রতি যযৌ।

শৈলে শৈলবিনিশ্চলং চ হৃদয়ং মুঞ্জস্য তস্মিন্নাক্ষণে
ভোজে জীবতি হর্ষসঞ্চয়সুধাধারাম্বুধৌ মজ্জতি।
স্ত্রীভিঃ শীলবতীভিরেব সহসা কর্তুং তপস্তৎপরে
মুঞ্জে মুঞ্চতি রাজ্যভারমভজত্ত্যাগৈশ্চ ভোগৈর্নৃপঃ ॥ ৩২৮ ॥

॥ শ্রীমন্মহারাজাধিরাজস্য ধারানগরাধীশস্য ভোজরাজস্য প্রবন্ধঃ সমাপ্তিমফাণীৎ ॥

মালতীমাধব

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যকার হিসেবে ভবভূতি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। দৃশ্যকাব্যের জগতে তিনি কালিদাসের সমকক্ষ নাট্যকার বলেই সমালোচকদের কাছে পরিচিত। অধিকাংশ সংস্কৃত কবিরাই নিজেদের ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে মৌন হলেও ভবভূতি কিন্তু তাঁর নাটকে নিজের বংশপরিচয় কিছু কিছু লিখে গিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন দাক্ষিণাত্যের এক পরম নিষ্ঠাবান্ সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন তৈত্তিরীয় শাখী, কাশ্যপগোত্রীয় আর 'উদুম্বর' এই বংশ-নামে পরিচিত। তাঁর পিতার নাম নীলকণ্ঠ আর মাতার নাম জাতুকর্ণী।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বিদর্ভের অন্তর্বর্তী পদ্মপুর নগর ছিল তাঁর জন্মস্থান ও কর্মস্থান আর তাঁর রচনাকাল হল সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ। তাঁর রচিত তিনখানি নাটকের সঙ্গে আমরা পরিচিত—মহাবীরচরিত, মালতীমাধব ও উত্তররামচরিত। এ ছাড়া আরও কিছু রচনা হয়তো ছিল কিন্তু সেগুলি এখনও আমাদের দৃষ্টিতে আসে নি—অবলুপ্তির অন্ধকারেই বিলীন হয়ে আছে। শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত ও শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ও গদাধরভট্টের রসিকজীবন গ্রন্থে এমন কয়েকটি শ্লোক আছে যেগুলিকে ভবভূতির রচনা বলা হলেও তাঁর তিনটি নাটকে সেগুলি নেই।

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রীয় পরিভাষা অনুসারে মালতীমাধব একটি প্রকরণ অর্থাৎ সামাজিক রূপক। নাট্যশাস্ত্রকারদের মতে প্রকরণের বিষয়বস্তু হবে কবি-কল্পিত, লোকাশ্রয়ী কাহিনী। নায়ক হবেন—ধীরপ্রশান্ত অমাত্য, ব্রাহ্মণ অথবা বণিক, নায়িকা হবেন—কুলবধূ অথবা গণিকা। এর প্রধানরস হবে শৃঙ্গার, অবশ্য অঙ্গরসও কাহিনীর প্রয়োজন মতো কিছু কিছু থাকবে। সামাজিক কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত বলে এ জাতীয় রূপকে কবি-কল্পনার স্বচ্ছন্দ প্রসারের ক্ষেত্র অবাধ। এ জন্যে তাৎকালিক সমাজচিত্র হিসেবে এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বড়ো কম নয়।

মালতীমাধবের কাহিনী ভবভূতির স্বকল্পিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে গুণাঢ্যের বৃহৎকথার কোনো কোনো কাহিনীর মধ্যে মালতীমাধবের গল্পাংশের এক ক্ষীণ আভাস লক্ষ্য করা যায়। বৃহৎকথা এখন লুপ্ত—তারই অন্যতম প্রতিরূপ সোম-দেবের কথাসরিৎসাগরের তেরো তরঙ্গের প্রথম কাহিনী ও তৃতীয় তরঙ্গের চতুর্থ কাহিনী এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। এই প্রকরণের নায়ক মাধব ধীরপ্রশান্ত লক্ষণযুক্ত, অমাত্যপুত্র। নায়িকা উচ্চবংশসম্ভূত। প্রধানরস শৃঙ্গার, অঙ্গরস বীভৎস, ভয়ানক ও অদ্ভুতের সংমিশ্রণে প্রধান রস পর্যাপ্তভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে।

কাহিনী

পদ্মাবতীনগরের রাজমন্ত্রী ভূরিবসুর একমাত্র কন্যা মালতী আর বিদর্ভরাজের অমাত্য দেবরাতের পুত্র মাধব—এদের পরস্পরের প্রণয় ও মিলনের কাহিনী নিয়ে রচিত এই সামাজিক রূপক—মালতীমাধব।

ভূরিবসু ও দেবরাত বিদ্যালাভের জন্যে যখন একই গুরুর পাদমূলে মিলিত হয়েছিলেন সে সময় তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে নিজ পুত্রকন্যাদের বিবাহ

দেবেন। এখন মাধব যৌবনে উপনীত—বিদ্যায় বিনয়ে উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন ; আর মালতীও যুবতী—যৌবনের লাবণ্যে ভরে উঠেছে তাঁর দেহকান্তি। কিন্তু আগেকার সে প্রতিজ্ঞাপূরণে বাধা পড়ল ; পদ্মাবতীশ্বরের নর্মসুহৃদ নন্দন রাজাকে ধরে বসল, মালতীকে তার চাই। এ অনুরোধ রাজার পক্ষে ফেলা কঠিন, কাজেই তিনি অমাত্যকে জানিয়েছেন—মালতীকে সম্প্রদান করো নন্দনের হাতে। এ তো অনুরোধ নয়, রাজাদেশ ; রাজমন্ত্রীর পক্ষে তা সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়—তাই মনের বাসনা গোপন রেখে ভূরিবসু রাজী হলেন। রাজাকে বললেন—'মহারাজ নিজকন্যাজনের প্রভু'। বন্ধু দেবরাতকে প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে কোনো লাভ হবে না-একমাত্র ভিক্ষুণী কামন্দকীর পক্ষেই সম্ভব হবে অলৌকিক শক্তিবলে ও কৌশলে এই বিপদ থেকে মুক্ত করে মালতীর হাতটি মাধবের হাতে মিলিয়ে দেওয়া। এই আশায় বুক বেঁধে ভূরিবসু তাঁরই শরণ নিলেন। কামন্দকী এখন সংসারবিমুখ কাষায়ধারিণী হলেও একদিন তিনি ও তাঁর সহচরী সৌদামিনী দেবরাত ও ভূরিবসুর সতীর্থ্যই ছিলেন। আর মালতী ও মাধব তাঁদের বড়োই স্নেহের পাত্র। এই দুই যোগিনী তাঁদের শিষ্যাদের নিয়ে উদ্যোগী হলেন মঙ্গল সাধনে ও নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে শেষে সফল হলেন।

এই মূল কাহিনীর সঙ্গে আনুষঙ্গিক কাহিনীরূপে জুড়ে দেওয়া হয়েছে আর এক প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলনের কাহিনী—এরা হল মাধবের আশৈশব প্রাণের সখা মকরন্দ ও মালতীর আবাল্য প্রিয়সখী, নন্দনের বোন মদয়ন্তিকা। নায়ক-নায়িকার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটিকে অপূর্ব কৌশলে কাজে লাগিয়েছেন নাট্যকার। উপকাহিনীকে মূল কাহিনীর সঙ্গে এমন দৃঢ় বাঁধনে বেঁধে দিয়েছেন যে, একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা বলে মনে হয় না—ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে দুটি প্রেমের কাহিনী।

অন্যদিকে আবার মালতী ও মাধবের প্রেমবিকাশে সাহায্য করেছে আরও দুটি চরিত্র—অপ্রধান হলেও তাদের অবদান নগণ্য নয়। এরা হল বৌদ্ধমঠের সেবিকা মন্দারিকা ও তারই ভালোবাসার পাত্র মাধবের অনুচর কলহংসক। বলা যেতে পারে নাট্যকার তিনটি কাহিনী একসঙ্গে মিলিয়ে মাল্যরচনা করেছেন এই মালতীমাধব রূপকে।

ন্যায়শাস্ত্রে পাঠ নেবার জন্যে কুণ্ডিনপুর থেকে মাধব এসেছেন পদ্মাবতীতে। কামন্দকীর শিষ্যা অবলোকিতা তাঁর উপদেশ মতো নানা ছলে তাঁকে নিয়ে আসেন ভূরিবসুর ভবনের কাছাকাছি রাজপথে। বাতায়নপথে মাধবকে দেখতে পান মালতী। সেই অজ্ঞাতপরিচয় সুদর্শন যুবকের প্রতি অনুরাগের জোয়ারে ভেসে যায় তাঁর মন। মনের উৎকণ্ঠা বিনোদনের জন্যে মালতী প্রেমিকের প্রতিকৃতি আঁকলেন। ধাত্রীকন্যা প্রিয়সখী লবঙ্গিকা সে ছবিটি দিয়ে আসে মন্দারিকার হাতে—সে দিল কলহংসককে। উপযুক্ত অবসরে কলহংসক সেটি উপস্থিত করবে প্রভুর সামনে, তা হবে মালতীর অনুরাগের প্রথম সূচনা—এই হল উদ্দেশ্য।

অন্যদিকে মদনোৎসব উপলক্ষে সখীদের সঙ্গে নিয়ে মালতী যাচ্ছিলেন মদনোদ্যানে। কথায় কথায় কৌতূহলী করে তুলে অবলোকিতা মাধবকেও সেখানে পাঠালেন, দুজনে দুজনকে দেখবেন এই আশায়। হলও তাই। মদনোদ্যানে এদিকে-ওদিকে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এক বকুলগাছের নিচে বসে অন্যমনে মালা গাঁথছিলেন মাধব। হঠাৎ চোখে পড়ল মন্দিরের অন্তর্গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন মনোহর সাজে সজ্জিত মধুরস্বভাব অপরূপ এক কুমারী। সখীদের অনুরোধে ফুল তুলতে তুলতে তিনি এগিয়ে এলেন সেই বকুল-

গাছের কাছে, যার নিচে বসেছিলেন মাধব। আহা যেন মদনের জগদ্বিজয়বৈজয়ন্তিকা! চুম্বকশলাকা যেমন করে আকর্ষণ করে লৌহখণ্ডকে তেমনি সেই রূপসী আকৃষ্ট করলেন মাধবকে। তাঁর অপাঙ্গের অমৃতময় কটাক্ষপাতে মাধবের মনের বাঁধ গেল ভেঙে। কিন্তু মাধব লক্ষ্য করলেন তাঁর মর্দিত মৃণালের মতো পরিম্লান মুখচ্ছবিতে ফুটে উঠেছে কোনো এক সৌভাগ্যবানের প্রতি সঞ্চিত অপূর্ণ অনুরাগের বিষাদরেখা। কিন্তু কে সেই ভাগ্যবান্? সখীরা কৌতুকভরে হাসিতে সুধা ঢেলে মাধবের দিকে চেয়ে বলল—'এই তো সেই'। তারপরে নূপুরের মধুর ধ্বনি তুলে হাততালি দিয়ে আনন্দ-উল্লাসে মেতে তারা ফিরে গেল—যেতে যেতে মাধবের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল—'ভর্তৃদারিকা, এখানেই কোনো একজনের কোনো একজন আছেন।' অবাক বিস্ময়ে মাধবের মন তখন তোলপাড় করছে—তবু বিবশ মনে চঞ্চল হাতে গাঁথতে থাকেন অর্ধেক গাঁথা ফুলমালাটি। সে কুমারী হস্তিনীর পিঠে উঠে সহচরীদের সঙ্গে ফিরে চললেন নগরের দিকে—আর বারবার ঘাড় ফিরিয়ে কটাক্ষবিদ্ধ করলেন মাধবের হৃদয়। সখীদের মধ্যে থেকে একজন কিন্তু থেকে গেল—তারপর সে এগিয়ে এল মাধবের কাছে আর প্রার্থনা জানালো, 'মহাশয়! আপনার গাঁথা মালাটি আমাদের প্রভুকন্যার বড়ো ভালো লেগেছে—কাজেই এঁরই কণ্ঠে শোভিত হয়ে মালাটি সার্থক হোক।' তার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে মাধব জানতে পারলেন, যাঁকে দেখে তাঁর মন বিভ্রম-বিভ্রান্ত, তিনি হলেন অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা মালতী, আর যে তাঁর কাছে মালাটি ভিক্ষা করছে সে হল মালতীর অনুগ্রহের পাত্রী লবঙ্গিকা। তার সনির্বন্ধ অনুরোধে নিজের গলা থেকে খুলে মাধব মালিকাটি তাকে দিলেন। সাদরে তা গ্রহণ করে সে মিলিয়ে গেল জনতার ভীড়ে—মাধবও ফিরে এলেন নগরে।

এরপর মাধবের দেখা হল প্রিয়সখা মকরন্দের সঙ্গে। মাধবের শূন্য চাহনি, সৌষ্ঠব-হীন দেহ দেখে মকরন্দের বুঝতে বাকি রইল না যে সখা মাধব মদনবাণে বিদ্ধ হয়েছেন। নিরিবিলি উদ্যানে বসে বন্ধুর কাছে শুনলেন মদনোদ্যানে যা ঘটেছিল। তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, মালতীর অনুরাগ যে তাঁরই জন্যে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু স্পষ্ট হল না একটা ব্যাপার—আগে কোথায় মালতী বন্ধুকে দেখেছিলেন, যা থেকে এই অপূর্ব অকারণ অনুরাগের আবির্ভাব। মালতীর উৎকণ্ঠার কথা জেনে খুশিতে ভরে উঠল তাঁর মন, কিন্তু সেই সঙ্গে শঙ্কিতও হলেন তিনি। কারণ, রাজা নন্দনের জন্যে মালতীকে চেয়েছিলেন, এ গুজব তাঁর কানেও এসেছিল। প্রভুকে খুঁজতে খুঁজতে উদ্যানে এসে কলহংসক আড়ালে বসে সবই শুনছিল—এইবারে আত্মপ্রকাশ করল ও মাধবকে দেখালো মালতীর আঁকা তাঁর প্রতিকৃতি। এইবারে সংশয় ঘুচল—বোঝা গেল যে, মালতীর অভিলাষের পাত্র মাধব ছাড়া আর কেউ নয়। সখার অনুরোধে মাধব নিজের প্রতিকৃতির পাশে মালতীকে আঁকলেন—আর ছবির নিচে আপন মনের অনুরাগে রাঙিয়ে লিখলেন একটি শ্লোক। চিত্রফলকটির খোঁজে সেখানে এল মন্দারিকা। তার কাছে জানা গেল কবে কেমন করে মালতী দেখেছিলেন মাধবকে। চিত্রফলক নিয়ে মন্দারিকা সেটি দিতে গেল লবঙ্গিকাকে। মাধবের হৃদয় এখন মালতীময়, মদনসন্তাপে উদ্বেগে তাঁর দিন কাটে।

ওদিকে বকুলমালা নিয়ে লবঙ্গিকা ফিরে এল অস্থিরচিত্ত মালতীর কাছে। দূরে থেকে যাঁকে দেখে মালতীর মন উতলা হয়েছিল, আজ তাঁকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখতে পেয়ে মালতীর ব্যাকুলতা চরমে পৌঁছেছে। দুই সখী লক্ষ্য করলেন মালাটি একদিকে উল্টো করে

গাঁথা হয়েছে। লবঙ্গিকা সখীকে বোঝালো—তাঁকে দেখে মাধবের মন চঞ্চল হয়েছিল বলেই তো এই বিভ্রান্তি। তবু মালতীর মনে শঙ্কা—মাধবের সবকিছুই ছলনা নয় তো? লবঙ্গিকা জানালো মাধবের চাহনি ছলনা হতে পারে না, আর মন্দারিকার ফিরিয়ে আনা চিত্রফলকটি সখীর হাতে তুলে দিল। আনন্দে আবেগে বিহ্বল হয়ে মালতী দেখলেন মাধব তাঁরই প্রতিকৃতি এঁকেছেন নিজের প্রতিকৃতির পাশে। নিচে লিখে দেওয়া শ্লোকটিও চোখে পড়ল। তবু তাঁর মন আশ্বস্ত হয় না। মাধব যে তাঁরই অনুরাগী, এর স্পষ্ট প্রমাণ পেলেও নিজের ইচ্ছায়, গুরুজনের অমতে, সাহস অবলম্বন করে প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলবেন কেমন করে? নিজের হৃদয় জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হলেও আপন বেদনাকেই তিনি জড়িয়ে থাকেন লতার মতো। পিতার মান-সম্মান, বংশমর্যাদাকে ধূলিসাৎ করবেন কি? তার চেয়ে না হয় প্রাণ বিসর্জন দিয়েই মুক্ত হবেন দৈন্য থেকে।

এমনি সময়ে সেখানে কামন্দকী এলেন অবলোকিতাকে সঙ্গে করে। মালতীর পিতা অযোগ্য পাত্রে কন্যাকে তুলে দিতে রাজী হয়েছেন এই সংবাদ তিনি মালতী ও লবঙ্গিকাকে দিলেন। শুনে দিশেহারা হয়ে উঠল মালতীর মন—কেমন করে পিতা এমন করলেন? লবঙ্গিকা কামন্দকীকে অনুরোধ জানায়—দয়া করে সখীকে বাঁচান। কিন্তু কোনো আশ্বাসই দিলেন না তিনি। আরও বললেন, শকুন্তলা পিতার অজান্তেই দুষ্যন্তে অনুরাগী হয়েছিল—বাসবদত্তাও সাহস করেই উদয়নকে বরণ করেছিল—এ সব নজির ইতিহাসে থাকলেও দুঃসাহসিক কাজে উপদেশ দেওয়া উচিত হবে না। শেষে তিনি লবঙ্গিকার অনুরোধে মাধবের বংশ ও গুণের ভূয়সী প্রশংসা করাতে মালতীর ক্ষুব্ধ মন শান্ত হয়, তবু হতাশা থেকেই যায়।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। ভগবতীর আদেশে মালতীকে নিয়ে লবঙ্গিকা শিবমন্দিরে এল। শিবমন্দিরের সংলগ্ন কুসুমাকর উদ্যান। সেখানে আগে থেকেই মাধবকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে বলা হয়েছিল। কামন্দকীও সেখানে উপস্থিত হলেন। লবঙ্গিকা ও মালতী পূজার ফুল তোলার জন্যে এসে পেঁছিতেই কামন্দকী নিজে থেকেই মাধবের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর মদনক্লিষ্ট দুর্দশার কথা বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি জানালেন—স্বভাবতঃ ধীর হলেও মালতীর জন্যে উৎকণ্ঠায় মাধব অধৈর্য হয়ে উঠেছে—তার পক্ষে এখন মৃত্যু বরণও অসম্ভব নয়। শুনে মালতীর মনে মাধবের প্রতি সহানুভূতি জেগে ওঠে, কিন্তু তিনি কী করবেন তা ভেবে পান না। এরপর লবঙ্গিকাও কামন্দকীর কাছে বলতে থাকে মদনক্লিষ্টা মালতীর অসহায় অবস্থা—কেমন করে তিনি কাটাচ্ছেন তাঁর বিনিদ্র রজনী—চন্দনবারি, পদ্মপাতার শয্যা, চন্দ্রকান্তমণির হার কিছুই প্রশমিত করতে পারে না তাঁর দেহসন্তাপ। এখন মাধবের প্রতিকৃতি আঁকা চিত্রফলক আর তাঁরই গাঁথা বকুলমালাটিই হয়েছে তাঁর প্রাণ—তাঁর নিত্যসঙ্গী। অন্তরালে থেকে মাধব সবই শোনেন ও চমৎকৃত হন।

এমন সময় অকস্মাৎ শোনা গেল সাবধানবাণী—'একটা দুষ্ট বাঘ খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়—পথে যাকে পাচ্ছে তাকেই সে গ্রাস করছে—নন্দনের বোন মদয়ন্তিকা এখন ভয়াল বাঘের কবলে পড়েছে। আড়াল থেকে মাধব এবারে বেরিয়ে এলেন, বলে উঠলেন 'কোথায় মদয়ন্তিকা?' মালতী চমকে ফিরে সামনেই দেখলেন মাধবকে। বিস্মিত, চকিত ও উল্লসিত চাহনি মাধবের সমগ্র সত্তাকে যেন গ্রাস করে ফেলল। কিন্তু দেরি করলে তো চলবে না! সবাই ছুটে চলল যেখানে মদয়ন্তিকা বাঘটার মুখে পড়েছে। কিন্তু কী

আশ্চর্য ! গিয়ে দেখল, মকরন্দ অস্ত্র হাতে মাঝখানে দাঁড়িয়ে পশুটার সঙ্গে লড়াই করছেন। বাঘটা মারা পড়ল কিন্তু খুব জখম করল মকরন্দকে। আহত মকরন্দ এলিয়ে পড়তেই মদয়ন্তিকা তাঁকে ধরে ফেলল। বন্ধুর এই শোচনীয় অবস্থা দেখে মাধবও খুবই কাতর হয়ে পড়লেন। কামন্দকীর আশ্বাসবাণী আর মালতী ও মদয়ন্তিকার সেবায় দুজনেই সুস্থ হলেন। সখার মূর্ছাভঙ্গে মালতী মাধবকে অভিনন্দন জানালেন–মাধবও মালতীর সেবার প্রতিদানে নিজের প্রাণ ও মন নিবেদন করলেন তাঁর কাছে। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত আজকের এই সাক্ষাতে দুজনেই অভিভূত হলেন এবং তাদের প্রেমের বাঁধন দৃঢ়তর হল।

সখী বুদ্ধরক্ষিতার মুখে মকরন্দের অনেক সুখ্যাতি শুনেছিল মদয়ন্তিকা আর মনে মনে তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল–ইচ্ছে হয়েছিল দেখবে কেমন সে পুরুষটি ? আজ তাঁকে দেখে তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হল, অংকুরিত হল প্রথম প্রণয়। অন্যদিকে ভীত, সন্ত্রস্ত মদয়ন্তিকার আলিঙ্গন মকরন্দকে আকুল করে তোলে–দৃঢ় প্রণয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়ল দুটি হৃদয় আকস্মিক এই সাক্ষাতে। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ! ঠিক এই সময় সংবাদ এল–রাজা ঘোষণা করেছেন, তিনি নন্দনের হাতে মালতীকে সম্প্রদান করবেন। মদয়ন্তিকা সে বিবাহের উৎসবে যোগ দিতে চলে গেল। আর রানীমার আদেশে কামন্দকী নিয়ে চললেন মালতীকে। দৈবের এই বজ্রসম্পাতে হতাশায় ভেঙে পড়ে মাধব আর মালতীর প্রণয়ী মন–তাঁরা আর বেঁচে থাকবার সার্থকতা খুঁজে পান না–মনে হ'ল ইহজন্মে এই তাঁদের শেষবারের মতো দেখা। কামন্দকী আড়ালে মাধবকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন, জানালেন যে তিনি হার মানবেন না কিছুতেই। নিজের প্রাণের বিনিময়েও তিনি চেষ্টা করবেন যাতে এই দুটি প্রেমিক-হৃদয় এক হতে পারে। তবু মাধবের মন মানে না। তিনি স্থির করলেন লোকালয় ছেড়ে মহাশ্মশানে গিয়ে ভূত-পিশাচদের কাছে মাংস বিক্রি করে কাটিয়ে দেবেন জীবনের বাকি দিন কটা। মকরন্দকে সান্ত্বনা দিলেন–মদয়ন্তিকাকে পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হবে না। কেন না সে রমণীর চাহনিতে যে অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তা কখনও মিথ্যে হতে পারে না।

গুরুজীর আদেশে কপালকুণ্ডলা এল নগরে–স্ত্রীরত্নের সন্ধানে। তাকে সংগ্রহ করতে হবে এক কুমারী কন্যা যাকে বলি দিয়ে গুরু অঘোরঘণ্ট তাঁর সাধনায় সিদ্ধ হবেন বলে মনস্থ করেছেন। নিঃসঙ্গ মালতীকে সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁর প্রাসাদভবন থেকে তুলে নিয়ে চলে এল সে শ্মশানের পারে করালার মন্দিরে। ওদিকে মাধব নরমাংস বিক্রি করতে এলেন শ্মশানে, যেন বিষাদের প্রতিমূর্তি। চারদিকের বিভীষিকাময় পরিবেশেও মাধবের ভয় নেই–মালতীর চিন্তাই তাঁর মনে–মালতীময় হয়ে উঠেছে সমগ্র চেতনা। বাঁ হাতে লকলকে নরমাংস নিয়ে প্রেতদের ডেকে বললেন নরমাংস গ্রহণ করতে। এতক্ষণ প্রেতদের কোলাহলে মুখর হচ্ছিল শ্মশানভূমি, কিন্তু হঠাৎ সবাই যেন কোথায় পালিয়ে গেল–নিস্তব্ধ হল চারদিক আর মাধবের কানে ভেসে এল নিঃসহায় নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ। ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন করালাদেবীর মন্দিরে অঘোরঘণ্ট বলিদানে উদ্যত–সে বলি আর কেউ নয়, তাঁরই প্রেয়সী মালতী। খড়্গ উঠিয়েছিলেন অঘোরঘণ্ট, কিন্তু তাকে নিহত করে মালতীকে উদ্ধার করলেন মাধব। মালতীর অন্বেষণে এসেছিল যারা তাদের সঙ্গে মালতীকে পাঠিয়ে দিলেন অমাত্যভবনে। নারী বলে কপালকুণ্ডলাকে কিছুই বললেন না, কিন্তু গুরুহত্যার প্রতিশোধ নেবে এই বলে

প্রতিজ্ঞা করে মিলিয়ে গেল কপালকুণ্ডলা।

নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিয়ের দিন এগিয়ে এল। সেদিন কামন্দকীর নির্দেশমতো মহাসমারোহে পরিজনদের সঙ্গে মালতী এলেন নগরদেবতার মন্দিরে—দেবতার উদ্দেশে পুজো দেবার পর সেখানেই বিয়ের সাজে মালতীকে সজ্জিত করতে হবে, এই ছিল নির্দেশ। লবঙ্গিকার সঙ্গে মালতী মন্দিরে এলেন। সেখানে থামের আড়ালে সরে থাকলেন মকরন্দ আর মাধব—সবই দেখতে লাগলেন, কী হয়! লবঙ্গিকা সখীকে পুজো করতে অনুরোধ করতেই মালতী ভেঙে পড়লেন মনের দুঃখে। প্রাণবিসর্জনে মনস্থ করে সখীর পায়ে পড়ে তাঁর অনুমতি চাইলেন। এই অবসরে মাধব এসে দাঁড়ালেন লবঙ্গিকার জায়গায়—যেন লবঙ্গিকা হয়েই মালতীকে অনুরোধ করলেন প্রাণ বিসর্জন থেকে নিবৃত্ত হতে, চাইলেন তার আলিঙ্গন। সখীর অনুগ্রহ লাভ করেছেন এই আনন্দে আলিঙ্গন দিলেন মালতী। কিন্তু এ কী! সখীর স্পর্শ আজ কেন অন্যরকম লাগছে? চোখের জলে দৃষ্টি তাঁর রুদ্ধ—দেখতে পান না কাকে তিনি আলিঙ্গন দিলেন। বড়ো আদরের বকুলমালাটি পরিয়ে দিতে গেলেন লবঙ্গিকারূপী মাধবের গলায়—এবারে সম্বিৎ ফিরে এল মাধবের দেহস্পর্শে। ভয়ে ও উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সরে গেলেন দূরে। মাধব পরম পরিতুষ্ট—কিন্তু মালতী শঙ্কিত—এ কী অন্যায় তাঁর আচরণ? এ সময় এলেন কামন্দকী,—প্রাণ-খুলে আশীর্বাদ করলেন মাধব আর মালতীকে—মিলিয়ে দিলেন দুজনের হাত—বললেন 'মঠের পেছনে চত্বরে চলে যাও, সেখানে অপেক্ষা করবে মকরন্দ আর মদয়ন্তিকার জন্যে।'

এবারে কামন্দকী মকরন্দকে বললেন, 'মালতীর বিয়ের সাজে সেজে তুমিই হবে নন্দনের বধূ।' সুন্দর মানালো মকরন্দকে মালতীর সাজে—নন্দন জানতেই পারল না এ প্রতারণা। ফুলশয্যার রাতে নববধূর দিকে এগোতেই বধূবেশী মকরন্দ নিষ্ঠুর আঘাতে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন—রাগে অপমানে নন্দন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

ভাইয়ের অপমানে ক্ষুব্ধ হল মদয়ন্তিকা—মালতীকে তিরস্কার করে বা অনুনয় করে শান্তি ফিরিয়ে আনবে এই আশা করে এল ভাইয়ের বাড়ি। এসে দেখে উত্তরীয়ে চাপা দিয়ে ভ্রাতৃবধূ ঘুমিয়ে পড়েছে মনের দুঃখে—লবঙ্গিকা বসে আছে তার পাশে। দুজনে কথাবার্তা চলে—মকরন্দের প্রসঙ্গ তোলে লবঙ্গিকা, কন্টকিত হয়ে ওঠে মদয়ন্তিকার দেহ। সে তো জানে না মকরন্দই তার পাশে—পরম নিশ্চিন্তে সখীর কাছে বলতে থাকে মকরন্দের জন্যে সঞ্চিত তার কামবেদনার বৃত্তান্ত। এইবারে মকরন্দ মুখের চাদর সরিয়ে মদয়ন্তিকার হাত ধরলেন। স্তম্ভিত হল মদয়ন্তিকা—মকরন্দ নিজেকে ধন্য মানলেন প্রেয়সীকে গ্রহণ করে—দুজনে নিশীথ রাতে রাজপথ ধরে চললেন বৌদ্ধমঠের দিকে।

মাধব ও মালতী বৌদ্ধমঠের চত্বরে অপেক্ষা করছিলেন মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার জন্যে। মালতী চিন্তিত লবঙ্গিকার জন্যে, মাধবও উৎকণ্ঠিত কামন্দকীর কৌশলমতো মদয়ন্তিকা-মকরন্দের মিলন সম্ভব হবে কিনা তা ভেবে। কলহংসকের সঙ্গে মদয়ন্তিকা, লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা এসে জানালো মকরন্দ মদয়ন্তিকাকে লাভ করেছে, কিন্তু মকরন্দকে নগর-রক্ষীরা বাধা দেওয়ায় সেখানে তুমুল যুদ্ধ চলছে। কলহংসককে নিয়ে মাধব ছুটে গেলেন সেখানে। ব্যস্ত হয়ে মালতী, মাধবের যাতে বিপদ না হয় এজন্যে লবঙ্গিকাকে পাঠালেন তাঁর কাছে, সাবধান হবার অনুরোধ জানিয়ে আর বুদ্ধরক্ষিতা ও মদয়ন্তিকা এগিয়ে গেল কামন্দকীকে এ বৃত্তান্ত জানাতে। কপালকুণ্ডলা কাছেই ঘোরাফেরা করছিল—মালতীকে একলা পেয়ে টেনে নিয়ে চলে গেল। একটু পরে সখীরা ফিরে এসে দেখে মালতী নেই—

অন্বেষণ করে ফেরে, কিন্তু তা বৃথাই। একটু পরে দুই বন্ধুও ফিরে এলেন বিজয়-গৌরবে। সৈন্যরা তাঁদের হাতে পরাস্ত হয়েছে। যুদ্ধ দেখছিলেন রাজা—বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে দুজনকে কাছে ডেকে সম্মানিত করেছেন তাঁদের। কিন্তু কোথায় মালতী ? দুই বন্ধু তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন সে বন-ভূমি। পাগলের মতো মাধব বনের জন্তু, মেঘ, পবন সকলকে প্রশ্ন করলেন—কেউ কি দেখেছে তাঁর প্রিয়াকে ? অবশেষে গভীর দুঃখে তিনি অচৈতন্য হলেন। মকরন্দ বন্ধুর অবস্থা দেখে কাতর হয়ে মরবে বলে স্থির করে পাটলা নদীতে ঝাঁপ দিতে যাবেন, এমন সময় সেখানে এলেন যোগিনী সৌদামিনী। মরণ থেকে নিবৃত্ত করলেন মকরন্দকে—মালতীর অভিজ্ঞান বকুলমালা দেখালেন তাকে, জানালেন মালতী বেঁচে আছেন। জানতে চাইলেন মাধব কোথায় ? কেমন আছেন ? দুজনে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন মাধবের কাছে। দুজনের চেষ্টায় সংজ্ঞা ফিরে পেলেন মাধব। কৃতাঞ্জলি হয়ে যখন পবনদেবের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাচ্ছেন সেই অবসরে সৌদামিনী তাঁর অঞ্জলিতে বকুলমালাটি ফেলে দিলেন। মালা পেয়ে আবার মূর্ছিত হলেন তিনি। সুস্থ হলে মকরন্দ বন্ধুকে আশ্বস্ত করলেন- জানালেন সৌদামিনী নিয়ে এসেছেন বকুলের মালাটি আর জানিয়েছেন মালতী বেঁচেই আছেন। গুরুহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যেই কপালকুণ্ডলা অপহরণ করেছিল মালতীকে—সে দুরাত্মাকে বাধা দিয়ে সৌদামিনী রক্ষা করেছেন মালতীকে। হঠাৎ মকরন্দ দেখতে পেলেন এক অদ্ভুত জ্যোতি আবির্ভূত হয়েই মিলিয়ে গেল। পরক্ষণে দেখলেন সে যোগিনীও নেই, মাধবও নেই। বুঝলেন এসব তাঁরই মহিমা। ফিরে গেলেন কামন্দকীকে সব ব্যাপারটা জানাবার জন্যে।

মালতীর দুই সখী গিয়ে কামন্দকীকে সব জানালো-মালতীকে হারিয়ে তিনি হায় হায় করতে লাগলেন। তিন জনেই স্থির করলেন পর্বতের সানু থেকে মধুমতী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন করবেন। এমন সময় মকরন্দ এলেন সেখানে আর এক অদ্ভুত জ্যোতি আবির্ভূত হয়ে মিলিয়ে গেল। নেপথ্য থেকে শোনা গেল আর এক দুঃসংবাদ। মালতীর পিতা ভূরিবসু কন্যার শোকে আগুনে ঝাঁপ দেবেন বলে মনস্থ করে সুবর্ণবিন্দুর লিঙ্গে প্রণাম জানাতে আসছেন। আবার সকলে হায় হায় করে উঠল। আরও শোনা গেল—পিতার উদ্দেশে মালতীর কাতর কণ্ঠে বিলাপ। মূর্ছিতা মালতীকে নিয়ে প্রবেশ করলেন মাধব ! বললেন, সৌদামিনী তাঁকে তুলে নিয়ে শ্রীপর্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন মালতীর কাছে। সেখান থেকে আসবার পথে তিনি অদৃশ্য হয়েছেন। সকলেই চকিত হয়ে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি মেলে প্রার্থনা জানাল অদৃশ্য যোগিনীর উদ্দেশ্যে, এই বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্যে। হঠাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ে মালতীকে বাঁচিয়ে তুলল। এবারে আবার নেপথ্য থেকে শোনা গেল—সৌদামিনী মন্ত্রী ভূরিবসুকে জানিয়েছেন মালতী জীবিত আছেন, তিনি প্রাণবিসর্জন থেকে বিরত হয়েছেন। মালতী ও মাধবকে পেয়ে সকলেই খুশি। শুরু হল আলিঙ্গন আর আশীর্বাদের পালা। এবারে সৌদামিনী আবির্ভূত হয়ে কামন্দকীকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি তাঁকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন দিলেন। সকলে সৌদামিনীকে অভিনন্দিত করলেন। সৌদামিনী কামন্দকীর হাতে দিলেন মাধবকে লেখা রাজার এক পত্র, তাতে রাজা সম্মতি জানিয়েছেন মাধব ও মালতীর মিলনে—আর তিনিই মাধবের প্রিয়সখা মকরন্দের হাতে মদয়ন্তিকাকে তুলে দিচ্ছেন।

এইভাবে নানা বিপদ বাধা পার হয়ে মিলিত হলেন মাধব ও মালতী আর মকরন্দ ও মদয়ন্তিকা।

নাট্য-সমীক্ষা

মালতীমাধবের শেষ অঙ্কে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী কামন্দকী বলেছেন–'অস্তি বা কুতশ্চিদেবং-ভূতমদ্ভুতং বিচিত্ররমণীয়োজ্জ্বলং প্রকরণম্।' (গদ্য, ২৩-২৪ ; অনুবাদ পৃঃ ৩৪২)

সমালোচকেরা মনে করেন, কবি নিজের রচিত নাট্যকৃতি সম্বন্ধে নিজ অভিমতই এই উক্তির মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। বড়ো বিচিত্র এই প্রকরণ, বিস্ময়কর এর কাহিনী–বিচিত্র ঘটনার সুকল্পিত সমাবেশ আর নানা রসের পরিবেশন সমগ্র রূপকটিকে রমণীয় করে তুলেছে। নাটকের চরিত্রগুলিও কত ভিন্ন রকমের আর তারা এসেছে ভিন্নভিন্ন স্তর থেকে–এক দিকে রয়েছেন রাজা ও তাঁর নর্মসুহৃদ, রাজমন্ত্রী, মন্ত্রিপুত্র-মন্ত্রিকন্যা, মন্ত্রিপুত্রের সহচর, মন্ত্রিকন্যার সহচরী ধাত্রীকন্যা, অনুচর-অনুচরী ; অন্যদিকে রয়েছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী, তাঁর সহচরী আর তাঁদের দুই শিষ্যা, আর রয়েছেন কাপালিক ও তাঁর শিষ্যা কপালকুণ্ডলা। এই নানা চরিত্র ও নানা ঘটনা সুসংহতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কবির সুদক্ষ হাতে।

এ-প্রেমের কাহিনীতে অপূর্ব বৈচিত্র্য এনেছে চিত্রফলক আর বকুলমালার ব্যাপার। নায়ক-নায়িকার প্রেম বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই দুটির ভূমিকা অতি বিচিত্র। দূরে থেকে বাতায়নপথে রাজপথে মাধবকে দেখার পরই উৎকণ্ঠিতা মালতী আত্মবিনোদনের জন্যে চিত্রফলকে আঁকলেন মাধবের ছবি-মালতীর অনুরাগের সূচক হয়ে সেটি উপস্থিত হল প্রেমে অধৈর্য মাধবের সামনে। মদনোদ্যানে যে কুমারীকে দেখে মাধব মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর মুখে দেখেছিলেন কামবেদনার পাণ্ডুতা–সে পাণ্ডুতা যে তাঁরই জন্যে এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন এই চিত্রফলটি পেয়ে। তারপর তাঁর নিজের মনের অনুরাগে তিনিও আবার ফুটিয়ে তুললেন মালতীর প্রতিকৃতি নিজের প্রতিকৃতির পাশে–নিচে লিখলেন একটি শ্লোক। সে ফলকটি যখন ফিরে এল মালতীর হাতে–তিনিও আশ্বস্ত হলেন। এই ভাবে চিত্রফলকটি নায়ক-নায়িকার মন-জানাজানির পালায় সত্যিই অপরিহার্য অঙ্গ হয়েছে। তারপর থেকে মালতী পরম যত্নে এ-চিত্রফলকটিকে বুকে স্থাপন করেই বুঝি বা অনুভব করেন প্রিয়তমের সঙ্গ–সেটি হল তাঁর সদাসঙ্গী।

মালতী মদনোদ্যানে মাধবকে কাছে থেকে দেখলেন, তারপরে সখীর মুখে সাগ্রহে চেয়ে নিলেন তাঁরই গাঁথা বকুলমালাটি–এই মাল্যদানই হল মাধবের প্রেম নিবেদনের সূচক। মালাটি মালতী রেখে দিলেন নিজের কণ্ঠে–যেন প্রিয়তমের স্মৃতিচিহ্ন। লবঙ্গিকা কামন্দকীকে এই দুটির (চিত্রফলক ও বকুলমালা) সম্পর্কে যথার্থই বলেছে–'জীবণং পিঅসহীএ' (৩য়, গদ্য ১৪-১৫ ; অনুবাদ পৃঃ ২৯৪)। এ-বকুলমালার ভূমিকা এখানেই সমাপ্ত নয়–এই বকুলমালাটিকেই 'চৌরিকাবিবাহ' দৃশ্যে মালতী লবঙ্গিকা ভেবে মাধবের গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর মালতীর সঙ্গ লাভে ধন্য মাধবের গাঁথা মালা মাধবের কণ্ঠেই থেকে গেল। নন্দনের বাড়িতে মকরন্দের সঙ্গে মদয়ন্তিকার মিলনের শুভসংবাদটি মালতী যখন মাধবকে জানালেন তখন মাধব নিজের গলা থেকে খুলে মালাটি এবারে মালতীকে পরিয়ে দিলেন। এর পরে কপালকুণ্ডলা একাকী মালতীকে অপহরণ করে নিয়ে গেল, সৌদামিনী তাঁকে উদ্ধার করে শ্রীপর্বতে তুলে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে তুললেন–সব ব্যাপার শুনে উড়ে এলেন পদ্মাবতী নগরে–সঙ্গে নিয়ে এলেন ঐ বকুলমালা–মালতীর অভিজ্ঞান হিসেবে। মকরন্দকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত ক'রে আশ্বস্ত করলেন মালতীর সংবাদ দিয়ে–দেখালেন তাঁর সঙ্গে আছে বকুলমালা। এর পর এই বকুলমালাটিই মালতীর

শোকে উন্মাদ মাধবকে প্রকৃতিস্থ করল। এই ভাবে প্রথম অঙ্কেই যে বকুলমালা গাঁথার অবসরে মালতীর সঙ্গে মাধবের প্রথম চক্ষুরাগের উদয়, সে বকুলমালার ব্যাপার নাটকের শেষ পর্যন্ত নানা রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে দর্শকের মনের ঔৎসুক্য বজায় রেখেছে।

ষষ্ঠ অঙ্কে চৌরিকাবিবাহের দৃশ্যটি নিখুঁত সুন্দর। এক উচ্চস্তরের নাট্যকৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমস্ত ব্যাপারটিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক করে দেখানো হয়েছে। মালতী এতই কাতরা যে তাঁরই পাশে কী ঘটছে সেদিকে কোনো বোধ নেই—তাই লবঙ্গিকা সরে গেল ও মাধব যে সেখানে এসে দাঁড়ালেন, এ সব তিনি জানতেই পারেন নি—আর লবঙ্গিকার কণ্ঠস্বর ও মাধবের কণ্ঠস্বরের মধ্যে যে পার্থক্য তাও তিনি বুঝতে পারেন না একই কারণে। আলিঙ্গন করে মনে হল বুঝি বা অন্য রকম সে স্পর্শ—তবু দেখতে পেলেন না কাকে আলিঙ্গন করছেন। এখানে ভবভূতি বলেছেন—'দংসণং উণ পিঅসহীএ বাহুপ্পীড়েণ ণিরুদ্ধং ণ লম্ভীঅদি' (৬ষ্ঠ, গদ্য ১১-১২; অনুবাদ পৃঃ ৩১২)। সকৌতুকে দর্শকবৃন্দ উপভোগ করে এই দৃশ্য।

সমানভাবে উপভোগ্য হয়েছে সপ্তম অঙ্কে মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার মিলনদৃশ্য। এই প্রকরণে আছে কপালকুণ্ডলার দুবার করে মালতী অপহরণ, আছে সৌদামিনীর যৌগিক ক্রিয়া। নাটকের পরিণতিতে ঘটনাসমারোহের শেষ নেই। দর্শকবৃন্দ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে পরবর্তী ঘটনার জন্যে। সব কিছু কিন্তু শেষ অঙ্কে এসে মিলে গিয়েছে; বলা যায়, 'কার্যং নির্বহণেঽদ্ভুতম্'—এই নির্দেশ সার্থক রূপ নিয়েছে পরিণতিতে। কিছুটা দৈব এতে সাহায্য করেছেন—অন্য সবই ঘটেছে কামন্দকীর কৌশলে—যিনি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসিনী।

প্রকরণটিতে কবি একাধিক রসের পরিবেশন করেছেন নিপুণ হাতে। মূল কাহিনী এবং আনুষঙ্গিক কাহিনীতেও শৃঙ্গাররসই প্রধান। বীভৎসরস ও ভয়ানকরস শৃঙ্গাররসের বিরোধী হলেও কবি পাশাপাশি তাদের পরিবেশনে সফল হয়েছেন। কুসুমাকর উদ্যানে এসে কামন্দকী মদনব্যথাহত মাধবের দুর্গতির বর্ণনা করলেন; লবঙ্গিকাও মনোরম ভঙ্গীতে কামন্দকীর কাছে উদ্ঘাটিত করল মাধবের প্রতি মালতীর অনুরাগের বিষাদময় ক্লেশকর প্রতিক্রিয়া। আড়ালে বসে মাধব সব শুনছেন আর উপভোগ করছেন; মালতীর মনেও অস্বস্তি—কী করবেন মাধবের জন্যে? ঠিক এই অবস্থায় সুখস্বপ্ন ভেঙে দিয়ে নেপথ্য থেকে দুষ্ট বাঘের নিষ্ঠুর খেলার বর্ণনাচ্ছলে ভয়ানক রসের অবতারণা করা হল। মাধব ছুটে গেলেন, দেখা দিলেন মকরন্দ—বাঘটা মরল তাঁর হাতে। এই হৈ হৈ, হট্টগোল, হতাশা সব কিছুর শেষে দেখা দিল এক মধুর পরিবেশ—মদয়ন্তিকার ভাল লেগে গেল তার জীবনদাতা মকরন্দকে আর মকরন্দও সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তে যার আলিঙ্গন লাভ করলেন তাকে পাবার জন্যে আকুল হলেন। অলক্ষিতে অনিবার্যবেগে প্রেম এসে দৃঢ় বাঁধনে বেঁধে দিল দুটি হৃদয়। এমনি করে রস থেকে রসান্তরে বয়ে চলেছে ঘটনাপ্রবাহ।

চিরাচরিত সংস্কার ও কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমাবেগের দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ মালতীর ছবিটি বড়োই স্নিগ্ধ মধুর আব চিত্তাকর্ষক হয়েছে। এ এক সামাজিক সমস্যা—ভারতের রক্ষণশীল সমাজের চিরকালের সমস্যা। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকেও এই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে শকুন্তলার হৃদয়ে। কিন্তু শকুন্তলার ছিল না কোনো সামাজিক বন্ধন—পিতৃ-মাতৃহীন শিশু বেড়ে উঠেছিল মুনির আশ্রয়ে—রাজার সঙ্গে মিলিত হবার পথে বাধা ছিল একটাই—পিতা

কণ্বের অনুমতির অপেক্ষা। কণ্বমুনি উদার হৃদয়ে তা সমর্থন করেছিলেন বিনা দ্বিধায়। কিন্তু এই প্রকরণে সমস্যাটি আরও জটিল। মালতী কুলকন্যা—পিতার মান-সম্মান, বংশমর্যাদা কন্যা হয়ে কলঙ্কিত করবেন কেমন করে? তাই স্থির করলেন আত্মঘাতী হবেন। লবঙ্গিকা মনে করে তিনি মাধবের গলায় মালা পরালেন নিজের অজ্ঞাতে—যখন সম্বিৎ ফিরে এল—ধিক্কার দিলেন নিজেকে, সখীর প্রতারণায় আচরণের সীমা যে লঙ্ঘন করেছেন! ভয়ে উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে তাঁর শরীর। মকরন্দের অনুরোধের উত্তরে বলেন—'হুম্ধি! কন্নজণাবিরুদ্ধং কিং বি এসো উবন্নসাদি।' তিনি যে কুলকন্যা, হঠকারিতা করবার প্রসঙ্গ কোথায়? পরক্ষণে কামন্দকী এসে মিলিয়ে দিলেন দুই প্রেমিক হৃদয়।

মালতীর মনের সংস্কারের বাধাকে দূর করবার জন্যেই প্রয়োজন হয়েছিল এই গোপন বিবাহের—নয় তো মালতী যদি নিজে থেকেই এগোতে পারতেন তাহলে তো বলবার কিছুই ছিল না—ভূরিবসু কন্যার উপর সমস্ত দোষ আরোপ করে রাজরোষ থেকে মুক্ত হতে পারতেন। কাজেই বলা যায়, মালতীর মনের সংস্কারের বাধাই এখানে ঘটনাকে জটিল করে তুলেছে।

ঘটনার বৈচিত্র্যে ও তাদের ঘাত-প্রতিঘাতে সজীব চঞ্চল হয়ে উঠেছে এই প্রকরণ—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে সরস ও রমণীয় ঘটনাপরম্পরা। তবুও সমালোচকেরা প্রয়োগের দৃষ্টিতে রূপকটিকে পর্যাপ্ত মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে থাকেন। তাঁদের মতে, ভবভূতির ওজোদৃপ্ত ভাষা দৃশ্যকাব্যের উপযোগী নয়। নাটকের সংলাপের ভাষা যদি দীর্ঘসমাসযুক্ত হয়, তবে গতি শিথিল হয়ে পড়ে—এ প্রকরণে তা বারে বারেই হয়েছে। সখীদের বিশ্রম্ভালাপে, নায়ক ও নায়িকার প্রেম-বিলাসের বর্ণনাতেও দুই-তিন পঙ্‌ক্তি জুড়ে সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ অস্বস্তিকর। ভবভূতির অপর ত্রুটি বলা হয়, তাঁর মাত্রাজ্ঞানের অভাব—অত্যন্ত সংকটময় অবস্থাতেও সংলাপ বা বর্ণনা সংক্ষিপ্ত নয়।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত রূপকে রসসমাহিত কবি বা নাট্যকার সংলাপের ভাষাকাঠিন্যের দিকে অনেক সময়েই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন না—এ অভিযোগ ভবভূতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নিজের পাণ্ডিত্যের প্রতি যেমন তাঁর দৃপ্ত অভিমান, ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও তেমনি তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। দৃশ্যকাব্যে ওজোগুণের অনিয়ন্ত্রিত সমাবেশে সংলাপের সরল গতি যে উপলখণ্ডে প্রতিহত স্রোতের মত বাধা পায়, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কবিসমাজে ভাষার প্রয়োগে ভিন্ন রুচি দেখতে পাওয়া যায়—আর ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিকৃতিতেও ভিন্ন ভিন্ন শৈলী অনুসরণ করা হয়ে থাকে—সে শৈলী গড়ে ওঠে তদানীন্তন পাঠক ও দর্শক-সমাজের রুচি অনুযায়ী। মধ্যযুগের সংস্কৃত-সাহিত্য পর্যালোচনায় এ কথাই সুস্পষ্ট হয় যে, সে যুগের কাব্য বা নাট্যকৃতি ততটা সাধারণের জন্যে নয়—সেগুলি বিদগ্ধ-গোষ্ঠীর বিনোদনের জন্যে।

সুভাষিতাবলী

১. কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।
এই কাল অনন্ত, পৃথিবীও বিশাল।

২. ভ্রমতি ভুবনে কন্দর্পাজ্ঞা বিকারি চ যৌবনম্ ।
কন্দর্পের আজ্ঞা জগতে (অপ্রতিহতভাবে) বিচরণ করছে, যৌবনও বিকার জন্মিয়ে থাকে ।

৩ প্রায়ঃ শুভং চ বিদধাত্যশুভং চ জন্তোঃ সর্বংকষা ভগবতী ভবিতব্যতৈব ।
সর্বশক্তিমতী ভগবতী ভবিতব্যতাই অধিকাংশস্থলে প্রাণীদের শুভ ও অশুভ বিধান করে থাকেন ।

৪. স্নেহশ্চ নিমিত্তসব্যপেক্ষশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধমেতৎ ।
স্নেহ অথচ নিমিত্তসাপেক্ষ এ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ ।

৫. ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে ।
প্রীতি কখনও বহিরঙ্গ নিমিত্তকে আশ্রয় করে না ।

৬. কামশ্চ জিম্ভিতগুণো নবযৌবনং চ ।
মদন তাঁর ধনুগুণে টান দিলেন, নবযৌবনও বর্তমান ।

৭. ন খলু মহাভাগধেয়া কৌমার্যেঽন্যত্রাসক্তচেতসো ভূত্বান্যত্র চক্ষুরাগিণ্যো ভবন্তি ।
মহাভাগ্য কুমারীরা মনে মনে একজনের অনুরাগিণী হয়ে অন্যজনকে অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখেন না ।

৮. প্রত্যক্ষসৌখ্যদায়িনঃ পরোক্ষদুঃখদুঃসহাঃ সজ্জনসমাগমা ভবন্তি ।
সজ্জনসমাগম দর্শনসময়ে সুখ দেয় কিন্তু অদর্শনে দুঃখ অসহ্য হয়ে ওঠে ।

৯. ইতরেতরানুরাগো হি দারকর্মণি পরার্ধ্যং মঙ্গলম্ ।
বিয়ের ব্যাপারে পরস্পরের অনুরাগই সব চেয়ে বেশি মঙ্গলকর হয় ।

১০. প্রভবতি প্রায়ঃ কুমারীণাং জনয়িতা দৈবং চ ।
সাধারণতঃ জন্মদাতা পিতা আর দৈবই কুমারীকন্যাদের প্রভু হন ।

১১. কুতো বা মহোদধিং বর্জয়িত্বা পারিজাতস্যোদ্গমঃ ।
মহাসমুদ্র ছাড়া আর কোথায় পারিজাত জন্মাতে পারে ?

১২. ন খলু স উপরতো যস্য বল্লভো জনঃ স্মরতি ।
প্রিয়জন যাকে মনে রাখে সে তো মরে না ।

১৩. মরণমপি মন্দভাগধেয়ানামভিমতমিতি দুর্লভং ভবতি ।
ভাগ্য যাদের মন্দ, তাদের কাছে কাম্য মরণও দুর্লভ হয়ে ওঠে ।

১৪. প্রেয়ো মিত্রং বন্ধুতা বা সমগ্রা সর্বে কামাঃ শেবধির্জীবিতং বা ।
স্ত্রীণাং ভর্তা ধর্মদারাশ্চ পুংসামিত্যন্যোন্যম্...... ॥
স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী আর পুরুষের পক্ষে ধর্মপত্নী তার প্রিয়তম মিত্র, সমগ্র আত্মীয়জনের সমষ্টি, সকল কামনার বস্তু, পরম নিধি অথবা জীবনস্বরূপ ।

১৫ নৈসর্গিকী সুরভিণঃ কুসুমস্য সিদ্ধা মূর্ধ্নি স্থিতি র্ন মুসলৈরবতাড়নানি ।
সুগন্ধি ফুলকে মস্তকে স্থাপনা করাটাই স্বাভাবিক বলে লোকে জানে । (কিন্তু) তাকে মুগুর দিয়ে পেষণ করা (সঙ্গত) হয় না ।

১৬. প্রাণানাং তু পরিত্যাগে সন্তাপোপশমঃ ফলম্ ।
প্রাণত্যাগ করলে অবশ্যই সন্তাপের উপশম হবে ।

অনিমা সাহা

কুশীলব

পুরুষ চরিত্র

দেবরাত—বিদর্ভরাজের মন্ত্রী, মাধবের পিতা
মাধব—দেবরাতের পুত্র, নায়ক
মকরন্দ—মাধবের মিত্র
ভূরিবসু—পদ্মাবতীশ্বরের মন্ত্রী
নন্দন—পদ্মাবতীশ্বরের নর্মসচিব
কলহংসক—মাধবের ভৃত্য
অঘোরঘণ্ট—বামাচারী কাপালিক

স্ত্রী-চরিত্র

মালতী—পদ্মাবতীশ্বরের মন্ত্রী ভূরিবসুর কন্যা, নায়িকা
মদয়ন্তিকা—পদ্মাবতীশ্বরের নর্মসচিব নন্দনের ভগিনী,
মালতীর প্রিয় সখী
কামন্দকী—বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী, যোগিনী
সৌদামিনী—কামন্দকীর পূর্বশিষ্যা, যোগিনী
কপালকুণ্ডলা—অঘোরঘণ্টের শিষ্যা, কাপালিকী
অবলোকিতা—কামন্দকীর শিষ্যা
বুদ্ধরক্ষিতা—কামন্দকীর শিষ্যা
লবঙ্গিকা—মালতীর ধাত্রীকন্যা, সখী
মন্দারিকা—কলহংসকের প্রণয়িনী, বৌদ্ধমঠের সেবিকা

মালতীমাধব

প্রথম অংক

শূলপাণির তাণ্ডবনাচের সময় নন্দী হাত দিয়ে আঘাত করলেন মৃদঙ্গে, সেই শব্দে ছুটে এল কার্তিকেয়ের ময়ূর, (তারই) ভয়ে নাগরাজ (বাসুকি) শরীর সংকুচিত করে সানন্দে ঢুকে পড়লেন গণেশের নাকের গর্তে, তিনি (ভয়ে) চীৎকার করে (যেই) নাড়া দিলেন তাঁর মুখখানি, দুই গণ্ড থেকে উড়ে গেল এক ঝাঁক ভ্রমর—শব্দে মুখরিত হল দিঙ্‌মণ্ডল; বিনায়কের এই বদনমণ্ডলের কম্পন চিরকাল আপনাদের রক্ষা করুক ॥ ১ ॥

আরও

চূড়ায় জড়ানো মালার নরকপালগুলিকে ভরে দিয়ে মন্দাকিনীর ধারা উপচে গড়িয়ে পড়ছে যে জটাজালে, যার দীপ্তি মিশে গিয়েছে বিদ্যুতের মতো (পিঙ্গল) ললাটনয়নপুটের[১] জ্যোতিতে, যে জটায় (শোভিত) মনোজ্ঞ চন্দ্রকলাটিকে দেখে সন্দেহ জাগে 'একি কোমল কেতকীর অগ্রভাগ?' (আর) ফুলমালার মতো ভুজঙ্গলতা বলয়াকারে বেঁধে রেখেছে যার জটগুলিকে—মহাদেবের সেই জটাজাল আপনাদের রক্ষা করুক ॥ ২ ॥

(নান্দীর পর)

সূত্রধার- বেশি বাহুল্যের দরকার নেই।

(সামনে তাকিয়ে) আহা! সমস্ত ভুবনদীপগুলির উদ্ভাসক সূর্যদেব প্রায় সম্পূর্ণরূপেই উঠে পড়েছেন, তাহলে তাঁর আরাধনা করি।

(প্রণাম করে) হে বিশ্বমূর্তে[২]! আপনি মঙ্গলময় তেজের আধার, হে দ্যুতিমান দেবতা! আমার প্রতি প্রসন্ন হ'ন, আর যে সম্পদ গৌরব ও দায়িত্বের আশ্রয়[৩] সেই সম্পদ আমাকে প্রচুর পরিমাণে দান করুন। হে জগৎপতি! আপনার প্রতি প্রণত আমাতে যে যে পাপ আছে তাদের বিনাশ করুন, হে ঐশ্বর্যের আধার! প্রভূত মঙ্গলের জন্যে আমাকে অপাপবিদ্ধ কল্যাণ বিতরণ করুন ॥ ৩ ॥

(সাজঘরের দিকে তাকিয়ে) মারিষ[৪]! রঙ্গগৃহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলি ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে আর ভগবান কালপ্রিয়নাথের উৎসব উপলক্ষে দিগ্‌-দিগন্তবাসী অনেক সজ্জন সমবেত হয়েছেন। বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী আমাকে আদেশ করেছেন 'কোনো নূতন প্রকরণের[৫] অভিনয় করে আমাদের আনন্দ বিতরণ করো।' তাহলে নটেরা উদাসীন কেন?

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারিপার্শ্বিক—মান্যবর! দর্শকেরা যেসব গুণযুক্ত প্রবন্ধের নির্দেশ করেছেন তেমন কোনো প্রবন্ধ তো (আমার) জানা নেই।

সূত্রধার—মারিষ! সদাচারসম্পন্ন, সুপণ্ডিত, মাননীয় ও মহিমময় ব্রাহ্মণেরা যেসব গুণের নির্দেশ করেছেন সেগুলি কী কী?

নট—নানারসের বহুলপ্রয়োগে অভিনয় ভাবগম্ভীর হবে, আচার-ব্যবহারগুলি সৌহার্দপূর্ণ হওয়ায় রমণীয় হবে, দৃপ্ত আচরণ অনুরাগসঞ্চারে সহায়তা করবে, কাহিনী

আশ্চর্যজনক হবে ও বাগ্‌বিন্যাসে বৈদগ্ধ্য ফুটে উঠবে ॥ ৪ ॥

সূত্রধার–তাহলে, মনে পড়েছে।

নট–মহাশয়, কী মনে পড়েছে!

সূত্রধার–দাক্ষিণাত্যে বিদর্ভদেশে পদ্মপুর নামে এক নগর আছে। সেখানে তৈত্তিরীয় শাখী, কাশ্যপগোত্রীয়, চরণগুরু[৬], পঙ্‌ক্তিপাবন[৭], পঞ্চাগ্নিক[৮], ব্রতী, সোমপায়ী[৯] উদুম্বর এই বংশনামে পরিচিত, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন। সেই বৈদিক-ব্রাহ্মণেরা তত্ত্বের সুষ্ঠু নির্ধারণের জন্যে প্রচুর নিত্য (আগমাদি) শাস্ত্রের, যাগযজ্ঞ আর খনন প্রভৃতি লোকহিতকর কাজের জন্যে ধনের, সন্তানের জন্যে পত্নীর[১০] ও তপস্যার জন্যে দীর্ঘ আয়ুর আদর করতেন ॥ ৫ ॥

প্রখ্যাত সেই বংশে জাত, পূজনীয় ও খ্যাতনামা গোপালভট্টের পৌত্র, পুণ্যকীর্তি নীলকণ্ঠ ও জাতুকর্ণীর পুত্র, ভট্ট শ্রীকণ্ঠ-উপাধিভূষিত, ভবভূতি নামে পরিচিত কবি[১১] নটসম্প্রদায়ের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতিবশে তাঁর নিজের এক প্রবন্ধ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন–এতে এই ধরণের প্রায় সব গুণগুলিই প্রচুর পরিমাণে আছে। যার সম্পর্কে সুপ্রযুক্তভাবে) এই রকমের উক্তি করা হয়েছে–

যাঁরা আমার এই রচনায় অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তাঁরা হয়তো কিছু জানেন, তাঁদের জন্যে এই প্রয়াস নয়, আমারই সমধর্মী হয়তো কেউ জন্মাবেন (বা) আছেন (তাঁর জন্যেই এই প্রয়াস); এই কাল তো অনন্ত, পৃথিবীও সুবিশাল ॥ ৬ ॥

আরও

বেদ পাঠ করেছেন, বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগদর্শনে জ্ঞান আছে, এ রকম বলাতে কি আসে যায়? তা থেকে নাটকের তো কিছু উৎকর্ষ হয় না; যদি বাক্যে প্রৌঢ়তা, উদারতা[১২] আর অর্থগৌরব থাকে তবে তাই পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার পরিচায়ক হবে ॥ ৭ ॥

কাজেই প্রিয়বন্ধু, মাননীয় ভবভূতি তাঁর নিজের রচিত মালতীমাধব নামে যে প্রকরণটি[১৩] আমাদের দিয়েছেন সেটিই ভগবান কালপ্রিয়নাথের সামনে অভিনয় করে দেখাতে যত্নবান্‌ হয়েছি। অতএব নটেরা সকলে সঙ্গীত-প্রয়োগে[১৪] আমার প্রচেষ্টাকে সফল করতে প্রবৃত্ত হন।

নট–(স্মরণ করে) হ্যাঁ ঠিক কথা, আপনার আদেশই পালন করছি। কিন্তু যে ভূমিকায় যাকে মানাবে আপনি সেইভাবেই সকলকে শিখিয়েছেন। বৃদ্ধা বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী কামন্দকীর প্রথম ভূমিকাটি শ্রদ্ধেয় আপনিই পাঠ করেছেন আর আমি তাঁর শিষ্যা অবলোকিতার (ভূমিকা পাঠ করেছি)।

সূত্রধার–তারপরে কি?

নট–তারপরে প্রকরণের নায়ক ও মালতীর প্রিয়তম মাধবের ভূমিকা গ্রহণ কেমন করে হবে?

সূত্রধার–মকরন্দ ও কলহংসকের প্রবেশের সময়ে তার ঠিক মতন ব্যবস্থা করে রেখেছি।

নট–তবে প্রকরণটির অভিনয় করেই মাননীয় সভাসদ্‌বর্গের সম্বর্ধনা করি।

সূত্রধার–সেই ভালো, এই আমি কামন্দকী সাজলাম।

নট–আমিও অবলোকিতা সাজছি।

॥ প্রস্তাবনা ॥[১৫]

(রক্তবর্ণপরিচ্ছদে কামন্দকী ও অবলোকিতার পুনঃপ্রবেশ)

কামন্দকী—বৎস অবলোকিতা !

অবলোকিতা—আদেশ করুন ভগবতী।

কামন্দকী—ভূরিবসু ও দেবরাতের সন্তান কল্যাণভাজন মালতী ও মাধবের অভিলষিত বিবাহ হবে তো ?

(বাঁ চোখের স্পন্দন[১৬] অভিনয় করে সানন্দে)

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই যেন চোখ কেঁপে উঠে শুভ সূচনা করছে—বাম হলেও সে দাক্ষিণ্য (আনুকূল্য) প্রকাশ করছে[১৭] ॥ ৮ ॥

অবলোকিতা—এ আপনার অত্যন্ত মানসিক চাঞ্চল্য। জীর্ণ ভিক্ষুবাস আপনার পরিধেয় আর ভিক্ষালব্ধ অন্নে আপনি জীবনধারণ করেন, সেই আপনাকে অমাত্য ভূরিবসু যে এ রকম পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করেছেন আর আপনিও সাংসারিক বাধাবিঘ্ন থেকে মুক্ত হয়েও নিজেকে সে কাজে নিযুক্ত করেছেন—এ বড়ই আশ্চর্যের কথা।

কামন্দকী—বাছা, এমন বলো না।

পূজনীয় (ভূরিবসু) যে আমাকে কর্তব্যকাজে নিযুক্ত করেছেন এ স্নেহের ফল ও প্রত্যয়ের[১৮] পরাকাষ্ঠা। কাজেই আমার প্রাণ অথবা তপস্যার দ্বারাও যদি বন্ধুর অভীষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে পারি তবে তা অবশ্যই করতে হবে ॥ ৯ ॥

বাছা, তুমি কি জান না যে, বিদ্যালাভের জন্যে নানাদিগন্তবাসী আমাদের একই স্থানে মিলন হয়েছিল। তখন আমার ও সৌদামিনীর সামনে এই ভূরিবসু ও দেবরাত এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে 'অবশ্যই আমরা সন্তানদের (বিবাহের) সম্বন্ধ করবো।' কাজেই এখন দেবরাত বিদর্ভরাজের মন্ত্রী হয়ে পুত্র মাধবকে ন্যায়শাস্ত্র পড়বার জন্যে কুণ্ডিনপুর থেকে পদ্মাবতীতে পাঠিয়ে ভালোই করেছেন।

এর দ্বারা সন্তানদের বিবাহের প্রতিজ্ঞা প্রিয়বন্ধুকে মনে করিয়ে দেওয়া হল আর (এ বিষয়ে) আগ্রহ জাগানোর জন্যে পুত্র যে অনন্যসাধারণ গুণযুক্ত তাও প্রকাশিত হল ॥ ১০ ॥

অবলোকিতা—তবে মন্ত্রী নিজেই কেন মালতীকে মাধবের হাতে অর্পণ করেন না ? আর কিনা আপনাকে তাড়াতাড়ি গোপন বিবাহ ঘটাতে অনুরোধ করছেন ?

কামন্দকী—রাজার নর্মসুহৃদ নন্দন রাজাকে দিয়ে তাকে (মালতীকে) প্রার্থনা করছেন, সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান অসন্তোষের কারণ হবে, কাজেই এই উপায়টি মঙ্গলজনক ॥ ১১ ॥

অবলোকিতা—কি আশ্চর্য ! ঔদাসীন্য থেকে মনে হচ্ছে যে অমাত্য মাধবের নামটুকুও জানেন না।

কামন্দকী—আরে বাছা, ওটা তো তিনি চেপে যাচ্ছেন।

বয়স অল্প বলে সেই মাধব ও মালতী (পরস্পরের) অনুরাগ প্রকাশ করে ফেলেছে, অমাত্য যে তা জানতে পেরেছেন তা তাদের কাছে গোপন করাই তাঁর একান্ত কর্তব্য ॥ ১২ ॥

আরও,

স্নেহের পাত্র এই দুজনের অনুরাগের কথা প্রায় সকলেই জেনেছেন, এতে রাজা ও

নন্দনকে ভুল বোঝানো যাবে ; কাজেই এ তো আমাদের ভালোই হয়েছে ॥ ১৩ ॥

দেখো,

অদ্বিতীয় বিদ্বান্‌ বাইরে সবরকমে অতি রমণীয় ব্যবহার করেন আর যা থেকে অন্যের মনে প্রতিকূল তর্ক জাগতে পারে এমন সঙ্কেতর সূত্রগুলিকে আচ্ছাদিত করেন ; ছলনায় সবাইকে ভুলিয়ে (নিজে) উদাসীন থেকে আপন কাজ হাসিল করেন, নিজে কিন্তু নীরব থাকেন ॥ ১৪ ॥

অবলোকিতা—আমিও আপনার আদেশ মতো নানান্‌ কথার ছলে মাধবকে ভূরিবসুর বাড়ির কাছের রাজপথে চলাফেরা করাচ্ছি।

কামন্দকী—মালতীর ধাত্রীকন্যা লবঙ্গিকা এরকম বলেছে—

বাড়ির চিলেকোঠার উঁচু জানালায় বসেছিলেন মালতী, কাছের রাজপথে বার বার আসা-যাওয়া করছিলেন মাধব, মালতী তাঁকে বারে বারে দেখে নবীনরূপে আবির্ভূত মদনকে দেখে রতি যেমন উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন তেমনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, অবসাদগ্রস্ত অঙ্গে তিনি বেদনা অনুভব করছেন ॥ ১৫ ॥

অবলোকিতা—ঠিকই বলেছেন। মালতীও উৎকণ্ঠা দূর করার জন্যে মাধবের প্রতিকৃতি এঁকেছেন, সেটি আবার আজ লবঙ্গিকা মন্দারিকার হাতে রেখে এসেছে।

কামন্দকী—(চিন্তা করে) লবঙ্গিকা ভালোই করেছে, কারণ মাধবের অনুচর কলহংসক সেই বৌদ্ধমঠের সেবিকা মন্দারিকাকে প্রার্থনা করে, কাজেই এই উপায়ে[১৯] প্রতিকৃতিটি (আমাদের) উদ্দেশ্যসিদ্ধির সূত্রপাত[২০] হয়ে মাধবের কাছে উপস্থিত হবে—এই অভিপ্রায়।

অবলোকিতা—আজ সকালে আমি মাধবের কৌতূহল জাগিয়ে তাঁকেও যেখানে মদন-মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে, সেই মদনোদ্যানে পাঠিয়েছি। শুনেছি সেখানে মালতী যাবেন। কাজেই পরস্পরের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

কামন্দকী—বাছা, তুমি খুবই ভালো করেছ, আমার প্রিয় বিষয়ে তোমার এই আগ্রহ, আমার আগের শিষ্যা সৌদামিনীকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

অবলোকিতা—ভগবতী ! সেই সৌদামিনী এখন বিস্ময়কর মন্ত্রসিদ্ধির শক্তি লাভ করে শ্রীপর্বতে কাপালিকের ব্রত ধারণ করেছে।

কামন্দকী—এ খবর কার কাছে শুনলে ?

অবলোকিতা—এই মহানগরে মহাশ্মশানভূমিতে করালা নামে চামুণ্ডা আছেন।

কামন্দকী—(তা) আছেন, সাহসিকদের (নরবলিদাতাদের) মধ্যে প্রবাদ আছে যে, নানা রকমের প্রাণীর বলি এঁর প্রিয়।

অবলোকিতা—অঘোরঘণ্ট নামে নিশাচর এক কাপালিক সাধক শ্রীপর্বত থেকে এসে (শ্মশানের) কাছেই বনে বাস করেন ; কপালকুণ্ডলা নামে তাঁর মহাশক্তি-সম্পন্না এক শিষ্যা প্রতিসন্ধ্যায় সেখানে আসেন। তাঁর কাছ থেকেই এই খবর জেনেছি।

কামন্দকী—সৌদামিনীর পক্ষে সবই সম্ভব।

অবলোকিতা—এ প্রসঙ্গ এখানেই থাক। ভগবতী ! মাধবের সেই সঙ্গী বাল্যবন্ধু মকরন্দ যদি নন্দনের বোন মদয়ন্তিকাকে বিয়ে করে তবে তাও মাধবের আরেকটি প্রিয় কাজ সম্পাদন করা হবে।

কামন্দকী—আমি এ ব্যাপারে তার প্রিয়সখী বুদ্ধরক্ষিতাকে এর মধ্যেই লাগিয়েছি।
অবলোকিতা—আপনি ভালোই করেছেন।
কামন্দকী—(চিন্তা করে) তাহলে ওঠো। মাধবের খবর নিয়ে মালতীর কাছেই যাই।
(দুজনেই উঠলেন)
(চিন্তা করে) মালতীর স্বভাব খুবই উদার। কাজেই নিপুণভাবে নিসৃষ্টার্থ-দূতীর[21] পন্থা নিতে হবে।
শরতের জ্যোৎস্না যেমন পূর্ণপ্রস্ফুটিত, মনোজ্ঞ কুমুদকে প্রফুল্ল করে, তেমনি কল্যাণী মালতী সদ্বংশজাত, গুণবান মাধবকে সর্বপ্রকারে আনন্দিত করুক, সেই যুবা কৃতার্থ হোক। আর উৎকৃষ্ট ও পরস্পরের অনুরূপ গুণগরিমা সৃজনে নিপুণ বিধাতার কার্য সফল ও মনোজ্ঞ হোক ॥ ১৬ ॥
(কামন্দকী ও অবলোকিতার প্রস্থান)
॥ বিষ্কম্ভক ॥
(চিত্রফলকের উপহার নিয়ে কলহংসকের প্রবেশ)
কলহংসক—কামদেবের গর্বখর্বকারী[22] রূপের ছটায় যিনি মালতীর ধৈর্য বিলোপ করেছেন সেই প্রভু মাধবকে কোথায় দেখতে পাই ?
(পাদচারণা করে) পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি ; এই উদ্যানে অল্পক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে মকরন্দের আনন্দকারী প্রভু মাধবকে দেখব। (প্রবেশ করে উপবেশন)
(মকরন্দের প্রবেশ)
মকরন্দ—অবলোকিতা বলেছিল মাধব মদনোদ্যানে গিয়েছেন। তাহলে (আমিও) সেখানে যাই।
(পাদচারণা করে দেখতে পেয়ে) কী ভাগ্য ! বন্ধুবর এদিকেই আসছেন।
(ভালো করে দেখে)
কিন্তু তার গতি ধীর, চাহনি শূন্য, শরীর সৌষ্ঠবহীন, দীর্ঘশ্বাস অত্যধিক—এসব কী কারণে ? অথবা এ ছাড়া আর কী হতে পারে ? কন্দর্পের আজ্ঞা জগতে (অপ্রতিহতভাবে) বিচরণ করছে, যৌবন বিকার জন্মিয়ে থাকে, আর সেইসব সুন্দর ও মধুর ভাবানুভূতিগুলিও ধৈর্যকে নষ্ট করে থাকে ॥ ১৭ ॥
(মদনবিকারগ্রস্ত মাধবের প্রবেশ)
মাধব—সেই চন্দ্রমুখীকে বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করে অসময়েই কর্তব্যবিমূঢ় আমার মন লজ্জাকে জয় করে, বিনয়কে ত্যাগ করে, ধৈর্যকে মথিত করে অতি কষ্টে নিবৃত্ত হচ্ছে ॥ ১৮ ॥
কী আশ্চর্য ! আমার যে হৃদয় তাঁর কাছে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছিল, (তাই) অন্য সব অনুভূতি (তা থেকে) অন্তর্হিত হয়েছিল, যা (শুধু) যেন অমৃতসাগরে ভেসে আনন্দে অবশ হয়েছিল, আমার সে হৃদয়ই এখন ঠিক যেন অঙ্গারস্পৃষ্টের মতন যন্ত্রণা অনুভব করছে ॥ ১৯ ॥
মকরন্দ—(এগিয়ে এসে) বন্ধু মাধব ! এদিকে এদিকে।
মাধব—(পাদচারণা করে) একী, আমার প্রিয়বয়স্য মকরন্দ !
মকরন্দ—সখা মাধব ! মধ্যগগনে সূর্যদেব কিরণ ঢালছেন। তাহলে এই উদ্যানে কিছুক্ষণ বসি।

মাধব–তা প্রিয় বয়স্যের যেমন ইচ্ছে (তাই হোক)। (দুজনেই পাদচারণা করলেন)।

কলহংসক–(দেখতে পেয়ে) এ যে দেখছি প্রভু মাধব মকরন্দের[২৩] সঙ্গে এই তরুণ বকুলের উদ্যানটিকেই অলংকৃত করছেন। তবে মদনবেদনায় ব্যথিত মালতীর নয়নের প্রীতিকর তাঁর নিজের প্রতিকৃতিটা দেখাই। না, থাক তবে, কিছুক্ষণ বিশ্রামসুখ অনুভব করুন।

মকরন্দ–তাহলে ফোটা ফুলের কেশর নির্যাসের[২৪] শীতল সুবাসে সুরভিত এই উদ্যানের কাঞ্চনার[২৫] গাছটার নিচেই বসি।

(দুজনে গাছের তলায় বসলেন)

মকরন্দ–বয়স্য মাধব ! সমস্ত নগরবাসিনী রমণীদের অনুষ্ঠিত মহোৎসবে মনোহর হয়ে উঠেছিল যে মদনোদ্যান সেই মদনোদ্যানে গিয়ে ফিরে আসার পর আজই তোমাকে যেন অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে। তবে কি তুমি কিছুটা মদনবাণের লক্ষ্য হয়েছ ?

(মাধব সলজ্জভাবে মুখ অবনত করে রইলেন)

মকরন্দ–(হেসে) তবে কেন তোমার সুন্দর মুখপদ্ম অবনত করে রইলে ? দেখো রজোগুণ আর তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে অন্য যে সব প্রাণী, (এমন কি) বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আর মহেশ্বরেও যাঁর আচরণ সমান, ইনিই সেই মনোভব, যাঁর ক্ষমতা সুপ্রসিদ্ধ। (কাজেই) লজ্জার বশে তুমি যেন নিজেকে কিছুমাত্র গোপন কোরো না ॥ ২০ ॥

মাধব–বয়স্য ! (তোমাকে) না বলার কী আছে ? শোনো তবে বলি, অবলোকিতার কথায় কৌতূহলী হয়ে কামদেবের মন্দিরে গিয়েছিলাম। সেখানে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়িয়ে দেখে-শুনে ক্লান্ত হয়ে ঐ মন্দির-প্রাঙ্গণেই একটি তরুণ বকুলের আলবালের ধারে বসলাম; মদিরার সুরভির মতো মধুর সুবাস ছড়িয়ে পড়ছিল–তাইতে আকৃষ্ট ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর বকুলের রাশি রাশি কলিকাগুলি পরিব্যাপ্ত ও কম্পিত করছিল– (ভ্রমর পরিব্যাপ্ত) কলিকাশ্রেণীর আভরণে রমণীয় হয়েছিল ছোট্ট বকুলগাছটি। তা থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে ঝরে পড়া ফুলগুলিকে ইচ্ছা মতন কুড়িয়ে নিয়ে সুনিপুণ রচনায় মনোহর এক মালিকা গাঁথতে শুরু করি। তারপর সেখানে অন্তর্গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন কোনো এক কন্যা, যেন মকরকেতু মদনের চলমান ভুবনবিজয়বৈজয়ন্তিকা, তাঁর উজ্জ্বল, অভিজাত, মনোহর বেশভূষা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি কুমারী, স্বভাব তাঁর অতি ধীর, আর তাঁর সঙ্গে ছিল অত্যন্ত উদার-স্বভাব পরিজনবর্গ।

তিনি রমণীয়তা-নিধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অথবা সৌন্দর্যরাশির সারাংশসমূহের আধার। হে সখা, নিশ্চয় চন্দ্র, সুধা, মৃণাল, জ্যোৎস্না প্রভৃতিই তাঁর (উপাদান) কারণ আর (স্বয়ং) মদন তাঁর স্রষ্টা ॥ ২১ ॥

তারপরে অজস্র কুসুমরাশির চয়নলীলায় অভিলাষিণী স্নেহশীলা অনুচরীদের অনুরোধে তিনি ঐ বকুলগাছেরই কাছে এলেন। কোনো এক মহাভাগ্যবান পুরুষে বহুদিন ধরে সঞ্চিত মদনব্যথার বিকার তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করলাম। কারণ তাঁর অঙ্গ দলিত মৃণালের মতো ম্লান, পরিজনদের অনুরোধে অতি কষ্টে তিনি কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছেন আর সদ্যোচ্ছিন্ন হাতির দাঁতের টুকরোর মতো পাণ্ডুর (তাঁর) কপোল কলঙ্কশূন্য চাঁদের শোভা ধারণ করেছে ॥ ২২ ॥

আর প্রথম দেখার পর থেকেই তিনি আমার চোখে অমৃতময়ী কজ্জলশলাকার মতো নিরতিশয় আনন্দ উৎপাদন করছেন, চুম্বকশলাকা যেমন লৌহধাতুকে আকর্ষণ করে, তেমনি আমার অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট করেছেন। বেশি আর কী বলব! একটার পর একটা সন্তাপের মহাবিপদে পড়বে বলেই (আমার) চিত্ত অকারণেই তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছে। সর্বশক্তিমতী ভগবতী ভবিতব্যতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণীদের শুভ ও অশুভ বিধান করে থাকেন ॥ ২৩ ॥

মকরন্দ—বয়স্য মাধব! স্নেহ অথচ নিমিত্তসাপেক্ষ এ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ। দেখো—

আভ্যন্তরীণ কোনো এক (অনির্বচনীয়) কারণ পদার্থগুলিকে (পরস্পর) সংশ্লিষ্ট করে। প্রীতি কখনও বহিরঙ্গ নিমিত্তকে আশ্রয় করে না। (যেমন দেখা যায়) সূর্যোদয়ে পদ্মফুল ফুটে ওঠে আর শীতলকিরণ চাঁদ উঠলে চন্দ্রকান্তমণি থেকে জল ঝরতে থাকে[২৬] ॥ ২৪ ॥

তারপর কী হল?

মাধব—তারপর সেই অবসরে

পরস্পরের মনের ভাব বুঝে নিতে সুনিপুণা তাঁর সখীরা ভ্রূবিলাসের সঙ্গে 'ইনিই সে ব্যক্তি' এই কথা বলে যেন পূর্বপরিচিত আমাকে চিনতে পেরেছেন এই ভাবে মৃদু হাসির সুধায় মধুর কটাক্ষ হানলেন ॥ ২৫ ॥

মকরন্দ—(স্বগত) চিনতে পারাটা কেমন করে সম্ভব হল?

মাধব—তারপরে লীলাভরে তাঁরা ফিরে গেলেন—তখন করকমলে উত্তাল তালি দেওয়ায় কাঁকনগুলি চঞ্চল হয়ে উঠল। আর সচকিত মত্ত মরালের গতির মতো মনোজ্ঞ পদসঞ্চারে রুনুঝুনু শব্দকারী নূপুরের মধুর নিক্বণের সঙ্গে মিশে কাঞ্চীদামের কিঙ্কিণিগুলির শিঞ্জন মুখর করে দিল তাদের চলা। ফিরে গিয়ে (তাঁরা) বললেন—'ভর্তৃদারিকা! ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন। কারণ এখানেই কারো[২৭] কোনো একজন রয়েছেন।' আর অঙ্গুলীদলের মধুর ভঙ্গিমায় আমাকে দেখিয়ে দিলেন।

মকরন্দ—(স্বগত) আহা! এ তো দেখছি এক নিবিড় পূর্বরাগের সঞ্চার।

কলহংসক—(শুনে) আরে, এ যে দেখছি রমণীজনের সম্পর্কে একটানা সরস ও রমণীয় কথাবার্তা চলেছে।

মকরন্দ—তারপর? তারপর?

মাধব—সেই সময় (সে) কমলানয়নার বিভ্রমময়, অনেকানেক সাত্ত্বিকবিকারময়, ধৈর্যনাশক, সর্বত্রজয়ী সে কী এক (অপূর্ব) মন্মথবিষয়ক উপদেশনৈপুণ্য আবির্ভূত হল—বাকশক্তির অতীত তার বৈচিত্র্য ॥ ২৬ ॥

আর তারপরে

যে দৃষ্টি কোমল ও অর্ধনিমীলিত (অথচ দেখবার আগ্রহে) যার প্রান্তভাগ বিস্তৃত হচ্ছিল, যা ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল ও যাতে ভ্রূলতা উন্নমিত হচ্ছিল আর প্রতিবার দৃষ্টিপাতেই যা (লজ্জায়) ঈষৎ কুণ্ঠিত হচ্ছিল, আমি নানাভাবে সেই দৃষ্টির[২৮] পাত্র হলাম ॥ ২৭ ॥

সে পক্ষ্মলাক্ষী[২৯] সুন্দরীর (লজ্জাবশতঃ) ধীরে ধীরে আবর্তিত সুন্দর, স্নিগ্ধ, নিষ্পন্দ ও মন্থর আর যাতে অন্তরে বিকশিত অত্যন্ত বিস্ময়ে (চোখের) তারা

উৎফুল্ল হচ্ছিল এমনি সব কটাক্ষ আমার অরক্ষিত হৃদয়কে অপহৃত, মথিত, পীত ও উন্মূলিত করল ॥ ২৮ ॥

এইভাবে সর্বপ্রকারে মনোমোহকারিণী সে রমণীর যে অনুরাগপূর্ণ অভিপ্রায়টি অনুমান করেছিলাম তাতে একেবারে বশীভূত হলেও নিজের চাঞ্চল্য গোপন করার ইচ্ছায় আগেই গাঁথতে শুরু করেছিলাম যে বকুলমালা কোনোমতে তার বাকি অংশ গেঁথে ফেললাম। তারপর সেই চন্দ্রমুখী এক গজবধূর পিঠে উঠে নগরে যাবার পথটি অলংকৃত করলেন—সঙ্গে চলল তাঁর পরিজনবর্গ যাদের মধ্যে বেত্র আর শস্ত্র হাতে বর্ষবরপুরুষেরাই ছিলেন প্রধান। আর সেই সময়—

যেতে যেতে বার বার ঘাড় ফেরাচ্ছিলেন, তাইতে মুখমণ্ডল যেন বৃন্তে আবর্তিত পদ্মের মতো শোভা পাচ্ছিল, আর সে সুন্দরী যেন অমৃত ও বিষমাখানো কটাক্ষ গভীরভাবে বিদ্ধ করলেন আমার হৃদয়ে ॥ ২৯ ॥

সেই থেকে যার ইয়ত্তা নির্দেশ করা যায় না, যা সকল বাক্যের অবিষয়, আর এই জন্মে আগে কখনো যা অনুভূত হয় নি, বিবেক বিনষ্ট হওয়ায় আভির্ভূত মহা-মোহে যা গহন, এমন কী এক (অনির্বচনীয়) বিকার আমার অন্তরকে বিকল করছে ও সন্তপ্ত করছে ॥ ॥ ৩০ ॥

আর

সামনেই যে বস্তু আছে তারও স্বরূপ বুঝতে পারছি না, খুবই পরিচিত বিষয়েও স্মরণ যথাযথ না হওয়ায় (মনে) অস্বস্তি হচ্ছে, হিমশীতল সরোবর বা চাঁদের কিরণেও সন্তাপ দূরে হচ্ছে না, আর অস্থির মন ঘুরে বেড়াচ্ছে ও অসম্ভব বস্তুকে কল্পনায় আঁকছে ॥ ৩১ ॥

কলহংসক—নিশ্চয়ই কেউ এঁকে খুবই টেনেছেন। তিনি কি তবে মালতী ?

মকরন্দ—(স্বগত) আশ্চর্য আসক্তি তো ! তাহলে কি বন্ধুকে বারণ করব ? অথবা

অনঙ্গ তোমাকে যেন মোহিত না করেন, তোমার বুদ্ধি যেন মলিনবিকারে আচ্ছন্ন না হয়—এই সব উপদেশ এর পক্ষে নিরর্থক, কারণ কামদেব তাঁর ধনুগুণে টান দিয়েছেন আর নবীনযৌবনও উপস্থিত ॥ ৩২ ॥

(প্রকাশ্যে) বন্ধু কি তাঁর বংশ ও নাম জানতে পেরেছে ?

মাধব—সখা ! শোনো, তারপরে তিনি যখন হস্তিনী আরোহণ করলেন তখনই বিরাট সখীদল থেকে তাঁদেরই একজন বারাঙ্গনা একটু দেরি করে, নবীন বকুলগাছটি থেকে ফুল তুলতে তুলতে (আমার) খুব কাছে এলেন আর প্রণাম করে ফলমালার ছল করে আমাকে এরকম বললেন· মহাশয় ! সুতোতে সুসংলগ্ন হওয়ায় আপনার এই পুষ্প-বিন্যাস (মালাগাঁথা) ভারি সুন্দর। আমাদের ভর্তৃদারিকা এর সম্পর্কে আগ্রহবতী হয়েছেন ; পুষ্প সম্বন্ধে তাঁর এই যে ব্যাপারটি (অর্থাৎ কৌতূহল) তা অভিনব ও বিচিত্র। কাজেই (আপনার) নিপুণতা চরিতার্থ হোক, মালাকরের (মালিকা) রচনার রমণীয়ত্ব সফল হোক, তাজা এই মালিকা ভর্তৃদারিকার কণ্ঠা-বলম্বনের দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করুক[৩৩]।

মকরন্দ—আহা, (কথার) কী নিপুণতা !

মাধব—আমি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন—ইনি অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা, নাম মালতী আর আমি তাঁর ধাত্রীর কন্যা ও অনুগ্রহের পাত্রী, লবঙ্গিকা আমার নাম।

কলহংসক—(সানন্দে) তবে কি মালতী ? কী সৌভাগ্য ! মদনদেব বেশ ভালো খেলাই খেলেছেন। তাহলে আমাদেরই জয় হল।

মকরন্দ—(স্বগত) অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা—এটাই তাঁর গৌরবের সীমা নয়। আরও, ভগবতী কামন্দকী 'মালতী মালতী' করেই আনন্দিত হন। কিন্তু গুজব শোনা যাচ্ছে, রাজা নাকি নন্দনের জন্যে এঁকে প্রার্থনা করেছেন।

মাধব—তাঁর বার বার অনুরোধে নিজের গলা থেকে বকুলমালাটি খুলে তাঁকে দিলাম। মালতীর মুখখানি দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম বলে মালাটি একদিকে উল্টো গাঁথা হয়েছিল ; তবু তাকেই সাদর দৃষ্টিতে প্রশংসা করতে করতে 'এ আপনার মহা অনুগ্রহ' এই বলে গ্রহণ করলেন। তারপর উৎসব ভাঙলে চলমান পুরবাসীদের বিরাট ভীড়ে তিনি অদৃশ্য হলেন—আমিও ফিরে এলাম।

মকরন্দ—বয়স্য ! মালতীরও অনুরাগ দেখা দিয়েছে—এ জমেছে ভালো। এর আগে কপোলের পাণ্ডুতা প্রভৃতি চিহ্ন থেকে তার মধ্যে যে গাঢ় অনুরাগের উৎপত্তি সূচিত হয়েছিল তাও যে তোমারই কারণে এ এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় যে তিনি বন্ধুকে আগে দেখলেন তা আমার জানা নেই। তাঁর মতো মহাভাগ্যবতী কুমারীরা মনে মনে একজনের অনুরাগী হয়ে অন্যজনকে অনুরাগদৃষ্টিতে দেখেন না। আরও (দেখো)—

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সখীদের সেই নিবেদন—'কারো কোনো একজন (এখানে আছেন)' আর ধাত্রীকন্যার সুচতুর কথাগুলিও তোমার প্রতি তাঁর যে আগে থেকেই অনুরাগ জন্মেছিল তারই সূচক ॥ ৩৩ ॥

কলহংসক—(উপস্থিত হয়ে) আর এইটি ? (ছবিটা দেখাল)

(মাধব ও মকরন্দ দুজনে দেখলেন)

মকরন্দ—কলহংসক ! মাধবের এই প্রতিকৃতি কে এঁকেছেন ?

কলহংসক—যিনি এঁর হৃদয় হরণ করেছেন।

মকরন্দ—তবে কি মালতী ?

কলহংসক—হ্যাঁ, তাই তো !

মাধব—বয়স্য মকরন্দ ! তোমার অনুমান তো প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে।

মকরন্দ—কলহংসক ! কার কাছে এটা পেলে ?

কলহংসক—আমি মন্দারিকার হাত থেকে (পেয়েছি) আর তিনি লবঙ্গিকার কাছে থেকে (পেয়েছেন)।

মকরন্দ—আর মাধবের ছবিতে মালতীর কী প্রয়োজন সে সম্বন্ধে মন্দারিকা কী বললেন ?

কলহংসক—বললেন উৎকণ্ঠা বিনোদনের জন্যেই প্রয়োজন।

মকরন্দ—বয়স্য মাধব। তুমি সব রকমে আশ্বস্ত হও।

সখা ! যিনি তোমার দুটি নয়নের কৌমুদীস্বরূপা, সম্বংশজাত তুমিও তাঁর অভিলাষের পাত্র বলে প্রিয়। কাজেই যে ব্যাপারে (স্বয়ং) বিধাতা ও মদন উদ্যোগী হয়েছেন সেই মিলন সম্বন্ধে, কোনো সংশয় নেই ॥ ৩৪ ॥

তাঁর রূপ দেখবার মতো আর সেটাই হল তোমার বিকারের হেতু, কাজেই এখানেই মালতীর ছবি এঁকে নাও।

মাধব—তা বন্ধুবরের যেমন অভিপ্রায় (তাই হবে)। তাহলে চিত্রফলক আর আঁকবার তুলি

নিয়ে এসো। (মকরন্দ এনে দিল)

মাধব—(আঁকতে আঁকতে) সখা মকরন্দ!

অশ্রুপ্রবাহ বার বার চোখের দৃষ্টি আবৃত করছে, মালতীর চিন্তাজনিত এক জড়তা আমার শরীরকে নিশ্চল করছে, আঁকতে শুরু করা মাত্র করতল ঘর্মাক্ত হচ্ছে আর অনবরত ভীষণ কাঁপনে আঙ্গুলগুলি চঞ্চল হচ্ছে, আমি কী করি ? ॥ ৩৫ ॥

তবুও চেষ্টা করছি। (অনেকক্ষণ ধরে এঁকে দেখালেন)

মকরন্দ—(ছবিটি ভালো করে দেখে) (মালতীতে) তোমার অনুরাগ উপযুক্তই বটে। (কৌতুকের সঙ্গে) এ কী, এরই মধ্যে একটা শ্লোক রচনা করে লিখে দিয়েছ! (পড়তে লাগলেন)

জগতে বিজয়ী নূতন চাঁদের কলা প্রভৃতি স্বভাবতঃ মধুর অন্য নানা পদার্থই আছে যারা মনকে মাতিয়ে তোলে, কিন্তু ভুবনে নেত্রজ্যোৎস্নাস্বরূপা এই রমণী যে আমার দৃষ্টিপথে এসেছেন তা-ই আমার জীবনে একমাত্র মহা আনন্দের ব্যাপার ॥ ৩৬ ॥

(তাড়াতাড়ি করে মন্দারিকার প্রবেশ)

মন্দারিকা—কলহংসক! তোমার পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে এসে তোমাকে পেলাম। (মাধব ও মকরন্দকে দেখে লজ্জিত হয়ে) এ কী! সেই মহানুভব ব্যক্তি দুজনেও দেখি এখানেই।

(এগিয়ে গিয়ে) প্রণাম হই।

উভয়ে—মন্দারিকা! এখানে বসো।

মন্দারিকা—(উপবেশন করে) কলহংসক! আমাকে চিত্রফলকটা এনে দাও।

কলহংসক—এই নাও।

মন্দারিকা—(ফলকটি দেখে) কলহংসক! কে কেনই বা এখানে মালতীর ছবি আঁকলেন ?

কলহংসক—তিনিই (এঁকেছেন), যাঁর ছবি যে কারণে মালতী এঁকেছিলেন।

মন্দারিকা—(সানন্দে) কী সৌভাগ্য! প্রজাপতির অলৌকিক জ্ঞান তার ফল দেখিয়েছে।

মকরন্দ—মন্দারিকা! এ বিষয়ে তোমার প্রিয়তম (কলহংসক) যা বলছে তা কি ঠিক ?

মন্দারিকা—মহাশয়! হ্যাঁ, (অবশ্যই) ঠিক।

মকরন্দ—আচ্ছা, মালতী তবে আগে কোথায় মাধবকে দেখেছিলেন ?

মন্দারিকা—লবঙ্গিকা বলেন জানালাতে গিয়ে (দেখেছেন)।

মকরন্দ—বন্ধুবর! অমাত্যভবনের কাছের পথ দিয়ে আমরা বহুবার চলাফেরা করে থাকি, কাজেই এ রকমটা হতে পারে।

মন্দারিকা—মহাশয়গণ আমাকে অনুমতি করুন, মদনদেবের এই অনুকূল আচরণ প্রিয়সখী লবঙ্গিকাকে জানাই।

মকরন্দ—এটাই তো তোমার পক্ষে উপযুক্ত অবকাশ।

(চিত্রফলক নিয়ে মন্দারিকার প্রস্থান)

মকরন্দ—বয়স্য! প্রখরকিরণ সূর্যদেব মধ্যাহ্নকাল অলংকৃত করছেন। তবে এসো, বাড়িতেই যাই।

(উঠে দুজনের পাদচারণা)

মাধব—আমার এ রকমই মনে হচ্ছে—

স্বেদজলের ধারা গড়িয়ে পড়ায় এখন মুগ্ধনয়নার কপোলের কুঙ্কুমগুলি প্রভাতে তাঁর বারবিলাসিনী পরিজনদের দ্বারা রচিত বিচিত্র অলকাতিলকার সেই নৈপুণ্য পরিত্যাগ করছে ॥ ৩৭ ॥

আরও

কলি থেকে ফুটে ওঠা কুন্দফুলের উন্মুক্ত অভ্যন্তর থেকে ঝরে পড়া পুষ্প-রসের গন্ধ তুমি বহন করে আনছ, হে পবন! ঈষৎ চঞ্চলনয়না অবনতাঙ্গী সেই কন্যাকে আলিঙ্গন করে আমার প্রতিটি অঙ্গ স্পর্শ করো ॥ ৩৮ ॥

মকরন্দ–(স্বগত)

হায়! (বায়ু-পিত্ত-কফের) বিকারময় পরিণতিবশত ভয়ংকর, অতি তীব্র, প্রতিকারহীন কটুপাকল রোগ যেমন সহসা কোমলদেহ হস্তিশাবককে পীড়িত করে তেমনি অপ্রতিহতগতি, অল্প সময়েই বিকারময় পরিণতি সাধনে তৎপর (কাজেই) অতি নিষ্ঠুর এই মদন সুকোমলদেহ মাধবকে কী ভাবেই না পীড়িত করছেন ॥ ৩৯ ॥

কাজেই এ অবস্থায় ভগবতী কামন্দকীই আমাদের রক্ষাকারিণী।

মকরন্দ (স্বগত) কী আশ্চর্য!

অনুরাগে বক্রভাবে আবর্তিত চক্ষুশোভিত ও প্রস্ফুটিত মনোহর স্বর্ণপদ্মের সদৃশ যাঁর মুখখানি তাঁকে আমি এ দিকে, সে দিকে, সামনে, পেছনে, অন্তরে, বাইরে, সর্বদিকেই বিরাজমান দেখছি ॥ ৪০ ॥

(প্রকাশ্যে) বয়স্য! দেখো না, এখন

কী এক অনির্বচনীয় নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক দেহসন্তাপ সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে, ঘোর মোহ [illegible] গুলির [illegible] গ্রহণশক্তি লোপ পাচ্ছে [illegible] বর্ধিত উদ্বেগ বহন করে [illegible] অস্থির হৃদয় অন্তর্জ্বালা [illegible] সেই মালতীময় হয়ে উঠছে ॥ ৪১ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ বকুলবীথি নামে প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(দুজন চেটীর প্রবেশ)

প্রথমা– ওলো! সঙ্গীতশালার কাছে শুধু তুমি আর অবলোকিতা এই দুজনে কী পরামর্শ করছিলে?

দ্বিতীয়া– সই! শুনলাম মাধবের প্রাণের বন্ধু সেই মকরন্দ মদনোদ্যানের ব্যাপার সবটাই ভগবতী (কামন্দকী)-কে জানিয়েছেন।

প্রথমা– তারপরে (কী হয়েছে)?

দ্বিতীয়া– তারপর ভর্তৃদারিকাকে দেখার ইচ্ছায় তাঁর খবর নেবার জন্যে ভগবতী অবলোকিতাকে পাঠিয়েছেন। আমিও তাকে বলেছি ‘ভর্তৃদারিকা শুধু লবঙ্গিকাকে নিয়ে দুজনে নির্জনস্থানে আছেন।’

প্রথমা—ওলো, লবঙ্গিকা তো 'বকুলফুল তুলব' এই বলে মদনোদ্যান থেকে এসেছিল না. তবে কি এখন ফিরেছে ?

দ্বিতীয়া—ফিরেছে বই কি ? সে ফিরতেই তার হাত ধরে ভর্তৃদারিকা উপরতলার অলিন্দে উঠে গিয়েছেন—পরিজনদের যেতে বারণ করা হয়েছে।

প্রথমা—নিশ্চয় সেই মহানুভব মাধবের কথা বলে আত্মবিনোদন করছেন।

দ্বিতীয়া—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) তাঁর আর ভরসা কোথায় ? আজকের এই বিশেষভাবে দেখার ফলে নিশ্চয়ই তাঁর (ভর্তৃদারিকার) অনুরাগ সীমা ছাড়িয়ে যাবে। অন্য-দিকে সকালবেলাতেই নন্দনের জন্যে মহারাজ ভর্তৃদারিকাকে প্রার্থনা করলে অমাত্য (তাঁকে) জানিয়েছেন।

প্রথমা—কী জানিয়েছেন ?

দ্বিতীয়া—'মহারাজ নিজকন্যাদের প্রভু' এই (জানিয়েছেন)। কাজেই মালতীর এই মাধবের প্রতি অনুরাগ আমরণ তাঁর হৃদয়ের শেল হয়ে থাকবে বলেই মনে হয়।

প্রথমা—ভগবতী (কামন্দকী) এ ব্যাপারে কোনো অলৌকিক শক্তি দেখাবেন না কি ?

দ্বিতীয়া—ওলো অসম্ভবের অভিলাষিণী ! এসো (আমরা যাই)।

(পাদচারণা করে দুজনেরই প্রস্থান)

॥ প্রবেশক ॥

(উৎকণ্ঠিতা মালতী ও লবঙ্গিকাকে বসে থাকতে দেখা গেল)

মালতী—সই ! আচ্ছা, তারপরে (কী হল) ?

লবঙ্গিকা—তারপরে সেই মহানুভব আমাকে এই বকুলমালাটি এনে দিলেন। (মালতীর হাতে মালাটি দিল)

মালতী—(মালাটি নিয়ে সানন্দে দেখে) সই ! মালাটি তো একদিকে উল্টো গাঁথা হয়েছে।

লবঙ্গিতা—তা এ সৌন্দর্যহানির জন্যে তুমিই তো দায়ী।

মালতী—কেমন করে ?

লবঙ্গিকা—কারণ সে দূর্বাশ্যামল লোকটিকে তুমিই না অমন বিবশ করেছিলে।

মালতী—প্রিয় সই লবঙ্গিকা ! সবরকমে আশ্বাস দেওয়াই তোমার অভ্যেস।

লবঙ্গিকা—সই ! এখানে আশ্বাস দেওয়ার অভ্যেসটা আবার কোথা থেকে এল ? বেশ, তবে বলি, আগে থেকেই যে বকুলমালাটি গাঁথতে শুরু করেছিলেন সেটিকে গাঁথবার ছল করে সংযত করলেও জোর করেই (তোমার দিকে) প্রসারিত হচ্ছিল মৃদু হাওয়ায় দুলে ওঠা ফোটা শ্বেতপদ্মের মতন (তাঁর) দুটি চোখ, সে দুই চোখে তিনি যখন (তোমার দিকে) চেয়েছিলেন তখন তো প্রিয় সই, তুমি নিজেই তাঁকেও দেখেছ—সুনিপুণ সে চাহনি, বিকশিত বিস্ময়ে স্তিমিত, (তবু) চোখের তারা দীর্ঘ নয়নপ্রান্তে বার বার ছুটে যাচ্ছিল, আর (তাই) নেচে ওঠা ভ্রূলতা অনঙ্গদেবের ধনুর শোভা ধারণ করছিল।

মালতী—(লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করে) ঠিক বলেছ। প্রিয় সখী ! সেই মহানুভবের যে সব বিলাস মুহূর্তমাত্র-সন্নিহিত ব্যক্তিকেই বঞ্চিত করতে পারে, বল তো সে সব

কি তাঁর স্বাভাবিক (বিলাস) না, প্রিয় সখী যেমন মনে ভাবছ তেমনি ?

লবঙ্গিকা–(হেসে ক্রোধের ভাণ করে) তুমিও তো সে সময়ে বিনা সঙ্গীতেই নেচে উঠেছিলে, তাও স্বভাববশেই।

মালতী–(সলজ্জ হেসে) বলি, তারপরে, তারপরে (কী হল) ?

লবঙ্গিকা–তারপর মহোৎসব থেকে ফিরছিল যে অসংখ্য জনতা তাদের মাঝে তিনি অদৃশ্য হলেন–আমি মন্দারিকার বাড়ি চলে গেলাম। তারই হাতে সকালে চিত্রফলকটা দিয়েছিলাম।

মালতী–কী কারণে ?

লবঙ্গিকা–মাধবের এক অনুচর, কলহংসক তার নাম, তাকে (মন্দারিকাকে) প্রার্থনা করে। সে (নিশ্চয়) তাকে (কলহংসককে) দেখাবে এই মনে করে। তাই তো মন্দারিকা প্রিয়নিবেদিকা হয়েছে।

মালতী–(স্বগত) নিশ্চয় সেই কলহংসক নিজের প্রভুকে সে প্রতিকৃতিটা দেখিয়ে থাকবে। (প্রকাশ্যে) সখী ! এখন বলো তো তোমার সে প্রিয়টা কী ?

লবঙ্গিকা–যিনি সন্তপ্ত আর (অপরের) সন্তাপকারী, দুর্লভ মনোরথের আবেশে যাঁর অন্তঃকরণ অসহ্য যাতনায় জ্বলছে, তাঁর সে যাতনাকে যা কেবল ক্ষণকালের জন্যে প্রশমিত করতে পারে, তা হল তোমারই এই প্রতিকৃতি। (চিত্রটি দেখালো)

মালতী–(সানন্দে ভালো করে দেখে) হায় রে, এখনও আমার মনে অবিশ্বাস ! কেন না এমন আশ্বাসকেও বুঝিবা প্রবঞ্চনা এমনি আশঙ্কা করছি। এ কী ! কতকগুলি অক্ষরও দেখছি যে। ('জগতি জয়িনঃ' এই পূর্বোক্ত শ্লোক পড়ে সানন্দে) মহাশয় ! (আপনার) কথাগুলি মাধুর্যে আপনার আকৃতির অনুরূপই বটে। কিন্তু আপনার দর্শন তৎকালে (দর্শনকালে) মনোহারী হলেও পরিণামে দীর্ঘকাল সন্তাপ জন্মায় এজন্যে ভয়াবহ। সেসব কন্যারাই ধন্যা যারা আপনাকে দেখে নি বা দেখেও মনকে নিজের বশে রাখতে পারে। (কাঁদতে লাগল)

লবঙ্গিকা–সখী ! এতেও কি তোমার আস্থা হচ্ছে না ?

মালতী–কী করে হবে ?

লবঙ্গিকা–ম্লান নবমল্লিকাকুসুমের মতো সুকুমার[১] তুমি যাঁর জন্যে বৃন্তচ্যুত অশোকপল্লবের মতো শুকিয়ে যাচ্ছ, তাঁকেও তো ভগবান মন্মথ জানিয়েছেন সন্তাপ কী দুঃসহ।

মালতী–সে মহানুভবের এখন মঙ্গল হোক। আমার কিন্তু মনে আশ্বাস পাওয়া বড়োই কঠিন।

(অশ্রুপূর্ণ নয়নে) প্রিয়সখী ! বিশেষ করে আজ,

অবিরাম ক্ষোভকারী মনের অনুরাগ তীব্র বিষের মতন (সর্বাঙ্গে) ছড়িয়ে পড়ছে, উদ্দীপিত ধূমহীন অগ্নির মতন জ্বলছে, প্রবল জ্বরের মতন প্রত্যেকটি অঙ্গকে সর্বত্র নিপীড়ন করছে। এ থেকে আমাকে রক্ষা করতে পিতাও পারবেন না, মাতাও না, তুমিও না ॥ ১ ॥[২]

লবঙ্গিকা–সজ্জনসমাগম এই রকমই দর্শনসময়ে সুখ দেয়, কিন্তু অদর্শনে দুঃখ অসহ্য হয়ে ওঠে। আরও দেখো, যাকে জানালায় বসে মুহূর্তকালমাত্র দেখেই তোমার

শরীরের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, পূর্ণচাঁদের উদয়ও প্রদীপ্ত অগ্নি বলে মনে হচ্ছিল, মদনের নিষ্করুণ আচরণে জীবন সংশয়াপন্ন হয়েছিল, আজ তাঁকেই বিশেষভাবে দেখতে পেয়ে তুমি যে সন্তপ্ত হবে, এতে আর বলার কী আছে ? প্রিয় সখী ! তবে আমি এইটুকুই জানি যে, প্রবল অনুরাগের যোগ্য পাত্র মহানুভব প্রিয়তমের সঙ্গে যে সমাগম তাই হল জীবলোকের পক্ষে দুর্লভ মনোরথের অত্যন্ত আদরণীয় ফল।

মালতী–সখী ! মালতী-জীবনের দরদী ! দুঃসাহসের প্ররোচয়িতা ! তুমি দূর হও। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) অথবা বার বার তাঁকে দেখতে দেখতে অনেক কষ্টে হৃদয়ের ধৈর্যের বাঁধকে রক্ষা করেছি, লজ্জাকে ঘুচিয়ে অবিনয়ী হয়ে নিজেকে লঘু করে তুলেছি, কাজেই আমিই এ ব্যাপারে অপরাধিনী।

প্রতিরাত্রে গগনে পূর্ণকলায় শশী কিরণজ্বালা বিস্তার করতে থাকুক, মদন দগ্ধ করতে থাকুন, মৃত্যুর বেশি আর কী (ক্ষতি) করতে পারেন ? বরেণ্য পিতা, অমল কুলোদ্ভবা জননী আর নিষ্কলংক কুলই আমার প্রিয়, এ ব্যক্তিও নয় বা আমার জীবনও নয়[৩] ॥ ২ ॥

লবঙ্গিকা–(স্বগত) এখন এ ব্যাপারে কী উপায় ?

(নেপথ্য থেকে অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে)

প্রতিহারী–এই যে ভগবতী কামন্দকী।[৪]

উভয়ে–কী ? ভগবতী (এসেছেন) ?

প্রতিহারী–ভর্তৃদারিকাকে দেখবার ইচ্ছায় এসেছেন।

উভয়ে–তবে আর দেরি কেন ?

(প্রতিহারীর প্রস্থান ! মালতী ছবিটি চাপা দিল)

লবঙ্গিকা–(স্বগত) যেমন চেয়েছিলাম তেমন-ই হয়েছে।

(কামন্দকী ও অবলোকিতার প্রবেশ)

কামন্দকী–সাবাস্ ! সখা ভূরিবসু সাবাস্ ! 'মহারাজ নিজকন্যাদের প্রভু' এই যে কথাটি পেরেছেন তাতে শ্যাম ও কুল দুইদিকই রক্ষা হয়েছে। আরও, আজকের মদনোদ্যানের ব্যাপার থেকে বুঝতে পারছি যে ভগবান্ বিধিও অনুকূল। বকুলমালা আর চিত্রফলকের কৌতুকময় ঘটনা এক অপূর্ব আমোদ জাগাচ্ছে। বিয়ের ব্যাপারে পরস্পরের অনুরাগই সব চেয়ে বেশি মঙ্গলকর হয়। অঙ্গিরাও অবিকল এই কথাই বলেছেন যে, যে ক্ষেত্রে[৫] (পরস্পরের) মন ও চক্ষু অনুরাগ-বদ্ধ হয়, সেখানেই অভ্যুদয় ঘটে থাকে।

অবলোকিতা–এই যে মালতী।

কামন্দকী–(মালতীকে ভালো করে দেখে) অঙ্গ অত্যন্ত ক্ষীণ আর তাজা কদলীগর্ভের সৌন্দর্য এর দেহে[৬], (তাই) কলামাত্র অবশিষ্ট চাঁদের মতোই এ নয়নে আনন্দ দান করে[৭]–এই কল্যাণী কন্যা, মদনাগ্নির উৎকট দহনে শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়ে আমাদের মনে আনন্দ জাগাচ্ছে আবার তাকে শঙ্কিতও করছে[৮] ॥ ৩ ॥

আরও

পাণ্ডু ও মলিন কপোলবিশিষ্ট তার মুখখানি (তবু) আরও বেশি মনোহর

হয়েছে। মন্মথের ললিত বিধানগুলি সুজন্মা জনকে আশ্রয় করে জয়ীই হয়ে থাকে ॥ ৪ ॥

নিশ্চয় এ প্রিয়জনসমাগমের কল্পনায় বিভোর হয়ে আছে। তাই দেখো না—

তার অধোবাসের গ্রন্থী শিথিল (হয়েছে), অধর স্পন্দিত (হচ্ছে), বাহু অবসাদগ্রস্ত, ঘর্ম (দেখা দিচ্ছে), চক্ষু কোমল, মধুর, ঈষৎ কুঞ্চিত, স্নেহপূর্ণ ও শোভন, অঙ্গ নিশ্চল, স্তনমুকুলে অস্বাভাবিক কম্পন, গণ্ডস্থলীতে রোমাঞ্চরাশি, মূর্ছা ও চৈতন্য (দেখা দিচ্ছে) ॥ ৫ ॥

(কামন্দকী কাছে উপস্থিত হলেন)

(লবঙ্গিকা মালতীকে নাড়া দিল, মালতী ও লবঙ্গিকা উঠে দাঁড়াল)

মালতী—ভগবতী ! (আপনাকে) প্রণাম করি।

কামন্দকী—অভীষ্টফলভাগিনী হও।

লবঙ্গিকা—আসন সুবিন্যস্ত হয়েছে, ভগবতী বসুন।

(সকলে বসলেন)

মালতী—ভগবতীর কুশল তো ?

কামন্দকী—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) কুশলের মতো।

লবঙ্গিকা—(স্বগত) এ নিশ্চয় কপট নাটকের সূচনা।

(প্রকাশ্যে) প্রবল অশ্রুপ্রবাহ জমাট বেঁধে ভারী করে তুলেছে কণ্ঠ, তাতে নিশ্বাস প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় আপনার কথাগুলি আজ যেন অন্যরকম ঠেকছে না ? তাহলে এখন উদ্বেগের কারণ কী হতে পারে ?

কামন্দকী—জীর্ণ ভিক্ষুবাসের বিরুদ্ধ (তোমাদের সঙ্গে) এই ঘনিষ্ঠতা।

লবঙ্গিকা—কেমন করে ?

কামন্দকী—তুমিও কি জান না বাছা যে,

মদনের জয়শীল অস্ত্র আর স্বাভাবিক বিলাসের আধার মালতীর এই যে দেহ তা অযোগ্য পাত্রে সম্প্রদানের ফলে শোচনীয় হবে আর (তার) অসামান্য গুণগুলি বিফলে যাবে ॥ ৬ ॥

(মালতীর মুখে মনের অস্বস্তি ফুটে উঠল)

লবঙ্গিকা—এই জেনেছি যে রাজার কথামতো অমাত্য মালতীকে নন্দনের হাতে সম্প্রদান করতে রাজী হওয়ায় সকলে অমাত্যের নিন্দা করছে।

মালতী—(স্বগত) এ কীরকম হল ? বাবা আমাকে রাজার হাতে উপহার করে তুলে দিলেন ?

কামন্দকী—কী আশ্চর্য !

গুণের বিচার না করেই কী করে এ কাজে প্রবৃত্ত হলেন ? অথবা, যাঁদের মন শুধু কুটিল নীতিতে সুনিপুণ তাঁদের অপত্য-স্নেহ কোথায় ? অথবা, কন্যাদান করলে রাজার নর্মসচিব সেই নন্দন আমার মিত্র হবে, এও একটা উদ্দেশ্য হতে পারে ॥ ৭ ॥

মালতী—(স্বগত) মালতীর চাইতে রাজাকে সন্তুষ্ট করাটাই বাবার কাছে বড়ো হল !

লবঙ্গিকা—ভগবতী যেমন বললেন তাই ঠিক। তা না হলে, অমাত্য কেন কুরূপ আর বিগতযৌবন সেই বর সম্পর্কে কিছুই বিচার করলেন না ?

মালতী—(স্বগত) হায় ! অনিষ্টের বজ্রপাতের ফলে অভাগিনী আমি মারা পড়লাম।

লবঙ্গিকা—কাজেই ভগবতী! আপনি প্রসন্না হন। প্রিয়সখীকে এই জ্যান্ত অবস্থায় মরণ থেকে রক্ষা করুন। এ তো আপনারও কন্যা।

কামন্দকী—আরে বোকা মেয়ে! আমি ভগবতী হয়েই বা এখানে কী করতে পারি? সাধারণত জন্মদাতা পিতা আর দৈবই কুমারীকন্যাদের প্রভু হয়ে থাকেন। কৌশিকের কন্যা শকুন্তলা যে দুষ্যন্তকে, অপ্সরা উর্বশী যে পুরুরবাকে প্রার্থনা করেছিলেন বলে পুরাবিদেরা বলে থাকেন, আর পিতা রাজা সঞ্জয়কে প্রদান করবেন বলে অঙ্গীকার করলেও বাসবদত্তা যে নিজেকে উদয়নের হাতে অর্পণ করেছিলেন তাও সাহসের কাজ বলেই গণ্য, তাই তেমন উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। অমাত্য (নিজের) উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে রাজার প্রিয় সুহৃদ সচিব নন্দনকে নিজ-কন্যা প্রদান করে সর্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত হন। বিমল শশী যেমন ভয়ংকরাকৃতি রাহুর সঙ্গে মিলিত হয় তেমনি এই শুদ্ধশীলা কন্যা ঐ কুরূপ পুরুষের সঙ্গে মিলিত হোক ॥ ৮ ॥

মালতী—(অশ্রুপূর্ণনয়নে স্বগত) হায় পিতা! আপনিও আমার ব্যাপারে এমন করলেন? সর্বপ্রকারে দেখছি ভোগলালসারই জয় হল।

অবলোকিতা—ভগবতী বড়োই দেরি করলেন। সত্যি বলছি, মাননীয় মাধবের শরীরটা ভালো নেই।

কামন্দকী—এই যাই। আমাকে (যেতে) অনুমতি দাও বাছা!

লবঙ্গিকা—(জনান্তিকে)[১০] সখী মালতী! এই বেলা ভগবতীর কাছে সেই মহানুভবের জন্মকথা জেনে নি।

মালতী—(জনান্তিকে) সই! আমারও কৌতূহল হচ্ছে।

লবঙ্গিকা—(প্রকাশ্যে) কে তিনি? মাধব যাঁর নাম আর যাঁর প্রতি স্নেহের মহিমায় আপনার হৃদয় ভরে আছে?

কামন্দকী—অপ্রাসঙ্গিক আর দীর্ঘ সে কথা।

লবঙ্গিকা—তাহলেও অনুগ্রহ করে বলুন না ভগবতী।

কামন্দকী—তবে শোনো। দেবরাত নামে বিদর্ভরাজের এক অমাত্য আছেন। সেরা সেরা সব মন্ত্রিপুরুষদের[১১] যিনি চূড়ামণি, সমগ্র ভুবনে বরণীয় ও পুণ্যমহিমমণ্ডিত, যিনি তোমার পিতারই সতীর্থ।[১২] (তাই) তিনিই জানেন ইনি কে ও কেমন (ব্যক্তি)। আরও শোনো,

যাঁদের শুভ্র যশোরাশি দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে আছে, যাঁরা তেজোময় পুণ্যফলের আশ্রয়, অনন্ত মাহাত্ম্যমণ্ডিত ও মঙ্গলের নিবাসভূমি, তাঁদের মতন পুরুষ জগতে খুব অল্পই জন্মে থাকেন ॥ ৯ ॥

মালতী—(জনান্তিকে) সই! মাননীয়া কামন্দকী যাঁর নাম করলেন বাবা তো সব সময়েই তাঁর নাম করে থাকেন।

লবঙ্গিকা—সে সময়কার কথা যাঁদের জানা আছে তাঁরা বলেন যে, একই সঙ্গে (তাঁরা) বিদ্যালাভ করেছিলেন।

কামন্দকী—উদয়গিরি থেকে যেমন প্রকাশিত সৌন্দর্যে ও দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল, কলাবিশিষ্ট, জগতে চক্ষুষ্মান্, সকলের পরম আনন্দের হেতু, নবীন চন্দ্র উদিত হয়, তেমনি তাঁর থেকে প্রকাশিত গুণরাজির দ্যুতিতে সুন্দর, নানা কলায় পারদর্শী, এ জগতে

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের মহা আনন্দের কারণ চাঁদেরই মতো এক (অদ্বিতীয়) বালক আবির্ভূত হল ॥ ১০ ॥

লবঙ্গিকা—(জনান্তিকে) সখী ! এই কি সেই মাধব হবেন ?

কামন্দকী—বালক হলেও সে বিদ্যার আধার, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এখন এখানে এসেছে। শরতের পূর্ণচাঁদের মতন সুন্দর সে দৃষ্টিপথে এলেই পুরনারীদের উত্তেজনায় চঞ্চল কটাক্ষে নগরের বাতায়নগুলি যেন নীলপদ্মে ভরে ওঠে ॥ ১১ ॥

এখানে বাল্যবন্ধু মকরন্দের সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্র পড়ছে। এরই নাম মাধব।

মালতী—(সানন্দে জনান্তিকে) তুমি শুনলে, সখী !

লবঙ্গিকা—(জনান্তিকে) সই ! মহাসমুদ্র ছাড়া আর কোথায় পারিজাত জন্মাতে পারে ?

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

কামন্দকী—আহা, অনেক দেরি হয়ে গেল। এখন সাঁঝের সুস্পষ্ট শঙ্খধ্বনি মদনকলহের শেষে সহজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল যে উৎকণ্ঠিত চক্রবাকমিথুন, প্রথমে তাদের ঘুমের ঘোর ভেঙে দিয়ে (তারপর) সৌধমালার বিশাল নিকুঞ্জগুলিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে ॥ ১২ ॥

তবে আমরা উঠি (দুজনেই উঠলেন)

মালতী-(জনান্তিকে) এ কেমন করে হল ? বাবা আমাকে রাজার হাতে উপহার করে তুলে দিলেন ? মালতীর চাইতে রাজাকে তুষ্ট করাই বাবার কাছে বড়ো হল ? হায় পিতা ! আপনিও আমার ব্যাপারে এমন করলেন ! সর্বপ্রকারে দেখছি ভোগলালসারই জয় হল ; (সানন্দে) বাঃ ! সে মহানুভব তো উচ্চবংশেরও সন্তান বটে। প্রিয়সখী ভালোই বলেছে—মহাসমুদ্র ছাড়া আর কোথায় পারিজাত জন্মাতে পারে ? আবার কি কখনো দেখা হবে ?

লবঙ্গিকা—অবলোকিতা ! এদিকে এদিকে, এই সিঁড়ি দিয়ে নামি।

কামন্দকী- জনান্তিকে) আমি উদাসীন থেকেই এখন ভালোভাবে মালতীর নিসৃষ্টার্থ-দূতীর কর্তব্যভার হাল্কা করে ফেলেছি।

অন্য বরে (নন্দনে) দ্বেষ, পিতার সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়েছি, পুরাণো সব ঘটনার বর্ণনা করে কোন্ পথ নিতে হবে তা বলেছি ; প্রসঙ্গ ধরে বৎস মাধবের বংশ ও গুণাবলীর মাহাত্ম্যের প্রশংসা করেছি, এখন এদের ঘনিষ্ঠতা জন্মানোই শুধু বাকি ॥ ১৩ ॥

(সকলের পরিক্রমণ ও প্রস্থান)

॥ ধবলগৃহ নামে দ্বিতীয় অংক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয় অংক × × × × × × × × × × × × ×

(বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ)

বুদ্ধরক্ষিতা-(পাদচারণা করে শূন্যে তাকিয়ে) অবলোকিতা ! ভগবতী (এখন) কোথায় জানো কি ?

অবলোকিতা-(প্রবেশ করে) বুদ্ধরক্ষিতা ! তুমি এত বেহুঁশ হয়েছ ? সেই কখন থেকে

শুধু ভিক্ষাটনের সময়টুকু বাদ দিয়ে মালতীকেই নিয়ে আছেন।

বুদ্ধরক্ষিতা—তাই বটে, তুমি আবার কোথায় গিয়েছিলে?

অবলোকিতা—ভগবতী আমাকে মাধবের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এই আদেশ করেছিলেন, 'শিবমন্দিরের লাগোয়া কুসুমাকর নামে এক উদ্যান, সেখানে গিয়ে কুব্জককুঞ্জের ধারে রক্তাশোক বনের ভিতরে থাকো।' মাধবও সেখানে গিয়েছেন।

বুদ্ধরক্ষিতা—মাধবকে সেখানে পাঠানো হল কেন?

অবলোকিতা—আজ কৃষ্ণচতুর্দশী। ভগবতীর সঙ্গে মালতী শিবমন্দিরে যাবেন। তারপর 'এরকম করলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে' এই বলে (মালতীকে বুঝিয়ে) ভগবতী নিজেই শুধু লবঙ্গিকার সঙ্গে তাঁকে দেবপূজার জন্যে ফুল তুলবার উদ্দেশ্যে কুসুমাকর উদ্যানে নিয়ে আসবেন। কাজেই পরস্পরের সঙ্গে দেখা হতে পারবে। তুমি আবার কোথায় চললে?

বুদ্ধরক্ষিতা—প্রিয়সখী মদয়ন্তিকা শিবমন্দিরে যাচ্ছিল—আমাকেও ডেকেছে। কাজেই ভগবতীকে প্রণাম সেরে সেখানেই চলেছি।

অবলোকিতা—ভগবতী তোমাকে যে-কাজ দিয়েছিলেন তার কী হল?

বুদ্ধরক্ষিতা—আমিও ভগবতীর আদেশমতো প্রণয়পূর্ণ কথাবার্তার সময় 'তিনি এ রকম' 'তিনি ও রকম' এমনি বলে, চোখে না দেখলেও মকরন্দের ওপর মদয়ন্তিকার অনুরাগ খুবই বাড়িয়ে তুলেছি। (ফলে) এই হল তার মনের ইচ্ছা—'তাঁকে (একবার) দেখতে পাব কি?'

অবলোকিতা—বাহবা! বুদ্ধরক্ষিতা বাহবা!

বুদ্ধরক্ষিতা—এসো, আমরা যাই।

(দুজনের প্রস্থান)

॥ প্রবেশক ॥

(কামন্দকীর প্রবেশ)

কামন্দকী—মালতী খুবই বিনয়াবনত হলেও কয়েকদিনেই নানা উপায়ে আমি (তার) সখীদের মতোই বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছি ॥ ১ ॥

তাই এখন,

আমার বিচ্ছেদে (সে) অস্থির হয়ে ওঠে, আমি কাছে এলে প্রসন্ন হয়, একান্তে আনন্দ পায়, খুশিমনে কথা বলে, আমার অনুগত হয়ে চলে আর (আমার) যাবার সময়ে গলায় জড়িয়ে বারে বারে গতি রুদ্ধ করে ও আমাকে প্রণাম করে নানা শপথ করে প্রার্থনা জানায় যেন তক্ষুণি ফিরে আসি ॥ ২ ॥

(আবার) এটিও এর পক্ষে খুবই ভালোরকমের প্রত্যাশাভূমি- অন্যকথার প্রসঙ্গে শকুন্তলা প্রভৃতির পুরাণকাহিনীগুলি উত্থাপিত হলে তা শুনে আমার কোলে অঙ্গ রেখে (সে) অনেকক্ষণ চিন্তায় নিশ্চল হয়ে পড়ে ॥ ৩ ॥

কাজেই আজ মাধবের সামনে এর পর যা করণীয় তা শুরু করে দেব। (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) এদিকে, এদিকে এসো বাছা!

(মালতী ও লবঙ্গিকার প্রবেশ)

মালতী—(স্বগত) 'কী করে এমন হল, বাবা আমাকে উপহার করে দিলেন' (ইত্যাদি আগের মতো বলতে লাগল।)

লবঙ্গিকা--সখী ! মধুর পুষ্পবসে আর্দ্র মঞ্জরী-আস্বাদনের ক্রীড়ায় কোকিলেরা কলধ্বনির কোলাহলে আকুল করছে যে সহকারবৃক্ষ[২]কে তার আগা থেকে উড়ে আসছে চঞ্চল অলির[৩] দল, তাদের সংস্পর্শে বিকশিত দল উন্মুক্ত চাঁপাফুলগুলির সুগন্ধে মনোহর এই তো সেই কুসুমাকব উদ্যানের বায়ু তোমাকে আলিঙ্গন করছে- মসৃণ,[৪] স্থূল, বিশাল জঘনবহনে মন্থর উরুর ভারে আঁকাবাঁকা ও স্খলিত চরণ ফেলে ধীরে চললেও তোমার যে মুখচন্দ্রে স্বেদবিন্দু ফুটে উঠে সুধাবিন্দুর শোভা ধারণ করেছে সেই মুখচন্দ্রে চন্দনের মতোই শীতলস্পর্শ এই বায়ু। কাজেই এসো, এখানেই প্রবেশ করি।

(দুজনের পাদচারণা ও প্রবেশ)

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব–(সানন্দে) আরে ! ভগবতী এসে গিয়েছেন।

বৃষ্টির আগে বিদ্যুৎ দেখা দিয়ে যেমন তাপদগ্ধ তরুণ ময়ূরের মনকে প্রাণবন্ত করে তোলে তেমনি ইনিও প্রিয়ার আগেই উপস্থিত হয়ে মদনাগ্নিতাপে দগ্ধ আমার অন্তঃকরণকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলছেন ॥ ৪ ॥

(দেখে) আরে লবঙ্গিকাকে সঙ্গে করে মালতীও (এসেছেন)। কী আশ্চর্য ! পর্বতের উৎকৃষ্ট[১] চন্দ্রকান্তমণি যেমন নির্মল চাঁদের সান্নিধ্যে এলেই শীতলতা প্রাপ্ত হয়ে জলময় বিকার ধারণ করে তেমনি উৎপলনয়নার নির্মল চাঁদের মতো মুখখানির সন্নিকর্ষে এলেই উচ্চবংশজাত ও পর্বতের মতো ধীর আমার মনও বারে বারে অবশ হয়ে যেন গলে যাচ্ছে ॥ ৫ ॥

এখন মালতী আরও বেশি সুন্দর হয়েছেন।

বিদলিত চম্পকমালার বিলাসময় ও আলসে সুন্দর (তাঁর) অঙ্গগুলি মদনাগ্নিকে প্রদীপ্ত করে তুলছে, মনকে মাতিয়ে তুলছে আর চক্ষুকে সার্থক করছে ॥ ৬ ॥

মালতী-সই ! এসো এই কুব্জকের কুঞ্জে আমরা ফুল তুলি।

মাধব প্রিয়ার প্রথম কথাটি শুনে রোমাঞ্চিত আমি এখন মেঘমালার প্রথম বর্ষণমাত্র কোরকেভরা কদম্ববৃক্ষের শোভাসমৃদ্ধি ধারণ করেছি[১] ॥ ৭ ॥

লবঙ্গিকা–তাই করি, সই !

(উভয়ের পুষ্পচয়ন)

মাধব–ভগবতীর উপদেশে, সে কতই না বিস্ময়ে ভরা !

মালতী–এখান থেকে অন্যধারেও ফুল তুলি না, সই !

কামন্দকী–(মালতীকে আলিঙ্গন করে) থামো থামো, বাছা। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তাই তো দেখি

(শ্রান্তিতে) তোমার কথাগুলি স্খলিত হচ্ছে, তোমার অঙ্গগুলি সব শিথিল হয়ে পড়েছে, মুখে স্বেদবিন্দু দেখা দিচ্ছে- তাইতে মুখখানি তোমার উজ্জ্বল আর চোখদুটিও মুকুলিত হয়ে উঠেছে, হে সুভ্রু ! সবরকমে প্রিয়তমের দর্শনে যেমনটি হয়, এই খেদেও তোমাতে তেমনি বিলাস দেখা দিয়েছে ॥ ৮ ॥

(মালতী লজ্জিতা হল)

লবঙ্গিকা–ভগবতী ভালো আদেশই করেছেন।

মাধব—কী অন্তরস্পর্শী এই পরিহাস !

কামন্দকী—তা হলে বসো। কিছু বলবার আছে, বলতে ইচ্ছা করি।

(সকলের উপবেশন)

কামন্দকী—(মালতীর চিবুক তুলে ধরে) শোনো, ভাগ্যবতী ! বিচিত্র এ কথা।

মালতী—বলুন, শুনি।

কামন্দকী—একদিন প্রসঙ্গতঃ মাধব নামে এক কুমারের কথা বলেছি—তুমি যেমন আমার মনের অবলম্বন, তেমনি সেও।

লবঙ্গিকা—(আমাদের) মনে আছে।

কামন্দকী—সেই মদনোৎসবের দিন থেকে সে বিষণ্নমনে শরীরের সন্তাপে যেন পরাধীন হয়ে পড়েছে। তাই তো

চাঁদ থেকেও তার আনন্দ হয় না, প্রিয়জনেও আনন্দ দিতে পারে না ; এর থেকে এই বোঝা যাচ্ছে যে, অতি ধীর হলেও তার মনের সন্তাপ নিদারুণ। প্রিয়ঙ্গুর মতো তার দেহের স্বাভাবিক বর্ণ হলেও এখন তা ঈষৎ পাণ্ডু ও মধুর ; দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ তবু তাকে কেমন মনোহর দেখাচ্ছে ॥ ৯ ॥

লবঙ্গিকা—ভগবতীকে তাড়াতাড়ি করে যাবার জন্যে যখন অবলোকিতা অনুরোধ করেছিলেন তখন এ কথাও বলেছিলেন যে, মাধবের শরীর অসুস্থ।

কামন্দকী—যাক্, শুনেছি যে মালতীই তার মন্মথোন্মাদনার কারণ। আমরও তাই ধারণা। কেন না,

এই মহাত্মা নিশ্চয়ই মালতীর মুখচন্দ্র দেখেছে, তাই স্বভাবতঃ নিশ্চল সাগরের জল যেমন (চাঁদ উঠলে) তরঙ্গে[৭] চঞ্চল হয়ে আলোড়িত হয়, তেমনি ধীরস্বভাব তার মন উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হয়ে অধৈর্য হয়ে উঠেছে ॥ ১০ ॥

মাধব—বাঃ ! কথাটা তো বেশ ভালোভাবেই পেরেছেন ! আর মহত্ত্ব আরোপ করবার জন্যে কত না চেষ্টা ! অথবা,

নানা শাস্ত্রের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি, স্বাভাবিক বোধশক্তি, বৈদগ্ধ্য, সমুচিত গুণসম্পন্ন কথা, উপযুক্ত অবসরের জ্ঞান, প্রতিভাশালিতা—এইসব গুণই সমস্ত কাজে অভীপ্সিত ফলদায়ী হয়ে থাকে ॥ ১১ ॥

কামন্দকী—কাজেই জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়াতে সে যে দুষ্কর কিছু না করে ফেলতে পারে এমন তো নয়। কারণ, ক্লিষ্টমূর্তি সে (এখন) মৃত্যু বরণ করবার জন্যে কোকিলের কলধ্বনিতে মুখর মুকুলিত তরুণ আমগাছটির দিকে চেয়ে থাকে, বকুলের গন্ধে ভরা বায়ুর পথে শরীর এলিয়ে দেয়, চাঁদের কিরণ দহনে সমর্থ এই মনে করে বার বার তাকেই আশ্রয় করে,[৮] শুধু তাজা পদ্মের পাতাই তার মরণের অন্তরায় হয়েছে ॥ ১২ ॥

মাধব—ভগবতীর কথা বলার ধরণ একেবারে অভিনব, এমন করে আর কেউ বলেন নি !

মালতী—(মাধব) বড়োই দুষ্কর কাজ করেছেন।

কামন্দকী—এই কুমার স্বভাবতঃ বড়ো সুকুমার, এর আগে কখনো অন্য কোনো ব্যাপারে কষ্ট পায় নি, এখন তার পক্ষে মৃত্যুবরণও অসম্ভব নয় ; সে সত্যিই অনুকম্পার যোগ্য।

মালতী—(জনান্তিকে) সই ! ত্রিভুবনের অলংকারস্বরূপ সে পুরুষটির আমারই জন্যে

কী জানি কী হয়, ভগবতীর এই আশংকায় সত্যই আমার ভয় হচ্ছে। এখন এ ব্যাপারে কী করি ?

মাধব—কী সৌভাগ্য ! আমাকে ভগবতী অনুকম্পা করেছেন।

লবঙ্গিকা—ভগবতী তো এমন বললেন, আমিও তবে বলি। বাড়ির কাছের রাস্তার মুখটা মুহূর্তকাল যিনি অলংকৃত করেছিলেন, আমাদের ভর্তৃদারিকা তাঁকে অনেকবার দেখেছেন—সূর্যকিরণ এসে আলিঙ্গন করলে কচি মৃণালমূলের যে শোভা হয় তারই মতো সুন্দর তাঁর অঙ্গশোভা সূচিত করছে তাঁর মন্মথবেদনা—তাই আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছেন, তবু পরিজনদের মনে কষ্ট দিচ্ছেন। খেলাধুলো, নাচগান এ-সব কলা আর ভালো লাগছে না। শুধু পদ্মের মতো সুন্দর হাতের তালুটিতে গালটি রেখে দিন কাটাচ্ছেন। আরও বলছি, ফোটা অরবিন্দের মধুধারায় মনোহর আর আধফোটা কুন্দ ও আমের মুকুলের প্রচুর মধুকণাবাহী যে বায়ু গৃহোদ্যানের প্রান্ত দিয়ে বয়ে চলে তার স্পর্শও তাঁকে ব্যথিত করছে।

আরও, সেই যে উৎসবের দিনে যিনি মদনোদ্যান অলংকৃত করেছিলেন, মনে হয়েছিল যেন কামদেব নিজেরই মহোৎসবের সমারোহ দেখবার ইচ্ছায় রূপ পরিগ্রহ করেছেন, তিনি ও প্রিয়সখী দুজনেই দুজনকে দেখার সুখ অনুভব করেছিলেন—নানা বিভ্রমে মনোহর হয়েছিল সে দর্শন, তাতে যৌবনের আরম্ভ অনুরূপ নিরবচ্ছিন্ন অনুরাগের সঞ্চারে মহনীয় হয়ে উঠেছিল, পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় না হলেই ক্ষুণ্ণ মন কৌতূহলকে ত্বরান্বিত করছিল, জেগে ওঠা ভয় থেকে উৎপন্ন স্তম্ভে অবশ অঙ্গে দেখা দিচ্ছিল স্বেদ, রোমাঞ্চ আর কম্পন, তাতে মনোহর হয়ে উঠছিল তাঁর অঙ্গ আর (সেই অবস্থায়) তাঁকে দেখে সখীবৃন্দ আনন্দিত হয়েছিল। সেই থেকে অত্যন্ত দুঃসহ যাতনায় তীব্র দেহ-সন্তাপ বেড়ে চলেছে, (ফলে) ভয়ংকর এক অবস্থার পরিণতি উপস্থিত হওয়ায় মুহূর্তমাত্র পূর্ণচাঁদের উদয় হলেই তরুণ কমলিনী যেমন অত্যন্ত ম্লান হয়ে উঠে তিনি তেমনি ম্লান হচ্ছেন। আমার মনে হয়, তবুও তিনি মুহূর্তমাত্র হৃদয়ে প্রিয়তমের সমাগম কল্পনা করে প্রবল বারিধারায় সিক্ত মেদিনীর মতো শীতল হচ্ছেন। তাই তো তাঁর কেঁপে ওঠা কমনীয় ওষ্ঠপ্রান্তে প্রকাশ পায় মুক্তার মতো দাঁতের সারি—তাদের কান্তিতে বিশেষভাবে শোভন হয়ে ওঠে সুন্দর মুখপদ্ম—সে মুখপদ্মে নিরবচ্ছিন্নভাবে সঞ্চারিত রোমাঞ্চে কণ্টকিত গাল দুটিতে অবিরলধারে গড়িয়ে আসে আনন্দাশ্রু-রাশি, নীলপদ্মের মতো নয়ন উন্মিত, কোমল ও মুকুলিত, নয়নের তারা অল্প বিকশিত, নিশ্চল ও ধীর, অবিশ্রান্তভাবে জেগে ওঠা স্বেদবারিবিন্দুতে সুন্দর ললাটদেশ চাঁদের কলার মতন মনোহর হয়ে ওঠে—এই অবস্থায় (তাঁকে দেখে) এখনও তাঁর কুমারী অবস্থা আছে কিনা সে সম্পর্কে তাঁর বিদগ্ধ সখীদের মনে সংশয় জাগছে।

তিনি কণ্ঠে ধারণ করেন চন্দ্রকান্তমণির হার, চাঁদের কিরণরাশির ছোঁয়া লেগে সে মণিগুলি থেকে জল ঝরতে থাকে, জলে ভেজা পদ্মপাতা নিয়ে এসে যে শয়ন রচনা করে দেয় সহচরীর দল তাইতে শয়ন করেন আর প্রচুর কর্পূর দিয়ে বিশেষ-ভাবে ঠাণ্ডা করা চন্দনরসের সুপ্রচুর সেচনে দন্তুর হয়ে ওঠা কচি কলাপাতা দিয়ে

অঙ্গমর্দন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সহচরীরা (তবু) তিনি নিদ্রাহীনভাবে রাত কাটান। অনেক কষ্টে যদি বা একটু নিদ্রাসুখ লাভ করেন, ঘাম গড়িয়ে এসে চরণপদ্মের শুকনো আলতাগলে ঝরতে থাকে, স্থূল উরুমূল কাঁপতে থাকে তাই নীবীর বাঁধন শিথিল হয়ে যায়, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে নিঃশ্বাস তরঙ্গের মতো ফুলে ফুলে উঠতে থাকে, তারই ফলে উঁচুনিচু রোমাঞ্চের সঞ্চার হয় স্তনদেশে, তার উপরে কম্পমান বাহুলতা রেখে তিনি যেন বেষ্টনে আবদ্ধ হন। হঠাৎ জেগে উঠে যখন আকুল দৃষ্টি মেলে বুঝতে পারেন যে শয্যা শূন্য তখন মূর্ছিত হয়ে চোখ বোঁজেন। ব্যস্ত সখীবৃন্দের যত্নে মূর্ছা ভাঙে, তখন যে দীর্ঘনিঃশ্বাসটি বেরিয়ে আসে শুধু তা থেকেই বোঝা যায় যে তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর এই অবস্থা আমাদের মতো সখীদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তোলে। আমরা তার আগেই নিজেদের জীবনের অবসান প্রার্থনা করছি। অনিবার্য দৈবের নিষ্ঠুর খেলার নিন্দা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।

কাজেই ভগবতী আপনিই দেখুন না, এমন অপরিমেয় লাবণ্য দিয়ে গড়া এই কোমল অঙ্গে যে মন্মথ দারুণ রূপে দেখা দিয়েছেন কত দিনে তাঁর মঙ্গলময় পরিণতি হবে? আর রতি-ক্রীড়ার কলহে কুপিত কেরলরমণীদের (কচি) পাতার মতো রাঙা কপোলের মতন কোমল ও নির্মল চাঁদের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে যার তিমিরাবরণ নিঃশেষে ছিন্ন করে ফেলে—এমনি সব প্রদোষগুলিই বা (প্রিয়সখীর পক্ষে) কেমন হবে? সেই সব দীর্ঘ বসন্তরজনীগুলিই বা কেমন অনর্থকারিণী হবে—যে রজনীতে ক্ষীরসাগরের প্রবাহের মতো শুভ্র ও উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাজলধারা প্রকাশিত হয়ে গগনাঙ্গন প্রক্ষালিত করবে আর সুরভিত পাটলা ও বকুলফুলের নির্যাসের প্রচুর সৌরভে ভরা মৃদু ও পুষ্ট মলয়বায়ু দশদিগন্তকে ধূপায়িত করে তুলবে?

কামন্দকী—লবঙ্গিকা! (মালতীর) এই অনুরাগ সঞ্চার যদি তার (মাধবের) প্রতিই হয়ে থাকে তাহলে তা অবশ্যই গুণগ্রাহিতার সুস্পষ্ট ফল। এজন্যে আনন্দিত হয়েছে আমার হৃদয় তবুও কিন্তু তার (মালতীর) দারুণ অবস্থা সে হৃদয়কে বিদীর্ণ করছে ॥ ১৩ ॥

মাধব—ভগবতী কামন্দকীর এই মনের উদ্বেগ যুক্তিযুক্তই বটে।

কামন্দকী—হায়! কী দুর্দৈব!

(মালতীর) এই দেহখানি স্বভাবসুন্দর আর কোমলতাই এর একমাত্র সার। আর এও সত্যি যে, পঞ্চবাণ মদনও অতি দারুণ। আবার যে ঋতুতে আমের মুকুলগুলিকে কাঁপিয়ে দিয়ে মলয় পবন বইতে থাকে সেই মনোহর চন্দ্রকিরণে ভূষিত ঋতুটিও উপস্থিত হয়েছে ॥ ১৪ ॥

লবঙ্গিকা—ভগবতীকে আরও জানাই, মাধবের প্রতিকৃতি আঁকা এই চিত্রফলকটি, (মালতীর স্তনাংশুক সরিয়ে দেখাল) আর গলায় ঝুলছে তাঁরই (মাধবেরই) নিজহাতে গাঁথা এই বকুলমালা—সেটিই এরাই (এখন) প্রিয়সখীর প্রাণ।

মাধব—(সস্পৃহভাবে)

সখী বকুলমালা! এ জগতে তোমারই জয়। কেন না পরিপুষ্ট পদ্মের মৃণালের মতো পাণ্ডু ও মনোজ্ঞ বিশাল স্তনে বিলাসময় পতাকা হয়ে তুমিই তাঁর প্রিয়তম

হতে পেরেছ ॥ ১৫ ॥

(নেপথ্যে কোলাহল। সকলে শুনতে লাগল। আবার নেপথ্যে)

হে শংকরমন্দিরবাসী জনগণ! এই সে দুষ্টু বাঘ যেন কুপিত কৃতান্তের খেলা খেলছে। প্রথম যৌবনের গর্ব থেকে উৎপন্ন অসহনীয় ঈর্ষা ও রোষ মিলিত হয়েছে, তাই সে জোর করেই লোহার খাঁচা ভেঙে খুলে ফেলেছে, তাকে আটকে রেখেছিল যে শিকলের বাঁধন তাও ছিঁড়ে ফেলেছে; ফিরে-পাওয়া নিজ দাপট দেখিয়ে বিস্তীর্ণ পতাকার সমারোহের মতো লেজটাকে খুব উঁচিয়ে নাড়াচ্ছে, তাইতে অত্যন্ত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তার দেহের আকৃতি। মঠ থেকে বেরিয়ে তক্ষুনি সে লোভের সঙ্গে বহু প্রাণীর নানা অঙ্গ গ্রাস করেছে, মধ্যেকার শক্ত হাড়গুলি টুকরো করায় তীক্ষ্ণ ধ্বনি উঠছে, করাতের মতো শক্ত দাঁতগুলি কড়মড় শব্দ করছে—তাইতে খুবই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে মুখগহ্বর; প্রচণ্ড বজ্রাঘাতের মতো ভীষণ চাপড়ে সে পিষে মেরেছে অনেক মানুষ, অনেক ঘোড়া—তাদের মাংসের উদ্‌গারে ভরা গলবিবরের মধ্যে যে গম্ভীর ঘর্ঘর গর্জন[10] হচ্ছে সেই সঙ্গে গালে (মাংস) ভরে ওঠাতে যে আওয়াজ উঠছে এইসব শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তাইতে অগণিত জনগণের কেউ বা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে, কেউ বা (কী করবে ভেবে না পেয়ে) নিশ্চল হয়ে আছে; মাথার খুলির মতো কঠিন নখ দিয়ে নির্দয়ভাবে চিরে ফেলেছে যেসব প্রাণীর দেহ তাদের অঙ্গ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে তার চলার পথটিকে কর্দমাক্ত করে তুলেছে। কাজেই সকলে মদয়ন্তিকার প্রাণরক্ষার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করো।

(ব্যস্ত হয়ে বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ)

বুদ্ধরক্ষিতা—রক্ষা করো, রক্ষা করো। এই দুষ্টু বাঘটা বহু পরিজনদের বিনাশ করেছে, অনেকে ভয়ে পালিয়েছে, (তারপরে) সে অমাত্য নন্দনের বোন ও আমাদের প্রিয়সখী মদয়ন্তিকাকে আক্রমণ করেছে।

মালতী—লবঙ্গিকা! হায় মহা দুর্বিপাক!

মাধব—(তাড়াতাড়ি উঠে) বুদ্ধরক্ষিতা! কোথায় সে?

মালতী—(মাধবকে দেখে আনন্দিত ও সচকিত হয়ে স্বগত) আরে! ইনিও দেখি এখানেই আছেন।

মাধব—অহো! ধন্য হলাম। কেন না অপ্রত্যাশিত এই দর্শনে উল্লসিত হয়ে উঠেছে তাঁর নয়ন। তিনি

বিস্ফারিত নয়নে যেন শ্বেতপদ্মের মালা দিয়ে আমাকে দৃঢ়ভাবে বন্ধ করলেন, যেন সুপ্রচুর দুগ্ধ-স্রোতে আমাকে আপ্লুত করলেন, আমার সমগ্র সত্তাকে যেন গ্রাস করে ফেললেন আর যেন নিবিড় অমৃতবর্ষী মেঘে অবিরলধারায় সিক্ত করলেন ॥ ১৬ ॥

বুদ্ধরক্ষিতা—মহাত্মা! বাঘটা উদ্যানের বাইরে রাস্তার মুখে।

(মাধবের সদর্প পাদচারণা)

কামন্দকী—বাছা, সাবধানে বিক্রম প্রকাশ করো।

মালতী—(জনান্তিকে) লবঙ্গিকা! হায় হায়, সত্যিই মহা বিপদ হয়েছে।

(সকলের দ্রুতপদে গমন)

মাধব–(সামনে তাকিয়ে ঘৃণার সঙ্গে) এঃ !

বাঘের পথটা কি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে–মুণ্ডহীন শবদেহগুলি উল্টে লুটাচ্ছে, (এখনও) অল্প অল্প নড়ছে, নাড়ীভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে উল্টেপাল্টে ছড়িয়ে আছে, রক্তে মিশে গোড়ালি-পরিমাণ পাঁক জমে উঠেছে ॥ ১৭ ॥

হায় ! বড়োই বিপদ !

হায় রে, আমরা অনেক দূরে আছি, মেয়েটি তো একেবারে বাঘের নাগালের মধ্যেই এসে পড়েছে ।

সকলে–হায় মদয়ন্তিকা !

কামন্দকী ও মাধব–(আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে) আরে ! এই বাঘেরই হাতে মারা পড়েছে এমনি কোনো পুরুষের কাছ থেকে একটা অস্ত্র নিয়ে মকরন্দ হঠাৎ কোথা থেকে মাঝখানে এসে দাঁড়াল !

অন্যেরা সকলে–সাবাস্ ! মহাশয় সাবাস্ !

কামন্দকী ও মাধব–(ভয়ে ভয়ে) (মকরন্দ) পশুর হাতে খুব জখম হয়েছে !

অন্যেরা সকলে–কী সর্বনাশ !

কামন্দকী ও মাধব–(সানন্দে) বাঘটাও মরেছে ।

অন্যেরা–কী সৌভাগ্য ! বিপদ কেটেছে ।

কামন্দকী–(আবেগের সঙ্গে) এ কেমন হল ! মকরন্দ বাছা আমার যেন এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে । বাঘের নখের আঘাতে রক্তধারা ঝরে পড়ছে–মাটিতে পোঁতা তরোয়ালটিতে ভর দিয়ে মকরন্দ নিশ্চল হয়ে পড়েছে আর মদয়ন্তিকা তাড়াতাড়ি করে তাকে ধরেছে ।

অন্যেরা–হায় হায় ! বেজায় জখম হওয়ায় ভদ্রলোক ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ।

মাধব–এ কী ! মূর্ছিতই হল ? (কামন্দকী) ভগবতী আমাকে রক্ষা করুন ।

কামন্দকী–বড়ই কাতর হয়েছ বাছা ! তাহলে এসো, দেখি ।

(সকলের পাদচারণা ও প্রস্থান)

॥ শার্দূল-বিদ্রাবণ নামে তৃতীয় অংক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থ অংক × × × × × × × × × × × ×

(মূর্ছিত অবস্থায় মকরন্দ ও মাধবকে অবলম্বন করে যথাক্রমে মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা আর উদ্বিগ্ন কামন্দকী, মালতী ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ)

মদয়ন্তিকা–ভগবতী ! প্রসন্ন হোন । বিপন্নদের অনুকম্পা করাই এই মহানুভবের স্বভাব, মদয়ন্তিকার জন্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত–তাঁকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ।

অন্য সকলে–হায় হায় ! এখানে আমাদের এখন কী দেখতে হবে ?

কামন্দকী–(দুজনকে কমণ্ডলুর জলের ঝাপটা দিয়ে) তোমরা এই দুই বাছাকে শাড়ির আঁচল দিয়ে বাতাস করো না ।

(মালতী প্রভৃতি সকলে বাতাস করতে লাগল)

মাধব–(সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে) বয়স্য ! তুমি বড়োই কাতর হয়েছ দেখছি । এ কী ? আমি তো ভালোই আছি ।

মদয়ন্তিকা—(সানন্দে) অহো ! মকরন্দ পূর্ণচন্দ্র এখন জেগে উঠেছেন ।

মালতী—(মাধবের কপালে হাত রেখে) মহাত্মা ! ভাগ্যবান আপনি, সত্যিই বলছি, আপনার প্রিয়বয়স্য জেগে উঠেছেন, মহাত্মা মকরন্দের জ্ঞান ফিরে এসেছে ।

মাধব—(সংজ্ঞা লাভ করে) বয়স্য ! সাহসিক ! এসো এসো । (মকরন্দকে আলিঙ্গন)

কামন্দকী—(উভয়ের মস্তক আঘ্রাণ করে[১]) কী ভাগ্যি বাছারা আমার বেঁচে উঠেছে ।

অন্য সকলে—এ আমাদের বড়োই সুখের ব্যাপার ঘটেছে ।

(সকলে আনন্দ প্রকাশ করল)

বুদ্ধরক্ষিতা—(জনান্তিকে) ওলো মদয়ন্তিকা ! ইনিই সে ব্যক্তি ।

মদয়ন্তিকা—সই ! আমি তো জানতামই যে এই ব্যক্তি মাধব আর উনিও সেই ব্যক্তি ।

বুদ্ধরক্ষিতা—কেমন, আমি তাহলে সত্যিই বলি তো ?

মদয়ন্তিকা—তোমার মতো লোকেরা কি কখনও অন্যরকমের কোনো লোকের পক্ষপাতী হতে পারে ? (মাধবের দিকে তাকিয়ে) মালতী এই ভদ্রলোকটির অনুরাগী বলে যে জনশ্রুতি তাও বড়োই মনোহর । (আবার সস্পৃহভাবে মকরন্দের দিকে তাকাল)

কামন্দকী—(স্বগত) দৈববশে আজকের এই যে মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার পরস্পর দর্শন, সেটি যেমন রমণীয় তেমনি মহিমময় হয়েছে । (প্রকাশ্যে) বাছা মকরন্দ ! ভগবান দৈব কেমন করে তোমাকে ঠিক এই সময়টিতে মদয়ন্তিকার প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে নিয়ে এলেন ?

মকরন্দ—আজ নগরের ভেতরে একটা খবর শুনেছিলাম, তাতে মাধবের মনের উদ্বেগ প্রবল হবে এই আশংকা হয়েছিল, (আর) অবলোকিতা মদনোদ্যানের ব্যাপারটি নিবেদন করল, (তাই) তাড়াতাড়ি করে যখন আসছিলাম তখন দেখতে পেলাম এই কুলকন্যাকে— তাঁকে তখন বাঘ প্রায় ধরে আর কি ।

(মালতী ও মাধব চিন্তান্বিত)

কামন্দকী (স্বগত) খবরটা নিশ্চয় মালতী-প্রদানের ব্যাপারই হবে । (প্রকাশ্যে) বাছা মাধব ! কী সৌভাগ্য ! তোমাকে বন্ধুভাবে মালতী অভিনন্দিত করেছে । তার প্রীতির প্রতিদান করার এই তো উপযুক্ত সময় ।

মাধব—ভগবতী !

বাঘে ক্ষতবিক্ষত করেছিল বন্ধুকে, তাকে মূর্ছিত দেখে আমিও যখন মূর্ছিত হয়েছিলাম, তখন ইনিই সৌজন্যবশে আমার ক্লেশ দূর করেছেন ; এ জন্যে যেমন করে লোকে পূর্ণপাত্র[২] নিয়ে যায় তেমনিভাবে ইনি অবশ্যই আমার হৃদয় ও জীবন গ্রহণ করতে পারেন ॥ ১ ॥

লবঙ্গিকা—আপনার এই অনুগ্রহের দান আমাদের প্রিয়সখী স্বীকার করে নিলেন ।

মদয়ন্তিকা—(স্বগত) এই মহানুভব ঠিক সময়মতো ভাবি সুন্দর কথা বলতে পারেন তো ?

মালতী—(স্বগত) মাধবের উদ্বেগের কারণ হবে বলে মকরন্দ যা শুনেছেন সে সংবাদটি কী ?

মাধব—বয়স্য ! কী সে সংবাদ তুমি শুনেছিলে যা আমার প্রবল উদ্বেগের কারণ হবে ?

(পুরুষের প্রবেশ)

পুরুষ—বাছা মদয়ন্তিকা ! তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই মন্ত্রী নন্দন আদেশ করেছেন—আজ মহারাজ আমাদের বাড়ি এসে ভূরিবসুর ওপরে একান্ত বিশ্বাস ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে নিজেই মালতীকে প্রদান করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। কাজেই এসো, আমরা দুজনে আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিই।

মকরন্দ—বয়স্য ! এটিই সেই সংবাদ।

(মালতী ও মাধবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল)

মদয়ন্তিকা— সানন্দে মালতীকে আলিঙ্গন করে) সখী মালতী ! একই নগরে আমাদের বাস ছিল, তাই সেই যবে আমরা দুজনে একই সঙ্গে ধুলিখেলা করেছি, সেই থেকে তুমি আমার প্রাণের সই আর বোন হয়েছিলে, এখন আবার তুমি আমাদের গৃহের অলঙ্কার হলে।

কামন্দকী—বাছা মদয়ন্তিকা ! তোমার খুব সৌভাগ্য ! তোমার ভাই মালতীকে লাভ করল।

মদয়ন্তিকা—এ আপনাদের অনেক আশীর্বাদের প্রভাবেই। সখী লবঙ্গিকা ! তোমাদেরকে পেয়ে আমাদেরও সব অভিলাষ পূর্ণ হল।

লবঙ্গিকা—আমাদেরও কি এ কথা বলার প্রয়োজন আছে ?

মদয়ন্তিকা—সখী বুদ্ধরক্ষিতা ! এখন বিবাহমহোৎসবে যোগ দিই গিয়ে।

বুদ্ধরক্ষিতা—এসো যাই। (দুজনেই উঠলেন)

লবঙ্গিকা—(জনান্তিকে) ভগবতী ! হৃদয় ভবে উপচে পড়া বিস্ময় ও আনন্দে সুন্দর, কখনো আন্দোলিত কখনো স্থির হয়ে মনোহর, ফোটা নীলপদ্মের মালার মতন এই মদয়ন্তিকা ও মকরন্দের কটাক্ষপাতগুলি যেমনভাবে পরস্পরের দিকে প্রসারিত হচ্ছে তা থেকে মনে হচ্ছে যে, মনে মনে এদের পরস্পর সমাগম সম্পন্ন হয়েছে।

কামন্দকী—(হেসে) নিশ্চয় এরা দুজনে পরস্পর চাহনিতেই বারে বারে মনের মুগ্ধভাব অনুভব করছে। তাই তো দেখো—

একটু তেরচাভাবে প্রসারিত হওয়ায় অসম, অপাঙ্গদেশে সংকুচিত, প্রেমাবির্ভাবে নিশ্চল ও ক্লান্ত, মনে মনে আনন্দানুভব করায় উজ্জ্বল (তাদের) আড়চোখের দৃষ্টি, তাতে ভ্রু সামান্য উন্নমিত হচ্ছে, নেত্ররোম অবসন্ন ও নিশ্চল—এই দৃষ্টি স্পষ্টভাবে সদ্য (সে অনুভব) ব্যক্ত করছে ॥ ২ ॥

পুরুষ—বাছা, মদয়ন্তিকা, এদিকে এদিকে।

মদয়ন্তিকা—(জনান্তিকে) সখী বুদ্ধরক্ষিতা ! আমার জীবনদাতা এই পদ্মলোচন লোকটিকে আবারও কি দেখতে পাব ?

বুদ্ধরক্ষিতা—যদি দৈব অনুকূল হন (তবে দেখতে পাবে)।

(পুরুষের সঙ্গে মদয়ন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রস্থান)

মাধব—(জনান্তিকে কামন্দকীকে)

মৃণালতন্তুর মতো ভঙ্গুর অনেকদিনের এই আশার সুত্রটি ছিঁড়ে যাক্, প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক পীড়া এখন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাক, (মনের) চাঞ্চল্যভার অকপটে আমাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, বিধাতা স্বস্তি লাভ করুন আর মদনও কৃতকৃত্য হ'ন ॥ ৩ ॥

আমাদের উভয়ের প্রেম পরস্পর সমান হলেও আমি যাঁকে প্রার্থনা করেছি, তিনি দুর্লভ ; দৈব যখন প্রতিকূল আচরণ করছেন তখন আমার এইরকম পরিণতিই তো সমুচিত, তবুও তিনি যেই দানের কথা শুনলেন অমনি নিষ্প্রভ হয়ে উঠল তাঁর মুখখানি ; সকালবেলাকার চাঁদের মতো দ্যুতিযুক্ত সে মুখমণ্ডল আমাকে অন্তরে দগ্ধ করছে ॥ ৪ ॥

কামন্দকী—(স্বগত) মাধবের এই নিতান্ত মানসিক উদ্বেগ আমাকে ব্যথিত করছে, আর বাছা মালতীও হতাশ হয়ে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে আছে। (প্রকাশ্যে) বাছা মাধব ! দীর্ঘায়ু তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি—তুমি কি মনে করেছিলে যে ভূরিবসু তোমার হাতে মালতীকে প্রদান করবেন ?

মাধব—(লজ্জিত হয়ে) না, না।

কামন্দকী—তাহলে তো দেখছি তোমার অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয় নি।

মকরন্দ—ভগবতী ! আশঙ্কা হল এই যে, তাহলে আগেই (মালতী) বাগদত্তা ?

কামন্দকী—সে সংবাদ আমি তো জানি। আর এও সকলে জেনেছে যে নন্দনের জন্য মালতীকে প্রার্থনা করলে ভূরিবসু রাজাকে বলেছেন—'মহারাজ নিজ কন্যাজনের প্রভু।'

মকরন্দ—হ্যাঁ, তা তো জানি।

কামন্দকী—সে লোকটি তো বলে গেল যে, রাজা আজ নিজেই মালতীকে প্রদান করছেন। দেখো বৎস, প্রাণীদের আচরণবিধি বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত। পাপপুণ্যের হেতু বাক্যের দ্বারাই নিয়মিত। ভূরিবসুর সেই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য[৫] নয়। মালতী অবশ্যই মহারাজের নিজের কন্যা নয়। আর কন্যাপ্রদানে নৃপতিরা অধিকারী, ধর্মশাস্ত্রে এমন কোনো সিদ্ধান্তও নেই। কাজেই এ নিয়ে চিন্তা করার কিছুই নেই। আর বাছা, আমাকেই বা কেমন করে উদাসীন মনে করছ ? দেখো—এই কন্যা বা তোমাতে যে অমঙ্গল আশঙ্কা করছি তা যেন শত্রুদেরও না হয়, কাজেই তোমাদের যাতে মিলন হয়, সে জন্যে আমাকে সর্বপ্রকার এমন কি প্রাণের বিনিময়েও চেষ্টা করতে হবে ॥ ৫ ॥

মকরন্দ—আপনার কথাগুলি তো ভারি সুন্দর আর যুক্তিসঙ্গত। আরও ভগবতী ! যদিও আপনার মন সংসারবিমুখ তবু আপনার এই নিজ সন্তানে দয়া ও স্নেহ সে মনকে বিগলিত করছে। তাই প্রব্রজ্যার সমুচিত আচরণের বিরুদ্ধ ব্যাপারে যত্নবতী হয়েছেন। তবে কিনা দৈব অন্য কিছু ঘটাতেও পারেন ॥ ৬ ॥

(নেপথ্যে)

ভগবতী কামন্দকী ! রানীমা জানাচ্ছেন যে মালতীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি আসুন।

কামন্দকী—বাছা, ওঠো।

(সকলে উঠলেন)

(মালতী ও মাধব করুণভাবে ও অনুরাগভরে পরস্পরের দিকে তাকাল)

মাধব—(স্বগত) হায় ! মালতীর সঙ্গে মাধবের জাগতিক আদানপ্রদান এইখানেই শেষ। হায় হায় ! বিধি প্রথমটা সুহৃদের মতো একটানা আনুকূল্য দেখিয়ে সুখ দিয়ে আবার হঠাৎ পালটে গিয়ে অকরুণ হয়ে মনকে বড়োই পীড়িত করছেন ॥ ৭ ॥

মালতী—(জনান্তিকে) নয়নের আনন্দদায়ী হে মহাত্মা ! এই শেষবারের মতো আপনার দর্শন।

লবঙ্গিকা—হায় হায় ! অমাত্য যা ঘটালেন তাতে আমাদের সখীর প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

মালতী—আমার বাঁচবার ইচ্ছার ফল এখন পরিণত হল। বাবার নিষ্করুণ ব্যবহার প্রমাণ করছে যে তাঁর স্বভাব কাপালিকের মতো। দুর্দৈবের নিষ্ঠুর প্রচেষ্টার যোগ্য পরিণতিই হয়েছে। হতভাগিনী আমি এ ব্যাপারে কাকেই বা দোষারোপ করব, নিঃসহায় আমি কার শরণ নেব ?

লবঙ্গিকা—সখী ! এদিকে এদিকে। (কামন্দকীর সঙ্গে প্রস্থান)

মাধব—(স্বগত) ভগবতী কামন্দকী স্বাভাবিক স্নেহে কাতর (তাই) নিশ্চয় এ মাধবকে কেবল আশ্বাস দিলেন। (উদ্বেগের সঙ্গে) হায় ! আমার জন্মের সফলতা সম্পর্কে সবরকমেই সংশয় দেখা দিল। তাহলে এখন কী কর্তব্য ? (চিন্তা করে) নরমাংস[৭] বিক্রি করা ছাড়া অন্য উপায় তো দেখছি না। (প্রকাশ্যে) বয়স্য মকরন্দ ! তুমি কি মদয়ন্তিকার জন্য উৎকণ্ঠিত হচ্ছ ?

মকরন্দ—হ্যাঁ,

আঘাতে রক্তাক্ত আমাকে দেখে (ব্যস্ততায়) নিজের উত্তরীয় বসন যে খসে পড়ছে সেদিকে লক্ষ্য না করেই যেন অমৃতময় অঙ্গে (তিনি) আমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন—সেই আলিঙ্গন আমার মনকে আকুল করে তুলছে ॥ ৮ ॥

মাধব—বুদ্ধরক্ষিতার প্রিয়সখীকে লাভ করা যে তোমার পক্ষে সহজ হবে এতে সন্দেহ নেই। আর তাঁর মরণকালে তুমি বাঘকে মেরে তাঁকে রক্ষা করেছিলে, তিনি তোমার আলিঙ্গন লাভ করেছেন—এর পরে তিনি কেমন করেই বা অন্য পুরুষে আসক্ত হবেন ? আরও দেখো, সেই পদ্মনয়না দুটি চোখে (তোমার দিকে) যে অনেকক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন স্তিমিত ও রমণীয় সে চাহনিতে অনুরাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ॥ ৯ ॥

মকরন্দ—তাহলে ওঠো। পারা ও সিন্ধুনদীর সঙ্গমে স্নান সেরে নগরীতে প্রবেশ করি।

(উঠে পড়ে দুজনেই চললেন)

মাধব—এই সেই মহানদী দুটির সঙ্গমস্থল। যার তটভূমি পরিব্যাপ্ত করেছেন বধূর দল—সবে তাঁরা স্নান সেরে উঠেছেন-জলে ভেজা কাপড়গুলি গায়ে লেগে আছে, তাই দেহের উঁচুনিচু স্থানগুলি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, মনোহর স্বর্ণকুম্ভের মতো শোভন, বিশাল ও উন্নত স্তনের উপরে তাঁরা হাত দুটিকে স্বস্তিকাকারে রেখেছেন ॥ ১০ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ শার্দূলবিদ্রম নামে চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × **পঞ্চম অঙ্ক** × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর আকাশপথে অত্যুজ্জ্বলবেশে কপালকুণ্ডলার প্রবেশ)

কপালকুণ্ডলা—যাঁর স্বরূপ ষোড়শনাড়ীচক্রের মধ্যে (প্রাণাদি আধারে) অবস্থিত ; যাঁরা তাঁর স্বরূপ জেনেছেন তাঁদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে যিনি (অণিমাদি) সিদ্ধি

প্রদান করেন আর একাগ্রচিত্তে সাধকেরা যাঁকে অন্বেষণ করে থাকেন, নানা শক্তিতে পরিবেষ্টিত সেই শক্তিনাথের জয় ॥ ১ ॥

এই আমি এখন

মন্ত্রন্যাসের দ্বারা ষড়ঙ্গচক্রে স্থাপিত ও হৃৎপদ্মমধ্যে প্রকাশিত, অবিনাশী, শিবরূপী পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করতে করতে (আমার) সামনের মেঘগুলিকে ভেদ করে এসে পড়েছি ; একাগ্রচিত্ত হওয়ায় (প্রাণায়াম দ্বারা) নাড়িগুলির বায়ুপূরণের ফলে দেহ থেকে পঞ্চমহাভূতকে আকর্ষণ করায় (আকাশে) উঠতে আমার কোনো শ্রমই হয় নি ॥ ২ ॥

আরও

(চলার বেগে) নরকপালের কণ্ঠমালা উঠছে পড়ছে, তাইতে সংঘর্ষে কিঙ্কিনী-গুলি ভীষণ রব তুলছে (তাই তো) আকাশপথে আমার চলার বেগ যেমন অত্যন্ত রমণীয় তেমনি নিতান্ত ভীষণ হয়ে উঠেছে ॥ ৩ ॥

জটাভার খুব শক্ত করে গিঁট দিয়ে বাঁধা আছে তবু সর্বদিকে ছড়িয়ে দুলছে ; খট্বাঙ্গের ঘণ্টাটি চলার বেগে ঘুরে ঘুরে তীব্র ও তীক্ষ্ণ শব্দ করছে, যে প্রবল বায়ুপ্রবাহে কিঙ্কিনীগুলিতে অনবরত ধ্বনি উঠছে আর স্তূপীকৃত নিরাবরণ শবমুণ্ডরাশির মধ্যে যা গুঞ্জনধ্বনি তুলছে, সেই বায়ুই পতাকাগুলিকে ঊর্ধ্বে কম্পিত করছে ॥ ৪ ॥

(ঘুরে ফিরে দেখে ও আঘ্রাণ করে) পুরাণো নিমতেলে রসুন ভাজলে যেমন গন্ধ ছাড়ে ঠিক তেমনি চিতাধূমের গন্ধ থেকে বুঝতে পারছি যে এই সামনেই বিরাট শ্মশানভূমি--তারই খুব কাছে করালাদেবীর মন্দিরে আমার গুরু অঘোরঘণ্ট আছেন--তিনি মন্ত্রের সিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁরই আদেশে আজ আমাকে বিশেষভাবে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। গুরুজী আমাকে বলেছেন--'বাছা কপালকুণ্ডলা ! দেবী করালার কাছে আগে যা মানত করেছিলাম, সেই স্ত্রীরত্নটি আজ উপহার দিতে হবে।' রত্নটি এই নগরেই আছে বলে জানি। তাহলে খুঁজে বার করি।

(সকৌতুকে সামনে তাকিয়ে) কে এই লোকটি ? ভারি গম্ভীর অথচ মধুর তাঁর চেহারা, কোঁকড়ানো চুলগুলি উঁচু করে বাঁধা আর হাতে কৃপাণ নিয়ে শ্মশানভূমিতে নামছেন ? নীলপদ্মের পাঁপড়ির মতো শ্যামবর্ণ কিন্তু বড়োই পাণ্ডুর তাঁর অঙ্গ ; পাদন্যাস মনোহর, শ্রীমণ্ডিত তাঁর চেহারা আর মুখখানি চাঁদের মতো। তাঁর বাঁ হাতে লক্‌লক্ করছে নরমাংস--তার থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে থক্‌থকে (জমাট) রক্ত (কাজেই) ঐ হাতটি (একই সঙ্গে) সাহস ও বিনয়হীনতা প্রকাশ করছে ॥৫॥

(ভালো করে দেখে নিয়ে) আরে ! এ তো দেখছি কামন্দকীর বন্ধুপুত্র মাধব মাংস বিক্রি করছে। কিন্তু তাকে তো আমার দরকার নেই। যা হোক, আমি আমার অভীষ্ট কাজ করি। সায়ংসন্ধ্যার সময়ও প্রায় পেরিয়ে গেল। এই তো এখন--

রাশি রাশি তমালের স্তবকের মতো তরল অন্ধকার লতার মতো হয়ে আকাশের প্রান্তদেশ ঢেকে ফেলেছে, ধরিত্রী তার প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে (ক্রমশ) যেন এক অভিনব জলে ডুবে যাচ্ছে ; আর সবে মাত্র শুরু হলেও রাত্রি বায়ুবেগে ধোঁয়া যেমন চারদিকে ছড়িয়ে গোল হয়ে ফুলে ফুলে ওঠে ঠিক তেমনি তার আপন

নীলিমাকে বনপ্রদেশে গাঢ় করে তুলছে ॥ ৬ ॥

(পাদচারণা ও প্রস্থান)

॥ বিষ্কম্ভক ॥

(ডান হাতে কৃপাণ ও বাঁ হাতে নরমাংস নিয়ে মাধবের প্রবেশ)

মাধব—(আশান্বিতভাবে) সুনয়নার প্রেমে সরস, প্রণয়স্পর্শী, পরিচয়বশতঃ প্রগাঢ় অনুরাগে পরিণত ও স্বভাবতঃ মধুর সেই চেষ্টাগুলি আমাকে লক্ষ্য করে দেখা দিক—মনের মধ্যে পোষিত আশায় পরিকল্পিত হলেও ঐ চেষ্টাগুলিতে সদাই অন্তঃকরণ নিবিড় আনন্দে বিলীন হয় আর বহিরিন্দ্রিয়গুলির বিষয়গ্রহণশক্তি লোপ পায় ॥ ৭ ॥

আরও

কর্ণমূলে মুখখানি রেখে তাঁর অঙ্গের সঙ্গে আমার অঙ্গের গাঢ় আলিঙ্গন যেন লাভ করি—মুক্তাহারের চেয়েও বেশি আদরের আমারি গাঁথা বকুলমালাটি ধারণ করায় সুবাসিত ও সুন্দর তাঁর স্তনদ্বয় তিনি সেই আলিঙ্গনে বুকের উপর রাখবেন ॥ ৮ ॥

অথবা এ (আলিঙ্গন) তো দূরের কথা। শুধু এটুকুই আমার প্রার্থনা—তাঁর সে মুখখানি যেন আবার দেখতে পাই। অনঙ্গের মঙ্গলমন্দির স্বরূপ সে মুখখানি নবোদিত চন্দ্রের কলাসমূহের সার সংগ্রহ করে সৃষ্টি করা হয়েছে—সেটি দৃষ্টিপথে এলেই জগতের সমস্ত সুখ যেন মিলিত হয়ে এসে মনের মধ্যে নিরতিশয় আনন্দের সঞ্চার করে আর নয়নের আনন্দ প্রগাঢ় অনুরাগ জাগিয়ে তোলে ॥ ৯ ॥

সত্যি বলতে কি, এখন তাঁকে দেখতে পেলেও আমার কিছু যায় আসে না। আগে তাঁকে যে ভালো করে দেখেছিলাম তা থেকে তাঁর এক মানসিক সংস্কার জন্মেছিল ; এখন সেই সংস্কার অনবরত জেগে ওঠায় প্রিয়তমার স্মৃতি মনের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে—কোনো বিপরীত চিন্তা আর তাকে বাধা দিতে পারছে না ; সে স্মৃতি থেকে জেগে ওঠা সংবিৎ অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে আমার সমগ্র চিত্তকে মালতীরূপে রূপায়িত করেছে। সে চিত্তবৃত্তি আমার চেতনাকে যেন মালতীময় করে তুলেছে। তাই দেখো—

আমার চিত্তে সেই প্রিয়া যেন বিলীন হয়ে আছেন, যেন প্রতিবিম্বিত হয়ে আছেন, যেন আঁকা হয়ে আছেন, সেখানে যেন তাঁর মূর্তি খোদাই করা হয়েছে, যেন তাঁকে পুঁতে দেওয়া হয়েছে, যেন বজ্রলেপ[২] দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে, অথবা মনের ভেতরে খুঁড়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন মদনের পাঁচটি বাণ দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে, যেন চিন্তাধারার তন্তুজাল দিয়ে নিবিড়ভাবে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে—এমনি ভাবে তিনি লেগে আছেন আমার মনে ॥ ১০ ॥

(নেপথ্যে কোলাহল)

মাধব—(শুনে) আরে ! রাক্ষসেরা সব বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে, শ্মশানভূমি এখন কী ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। তাই তো এখানে—

চিতার আলোর প্রান্তকে প্রতিরুদ্ধ করছে যে প্রগাঢ় পুঞ্জীভূত অন্ধকাররাশির বিস্তার, পরিধি তার ভীষণ ; চিতার আলোর উজ্জ্বলতাকে তা যেন আরও বেশি করে ফুটিয়ে তুলছে, মাংসখেকো পুতনাপিশাচ ও অন্যসব শ্মশানচরেরা মিলেমিশে

হুড়োহুড়ি করে খেলা করছে, খুশিতে চঞ্চল হয়ে কিলকিল শব্দে কোলাহল করছে আর নিজেদের মধ্যে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করে চলেছে ॥ ১১ ॥

বেশ, তবে ঘোষণা করি। (উচ্চকণ্ঠে) ওহে শ্মশানবাসী শবমাংসাশী পুতন-পিশাচেরা—

আমি এই মহামাংস বিক্রি করতে এনেছি, তোমরা এসো, এই মাংস নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। এ শস্ত্রপূত নয়, এতে কোনো চাতুরীও নেই আর পুরুষের দেহ থেকেই এ মাংস কেটে আনা হয়েছে ॥ ১২ ॥

(আবার নেপথ্যে কোলাহল)

মাধব—এ কেমন হল ! আমি ঘোষণা করতে না করতেই ভয়ংকর বেতালের দল সবদিকে ছুটোছুটি শুরু করেছে, তাদের তুমুল অস্পষ্ট কোলাহলে মুখর শ্মশানভূমি যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে আর ভূতেরা সব দল বেঁধে বেরিয়ে এসেছে। কী আশ্চর্য !

উল্কামুখ-পিশাচদের মুখগুলিতে আকাশ ভরে গিয়েছে- ওষ্ঠ কান পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় বিকট তাদের মুখগহ্বর—তারা হাঁ করলে মুখগহ্বরে আগুন জ্বলে উঠছে, সে মুখগুলি দাঁতের ডগা দিয়ে ঠাসা আর তাতে রয়েছে বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো কেশ, নখ, নয়ন, ভ্রূ ও শ্মশ্রুরাশি—মুখগুলি এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। পিশাচদের শুকনো আর লম্বা দেহগুলি কখনো দেখা যাচ্ছে কখনো বা দেখা যাচ্ছে না ॥ ১৩ ॥

আরও—

এদিকে দেখা যাচ্ছে এই পিশাচের দল—খেজুর গাছের মতো লম্বা তাদের জংঘা, কালো চামড়ার নিচে ঢাকা পড়েছে চারদিকে ছড়িয়ে-পড়া শিরাগ্রন্থিতে ভরা, জীর্ণ কংকালের পাঁজরার হাড়গুলি ; তারা কোনো রকমে একসঙ্গে মুখে পুরেছিল যে নরমাংসের গ্রাস তারি কিছুটা মাটিতে পড়ে গেছে, তাইতে পুষ্ট হচ্ছে চারদিকে শেয়ালগুলি আর (উল্লাসে) ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে চেঁচাচ্ছে ॥ ১৪ ॥

(চারদিকে তাকিয়ে দেখে ও হেসে) আরে ! এই সব পিশাচদের রকম অদ্ভুত !

ফ্যাকাশে আর লম্বা এদের দেহ আর চওড়া, লম্বা জিহ্বাগুলিতে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে এদের মুখগহ্বর—সে মুখগুলি হাঁ করাতে এদের দেখাচ্ছে ঠিক পোড়া জীর্ণ অশ্বত্থগাছগুলির মতো—যাদের কোটর ভয়ানক হয়ে উঠেছে অজগরের নড়াচড়াতে ॥ ১৫ ॥

(পরিক্রমণ করে ও দেখে) এঃ ! সামনে এ কী বীভৎস দৃশ্য ! অনশনে শুকনো দেহ এক পিশাচ প্রথমে (শবদেহের) চামড়াগুলি টেনে টেনে ছিঁড়েছে—তারপর ভীষণ ফুলে বেড়ে-ওঠা কাঁধ, পাছা, পিঠ, জংঘা এই সব দেহের সুলভ্য অত্যন্ত দুর্গন্ধ মাংস প্রচুর পরিমাণে খেয়ে (তারপর) শিরা, উপশিরা, চোখ সবই খেয়ে নিয়েছে, (এখন) কোলের উপরে রাখা মাথার খুলি থেকে হাড়ের মধ্যে খাঁজে খাঁজে যে মাংস আছে তাও দাঁত বার করে পরম নিশ্চিন্তে খাচ্ছে ॥ ১৬ ॥

আরও—

এই সব মড়াখেকো পিশাচেরা অসংখ্য চিতা থেকে শবদেহগুলিকে টেনে এনেছে, এখনো সেগুলিতে ধোঁয়া লেগে আছে, প্রচণ্ড তাপে হাড়গুলি ভেপে ওঠায় মেদগুলি ক্বাথে পরিণত হচ্ছে ; দুদিকের সন্ধি থেকে ছিঁড়ে জংঘাস্থিখানি

কাছে টেনে নিয়েছে. উৎকটভাবে পাক হওয়ায় সে অস্থি থেকে মাংস খসে-খসে পড়ছে ও সেটি নড়েচড়ে উঠছে—জঙ্ঘাস্থি থেকে মজ্জার ধারা ঝরে পড়ছে—তাই পান করছে পিশাচের দল ॥ ১৭ ॥

(হেসে) কী বিচিত্র এই পিশাচবধূদের সন্ধ্যেবেলাকার আমোদ ! এই তো—

উল্লসিত পিশাচবধূরা (শবদেহের) নাড়ী দিয়ে মঙ্গলসূত্র রচনা করেছে, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে (মৃতা) রমণীদের রক্তপদ্মের মতো হাতগুলি কানের দুল করে পরেছে, হঠাৎ (মনে পড়াতে) হৃৎপিণ্ডের পুণ্ডরীকমালা ধারণ করেছে, জমে-ওঠা রক্তের কুঙ্কুমে সেজেছে—তারা পতির সঙ্গে মিলে মাথার খুলিগুলিকে পান-পাত্র করে অস্থিমজ্জার সুরা পান করছে ॥ ১৮ ॥

(এগিয়ে ঘুরেফিরে আবার 'অগম্যপূতম্'—ইত্যাদি পাঠ করার পর) কী আশ্চর্য ! হঠাৎ এই নানা রকমের ভয়ংকর বিভীষিকা থামিয়ে দিয়ে পিশাচেরা সব পালিয়ে গেল ? অহো ! পিশাচদের কী দুর্বলতা ! (ঘুরে ফিরে দেখে দুঃখের সঙ্গে) শ্মশানভূমির সব দিকেই তো খুঁজে দেখলাম । এই তো দেখছি আমার সামনে শ্মশানপ্রান্তে নদী—লতাকুঞ্জে বাসায় বসে পেঁচার দল ডাকছে, তাদের ঘুৎ ঘুৎ শব্দে আর শেয়ালগুলো চেঁচাচ্ছে—সে প্রচণ্ড হুক্কাহুয়া শব্দে ভরে উঠে নদীতীর অত্যন্ত ভীষণ হয়ে উঠেছে ; ভেতরে জীর্ণ হয়েছে যে নরকপালের টুকরোগুলি, তাতে ধাক্কা খেয়ে পাড়ভাঙা নদীর খরস্রোত প্রচণ্ড ঘরঘর ধ্বনি তুলে বয়ে চলেছে ॥ ১৯ ॥

(নেপথ্যে)

হায় নিষ্করুণ পিতা ! যাকে দিয়ে (আপনি) রাজার মন তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন সে তো এখন মরতে বসেছে !

(মনোযোগ দিয়ে শুনে)

ভীত কুররীর কূজনের মতো মধুর অথচ তীক্ষ্ণ এই ধ্বনি—চিত্তাকর্ষক এ ধ্বনি খুবই চেনা বলে মনে হচ্ছে ও কানে এসে বাজছে—হৃদয় অন্তরে বিদীর্ণ হয়ে অস্থির হচ্ছে, প্রত্যেক অঙ্গ অবশ হয়ে পড়ছে, দেহ স্তব্ধ হওয়ায় গতি স্খলিত হচ্ছে । এ কী হল ? এটা কী হতে পারে ? ॥ ২০ ॥

এ করুণ ধ্বনি করালার মন্দির থেকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে । সেই মন্দিরটি তো এরকম অনিষ্টের স্থানই বটে ॥ ২১ ॥

যা হোক্, দেখি তো ! (এগিয়ে গেলেন)

(দেবতার পুজায় ব্যগ্র কপালকুণ্ডলা ও অঘোরঘণ্ট আর বধ্যের সাজে মালতীর প্রবেশ ।)

মালতী—হায় ! নিষ্করুণ পিতা ! যাকে দিয়ে (আপনি) রাজার মন তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন সে তো এখন মরতে বসেছে ! হায় জননী ! আপনার মন স্নেহে ভরা ! দৈবের নিষ্ঠুর খেলায় আপনিও মারা পড়লেন । হায় ভগবতী কামন্দকী ! আপনার জীবন মালতীময় । একমাত্র আমার কল্যাণ সাধনের জন্যেই আপনি সর্বকর্ম ত্যাগ করেছেন । বহুদিন পরে এই স্নেহই আপনার দুঃখের কারণ হল । হায় প্রিয়সখী লবঙ্গিকা ! এরপর আমাকে শুধু স্বপ্নেই দেখতে পাবে ।

মাধব—আরে, এ যে সেই হরিণাক্ষী ! এখন আর কোনো সন্দেহই রইল না । তবুও

তাঁর জীবন থাকতে তাঁর সম্মান রাখতে পারব কি ? (দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন)

কপালকুণ্ডলা ও অঘোরঘণ্ট—দেবী চামুণ্ডা ! তোমাকে নমস্কার করি। তোমার লীলা-খেলায় সদর্প পাদবিক্ষেপে[৪] কেঁপে উঠে অবনমিত হয় ভূমণ্ডল—তারই চাপে মহাকূর্মের পৃষ্ঠাস্থি নড়ে ওঠে আর সেই কাঁপনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি টলমল করে ওঠে—আর পাতালের মতো (তোমার) মুখগহ্বরে সাতসমুদ্র নিক্ষিপ্ত হয়—সে লীলার ঐশ্বর্যের প্রকাশে আনন্দিত হয়ে ওঠে নীলকণ্ঠের পারিষদবর্গ ; হে দেবী ! তোমার সেই লীলাকে বন্দনা করি ॥ ২২ ॥

আরও

হে দেবী ! তোমার তাণ্ডবনৃত্যে সঞ্চালিত গজচর্মের প্রান্তে চঞ্চল হয় নখগুলি—তাদের আঘাতে বিদীর্ণ হওয়ায় চাঁদের থেকে ঝরে পড়ে অমৃতের ধারা—তাইতে (কণ্ঠমালার) নরমুণ্ডগুলি বেঁচে উঠে ভয়ংকর অট্টহাস্য করতে থাকলে ভয় পেয়ে অসংখ্য প্রমথের দল স্তব গাইতে শুরু করে ; ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে থাকে কালো কালো সাপগুলি, (বাহুতে) কেয়ূরের মতো গ্রন্থিবদ্ধ তাদের দেহগুলি অত্যন্ত নিষ্পেষিত হওয়ায় বিকটভাবে বিস্তৃত পীঠের মতো ফণামণ্ডল থেকে নির্গত হয় বিষ—সে বিষের জ্যোতির প্রকাশে ভয়ংকর (তোমার) সুবিশাল প্রসারিত বাহুগুলির আঘাতে পাহাড়গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় ; (সে তাণ্ডবনৃত্যে) আগুন জ্বলতে থাকায় পিঙ্গলবর্ণ নেত্রের দীপ্তির প্রকাশে ভীষণাকৃতি তোমার মাথাটি অলাতচক্রের মতো ঘুরতে থাকায় দিগ্‌বিদিক্‌ একাকার হয়ে যায় আর অত্যুচ্চ খট্বাঙ্গটির ধ্বজার মতো অগ্রভাগের কাঁপনে তারাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ; (সে নৃত্যে) আনন্দে মাতাল পুতন-পিশাচ আর ভয়ংকর সব বেতালদের হাততালিতে গৌরীর কর্ণ (যেন) বিদীর্ণ হতে থাকে—তাইতে চকিত গৌরীর গাঢ় আলিঙ্গনে মহাদেবের মন খুশিতে ভরে ওঠে ; হে দেবী ! মহাদেবের আনন্দদায়ী তোমার সেই নৃত্য আমাদের আনন্দ ও অভীষ্টসিদ্ধির কারণ হোক[৫] ॥ ২৩ ॥

(দুজনেই নমস্কার করলেন)

মাধব (মালতীকে দেখে) হায় হায় কী বিপদ !

অলক্তক, রক্তমাল্য আর রক্তবসনে এই তো সেই বসুসদৃশ ভূরিবসুর কন্যা ; ভয়ে কাতরা কন্যা দুই নেকড়ে বাঘের মুখে হরিণীর মতো, পাপকাজে লিপ্ত, অতি পাষণ্ড ও চণ্ডালস্বভাব লোক দুটোর সামনে উপস্থিত হয়ে মৃত্যুর মুখে অবস্থান করছেন। হায় ধিক ! কী কষ্ট, কী বিপদ, বিধির এ কী নিষ্করুণ বিধান ! ॥ ২৪ ॥

কপালকুণ্ডলা—ভদ্রে ! যে তোমার প্রিয়তম, এখন তাকে স্মরণ করো। নিষ্করুণ যম আজ তোমাকে নেবার জন্যে ত্বরা করছে।

মালতী—হায় ! প্রিয়তম মাধব ! আমি মরে গেলেও তুমি আমাকে মনে রেখো। প্রিয়জনে যাকে মনে রাখে সে তো মরে না।

কপালকুণ্ডলা—আহা রে ! এ হতভাগিনী মাধবের অনুরাগিণী।

অঘোরঘণ্ট—(খড়্গ উঠিয়ে) যা হবে হোক। আমি একে মেরে ফেলি। দেবী চামুণ্ডা ! মন্ত্রসাধনের প্রারম্ভে যা দেবো বলে সংকল্প করেছিলাম, সেই পুজো নিয়ে এসেছি, তুমি গ্রহণ করো ॥ ২৫ ॥

(হত্যা করতে উদ্যত হল)

মাধব—(হঠাৎ উপস্থিত হয়ে ওপর হাতের আড়ালে মালতীকে সরিয়ে দিয়ে) ওরে দুরাত্মা! দূর হও, রে কাপালিকাধম! উল্টে তুমিই মরলে।

মালতী—(হঠাৎ দেখতে পেয়ে) মহাশয়! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন আমাকে।

(মাধবকে আলিঙ্গন করল)

মাধব—মহাশয়া! ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না। মরণকালে সব ভয় ত্যাগ করে অনর্গল প্রলাপবাক্যে যার প্রতি আপনি স্নেহ প্রকাশ করেছিলেন, এই সে আপনার সখা আপনার সামনেই আছে. সুন্দরী! আর (ভয়ে) কাঁপবেন না। এ পাপী এখনি এখানে প্রতিকূলে পরিণত পাপের নিদারুণ ফল যে কী তা বুঝতে পারবে ॥ ২৬ ॥

অঘোরঘণ্ট—আঃ। কে এই পাপী আমাদের বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল?

কপালকুণ্ডলা—প্রভু! এ লোকটিই হল তার (মালতীর) প্রেমাস্পদ, কামন্দকীর বন্ধুপুত্র. নরমাংস-বিক্রেতা মাধব।

মাধব—(অশ্রুপূর্ণ নয়নে) মহাশয়া এ কেমন করে হল?

মালতী—(অনেকক্ষণ পরে আশ্বস্ত হয়ে) মহাশয়! আমিও তা জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে, আমি উপরের অলিন্দে ঘুমিয়েছিলাম, এখানে এসে জেগেছি। কিন্তু আপনি এখানে কী করে?

মাধব—(সলজ্জভাবে) হে ভীরু! আপনার পাণিপদ্ম গ্রহণ করে আমার জীবন ধন্য করব—এই উৎকট বাসনায় পীড়িত হয়ে নরমাংস বিক্রি করার জন্যে এই শ্মশান-ভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—তখনি আপনার কান্না শুনে চলে এসেছি ॥ ২৭ ॥

মালতী—(স্বগত) আশ্চর্য! আমার জন্যেই ইনি নিজের প্রতি উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

মাধব—অহো! সত্যিই কী অবাক কাণ্ড! এ তাহলে যেন সেই কাক উড়ল আর তাল পড়ল, ঠিক সে ধরণের ব্যাপার[১]! এখন

আমার মনের এ কেমন যে দশা হল? চাঁদ যেমন রাহুর মুখে পড়েন, ঠিক তেমনি (আমার) প্রিয়া এ দস্যুটার খড়্গপতনের মুখে পড়েছিলেন; দৈববশে তাঁকে পেয়ে ছিনিয়ে এনে আমার মন আতঙ্কে বিহ্বল. করুণায় বিগলিত, বিস্ময়ে আলোড়িত, ক্রোধে দীপ্ত ও আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠছে ॥ ২৮ ॥

অঘোরঘণ্ট—ওরে বামুনের ছেলে!

রে পাপাত্মা! হরিণীকে বাঘে ধরলে তার করুণায় ব্যাকুল হরিণ যেমন ছুটে আসে তেমনি তুই হিংসাপরায়ণ আর প্রাণিবলিদানের ধ্বজাধারীর সামনে এসে পড়েছিস; খড়্গাঘাতে কাঁধটাকে কেটে ফেলতেই তোর মুণ্ডহীন দেহের ছিদ্র থেকে অঝোরধারে রক্ত ঝরে পড়তে থাকবে, তোকে দিয়েই সেই (হিংসাপরায়ণ) আমি প্রথমে জগৎ-জননীকে সন্তুষ্ট করব ॥ ২৯ ॥

মাধব-রে দুরাত্মা! পাষণ্ড! চণ্ডাল!

কেন তুমি সংসারকে সারহীন, ত্রিভুবনকে রত্নহীন ও সমস্ত লোককে আলোকহীন করতে উদ্যত হয়েছ? কেন তুমি আত্মীয়জনকে মরণের আশ্রয় নিতে বাধ্য করছ? কন্দর্পকে দর্পহীন ও জনগণের নয়ননির্মাণকে বিফল করতে আর জগৎকে জীর্ণ অরণ্যে পরিণত করতে চাইছ? ॥ ৩০ ॥

আরও, রে পাপিষ্ঠ !

প্রণয়িনী সখীরা খেলার ছলে পরিহাস-রসে শিরীষ ফুল দিয়ে আঘাত করলেই যে শরীর ব্যথা পায়, সেই শরীরে আঘাত করবার জন্যে তুমি অস্ত্র উঠিয়েছ, এই (আমার) বাহু তোমার মাথায় অকস্মাৎ যমদণ্ডের মতো পতিত হোক ॥ ৩১ ॥

অঘোরঘণ্ট—আঃ ! দুরাত্মা ! মা'র দেখি (আমায়), তুইও আর বাঁচবি না।

মালতী—প্রসন্ন হ'ন হে প্রভু ! হে সাহসী ! এ হতভাগা লোকটা সত্যিই ভয়ানক। কাজেই রক্ষা করুন আমাকে। এ অনর্থের সম্ভাবনাসংকুল কাজ থেকে বিরত হ'ন।

কপালকুণ্ডলা—প্রভু ! সাবধানে এই দুরাত্মাকে মারবেন।

মাধব ও অঘোরঘণ্ট—(মালতী ও কপালকুণ্ডলাকে) হে ভীরু ! হৃদয়ে ধৈর্য ধরো। এ পাপাত্মা এই মারা পড়ল বলে—যার বজ্রের মতো (কঠিন) বাহু অগণিত গজকুম্ভ বিদীর্ণ করতে পারে, হরিণের সঙ্গে যুদ্ধে সে অসতর্ক হয়েছে—এমন কি কেউ কখনো দেখেছে ? ॥ ৩২ ॥

(নেপথ্যে কোলাহল। সকলে শুনলেন। আবার নেপথ্যে)

ওহে মালতীর অন্বেষণকারী সৈন্যেরা ! যাঁর প্রজ্ঞার গতি অপ্রতিহত সেই ভগবতী কামন্দকী অমাত্য ভূরিবসুকে আশ্বস্ত করতে করতে এই আদেশ করেছেন—করালার মন্দির ঘিরে ফেলো।

এই ভীষণ ও অদ্ভুত কাজ অঘোরঘণ্ট ছাড়া অন্য কারো নয়। আর করালার উদ্দেশে বলিদান ছাড়া এর অন্য প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না ॥ ৩৩ ॥

কপালকুণ্ডলা—প্রভু ! আমাদের ঘিরে ফেলেছে।

অঘোরঘণ্ট—এখনি পৌরুষ প্রকাশের বিশেষ অবসর উপস্থিত।

মালতী—হায় পিতা ! হায় ভগবতী !

মাধব—বেশ, আত্মীয়জনের মধ্যে মালতীকে সুরক্ষিত করে রেখে তাদের সামনেই একে হত্যা করব। (মালতীকে অন্যদিকে সরিয়ে নিজে এগিয়ে গেল)

মাধব ও অঘোরঘণ্ট—(পরস্পর পরস্পরকে উদ্দেশ করে) আরে পাপাত্মা !

শক্ত হাড়ের গাঁটগুলিতে ঠোকা খেয়ে (আমার) অসি ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে মুখর হয়ে উঠবে· শক্ত পেশীগুলিকে কাটবার সময় (অসির) বেগ কিছুটা মন্থর হলেও কাদার মতন মাংসপিণ্ডের মধ্যে অবাধে চলতে থাকবে সে অসিও এক্ষুণি তোমার প্রত্যেক অঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে দেবে ॥ ৩৪ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ শ্মশানবর্ণনা নামে পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(কপালকুণ্ডলার প্রবেশ)

কপালকুণ্ডলা—আরে দুরাত্মা ! হতভাগা মাধব ! মালতীর জন্যে আমার গুরুকে তুমি হত্যা করেছ। সেই সময় তোমাকে নির্দয়ভাবে আঘাত করলেও তুমি মেয়ে-মানুষ বলে আমাকে অবহেলা করেছ। কাজেই কপালকুণ্ডলার রাগ যে কী সেটা অবশ্যই বুঝতে

পারবে।

সাপের সঙ্গে যার শত্রুতা তার শান্তি কোথায়? যে তার প্রতি মনের মধ্যে পুষে রাখা শত্রুতা[১] কখনই ভোলে না আর তীক্ষ্ন দাঁতের ডগা থেকে বিষ উদ্গিরণ করায় যে ভীষণ, সেই সর্পিণী কামড়ানোর জন্যে সব সময়েই সজাগ হয়ে থাকে ॥ ১ ॥

(নেপথ্যে)

হে রাজগণ! বৃদ্ধদের আদেশ মতো আপনারা আপনাদের কাজে প্রবৃত্ত হন; ব্রাহ্মণগণ! আপনারা শ্রুতিমধুর (মাঙ্গলিক) পাঠ করুন; (বর কন্যার) মঙ্গলের জন্যে নানা স্তবস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হোক— বরযাত্রীদের আসবার সময় হয়ে এল, (তাই) সকলেই খুব তাড়াহুড়ো করছে ॥২॥

ভগবতী কামন্দকীর নির্দেশমতো অমাত্যপত্নী আদেশ করছেন যে, কুটুম্বেরা এসে পড়ার আগেই বিঘ্নশান্তির জন্যে বাছা মালতীকে নগরদেবতার মন্দিরে যেতে হবে। আর যতক্ষণ না (মালতীর জন্যে পাঠানো) বিশেষ বিশেষ গয়না, কাপড় এ সব নিয়ে অনুচরেরা আসে ততক্ষণ (সেখানে) অপেক্ষা করতে হবে।

কপালকুণ্ডলা—তাই হোক। মালতীর বিয়ের নানা কাজে ব্যগ্র দ্বারপালের দল আর শত শত লোকজনে ভরা এই জায়গাটা থেকে সরে গিয়ে মাধবের অনিষ্টসাধনে মন দিই।

(কপালকুণ্ডলার প্রস্থান)

॥ বিষ্কম্ভক ॥

(কলহংসকের প্রবেশ)

কলহংসক—প্রভু মাধব মকরন্দের সঙ্গে নগরদেবতার মন্দিরের গর্ভগৃহে আছেন, তিনি আমাকে আদেশ করেছেন—জেনে এসো তো মালতী উৎসব অভিমুখে রওনা হয়েছেন কি না? তাহলে যাই, তাঁকে (খবরটা দিয়ে) খুশি করি গিয়ে।

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ)

মাধব—মালতীকে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেই দিন থেকে শুরু করে আমার নিরবচ্ছিন্ন মদনসন্তাপ ক্রমশ বেড়ে উঠেছে, আবার সেই মৃগনয়নার প্রেমসূচক ব্যবহারে তা চরমে উঠেছে; ভগবতী কামন্দকীর নীতি মঙ্গল বিধান করুক অথবা তার বিপরীতই হোক না কেন আজ অবশ্যই সে সন্তাপের সবরকমে অবসান হবে ॥ ৩॥

মকরন্দ—বয়স্য! ভগবতী কামন্দকী তীক্ষ্নবুদ্ধিশালিনী—তাঁর নীতির বিপর্যয় কেমন করে হবে?

কলহংসক—(এগিয়ে এসে) প্রভু! আপনার শ্রীবৃদ্ধি হোক। মালতী উৎসবের দিকে রওনা হয়েছেন।

মাধব—সত্যিই কি?

মকরন্দ—সখা! কেন অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করছ? শুধু রওনাই হন নি, কাছেই এসে পড়েছেন। এই দেখো না—

হাজার হাজার মাঙ্গলিক মৃদঙ্গ থেকে বায়ুতে বিক্ষিপ্ত মেঘরাজির গর্জনের মতো গম্ভীর এক ধ্বনি উঠছে—সে ধ্বনি এখনি আমাদের অন্য কোনো শব্দ শোনার ক্ষমতা লুপ্ত করে দিচ্ছে ॥ ৪ ॥

তাহলে এসো, জানলা থেকে দেখি।

কলহংসক—প্রভু দেখুন দেখুন। অসংখ্য সাদা সাদা ছাতার সারি দেখা যাচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন সুবিস্তৃত গগনাঙ্গনের সরোবরে গায়ে গায়ে লেগে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মৃণালদণ্ডের ওপরে শ্বেতপদ্মের সারি—রাজহাঁসগুলি যে মনোহরভঙ্গীতে উড়ে চলে, চামরের হাওয়াতে তেমনি মনোহরভাবে কেঁপে-ওঠা পতাকার সারি যেন তরঙ্গিত করে তুলছে সে সরোবর। আর এই তো দেখা যাচ্ছে করিণীদের—তাদের সোনার কিঙ্কিনীগুলি বেজে উঠে ঝনুঝনু শব্দে ঝঙ্কার তুলছে—তাদের ওপরে বসে আছে সুন্দরী বারাঙ্গনার দল—বিলাসভরে তারা মুখে পুরেছে পানের খিলি—পানে ভরা ফোলা গোল-গোল গালগুলি থেকে মিলিতভাবে নির্গত মধুর মঙ্গলগীতের সমুচ্চ কলতান উঠছে—নানারকমের রত্নালঙ্কারের ইন্দ্রধনুখণ্ডের মতো কিরণমালা আকাশতলে ছড়িয়ে পড়ছে।

মকরন্দ—অমাত্য ভূরিবসুর ঐশ্বর্য সকলেরই কাম্য। দেখো—

উর্ধ্বমুখী মণিরশ্মির পুঞ্জ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে—মনে হচ্ছে যেন চাষপাখির[২] প্রসারিত ডানার দীপ্তির সঙ্গে মিশে কিরণোজ্জ্বল, চঞ্চল অসংখ্য ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রক আন্দোলিত হয়ে দিগন্তকে প্রান্ত পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে; মনে হচ্ছে যেন দিক্‌মণ্ডলে ইন্দ্রধনু দেখা দিয়েছে, যেন ছবি আঁকা চীনাংশুক বিছিয়ে দিক্‌মণ্ডলকে ঢেকে ফেলা হয়েছে ॥ ৫ ॥

কলহংসক—আরে! অসংখ্য দ্বারপালের দল তাড়াতাড়ি করে উজ্জ্বল সোনা আর রুপোর পাতে মোড়া নক্সা-কাটা বেতের লাঠি নিচু করে রেখা টেনে যে জায়গাটিকে ঘিরে দিল পরিজনেরা সেখানেই যেন দূরে দাঁড়িয়ে থাকল! আর এই তো পরিজনদের কিছুটা দূরে রেখে মালতী এদিকেই এগিয়ে আসছেন! তিনি এক করিণীকে অলঙ্কৃত করেছেন—রাশি রাশি ঘন সিঁদুরে রাঙা হয়েছে তার মুখমণ্ডল, তার গলায় দুলছে মুক্তমালার আভরণ—মনে হচ্ছে করিণীটি যেন রজনী—সন্ধ্যার অরুণরাগে রাঙা হয়েছে তার মুখ আর মনোহর নক্ষত্রমালা ধারণ করে আছে—নবোদিত চাঁদের মতো পাণ্ডু ও ক্ষীণ মালতীর দেহশোভা,—কৌতূহলে উন্মুখ সকল লোকে তাঁকে তাকিয়ে দেখছে।

মকরন্দ—বয়স্য! দেখো দেখো—

ফুলে ফুলে ভরা কিন্তু অন্তরে শুষ্কা নবীনা লতার মতো এই বালা নানা আভরণে সজ্জিতা[৩] কিন্তু দেহ তাঁর পাণ্ডু ও ক্ষীণ—এই বরারোহা (সুন্দরী) মনোহর বিবাহমহোৎসবের শ্রী ধারণ করেছেন কিন্তু তাঁর মধ্যে উৎকট ও ক্রমবর্ধমান মনের অশান্তি ফুটে উঠেছে ॥ ৬ ॥

আরে! গজবধূকে বসানো হল যে!

মাধব—(সানন্দে) কী হল? (করিণী থেকে) নেমে (মালতী) ভগবতী (কামন্দকী) আর লবঙ্গিকার সঙ্গে এদিকেই আসছেন?

(কামন্দকী, মালতী ও লবঙ্গিকার প্রবেশ)

কামন্দকী—(সানন্দে জনান্তিকে)

বিধাতা আমাদের কল্যাণ করুন (আমরা) যেন, আমাদের মনোজ্ঞ কাজটি সাধন করতে পারি, দেবতারা আমাদের পরিণতিকে পরম রমণীয় করে তুলুন, প্রিয় বন্ধুদের সন্তানদুটির বিবাহ দিয়ে যেন আমরা কৃতার্থ হতে পারি, আমাদের

সকল প্রচেষ্টা যেন সফল হয় ও মঙ্গলময় পরিণতি লাভ করে ॥ ৭ ॥

মালতী–(স্বগত) এখন তাহলে কী উপায়ে মরণে পরম শান্তি পেতে পারি ? ভাগ্য যাদের মন্দ তাদের কাছে কাম্য মরণও দুর্লভ হয়ে ওঠে।

লবঙ্গিকা–(স্বগত) এই অভিমত-বিচ্ছেদে[৪] প্রিয়সখী বড়োই কষ্ট পাচ্ছে।

(পেটিকা হাতে প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী–ভগবতী ! অমাত্য বলেছেন মহারাজের পাঠানো এই বিবাহ-বেশে মালতীকে সাজাতে হবে।

কামন্দকী–অমাত্য ঠিক কথাই বলেছেন, স্থানটি মঙ্গলকাজের উপযুক্তই বটে। তাহলে (খুলে) দেখাও।

প্রতিহারী–এটি হল সাদা রেশমী কাপড়ের কাঁচলি, এটি লাল উত্তরীয়বসন, এগুলি সর্বাঙ্গে সাজানোর উপযোগী গয়না–আর এই মুক্তমালা, এই চন্দন, এই সাদা-ফুলের মাথায় পরার মালা।

কামন্দকী–(জনান্তিকে) এই সাজে (সাজলে) মদয়ন্তিকার চোখে বাছা মকরন্দকে সত্যিই সুন্দর দেখাবে। (গ্রহণ করে, প্রকাশ্যে) বেশ, তাই হবে, তুমি অমাত্যকে আমার এই কথা জানাবে।

প্রতিহারী–যে আজ্ঞে।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

কামন্দকী–লবঙ্গিকা ! তুমি বাছা মালতীর সঙ্গে (মন্দিরের) ভেতরে যাও।

লবঙ্গিকা–আর আপনি কোথায় (যাবেন) ?

কামন্দকী–আমি একটু নিরিবিলিতে গয়নার রত্নগুলি শুদ্ধ কি না তা শাস্ত্রমতে পরীক্ষা করব।

(কামন্দকীর প্রস্থান)

মালতী–(স্বগত) এখন পরিজনদের মধ্যে শুধু লবঙ্গিকা কাছে রইল।

লবঙ্গিকা–এই তো মন্দিরের দরজা, তাহলে ঢুকে পড়ি।

(দুজনের প্রবেশ)

মকরন্দ–বয়স্য ! আমরা তবে এ দিকটায় থামের আড়ালে থাকি।

(থামের আড়ালে অবস্থান

লবঙ্গিকা–সখী ! এই তোমার অঙ্গরাগ আর এইগুলি ফুলমালা।

মালতী–এ সব দিয়ে কী হবে ?

লবঙ্গিকা–এই শুভবিবাহের কাজের শুরুতে কল্যাণ কামনা করে দেবতাদের পুজো করবে এই জন্যে মা তোমাকে এগুলি পাঠিয়েছেন।

মালতী–কেন এখন হতভাগিনী আমাকে বার বার এমন হৃদয়বিদারক দুঃসহ যাতনা দিচ্ছ ? যাঁর সব কাজই নিদারুণ সেই দৈবের দুরন্ত লীলার পরিণামে আমার মন যে দুঃখে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছে।

লবঙ্গিকা–তুমি কী বলতে চাও বলো তো ?

মালতী–যার ভাগ্যে দুর্লভ বস্তু লাভের অভিলাষ পূর্ণ হয় না, সে যা বলে থাকে তাই বলছি।

মকরন্দ–সখা ! শুনলে ?

মাধব–হ্যাঁ, শুনলাম বটে কিন্তু মন সন্তুষ্ট হল না।

মালতী–(লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করে) প্রিয়সখী! লবঙ্গিকা! তুমিই আমার প্রকৃত ভগিনী। তোমার প্রিয়সখী এই আমি এখন অনাথা ও মরণে উদ্যতা–জন্ম থেকে আরম্ভ করে তুমি একটানা আমার উপকার করে চলেছ–তা থেকে তোমার ওপরে যে বিশ্বাস জন্মেছে, সে বিশ্বাসের যোগ্য আলিঙ্গন করে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি –যদি তুমি আমার অনুরোধ রাখা তোমার কর্তব্য মনে কর, তবে আমাকে হৃদয়ে ধারণ করে শ্রীমাধবের আনন্দ-স্নিগ্ধ মুখপদ্মটি দেখিয়ে দিও[৭]–যে মুখপদ্মখানি সমস্ত সৌভাগ্যশ্রী ধারণ করেছে ও কল্যাণের একমাত্র আশ্রয়।

মাধব–বয়স্য মকরন্দ! ধন্য আমি, তাঁর অমৃতময় বাণী শুনলাম–সে বাণী আমার অতি ম্লান জীবনকুসুমকে বিকশিত করে তুলছে, আমাকে পরিতৃপ্ত করছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মোহিত করে দিচ্ছে, (মনকে) আনন্দিত করছে, আর সে বাণী হৃদয়ের একমাত্র রসায়ন[৮] স্বরূপ[৯] ॥ ৮ ॥

মালতী–আমি মারা গিয়েছে এই শুনে আমার সেই যে জীবনদাতা, তিনি দুঃখিত হয়ে যেন তাঁর সেই দেহরত্ন পরিত্যাগ না করেন. আমি যখন চলে যাব শুধু পড়ে থাকবে আমার স্মৃতি আর কথাটুকু, তখনও অনেক কাল কেটে গেলেও তিনি আমার জন্যে তাঁর জীবনযাত্রাকে যেন শিথিল না করেন. তুমি সেটাও দেখো। এই হলেই প্রিয়সখীর প্রসাদে মালতী ধন্য হবে।

মকরন্দ–হায়! বড়োই দুঃখের কথা বলছে।

মাধব–নৈরাশ্যে কাতরহৃদয়া সেই হরিণনয়নার অতি করুণ অথচ মনোহর স্নেহমোহময় বিলাপ শুনে আমি চিন্তা ও বিষাদে বিক্ষুব্ধ হচ্ছি, আবার মনে পরম আনন্দও লাভ করছি ॥ ৯ ॥

লবঙ্গিকা–ওলো সখী! এখন তোমার অমঙ্গল দূর হল। এর চেয়েও বেশি আর কিছু শুনব না।

মালতী–সখী! মালতীর জীবনই তোমাদের প্রিয়, কিন্তু মালতী প্রিয় নয়?

লবঙ্গিকা–সখী! কেন এমন বললে বলো তো?

মালতী–(নিজেকে দেখিয়ে) (শুধু) প্রত্যাশা-জাগানো কথা সাজিয়ে বাঁচিয়ে রেখে আমাকে এক ভীষণ বীভৎস ঘটনা দেখাচ্ছ–তাই (বলেছি)। এখন অন্যের হয়ে গিয়েছি বলে সেই মহানুভবের কাছে আমি অপরাধী হয়েছি–তাই আমি এখন আত্মবিসর্জন দেব বলেই মনে স্থির করেছি। প্রিয়সখী তুমি এ কাজে যেন আমার প্রতিকূল হোয়ো না। (লবঙ্গিকার পায়ে পড়ল)

মকরন্দ–এই হল স্নেহের পরাকাষ্ঠা।

(লবঙ্গিকা মাধবকে ইসারায় ডাকল)

মকরন্দ–বয়স্য! এগিয়ে গিয়ে লবঙ্গিকার জায়গায় দাঁড়াও।

মাধব–উত্তেজনায় আমার হাত-পা আসছে না।

মকরন্দ–অভ্যুদয় যখন কাছে এসে পড়ে তখন এরকমই হয়ে থাকে।

(মাধব ধীরে ধীরে লবঙ্গিকার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল)

মালতী–সখী! অনুকূল হয়ে আমাকে অনুগ্রহ করো।

মাধব–ওগো সরলা! সাহসের আগ্রহ ত্যাগ করো। রম্ভোরু! তোমার উদ্যোগ ছেড়ে

দাও। আমার মন কষ্টকর তোমার বিরহযাতনা আর সহ্য করতে পারছে না[৮] ॥১০॥

মালতী–সখী! মালতী তোমার পায়ে পড়ছে, তুমি তাকে এড়িয়ে যেতে পার না।

মাধব–(সানন্দে) কী বা বলব। তোমার বিচ্ছেদে আমি বড়োই কষ্ট পাই। বরারোহা! তোমার যেমন ইচ্ছা তুমি তেমন করো, আমাকে আলিঙ্গন দাও ॥ ১১ ॥

মালতী–(আনন্দের সঙ্গে) তাহলে তুমি অনুগ্রহ করেছ? (উঠে দাঁড়িয়ে) এই আমি আলিঙ্গন করছি। চোখের জলে দৃষ্টি রোধ করছে, তাই প্রিয়সখীকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। (আলিঙ্গন করে সানন্দে) সখী! পরিণত পদ্মের গর্ভকোষের মতো রোমাঞ্চে ভরা তোমার শরীরের স্পর্শ আজ যেন অন্যরকম লাগছে? —আর সে স্পর্শ আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিচ্ছে। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) আরও বলি, মাথায় অঞ্জলি রেখে আমার কথামতো সেই ব্যক্তিকে জানাবে যে, মন্দভাগিনী আমি, ফোটা পদ্মফুলের সৌন্দর্যবিলাসকে হার মানায় তাঁর যে পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখমণ্ডল, তার দিকে তাকিয়ে থেকে আমার লোচনদুটি দীর্ঘকাল প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতে পেল না। অবিরত বেড়ে ওঠা দুর্নিবার উদ্বেগের বশে যে হৃদয়ের বাঁধন ছিঁড়েই যাচ্ছিল, সে হৃদয়কে বৃথা আশায় ধরে রেখেছি। বারে বারে শরীরসন্তাপ অনুভব করেছি–অত্যন্ত দুঃসহ সে সন্তাপের প্রতিক্রিয়া সখীদলকে ভাবিয়ে তুলেছে। চাঁদের আলো, মলয়বাতাস–এইসব অনর্থগুলিকে অনেক কষ্টেই পেরিয়ে এসেছি। তবু এখন হতাশ হয়ে পড়েছি। প্রিয়সখী! তুমিও সর্বদাই আমাকে মনে কোরো। আর শ্রীমাধবের নিজের হাতে গাঁথা মনোহর এই বকুলমালাটিকে আর মালতীকে একই বলে মনে কোরো ও বুকে করে রেখো। (নিজের গলা থেকে খুলে বকুলমালাটি মাধবের গলায় পরাতে গিয়ে হঠাৎ সরে গিয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।)

মাধব–(জনান্তিকে) আহা!

(আলিঙ্গনে) আনত তার পরিপুষ্ট স্তনমুকুলে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে সে কর্পূর, মুক্তামালা, হরিচন্দন চন্দ্রকান্তমণি থেকে গলিত দ্রব, শৈবাল, মৃণাল, হিম প্রভৃতি (শীতল) পদার্থগুলিকে এক করে যেন আমার ত্বকের উপরে ঢেলে দিল ॥ ১২ ॥

মালতী–(স্বগত) এ কী! লবঙ্গিকা মালতীকে ঠকালো?

মাধব–দেখো, তোমাকে তো আমি এই বলেই দোষ দেব যে, তুমি শুধু নিজের মনের দুঃখটাই বোঝ, পরের দুঃখ মোটেই বোঝ না।

আমিও কি উৎকট শরীরসন্তাপের মহাজ্বরে দিনের পর দিন কাটাই নি-সে দিনগুলিতে তোমার সঙ্গে মনে মনে সঙ্গমই বেদনার উপশম করেছে, আর '(তুমি) আমাকে ভালবাস' এই উপলব্ধিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ॥ ১৩ ॥

লবঙ্গিকা–সখী! তুমি তিরস্কারের যোগ্য বলেই তিরস্কৃত হয়েছ।

কলহংসক–আহা মরি! কী সরস আর রমণীয় ঘটনাপরম্পরা!

মকরন্দ–মহাশয়া! এ রকমই বটে।

সত্যিই, আপনি (তাঁকে) স্নেহ করেন বলেই ইনি অনেক কষ্টে জীবন ধারণ করে এতগুলি দিন কাটিয়েছেন, এখন আপনার মঙ্গলসূত্র-বাঁধা হাতখানি গ্রহণের অনুগ্রহ লাভ করে ইনি দীর্ঘকাল আনন্দ করুন ও তাঁর সব অভিলাষ পূর্ণ

হোক ॥ ১৪ ॥

লবঙ্গিকা—মহানুভব ! যে জন তাঁকে (আপনার) হৃদয়ে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার হঠকারিতার বাধা দেন নি, তিনিই কি এখন তাঁর মঙ্গলসূত্র-বাঁধা হাতখানির (গ্রহণের) বেলায় দ্বিধাগ্রস্ত হবেন ?

মালতী—হায় হায় ! (কুলবতী) কন্যাদের পক্ষে অশোভন এসব কী প্রস্তাব করছে ?

(কামন্দকীর প্রবেশ)

কামন্দকী—পুত্রী আমার কাতরা ! এ কী হল ?

(মালতী কাঁপতে কাঁপতে কামন্দকীকে আলিঙ্গন করল)

কামন্দকী—(মালতীর চিবুক তুলে ধরে) বাছা !

তোমাতে যার প্রথমে নয়নের প্রীতি তারপর মনের একাগ্রতা ও শরীরের গ্লানি হয়েছে আর তোমারও যার প্রতি অনুরূপ ভাব জন্মেছে—এই সেই (তোমার) প্রিয়তম যুবা এখানে উপস্থিত—সুমুখী ! (তোমার) জড়তা ত্যাগ করো, বিধাতার নিপুণতা ফুটে উঠুক, মদনদেবের ইচ্ছা পূর্ণ হোক ॥ ১৫ ॥

লবঙ্গিকা—ভগবতী ! ইনি কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে শ্মশানে ঘুরে অতি ভয়ঙ্কর কাজ সম্পাদন করেছেন, নিষ্ঠুর পাষণ্ড তার প্রচণ্ড বাহুদণ্ডে যে সাহস দেখাতে উঠেছিল, তিনি তাকে নিবারিত করেছেন ইনি সত্যিই সাহসিক। তাই তো প্রিয়সখী কেঁপে উঠেছে।

মকরন্দ (স্বগত) বাহবা ! লবঙ্গিকা ! বাহবা ! ঠিক সময়েই তুমি প্রগাঢ় অনুরাগ ও পরম উপকারের কথা তুলেছ।

মালতী—হায় পিতা ! হায় জননী !

কামন্দকী—বাছা মাধব !

মাধব—আদেশ করুন।

কামন্দকী—যাঁর পায়ের আঙুলগুলি সামন্তরাজাদের শিরোমাল্যের ফুলরেণুতে রাঙা হয়ে ওঠে, সেই অমাত্য ভূরিবসুর একমাত্র কন্যারত্ন এই মালতী ; যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন ঘটানোতেই যাঁর আনন্দ সেই বিধাতা, মন্মথ ও আমি মালতীকে তোমায় দান করলাম। (কাঁদতে লাগলেন)

মকরন্দ—ভগবতীর শ্রীচরণের প্রসাদেই (মনের বাসনা) পূর্ণ হল।

মাধব—তবে কেন আপনার চোখে জল এল ?

কামন্দকী—(চীবরের আঁচলে চোখ মুছে) কল্যাণভাজন তোমাকে কিছু নিবেদন করব।

মাধব—অবশ্যই, আদেশ করুন।

কামন্দকী—

তোমার মতো পুরুষের প্রেম পরিণামে রমণীয়ই হয়ে থাকে ; আমিও সেই সব (নানা) কারণে তোমার শ্রদ্ধার পাত্র ; কাজেই পুত্র ! আমি যখন থাকব না তখনও এই সুবদনার প্রতি প্রেমানুগ্রহ থেকে বিরত হোয়ো না ॥ ১৬ ॥

(নত হতে চাইলেন)

মাধব—(বাধা দিয়ে) আহা ! স্নেহের বশে লোকমর্যাদা লঙ্ঘন করতে চলেছেন।

মকরন্দ—ভগবতী !

এ'র সম্বংশে জন্ম, ইনি নয়নে আনন্দ দান করেন, এ'র হৃদয় প্রগাঢ় প্রেমে ভরা, ইনি নানা গুণে ভূষিতা—এগুলির এক একটিই হল শক্তিশালী আকর্ষণ, তার ওপরে ইনি আপনার এমন স্নেহের পাত্রী—কাজেই আমি আর কী বলব ? ॥ ১৭ ॥

কামন্দকী—বাছা মাধব !

মাধব—আদেশ করুন।

কামন্দকী—বাছা মালতী !

মালতী—আদেশ করুন।

কামন্দকী—বাছা, তোমরা দুজনেই এ জানবে যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী আর পুরুষের পক্ষে ধর্মপত্নী তার প্রিয়তমা মিত্র, সমগ্র আত্মীয়জনের সমষ্টি, সকল কামনার বস্তু, পরম নিধি অথবা জীবনস্বরূপ ॥ ১৮ ॥

মকরন্দ—হ্যাঁ, অবশ্যই তাই যা বলেছেন।

লবঙ্গিকা—ভগবতী যা আদেশ করেছেন (তা ঠিকই)।

কামন্দকী—বাছা মকরন্দ ! তুমি এই মালতীর বিয়ের সাজে সেজে নিজের বিয়েটাও সেরে ফেলো তো (পেটিকাটি হাতে দিলেন)।

মকরন্দ—তা ভগবতীর যা আদেশ। তাহলে এই বিচিত্র পর্দাটার আড়ালে গিয়ে সাজ করে নি। (তাই করল)

মাধব—ভগবতী ! বন্ধুর পক্ষে এ ব্যাপার নানা অনর্থে ভরা আর প্রচণ্ড সঙ্কটময়।

কামন্দকী—আঃ ! এতে চিন্তা করার তুমি কে ?

মাধব—সত্যিই তো, ভগবতীই সব জানেন।

মকরন্দ—(প্রবেশ করে হাসতে হাসতে) বয়স্য ! মালতী হয়েছি।

(সকলে অবাক হয়ে কৌতুকের সঙ্গে দেখতে লাগল)

মাধব—(মকরন্দকে আলিঙ্গন করে উপহাসের ছলে) ভগবতী ! এমন প্রিয়াকে যে পাবে, সেই নন্দন সত্যিই পুণ্যবান।

কামন্দকী—বাছা মালতী ও মকরন্দ ! তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে বিয়ের মঙ্গলাচারের জন্যে নিবিড় বৃক্ষরাজির মধ্যে দিয়ে আমাদের বৌদ্ধমঠের পেছনের উদ্যান চত্বরে চলে যাও-অবলোকিতা সেখানে বিয়ের সব জিনিসপত্র সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। আরও—

যেখানে ফলভারে নত সুপারিগাছগুলি জড়িয়ে আছে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত পরিণত-বয়স্ক কেরলবধূদের গণ্ডদেশের মতোই ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ পাতায় ভরা পানের লতাগুলি আর যেখানে কক্কোলী[১০]-ফল খেয়ে পাখিরা মনোহর কলরব করছে, মাতুলুঙ্গ[১১] (নেবু) গাছের বেড়া (বায়ুতে) আন্দোলিত হচ্ছে, সেই ভূমিভাগ তোমাদের দুজনের মনে প্রীতি উৎপাদন করবে ॥ ১৯ ॥

আর সেখানে মকরন্দ ও মদয়ন্তিকা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো।

মাধব—(আনন্দের সঙ্গে) একটি কল্যাণের প্রাপ্তি পরবর্তী কালে অপর কল্যাণের দ্বারাই অলংকৃত হয়ে থাকে।

কলহংস-কী সৌভাগ্য ! এটাও তবে আমাদের ভাগ্যে হবে ?

মকরন্দ—এ ব্যাপারে আবার তোমার সন্দেহ কেন ?

লবঙ্গিকা--প্রিয়সখী শুনলে তো ?

কামন্দকী--বাছা মকরন্দ ! কল্যাণী লবঙ্গিকা ! চলো, এখান থেকে যাই ।

মালতী-সখী ! তোমাকেও যেতে হবে ?

লবঙ্গিকা-(হেসে) এখন তো আমরা যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি করছি[১২] ।

(কামন্দকী, লবঙ্গিকা ও মকরন্দের প্রস্থান)

মাধব-গ্রীষ্মতাপে সন্তপ্ত হাতি যেমন (তার) শুঁড় দিয়ে সরোবর থেকে তুলে আনে জলে-ভেজা, আঙুলের মতো পাঁপড়িতে শোভিত, মূল থেকে কাঁটায় পূর্ণ হলেও কোমল বাহুর মতন দীর্ঘ নাল সমেত মনোহর আর ঈষৎ লাল পদ্মটিকে, তেমনি অনঙ্গতাপে তপ্ত আমি আমার হাত দিয়ে তার (মালতীর) সেই সুন্দর ও পদ্মের মতো আরক্ত হাতটি ধরব-সে হাতের আঙুলগুলি ঘর্মাক্ত, হাতটি মূলদেশ থেকে রোমাঞ্চিত, কোমল আর পদ্মনালের মতো দীর্ঘ ॥ ২০ ॥

॥ সকলের প্রস্থান ॥

॥ চৌরিকাবিবাহ নামে ষষ্ঠ অঙ্ক ॥

× × × × × × × × × × × × সপ্তম অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ)

বুদ্ধরক্ষিতা--আরে ! মালতীর সাজে মকরন্দকে সুন্দর মানিয়েছিল-সাজের সৌন্দর্যে নন্দন ঠকেছে, তার পাণিগ্রহণ করেছে--ভগবতী কামন্দকীর নির্দেশমতো মকরন্দকে অমাত্য ভূরিবসুর বাড়িতে ভালোয় ভালোয় গোপন করে রাখা হয়েছিল । আজ আমরাও নন্দনের বাড়িতে এসেছি । তারপরে ভগবতী নন্দনের কাছে বিদায় নিয়ে নিজের আবাসে গিয়েছেন । নববধূর গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে অসময়েই কৌমুদী-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে । তাতে ব্যস্ত আছে সব পরিজনের দল-- আজকের এমনি সন্ধ্যা আমাদের কাজ-হাসিল করার পক্ষে অনুকূল হবে । এখনি জামাতা কামাবেগে কামিনীর পায়ে পড়ে বার বার তার অভিলাষ পূরণের প্রার্থনা জানায়, তারপর জোর করে আক্রমণ করায় মকরন্দ তাকে নিষ্ঠুরভাবে বাধা দেয় । তখন অত্যন্ত লজ্জায় তার কথা স্খলিত হতে থাকে ক্রোধে ও অতি দুঃখে উন্মত্ত তার নয়ন ঘুরতে থাকে,-'কুমারী অবস্থাতেই তুমি অসতী হয়েছ, তাই এখন আর তোমাতে আমার প্রয়োজন নেই' এ রকম গালাগালি দিয়ে ও সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে সে বাসভবন থেকে বেরিয়ে গিয়েছে । কাজেই এই সুযোগে আমি মদয়ন্তিকাকে নিয়ে এসে মকরন্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেব ।

(বুদ্ধরক্ষিতার প্রস্থান)

॥ প্রবেশক ॥

(শয্যায় উপবিষ্ট মালতীবেশধারী মকরন্দ আর লবঙ্গিকাকে দেখা গেল)

মকরন্দ-লবঙ্গিকা ! ভগবতী (কামন্দকী) বুদ্ধরক্ষিতাকে যে কৌশলসম্পাদনের ভার দিয়েছেন সেটা সফল হবে কি ?

লবঙ্গিকা—আপনি এ বিষয়ে সন্দেহ করছেন কেন ? বেশি বলার তো দরকার নেই, এই তো নূপুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে—এতে তো বোঝাই যাচ্ছে, বুদ্ধরক্ষিতা সেই ছল করে মদয়ন্তিকাকে নিয়ে আসছে। তাহলে উত্তরীয়ে চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার মতো শুয়ে থাকুন।

(মকরন্দ তাই করল)

(মদয়ন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ)

মদয়ন্তিকা—সখী ! সত্যিই মালতী আমার ভাইকে খুব চটিয়েছে ?

বুদ্ধরক্ষিতা—হ্যাঁ (তাই বটে)।

মদয়ন্তিকা—আহা ! মহাবিপদ তো ? তাহলে এসো, প্রতিকূলচারিণী মালতীকে তিরস্কার করি। (দুজনের পরিক্রমণ)

বুদ্ধরক্ষিা—এই বাসভবনের দরজা। (দুজনের প্রবেশ)

মদয়ন্তিকা—সখী লবঙ্গিকা ! মনে হচ্ছে তোমার প্রিয়সখী ঘুমাচ্ছে।

লবঙ্গিকা—সখী এসো, একে জাগিও না। অনেকক্ষণ ধরে মন খারাপ করে থেকে, একটু দুঃখ ভুলে সবে মাত্র ঘুমিয়েছে। কাছেই আস্তে আস্তে এই বিছানার ধারে বসো।

মদয়ন্তিকা—(শয্যাপ্রান্তে বসে) সখী ! এ (মালতী) যখন প্রতিকূলচারিণী তবে আবার মনের দুঃখ কেন ?

লবঙ্গিকা—তোমার ভাই তো নববধূর বিশ্বাস জন্মানোর উপায় ভালোই জানেন- তিনি সুন্দর, সুপণ্ডিত, মধুরভাষী, স্নেহময়, আর রোষহীন-তাঁকে স্বামী পেয়ে আমার সখী কেনই বা মনে কষ্ট পাবে ! (তাই তো বটে !)

মদয়ন্তিকা—বুদ্ধরক্ষিতা ! দেখো, উল্টে আমরাই তিরস্কৃত হলাম।

বুদ্ধরক্ষিতা—উল্টোও বটে, আবার উল্টো নাও বটে।

মদয়ন্তিকা—কেমন করে ?

বুদ্ধরক্ষিতা—স্বামী পায়ে পড়লেন তাও তাকে সম্মানিত করল না, এ ব্যাপারে লজ্জা করাতে যে দোষ হয়েছে তার জন্যে এ (মালতী)-ই অবশ্যই তিরস্কারের যোগ্য। আর প্রিয়সখী ! নববধূজনবিরুদ্ধ সাহসিক উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় লজ্জাবশে ভদ্রতা বিসর্জন দিয়ে তোমার ভাই যে কথাতে অশিষ্টতা প্রকাশ করেছে তার জন্যে তোমরা তিরস্কারের যোগ্য। আরও দেখো, কামসূত্রকারের উপদেশ এই যে, রমণীরা কুসুমেরই সদৃশ, কোমলভাবেই তাদের কাছে এগোতে হয়। তাদের মনে (স্বামীর ওপর) বিশ্বাস না জন্মাতেই যদি কেউ জোর করে এগোয় তাহলে তারা মিলন ব্যাপারে বিদ্বেষিণী হয়ে ওঠে।

লবঙ্গিকা—(অশ্রুপূর্ণ নয়নে) ঘরে-ঘরেই পুরুষেরা কুলকন্যাদের বিয়ে করে থাকেন, কিন্তু কেউ-ই 'আমি (এর) মালিক' এইমনে করে লজ্জায় পরাধীনা, নিরপরাধা, সরলা, কোমলস্বভাবা কুলকুমারীদের বাক্যানলে দগ্ধ করেন না। এই সব গুরুতর অপমান যেন হৃদয়ে শেল নিক্ষেপের মতো না মরা পর্যন্ত মনে এলেই অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে ওঠে আর পতিগৃহবাসে বিতৃষ্ণা জন্মায়। আর এই অপমানের জন্যেই আত্মীয়স্বজন কন্যাসন্তানের জন্মকে নিন্দা করে থাকে।

মদয়ন্তিকা—বুদ্ধরক্ষিতা ! প্রিয়সখী লবঙ্গিকা বড়োই দুঃখিত হয়েছে। (মনে হচ্ছে) আমার ভাই তার কথায় (মালতীর প্রতি) কোনো গুরুতর অপরাধ করেছে।

বুদ্ধরক্ষিতা—হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। আমরা শুনেছি সে নাকি বলেছে—'তুমি কুমারী অবস্থাতেই অসতী হয়েছ, কাজেই এখন আর তোমাতে আমার প্রয়োজন নেই।'

মদয়ন্তিকা—(কানদুটি চাপা দিয়ে) ওঃ। কী অশিষ্টতা ! কী বিপদ ! সখী লবঙ্গিকা ! এখন (লজ্জায়) আমি তোমাকে মুখটা পর্যন্ত দেখাতে পারছি না। তবুও তোমার ওপরে আমার জোর খাটে বলেই বলছি।

লবঙ্গিকা—আমার কাছে তোমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পার।

মদয়ন্তিকা—আমার ভাই-এর কু-স্বভাব আর দুর্মুখতার কথা না হয় থাক। যদি এরকমই হয়, তাহলেও স্বামী তো, তাই এখন তোমাদেরও তার মন জুগিয়ে চলাই উচিত। আরও বলি যে, এই যে সে অভদ্র ভাষায় তিরস্কার করে দোষ করেছে, তার মূলে যে কী তা কি তোমরা জান না ?

লবঙ্গিকা—কথাতে যা প্রকাশ পেয়েছে তা জানব না, এও কি কখনও হয় ?

মদয়ন্তিকা—সেই মহানুভবে (মাধবে) মালতীর যে কী এক (অনির্বচনীয়) স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি[১] ছিল সে বিষয়ে প্রবাদ এখন বহুদূরে গড়িয়েছে। এ (দুর্বাক্য) হল তারই প্রকাশ ! প্রিয়সখী ! এই জন্যে স্বামীর অসঙ্গত বিশ্বাস যাতে মন থেকে নিঃশেষে দূর হয়ে যায়, তোমরা সেই রকম ব্যবস্থা করো। না হলে মহা অনর্থ হবে—এটা জেনে রেখো। এই সব একগুঁয়ে ভয়ংকর স্বভাবের মেয়েরা এ রকমের নিন্দনীয় আসক্তি থেকেই পুরুষের মনে দুঃখ দেয়। 'মদয়ন্তিকা বলেছে',—এ কথা তাকে (মালতীকে) যেন বোলো না।

লবঙ্গিকা—ওলো, অসম্বন্ধ লোকপ্রবাদের মোহ তোমাকে পেয়ে বসেছে, তুমি দূরে হও। তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না।

মদয়ন্তিকা—সখী শান্ত হও। দেখো, তোমাদের দুজনের কাছে কিচ্ছু রেখে-ঢেকে বলব না। আমরা তো জানি যে, মালতীর জীবনটা সত্যিই একমাত্র মাধবময়। পরিণত কেতকফুলের গর্ভের বিলাসময় অঙ্গের দুর্বলতা থেকে এক বিশেষ সৌন্দর্য দেখা দিয়েছে মালতীর দেহে, শুধুমাত্র মাধবের নিজের হাতে গাঁথা বকুলমালাটিকে গলায় ধারণ করে সে সেই দেহ ধারণ করে আছে আর মাধবের দেহ প্রভাতের চন্দ্র-মণ্ডলের মতো পাণ্ডুবর্ণ, ক্ষীণ তবু দেখতে মনোহর হয়েছে—এ কে না দেখেছে ? আরও সেই যেদিন কুসুমাকরোদ্যানে যাবার রাস্তার মুখে তাদের দেখা হয়েছিল তখন তাদের চোখে চোখে মিলন কি তোমারও চোখে পড়ে নি ? বিলাসময়, উল্লসিত কৌতূহলে উৎফুল্ল ও প্রসারিত নয়নোৎপলে নানা বিলাসে উজ্জ্বল (চোখের) তারা সঞ্চারিত হওয়ায় বিভ্রমময় হয়ে উঠেছিল তাদের দৃষ্টি, আর নাট্যাচার্য মদনের সবরকম উপদেশ থেকে পাওয়া নৈপুণ্যে সেগুলি সুন্দর ও মধুর হয়েছিল। তারপরে আবার আমার ভাই-এর হাতে তাকে দান করা হচ্ছে এই খবর শোনামাত্রই তাদের দুজনেরই যে গভীর উদ্বেগ উথলে ওঠে ও তারই বশে তাদের দেহশোভা ম্লান হয়ে উঠেছিল আর তাদের হৃদয় যেন মূল থেকে প্রায় ছিন্ন হয়েছিল—তাও কি লক্ষ্য কর নি। এ ছাড়া আরও একটা ব্যাপার মনে পড়েছে।

লবঙ্গিকা—সে ব্যাপারটা কী ?

মদয়ন্তিকা—সেটা হল এই যে, আমার জীবনদাতা সেই মহানুভব সংজ্ঞা ফিরে পেলে মালতী সে প্রিয় সংবাদটি নিবেদন করার পর ভগবতী কামন্দকী নিপুণ কথার

বিন্যাসে তা মাধবকে জানালেন—মাধবও পারিতোষিক হিসেবে মালতীকে তাঁর নিজের হৃদয় ও প্রাণ আপন ইচ্ছামতো গ্রহণ করার দুঃসাহসিক অধিকার দিয়েছিলেন। আর লবঙ্গিকা তুমিও তো তখন বলেছিলে—'আমাদের প্রিয়সখী এই অনুগ্রহের দান স্বীকার করে নিলেন।'

লবঙ্গিকা—সখী! সে মহাশয়টি কে আমি তো তা ভুলে গিয়েছি।

মদয়ন্তিকা—সখী! সেই যেদিন ভীষণ দুষ্টু শ্বাপদের মূর্তিতে এসে যমে আমাকে ধরেছিল তখন তো কেউ আমার রক্ষক ছিল না—সেই সময় আমার প্রাণদানকারী নিষ্কারণ বন্ধু, সুপরিপুষ্ট বাহুস্তম্ভধারী যিনি কাছে এসে সমস্ত ভুবনের একমাত্র সারভূত নিজের দেহটিকে দুঃসাহসিক ভাবে (সেই শ্বাপদের) উপহাররূপে উপস্থিত করে আমাকে রক্ষা করেছিলেন সেই লোকটির কথা মনে করো। তিনিই সে মহারাক্ষস দুষ্টু জন্তুটাকে বধ করেছিলেন—কিন্তু সেই জন্তুটির কঠিন দাঁতে বিদীর্ণ হয়ে বিকট হয়েছিল তাঁর মাংসল, উন্নত, বিশাল বক্ষঃস্থল—(কাজেই) তখন দেখাচ্ছিল যেন একেবারে ছিন্নভিন্ন জবাফুলের মালার মতো—তাঁর মন শুধু করুণায় ভরা, আমারি জন্যে তিনি অতি দুষ্টু বাঘের নখাগ্রের বজ্রকঠোর আঘাত সহ্য করেছেন।

লবঙ্গিকা—হ্যাঁ, (মনে পড়েছে), মকরন্দ।

মদয়ন্তিকা—(আনন্দের সঙ্গে) প্রিয়সখী! কী, কী বললে?

লবঙ্গিকা—বলেছি যে, লোকটি হলেন মকরন্দ।

(একটু হেসে মদয়ন্তিকার গা ছুঁয়ে সংস্কৃত ভাষায়)

তুমি যেমন বলছ মানলাম আমরা না হয় তেমনি, কিন্তু কী বলি বলো তো? এই নিষ্কলংক, সরল কুলকন্যা কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ বিহ্বল হয়ে কেন কদম্বগোলকের মতো হয়ে উঠল? ॥ ১ ॥

মদয়ন্তিকা—(লজ্জার সঙ্গে) সখী! আমাকে উপহাস করছ কেন? যমে যখন আমার প্রাণ প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল, তখন যিনি নিজের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে উদ্যোগী হয়ে সাহস করে (আমার) সে প্রাণ ফিরিয়ে এনে পরম উপকার করেছেন, কথাপ্রসঙ্গে তাঁর নাম উঠলে, তাঁর কথা মনে পড়াতে আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়—এই কথাই বলেছি। আর তুমিও তো সেই মহানুভবকে দেখেছিলে, যিনি শুধু মদয়ন্তিকার জন্যেই তাঁর অত্যন্ত অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিতে বসেছিলেন—তাঁর গা বেয়ে স্বেদজলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল কিন্তু প্রচণ্ড আঘাতের বেদনায় তাঁর সে বোধ ছিল না, মূর্ছিত হওয়াতে নীলপদ্মের মতো চোখ দুটি বুঁজে যাচ্ছিল, মাটিতে পোঁতা অসিলতাতে ভর দিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে তিনি শরীরের ভার ধারণ করছিলেন। (মদয়ন্তিকার দেহে স্বেদ প্রভৃতি বিকার দেখা দিল)

বুদ্ধরক্ষিতা—(মদয়ন্তিকার গা ছুঁয়ে) প্রিয়সখীর শরীর চেষ্টা' কিন্তু দেখা দিয়েছে।

মদয়ন্তিকা—প্রিয়সখী! তুমি দূর হও। সহবাসিনীর বিশ্রম্ভালাপেই আমার রোমাঞ্চ দেখা দিয়েছে।

লবঙ্গিকা—সখী মদয়ন্তিকা! যা জানবার তা আমরাও জেনেছি। কাজেই দয়া করে ছলনা ছাড়ো। এসো আমরা মন খুলে আলাপ করার মতো সহজ অবস্থায় ফিরে আসি।

বুদ্ধরক্ষিতা—সখী! লবঙ্গিকা ভালোই বলেছে।

মদয়ন্তিকা—এখন আমি তোমাদের দুজনেরই অধীন হলাম।

লবঙ্গিকা—যদি তাই, তাহলে বলো তোমার সময় কেমন কাটছে ?

মদয়ন্তিকা—ওলো প্রিয়সখী ! শোনো তবে। বুদ্ধরক্ষিতার প্রতি পক্ষপাতবশতঃ তার প্রতি আমার যে বিশ্বাস জন্মেছে তার বলে প্রথমেই সেই ব্যক্তির সম্পর্কে কৌতূহল, উৎকণ্ঠা ও অভিলাষ আমার হৃদয় ভরে উপচে উঠেছিল, তারপর দৈববশে তাঁর দেখা পেলাম ও তার ফলে দুর্দমনীয়, দারুণ, অনঙ্গদুঃখে আমার হৃদয় উত্তপ্ত ও ক্বথিত হওয়ায় যেন প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়েছে—আমি আগে যা কখনও অনুভব করি নি এমনি সর্বাঙ্গে জ্বলে-ওঠা, অত্যন্ত বর্ধিত মদনাগ্নির তীব্র সন্তাপে যে অসহ্য ক্লেশ অনুভব করছি তাইতে পরিজনেরা মনে বড়োই দুঃখ পাচ্ছে। তাঁকে পাবার আশা ত্যাগ করা মাত্রই মৃত্যুতে শান্তিলাভ আমার পক্ষে সুলভ ছিল, কিন্তু বুদ্ধরক্ষিতার প্রতিকূল কথা (আশ্বাস) মনের আবেশ বাড়িয়ে দিল—দুয়ে মিলে চিত্ত দোলায়িত হওয়ায় আমি এই জীবনে একটা পরিবর্তন অনুভব করছি।

অভিলাষজনিত উন্মাদনার ঘোরে আমি কল্পনা ও স্বপ্নের মধ্যে সে মহানুভবকে দেখি। প্রিয়সখী ! তিনিও বহুক্ষণ ধরে আমাকে দেখতে থাকেন—তখন মুহূর্তকাল মধ্যেই বিস্ময় জেগে ওঠায় মনোহর নয়নপদ্ম চঞ্চল হয়ে উন্নমিত ও বিস্ফারিত হতে থাকে, ভীষণভাবে নাচতে থাকে আর মৈরেয়-মদ্য পানের মত্ততা থেকে যেমন ঘূর্ণন উৎপন্ন হয়, তেমনি ভাবে ঘুরতে থাকে। আরও বলি, পদ্মের কেসর খেয়ে সুমধুর-কণ্ঠ কলহংসের রবের মতো অস্ফুট, গদগদ, গম্ভীর কথায় আমার কর্ণবিবর ভরে দিয়ে তিনি আমাকে 'প্রিয়া মদয়ন্তিকা' এই বলেন। তারপর আমার কম্পিত স্তনদেশ থেকে স্খলিত উত্তরীয়বসনের আঁচলটি ধরলে, সেই পরাভবে উত্তেজনায় আমার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে ও ধুক্‌ধুক্‌ করতে থাকে—এভাবে তিনি আমায় ত্রস্ত করে তোলেন। সহসা উত্তরীয়বসন ফেলে দিয়ে আমি সরে যেতে থাকি—সেই সময় পরিণত মৃণালদণ্ডের মতো (কণ্টকিত) আমার বাহুদুটির বেষ্টনে আমি উন্নত পয়োধর আচ্ছাদিত করি—কিন্তু কাঞ্চীবলয় খুলে পড়ে আটকে যায়—তাইতে আবদ্ধ হয় স্থূল ঊরু—আমার ফিরে যাওয়াতে বাধা পড়ে। তাঁর অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ চেষ্টা থেকে সেই মুহূর্তে ক্রোধ ও দুঃখে মিশে অতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে হৃদয়—আমি প্রতিবাদ করি—তবু বার বার (তাঁর দিকে) প্রসারিত আমার স্নেহপূর্ণ লোচন থেকে তিনি আমার মনের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝে নিয়ে আমাকে উপহাস করতে থাকেন। হে প্রিয়সখী ! তিনি দ্বিগুণিত বাহুদুটির আবেষ্টনে আমাকে বন্ধ করেন—বাঘের কঠিন নখের আঘাতে উৎপন্ন ভয়ংকর পত্ররচনায় ভূষিত তাঁর প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে জোর করে স্থাপিত করে আমাকে সম্পূর্ণ অসহায় করে ফেলেন—আমি জোরে মাথা নাড়াতে থাকি—কবরী খুলে যায় তারই ওপরে হাত রেখে তিনি ধরে তোলেন—(খোলা) চুলগুলি সংযত হয়—উন্নমিত ও নিশ্চল আমার মুখের অবয়বগুলির স্বচ্ছন্দ বিকাসে যাঁর বদনকমল অত্যন্ত পটু তিনি আমার বাম কপোলের মূলে বহুক্ষণ কম্পিত ও পুঞ্জিত অধরটি স্থাপন করেন—তারই মনোহর স্পর্শে প্রচুর রোমাঞ্চ ফুটে উঠে শরীরের শোভা বৃদ্ধি পায়—ভয় ও আনন্দ জেগে ওঠায় বিষম উত্তেজনার আবির্ভাবে আমার বিমূঢ়লোচন মৃদুমন্দভাবে ঘুরতে থাকে—অবিনয়ী হঠকারীর মতো উদ্যোগী হয়ে যা প্রার্থনা করা উচিত নয়, আমার কাছে তিনি

তাই প্রার্থনা করেন। প্রিয় সখী! এইভাবে সব কিছু যেন প্রত্যক্ষ এমনভাবে অনুভব করে তারপর হতভাগ্য আমি হঠাৎ জেগে উঠে আবার সংসারকে শূন্য অরণ্যের মতো দেখছি।

লবঙ্গিকা—(হেসে) সখী মদয়ন্তিকা! স্পষ্টাস্পষ্টি বলো দেখি, তারপরে সেই সময়ে প্রণয়বিলাসে মেশা হাসিতে উৎফুল্ল বুদ্ধরক্ষিতার চোখে পড়েছিল তোমার যে অনাবৃত অবস্থা[৩], পরিচারিকাদের কাছে তা গোপন রাখবার জন্যে বিছানার চাদর দিয়ে তা ঢাকতে হয়েছিল কি?

মদয়ন্তিকা—ওলো, অসম্বন্ধ কথায় পরিহাস করাই তোমার স্বভাব, তুমি দূর হও।

বুদ্ধরক্ষিতা—সখী মদয়ন্তিকা! মালতীর প্রিয়সখী লবঙ্গিকা এরকমটাই বলতে জানে।

মদয়ন্তিকা—সখী! মালতীকে এভাবে উপহাস কোরো না যেন।

বুদ্ধরক্ষিতা—সখী মদয়ন্তিকা! যদি আমার বিশ্বাস ভঙ্গ না কর, তাহলে তোমাকে এখন কিছু জিজ্ঞাসা করি।

মদয়ন্তিকা—সখী! আরও কি কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করে আমি অপরাধ করেছি যে এমন বলছ? প্রিয়সখী! তুমি আর লবঙ্গিকাই এখন আমার হৃদয়।

বুদ্ধরক্ষিতা—যদি কোনোভাবে মকরন্দ আবার তোমার দৃষ্টিপথে এসে পড়েন তাহলে তুমি কী করবে?

মদয়ন্তিকা—(তাঁর) এক একটি অঙ্গে নিঃশেষে লেগে (তখন) নিশ্চল হবে আমার চোখ-দুটি—বহুদিন পরে তারা জুড়িয়ে যাবে।

বুদ্ধরক্ষিতা—পুরুষোত্তম যেমন কন্দর্পের জননী রুক্মিণীকে স্বয়ং গ্রহণ করে সহধর্মিণী করেছিলেন তেমনি তখন যদি তিনিও (মকরন্দ মন্মথের প্রবল তাড়নায় তোমাকে তেমনি করেন তাহলে কী হবে?

মদয়ন্তিকা—সখী! কেন তুমি আমাকে এতটা আশ্বাস দিচ্ছ?

বুদ্ধরক্ষিতা—সখী! বলো (তাহলে কী হবে)?

লবঙ্গিকা—সখী! হৃদয়ের আবেগসূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে (সখী) তো বলেই ফেলেছে।

মদয়ন্তিকা—সখী! আমার এই শরীরের ওপরে কি (আমার) প্রভুত্ব আছে? নিজেকে পণ করে দুষ্টু বাঘের কবল থেকে ছিনিয়ে এনে এ শরীরকে তো তিনি তাঁরই করে নিয়েছেন।

লবঙ্গিকা—এ কথাটি তোমার উদার হৃদয়ের উপযুক্তই বটে।

বুদ্ধরক্ষিতা—এই যে কথাটি বললে তা মনে রেখো।

মদয়ন্তিকা—আরে! দ্বিতীয় প্রহরের দণ্ড[৪] শেষ হবার ঢাক বাজছে। তাহলে যাই, নন্দনকে তিরস্কার করে (বা) (তার) পায়ে পড়ে অনুরোধ করে তাকে মালতীর প্রতি অনুকূল করি।

(মকরন্দ মুখ বার করে মদয়ন্তিকাকে হাতে ধরল)

মদয়ন্তিকা—সখী মালতী! তুমি জেগেছ কি? (দেখে আনন্দে ও উত্তেজনার সঙ্গে) ওমা, এ যে কী এক অন্য ব্যাপার দেখছি!

মকরন্দ—ওগো রম্ভোরু! ভয় ত্যাগ করো। তোমার কটিদেশ (তোমার) পীনস্তনের কাঁপন সহ্য করতে পারছে না। কল্পনার সুখানুভবে সুপরিচিত এই সে দাস (যার

প্রতি) প্রেমানুগ্রহ তুমিই এমন করে প্রকাশ করেছ ॥ ২ ॥

বুদ্ধরক্ষিতা—(মদয়ন্তিকার মুখটি তুলে ধরে সংস্কৃত ভাষাতে)
মনের অভিলাষে তুমি যাকে বহুবার বরণ করেছ, এই সে (তোমার) প্রিয়তম। এই অমাত্যভবনে (এখন) লোকেরা সুপ্ত অথবা উৎসবে মত্ত, গাঢ় অন্ধকার ; কৃতজ্ঞতাবশেই অভীষ্ট সাধন করো, মণিনূপুর খুলে নাও, স্তব্ধ হোক তোমার নূপুর, এসো আমরা যাই ॥ ৩ ॥

মদয়ন্তিকা—সখী বুদ্ধরক্ষিতা ! এখন আমাদের কোথায় যেতে হবে ?

বুদ্ধরক্ষিতা—যেখানে মালতী (আছে)।

মদয়ন্তিকা—মালতী কি সাহসের কাজ করেছে ?

বুদ্ধরক্ষিতা—হ্যাঁ তাই। আর তুমিও তো বলেছ—('কাহং ইমস্স'—ইত্যাদি মদয়ন্তিকার আগের কথাগুলি বলতে লাগল)

বুদ্ধরক্ষিতা—মহাশয় ! প্রিয়সখী নিজেই নিজেকে দান করেছে।

মকরন্দ—আজ আমি এক অতি মহনীয় জয় লাভ করেছি। আমার যৌবন আজ সফল হল—তার পক্ষে এ ছাড়া আর কী বা আনন্দের হতে পারে ? মীনধ্বজদেবতা প্রসন্নসুন্দর মুখে আমার বন্ধুর কার্যভার বহন করেছেন ॥ ৪ ॥
তাহলে এই খিড়কি দরজা দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাই।

(আস্তে আস্তে পাদচারণা)

মকরন্দ—আহা নিশীথরাতে পথে কেউ চলছে না, রাজপথটা কী রমণীয় দেখাচ্ছে ! তাই তো এখন,
প্রাসাদগুলির চিলেকোঠার উঁচু জানালাপথে প্রবেশ করে ফিরে আসছে যে বায়ু তার মধ্যে আছে পরিপক্ব সুরাগন্ধের আমেজ, সে বায়ু ফুলমালার সৌরভে পূর্ণ আর বার বার জমে ওঠা প্রচুর কর্পূরের গন্ধে ভরপুর—সে বায়ু জানাচ্ছে যে যুবকেরা তাদের নববিবাহিত বধূদের সান্নিধ্য উপভোগ করছে ॥ ৫ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ নন্দনবিপ্রলম্ভ নামে সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × অষ্টম অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(অবলোকিতার প্রবেশ)

অবলোকিতা—নন্দনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে ভগবতী কামন্দকীকে প্রণাম করেছি। এবারে তবে মালতী ও মাধবের কাছে যাই। (পাদচারণা করে) গ্রীষ্মের দিনশেষে স্নান সেরে এরা দুজনে দীঘির পাড়ে শিলাতল অলংকৃত করে আছে। যাই তাদের কাছে। (প্রস্থান)

॥ প্রবেশক ॥

(মালতী, মাধব ও অবলোকিতাকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা গেল)

মাধব—(আনন্দের সঙ্গে) মন্মথের পরম বন্ধু নিশীথকাল তার পূর্ণযৌবনের সৌন্দর্য

নিয়ে উপস্থিত। তাই দেখো–

শুকনো পাকা তালীপাতার মতো অতি পাণ্ডুবর্ণ, পূর্বদিকে উদীয়মান চাঁদের প্রকাশ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করছে; মনে হচ্ছে যেন আকাশে বায়ুবেগে কেতকী-ফুলের পরাগ ঘন হয়ে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখে সঞ্চারিত হচ্ছে ॥ ১ ॥

(স্বগত) প্রতিকূলচারিণী মালতীকে তবে কেমন করে অনুকূল করব ? যাক্, এরকম করি। (প্রকাশ্যে) প্রিয়া মালতী ! সবেমাত্র সন্ধ্যার স্নানে তুমি সুশীতল হয়েছ–গ্রীষ্মের তাপশান্তির জন্যে তোমাকে কিছু জানাব। তাহলে আজ কেন আমাকে অকারণে অন্যরকম ভাবছ ? ওগো সুন্দরী ! যে পর্যন্ত তোমার কবরী থেকে জলবিন্দু ঝরে পড়ছে, যে পর্যন্ত তোমার স্তনদুটির মধ্যভাগ আর্দ্রভাব ত্যাগ না করছে, যে পর্যন্ত তোমার অঙ্গযষ্টি ঘন ও সূক্ষ্ম রোমাঞ্চজালে ভরে থাকছে, তার মধ্যে অন্তত একবার আমাকে দয়া করো, গাঢ় আলিঙ্গন দাও ॥ ২ ॥

ওগো নির্দয়া !

তোমার বাহু (স্পর্শ) আমাতে যেন নবীন প্রাণ সঞ্চার করে তুলুক, আমার কণ্ঠে বাহু স্থাপন করো। উত্তেজনার স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে সে বাহুতে, যেন চন্দ্র-কান্তমণির হারে চাঁদের কিরণ লেগে জল ঝরে পড়ছে ॥ ৩ ॥[১]

অথবা, এ সব (ব্যাপার) দূরে থাক। আমি তোমার আলাপেরও পাত্র হচ্ছি না কেন ?

দীর্ঘকাল ধরে মলয়বায়ু আর চাঁদের কিরণে দগ্ধ হয়েছে আমার দেহ, তুমি আলিঙ্গন করে তাকে নাই বা জুড়ালে, কিন্তু ওগো কিন্নরকণ্ঠী ! মত্তকোকিলের ডাকে পীড়িত আমার কান আজ আদরভরে (তোমার) হৃদয়গ্রাহী বচন শ্রবণ করুক ॥ ৪ ॥

অবলোকিতা–(এগিয়ে গিয়ে) নিজের ইচ্ছা পূরণ না করাই তোমার স্বভাব, এক মুহূর্ত মাধব কাছে না থাকলেই তুমি মন খারাপ করে আমাকে বল, 'আর্যপুত্র দেরি করছেন, কতক্ষণে যে (আবার) তাঁকে দেখতে পাব ? সব সংকোচভয় ত্যাগ করে নিষ্পলকনেত্রে (তাঁকে) দেখতে দেখতে আবার এমন বলব–দ্বিগুণিত বাহু বেষ্টনে আলিঙ্গন করে আমাকে অনুগ্রহ করবেন কি ?' আর এখন এই হল তার পরিণাম ?

(মালতী যেন অসূয়াভরে অবলোকিতার দিকে তাকাল)

মাধব–(স্বগত) আহা ! ভগবতীর প্রধান শিষ্যার (অবলোকিতার) নিপুণতা সর্বতোমুখী আর সুভাষিতের রত্নভাণ্ডারও অক্ষয়। (প্রকাশ্যে) প্রিয়া ! অবলোকিতা সত্যি কথাই বলছে।

(মালতী মাথা নাড়ল)

মাধব–যদি মুখে কথা না বল, তাহলে এই লবঙ্গিকা আর অবলোকিতার জীবনের দিব্যি রইল আমার।

মালতী–আমি কিছুই জানি না। (এভাবে আর্ধেক বলতেই মালতীর মুখে লজ্জা ফুটে উঠল)

মাধব–আহা ! কথাটি অর্ধসমাপ্ত, (তাই) অর্থ বোঝা যায় না, তবু কী সুন্দর ! (হঠাৎ দেখতে পেয়ে) অবলোকিতা ! এ কী (ব্যাপার) ? মৃগনয়নার নির্মল কপোল

হঠাৎ অশ্রুজলে ধুয়ে যাচ্ছে, যেন সে কপোলের কান্তিসুধা গণ্ডূষ ভ'রে পান করবার ইচ্ছাতেই চাঁদ সেখানে কিরণের মৃণালদণ্ড স্থাপন করেছে ॥ ৫ ॥

অবলোকিতা–সখী ! (চোখ) উপচে জল ঝরে পড়ছে–এমন করে ফুঁপিয়ে কাঁদছ কেন ?

মালতী–সখী ! কতদিন প্রিয়সখী লবঙ্গিকা কাছে নেই–এ দুঃখ আরও কতদিন পর্যন্ত ভোগ করব ? তার খবর পাওয়াও তো কঠিন।

মাধব–অবলোকিতা ! ব্যাপারটা কী ?

অবলোকিতা–আপনারই দিব্যি দেওয়াতে লবঙ্গিকার নাম করায় তাকে মনে পড়েছে–তার খবরের জন্যে মালতী উৎকণ্ঠিত হয়েছে।

মাধব–এক্ষুনি তো আমি কলহংসককে এই বলে পাঠিয়েছি যে, গোপনে গিয়ে নন্দনের বাড়ির খবর নিয়ে এসো। (সংশয়িতভাবে) অবলোকিতা ! মদয়ন্তিকার সম্বন্ধে বুদ্ধরক্ষিতার উদ্যোগ সফল হবে কি ?

অবলোকিতা–এ সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ হচ্ছে কেন ? মহাশয় ! সেই প্রথমেই যখন শার্দূলের নখের আঘাতে অলংকৃত মকরন্দ সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছিলেন ও সেই পরম আনন্দসংবাদ মালতী ভগবতী কামন্দকীকে নিবেদন করেছিল তখন ভগবতীর প্রেরণায় আপনিই তো তাকে প্রাণ মন সবই সাদরে অর্পণ করেছেন। এখন যদি কেউ মদয়ন্তিকালাভের সুসংবাদে আপনাকে আনন্দিত করে তাহলে তাকে কী পুরস্কার দেবেন ?

মাধব–একটা জিজ্ঞেস করবার মতো কথাই জিজ্ঞেস করেছেন। (বুকের দিকে তাকিয়ে) মালতীর সঙ্গে প্রথম দেখাতেই যে অনুরাগ জেগেছিল, তারই সাক্ষী হয়েছিল যে মদনোদ্যান, তার অলংকার স্বরূপ ও শ্রীমণ্ডিত বকুলগাছের ফুলে গাঁথা এই মালাটি আছে–

যে মালাটি আমার গাঁথা বলে প্রিয়সখীর হাত দিয়ে আনিয়ে মালতী বিশাল স্তনকুম্ভমুকুলের উপরে অনুরাগভরে স্থাপন করে ধন্য করেছিল আর তারপরে বিবাহের ব্যাপার উপস্থিত হলে আমার সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে যে মালাটি লবঙ্গিকা মনে করে আমাকেই সর্বস্বদানরূপে উপহার দিয়েছিল ॥ ৬ ॥

অবলোকিতা–সখী ! এই বকুলমালা নিশ্চয়ই তোমার প্রিয়। কাজেই সাবধান হও, এখনি সহসা এ যেন পরহস্তগত না হয়।

মালতী–প্রিয়সখী আমাকে প্রিয় উপদেশই দিচ্ছে।

অবলোকিতা–যেন পায়ের শব্দ না ?

মাধব–(সাজঘরের দিকে তাকিয়ে) ওমা, কলহংসক এসে গিয়েছে দেখছি।

মালতী–তোমার বড়োই সৌভাগ্য ! মদয়ন্তিকালাভ হয়েছে।

মাধব–(আনন্দের সঙ্গে আলিঙ্গন করে) এ (সংবাদ) আমার বড়োই প্রিয়।

(নিজের গলা থেকে খুলে বকুলমালা মালতীর গলায় দিল)

অবলোকিতা–বুদ্ধরক্ষিতার ওপরে কামন্দকী সাদরে যে দায়িত্বভার দিয়েছিলেন তা সে ভালোভাবেই পালন করেছে।

মালতী–(আনন্দের সঙ্গে) ওমা, প্রিয়সখী লবঙ্গিকাকেও দেখছি।

(চকিতভাবে কলহংসক, মদয়ন্তিকা, লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ)

সকলে–মহাশয়, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। মাঝপথে নগররক্ষীদের সঙ্গে মকরন্দের সংঘর্ষ

বাধে। তারপর সেইসময় সেখানে কলহংসকের সঙ্গে দেখা হওয়াতে তার সঙ্গে আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কলহংসক—এদিকে আসতে আসতেও আমরা যেরকম কোলাহল শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে আরও অন্য শত্রুসৈন্য এসে মিলেছে।

মালতী ও অবলোকিতা—হায় ! হায় ! একই সঙ্গে আনন্দ আর উদ্বেগ মিলিত হয়ে উপস্থিত হয়েছে।

মাধব—সখী মদয়ন্তিকা ! সাদর অভ্যর্থনা জানাই। আসুন আসুন। আপনি এসে আমাদের বাড়িটিকে ধন্য করলেন। আরে এ তো সেই লোকই। এত অস্বস্তি বোধ করছেন কেন ? সে একা, কিন্তু আক্রমণ করেছে অনেকে—এ বয়স্যের কাছে অতি সামান্য ব্যাপার।

অতুলনীয় বিক্রমপ্রকাশেই যে সিংহের প্রীতি ও অভিলাষ, দুঃসাহসের কাজে সেই সিংহের সহায় হয়ে থাকে তার হাত (থাবা), যে হাত গণ্ডগহ্বর থেকে ঝরে-পড়া দানবারিতে সিক্ত হয় যার মুখমণ্ডল, এমনি গজরাজের মাথার শক্ত হাড় চূর্ণ করতে অদ্বিতীয় বিক্রমশালী আর যে হাত শব্দায়মান নখে ভয়ংকর ॥ ৭

প্রিয় বন্ধু বীরবিক্রমের বিলাসে রত—আমিও এখন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। (সদর্পে পাদচারণা করে কলহংসকের সঙ্গে প্রস্থান)

অবলোকিতা-লবঙ্গিকা-বুদ্ধরক্ষিতা—এই দুই মহাত্মা অক্ষতশরীরে ফিরে আসতে পারবেন তো ?

মালতী—সখী অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা ! তাড়াতাড়ি গিয়ে ভগবতীকে এই বৃত্তান্ত জানাও। আর প্রিয়সখী লবঙ্গিকা ! তুমিও তাড়াতাড়ি আর্যপুত্রকে জানাও যদি আমরা তাঁদের অনুকম্পার যোগ্য হই, তাহলে তাঁরা যেন সাবধানে বিচরণ করেন।

(লবঙ্গিকা, বুদ্ধরক্ষিতা ও অবলোকিতার প্রস্থান)

মালতী—হায় হায় ! জানি না কেমন করে সময় কাটবে। যা হোক, প্রিয়সখী লবঙ্গিকা যে-পথে ফিরে আসবে সে-পথের দিকেই দেখতে থাকি। (পাদচারণা করে আতঙ্কের সঙ্গে) আমার ডানচোখ কেন অশুভভাবে কেঁপে উঠছে !

(কপালকুণ্ডলার প্রবেশ)

কপালকুণ্ডলা—আঃ ! ওরে পাপী দাঁড়া।

মালতী—(সভয়ে) হায় আর্যপুত্র ! (এই অর্ধেক বলতেই কথা যেন আটকে গেল)

কপালকুণ্ডলা—(ক্রোধের হাসি হেসে) ওরে ডাক, ডাক।

তোর প্রণয়ী সেই তপস্বীদের হন্তা কোথায় ? কন্যাকামুক সেই (তোর) পতি তোকে রক্ষা করুক। বাজপাখি ঝাঁপিয়ে পড়াতে বুনো বর্তকপাখি[৩] যেমন ঝট্‌পট্ করে তেমনি ঝট্‌পট্ করছিস। সত্যিই অনেক দিন পরে আজ তোকে বাগে পেয়েছি ॥ ৮ ॥

তাহলে একে শ্রীপর্বতে নিয়ে যাই—টুকরো টুকরো করে কেটে একে খুব কষ্ট দিয়ে মারব। (মালতীকে টেনে নিয়ে চলে গেল)

মদয়ন্তিকা—আমিও মালতীকেই অনুসরণ করি। (পাদচারণা করে) সখী মালতী !

লবঙ্গিকা—(প্রবেশ করে) সখী মদয়ন্তিকা ! আমি তো লবঙ্গিকা।

মদয়ন্তিকা—সে ভদ্রলোকটির দেখা পেলে কি ?

লবঙ্গিকা—না, না। তিনি উদ্যানভূমির বাইরে গিয়েই কোলাহল শুনে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বিশাল কঠিন উরুদণ্ড চালিত করে খুব জোরে ছুটে গিয়ে শত্রুসৈন্যের ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। তারপর হতভাগ্য আমি ফিরে এলাম। শুনতে পেলাম ঘরে ঘরে তাঁদের গুণানুরাগী পুরবাসীরা বিলাপ করছে—'হা মহানুভব মাধব! হায় সাহসিক মকরন্দ!' শুনলাম মহারাজাও নাকি মন্ত্রিকন্যার প্রতারণার ব্যাপার শুনে ঈর্ষান্বিত ও অপমানিত হয়ে তক্ষুনি সুদক্ষ অনেক পদাতিসৈন্যদল পাঠিয়ে চন্দ্রালোকিত প্রাসাদের ছাদে বসে (যুদ্ধ) দেখছেন—পুরবাসীরা তাও বলছে।

মদয়ন্তিকা—হায়! হতভাগিনী আমি মারা পড়লাম!

লবঙ্গিকা—সখী! মালতী গেল কোথায়?

মদয়ন্তিকা—সে তো প্রথমেই তোমার ফেরার পথের দিকে গিয়েছিল। তারপরে আর আমি তাকে দেখছি না। হয়তো উদ্যানে কোনো গহনস্থানে[৪] ঢুকেছে।

লবঙ্গিকা—সখী! তাড়াতাড়ি খুঁজি চলো। আমাদের প্রিয়সখী বড়োই কাতরস্বভাবা। এইরকম মহাসংকটের সময় সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। (তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে) সখী মালতী! বলি, ও সখী মালতী! (ইতস্তত পাদচারণা করতে লাগল)

(হৃষ্টচিত্তে কলহংসকের প্রবেশ)

কলহংসক—কী ভাগ্য আমার? ভালোয় ভালোয় যুদ্ধের দুর্গম জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছি। কী আশ্চর্য! যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি শত্রুসৈন্যদল। অবিরলভাবে উত্তোলিত, নির্মল, ধারালো তরবারির ফলকগুলিতে প্রতিফলিত চাঁদের উজ্জ্বল কিরণে তাদের বড়োই ভীষণ দেখাচ্ছে—মদ্যপানের মত্ততায় বলরাম তাঁর বিশাল বাহুদণ্ডে লাঙ্গলটিকে নিয়ে হেলায় বিক্ষোভিত করলে উদ্বেল হয়েছিল যে যমুনার তরঙ্গ[৫] তারই জলপ্রবাহের মতো সে সৈন্যদল—নিষ্করুণ মকরন্দ চকিত-গতিতে এলোমেলোভাবে ভয়ংকর আক্রমণ করার ফলে বিক্ষুব্ধ ও বিহ্বল হয়ে শত্রুসৈন্য পালাতে থাকে, তাদেরই প্রচণ্ড কোলাহল সমগ্র গগনাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ছে। আর মনে পড়ছে প্রভু মাধবকে, যিনি ভয়ংকর যুদ্ধের সাহস দেখিয়েছেন—বজ্রের মতো কঠিন হাতে পাঁজরা বিচূর্ণ করায় যারা অবসন্ন হয়ে পড়ে সেইসব নিপুণ যোদ্ধাদের হাত থেকে তিনি নানারকমের অনেক অস্ত্র ছিনিয়ে নেন ও তাদেরই আঘাতে শত্রুসৈন্যদের বধ করায় তারা ভীষণভাবে পালাতে থাকে ও রাজপথ শূন্য হয়ে যায়—সেই শূন্য রাজপথে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আহা! রাজার কী গুণানুরাগ! তিনি প্রাসাদের শিখর থেকে নেমে এসে দ্বারপালের মুখে বিনয় প্রকাশ ক'রে বিরোধের সংকট অবস্থাকে শান্ত করেছেন, মাধব ও মকরন্দকে ডেকে এনে, স্নিগ্ধ নয়ন প্রসারিত করে বার বার তাঁদের মুখচন্দ্র দর্শন করেছেন, (এই) আমার (কলহংসকের) কাছে তাঁরা যে অভিজাতবংশীয় এ কথা জেনে তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। জেগে-ওঠা বিদ্বেষ ও লজ্জার কালিমায় মলিন হয়ে ওঠে ভূরিবসু ও নন্দনের মুখ—'বিস্তৃত ভুবনের অলংকার স্বরূপ, মহানুভব, নবযৌবনসম্পন্ন ও নানাগুণে মনোহর এই দুই জামাতাতে তোমাদের এখন সন্তোষ হয়েছে তো?'—এই রকম মিষ্টিকথায় তাঁদের দুজনকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজা (প্রাসাদের) ভেতরে চলে গিয়েছেন। মাধব

ও মকরন্দ এঁরা দুজনেও আসছেন। আমিও ভগবতী কামন্দকীকে এই বৃত্তান্ত জানাই গিয়ে।

(কলহংসকের প্রস্থান)

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ)

মকরন্দ—আহা ! বন্ধুর পরাক্রম সত্যিই মহনীয়, তার পরাক্রম অন্য সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছে। কেন না—

প্রথমেই বীরগণের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাহুর নিষ্পেষণে সন্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন (তাদের) শরীরাস্থিগুলিকে চূর্ণ ক'রে সেগুলিকে মথিত ক'রে, তারপর তাদের অস্ত্রগুলি ছিনিয়ে নিয়ে বন্ধু বিক্রম প্রকাশ করতে থাকে, ঘন ঘন স্পন্দনরত কবন্ধসমূহে সমাকীর্ণ হয়েছিল সমুদ্রের মতো (বিশাল) সমরাঙ্গন, সেখানে বন্ধুর সামনে পথটি দুই পাশে বিভক্ত হয়ে দণ্ডায়মান স্তম্ভিত পদাতিশ্রেণীতে বিকট হয়ে উঠেছিল ॥ ৯ ॥

মাধব—এ সত্যিই এক অনুতাপের যোগ্য বিষয় ! দেখো—

লীলাভরে আলিঙ্গন করে প্রেয়সীরা গণ্ডূষ ভ'রে পান করবার পর যে মদটুকু অবশিষ্ট ছিল ও যা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল সেই মদ আজই নিশীথের উৎসবে যারা পান করেছিল, তারাই এখন তোমার অর্গলতুল্য বাহুর আঘাতে ভগ্নাস্থিদেহে এই সূচিত করছে যে, প্রায়ই সংসারীরা অসার বিষয় নিয়ে কাতর হয়ে থাকে ॥ ১০ ॥

এ রাজার সৌজন্য কিন্তু মনে রাখার মতো ; কারণ আমরা দুজনে অপরাধী হলেও তিনি আমাদের সঙ্গে এখন অনপরাধীর মতোই আচরণ করছেন। তাহলে এসো। কেমন করে মদয়ন্তিকাকে নিয়ে আসা হল, তারই বিস্তারিত বিবরণ বলে যাবে—এখন মালতীর সামনেই আমি তা শুনতে চাই। কেন না—তুমি যখন বলবে, মালতী তখন একটু হেসে চঞ্চল কটাক্ষ বক্রভাবে সখীর দিকে হানবে, তাতে লজ্জা পেয়ে সখীর দৃষ্টি হবে স্তিমিত, সে তার বদনকমল আনত করবে ॥ ১১ ॥

(দুজনের পাদচারণা) এই তো উদ্যানভূমি। (দুজনে প্রবেশ করলেন)

মাধব—এ কী ! দীঘির ধারটা একেবারে শূন্য যে !

মকরন্দ—বয়স্য ! মনে হচ্ছে আমাদের বিপত্তির দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে এখানেই উদ্যানের কোনো গহনস্থানে আত্মবিনোদন করছেন। তাহলে এসো, (খুঁজে) দেখি।

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা—ও সখী মালতী !

(হঠাৎ দেখতে পেয়ে আনন্দের সঙ্গে) আমাদের কী সৌভাগ্য ! আবার দুই মহানুভবকে অক্ষতদেহে দেখছি।

মাধব ও মকরন্দ—আপনারা বলুন না মালতী কোথায় ?

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা—কোথায় মালতী ? হতভাগিনী আমরা (আপনাদের) পায়ের শব্দে প্রতারিত হয়েছি।

মাধব—আপনাদের জানাই যে, কি জানি কী জন্যে আমার হৃদয় যেন সহস্রভাবে বিদীর্ণ হচ্ছে, কাজেই স্পষ্ট করে বলুন।

কুবলয়নয়নার কোনো অনিষ্ট ঘটেছে শুধু এই ভেবে আমার বুকটা যেন ভীষণ-

ভাবে থরথর করে কাঁপছে ; (আমার) বাঁ চোখটাও নাচছে, আবার আপনাদের এই কথাও বড়োই দুঃখজনক। হায় ! সবরকমেই দেখছি আমি মারা পড়লাম !

মদয়ন্তিকা–আপনি এখান থেকে চলে যাবার পর সে বুদ্ধরক্ষিতা আর অবলোকিতাকে ভগবতী কামন্দকীর কাছে পাঠাল–তারপর 'আর্যপুত্রকে সাবধানে থাকতে বলো' এই বলে লবঙ্গিকাকেও পাঠিয়ে দিল। এরপরে উতলা হয়ে লবঙ্গিকা ফিরছে কিনা দেখবার জন্যে এগিয়ে গেল, আমিও পিছনে পিছনে গেলাম। তারপরে তাকে আর দেখতে পেলাম না। এরপর আমরা এই গাছের ফাঁকে (মালতীকে) খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখনই আপনাদের দেখতে পেলাম।

মাধব–হায় প্রিয়া মালতী !

আমি কি যেন এক অমঙ্গলের আশংকা করছি ; মানিনী ! পরিহাস ত্যাগ করো, আমি বড়োই উৎকণ্ঠিত হয়েছি। তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছ ? আমার পরীক্ষা তো হয়েই গিয়েছে। ওগো প্রিয়তমা ! সাড়া দাও। আমার হৃদয় অন্তরে বিহ্বল হয়ে স্থির থাকতে পারছে না, তুমি বড়োই নিষ্ঠুর হয়েছ ॥ ১৩ ॥

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা-হায় প্রিয়সখী ! তুমি কোথায় গেলে ?

মকরন্দ-বয়স্য ! না জেনেই তুমি কেন কাতর হয়ে পড়ছ ?

মাধব–সখা ! তুমিও কি জান না, মাধবের স্নেহে দুঃখিতা মালতী কাতরতায় কী করতে পারে ?

মকরন্দ–হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু মনে হচ্ছে যে ভগবতী কামন্দকীর চরণপ্রান্তেই হয়তো গিয়েছেন। তাহলে এসো সেখানেই আমরা দেখি।

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা–হ্যাঁ, তা-ও হতে পারে।

মাধব–তাই হোক। (পাদচারণা)

মকরন্দ–(চিন্তা করে স্বগত) আমাদের সখী হয়তো ভগবতীর আবাসেই গিয়েছেন। তিনি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবেন কিনা এ বিষয়ে আমার খুবই শংকা হচ্ছে। আত্মীয়, বন্ধু ও প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের সুখ প্রায়ই বিদ্যুৎস্ফুরণের মতোই চঞ্চল হয়ে থাকে ॥ ১৪ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ মালতী-অপহরণ নামে অষ্টম অংক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × নবম অংক × × × × × × × × × × × ×

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদামিনী–ঐশ্বর্যমণ্ডিত শ্রীপর্বত থেকে উড়ে এই তো আমি পদ্মাবতীতে এসে পৌঁচেছি। মালতীর বিরহে পরিচিত স্থানগুলির দর্শন মাধবের কাছে এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে–নিজের আবাস ছেড়ে বিশাল উপত্যকা, পাহাড়, বন এইসব স্থানে সে বন্ধুদের সঙ্গে বাস করছে, তার কাছেই যাচ্ছি। আরে ! আমি এমনভাবে উড়েছি যে এইসব পাহাড়, নগর, গ্রাম, নদী, বন সবে মিলে আমার চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ! (পিছনে তাকিয়ে)

স্বচ্ছতোয়া ও বিশাল সিন্ধু ও পারা নদী[১] উদ্বেল হয়ে এই পদ্মাবতীকে ঘিরে আছে। সু-উচ্চ রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির, পুরদ্বার ও অট্টালিকার সংঘর্ষে বিদারিত হয়ে আকাশই যেন নেমে এসে (নদী হয়ে) বিরাজ করছে ॥ ১ ॥
আরও,
মনোহর তরঙ্গমালাশোভিত এই তো দেখা যাচ্ছে লবণা নদী। বর্ষাকালে এর তীরের বনশ্রেণী গর্ভবতী গরুদের প্রিয় নূতন উলপ তৃণরাজিতে ভরে ওঠে ও সুখসেব্য হয়ে জনপদবাসীদের আনন্দিত করে ॥ ২ ॥
(অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করে) এই সেই ভগবতী সিন্ধুর তীরে আছড়ে পড়া স্রোতধারা যা ভূতলকে বিদীর্ণ করছে।
যার তুমুল গর্জন জলে ভরা গম্ভীরনাদী নবমেঘের গর্জনের মতো প্রচণ্ড ও প্রান্তস্থিত পর্বতনিকুঞ্জে (প্রতিধ্বনিত হয়ে) বর্ধিত হয়ে গণেশের কণ্ঠগর্জনের সাদৃশ্য লাভ করে ॥ ৩ ॥
আর এই তো অসংখ্য চন্দন, অশ্বকর্ণ, কেসর আর পাটলাগাছে নিবিড় ও পাকা বেলের গন্ধে সুরভিত সব পার্বত্য বনপ্রদেশ, এদের দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে দক্ষিণারণ্যের পর্বতগুলির কথা, যেখানে বিশাল মেখলাভূমিতে নবীন কদম্ব আর জামগাছে ঘিরে গাঢ় অন্ধকার হয়ে আছে নিকুঞ্জগুলি আর গভীর গুহাগুলিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে গোদাবরী নদীর শব্দ মুখর করে তুলছে সে মেখলাভূমি। আর এই তো সেই ভগবান ভবানীপতি, যিনি মধুমতী ও সিন্ধুর সঙ্গমস্থানকে পবিত্র করছেন–কোনো মানুষে এঁর প্রতিষ্ঠা করে নি, লোকে একে 'সুবর্ণবিন্দু' বলে থাকে। (প্রণাম করে)
হে দেব! জগতের উৎপত্তিদাতা, ঐশ্বর্যশালী (ভগবান), সকলের বরদাতা, সব শাস্ত্রের নিধি, মদননাশক, আদিগুরু, হে চন্দ্রশেখর! আপনার জয় হোক ॥ ৪ ॥
(পাদক্ষেপ করে)
এই তো সেই নয়নের প্রীতিদায়ক, বৃহৎ শিলাময় পর্বত, তার উঁচু সানুদেশ নূতন মেঘে শ্যামল, সেখানে আনন্দে মুখর ময়ূরীরা মিলিতভাবে কেকাধ্বনি করছে আর পর্বতের গাত্র নানারঙের পাখির বাসায় ঢাকা বৃক্ষরাজিতে স্নিগ্ধ ॥ ৫ ॥
আরও দেখছি
এ পর্বতে গহ্বরবাসী তরুণ ভল্লুকদের থুৎকারের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ছে আর হস্তিগণের দ্বারা দলিত ও বিদীর্ণ শল্লকীর গ্রন্থিগুলি থেকে নিসৃত রসের শীতল, কটু ও কষায় গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে ॥ ৬ ॥
(উপরদিকে তাকিয়ে) আরে, মধ্যাহ্ন হয়ে গিয়েছে যে, তাই তো এখন এখানে, কোয়োষ্টিকপাখি[২] কাশ্মরীবৃক্ষ[৩] থেকে পাতায় ঢাকা কৃতমাল[৪]গাছে যাচ্ছে। পূর্ণিকা[৫] পাখিরা নদীতীরের অশ্মন্তকের[৬] সিম ঠোঁটে করে জলের দিকে চলেছে, দাত্যূহ[৭] পাখিগুলি তিনিশ[৮]গাছের কোটরে ভরা স্কন্ধদেশে লুকিয়ে বসে আছে, লতার মধ্যে বাসায় পায়রাগুলি ডাকছে আর কুক্কুভের[৯]দল নিচে থেকে সেই ডাকের অনুকরণে শব্দ করছে ॥ ৭ ॥

বেশ, মাধব আর মকরন্দকে খুঁজে বার করে (আমার) আরব্ধ কাজ সম্পাদন করি। (প্রস্থান)

॥ বিষ্কম্ভক ॥

(মকরন্দ ও মাধবের প্রবেশ)

মকরন্দ—(সকরুণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হায়! বিধির প্রতিকূলতায় আমরা এখন পশুর মতো হয়ে গিয়েছি—তাঁর (মালতীর) জন্যে কিছুই করতে পারছি না—বিপদের মধ্যেই পড়ে আছি—এ বিপদে (আমাদের) মন প্রত্যাশাকে ধরে রাখতে পারছে না, আবার তাকে একেবারে ত্যাগ করতেও পারছে না—চঞ্চল মন মোহময় অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে ॥ ৮ ॥

মাধব-হায়, প্রিয়া মালতী! তুমি কোথায়? কেমন করে তুমি হঠাৎ অদ্ভুতভাবে অন্তর্হিত হলে, কী যে তোমার হল তা আমরা জানতেই পারলাম না। ওগো অকরুণ! দয়া করে আমাকে দেখা দাও।

(তোমার) প্রিয় মাধবের প্রতি কি তুমি স্নেহহীন হলে? তুমি আগেই নিজে থেকে তোমার কমনীয় মঙ্গলসূত্রধারী, যেন মূর্তিমান মহোৎসবের মতো কর অর্পণ করে যাকে আনন্দিত করেছিলে, আমি তো সেই মাধব ॥ ৯ ॥

বয়স্য মকরন্দ! এ-জগতে আবার ততখানি স্নেহের উৎপত্তি দুর্লভ।

সে তাজা ফুলের মতো কোমল অঙ্গে বহুকাল ধরে অবিরত যন্ত্রণাদায়ক ও প্রতিক্ষণে অত্যন্ত ভীষণ অনঙ্গতাপের মহাজ্বরে যে সহ্য করেছিল, তারপরে নিজের প্রাণকে তৃণের মতো বিসর্জন দেবে বলে যে মনস্থির করেছিল, আরও পরে দুঃসাহসিক ভাবে পাণি প্রদান ব্যাপার যে সম্পন্ন করেছে-এর থেকে বেশি (স্নেহের নিদর্শন) আর কী হতে পারে? ॥ ১০ ॥

আরও বলি,

(নন্দনের সঙ্গে) বিয়ে হবার আগে, আমার সঙ্গে মিলন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে মর্মচ্ছেদী বেদনায় কাতর হয়েই যেন তার ইন্দ্রিয়গুলি বিকল হয়েছিল, সে তখন তার স্নেহের আবেগ কান্নায় এমনভাবে প্রকাশ করেছিল যে আমার মনও দুঃখে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—তোমার সে সব কথা মনে পড়ছে কি? ॥ ১১ ॥

(আবেগের সঙ্গে) হায়! হায়!

প্রবল উদ্বেগে বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু দুই ভাগে বিদীর্ণ হচ্ছে না, বিবল শরীর মোহগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু চেতনা হারাচ্ছে না, মনের সন্তাপ দেহকে দগ্ধ করছে, কিন্তু ভস্মসাৎ করছে না, বিধাতা মর্মভেদী আঘাত হানছেন, কিন্তু জীবন নাশ করছেন না[১১] ॥ ১২ ॥

মকরন্দ-বয়স্য! ভয়ংকর সূর্যও দৈবের মতো অপ্রতিহত ভাবে দগ্ধ করছে—আর তোমার শরীরের দশাও এমনি হয়েছে। কাজেই এই পদ্মদীঘির ধারে একটু বসি চলো। এই তো এখানে,

সামনেই প্রবহমান তরঙ্গকণায় হিমশীতল বায়ু সদ্যফোটা উদ্গতনাল পদ্মরাশি থেকে ঝরে-পড়া মধুধারার সংস্পর্শে ভুরভুরে গন্ধ বয়ে আনছে—এই বায়ু তোমার ভালো লাগবে ॥ ১৩ ॥

(পাদচারণা ও উপবেশন)

মকরন্দ—(স্বগত) আচ্ছা, তাহলে এইভাবে এর মনটা অন্যদিকে নিয়ে যাই। (প্রকাশ্যে) বয়স্য মাধব !

চোখের জল ঝরে পড়া ও (আবার) ভরে ওঠার মাঝখানে এই সরোবরের শোভায় ঘেরা স্থানগুলি দেখো—এখানে মল্লিকাক্ষ[১১] পাখিরা মত্ত হয়ে কলধ্বনি করছে আর তাদের ডানায় কম্পিত হচ্ছে দীর্ঘনাল প্রস্ফুটিত পদ্মগুলি ॥ ১৪ ॥

(মাধব আবেগভরে উঠে পড়ল)

মকরন্দ—আরে ! আমার কথার উত্তর না দিয়েই উঠে অন্যদিকে চলতে শুরু করল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে) সখা ! শান্ত হও, দেখো দেখো—নিকুঞ্জের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে নদী,—বেতসফুলের গন্ধে সে নদীর জল সুবাসিত—তার তীরে যুঁইকুঁড়িগুলি ফুটে উঠেছে ; আর এ দিকে পর্বতের ঊর্ধ্বদেশ প্রস্ফুটিত কুটজ ফুলে[১২] যেন হাসছে—সেখানে ময়ূরেরা উদ্দাম নৃত্য করছে, তার সে পর্বতের সানুদেশে আশ্রয় নিয়েছে যে মেঘের দল, তারা যেন সেই ময়ূরদের নৃত্যানুষ্ঠানে চন্দ্রাতপ বিছিয়ে দিয়েছে ॥ ১৫ ॥

আরও দেখো—

বিশাল পার্বত্যভূমি সারি সারি কদমের গাছে ভরা—বিকশিত দলগুলি ছড়িয়ে পড়ে কদমের গোলকগুলি জাঁকিয়ে উঠেছে—তাইতে ছেয়ে সৌন্দর্যশ্রী ধারণ করেছে সে গাছগুলি ; সমস্ত দিক মেঘমালায় শ্যামবর্ণ—নদীর স্রোতের (ধারে) জলাময় স্থানগুলি সদ্য-আবির্ভূত অঙ্কুরে মনোহর কেতকীবৃক্ষে সেজে উঠেছে, আর গন্ধেভরা শিলীন্ধ্র ও লোধ্রকুসুমের[১৩] আবির্ভাবে বনশ্রেণী যেন হেসে উঠছে ॥ ১৬ ॥

মাধব—সখা ! (সবই) দেখছি ; কিন্তু এখন অরণ্যে ভরা এই পার্বত্যভূমির সৌন্দর্য দেখে শুধু দুঃখই জাগছে। তাহলে এ কী ? (সজল চোখে) অথবা অন্য কি হতে পারে ? অর্জুন আর শালের ফোটাফুলের গন্ধে সুবাসিত পূবের ঝোড়ো হাওয়া বইছে—সে হাওয়ায় আন্দোলিত হয়ে ইন্দ্রনীলখণ্ডের মতো স্নিগ্ধ মেঘের দল নেমে আসছে ; বৃষ্টিধারায় ভিজে বসুন্ধরা এখন সুরভিত—গ্রীষ্মের শেষ আর বর্ষার শুরু—এ দুয়ের মিলনে শোভন সেই দিনগুলি এখন উপস্থিত হয়েছে ॥ ১৭ ॥

হায়, প্রিয়া মালতী !

দিকে দিকে তরুণ তমালের মতো শ্যামবর্ণ ঘন মেঘের রাশি উঠে আসছে- ঠাণ্ডা হাওয়ায় নূতন জলের কণাগুলি ছড়িয়ে পড়ছে—মদমত্ত ময়ূরের কেকা-কোলাহলে মুখরিত আর ইন্দ্রধনুশোভিত সে দিকগুলির দিকে আমি কেমন করে চাইব বলো ? ॥ ১৮ ॥

(শোকাবেগ দেখা দিল)

মকরন্দ—এখন সখার এ কী এক (অনির্বচনীয়) অতি ভীষণ সংকটময় অবস্থা ! (অশ্রুপূর্ণ নেত্রে) আর আমি বজ্রের মতো কঠিন হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে উদ্যোগী হয়েছি। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) দেখছি মাধবের সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশা প্রায় শেষ হতে চলেছে। (ভয়ে ভয়ে দেখে) এ কী ! এ যে মূর্চ্ছিতই হয়ে পড়ছে ! (শূন্যে তাকিয়ে) মালতী ! মালতী কী আর বলব ! সত্যিই আপনি কী নিষ্ঠুর ! সখী ! একে পাবার আগ্রহে আপনি আত্মীয়দের উপেক্ষা করে সাহসের

কাজ করেছিলেন, তাহলে এখন সেই নিরপরাধ প্রিয়তমের প্রতি এ কী ধরণের নিষ্ঠুর ব্যবহার ! ॥ ১৯ ॥

এ কী ! এখনও জ্ঞান ফিরে এল না তো ! হায় ! দৈব আমার সর্বস্ব কেড়ে নিল। হায় মাতা (কামন্দকী) ! বুক ফেটে যাচ্ছে, অঙ্গের বাঁধন সব শিথিল হয়ে যাচ্ছে, জগৎকে শূন্য বলে মনে হচ্ছে, অবিরত জ্বালায় অন্তর জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে, যেন ব্যাকুল অন্তরাত্মা অবসন্ন হয়ে গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হচ্ছে, মোহ এসে সর্বদিক আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে, হতভাগ্য আমি কী করি ? ॥ ২০ ॥

কী কষ্ট ! হায় কী কষ্ট !

হায় ! আত্মীয়জনের হৃদয়ের কৌমুদীমহোৎসব আর মালতীর নয়নের মনোহর চন্দ্র, সেই জীবলোকদের তিলক ও মকরন্দের আনন্দকারী এই মানুষটি আজ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ! ॥ ২১ ॥

হায় ! বয়স্য মাধব !

তুমি ছিলে যেন আমার অঙ্গের চন্দনরস, যেন নয়নের শরচ্চন্দ্র ও হৃদয়ের আনন্দ—সেই আমারই প্রাণের তুল্য, নিরতিশয় কমনীয় তোমাকে অকালেই হরণ করে যম আমাদের নিহত করল ॥ ২২ ॥

(মাধবকে স্পর্শ করে)

ওগো নির্দয় ! স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল-চোখ মেলে আমার দিকে তাকাও ; ওগো অতি-নিষ্ঠুর ! আমার কথার উত্তর দাও। মকরন্দ তো তোমারই প্রিয়, (তোমার) সে সহচরকে কেন তুমি অনুরক্তচিত্ত বলে মনে করছ না ? ॥ ২৩ ॥

(মাধবের সংজ্ঞালাভ)

মকরন্দ—(আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে) সদ্য সংস্কৃত রাজপটের দীপ্তিময়, অতি মনোহরকান্তি, নূতন মেঘ জলকণার বর্ষণে আমার প্রিয়সখাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। বড়োই সৌভাগ্য, এখন তাহলে জ্ঞান ফিরে এসেছে।

মাধব—তাহলে এ গহন বনে কাকে প্রিয়ার কাছে দূত করে পাঠাব ? (তাকিয়ে দেখে) বেশ বেশ !

জামের বনে ফলগুলি পেকে ওঠাতে তা শ্যামবর্ণ ধারণ করেছে, তার মধ্যে দিয়ে স্খলিত গতিতে প্রবাহিত হওয়ায় নদীর তরঙ্গ ক্ষীণ হয়েছে—তারই উত্তরের দিকে কাছেই ঐ পর্বতশিখরের ওপরে পরিণত তমালের মতো নীলবর্ণ নবীনমেঘ নানা আকারে আশ্রয় নিচ্ছে ॥ ২৪ ॥

(দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে)

হে সৌম্য ! তোমার) প্রিয়সহচরী বিদ্যুৎ তোমাকে আলিঙ্গন করছে তো ? প্রীতির আবির্ভাবে সুন্দর চাতকের দল তোমায় অভ্যর্থনা জানাচ্ছে তো ? পুবের হাওয়া (তোমার অঙ্গে) সুখকর স্পর্শ বুলিয়ে তোমাকে আরাম দিচ্ছে তো ? আর ইন্দ্রধনু চতুর্দিকে তোমার চিহ্নরূপে বিরাজ করে সৌন্দর্য বিস্তার করছে তো ? ॥ ২৫ ॥

(শুনতে পেয়ে) আরে ! প্রতিধ্বনিতে ভরা গুহায় দাঁড়িয়ে আনন্দে গলা উঁচু করে ময়ূরের দল মধুর ও অস্পষ্ট কেকারব করার সঙ্গে সঙ্গেই (মেঘমালা) গম্ভীর

হুংকার করে যেন আমাকে অনুমোদন জানাচ্ছে। তাহলে এর কাছে প্রার্থনা করি।
হে ঐশ্বর্যশালী মেঘমালা!
তুমি আপনমনে জগতে চলতে চলতে যদি দৈবাৎ আমার প্রিয়াকে দেখতে পাও তবে তাকে প্রথমে আশ্বস্ত করবে ও তারপরে মাধবের অবস্থা জানাবে। (তবে) বলতে গিয়ে তুমি আশাতন্তুটিকে যেন একেবারে ছিন্ন করে দিও না, কেন না এই আশাতন্তুই কোনোমতে সে আয়তনয়নার প্রাণটিকে ধরে রেখেছে ॥ ২৬ ॥
(আনন্দের সঙ্গে) বাঃ! (তার কাছেই) চলেছে। তাহলে অন্যদিকে যাই।

(মাধবের পাদচারণা।)

মকরন্দ—(উদ্বেগের সঙ্গে) এ যে দেখছি উন্মত্ততা রাহুর মতো মাধব-চন্দ্রকে গ্রাস করতে বসেছে। হায় পিতা! হায় জননী! হায় ভগবতী কামন্দকী! রক্ষা করুন! মাধবের অবস্থা দেখুন!

মাধব—হায় হায় কী সর্বনাশ!
আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, এই বনভূমিই আমার প্রিয়তমাকে বিনাশ করে (নিজের মধ্যে) ভাগ করে নিয়েছে। নূতন লোধ্রকুসুমে প্রিয়তমার কান্তি, হরিণে তার চঞ্চল চাহনি, হস্তীতে তার চলার ভঙ্গী আর লতাতে তার নম্রতা (দেখতে পাচ্ছি) ॥ ২৭ ॥
হায় প্রিয়া মালতী!

মকরন্দ—একসঙ্গে ধূলিখেলার দিন থেকে যার সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছে, সকল গুণের আধার, আমার অতি প্রিয় ও জীবনসঙ্গী সেই সুহৃদকে প্রিয়জনের বিরহে শরীর ও মনের নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হতে দেখেও, হে আমার হতভাগ্য হৃদয়! তুমি কেন কোনোমতে বিদীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে দু-টুকরো হয়ে যাচ্ছ না? ॥ ২৮ ॥

মাধব—জগতে বিধাতার সৃষ্টিতে সন্নিবেশের অনুকরণ খুবই সহজলভ্য। বেশ! এই রকম করি (উচ্চস্বরে) ওহে পার্বত্য অরণ্যবাসী প্রাণীরা! এই আমি আপনাদের প্রণাম করে জানাচ্ছি যে, আপনারা মুহূর্তের জন্যে (আমার কথায়) মনোযোগ দিয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন।
আপনারা যাঁরা এখানে আছেন, তাঁরা সর্বাবয়ব যাঁর স্বভাবতঃ সুন্দর, এমন এক কুলবধূকে দেখেছেন কী? অথবা তাঁর কী যে হল তা জানেন কী? বন্ধুগণ! তাঁর বয়সের অবস্থা শুনুন—যে বয়সে মদন হৃদয়ে নিঃসঙ্কোচে তৎপর হয়ে ওঠে আর দেহে মনোহরভাবে প্রকাশ পায় (সেই বয়স) ॥ ২৯ ॥
হায় কী কষ্ট!
উদ্ধত নৃত্যে পেখম উঁচিয়ে ময়ূর কেকাধ্বনি করে আমার কথাগুলিকে ঢেকে ফেলছে, মদভরে চকোরের নয়নতারা ঘুরছে সে অতি আনন্দিত মনে তার প্রিয়ার অভিসারে চলেছে; বানর ফুলের পরাগে প্রিয়ার কপোল চিত্রিত করছে—কার কাছে প্রার্থনা করি? যেদিকেই চাই, আমার প্রার্থনা জানাবার সুযোগ তো দেখতে পাচ্ছি না ॥ ৩০ ॥
আরও এই তো—
এক বানর প্রিয়ার মুখখানি তুলে ধরে চুম্বন করছে—সে মুখমণ্ডলে সুন্দর দাঁতের পাটি, ওষ্ঠ ও অধরের রক্তিমায় রঞ্জিত হয়েছে গণ্ডস্থলী কাম্পিল্লফলের[১৪]

মতো পাটলবর্ণ আর পেকে লাল ও ফেটে ওটা দাড়িম ফলের মতোই সে বদন-মণ্ডলের কান্তি ॥ ৩১ ॥

আর এই যে হাতিটি হস্তিনীর কাঁধে শুঁড় রেখে দাঁড়িয়েছে, এর কাছেও তো প্রার্থনা করার সুযোগ দেখছি না।

ধন্য এই বুনো হাতিটা, কণ্ডুয়ন (সুখে) মুদিতনয়ন হস্তিনীকে দাঁতের ডগা দিয়ে কণ্ডুয়ন করছে, একবার এ-কান আবার ও-কান নাড়িয়ে আরামদায়ক হাওয়া দিয়ে বাতাস করছে আর আধখাওয়া নূতন শল্লকীর কচি পাতায় আহার্য জুগিয়ে প্রণয়নৈপুণ্য প্রকাশ করছে ॥ ৩২ ॥

(অন্য দিকে তাকিয়ে) এই হাতিটা কিন্তু মেঘ গর্জন করলেও তারি মাঝে ঈষৎ গম্ভীর উচ্চ গর্জন করছে না, নিকটের সরোবর থেকে এনে শৈবালের গ্রাস গ্রহণ করছে না—দানবারি ঝরে পড়ছে না, (যেন) তাই বিষাদে নীরব হলেও ভ্রমরেরা লগ্ন হয়ে থাকাতে মলিন হয়ে আছে হাতিটার আনন, নিশ্চয়ই প্রাণতুল্য প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে সে কষ্ট পাচ্ছে ॥ ৩৩ ॥

একে বিরক্ত করে কাজ নেই। এই তো আরেক মত্ত হাতিদের দলপতি, তার মধুর গম্ভীর কণ্ঠগর্জনের ধ্বনি আনন্দভরে শুনছে তার সহচরী—সে সরোবরে ডুব দিয়ে খেলা করছে—তার স্থূল গণ্ডদেশ থেকে অঝোরে ঝরে পড়ছে একরাশ সদ্য ফোটা কদমফুলের মতো মনোজ্ঞ শীতল গন্ধ মদবারি—তাইতে সুরভিত ও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে সে সরোবরের জল ; সে উপড়ে তুলেছে পদ্মের গাছগুলি, সেগুলি ছিঁড়ছে আর পদ্মের পাতা, কেসর, মৃণাল, মূল ও অঙ্কুরগুলি বিক্ষিপ্ত হচ্ছে ; সে অনবরত, মনোজ্ঞভাবে নাড়াচ্ছে তার কান দুটি, তার সে উদ্ধত তালে সঞ্চালিত হচ্ছে জলের তরঙ্গ আর তা থেকে জলের কণা ছড়িয়ে পড়ছে, এর ফলে সেখানে কুরর[১৫] আর সারস পাখিগুলি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে। যা হোক, একেই ডেকে বলি। হে মহাত্মা নাগপতি ! তোমার যৌবন প্রশংসনীয়ই বটে। প্রিয়ার মন যোগানোর ছলাকলাও তো তোমার বেশ জানা আছে তবু (দেখতে পাচ্ছি যে),

(নিন্দাচ্ছলে)

লীলাভরে উপড়ে আনা পদ্মিনীর ডাঁটাগুলির গ্রাস গ্রহণ করার পরই তুমি (কান্তাকে) প্রস্ফুটিত পদ্মে সুবাসিত গণ্ডূষ দান করছ, জলকণাযুক্ত শুঁড় দিয়ে তাকে সিক্তও করছ, কিন্তু তার শেষে স্নেহবশে ঋজুদণ্ড পদ্মপত্রের ছত্র তো ধারণ করো নি ? ॥ ৩৪ ॥

একি ! যেন উদাসীন অবহেলা ভরে চলে যাচ্ছে ! ও হো ! আমি কী বোকা, তাই এই বনের জন্তুগুলির সঙ্গে বয়স্য মকরন্দের মতো ব্যবহার করছি। হায় প্রিয় বয়স্য ! এভাবে একাকী আমার এই দুঃখে বেঁচে থাকায় ধিক্ যে রমণীয়তা আমার সাথে তুমিও উপভোগ করছ না সে রমণীয়তাতেও ঠিক্। এই যে দিন-গুলি কেটে যাচ্ছে অথচ তুমি সঙ্গে নাই, এই দিনগুলিও ধ্বংস হোক। (তুমি ছাড়া) অন্য কোনো বিষয়ে মরীচিকার মতো যে আনন্দ জাগে তাতেও ধিক্ ॥৩৫॥

মকরন্দ—কী আশ্চর্য ! উন্মত্ততার মোহ মাধবকে আচ্ছন্ন করলেও কী এক (অজানা) উদ্বোধক এসে আমার প্রতি তার সহজাত স্নেহের সংস্কারকে জাগিয়ে তুলেছে। তাই তো ! (আমি তার কাছে থাকলেও) সে আমাকে কাছে নাই বলেই মনে

করছে ? (সামনে দাঁড়িয়ে এই তো আমি সে মন্দভাগ্য মকরন্দ তোমার পাশেই রয়েছি।

মাধব–প্রিয় বয়স্য ! আমাকে বাঁচাও, আমাকে আলিঙ্গন দাও। প্রিয়া মালতীর সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যে বড়োই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। (মূর্ছা)

মকরন্দ–(সানন্দে) এই তো আমার জীবনসঙ্গীকে সঞ্জীবিত করছি। (মাধবের দিকে দেখে করুণভাবে) হায় কী দুঃখ ! আমাকে আলিঙ্গনের জন্যে উৎসুক হতে না হতেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল যে ! তাহলে এখন এর বেঁচে থাকা সম্বন্ধে কোনো আশা করা দুরাশা মাত্র। বয়স্য আর বেঁচে নাই–এটাই দেখছি এখন মেনে নিতে হবে। হা বয়স্য !

অকারণেই কী জানি কী বিপদ তোমার ঘটেছে, এই আশংকায় স্নেহ-সন্তপ্ত আমার হৃদয় সর্বদা কেঁপে উঠত, আজ সহসাই সেসব ভয়ের অবসান হল ॥ ৩৬ ॥

সখা ! যে মুহূর্তগুলিতে তুমি তেমন হলেও আমাকে উদ্দীপিত করতে সে অতীত ক্ষণগুলি এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল। কিন্তু এখন, তুমি চলে যাওয়ায় (আমার) দেহভার দুর্বহ হয়ে উঠেছে, জীবন যেন বজ্রকীলক দিয়ে আঁটা আছে, সকল দিক যেন শূন্য হয়ে গিয়েছে ইন্দ্রিয়গুলি একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে, সময় দুঃখময় উঠেছে আর জীবলোকের সব দিকেরই আলো যেন নিবে গিয়েছে ॥ ৩৭ ॥

(চিন্তা করে) তাহলে কি মাধবের মৃত্যুর সাক্ষী হবার জন্যেই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে ? বেশ, তবে এই পাহাড়ের চূড়া থেকে পাটলা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মাধবের আগেই আমি মারা যাই। (কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে করুণভাবে তাকিয়ে দেখে) হায় কী দুঃখের কথা–

এই তো সেই নীলোৎপলকান্তি শরীর, একে অত্যন্ত গাঢ় আলিঙ্গন করলেও আমার তৃপ্তি হত না,-হায়, বিস্ময়ে উৎফুল্ল আর নূতন প্রেমের বিলাসে চকিত মালতীর দৃষ্টি পূর্বে এরই কান্তিসুধা পান করেছিল ॥ ৩৮ ॥

কী আশ্চর্য ! এ নবীন বয়সেই এ শরীরে গুণরাশির সমাবেশ কেমন করে হল ? সখা মাধব !

নির্মল চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ হলেই রাহুর মুখে পড়ে, নিবিড় মেঘ জলে ভরে উঠলেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, ফলে-ফুলে ভরে যায় যখন বড়ো বড়ো গাছগুলি তখনি দাবাগ্নিতে দগ্ধ হয়, আর তুমি যেই জগতের চূড়ামণি হলে অমনি মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করল ॥ ৩৯ ॥

তাহলে এমন অবস্থাতেও প্রিয় বয়স্যকে আমি আলিঙ্গন করব, কেন না সে এই-মাত্র সেই প্রার্থনাই করেছিল। (আলিঙ্গন করে) হায় বয়স্য মাধব ! তুমি বিমল বিদ্যার আধার, গুণগৌরবে গরীয়ান, তোমাকে মালতী নিজেই প্রাণেশ্বর বলে বরণ করেছে, তোমার মুখচন্দ্র (ভগবতী) কামন্দকী ও মকরন্দকে আনন্দিত করত, তোমার এ জীবনে যে অন্তিম প্রার্থনা করেছিলে, সেই মকরন্দ-বাহুর শেষ আলিঙ্গন নাও। সখা ! তুমি মনে কোরো না যে এখন মকরন্দ আর এক মুহূর্তও বেঁচে থাকবে।

ওহে কমলানন ! জন্ম থেকেই আমরা একসঙ্গে থেকেছি, আমারি সঙ্গে তুমি

মায়ের স্তনদুগ্ধ পান করেছ, এখন তুমি আত্মীয়দের প্রদত্ত তর্পণের জল একলাই পান করবে—এটা উচিত হবে না ॥ ৪০ ॥

(করুণভাবে মাধবকে ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে) এই তো নীচে বইছে পাটলা নদী। হে ভগবতী স্রোতস্বতী ! প্রিয় সুহৃদ যেখানে জন্মাবে আমারও যেন সেখানেই জন্ম হয়, আবারও যেন আমি তারই অনুচর হতে পারি ॥ ৪১ ॥

(ঝাঁপ দিতে উদ্যত, হঠাৎ সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদামিনী—(বাধা দিয়ে) বাছা ! (এ) দুঃসাহস থেকে নিবৃত্ত হও।

মকরন্দ—(দেখে) আর্যা, আপনি কে ? কেনই বা আপনি আমাকে নিষেধ করছেন ?

সৌদামিনী—আয়ুস্মান্ ! তুমিই কি সে মকরন্দ ?

মকরন্দ—ছেড়ে দিন। আমিই সে হতভাগ্য (মকরন্দ) !

সৌদামিনী—বাছা ! আমি এক যোগিনী, মালতীর অভিজ্ঞান নিয়ে এসেছি।

(বকুলমালাটি দেখালেন)

মকরন্দ—(করুণামিশ্রিত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে) আর্যা ! মালতী কি বেঁচে আছেন ?

সৌদামিনী—হ্যাঁ, আছেই তো। বাছা, তবু তুমি যে এই অনিষ্ট কাজে উদ্যত হয়েছ, দেখে আমি খুবই আশঙ্কিত হচ্ছি। মাধবের কি কোনো ভয়ানক অনিষ্ট ঘটেছে ?

মকরন্দ—তার সম্পর্কে নিরাশ হয়ে, তাকে মূর্ছিত অবস্থাতেই ফেলে রেখে আমি চলে এসেছি। তাহলে আসুন। আমরা দুজনে তাড়াতাড়ি তাকে বাঁচিয়ে তুলি।

(উভয়ের দ্রুতপায়ে গমন)

মাধব—(সংজ্ঞা লাভ করে) আরে ! কে যেন আমার সংজ্ঞা ফিরিয়ে দিল ! (ভেবে) আমার অবস্থা না জেনেই নূতন মেঘের জলকণাবাহী পবনেরই নিশ্চয় এই কাজ !

মকরন্দ—(মাধবকে দেখে) কী সৌভাগ্য ! বয়স্যের সংজ্ঞা ফিরে এসেছে !

সৌদামিনী—(দেখে) এদের দুজনেরই চেহারা মালতী যা বলেছিল তার সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।

মাধব—মহিমময় পূবের হাওয়া !

তুমি জলে ভরা মেঘগুলিকে দিকে দিকে পরিচালিত কর—চাতকদের আনন্দ দান কর, উৎকণ্ঠ হয়ে কেকাধ্বনিরত ময়ূরগুলিকে নাচাও, কেতকী ফুলগুলিকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত কর, কিন্তু হে নির্দয় ! যে বিরহী মূর্ছা লাভ করে বেদনার উপশম করছে তাকে সংজ্ঞার ব্যাধিতে আক্রান্ত করে তুমি কী করতে চাও ? ॥ ৪২ ॥

মকরন্দ—সকল প্রাণীর প্রাণভূত এই বাতাস ভালো কাজই করেছে।

মাধব—হে পবনদেব ! তবুও তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি যেখানে আমার প্রিয়তমা আছে বিকশিত কদম্বদামের পরাগের সঙ্গে আমার জীবনটিকেও তুমি সেখানে নিয়ে চলো। অথবা তার অঙ্গের সুবাসবাহী কোনো জিনিস আমাকে এনে দাও—এখন তুমিই তো আমার আশ্রয় ॥ ৪৩ ॥

(করজোড়ে প্রণাম)

সৌদামিনী—এই তো অভিজ্ঞানটি দেবার উপযুক্ত অবকাশ।

(মাধবের অঞ্জলিতে বকুল মালা অর্পণ)

মাধব—(আবেগ, বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে) এ কী, এ তো সেই আমারই গাঁথা অনঙ্গ মন্দির-প্রাঙ্গণের বকুল গাছের ফুলের মালাটি। প্রিয়তমার সু-উন্নত স্তনদেশে

(অর্পিত হওয়াতে) তার মূর্তি হয়েছে ম্লান। (ভালো করে দেখে) (এ যে সেই মালা এতে) কোনো সন্দেহ নাই। কেননা এই তো সে মালার সেই অংশ—

মনোহর চাঁদের মতো সুন্দর মুখ পানে চেয়ে (জেগে উঠেছিল) শৃঙ্গারজনিত বিকার আর অসংলগ্ন যত কৌতূহল, সেগুলিকে গোপন করতে গিয়ে এলোমেলো ভাবে ফুল সাজিয়েই রচিত হলেও উল্টো করে গাঁথাই সে অংশ তুষ্ট করেছিল লবঙ্গিকাকে ॥ ৪৪ ॥

(আনন্দোম্মত্ত অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে) প্রিয়া মালতী! এই তো তোমাকে দেখতে পেয়েছি। (যেন কুপিত হয়ে) তুমি তো জান না আমার দশা—

সুতনু! আমার প্রাণ যেন আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। আমার অঙ্গগুলি যেন জ্বলে যাচ্ছে, চারদিকে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে—এ হল তাড়াতাড়ির সময়, এ পরিহাসের ব্যাপার নয়—কাজেই তুমি আমার নয়নের আনন্দ দান কর—আমার প্রতি নির্দয় হোয়ো না ॥ ৪৫ ॥

(চারদিকে তাকিয়ে সখেদে) এখানে মালতী কোথায়? (বকুলমালাটির উদ্দেশে) বকুল মালা! তুমিই আমার প্রিয়ার প্রণয়পাত্রী, আমারও তুমি উপকারী। কাজেই তোমাকে স্বাগত জানাই।

প্রিয়সখী বকুলমালা! যখন সে কমলনয়নার দুর্বার ও দেহসন্তাপকারী উৎকট, দুঃসহ মন্মথজনিত প্রবল উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, সে সময় আমার আলিঙ্গনের মতোই তোমার আলিঙ্গন নিপুণভাবে তার প্রাণরক্ষায় সমর্থ হয়েছিল ॥ ৪৬ ॥

(করুণ ভাবে দৃষ্টিপাত করে)

অনেক দুঃখেই মনে পড়ছে সেই সেই সময়ে আমার কণ্ঠে এবং সে মুগ্ধনয়নার কণ্ঠে তোমার সে সব আনা-গোনা—সেগুলি ছিল আনন্দমিশ্রিত মদন-সন্তাপের উদ্দীপক, গাঢ় অনুরাগরসে পূর্ণ আর স্নেহের নিলয় ॥ ৪৭ ॥

(বুকের উপর মালাটি রেখে মূর্ছা)

মকরন্দ—(এগিয়ে এসে বাতাস করতে করতে) সখা! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও।

মাধব—(আশ্বস্ত হয়ে) মকরন্দ! দেখছ না কি যে হঠাৎ কোথা থেকে মালতীর স্নেহ বয়ে আনা বকুলমালাটি পেয়ে গেলাম? এ মালা যে কোথা থেকে এল সে সম্পর্কে তুমি কী ভাবছ বল তো।

মকরন্দ—এই যোগিনীশ্রেষ্ঠা আর্যা মালতীর অভিজ্ঞানটি নিয়ে এসেছেন।

মাধব—(করুণভাবে দেখে কৃতাঞ্জলি হয়ে) আর্যা! দয়া করে বলুন—আমার প্রিয়তমা বেঁচে আছে তো?

সৌদামিনী—বাছা! আশ্বস্ত হও। কল্যাণী সে মালতী বেঁচে আছে।

মাধব ও মকরন্দ—(আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে) আর্যা! যদি তাই হয়, তবে বলুন, ব্যাপারটা কী?

সৌদামিনী—আগে দেবী করালার মন্দিরে অঘোরঘণ্ট মালতীকে বলি দিচ্ছিলেন তখন তরবারি হাতে মাধব তাকে হত্যা করে।

মাধব—আর্যা! থামুন, থামুন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।

মকরন্দ—বন্ধু! সেটা কীরকম?

মাধব—সখা, অন্য আর কী হবে? কপালকুণ্ডলার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে!

মকরন্দ—আর্যা ! তাই কি ?
সৌদামিনী—বৎস যা বুঝেছে, ঠিক তাই !
মকরন্দ—হায় ! কী দুঃখ !

রমণীয়তা বর্ধিত করার জন্যে শরতের জ্যোৎস্না যদি কুমুদগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকে তবে তা ভালোই হয়েছে, তাই হোক। তাহলে (বিধাতার) এ কেমন বিধান যে অকালে মেঘজাল বিস্তৃত হয়ে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল ? ॥ ৪৮ ॥

মাধব—হা প্রিয়া মালতী ! কী দুঃখ !

কী বিষম বিপদের মুখেই না তুমি পড়েছ ? হে কমলবদনা ! উৎপাত ধূমলেখা চাঁদকে আক্রমণ করলে তার যেমন অবস্থা হয়, তেমনি কপালকুণ্ডলার কবলে পড়ে তোমার না জানি কী অবস্থাই হয়েছিল ॥ ৪৯ ॥

ভগবতী কপালকুণ্ডলা !

(বিধাতার) এ সৃষ্টিটিকে সকলেরই সযত্নে রক্ষা করা উচিত ; তুমি পূতনার ভূমিকা নিও না, মঙ্গলকারিণী হও। সুগন্ধি ফুলকে মস্তকে স্থাপনা করাটাই স্বাভাবিক বলে লোকে জানে, কিন্তু মুগর দিয়ে পেষণ করা সঙ্গত নয় ॥ ৫০ ॥[১৬]

সৌদামিনী—বাছা ! উতলা হয়ো না।

যদি আমি সেখানে তার পরিপন্থিনী না হতাম তাহলে সে পাপ কাজ (মালতী বধ) নিশ্চয়ই করত, (কেননা) সে বড়োই নির্দয় ॥ ৫১ ॥

উভয়ে—(প্রণাম করে) পূজনীয়া আর্যা ! আপনি আমাদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। তাহলে বলুন, আমাদের এমন বন্ধু আপনি কে ?

সৌদামিনী—তোমরা অবশ্যই তা জানতে পারবে। (উপরে উঠে) এই এখন আমি—

গুরুসেবা, (চান্দ্রায়ণাদি) তপশ্চর্যা, তন্ত্র-মন্ত্র, যোগ ইত্যাদির অভ্যাসের ফলে অর্জিত আকর্ষণী সিদ্ধিকে তোমাদের মঙ্গলের জন্যে প্রকাশ করছি ॥ ৫২ ॥

(মাধবকে নিয়ে প্রস্থান)

মকরন্দ—কী আশ্চর্য ! অন্ধকার ও বিদ্যুতের আলোর এক ভয়ংকর সংমিশ্রণ দৃষ্টি-শক্তিকে নিরুদ্ধ করে ক্ষণিকের জন্যে আবির্ভূত হয়ে (হঠাৎ) থেমে গেল।[১৭]

(তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে)

এ কী ! বয়স্য তো এখানে নেই ? তাহলে এ কী (হতে পারে) ? আর অন্য কী হবে ? এ সেই যোগিনী-শ্রেষ্ঠার নিজ মহিমার প্রভাব ॥ ৫৩ ॥

(সংশয়িত ভাবে) এই যা ঘটল, তা ভালো কি মন্দ সে বিচার করার শক্তিও আমার লোপ পেয়েছে।

আরও,

অত্যন্ত বিস্মিত আমার মন আগেকার সব ব্যাপার ভুলে গিয়েছে—এক অদ্ভুত নূতন ভয়-সন্তাপে তা জর্জরিত হচ্ছে। নিমেষে মোহ ছিন্ন হচ্ছে, আবার নিমেষেই মোহ তাকে আচ্ছন্ন করছে—আনন্দ আর শোকে সে মন চিত্রিত হয়ে উঠেছে ॥ ৫৪ ॥

ভগবতী (কামন্দকী) আমাদের দলের সঙ্গে এই নিবিড় বনে প্রবেশ করেছিলেন ; তাহলে যাই, তাঁকে খুঁজে বার করে এই ব্যাপার তাঁর কাছে নিবেদন করি।

(সকলের প্রস্থান)

॥ মালতী-অন্বেষণ নামে নবম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × **দশম অঙ্ক** × × × × × × × × × × × × × ×

(কামন্দকী, লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকার প্রবেশ)

কামন্দকী—(অশ্রুপূর্ণ নয়নে করুণভাবে) হায়, বাছা মালতী ! আমার কোলটিকে তুমি অলংকৃত করেছিলে. তুমি কোথায় আছ ? আমায় কথার প্রত্যুত্তর দাও।

জন্মাবধি প্রতিক্ষণে তোমার বড়োই সুন্দর নানা রকম আচরণ ও সেই সব সুন্দর, মধুর প্রীতিকর কথাগুলি (এখন) মনে জাগছে—সেগুলি (আমার) শরীরকে দগ্ধ করছে আর হৃদয়কে বিদীর্ণ করছে ॥ ১ ॥

আরও বলি, ওগো পুত্রী !

তোমার যে মুখকমলে অকারণে কান্না-হাসি দেখা দিত, সেখানে বিরাজিত ছিল ছোটো ছোটো, কোমল, ফুলের কুঁড়ির মতো কয়েকটি দাঁত, আর ছিল আধো আধো, অসংলগ্ন মধুর কথা—তোমার শিশুবেলাকার সেই মুখ (এখন) মনে পড়ছে ॥ ২ ॥

অন্য সকলে—(অশ্রুপূর্ণ নয়নে হায় প্রিয়সখী ! (সদা) সুপ্রসন্ন মুখচন্দ্রে শোভিতা, হে সুন্দরী ! তুমি কোথায় গেলে ? (জানি না) দৈবের দুর্ব্যবহারে একাকিনী শিরীষফুলের মতো সুকুমার শরীরের কী সে পরিণাম ঘটল ? মহাত্মা মাধব ! তোমার জীবলোকে মহা আনন্দের ব্যাপার উপস্থিত হয়েই অন্তর্হিত হল !

কামন্দকী—(গভীর দুঃখের সঙ্গে) হায় বাছারা !

লবলী আর লবঙ্গের (মিলনের) মতো অভিনব অনুরাগরসে পূর্ণ তোমাদের এই কৌতুকভরে কৃত সম্মিলন ভাগ্যের প্রবল ঝঞ্ঝাঘাতে অভিহত হল ॥ ৩ ॥

লবঙ্গিকা—(উদ্বেগের সঙ্গে) হতাশ বজ্রময় হৃদয় ! তুমি সব রকমেই নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছ।

(বুকে করাঘাত করে পতন)

মদয়ন্তিকা—সখী লবঙ্গিকা ! তোমায় বলি, শুধু ক্ষণেকের জন্যেও তুমি আশ্বস্ত হও।

লবঙ্গিকা—সখী ! কী করব ? যেন শক্ত বজ্রলেপ দিয়ে জুড়ে দেওয়াতে নিশ্চল হয়ে পড়েছে আমার প্রাণ, সে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে না।

কামন্দকী—বাছা মালতী ! লবঙ্গিকা জন্ম থেকেই তোমার ভালোবাসার পাত্রী, সে প্রাণ-ত্যাগ করতে চলেছে, সে বেচারার উপর তোমার দয়া হয় না ?

উজ্জ্বলালোক প্রদীপের শিখা নিভে গেলে মলিনমুখ, স্নিগ্ধ দশাটি যেমন শোভা পায় না, তেমনি তুমি ছেড়ে চলে যাওয়াতে মলিনবদনা, স্নেহশীলা সে (মালতী) শোভাহীন হয়ে পড়েছে ॥ ৪ ॥

কল্যাণী ! তুমি কামন্দকীকেও পরিত্যাগ করছ কেন ? অয়ি নির্দয় ! আরে ! আমার কৌপীনবসনের উষ্ণতাতেই তো তোমার অঙ্গগুলি লালিত হয়েছে।

স্তন্যত্যাগের পর থেকে আরম্ভ করে গজদন্তে তৈরি পুতুলের মতো সুমুখী তোমাকে খেলাধুলা শিখিয়েছি, তারপর বিনয়নম্র করে তুলেছি, বড়ো করেছি, আমিই তোমাকে সকল লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গুণবান বরে সমর্পিত করেছি, কাজেই তোমারও মায়ের চেয়ে আমাকেই বেশি স্নেহ করা সঙ্গত ॥ ৫ ॥

(ব্যাকুল হয়ে) চন্দ্রমুখী ! এখন (একেবারেই) নিরাশ হলাম।

অকারণ মৃদু হাসিতে যার মুখখানি মনোহর হয়ে উঠবে, শিখা আর ললাটে

লিপ্ত থাকবে সাদা সরষে, আর যে তোমার কোলে শুয়ে স্তন্য পান করবে, এমনি এক পুত্রকে আমি ভাগ্যের বিপর্যয়ে দেখতে পেলাম না ॥ ৬ ॥

লবঙ্গিকা—ভগবতী! আমায় দয়া করুন। এখন আমি আর জীবনভার বইতে পারছি না। আমি তাই এই পর্বতশিখর থেকে নিজ দেহ নিক্ষিপ্ত করে স্বস্তিলাভ করব। ভগবতী আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন জন্মান্তরেও প্রিয়সখীকে দেখতে পাই।

কামন্দকী—লবঙ্গিকা! নিশ্চয় জেনো, বাছা মালতী চলে গেলে তারপরে কামন্দকীও আর বাঁচবে না। আমাদের দুজনেরই উৎকণ্ঠা সমান উৎকট হয়ে উঠেছে। আরও দেখো—সুকর্মের বৈষম্যবশে সে মিলন যদি নাও হয় তবে নাই হোক, প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু সন্তাপের উপশম হবেই ॥ ৭ ॥

লবঙ্গিকা—তা আপনি যেমন আদেশ করছেন (তাই হবে)। (উঠল)

কামন্দকী—(করুণাভরে তাকিয়ে) বাছা মদয়ন্তিকা!

মদয়ন্তিকা—'তুমিই আগে আগে যাও' এই আদেশ করছেন কি? আমি তো তৈরিই আছি।

লবঙ্গিকা—সখী! দয়া করে এ আত্মহত্যা থেকে বিরত হও। আমাকে ভুলে যেও না।

মদয়ন্তিকা—(কৃত্রিম কোপের সঙ্গে) দূর হও। আমি তো তোমার অধীন নই।

কামন্দকী—আহা! বেচারা মরবে বলেই স্থির করেছে।

মদয়ন্তিকা—(স্বগত) প্রভু মকরন্দ! তোমাকে নমস্কার করি।

লবঙ্গিকা—ভগবতী! এই তো সেই পর্বতের সুউচ্চ প্রদেশ—মধুমতীর জলধারা এরই মেখলাভূমি বেষ্টিত করে (একে) পবিত্র করেছে।

কামন্দকী—তবে আর আমরা যা স্থির করেছি তাতে বাধা কিসে?

(সকলে পতনে উদ্যত)

(নেপথ্যে)

আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!

অন্ধকার ও বিদ্যুতের আলোর এক ভয়ংকর সংমিশ্রণ দর্শনের ক্ষমতাকে নিরুদ্ধ করে ক্ষণেকের জন্যে আবির্ভূত হয়ে (হঠাৎ) থেমে গেল।

কামন্দকী—(দেখে বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে) কী হল? আমার বাছা এখানে এসে উপস্থিত! তাহলে এ কী (ব্যাপার)?

মকরন্দ—(প্রবেশ করে) অন্য কী আর হবে? এ সেই যোগিনী-শ্রেষ্ঠার নিজ প্রভাব। ৮ ॥

(নেপথ্যে)

কী বিরাট ভীড় আর ঠেলাঠেলি!

ভূরিবসু মালতীর বিনাশের ব্যাপার জেনে সাংসারিক বিষয় ও জীবনের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবেন বলে মনস্থ করে 'সুবর্ণ-বিন্দু' শিবের কাছে আসছেন—হায়রে আমরা সকলেই মারা পড়লাম ॥ ৯ ॥

মদয়ন্তিকা ও অবলোকিতা—হঠাৎ মালতী ও মাধবকে দেখার ফলে শুভ-অভ্যুদয় হল আবার হঠাৎ মহাবিপদও উপস্থিত হয়েছে।

কামন্দকী ও মকরন্দ—কী ভাগ্যি! হা ধিক্! কী দুঃখ! বড়োই অবাক কাণ্ড!

এ কি একই সঙ্গে অসিপত্র[১] ও চন্দনরসের ধারাবৃষ্টি, অথবা বিনা মেঘে আগুনের স্ফুলিঙ্গমিশ্রিত অমৃতের বর্ষণ? ॥ ১০ ॥

বিধাতা তবে আজ সঞ্জীবনী ঔষধি ও বিষের সংযোগ, আলো ও আঁধারের মিশ্রণ,

বজ্র মিলনেরই অভ্যাস করলেন ॥ ১১ ॥

(নেপথ্যে)

হায় পিতা! আপনি বিরত হোন। আমি আপনার মুখপদ্ম দেখবার জন্যে সমুৎসুক। দয়া করে আমাকে বাঁচিয়ে তুলুন। লোকালোকের[২] মধ্যবর্তী সমস্ত বিখ্যাত স্থানে, নির্মলকুলের একমাত্র মঙ্গলদীপস্বরূপ আপনার দেহ কিনা আমারই জন্যে বিসর্জন দিচ্ছেন? আর হীন আমি আপনাকে নিষ্ঠুর বলে মনে করেছিলাম।

কামন্দকী—হা বাছা মালতী!

জন্মান্তর থেকেই যেন, তোমাকে কোনো রকমে যেই ফিরে পেলাম, অমনি রাহু যেমন শশিকলাকে গ্রাস করতে উপস্থিত হয়, তেমনি এক অশুভ তোমাকে গ্রাস করতে উপস্থিত হয়েছে ॥ ১২ ॥[৩]

অন্য সকলে—হায় প্রিয়সখী।

(মূর্ছিতা মালতীকে বহন করে মাধবের প্রবেশ)

মাধব—হায় কী দুঃখ!

প্রবাস (-ক্লেশ) কোনোরকমে অতিক্রম করে এসে এ আবার অন্যভাবে জীবন-সংশয়ের সম্মুখীন হল; পরিণাম ফলদানে উন্মুখ দৈবের দ্বার কোন্ প্রাণীই বা রোধ করতে পারে?

মকরন্দ—(হঠাৎ মাধবের কাছে উপস্থিত হয়ে) বন্ধু। সে যোগিনী তবে কোথায়?

মাধব—তাঁরই সঙ্গে আমি শ্রীপর্বত থেকে তাড়াতাড়ি এখানে আসছিলাম; যেই বনেচরের করুণবচন শোনা গেল ঠিক তারপরই তাঁকে আর দেখতে পেলাম না ॥ ১৪ ॥

কামন্দকী ও মকরন্দ—(শূন্যে প্রার্থনা জানিয়ে) মহিয়সী! আবার আঁমাদের রক্ষা করুন। অন্তর্হিতা হলেন কেন?

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা—সখী মালতী! আমরা তোমায় ডাকছি, সখী মালতী! (কাঁপতে কাঁপতে) ভগবতী! বাঁচান। অনেকক্ষণ নিশ্বাস রুদ্ধ ছিল তাই বুকের স্পন্দন নেই। হায় অমাত্য! হায় প্রিয়সখী! আপনারা দুজনেই দুজনের মরণের কারণ হলেন?

কামন্দকী—হায় বাছা মালতী!

মাধব—হায় প্রিয়া!

মকরন্দ—হায় প্রিয়সখী!

(সকলের মূর্ছা ও পুনরায় সংজ্ঞা লাভ)

কামন্দকী—(ঊর্ধ্বে দৃষ্টি মেলে) তাহলে এ কী (হতে পারে)? কে যেন মেঘগুলিকে চিরে ফেলছে আর সেগুলি থেকে জলের ধারা ঝরে পড়ে আমাদের আনন্দ দান করছে?

মাধব—(হঠাৎ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে) মালতী সংজ্ঞা লাভ করেছে। তাই তো তার, দীর্ঘনিঃশ্বাস নির্গত হওয়ায় পয়োধর ও বক্ষ অল্প অল্প কাঁপছে, স্নিগ্ধ চক্ষু প্রকৃতিস্থ হয়েছে; তারপরে মূর্ছা চলে যেতেই, দিনের প্রারম্ভে পদ্ম যেমন সৌন্দর্যে ভরে ওঠে ঠিক তেমনি তার মুখমণ্ডল প্রসন্নতায় শোভা পাচ্ছে ॥ ১৫ ॥

(নেপথ্যে)

নন্দনের সঙ্গে রাজা (তাঁর) পায়ে নত হলেও তাঁদের উপেক্ষা করে ভূরিবসু আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছিলেন, কিন্তু আমার কথায় আনন্দিত ও বিস্মিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তা থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন ॥ ১৬ ॥

মাধব ও মকরন্দ—(ঊর্ধ্বে তাকিয়ে সানন্দে) ভগবতী ! ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না,

সে যোগিনী মেঘরাশি সরিয়ে ফেলে আকাশ থেকে আমাদের দিকে আসছেন— তাঁর অমৃতময় বাক্যের ধারাবর্ষণ মেঘের ধারাবর্ষণকেও অতিক্রম করেছে ॥ ১৭ ॥

কামন্দকী—বাঃ ! খুব ভালো, খুব ভালো হল।

মালতী—কী ভাগ্য ! অনেকদিনের পর প্রাণ ফিরে পেলাম।

কামন্দকী—(আনন্দে অশ্রুপূর্ণ নয়নে) পুত্রী মালতী ! এসো, এসো।

মালতী—আরে, ভগবতী যে ! (পায়ে লুটিয়ে প্রণাম)

কামন্দকী—(উঠিয়ে আলিঙ্গন করে ও মাথায় আঘ্রাণ করে) পুত্রী ! তুমি বেঁচে থাকো, প্রাণতুল্য মাধবকে জীবন দান করো, তোমার বান্ধবেরা সকলে বেঁচে থাকুন, হিমের স্পর্শে যেন শীতল হয়েছে তোমার অঙ্গ—সেই অঙ্গগুলির দ্বারা আমাকে ও প্রিয়-সখীকে বাঁচিয়ে তোলো ॥ ১৮ ॥

মাধব—সখা মকরন্দ ! মাধবের জীবন এইবারে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠল।

মকরন্দ—(সহর্ষে) তা যা বলেছ (তাই বটে

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা—প্রিয়সখী ! তোমার দর্শন (আমাদের) মনোরথেরও অগোচর হয়েছিল, (এখন) আমাদের দুজনকে আলিঙ্গন করে সংবর্ধিত করো !

মালতী—ও প্রিয়সখী ! (উভয়কে আলিঙ্গন)

কামন্দকী—বাছা মাধব ও মকরন্দ—তোমরা বলো তো এ সব কী ব্যাপার ?

মাধব ও মকরন্দ—ভগবতী !

ইনিই সে আর্যা, যিনি কপালকুণ্ডলার ক্রোধরূপ দুরদৃষ্ট থেকে সমুৎপন্ন বিপদে আক্রান্ত আমাদের সুগ্রহে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন ॥ ১৯ ॥

কামন্দকী—কী ব্যাপার ! এ (মালতীহরণ) সেই অঘোরঘণ্টবধেরই ফল ?

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা—কী আশ্চর্য ! বার বার যিনি নিষ্করুণ হয়ে উঠেছিলেন সেই বিধি পরিণামে রমণীয়ই হলেন।

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদামিনী (কাছে এগিয়ে গিয়ে) এই আমি আপনার পুরাতন শিষ্যা, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

কামন্দকী—আরে ! কল্যাণীয়া সৌদামিনী যে !

মাধব ও মকরন্দ—(সবিস্ময়ে) অহো ! ইনিই ভগবতী কামন্দকীর পরম স্নেহের পাত্রী, প্রথম শিষ্যা সৌদামিনী। তাহলে তো এখন সব কিছুই ঠিক মতন মিলে যাচ্ছে।

কামন্দকী—এসো এসো। তুমি বহুজনের জীবন দান করেছ—তারই পুণ্যভার বহন করছ, কী আনন্দ ! কত দিন পরে তোমাকে দেখলাম ; (তোমার দর্শনে) আনন্দিত হলেও আলিঙ্গন করে আমার শরীরকে আহ্লাদিত করো। তুমি সৌহার্দেরই আশ্রয়, (আমাকে) প্রণাম করো না ॥ ২০ ॥

আরও বলি,

তোমার এ ধরণের কাজের দ্বারা তুমি বোধিসত্ত্বকেও অতিক্রম করেছ, তোমার

এই যে সিদ্ধি, তা (সকলের) স্পৃহণীয়, (এ জন্যে) তুমিই জগতের নমস্য ; পূর্বে (আমার সঙ্গে) পরিচয়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তাই (এখন) প্রচুর ফলশালী হয়ে দেখা দিয়েছে ॥ ২১ ॥

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা—ইনিই সেই আর্যা সৌদামিনী ?

মালতী—নিশ্চয় ! ইনিই ভগবতী কামন্দকীর সঙ্গে সম্বন্ধবশতঃ আমার পক্ষপাতিনী হয়ে কপালকুণ্ডলাকে ভর্ৎসনা করে আমাকে নিজের আবাসে নিয়ে আসেন ও ভগবতীর মতোই আশ্বাস দেন। আবার আমার অভিজ্ঞানরূপে সেই বকুলমালাটি হাতে নিয়ে এখানে এসে তোমাদের সকলকে বাঁচিয়ে তোলেন।

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা—বাঃ ! কনিষ্ঠা ভগবতী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্না।

মাধব ও মকরন্দ—অহো কী আশ্চর্য !

চিন্তামণিও যাচকের (চিন্তার) পরিশ্রমের অপেক্ষা করে, কিন্তু এই মহীয়সী নারী আমাদের অচিন্তিত বিষয় সম্পন্ন করলেন। আশ্চর্য বটে ॥ ২২ ॥

সৌদামিনী—(স্বগত) হায় ! এদের অত্যন্ত সৌজন্য আমাকে লজ্জিত করছে। (প্রকাশ্যে) ভগবতী ! নন্দন খুশি হয়ে পদ্মাবতীশ্বর রাজাকে অভিনন্দিত করলে তিনি ভূরিবসুর সামনে এই পত্র লিখে কল্যাণীয় মাধবের কাছে পাঠিয়েছেন। (পত্রটি দিল)

কামন্দকী—(পত্র গ্রহণ করে পড়তে লাগলেন) তোমাদের মঙ্গল হোক। রাজা জানাচ্ছেন যে—

তুমি প্রশংসনীয় গুণীগণের অগ্রগণ্য ও উচ্চবংশে তোমার জন্ম, বিপজ্জালমুক্ত ও মহান্‌ তুমি জামাতা হওয়ায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। কাজেই তোমার প্রীতির জন্যে, তোমার প্রিয় সুহৃদে এই মদয়ন্তিকা প্রথম অনুরাগ বশে মিলিত হলেও তাকে আমি (তারই হাতে) সমর্পণ করলাম ॥ ২৩ ॥

(মাধবকে উদ্দেশ করে) বাছা, তুমি শোনো।

মাধব—শুনেছি, এখন আমি সব রকমে কৃতার্থ হলাম।

মালতী—আমাদের কী সৌভাগ্য ! যে আশংকার শেল বুকে বিঁধছিল তা থেকে মুক্ত হলাম।

লবঙ্গিকা—এখন শ্রীমাধব ও মালতীর মনোরথ নিঃশেষে পরিপূর্ণ হল।

মকরন্দ—(সামনে দৃষ্টিপাত করে) এ কী ! অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা কলহংসকের সঙ্গে মহা আনন্দে নাচতে নাচতে এদিকেই আসছে।

(অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা ও কলহংসকের প্রবেশ)

সকলে—(নানারকম নৃত্য করে এগিয়ে এসে কামন্দকীকে প্রণাম করে তাঁকেই উদ্দেশ করে) সকল কাজের আধার হে ভগবতী কামন্দকী ! আপনার জয় হোক। (মাধবকে উদ্দেশ করে) মকরন্দের আনন্দকারী ! হে মাধব পূর্ণচন্দ্র ! আপনার জয় হোক। ভাগ্য আজ আপনার উপরে সুপ্রসন্ন ! (সকলে হাসিমুখে দেখতে লাগল)

লবঙ্গিকা—এই রকম সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মহোৎসবে কে না হাস্য-কৌতুকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ?

কামন্দকী—ঠিক কথাই বলেছ। এমন অদ্ভুত, বিচিত্র, মনোহর ও রসোজ্জ্বল ব্যাপার কোথাও আছে কি ?[৪]

সৌদামিনী—এ ব্যাপারে এই রমণীয়তর যে, অমাত্য ভূরিবসু ও দেবরাত যে বাসনা করেছিলেন, (পরস্পর) সন্তানদের বিবাহ-সম্বন্ধ করবেন—বহুদিনের পরে তা পূর্ণ হল।

মালতী—(স্বগত) কেমন করে (হল) ?

মাধব ও মকরন্দ—(কৌতুকভরে) ভগবতী ! ঘটনা ঘটল অন্যভাবে, আর্যা যা বলছেন তা কিন্তু অন্য রকম।

লবঙ্গিকা—(জনান্তিকে) ভগবতী ! কী বলা উচিত ?

কামন্দকী—(স্বগত) মদয়ন্তিকার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়াতে নন্দনের কাছ থেকে আমাদের অপকারের আশংকা দূর হয়েছে। (প্রকাশ্যে) বৎস মাধব ! মকরন্দ ! ঘটনা কিছুই অন্যরকম নয়। কারণ আমরা যখন বিদ্যার্থী ছিলাম সে সময়ে আমার ও সৌদামিনীর সামনে দুজনে (ভূরিবসু ও দেবরাত) এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, 'আমরা অবশ্যই (পরস্পর) সন্তানের বিবাহ-সম্বন্ধ করব।' তবে এইভাবে রাজা ও অমাত্যের কোপ এড়ানো হল।

মালতী—আহা কী আশ্চর্য গোপনতা।

মাধব ও মকরন্দ—আশ্চর্য ! মহৎদের নীতিগুলিতে উদ্দেশ্য গোপন থাকে অথচ সেগুলি কল্যাণকর হয়—তাদেরই জয়।

কামন্দকী—বৎস !

কল্যাণভাজন তোমাদের দুজনের যে শুভ আগেই মনে মনে পোষণ করেছিলাম, তা তোমাদের পুণ্যে, আমার চেষ্টায় ও আমার দুই শিষ্যের পরিশ্রমে সম্পন্ন হয়েছে, প্রিয়তমার সঙ্গে তোমার প্রিয় সুহৃদের মিলনও সুকৌশলে ঘটিয়েছি, রাজা ও নন্দন সন্তুষ্ট হয়েছেন ; অন্য যা তোমার প্রার্থনীয় তাও বলো ॥ ২৪ ॥

মাধব—(সানন্দে প্রণাম করে) ভগবতী ! এ সমস্তের পরও কী প্রিয় আছে ? তাহলেও আপনার শ্রীচরণের অনুগ্রহে

সজ্জনেরা পাপরাশি বিধ্বস্ত করে সদা পুণ্যবান হোন, রাজগণ সর্বদা ধর্মপথে থেকে বসুধা পালন করুন (প্রজাদের) পুণ্যবলে মেঘমালা যথাকালে পৃথিবীতে অবিরত বর্ষণ করুক আর প্রজারা আনন্দিত বন্ধু, আত্মীয়স্বজনগোষ্ঠীদের সঙ্গে আনন্দিত হোক ॥ ২৫ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ মালতীমাধবে দশম অংক সমাপ্ত ॥

॥ মালতীমাধব নামে প্রকরণ সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম অংক

১. পুটমধ্যস্থ সম্পূর্ণ নেত্রটি থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতিকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে 'লোচনপুটজ্যোতিঃ' বলা হয়েছে। তুলঃ 'অত্র পুটস্থস্য সমস্তনেত্রভাগস্য তেজোময়তা পুটপদেনোক্তা'—জগদ্ধর।

২. শ্রুতি বলেছেন—'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।'

৩ ধুর্ শব্দের অর্থ—জোয়াল; লাক্ষণিক অর্থে—দায়িত্বভার বা গৌরব। কাজেই ধুর্যাম্ কথাটির অর্থ—গৌরব ও দায়িত্বের আশ্রয়।

৪. নাটকে সূত্রধার তার সহকারী পারিপার্শ্বিক বা নটকে 'মারিষ' এই সম্বোধন করে থাকেন। তুলঃ নাট্যোক্তৌ···আর্যস্তু মারিষঃ—অমর; 'আর্যে মারিষমার্যকৌ —শব্দার্ণব।

৫ এখানে প্রকরণ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয় নি; সাধারণভাবে দৃশ্য-কাব্যকে বোঝানো হয়েছে।

৬ বেদের এক একটি শাখাকে 'চরণ' বলা হয়। চরণগুরুঃ—বহ্বৃচ প্রভৃতি বেদের শাখার অধ্যাপক।

৭. যে সদাচারসম্পন্ন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজনে ও ধর্মকার্যের অনুষ্ঠানে পঙ্‌ক্তিকে পবিত্র করে থাকেন তিনিই পঙ্‌ক্তিপাবন। যজুষাং পারগো যস্তু সাম্নাং যশ্চাপি পারগঃ। অথর্বশিরসোঽধ্যেতা ব্রাহ্মণঃ পঙ্‌ক্তিপাবনঃ।'

৮ দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য, আবসথ্য—এই পাঁচ রকমের অগ্নিতে যিনি নিত্য আহুতি প্রদান করেন তিনিই পঞ্চাগ্নিক।

৯ 'সোমপীথী'—'পীথ' পদটি বৈদিক। ইহা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ, পানক্রিয়ার পর্যায়বাচক। সোমপীথী অর্থাৎ সোমপায়ী—যিনি নিত্য সোমযাগের অনুষ্ঠান করে থাকেন।

১০ তুলনীয়ঃ 'প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্'—রঘুবংশ ১।৭

১১. এখানে সূত্রধার নাট্যকারের নাম ও বংশপরিচয় দিচ্ছেন। নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ যথা—'প্রসাদ্য রঙ্গং বিধিবৎ কবে নাম চ কীর্তয়েৎ।' (৫।১৫৪)

১২. প্রৌঢ়িত্ব ও উদারতা—দুটিই অলঙ্কারশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। আচার্য বামন অর্থগত ওজঃগুণের লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন—অর্থস্য প্রৌঢ়িরোজঃ॥ (সূত্র ৩।২।২) অর্থ-প্রকাশনার বৈচিত্র্যকে প্রৌঢ়তা বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন প্রৌঢ়তা পাঁচ রকমের। 'পদার্থে বাক্যবচনং বাক্যার্থে চ পদাভিধা। প্রৌঢ়ির্ব্যাস-সমাসৌ চ সাভিপ্রায়ত্বমস্য চ॥' এই প্রৌঢ়তাই ওজঃগুণ।

বামনের মতে পদরচনার বিকটতা বা লীলায়মানত্ব শব্দগত উদারতা গুণ আর অগ্রাম্যতাই অর্থগত উদারতা। (বিকটত্বমুদারতা॥ ৩।১।২৩; অগ্রাম্যত্বমুদারতা॥ ৩।২।১৩) দণ্ডীর মতে উদারতাগুণই রচনার সর্বোৎকৃষ্ট গুণ। 'উৎকর্ষবান্ গুণঃ কশ্চিদুক্তে যস্মিন্ প্রতীয়তে। তদুদারাশ্রয়ং তেন সনাথা কাব্যপদ্ধতিঃ॥'

১৩. সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্যকাব্যগুলি রূপক ও উপরূপক এই দুই ভাগে বিভক্ত। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ঈহামৃগ প্রভৃতি রূপকের দশটি ভেদ। উপরূপকের আবার

আঠারোটি ভেদ। কাজেই সংস্কৃত সাহিত্যে রূপক ও নাটক পর্যায়বাচক নয়। রূপকের প্রধান ভেদ নাটক, দ্বিতীয়টি প্রকরণ। প্রকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য—কাহিনীটি কবিকল্পিত আর নায়ক ধীর প্রশান্ত চরিত্রবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, অমাত্য বা বণিক। তুলনীয় : সাহিত্যদর্পণ ৬।২৫৩

১৪. মূলে 'সংগীতপ্রয়োগেণ' এই পদটি আছে। 'গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং (নৃত্তং) ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে।' গীত, বাদ্য ও নৃত্য তিনটির সমবায়কে সংগীত বলা হয়। 'প্রয়োগ' পদের এক অর্থ অভিনয় ; 'সংগীতপ্রয়োগঃ' অর্থাৎ সংগীতযুক্ত অভিনয় অথবা সংগীত এবং অভিনয়।

১৫. প্রস্তাবনার যে চারটি ভেদের কথা নাট্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেগুলির কোনোটির সঙ্গেই মালতীমাধবের প্রস্তাবনাটির মিল নেই। সম্ভবতঃ এই কারণে টীকাকার জগদ্ধর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। উত্তররামচরিতের প্রস্তাবনাটিও সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। মনে হয় ভবভূতি প্রচলিত ধারা অনুসরণ না করে এ ব্যাপারে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন।

১৬. মেয়েদের বাঁ-চোখ কাঁপলে তা শুভ সূচিত করে এই ধারণা।

১৭. বিরোধাভাস অলংকারের সুন্দর দৃষ্টান্ত ; দাক্ষিণ্যং-সব্যেতরত্ব, পক্ষে, আনুকূল্যম্ ; বাম--দক্ষিণেতর, পক্ষে অননুকূল।

১৮. এখানে প্রণয় শব্দের অর্থ বিশ্বাস ; 'প্রণয়ঃ প্রেম্নি বিশ্বাসে যাচ্ঞাপ্রশ্রয়োরপি' --বিশ্ব

১৯. তীর্থ--উপায় ; তীর্থমুপায়ম্বারমন্ত্রিষু ইতি বিশ্বঃ।

২০. 'শাস্ত্রস্যারম্ভকো গ্রন্থ উপোদ্ঘাত ইতীরিতঃ।' লাক্ষণিক অর্থে আরম্ভ বা সূত্রপাতকে বোঝাচ্ছে।

২১. কামন্দকীর নীতিসার ও সাহিত্যদর্পণে তিন প্রকার দূত ও দূতীর উল্লেখ আছে। যথা—নিসৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও সন্দেশহারক। নায়ক ও নায়িকার মনের ভাব বুঝে নিয়ে যে নিজেই সর্বদিক সামলে উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে সেই নিসৃষ্টার্থ।

২২ তুলিত--পরাস্ত, অতিক্রান্ত, তিরস্কৃত।

২৩. মাধব -বসন্ত, মকরন্দ--ফুলের মধু ; বকুলোদ্যানে এখন বসন্ত ঋতু ফুলের মধু নিয়ে সমুপস্থিত--এই দ্বিতীয় অর্থ ধ্বনিত হয়েছে।

২৪. কেসরকষায়ঃ=কেশরনির্যাস। 'নির্যাসে চ কষায়োঽথ সুরভৌ লোহিতে ত্রিষু'-বিশ্ব।

২৫ কাঞ্চনার- অপর নাম কোবিদার। টীকাকার শ্রীকরের মতে নাগকেশরজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ।

২৬ শ্লোকটি উত্তররামচরিতেও আছে (৬।১২)

২৭. কস্যাপি—এরূপ সামান্যভাবে নির্দেশ করায় কথাটি রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

২৮. 'আলোকিতম্' অর্থাৎ হঠাৎ দেখা। 'সহসাদর্শনং যৎ স্যাৎ তদালোকিতমুচ্যতে।' —নাট্যশাস্ত্র। প্রেমিকের প্রথমদর্শনে প্রেমিকার মনের লজ্জা ও কৌতূহলের এক সুনিপুণ বর্ণনা এই শ্লোকে।

২৯ পক্ষ্মলাক্ষী--যাঁর চোখের পাতার রোমরাজি নিবিড়, তিনিই পক্ষ্মলনয়না। ভারতীয় নারী-সৌন্দর্যের আদর্শ অনুসারে ঘনসন্নিবিষ্ট রোমরাজিতে শোভিত চোখের পাতা সৌন্দর্যের পরিচায়ক।

৩০. দূতীর এই কথায় শ্লিষ্ট পদের প্রয়োগ করায় এ থেকে দ্বিতীয় এক অর্থের সুমধুর ব্যঞ্জনা হয়েছে। সেটি হল এই–'মহাশয়! (দুজনেই) উপযুক্ত গুণে ভূষিত হওয়ায় প্রশস্তচিত্ত আপনাদের পরস্পরানুরাগ রমণীয়। আমাদের ভর্তৃদারিকা এ বিষয়ে সমুৎসুক। তাঁর উপরে মদনদেবের ক্রিয়া অভিনব ও বিচিত্র। কাজেই আপনাদের নিপুণতা সার্থক হোক। (আপনাদের স্রষ্টা) বিধাতার সৃষ্টিমাধুর্য সফল হোক। এই রসিক ব্যক্তি ভর্তৃদারিকার কণ্ঠালিঙ্গনের দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করুক। সুশ্লিষ্টগুণঃ–(১) যার সুতাটি ফুলগুলির গায়ে সুন্দর হয়ে লেগে আছে (২) উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট; 'সুমনসাং সন্নিবেশঃ–(১) পুষ্পগুলির বিন্যাস অর্থাৎ মাল্য রচনা (২) প্রশস্তচিত্ত ব্যক্তিগণের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ; 'কুসুমেষু ব্যাপারঃ'–(১) পুষ্পগুলি সম্পর্কে আগ্রহরূপ ব্যাপার, (২) কুসুমেশর মদনের ক্রিয়া; সরসঃ (১) তাজা, এখনি গাঁথা (২) রসিক পুরুষ।

৩১ করালঃ–উন্মুক্ত, উন্মোচিত, বিবৃত; ভবভূতি উত্তররামচরিতেও অনুরূপ অর্থে করাল শব্দের প্রয়োগ করেছেন। 'তৃপ্যৎকালকরালবিঘসব্যাকীর্যমাণামিব' (৫ম ৬ শ্লোক) এই গ্রন্থের তৃতীয় অঙ্কেও অনুরূপ অর্থে প্রয়োগ আছে। যেমন–"ব্যতিকরোদ্দলিতদলকরালচম্পকাধিবাস" (গদ্যাংশ–৩৪)

৩২. কোশ–ফুলের গর্ভস্থ মধুভাণ্ড–যে অংশে মধু সঞ্চিত থাকে।

৩৩. তুলনীয়ঃ শক্যমরবিন্দসুরভি কণবাহী মালিনীতরঙ্গানাম্। অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরালিঙ্গিতুং পবনঃ॥ শকুন্তলা ৩.৫ আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ। পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদেভিরঙ্গং তবেতি॥ উত্তরমেঘ

৩৪ কূটপাকলঃ–হস্তিজাতির একটি রোগ। এই রোগে আক্রান্ত হাতির জীবনসংশয় হয়ে থাকে। (গজং বাতজ্বরো হন্তি তথা বৈ কূটপাকলঃ'–বৈদ্যক গ্রন্থে।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১. নিঃসহা–যার সহ্য করবার ক্ষমতা নেই অর্থাৎ সুকুমার।

২ মালতী এই শ্লোকটি সংস্কৃত ভাষায় বলবে–এই রকম মঞ্চনির্দেশ আছে। সংস্কৃত নাটকে উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রাকৃত ভাষার নির্দেশ আছে। পরবর্তী কালের পণ্ডিতদের মতে, মহিলাদের পদ্যময় উক্তিতে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত প্রযোজ্য। তবুও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের সংস্কৃত ভাষায় উক্তির নির্দেশও শাস্ত্রে আছে। তুলনীয়ঃ যোষিৎসখীবালবেশ্যাকিতবাপ্সরসাং তথা। বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতঞ্চান্তরান্তরা॥

৩. এই শ্লোকটিও সংস্কৃত ভাষায়।

৪. 'এখন এ ব্যাপারে কী উপায়?' –লবঙ্গিকার এই স্বগতোক্তির পরেই প্রতিহারী অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে বলল–'এই যে ভগবতী কামন্দকী (উপস্থিত)।' প্রতিহারী কামন্দকীর উপস্থিতি ঘোষণা করলেও ঘটনাক্রমে নাটকীয় ইঙ্গিত হল 'এই ভগবতীই লবঙ্গিকার উপায়।' এইভাবে যেখানে নাটকের একটি ঘটনাপ্রবাহ নিজস্বধারায় প্রবাহিত হয়ে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি ভাবী বিষয়ের ইঙ্গিত যেন আপনা থেকেই এসে পড়ে। এরূপ কৌশলময় ঘটনাসংস্থানের নাম হল পতাকাস্থান।

পতাকাস্থানক সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থের জন্যে জানাই যে ব্যাপী প্রাসঙ্গিক বৃত্ত হল পতাকা। যেখানে নাট্যকার স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে সুকৌশলে এরূপ একটি পতাকার সূচনা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেন তাদৃশ ঘটনা-সংস্থানের পারিভাষিক নাম পতাকাস্থানক। (তুলঃ সাহিত্যদর্পন ৬।৪৫)

৫. অনেকের মতে 'যস্যাম'= যস্যাং কন্যায়াম্ অর্থাৎ যে কন্যাতে ; কিন্তু এই অর্থ নিলে বাক্যটি কেবলমাত্র পুরুষের কন্যা সম্পর্কে অনুরাগের সমর্থক হয়, পরস্পর অনুরাগের কথাই কামন্দকী বলতে চাইছেন আর তার সমর্থনে অঙ্গিরার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কাজেই যস্যাম্=যস্যাম্ অবস্থায়াম্।

৬ এই উপমা সংস্কৃত কবিদের খুবই প্রিয়। তুলঃ—যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলী স্তম্ভগৌর-শ্চলত্বম্—মেঘদূত ২ ৩৬

৭ তুলঃ—প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ—মেঘদূত ২. ২৪

৮ তুলঃ—শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে—শকুন্তলা ৩. ৮

৯. তুলঃ—কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষঃ—ঐ ৪. ৬

১০. জনান্তিকম্, অপবার্য—এ দুটি মঞ্চনির্দেশনায় বিশেষ পার্থক্য নেই। নাটকে মঞ্চস্থ সকলের পক্ষেই যে উক্তি শ্রবণযোগ্য, সেখানে মঞ্চনির্দেশ হল 'প্রকাশম্ (=প্রকাশ্যে) ; আর পাত্রবিশেষের যে উক্তি মঞ্চস্থ অন্য কারো পক্ষেই শ্রাব্য নয় সেখানে নির্দেশ হল 'স্বগতম্' (=স্বগত)। আর যখন উক্তিটি মঞ্চস্থ দুই বা তার বেশি পাত্রের মধ্যেই হয় কিন্তু অন্যদের পক্ষে তা শ্রাব্য নয় ,সে ক্ষেত্রে সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যে দুরকম নির্দেশনা দেখা যায়—'জনান্তিকম্' ও 'অপবার্য'। অন্য পাত্রকে বা পাত্রদের পিছনে রেখে দুই বা অধিক পাত্রের পরস্পর কথা বলা হল 'অপবার্য' আর আঙ্গুলকে 'ত্রিপতাক' এই বিশেষ ভঙ্গীতে রেখে হাত আড়াল করে পাত্রকে ডেকে নিয়ে কথা বলা হল 'জনান্তিকম্।' ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম বলেই মনে হয়। দুটি নির্দেশেরই অনুবাদ করা হয়েছে 'জনান্তিকে'।

১১ 'ধূর্যপুরুষঃ' অর্থাৎ মন্ত্রিপুরুষ। ধুর্ শব্দের অর্থ জোয়াল. জোয়ালের ভার যে বহন করে, সে ধূর্য অর্থাৎ ভারবাহী বলদ। লাক্ষণিক অর্থে রাজ্য প্রভৃতি গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকেও ধূর্য বলা হয়। তুলনীয়ঃ 'তামেকতস্তব বিভর্তি গুরুর্বিনিদ্র স্তস্যা ভবানপর ধূর্যপদাবলম্বী।' —রঘুবংশ ৫.৬৬

১২ সতীর্থ্যঃ তীর্থ শব্দের অর্থ উপাধ্যায়। (তীর্থং স্যাদবতারে চ পাত্রোপাধ্যায়-মন্ত্রিষু—ধরণি)। যিনি একই উপাধ্যায়ের শিষ্য, তিনিই সতীর্থ্য। বাংলায় য ফলাহীন প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু তা ব্যাকরণসম্মত নয়।

তৃতীয় অংক

১. পিণ্ডপাতবেলা—ভিক্ষাটনের সময় ; বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা ভিক্ষাজীবী ছিলেন। (তুলঃ পিণ্ডপাতমাত্রপ্রাণযাত্রাং—১ম অংক, ৮-৯।)

২. 'সহকারোঽতিসৌরভঃ'- অমর। সুগন্ধি আমের গাছকে সহকার বলে।

৩ চঞ্চরী=অলি

৪ মসৃণ মসৃণ (মরালঃ মসৃণে ত্রি—ত্রিকাণ্ডশেষ)

৫. জাত্যঃ=(১) উৎকৃষ্ট (২) অভিজাতবংশীয়।

৬ তুলঃ মরুন্নবাম্ভঃ প্রবিধূতসিক্তা কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব। উত্তররামচরিত (৩.৪২)
'ত্বৎসম্পর্কাৎপুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ'—মেঘদূত। ১.২৬)

৭. উৎকলিক=(১) উৎকণ্ঠা (২) তরঙ্গ (কথিতোৎকলিকোৎকণ্ঠা হেলা সলিল বীচিষু—মেদিনী)

৮. আমের মুকুল, মলয় পবন আর চাঁদের কিরণ—তিনটিই কামীজনের পক্ষে অসহনীয়। পঞ্চশর মদনের পাঁচটি পুষ্পবাণের একটি চুতমঞ্জরী। (অরবিন্দ-মশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা। নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥) সংস্কৃত কবি-সময় অনুসারে মলয়পবন কামীর মনের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তোলে, চাঁদের কিরণ এমনিতে শীতল হলেও কামীজনের কাছে অগ্নিতুল্য হয়। কামী-জনের মদনপীড়ার শেষ দশা মৃত্যু। মাধব এখন সেই অবস্থায় উপস্থিত হয়েছেন—এই কামন্দকীর উক্তির তাৎপর্য।

৯. জাঙ্গলম্=মাংস

১০. উরল্লিঃ=গলগর্জন ('উরল্লির্গলগর্জিতম্'-রত্নকোশ)

চতুর্থ অংক

১. সেকালে স্নেহভাজনকে আশীর্বাদ বা আদর করবার জন্যে মস্তক চুম্বন বা আঘ্রাণ করার রীতি ছিল।

২ উৎসব উপলক্ষে বা পুত্রের জন্ম ইত্যাদি শুভসংবাদ এনে দিলে প্রিয়নিবেদক ব্যক্তিকে পাত্র বা কলসী পূর্ণ ক'রে নানা রকমের উপহার দেবার রীতি ছিল—তাই পূর্ণপাত্র নামে পরিচিত।

৩. ফলিতা ন মনোরথাঃ—এস্থলে 'নো' শব্দটি দ্ব্যর্থক। প্রথমতঃ নঃ=আমাদের ; অন্য দিকে 'নো' একটি নিষেধার্থক অব্যয়। যে দ্বিতীয় অর্থটি মদয়ন্তিকার অভিপ্রেত তা হল, 'তোমাদের লাভ করেও প্রকৃত অভিলাষ পূর্ণ হ'ল না (অর্থাৎ মালতীর সঙ্গে মাধবের বিবাহ এখনও সম্ভব হয় নি)।

৪. অনুত্তাম্বিকা—এখানে ঈষৎ অর্থে নঞের প্রয়োগ করা হয়েছে। তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যমভাবশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ॥ অনুতম্=অল্পসত্য।

৫ মহামাংসবিক্রয়ঃ—ভূত প্রেতদের উদ্দেশ্যে নরমাংস বিক্রি। জগদ্ধর বলেছেন—শ্মশানসিদ্ধযোগিনী মতে, এইভাবে শ্মশানে বীরের হাত থেকে মাংস গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়ে ভূতপ্রেতগণ বর দিতে পারেন।

পঞ্চম অংক

১. খট্বাঙ্গ—অগ্রভাগে নরকপাল সংযুক্ত যষ্টি—একে মহাদেবের অস্ত্রবিশেষ বলে মনে করা হয়। কাপালিক-কাপালিনী যোগী-যোগিনীরাও এই খট্বাঙ্গ হাতে নিয়ে বেড়াতেন এরকম বলা হয়। এ যষ্টির গায়ে আবার একটা ঘণ্টা লাগান থাকত।

২ বজ্রলেপ—বিশেষভাবে প্রস্তুত একপ্রকার প্রলেপ দ্রব্য। এদিয়ে ইঁট, পাথর প্রভৃতি গাঁথা হত। বর্তমানে এরই অনুরূপ দ্রব্য হ'ল 'সিমেন্ট'।

৩. প্রাগ্ভারভীমৈঃ—জগদ্ধর এখানে 'প্রাগ্ভার' শব্দের অর্থ নিয়েছেন 'অগ্রতট' ;

তাঁকে অনুসরণ করে আভিধানিকেরাও ঐ অর্থটিকেই গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শব্দটি ভবভূতির বড়োই প্রিয়—তিনি অন্য স্থলেও এটির প্রয়োগ করেছেন—যেমন এই অঙ্কেই পরবর্তী ২৯ শ্লোকের শেষপাদে—'রুধিরপ্রাগ্ভার-নিঃস্যন্দিনা'। সেখানে জগদ্ধর অর্থ করেছেন—'শ্চোতনং সমূহং বা নিঃস্যন্দিতুং শীলং যস্য তেন।' আমরা মনে করি, পদটিকে বিশেষ্যরূপে গ্রহণ না করে 'অত্যন্ত বেশি' বা 'প্রচুরপরিমাণে' এই অর্থ নিলেই সুসঙ্গত হবে।

৪ নিশম্ভ—কালে মহোদয়ের পাঠ হল 'নিশুম্ভ'। এই পদের আভিধানিক অর্থ—বধ, মর্দন, অবনমন। ঐ অর্থগুলির কোনোটিই এখানে অর্থের সঙ্গে সঙ্গত হয় না। মনে হয় প্রকৃত পাঠ ছিল 'নিশৃম্ভ'—মুদ্রণে অনবধানতার ফলে ঋ-কার উকারে পরিণত হয়েছে। বেদে 'নিশৃম্ভ' পদটির প্রয়োগ আছে (ঋগ্বেদ ৬ ৫৫.৬); এর অর্থ দৃঢ় পাদক্ষেপ। এই অর্থটি নিলে শ্লোকের অর্থে আর কোনো অসামঞ্জস্য থাকে না।

৫. দণ্ডকছন্দ—শ্লোকটি দণ্ডকছন্দে রচিত। যে সমবৃত্ত-ছন্দের প্রতিপাদে ২৭ অথবা তারচেয়েও বেশি অক্ষর থাকে, তাকে দণ্ডকছন্দ বলা হয়। এই শ্লোকে প্রতিপাদে অক্ষরসংখ্যা ৫৪—প্রথম ৬টি অক্ষর লঘু (২টি ন-গণ) ও তারপর ১৬টি র-গণ। দণ্ডকের এই বিশেষ শ্রেণীটির নাম 'সংগ্রাম'।

৬. কাকতালীয়—দুটি ঘটনা একই কালে ঘটলে তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকলেও সাধারণে তারমধ্যে সেরূপ সম্পর্ক কল্পনা করে; যেমন কাক উড়ে যেতেই তাল পড়লে লোকে মনে করে কাকের ওড়াই তালপতনের কারণ। সরল অর্থ আকস্মিক ঘটনা।

ষষ্ঠ অংক

১. অনুশয়ঃ—দীর্ঘদিন পুষে রাখা ক্রোধ। অনুশয়ো দীর্ঘদ্বেষানুতাপয়োঃ—অমর।

২. চাষ—স্বর্ণচাতক—রায়মুকুট; নীলকণ্ঠ—শব্দসার; Blue jay—মণিয়র উলিয়ামস ও আপ্তে। শব্দটি বহু প্রাচীন—ঋগ্বেদ, মহাভারত ও মহাভাষ্যে পাওয়া যায়। প্রকরণ পর্যালোচনা করলে মনে হয় নীলকণ্ঠ পাখি অর্থটিই নাট্যকারের অভিপ্রেত।

৩. জগদ্ধরও তারই অনুসরণ করে পরবর্তী অনুবাদকমণ্ডলী 'অলংকৃতমণ্ডনা' এই বিশেষণ পদের অর্থ করেছেন—'অলংকারগুলিকেই যিনি অলংকৃত করেছেন।' কিন্তু সমগ্র শ্লোকে উপমা অলংকারটি লক্ষ্য করলে এই অর্থ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। মালতী বিবাহের বেশে সজ্জিতা—কাজেই 'নানা অলংকারে সজ্জিতা' এই অর্থই এখানে স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকের 'আভরণস্যাভরণং প্রসাধনবিশেষঃ।' (২/৩) শ্লোকাংশটিকে তুলনীয় বলে মনে করা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

আরও কথা এই যে, দ্বিতীয় পাদে 'বালা' পদটিকে আবৃত্তি করে বিশেষণ ও বিশেষ্য রূপে দুবার অর্থ গ্রহণ করলেই ভাবটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

৪. 'অনুকূলবিপ্রলম্ভেন'—কামন্দকীর আসল উদ্দেশ্য নগর দেবতার মন্দিরে মাধবের সঙ্গে মালতীর গোপন বিবাহ ঘটানো। —এ সংবাদটি মালতী না জানলেও লবঙ্গিকা জানে। তাই তার মন্তব্য—মাধবের সঙ্গে বিচ্ছেদের দুঃখে মালতী কাতর

হলেও এ বিচ্ছেদে শেষপর্যন্ত মিলনে সমাপ্তি হবে অর্থাৎ এ বিচ্ছেদ মালতীর অনুকূল। যা অনুকূল তা কেন দুঃখ দেবে—এ আপাত বিরোধের উৎসই হল যে মালতীর অজ্ঞাতসারে সবটা হচ্ছে—সে জানে মহারাজের আদেশে নন্দনের হাতেই তাকে প্রদান করা হবে—এজন্যে সে মর্মাহত। এই সূক্ষ্ম অভিপ্রায়েই নাট্যকার 'অনুকূল' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন বলে মনে হয়। লবঙ্গিকার পক্ষে অনুকূল বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ উদ্দেশ্যের সহায়ক বিচ্ছেদ ; অন্যদিকে বিরোধের সমাধানের জন্যে অনুকূল কথাটির অর্থ নিতে হবে অভিমত ; অভিমতবিচ্ছেদ অর্থাৎ অভিমত-জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ।

৬. মালতীর কথার তাৎপর্য এই যে, লবঙ্গিকা তাঁর অভিন্নহৃদয়া সখী, কাজেই মালতী বেঁচে না থাকলেও লবঙ্গিকা যখন মাধবকে দেখবে তখন তার হৃদয়বাসিনী মালতীও মাধবকে দেখে ধন্য হবে। সোজা কথায় লবঙ্গিকার দেখাই হবে মালতীর দেখা।

৬. রসায়নানি—যা সরস করে তুলতে পারে, তাই রসায়ন ; আয়ুর্বেদ মতে যে ওষুধ জরা ও ব্যাধি নাশ করতে সক্ষম তাকেই বলে রসায়ন—'যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্।'

৭ এই শ্লোকের প্রথম দুটি পাদ উত্তররাম চরিতেও পাওয়া যায়—(১. ৩৬)।

৮. ১০ ও ১১ শ্লোক দুটিকে জগদ্ধর ভাষাসম ও ত্রিপুরারি ভাষাশ্লেষ বলেছেন। কিন্তু উভয়ের ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। সাহিত্যদর্পণে ভাষাসম অলংকারের লক্ষণ যথা—'শব্দৈরেকবিধৈরেব ভাষাসু বিবিধাস্বপি। বাক্যং যত্র ভবেৎ সোহয়ং ভাষাসম ইতীষ্যতে ॥' যে শ্লোকের পদগুলি এমনভাবে প্রযুক্ত হয় যে, শ্লোকটি সংস্কৃত ভাষাতে অথবা প্রাকৃতে রচিত বলে মনে করা যায়, সেখানে ভাষাসম হয়ে থাকে। প্রকৃতস্থলে কিন্তু সবগুলি পদ প্রাকৃতোপযোগী হয় নি। (যেমন, সোঢ়ুং—প্রাকৃত সহিদুং)।

৯. আবন্ধকঙ্কণঃ—কঙ্কণ অর্থাৎ মঙ্গলসূত্র ('কঙ্কণং ভূষণে সূত্রে'—বিশ্ব)।

১০. কক্কোলী—কাঁকলা, গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

১১. মাতুলুঙ্গ—একজাতীয় লেবু গাছ, চলতি নাম ছোলঙ্গ।

১২. কালে মহোদয়ের পাঠ 'উবরাম', অন্যত্র 'তুবরাম'। বিশেষ পর্যালোচনায় আমাদের মনে হয় দ্বিতীয় পাঠটিই সমীচীন।

সপ্তম অঙ্ক

১. তারা মৈত্রকম্—স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম, যার কারণ নির্ণয় করা যায় না। প্রথম দর্শনেই এ প্রেমের উদ্ভব—সম্ভবতঃ জন্মান্তরগত সংস্কারবশেই এমন হয়ে থাকে। উত্তর রামচরিতে কবি নিজেই বলেছেন—'ভূয়সা জীবধর্ম এষ যদ্রসময়ী ক্বচিৎ প্রীতিঃ যত্র লৌকিকানামুপচারস্তারামৈত্রকং চক্ষুরাগ ইতি। তমপ্রতিসংখ্যেয়মনিবন্ধনং প্রেমানমামনন্তি ॥' (৫. ১৬-১৭) পরস্পর দৃষ্টির মিলন না হলেও দেখামাত্রই হৃদয়ে যে প্রেমাবির্ভাব তাই তারামৈত্রকম্। তারা অর্থাৎ চক্ষুর কনীনিকা তাই বলা হয়েছে চক্ষুরাগ। ডঃ ভাণ্ডারকর তারাশব্দটিকে নক্ষত্র অর্থে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, দুজনের জন্মক্ষণে যে নক্ষত্র অবস্থান করে, তাদের সৌখ্য থেকেই এই অকারণ প্রেমাবির্ভাব ; তাই তারামৈত্রকম্।

২. বিবর্সিদং পিঅসহীএ সরীরেণ–স্বেদ, রোমাঞ্চ ইত্যাদি শরীরচেষ্টা অন্তর্গূঢ় প্রেমের অভিব্যক্তি সূচিত করে। মদয়ন্তিকার শরীরচেষ্টা মকরন্দের প্রতি তার প্রেমভাব সূচিত করছে–এই হল বুদ্ধরক্ষিতার বক্তব্য। এটি হল জগদ্ধরের পাঠ। অন্য- পাঠে বুদ্ধরক্ষিতার বক্তব্যটি সুস্পষ্ট। যথা–অস্সত্থসরীরে কিংবাআ। দংসিদং সরীরেণ মঅরন্দসমাঅমোচ্ছুক্কং।

৩. জগদ্ধর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন–অত্র মচূড়কং বিথাবীতি খ্যাতম্। নিঃসহতনুত্বেনা-সনমচূড়কেঽপি ধাতুত্যাগপ্রশ্নবৈদগ্ধীয়মিতি ভাবঃ. পুষ্পবতীশঙ্কয়া পরিজন হাসনিবারণায় গোপনম্–লবঙ্গিকার বক্তব্যের সঙ্গে এ অর্থের কোনো সঙ্গতি সহজবোধ্য নয়।

৪ 'নাড়িকা' দণ্ডের অপর নাম ; ২৪ মিনিট কাল।

অষ্টম অঙ্ক

১. শ্লোকটি উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কেও আছে (শ্লোক ৩৪)।

২. মকরন্দ মদয়ন্তিকাকে লাভ করেছে এই যে সংবাদ।

৩. 'বর্তকো বর্তিকাদয়ঃ'–অমর ; চলতি ভাষায় বর্তক পাখি হল বটের পাখি।

৪. তুলঃ–হৃদয়ে লুলিতমিলিতযমুনাভম্–গীতগোবিন্দ।

নবম অঙ্ক

১. সিন্ধু ও পারানদীর সঙ্গমেই ছিল পদ্মাবতীনগর যেখানে এই নাটকের ঘটনাস্থল।

২. কোযোষ্টিক–কোড়াপাখি, জগদ্ধর মতে টিট্টিভক।

৩. কাশ্মরী–গম্ভারীগাছ (গম্ভারী সর্বতোভদ্রা কাশ্মরী মধুপর্ণিকা–অমর)

৪. কৃতমাল–সোঁদালি বা সোঁদালগাছ, এর অপর নাম আরগ্বধ ('আরগ্বধোঽথ শম্পাকঃ কৃতমালস্তথাগ্বধ'–রত্নকোষ

৫. পর্ণিকা–নাসাচ্ছিনী পাখি, (নাসাচ্ছিন্যাং তু পর্ণিকা-বিশ্ব)

৬ অশ্মন্তক–এক রকমের তৃণজাতীয় গাছ, বীরণ, উশীর–এর অন্য নাম।

৭. দাত্যূহ–কালোকণ্ঠক পাখি (দাত্যূহঃ কালোকণ্ঠকঃ–অমর), চলতি বাংলাভাষায় ডাহুক পাখি বা ডাক পাখি।

৮. তিনিশ–একপ্রকার বৃক্ষ, অপর নাম অতিমুক্তক, চলতি ভাষায় গাবগাছ।

৯. কক্কুভ–চড়াই জাতীয় পাখি।

১০. শ্লোকটি উত্তররামচরিতেও আছে (৩য় ৩১)

১১. মল্লিকাক্ষ–এক জাতীয় হাঁস, এদের ঠোঁট আর পায়ের রঙ কালো। মল্লিকাখ্যও বলা হয়।

১২. কূটজ–চলতি ভাষায় কুড়চি গাছ।

১৩ শিলীন্ধ্র, লোধ্র–শিলীন্ধ্র–ব্যাঙের ছাতা (মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রাম্–মেঘদূত) লোধ্র–সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ।

১৪. রাজপট্ট–নীলবর্ণ মণিবিশেষ।

১৫. কুরর–কুরুল পাখি।

১৬. শ্লোকটি উত্তররামচরিতেও পাওয়া যায় (১ম ১৪)

১৭. উত্তররামচরিতে ৫ম অঙ্কে (শ্লোক ১৩) এই শ্লোকটি আছে।

দশম অঙ্ক

১ অসিপত্র—অসির ফলকের মতো তীক্ষ্ণধার পত্রযুক্ত এক কাল্পনিক বৃক্ষ, অসিপত্র বৃক্ষ। অসিপত্র বলতে এই বৃক্ষের পত্রকে বোঝাচ্ছে। তুলঃ 'নাবন্ধ্য কল্পদ্রুম-তাং বিহায় জাতং তমাত্মন্যসিপত্রবৃক্ষম্'—রঘুবংশ (১৪ ৪৮)

২. লোকালোকান্তরাল—লোকালোক=চক্রবাল—'লোকালোকশ্চক্রবালঃ'—অমর। সূর্যের আলো যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বত। এ পর্বতের ওপারেই অন্ধকার—এই হল পৌরাণিক মত। তুলঃ—প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ—রঘুবংশ (১. ৬৮)

৩ এই শ্লোকের শেষ দুটি পাদ উত্তররামচরিতেও আছে (৭.৪)

৪. অস্তি বা কুতশ্চিদ্—কামন্দকীর মুখ দিয়ে সম্ভবতঃ ভবভূতি স্বরচিত প্রকরণটির গুণাবলীর কথা বলতে চেয়েছেন। এস্থলে কবির ইঙ্গিত হল—বিস্ময়কর, বিচিত্র ও নানা রসের সমন্বয়ে সমুজ্জ্বল এই প্রকরণ (মালতীমাধব)-এর মতো প্রকরণ কোথাও আছে কি? এই ব্যঙ্গ অর্থ।

মালতীমাধবম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

সানন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজরবাহূতকৌমারবর্হি-
ত্রাসান্নাসাগ্ররন্ধ্রং বিশতি ফণিপতৌ ভোগসংকোচভাজি
গণ্ডোড্ডীনালিমালামুখরিতককুভস্তাণ্ডবে শূলপাণে-
র্বৈনায়ক্যশ্চিরং বো বদনবিধুতয়ঃ পান্তু চীৎকারবত্যঃ ॥ ১ ॥

অন্যচ্চ।

চূড়াপীডকপালসংকুলগলন্মন্দাকিনীবারয়ো
বিদ্যুৎপ্রায়ললাটলোচনশিখিজ্বালাবিমিশ্রত্বিষঃ।
পান্তু ত্বামকঠোরকেতকশিখাসংদিগ্ধমুগ্ধেন্দবো
ভূতেশস্য ভুজঙ্গবল্লিবলয়স্রঙ্নদ্ধজূটা জটাঃ ॥ ২ ॥

[অপি চ— দন্তশ্রেণিষু সংগলৎকলকলব্যাবর্তনব্যাকুলা
নাসালোচনকর্ণকুঞ্জকুহরেষূদ্গদ্গদধ্বানিনঃ।
গণ্ডগ্রন্থ্যভিঘাতশীর্ণকণিকাশ্চূডাস্রবন্ত্যূর্ময়ঃ
শম্ভোর্ব্রহ্মকপালকং দরপরিস্পন্দোল্বণাঃ পান্তু বঃ ॥

অন্যচ্চ—

পক্ষালীপিঙ্গলিম্নঃ কণ ইব তড়িতাং যস্য কৃৎস্নঃ সমূহো
যস্মিন্ব্রহ্মাণ্ডমীষদ্বিঘটিতমুকুলে কাল যজ্বা জুহাব।
অর্চির্নিষ্টপ্তচূড়াশশিগলিতসুধাসারশাংকারিকোণং
তার্তীয়ীকং পুরারেস্তদবতু মদনপ্লোষণং লোচনং বঃ ॥]

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধারঃ—অলমলম্। উদিতভূয়িষ্ঠ এব ভগবানশেষভুবনদ্বীপদীপঃ। তদুপতিষ্ঠে।

(প্রণম্য)

কল্যাণানাং ত্বমসি মহসাং ভাজনং বিশ্বমূর্তে
ধুর্যাং লক্ষ্মীমিহ ময়ি ভৃশং ধেহি দেব প্রসীদ।
যদ্যৎপাপং প্রতিজহি জগন্নাথ নম্রস্য তন্মে
ভদ্রং ভদ্রং বিতর ভগবন্ ভূয়সে মঙ্গলায় ॥ ৩ ॥

(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) মারিষ, সুবিহিতানি রঙ্গমঙ্গলানি সন্নিপতিতশ্চ ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রাপ্রসঙ্গেন নানাদিগন্তবাস্তব্যো জনঃ। তৎকিমিত্যু-দাসতে ভরতাঃ। আদিষ্টোঽস্মি বিদ্বৎপরিষদা যথা—অদ্য ত্বয়াঽপূর্ববস্তু-প্রয়োগেণ বয়ং বিনোদয়িতব্যা ইতি। তৎপরিষদং নির্দিষ্টগুণপ্রবন্ধেনোপতিষ্ঠাবঃ।

নটঃ—(প্রবিশ্য) ভাব, কতমে তে গুণা যানুদাহরন্ত্যার্যমিশ্রা ভগবন্তো ভূমিদেবাঃ।

সূত্রধারঃ—

ভূম্না রসানাং গহনাঃ প্রয়োগাঃ সৌহার্দহৃদ্যানি বিচেষ্টিতানি।
ঔদ্ধত্যমায়োজিতকামসূত্রং চিত্রাঃ কথা বাচি বিদগ্ধতা চ ॥ ৪ ॥

নটঃ—ভাব, কস্মিন্ প্রকরণে।

সূত্রধারঃ—(বিচিন্ত্য) স্মৃতম্। অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র ব্রাহ্মণঃ কেচিত্তৈত্তিরীয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ কাশ্যপঃ পঞ্চাগ্নয়া সোমপীথিনো ধৃতব্রতা উদুম্বরনামানো ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি।

তে শ্রোত্রিয়াস্তত্ত্ববিনিশ্চয়ায় ভূরিশ্রুতং শাশ্বতমাদ্রিয়ন্তে।
ইষ্টায় পূর্তায় চ কর্মণেঽর্থান্‌দারানপত্যায় তপোর্থমায়ুঃ ॥ ৫ ॥

তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্তের্নীলকণ্ঠস্য পুত্রঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভবভূতির্নাম কবির্নিসর্গসৌহৃদেন ভরতেষু বর্তমানঃ স্বকৃতিমেবংগুণভূয়সীমস্মাকং হস্তে সমর্পিতবান্। যত্র খল্বিয়ং বাচোযুক্তিঃ।

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতে মম তু কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥ ৬ ॥

[তদুচ্যন্তাম্ তৎপ্রখ্যাপনায় সর্বে কুশীলবা যথা—স্বসংগীতকপ্রয়োগে বর্ণিকা-পরিগ্রহে চ ত্বর্যতামিতি। কবিবর্ণনাং প্রতি তেনৈবমুক্তম্।

গুণৈঃ সতাং ন মম কো গুণঃ প্রখ্যাপিতো ভবেৎ।
যথার্থনামা ভগবান্ যস্য জ্ঞাননিধির্গুরুঃ ॥]

অপি চ।

যদ্বেদাধ্যয়নং তথোপনিষদাং সাংখ্যস্য যোগস্য চ
জ্ঞানং তৎকথনেন কিং নহি ততঃ কশ্চিদ্‌গুণো নাটকে।
যৎপ্রৌঢ়িত্বমুদারতা চ বচসাং যচ্চার্থতো গৌরবং
তচ্চেদস্তি ততস্তদেব গমকং পাণ্ডিত্যবৈদগ্ধ্যয়োঃ ॥ ৭ ॥

নটঃ—তাবদ্‌ভূমিকাস্তথৈব ভাবেন সর্বে বর্গ্যাঃ পাঠিতাঃ। সৌগতজরৎপ্রব্রাজিকায়াঃ কামন্দক্যাস্তু প্রথমাং ভূমিকাং ভাব এক এবাধীতে। তদন্তেবাসিন্যাস্ত্বহমব-লোকিতায়াঃ।

সূত্রধারঃ—ততঃ কিম্।

নটঃ—প্রকরণনায়কস্য মালতীবল্লভস্য মাধবস্য বর্ণিকাপরিগ্রহঃ কথম্।

সূত্রধারঃ—কলহংসমকরন্দয়োঃ প্রবেশাবসরে তৎ সুবিহিতম্।

নটঃ তেন হি তৎপ্রবন্ধপ্রয়োগাদেবাত্রভবতঃ সামাজিকানুপাস্মহে।

সূত্রধারঃ—বাঢ়ম্। এযোঽস্মি কামন্দকী সংবৃত্তঃ।

নটঃ—অহমপ্যবলোকিতা।

(ইতি নিষ্কান্তৌ)

প্রস্তাবনা

(পরিবৃত্য রক্তপটিকানেপথ্য উভাবুপবিষ্টৌ প্রবিশতঃ।)

কামন্দকী—বৎসে অবলোকিতে।

অবলোকিতা—আণবেদু ভঅবদী। (আজ্ঞাপয়তু ভগবতী।)

কামন্দকী—অপি নাম কল্যাণিনোর্ভূরিবসুদেবরাতাপত্যয়োরনয়ো র্মালতীমাধবয়োরভিমতং

পাণিগ্রহমঙ্গলং স্যাৎ। (সহর্ষবামাক্ষিস্পন্দনং সূচয়িত্বা।)

বিবৃন্বতেব কল্যাণমান্তরঞ্জেন চক্ষুষা।
স্ফুরতা বামকেনাপি দাক্ষিণ্যমবলম্বতে ॥ ৮ ॥

অবলোকিতা—মহন্তো ক্খু এসো ভঅবদীএ চিত্তাবক্খেও। অচ্চরিঅং অচ্চরিঅম্। জং দাণিং চীরচীবরমেত্তপরিচ্ছদং পিণ্ডপাঅমেত্তপাণউত্তিং বি অবদীং ঈরিসেসু আআসেসু অমচ্চভূরিবসু নিওএদি। তস্সিং উক্খণ্ডিঅসংসারাবগ্গহো তুম্হেহিং বি অপ্পা ণিক্খিবিঅদি। (মহান্ খল্বেষ ভগবত্যাশ্চিত্তাবক্ষেপঃ। আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। যদিদানীং চীরচীবরমাত্রপরিচ্ছদাং পিণ্ডপাতমাত্রপ্রাণবৃত্তিমপি ভগবতীমীদৃশেষ্বায়াসেষ্বমাত্যভূরিবসুর্নিয়োজয়তি। তস্মিন্নুৎখণ্ডিতসংসারাবগ্রহো যুষ্মাভিরপ্যাত্মা নিক্ষিপ্যতে।)

কামন্দকী—বৎসে, মা মৈবম্।

যস্মাৎ বিধেয়বিষয়ে স ভবান্নিযুক্তে
স্নেহস্য তৎফলমসৌ প্রণয়স্য সারঃ।
প্রাণৈস্তপোভিরথবাভিমতং মদীয়ৈঃ
কৃত্যং ঘটেত সুহৃদো যদি তৎকৃতং স্যাৎ ॥ ৯ ॥

কিং ন বেৎসি ; যদৈব নো বিদ্যাপরিগ্রহায় নানাদিগন্তবাসসাহচর্যমাসীত্তদৈবাস্মৎসৌদামিনীসমক্ষমনয়োর্ভূরিবসুদেবরাতয়োঃ প্রবৃত্তেয়ং প্রতিজ্ঞা অবশ্যমাবাভ্যামপত্যসম্বন্ধঃ কর্তব্য ইতি। তদিদানীং বিদর্ভরাজস্য মন্ত্রিণা সতা দেবরাতেন মাধবং পুত্রমান্বীক্ষিকীশ্রবণায় কুণ্ডিনপুরাদিমাং পদ্মাবতীং প্রহিণ্বতা সুবিহিতম্।

অপত্যসম্বন্ধবিধিপ্রতিজ্ঞা প্রিয়স্য নীতা সুহৃদঃ স্মৃতিং চ।
অলোকসামান্যগুণস্তনূজঃ প্ররোচনার্থং প্রকটীকৃতশ্চ ॥ ১০ ॥

অবলোকিতা—কিংতি মালদিং অমচ্চো মাহবস্স অপ্পণা ণ প্পডিবাদেই। জেন চোরিআবিবাহে ভবদীং তুবরাবেদি। (কিমিতি মালতীমমাত্যো মাধবস্যাত্মনা ন প্রতিপাদয়তি। যেন চৌর্যবিবাহে ভগবতীং ত্বরয়তি।)

কামন্দকী— তাং যাচতে নবপতেনর্মসুহৃন্নন্দনো নৃপমুখেন।
তৎসাক্ষাৎপ্রতিষেধঃ কোপায় শিবস্তুবয়মুপায়ঃ ॥ ১১ ॥

অবলোকিতা—অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং। ণ ক্খু অমচ্চো মাহবস্স ণামং বি জাণাদিত্তি ণিরবেক্খদা লক্খিঅদি। (আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। ন খল্বমাত্যো মাধবস্য নামাপি জানাতীতি নিরপেক্ষতা লক্ষ্যতে।)

কামন্দকী—বৎসে, সংবরণং তৎ।

বিশেষতস্তু বালত্বাৎ তয়োর্বিবৃতভাবয়োঃ।
তেন মাধবমালত্যোঃ কার্যঃ স্বমতিনিহ্নবঃ ॥ ১২ ॥

অপি চ—

অনুরাগপ্রবাদস্তু বৎসয়োঃ সার্বলৌকিকঃ।
শ্রেয়ো হ্যস্মাকমেবং হি প্রতার্যৌ রাজনন্দনৌ ॥ ১৩ ॥

পশ্য।

বহিঃ সর্বাকারপ্রবণরমণীয়ং ব্যবহরন্
পরাভ্যূহস্থানান্যপি তনুতরাণি স্থগয়তি ।
জনং বিদ্বানেকঃ সকলমতিসন্ধায় কপটৈ-
স্তটস্থঃ স্বানর্থান্ ঘটয়তি চ মৌনং চ ভজতে ॥ ১৪ ॥

অবলোকিতা—মএ বি তুমহ বঅণাদো তেণ তেণোবন্নাসেণ ভূরিবসুমন্দিরাসন্নতররাঅমগ্গেণ মাহবো সঞ্চারিঅদি। (ময়াপি যুষ্মদ্‌বচনাত্তেন তেনাপত্যাসেন ভূরিবসুমন্দিরাসন্নতরাজমার্গেণ মাধবঃ সঞ্চার্যতে।)

কামন্দকী—কথিতমেব নো মালতীধাত্রেয্যা লবঙ্গিকয়া।

ভূয়োভূয়ঃ সবিধনগরীরথ্যয়া পর্যটন্তং
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা ভবনবলভীতুঙ্গবাতায়নস্থা ।
সাক্ষাৎকামং নবমিব রতির্মালতী মাধবং য-
দ্গাঢ়োৎকণ্ঠা লুলিতলুলিতৈরঙ্গকৈস্তাম্যতীতি ॥ ১৫ ॥

অবলোকিতা—বাঢ়ম্। তদো তাএ উব্বেঅবিণোঅণং মাহবপডিচ্ছন্দঅং অভিলিহিঅং লবঙ্গিআএ মন্দারিআহত্থে অজ্জ ণিক্খিত্তং দাব দাব। (বাঢ়ম্। তত স্তয়োদ্বেগবিনোদনং মাধবপ্রতিচ্ছন্দকমতিলিখিতং লবঙ্গিকয়া মন্দারিকাহস্তেঽদ্য নিক্ষিপ্তং তাবৎ।)

কামন্দকী—(বিচিন্ত্য।) সুবিহিতং লবঙ্গিকয়া। মাধবানুচরঃ কলহংসো নাম বিহারদাসীং মন্দারিকং কাময়তে। তদনেন তীর্থেন তৎপ্রতিচ্ছন্দকমুপোদ্‌ঘাতায় মাধবান্তিকমুপেয়াদিত্যভিপ্রায়ঃ।

অবলোকিতা—মাহবো বি কোউহলং উপ্পাদিঅ মএ পউত্তমঅণমহূসবং মঅণুজ্জাণং পহাদে অণুপ্পেসিদো। তত্থ কিল মালদী গমিস্সদি। তদো অন্নোন্নদংসণং হোদিত্তি। (মাধোবহপি কৌতূহলমুৎপাদ্য ময়া প্রবৃত্তমদনমহোৎসবং মদনোদ্যানং প্রভাতেঽনুপ্রেষিতঃ। তত্র কিল মালতী গমিষ্যতি। ততোঽন্যদর্শনং ভবিষ্যতীতি।)

কামন্দকী—সাধু বৎসে, সাধু। অনেন মৎপ্রিয়াভিযোগেন স্মারয়সি মম পূর্বশিষ্যাং সৌদামিনীম্।

অবলোকিতা—ভঅবদি, সা দাণিং সোদামিণী সমাসাদিঅঅচ্চরিঅমন্তসিদ্ধিপ্পহাবা সিরিপব্বদে কাবালিঅব্বদং ধারেদি। (ভগবতি, সেদানীং সৌদামিনী সমাসাদিতাশ্চর্যমন্ত্রসিদ্ধিপ্রভাবা শ্রীপর্বতে কাপালিকব্রতং ধারয়তি।)

কামন্দকী—কুতঃ পুনরিয়ং বার্তা।

অবলোকিতা—অত্থি এত্থ ণঅরীএ মহামসাণপ্পদেসে করালা নাম চামুণ্ডা। (অস্ত্যত্র নগর্যাং মহাশ্মশামপ্রদেশে করালা নাম চামুণ্ডা।)

কামন্দকী—অস্তি। যা কিল বিবিধজীবোপহারপ্রিয়েতি সাহসিকানাং প্রবাদঃ।

অবলোকিতা—তস্সিং কখু সিরিপব্বদাদো আঅদস্য ইদো ণাদিদূরমসাণবাসিণো সাধঅস্স মুণ্ডধারিণো অঘোরঘণ্টণামহেআস্স অন্দেবাসিনী মথপ্পহাবা কবালকুণ্ডলা নাম অণুসংজ্ঝং আঅচ্ছই। তদো ইঅং পউত্তি। (তস্মিন্ খলু শ্রীপর্বতাদাগতস্যেতো নাতিদূরেশ্মশানবাসিনঃ সাধকস্য মুণ্ডধারিণোঽঘোরঘণ্টনামধেয়স্যান্তেবাসিনী মহাপ্রভাবা কপালকুণ্ডলা নামানুসন্ধ্যমাগচ্ছতি। তত ইয়ং প্রবৃত্তিঃ।)

কামন্দকী—সর্বং হি সৌদামিন্যাং সম্ভাব্যতে।

অবলোকিতা—অলং দাব এদিণা। মঅবদি, সোবি পাসঅরো মাহবস্স বলিমিত্তং মঅরন্দো ণন্দণস্স ভইণিং মদঅন্তিআং জই সমুব্বহই তং বি মাহবস্স দুইঅং পিঅং হোদি। (অলং তাবদেতেন। ভগবতী, সোঽপি পার্শ্বচরো মাধবস্য বালমিত্রং মকরন্দো নন্দনস্য ভগিনীং মদয়ন্তিকাং যদি সমুদ্বহতি তদপি মাধবস্য দ্বিতীয়ং প্রিয়ং ভবতি।)

কামন্দকী—নিযুক্তৈব তত্র ময়া প্রিয়সখী বুদ্ধরক্ষিতা।

অবলোকিতা—সুবিহিদং ভঅবদীএ। (সুবিহিতং ভগবত্যা।)

কামন্দকী—তদুত্তিষ্ঠ। মাধবপ্রবৃত্তিমুপলভ্য মালতীমেব পশ্যাবঃ।

(ইত্যুত্তিষ্ঠতঃ)

কামন্দকী—(বিচিন্ত্য।) অত্যুদারপ্রকৃতির্মালতী নাম। নিপুণং নিসৃষ্টার্থদূতী-কল্পস্তত্রয়িতব্যঃ। সর্বথা—

শরজ্জ্যোৎস্না কান্তং কুমুদমিব তং নন্দয়তু সা
সুজাতং কল্যাণী ভবতু কৃতকৃত্যঃ স চ যুবা।
গরীয়ানন্যোন্যপ্রগুণগুণনির্মাণনিপুণো
বিধাতুর্ব্যাপারঃ ফলতু চ মনোজ্ঞশ্চ ভবতু ॥ ১৬ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তে।)

মিশ্রবিষ্কম্ভঃ

(ততঃ প্রবিশতি গৃহীতচিত্রফলকোপকরণঃ কলহংসঃ।)

কলহংসঃ—কহিং দাণিং তুলিঅমঅরদ্ধথাবলেবরুবিবভমক্খিত্তমালদীহিঅঅমাহপ্পং ণাহং মাহবং পেক্খিস্সং। (পরিক্রম্য।) পরিস্সন্তো ক্ষি। জাব ইব উদ্যানে মুহুত্তং বিস্সমিঅ মঅরন্দসহঅরং ণাহং মাহবং পেক্খিস্সং। (কেদানীং তুলিতমকরধ্বজা-বলেপরূপবিভ্রমাক্ষিপ্তমালতীহৃদয়মাহাত্ম্যং নাথং মাধবং পশ্যামি। পরিশ্রান্তোঽস্মি। যাবদিহোদ্যানে মুহূর্তং বিশ্রম্য মকরন্দসহচরং নাথং মাধবং প্রেক্ষিষ্যে।) (প্রবিশ্য উপবিশতি।)

(ততঃ প্রবিশতি মকরন্দঃ।)

মকরন্দঃ—কথিতমবলোকিতয়া মদনোদ্যানং গতো মাধব ইতি। ভবতু। গচ্ছামি। (পরি-ক্রম্যাবলোক্য চ।) দিষ্ট্যা বয়স্য ইত এবাভিবর্ততে। (নিরূপ্য।) অস্য তু

গমনমলসং শূন্যা দৃষ্টিঃ শরীরমসৌষ্ঠবং
শ্বসিতমধিকং কিং স্বেতৎস্যাৎকিমন্যদতোঽথবা।
ভ্রমতি ভুবনে কন্দর্পাজ্ঞা বিকারি চ যৌবনং
ললিতমধুরাস্তে তে ভাবা ক্ষিপন্তি চ ধীরতাম্ ॥ ১৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টরূপো মাধবঃ।)

মাধবঃ—
তামিন্দুসুন্দরমুখীং সুচিরং বিভাব্য
চেতঃ কথংকথমপি ব্যপবর্ততে মে।
লজ্জাং বিজিত্য বিনয়ং বিনিবার্য ধৈর্য-
মুন্মথ্য মন্থরবিবেকমকাণ্ড এব ॥ ১৮ ॥

আশ্চর্যম্।

যদ্ বিস্ময়স্তিমিতমস্তমিতান্যভাব-
মানন্দমন্দমমৃতপ্লবনাদিবাসীৎ।
তৎসন্নিধৌ তদধুনা হৃদয়ং মদীয়-
মঙ্গারচুম্বিতমিব ব্যথমানমাস্তে ॥ ১৯ ॥

মকরন্দঃ—(উপসৃত্য।) সখে মাধব, ইত ইতঃ ললাটংতপস্তপতি ধর্মাংশুঃ। তদস্মিন্নু-দ্যানে মুহূর্তমুপবিশাবঃ। (উভৌ পরিক্রামতঃ।)

কলহংসঃ—কহং মঅরন্দসহঅরো ইমং এব্ব বালুজ্জাণং অলংকরেদি মাহবো। তা দংসিমি মঅণবেঅণাকখিজ্জমণমালদীলোঅণসুহাবং অত্তণো সে পডিচ্ছন্দঅং। অহবা বিস্সামসোক্খং দাব অণুহোদি। (কথং মকরন্দসহচর ইদমেব বালোদ্যানমলং-করোতি মাধবঃ। তদ্দর্শয়ামি মদনবেদনাখিদ্যমানমালতীলোচনসুখাবহমাত্মনোঽস্য প্রতিচ্ছন্দকম্। অথবা বিশ্রামসৌখ্যং তাবদনুভবতু।)

মকরন্দঃ—তদস্যৈব তাবদুচ্ছ্বসিতকুসুমকেসরকষায়শীতলামোদবাসিতোদ্যানস্য কাঞ্চন-পাদস্যাধস্তাদুপবিশাবঃ।

(উভৌ তথা কুরুতঃ।)

মকরন্দঃ—বয়স্য মাধব, সকলনগরাঙ্গনাপ্রবর্তিতমহোৎসবাভিরামকামদেবোদ্যানযাত্রাপ্রতি-নিবৃত্তমন্যাদৃশমিব ভবন্তমবধারয়ামি। অপি ত্বমবতীর্ণোঽসি রতিমণবাণগো-চরতাম্।

(মাধবঃ সলজ্জমধোমুখস্তিষ্ঠতি।)

মকরন্দঃ—(বিহস্য।) কিমবনম্রমুগ্ধমুখপুণ্ডরীকঃ স্থিতোঽসি। পশ্য।

অন্যেষু জন্তুষু চ যস্তমসাবৃতেষু
বিশ্বস্য ধাতরি সমঃ পরমেশ্বরেঽপি।
সোঽয়ং প্রসিদ্ধবিভবঃ খলু চিত্তজন্মা
মা লজ্জয়া তব কথঞ্চিদপহ্নুতিভূৎ ॥ ২০ ॥

মাধবঃ-বয়স্য, কিং ন কথয়ামি। শ্রূয়তাম্। গতোঽহমবলোকিতাজনিতকৌতুকঃ কাম-দেবায়তনম্। ইতস্ততঃ পরিক্রম্য পরিশ্রমাদুল্লসিতমধুরমদিরামোদপরিমলাকৃষ্ট-সকলমিলদলিপটলসংকুলাকুলিতমুকুলাবলীমনোহরাভরণস্য রমণীয়াঙ্গনভুবো বাল-কুলস্যাবালবালপরিসরে স্থিতঃ। তস্য চ যদৃচ্ছয়া নিরন্তরনিপতিতানি বিকসিতানি কুসুমান্যাদায় বিদগ্ধরচনামনোহরাং স্রজমভিনির্মাতুমারব্ধাবন্। অনন্তরং চ দেবস্য সঞ্চারিণী মকরকেতনস্য জগদ্বিজয়বৈজয়ন্তিকা নির্গত্য গর্ভভবনাদুজ্জ্বল-বিদগ্ধমুগ্ধবালনেপথ্যবিরচনাবিভাবিতকুমারীভাবা মহানুভাবপ্রকৃতিরত্যুদারপরি-জনা কাপি তত এবাগতবতী।

সা রামণীয়কনিধেরধিদেবতা বা
সৌন্দর্যসারসমুদায়নিকেতনং বা।
তস্যাঃ সখে নিয়তমিন্দুকলামৃণাল-
জ্যোৎস্নাদি কারণমভূন্মদনশ্চ বেধাঃ ॥ ২১ ॥

অথ প্রণয়িনীভিরনুচরীভিঃ কুসুমসঞ্চয়াবচয়লীলাভিলাষবতীভিরভ্যর্থ্যমানা তমেব বকুলপাদপোদ্দেশমাগতবতী। তস্যাশ্চ কস্মিংশ্চিদপি মহাভাগধেয়জন্মনি বহুদিবসোপচীয়মানমিব মন্মথব্যথাবিকারমুপলক্ষিতবানস্মি। যতঃ-

পরিমৃদিতমৃণালীম্লানমঙ্গং প্রবৃত্তিঃ
কথমপি পরিবারপ্রার্থনাভিঃ ক্রিয়াসু।
কলয়তি চ হিমাংশোর্নিষ্কলঙ্কস্য লক্ষ্মী-
মভিনবকরিদন্তচ্ছেদকান্তঃ কপোলঃ ॥ ২২ ॥

সা মম দর্শনাৎপ্রভৃত্যমৃতবর্তিরিব চক্ষুষে নিরতিশয়মানন্দমুৎপাদয়ন্ত্যয়স্কান্ত-মণিশলাকেব লোহধাতুমন্তঃকরণমুপসংক্রান্তবতী। কিং বহুনা।

সন্তাপসন্ততিমহাব্যসনায় তস্যা-
মাসক্তমেতদনপেক্ষিতহেতু চেতঃ।
প্রায়ঃ শুভং চ বিদধাত্যশুভং চ জন্তোঃ
সর্বঙ্কষা ভগবতী ভবিতব্যতৈব ॥ ২৩ ॥

মকরন্দঃ—স্নেহশ্চ নিমিত্তসব্যপেক্ষশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধমেতৎ। পশ্য।

ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতু-
র্ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং
দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ ॥ ২৪ ॥

ততস্ততঃ।

মাধবঃ—ততশ্চ তত্র

সভ্রূবিলাসমথ সোঽয়মিতীব নাম
সপ্রত্যভিজ্ঞমিব মামবলোক্য তস্যাঃ।
অন্যোন্যমেব চতুরেণ সখীজনেন
মুক্তাস্তদা স্মিতসুধামধুরাঃ কটাক্ষাঃ ॥ ২৫ ॥

মকরন্দঃ— স্বাগতম্) কথং প্রত্যভিজ্ঞাপি নাম।

মাধবঃ—অথ তাঃ সলিলমুক্তালকরকমলতালিকাতরলবলয়াবলীকমুক্তস্তকলহংসবিভ্রান্তিরাম-চরণসঞ্চরণরণরণায়মানমঞ্জুমঞ্জীররণিতানুবিদ্ধমেখলাকলাপকিঙ্কিণীক্বণরণৎকারমুখরং প্রতিনিবৃত্ত্য 'ভর্তৃদারিকে, দিষ্ট্যা বর্ধামহে। যদত্রৈব কোঽপি কস্যা অপি বল্লভস্তিষ্ঠতি' ইতি মামঙ্গুলীদলবিলাসেনাখ্যাতবত্যঃ।

মকরন্দঃ—হন্ত মহতঃ প্রথমানুরাগস্যোদ্ভেদঃ।

কলহংসঃ -এদাণং সঅসরমণিজ্জাণুবন্ধিনী ক্খু ইত্থিআকহা। (অনয়োঃ সরসরমণীয়ানুবন্ধিনী খলু স্ত্রীকথা।)

মকরন্দঃ—ততস্ততঃ।

মাধবঃ— অত্রান্তরে কিমপি বাগ্বিভবাতিবৃত্ত-
বৈচিত্র্যমুল্লসিতবিভ্রমমায়তাক্ষ্যাঃ।
তদ্ভূরিসাত্ত্বিকবিকারমপাস্তধৈর্য--
মাচার্যকং বিজয়ি মান্মথমাবিরাসীৎ ॥ ২৬ ॥

ততশ্চ।

স্তিমিতবিকসিতানামুল্লসদ্ভূলতানাং
মসৃণমুকুলিতানাং প্রান্তবিস্তারভাজাম্।

প্রতিনয়নবিপাতে কিঞ্চিদাকুঞ্চিতানাং
বিবিধমহমভূবং পাত্রমালোকিতানাম্ ॥ ২৭ ॥

ততশ্চ।

অলসবলিতমুগ্ধস্নিগ্ধনিষ্পন্দমন্দৈ-
রধিকবিকসদন্তর্বিস্ময়স্মেরতারৈঃ।
হৃদয়মশরণং মে পক্ষলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষৈ-
রপহৃতমপবিদ্ধং পীতমুন্মূলিতং চ ॥ ২৮ ॥

অহং তু তস্যাঃ সর্বাকারহৃদয়ংগমায়াঃ সম্ভাব্যমানস্নেহরসেন সন্নিধিনা বিধেয়ী-কৃতোঽপি পারিপ্লবত্বমাত্মনো নিহ্নোতুকামঃ প্রাক্প্রস্তুতস্য বকুলপুষ্পদাম্নো যথা-কথঞ্চিদবশেষং গ্রথিতবানেব। ততো মিলিতবেত্রপাণিবর্ষবরপ্রায়পুরুষপরিবারা গজবধূমারুহ্য নগরগামিনং মার্গমিন্দুবদনালংকৃতবতী।

যান্ত্যা মুহুর্বলিতকন্ধরমাননং ত-
দাবৃত্তবৃন্তশতপত্রনিভং বহন্ত্যা।
দিগ্ধোঽমৃতেন চ বিষেণ চ পক্ষলাক্ষ্যা
গাঢ়ং নিখাত ইব মে হৃদয়ে কটাক্ষঃ ॥ ২৯ ॥

ততঃ প্রভৃতি

পরিচ্ছেদাতীতঃ সকলবচনানামবিষয়ঃ
পুনর্জন্মন্যস্মিন্ননুভবপথং যো ন গতবান্।
বিবেকপ্রধ্বংসাদুপচিতমহামোহগহনো
বিকারঃ কোঽপ্যন্তর্জড়য়তি চ তাপং চ তনুতে ॥ ৩০ ॥

অপি চ।

পরিচ্ছেদব্যক্তির্ন ভবতি পুরঃস্থেঽপি বিষয়ে
ভবত্যভ্যস্তেঽপি স্মরণমতথাভাববিরসম্।
ন সন্তাপচ্ছেদো হিমসরসি বা চন্দ্রমসি বা
মনো নিষ্ঠাশূন্যং ভ্রমতি চ কিমপ্যালিখতি চ ॥ ৩১ ॥

কলহংসঃ—দিঢ়ং কখু এসো কএ বি অজ্জ অবহরিদো। অবি নাম মালদী এব্ব সা হবে।
(দৃঢ়ং খল্বেষু কয়াপ্যদ্যাপহৃতঃ। অপি নাম মালত্যেব সা ভবেৎ।)

মকরন্দঃ—(স্বগতম্।) অহো অভিষঙ্গঃ। তৎকিং নিষেধয়ামি প্রিয়সুহৃদম্। অথবা।

মা মুমুহৎখলু ভবন্তমনন্যজন্মা
মা তে মলীমসবিকারঘনা মতিভূৎ।
ইত্যাদি নন্বিহ নিরর্থকমেব যস্মিন্-
কামশ্চ জৃম্ভিতগুণো নবযৌবনং চ ॥ ৩২ ॥

(প্রকাশম্) বয়স্য, অপি বিদিতে তদন্বয়নামনী।

মাধবঃ—শ্রূয়তাম্। অথ তস্যাঃ করেণুকাধিরোহণসময় এব ততঃ সখীকদম্বকাদন্যতমা বারযোষিদবিলম্ব্য কুসুমাপচয়ক্রমেণ নেদীয়সী ভূত্বা প্রণম্য কুসুমাপীড়ব্যাজেন মামেবমুক্তবতী—'মহাভাগ, সুশ্লিষ্টগুণতয়া রমণীয় এস সন্নিবেশঃ। কুতূহলিনী চ নো ভর্তৃদারিকাস্মিন্ বর্ততে। তস্যামভিনবো বিচিত্রঃ কুসুমেষুব্যাপারঃ। তদ্ভবতু কৃতার্থতা বৈদগ্ধস্য। ফলতু নির্মাণরমণীয়তা। সমাসদয়তু সরস এষ

ভর্তৃদারিকায়াঃ কণ্ঠাবলম্বনমহার্ঘতাম্ ইতি।

মকরন্দঃ—অহো বৈদগ্ধ্যম্।

মাধবঃ—তয়া মদনয়ন্তিকয়াখ্যাতম্—ইয়মমাত্যভূরিবসোঃ প্রসূতির্মালতী নাম। অহং চ ভর্তৃদারিকায়াঃ প্রসাদভূমির্ধাত্রেয়িকা লবঙ্গিকা নাম ইতি।

কলহংসঃ—(সহর্ষম্।) কিং নাম মালদীত্তি। দিট্‌ঠিআ বিলসিদংমঅবদা দেবেন কুসুমাউহেন। জিদং অম্হেহিং। (কিং নাম মালতীতি। দিষ্ট্যা বিলসিতং ভগবতা দেবেন কুসুমায়ুধেন। (জিতমস্মাভিঃ।)

মকরন্দঃ—(স্বগতম্) অমাত্যভূরিবসোরাত্মজেত্যপর্যাপ্তির্বহুমানস্য। অপি চ। মালতী মালতীতি মোদতে ভগবতী কামন্দকী। তাং চ রাজা নন্দনায় যাচত ইতি কিংবদন্তী শ্রূয়তে। (প্রকাশম্।) ততঃ।

মাধবঃ—তয়া চানুবধ্যমানস্তাং বকুলমালামাত্মনঃ কণ্ঠাদবতার্য দত্তবান্। অসৌ পুনরভিনিবিষ্টয়া দৃশা মালতীমুখাবলোকনবিহস্ততয়া বিষমরচিতৈকভাগামপি তামেব মুহুর্মুহুর্বহুমন্যমানা মহানয়ং প্রসাদ ইতি প্রতিগৃহীতবতী। অনন্তরং চ যাত্রাভঙ্গপ্রচলিতস্য মহতঃ পৌরনৈগমজনস্য সংকুলেন বিঘটিতায়াং তস্যামাগতোঽস্মি।

মকরন্দঃ—বয়স্য মালত্যা অপি স্নেহদর্শনাৎ সুশ্লিষ্টমেতৎ। যো হি কপোলপাণ্ডুতাদিচিহ্নঃ সূচিতঃ প্রাগনুরাগস্তস্যাঃ কামাভিষঙ্গঃ সোঽপি ত্বন্নিবন্ধন ইতি ব্যক্তমেতৎ। এতত্তু ন জ্ঞায়তে ক্ব দৃষ্টপূর্বস্তয়া বয়স্য ইতি। ন খলু তাদৃশ্যো মহাভাগধেয়জন্মানোঽন্যত্রাসক্তচেতসো ভূত্বা পরত্র চক্ষূরাগিণ্যো ভবন্তি। অপি চ।

> অন্যোন্যসংভিন্নদৃশাং সখীনাং
>
> তস্যাস্ত্বয়ি প্রাগনুরাগচিহ্নম্।
>
> কস্যাপি কোঽপীতি নিবেদিতং চ

মাধবঃ—কিং চান্যৎ।

মকরন্দঃ—ধাত্রেয়িকায়াশ্চতুরং বচশ্চ ॥ ৩৩ ॥

কলহংসঃ—(উপসৃত্য।) এদং অ। এতচ্চ।) (চিত্রং দর্শয়তি)

(উভৌ পশ্যতঃ।)

মকরন্দঃ—কলহংসক, কেনেদং মাধবস্য রূপমভিলিখিতম্।

কলহংসঃ—জেন এব্ব সে হিঅঅং অবহরিদং। (যেনৈবাস্য হৃদয়মপহৃতম্)

মকরন্দঃ—অপি নাম মালত্যা।

কলহংসঃ—অহ ইং। (অথ কিম্)

মাধবঃ—বয়স্য মকরন্দ, প্রসন্নপ্রায়স্তে তর্কঃ।

মকরন্দঃ—কুতোঽস্যাধিগমস্তে ?

কলহংসঃ—মহ দাব মন্দারিআহত্থাদো। তএ বিলবঙ্গিআসআসাদো। (মম তাবন্মন্দারিকাহস্তাৎ। তয়া অপি লবঙ্গিকাসকাশাৎ।)

মকরন্দঃ—কথয় কিমাহ মন্দারিকা মাধবালেখ্যপ্রয়োজনং মালত্যাঃ।

কলহংসঃ—উক্কণ্ঠাবিণোঅনং ত্তি। উৎকণ্ঠাবিনোদমিতি)

মকরন্দঃ—বয়স্য, সমাশ্বসিহি।

> যা কৌমুদী নয়নয়োর্ভবতঃ সুজন্মা
>
> তস্যা ভবানপি মনোরথবন্ধবন্ধুঃ।

তৎসঙ্গমং প্রতি সখে ন হি সংশয়োঽস্তি
যস্মিন্ বিধিশ্চ মদনশ্চ কৃতাভিযোগঃ ॥ ৩৪ ॥

দ্রষ্টব্যরূপা চ ভবতো বিকারহেতুস্তদত্রৈবালিখ্যতাম্।

মাধবঃ—যদভিরুচিতং বয়স্যায়। (লিখন্) সখে মকরন্দ,

বারংবারং তিরয়তি দৃশাবুদ্গতো বাষ্পপূর-
স্তৎসংকল্পোপহিতজড়িমস্তম্ভমভ্যেতি গাত্রম্।
সদ্যঃ খিদ্যন্নয়মবিরতোৎকম্পলোলাঙ্গুলীকঃ
পাণির্লেখাবিধিষু নিতরাং বর্ততে কিং করোমি ॥ ৩৫ ॥

তথাপ্যবহিতোঽস্মি। (চিত্রাদভিলিখ্য দর্শয়তি)

মকরন্দঃ—(চিত্রং নির্বর্ণ্য।) উপপন্নস্তাবদত্রভবতোঽভিষঙ্গঃ। (সকৌতুকম্) কথমচিরেণৈব নির্ময় লিখিতঃ শ্লোকঃ। (বাচয়তি)

জগতি জয়িনস্তে তে ভাবা নবেন্দুকলাদয়ঃ
প্রকৃতিমধুরাঃ সন্ত্যেবান্যে মনো মদয়ন্তি যে।
মম তু যদিয়ং যাতা লোকে বিলোচনচন্দ্রিকা
নয়নবিষয়ং জন্মন্যেকঃ স এব মহোৎসবঃ ॥ ৩৬ ॥

(প্রবিশ্য)

মন্দারিকা—কলহংস কলহংস, চোর চোর, পআনুসারেণ লদ্ধোসি। (সলজ্জম্) কহং দেবি মহানুহাবা এত্থ এব্ব। (উপসৃত্য) পণমামি। (কলহংস কলহংস, চোর চোর, পদানুসারেণ লব্ধোঽসি। কথং তাবপি মহানুভাবাবত্রৈব প্রণমামি।)

উভৌ—মন্দারিকে, ইত আগম্যতাম্।

মন্দারিকা—কলহংসক, উবনেহি চিত্তফলঅং। (কলহংসক, উপনয় চিত্রফলকম্।)

কলহংসঃ—গিণ্হ ইমং। গৃহাণেদম্)

মন্দারিকা—কেন কিংনিমিত্তং বা এত্থ মালদী অহিলিহিদা। (কেন কিংনিমিত্তং বাঽত্র মালত্যভিলিখিতা।)

কলহংসঃ—জো এব্ব জংনিমিত্তং মালদীএ। (য এব যন্নিমিত্তং মালত্যা।)

মন্দারিকা—(সহর্ষম্) দিঠ্ঠিআ উবদংসিদফলং বিণ্ণানং পআবইনো। (দিষ্ট্যা উপদর্শিত-ফলং বিজ্ঞানং প্রজাপতেঃ।)

মকরন্দঃ—সখি মন্দারিকে, যদত্র বস্তুন্যেষ তে বল্লভঃ কথয়তি, অপি তত্তথা।

মন্দারিকা—মহাভাঅ, তত্তহা। (মহাভাগ, তত্তথা।)

মকরন্দঃ—ক্ব পুনর্মালতী মাধবং প্রাগ্‌দৃষ্টবতী।

মন্দারিকা—লবঙ্গিআ ভণাদি বাদাঅনগদেত্তি। (লবঙ্গিকা ভণতি বাতায়নগতেতি।)

মকরন্দঃ—নন্দমাত্যভবনাসন্নরথ্যয়ৈব বহুশঃ। সঞ্চরাবহে। তদুপপন্নমেতৎ।

মন্দারিকা—অণুমন্নাদু মহাভাও। জাব ইদং ভঅবদো দেবস্স মঅণস্স সুচরিঅং পিঅসহীএ লবঙ্গিআএ নিবেদিস্সামি। (অনুমন্যতাং মহাভাগঃ। যাবদিদং ভগবতো দেবস্য মদনস্য সুচরিতং প্রিয়সখ্যৈ লবঙ্গিকায়ৈ নিবেদয়িষ্যামি।)

মকরন্দঃ—প্রাপ্তাবসরমেতদভবত্যাঃ।

(উত্থায় পরিক্রামতঃ)

মকরন্দঃ—বয়স্য মধ্যাহ্নোঽতিবর্ততে। তদেহি। সংস্ত্যানমেব প্রবিশাবঃ।

(উত্থায় পরিক্রামতঃ)

মাধবঃ—এবং হি মন্যে।

ঘর্মাম্ভোবিসরবিবর্তনৈরিদানীং
মুগ্ধাক্ষ্যাঃ পরিজনবারসুন্দরীণাম্।
তৎপ্রাতর্বিহিতবিচিত্রপত্ররেখা-
বৈদগ্ধ্যং জহতি কপোলকুঙ্কুমানি ॥ ৩৭ ॥

অপি চ।

উন্মীলন্মুকুলকরালকুন্দকোশ-প্রচ্যোতদ্ঘনমকরন্দগন্ধবন্ধো।
তামীষৎপ্রচলবিলোচনাং নতাঙ্গীমালিঙ্গন্ পবন মম স্পৃশাঙ্গমঙ্গম্ ॥ ৩৮ ॥

মকরন্দঃ-(স্বগতম্)

অভিহন্তি হন্ত কথমেষ মাধবং সুকুমারকায়মনবগ্রহঃ স্মরঃ।
অচিরেণ বৈকৃতবিবর্তদারুণঃ কলভং কঠোর ইব কূটপাকলঃ ॥ ৩৯ ॥

তদত্রভবতী কামন্দকী নঃ শরণম্।

মাধবঃ—(স্বগতম্)

পশ্যামি তামিব ইতঃ পুরতশ্চ পশ্চা-
দন্তর্বহিঃ পরিত এব বিবর্তমানাম্।
উদ্বুদ্ধমুগ্ধকনকাব্জনিভং বহন্তী-
মাসক্তিতির্যগপবর্তিতদৃষ্টিবক্ত্রম্ ॥ ৪০ ॥

(প্রকাশম্) বয়স্য, মম হি সম্প্রতি

প্রসরতি পরিমাথী কোঽপ্যয়ং দেহদাহ-
স্তিরয়তি করণানাং গ্রাহকত্বং প্রমোহঃ।
রণরণকবিবৃদ্ধিং বিভ্রদাবর্তমানং
জ্বলতি হৃদয়মন্তস্তন্ময়ত্বং চ ধত্তে ॥ ৪১ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(তত প্রবিশতশ্চেটৌ)

একা- হলা, সংগীতসালাপরিসরে অবলোইঅ-দুঈআ ভঅবদী কামন্দঈ কিং বি মন্তঅন্তী আসী। (সখি, সংগীতশালাপরিসরেঽবলোকিতাদ্বিতীয়া ভগবতী কামন্দকী কিমপি মন্ত্রয়ন্ত্যাসীৎ।)

দ্বিতীয়া—সহি, তেণ কিল মাহবপ্পিঅবঅস্সেণ মঅরন্দেণ সঅলো মঅণুজ্জাণউত্তন্তো ভঅবদিএ ণিবেদিদো। তদো ভট্টিদারিঅং দটুকামাএ পউত্তিণিমিত্তং অবলোইদা অনুম্পসিদা। মএ বি তাএ কহিদং জহ লবঙ্গিআদুঈআ বিবিত্তে ভট্টিদারিআ বট্টদিত্তি। (সখি, তেন কিল মাধবপ্রিয়বয়স্যেন মকরন্দেন সকলো মদনোদ্যান-

বৃত্তান্তো ভগবত্যৈ নিবেদিতঃ। ততো ভর্তৃদারিকাং দ্রষ্টুকাময়া প্রবৃত্তিনিমিত্তম-বলোকিতানুপ্রেষিতা। ময়াঽপি তস্যৈ কথিতং যথা লবঙ্গিকাদ্বিতীয়া বিবিক্তে ভর্তৃদারিকা বর্ততে ইতি।)

প্রথমা—সহি, লবঙ্গিআ ক্খু কেসরকুসুমাইং অবইণুম্মি ত্তি গআ মঅণুজ্জাণং কিং সংপদং নিউত্তা। (সখি, লবঙ্গিকা খলু কেসরকুসুমান্যবচিনোমীতি গতা মদনোদ্যানং কিং সাম্প্রতং নিবৃত্তা।)

দ্বিতীয়া—অহ ইং। তং ক্খু আপতন্তীং এব্ব হত্থে ঘেত্তুণ অপরিঅণা ভট্টিদারিআ উপরি-অলিন্দং সমারূঢ়া। (অথ কিম্। তাং খল্বাপতন্তীমেব হস্তে গৃহীত্বাঽপরিজনা ভর্তৃদারিকোপর্যলিন্দং সমারূঢ়া।)

প্রথমা—ণূণং তস্স মহাণুহাবস্স সংকহাএ অত্তাণং বিনোদেহ। (নূনং তস্য মহানুভাবস্য সংকথয়াত্মানং বিনোদয়তি।)

দ্বিতীয়া—(নিঃশ্বস্য) কুদো কখু সে আস্সাসো। এ দিণা অজ্জ সবিসেসদংসণেণ অদি-ভূমিং ক্খু তাএ অহিণিবেসো গমিস্সদি। অন্নং অ। কলে এব্ব ণন্দণস্স কারণাদো মহারাও ভট্টিদারিঅং পত্থঅন্তো অমচ্চেণ বিন্নত্তো। (কুতঃ খল্বস্যা আশ্বাসঃ। এতেনাদ্য স বিশেষদর্শনেনাতিভূমিং খলু তস্যা অভিনিবেশো গমিষ্যতি। অন্যচ্চ। কল্য এব নন্দনস্য কারণান্মহারাজো ভর্তৃদারিকাং প্রার্থয়মানোঽমাত্যেন বিজ্ঞপ্তঃ।)

প্রথমা—কিং ত্তি। (কিমিতি)

দ্বিতীয়া—পহবহ ণিঅস্স কন্নআজনস্স মহারাও ত্তি। অদো আমরণং ক্খু মালদীএ হিঅসল্লং মাহবাণুবাও ত্তি তক্কেমি। (প্রভবতি নিজস্য কন্যাকাজনস্য মহারাজ ইতি। অত আমরণং খলু মালত্যা হৃদয়শল্যং মাধবানুরাগ ইতি তর্কয়ামি।)

প্রথমা—অবি ণাম ভঅবদী এত্থ কিং বি ভঅবদিত্তণং দংসইস্সদি। (অপি নাম ভগবত্যত্র কিমপি ভগবতীত্বং দর্শয়িষ্যতি।)

দ্বিতীয়া—অই অসংবন্ধমণোরহে, এহি। (অয়ি অসংবন্ধমনোরথে, এহি)

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশত্যুপবিষ্টা সোৎকণ্ঠা মালতী লবঙ্গিকা চ।)

মালতী—সহি, তদো তদো। (সখি, ততস্ততঃ)

লবঙ্গিকা—তদো তেণ মহাণুহাবেণ উবণীদা ইঅং বউলমালা। (ততস্তেন মহানুভাবেনো-পনীতেয়ং বকুলমালা।) (ইত্যর্পয়তি)

মালতী—(মালাং গৃহীত্বা সহর্ষং নির্বর্ণ্য) সহি, এক্কপাসবিসমপডিবন্ধা ইঅং বিরঅণা। (সখি, একপার্শ্ববিষমপ্রতিবন্ধেয়ং বিরচনা।)

লবঙ্গিকা—এত্থ অরমণিজ্জত্তণে তুমং এব্বং অবরন্ধাসি। (অত্রারমণীয়ত্বে ত্বমেবাপরাদ্ধাসি)

মালতী—কহং বিঅ। (কথমিব)

লবঙ্গিকা—জেণ সো দুব্বাসামলঙ্গো তহা বিহত্থীকিদো। (যেন স দূর্বাশ্যামলাঙ্গস্তথা বিহস্তীকৃতঃ)

মালতী—সহি লবঙ্গিএ, সব্বহা আসাসণসীলাসি। (সখি লবঙ্গিকে, সর্বথাশ্বাসনশীলাসি)

লবঙ্গিকা—সহি, এত্থ কা আসাসণসীলদা। ণং ভণামি। সো বি পিঅসহীএ মন্দমারুঅক্ক-

অলিঅংপফুল্লপুংডরীঅবিব্ভমেহিং পঢ়মারংধবউলাবলীবিরঅণাবদেসসংঅমণবলা-মোডিঅবিথরংতেহিং লোঅণেহিং বিঅম্ভমাণবিম্হঅত্থিমিদদীহপরংতপরিঅংতণা-বিলাসুল্লসিঅভুলদাবিহাবিদাণঙ্গসরসংরম্ভবিব্ভমবিঅড্ঢং ওলোঅংতো পচ্চক্খী-কিদো এব্ব। (সখি, অত্র কাম্বাসনশীলতা। ননু ভণামি। সোঽপি প্রিয়সখ্যা মন্দমারুতপ্রচলিতপ্রফুল্লপুংডরীকবিভ্রমাভ্যাং প্রথমারব্ধবকুলাবলীবিরচনাপদেশ-সংযমনবলাৎকারবিস্তৃতাভ্যাং লোচনাভ্যাং বিজৃম্ভমাণবিস্ময়স্তিমিতদীর্ঘপর্যন্ত-পরিষ্বণাবিলাসোল্লসিতভ্রূলতাবিভাবিতানঙ্গশরসংরম্ভবিভ্রমবিদগ্ধমবলোকয়ন্ প্রত্যক্ষীকৃত এব)

মালতী—(লবঙ্গিকাং পরিষ্বজ্য) আম পিঅসহি, কিং দাব তস্স সাহাবিআ এব্ব তে মুহুত্তসংণিহাইণো জণস্স বিপ্পলম্ভইত্তআ বিলাসা, আদু পিঅসহী জহা সংভাবেদি। (আম্ প্রিয়সখি, কিং তাবত্তস্য স্বাভাবিকা এব তে মুহূর্তসন্নিধায়িনো জনস্য বিপ্রলম্ভয়িতৃকা বিলাসাঃ, আহোস্বিৎ প্রিয়সখী যথা সম্ভাবয়তি)

লবঙ্গিকা—(বিহস্য সাসূয়মিব) তুমং বি সহাবেণ এব্ব তস্সিং অবসরে অসংগীদঅং ণত্তিদাসি। (ত্বমপি স্বভাবেনৈব তস্মিন্নবসরেঽসংগীতকং নর্তিতাসি)

মালতী—(সলজ্জং বিহস্য) হুং, তদো তদো। (হুং, ততস্ততঃ)

লবঙ্গিকা—তদো পডিণিউত্তমাণজত্তাজণসংকুলেণ অংতরিদে তস্সিং মন্দারিআঘরং উবগদম্হি। তাত্র চিত্তফলঅং পহাদে হত্থীকিদং আসী। (ততঃ প্রতিনিবর্তমানযাত্রাজনসংকুলে-নান্তরিতে তস্মিন্ মন্দারিকাগৃহমুপগতাস্মি। তস্যাশ্চিত্রফলকং প্রভাতে হস্তীকৃত-মাসীৎ)

মালতী—কিং ণিমিত্তং। (কিংনিমিত্তম্)

লবঙ্গিকা—তং ক্খু মাহবাণুঅরো কলহংসও কামেদি। সা তস্স দংসইস্সদিত্তি। তদো পিঅণিবেদিআ মন্দারিআ সংবুত্তা। (তাং খলু মাধবানুচরঃ কলহংসকঃ কাময়তে। সা তস্য দর্শয়িষ্যতীতি। ততঃ প্রিয়নিবেদিকা মন্দারিকা সংবৃত্তা)

মালতী—(স্বগতম্। সানন্দম্) ণূণং তেণ বি কলহংসএণ এদং পডিচ্ছন্দঅং অত্তণো পহুণো দংসিদং হবিস্সদি। (প্রকাশম্ সহি, কিং দাণীং দে পিঅং। (নূনং তেনাপি কলহংসকেনৈতৎপ্রতিচ্ছন্দকমাত্মনঃ প্রভোর্দশিতং ভবিষ্যতি। সখি, কিমিদানীং তে প্রিয়ম্)

লবঙ্গিকা—এদং কখু সংদাবিদস্স তুহ সংদাবআরিণো দুল্লহমণোরহাবেসদুসহাআসদজ্জন্ত-চিত্তস্স খণমেত্তণিব্বাবইত্তঅং তুহ পডিচ্ছন্দঅং। (এতৎ খলু সন্তাপিতস্য তব সন্তাপকারিণো দুর্লভমনোরথাবেশদুঃসহায়াসদহ্যমানচিত্তস্য ক্ষণমাত্রনির্বাপয়িতৃকং তব প্রতিচ্ছন্দকম্।) (ইতি চিত্রং দর্শয়তি)

মালতী—(সহর্ষোচ্ছ্বাসং চিত্রং নির্বর্ণ্য) অম্হো, দাণীং বি হিঅঅস্স মে অণাসাসো। জেণ এদং বি আসাসণং বিপ্পলম্ভো ত্তি সংভাবীঅদি কহং অক্খরাইং পি। ('জগতি জয়িনঃ' ইত্যাদি পঠতি। সানন্দম্) মহাভাঅ, সরিসং কখু দে ণিম্মাণস্স বঅণম-হুরদাত্র। দংসণং উণ তক্কালমণোহারি পরিণামদীহসংদাবদারুণং অ। ধন্নাও কখু তাও ইত্থিআও জাও তুমং ণ পেক্খন্দি। পেক্খিঅ অত্তণো হিঅঅস্স বা পহবন্দি। (অহো, ইদানীমপি হৃদয়স্য মেঽনাশ্বাসঃ। যেনেদমপ্যাশ্বাসনং বিপ্রলম্ভ ইতি সম্ভাব্যতে কথমক্ষরাণ্যপি। মহাভাগ, সদৃশং খলু তে নির্মাণস্য বচনমধুরতয়া।

দর্শনং পুনস্তৎকালমনোহরং পরিণামদীর্ঘসন্তাপদারুণং চ। ধন্যাঃ খলু তাঃ স্ত্রিয়ো যাস্ত্বাং ন প্রেক্ষন্তে। প্রেক্ষ্যাত্মনো হৃদয়স্য বা প্রভবন্তি।)

লবঙ্গিকা–সহি, এবং বিণত্থি দে আসাসো। (সখি, এবমপি নাস্তি তে আশ্বাসঃ।)

মালতী–কহং বিঅ। (কথমিব)

লবঙ্গিকা–জস্স কারণাদো তুমং উক্খণ্ডিপবন্ধণং কঙ্কেলিপল্লবং বিঅ হিঅঅং ধারেন্দী কিলন্দণোমালিআকুসুমণীসহা কুসুমাউহেণ পডিহিজ্জসি, সো বি জাণাবিদো ভঅবদা মম্মহেণ সংদাবস্স দুরহত্তণম্। (যস্য কারণাত্ত্বমুৎখণ্ডিতবন্ধনং কঙ্কেল্লিপল্লবমিব হৃদয়ং ধারয়ন্তী ক্লাম্যন্নবমালিকাকুসুমনিঃসহা কুসুমায়ুধেন পরিহীয়সে, সোঽপি জ্ঞাপিতোভগবতা মন্মথেন সন্তাপস্য দুঃসহত্বম্।)

মালতী–সহি, কুসলং দাণীং তস্স মহাপহাবস্স হোদু। মহ উণ সুদুল্লহো আসাসো। (সখি, কুশলমিদানীং তস্য মহাপ্রভাবস্য ভবতু। মম পুনঃ সুদুর্লভ আশ্বাসঃ।) (সাস্রম্। সংস্কৃতমাশ্রিত্য।)

মনোরোগস্তীব্রো বিষমিব বিসর্পন্নবিরতং
প্রমাথী নির্ধূমো জ্বলতি বিধুতঃ পাবক ইব।
হিনস্তি প্রত্যঙ্গং জ্বর ইব গরীয়ানিত ইতো
ন মাং ত্রাতুং তাতঃ প্রভবতি ন চাম্বা ন ভবতী॥ ১॥

লবঙ্গিকা–এবং এদং। পচ্চক্খসোক্খদাইণো পরোক্খদুক্খদুসহা সজ্জণসমাঅমা হোন্দি। অবি অ পিঅসহি, জস্স বাদাঅণন্দরমুহুত্তদংসণেন বি সুসমিদ্ধহুদবহা-অন্তগুমচন্দোদয়া ণিক্করুণকামব্বাবারসংসইদজীবিদা দে সরীরাবত্থা, তস্স এব্ব সংপদং সবিসেসদংণাদো অধ সংতপ্পসি ত্তি কিং এত্থ পিঅসহি, সলাহণিজ্জং দুল্লহমণোরহফলং জীঅলোঅস্স জং গুরু আণুরাঅসরিসো মহাভাঅবল্লহসমা-অমো ত্তি এত্তিঅং জানীমো। (এবমেতৎ। প্রত্যক্ষসৌখ্যদায়িনঃ পরোক্ষদুঃখ-দুঃসহাঃ সজ্জনসমাগমা ভবন্তি। অপি চ প্রিয়সখি, যস্য বাতায়নান্তরমুহূর্ত-দর্শনেনাপি সুখমিদ্ধহুতবহায়মানপূর্ণচন্দ্রোদয়া নিষ্করুণকামব্যাপারসংশয়ি-তজীবিতা তে শরীরাবস্থা, তস্যৈব সাম্প্রতং সবিশেষদর্শনাদদ্য সন্তপ্যস ইতি কিমত্র ভণিতব্যম্। তদত্র প্রিয়সখি, শ্লাঘনীয়ং দুলভমনোরথফলং জীবলোকস্য যদ্গুরুকানুরাগসদৃশো মহাভাগবল্লভসমাগম ইত্যেতাবজ্জানীমঃ।)

মালতী–সহি, দইদমলিদীজীবিদে, সাহসোবন্নাসিণি, অবেহি। (সাস্রম্ । অহবা, অহং এব্ব বারংবারং বিলোঅঅন্তী পলাঅং পডিট্ঠাবিদধীরত্থণাবট্টম্ভেণ অত্তণো হিঅএণ দূরং বিলীঅন্তলজ্জত্তেণ দুব্বিণঅলহুআ এত্থ অবরদ্ধম্হি। তহাবি পিঅসহি। (সখি, দয়িতমালতীজীবিতে, সাহসোপন্যাসিনি, অপেহি। অথবা। অহমেব বারংবারং বিলোকয়ন্তী পলায়মানপ্রতিষ্ঠাপিতধীরত্বাবষ্টম্ভেনাত্মনো হৃদয়েন দূরং বিলীয়মানলজ্জত্বেন দুর্বিনয়লঘুব্যত্রাপয়াধ্যামি। তথাপি প্রিয়সখি।)

জ্বলতু গমনে রাত্রৌ রাত্রাবখণ্ডকলঃ শশী
দহতু মদনঃ কিংবা মৃত্যোঃ পরেণ বিধাস্যতঃ।
মম তু দয়িতঃ শ্লাঘ্যস্তাতো জনন্যমলান্বয়া
কুলমমলিনং ন ত্বেবায়ং জনো ন চ জীবিতম্॥ ২॥

লবঙ্গিকা—(স্বগতম্)। এথ দানীং কো উবাও। (অত্রেদানীং ক উপায়ঃ।)

(নেপথ্যার্ধপ্রবিষ্টা।)

প্রতিহারী—এসা ভপবদী কামন্দঈ। (এষা ভগবতী কামন্দকী।)

উভে—কিং ভঅবঈ। (কিং ভগবতী।)

প্রতিহারী—ভট্টিদারিঅং দট্‌ঠুআমা আঅদা। (ভর্তৃদারিকাং দ্রষ্টুকামাগতা।)

উভে—তদো কিং বিলম্বীঅদি। (ততঃ কিং বিলম্ব্যতে।)

(নিষ্ক্রান্তা প্রতিহারী। মালতী চিত্রং ছাদয়তি।)

লবঙ্গিকা—(স্বগতম্।) সুসমাহিদং ক্খু জাদম্। (সুসমাহিতং খলু জাতম্।)

(ততঃ প্রবিশতি কামন্দক্যবলোকিতা চ।)

কামন্দকী—সাধু সখে ভূরিবসো, সাধু। প্রভবতি নিজস্য কন্যকাজনস্য দেব ইত্যুভয়লোকাবিরুদ্ধমুত্তরমুপন্যস্তম্। অপি চ। অদ্য মন্মথোদ্যানবৃত্তান্তেন ভগবতী বিধেরপ্যনুকুলতামবগচ্ছামি। বকুলাবলীচিত্রফলকব্যতিকরস্তু কমপ্যদ্ভুততমং প্রমোদমুল্লাসয়তি। ইতরেতরানুরাগো হি বিবাহকর্মণি পরার্ধ্যং মঙ্গলম্। গীতশ্চায়মর্থোঽঙ্গিরসা যস্যাং মনশ্চক্ষুষোর্নিবন্ধস্তস্যামৃদ্ধিরিতি।

অবলোকিতা—এসা মালদী। (এষা মালতী।)

কামন্দকী—(নিবর্ণ্য।)

নিকামং ক্ষামাঙ্গী সরসকদলীগর্ভসুভগা
কলাশেষা মূর্তিঃ শশিন ইব নেত্রোৎসবকরী।
অবস্থামাপন্না মদনদহনোদ্দাহবিধুরা-
মিয়ং নঃ কল্যাণী রময়তি মনঃ কম্পয়তি চ॥ ৩॥

অপিচ।

পরিপাণ্ডুপাংসুলকপোলমাননং
দধতী মনোহরতরত্বমাগতা।
রমণীয়জন্মনি জনে পরিভ্রম-
ল্লুলিতো বিধির্বিজয়তে হি মান্মথঃ॥ ৪॥

নিয়তমনয়া সংকল্পনির্মিতঃ প্রিয়সমাগমোঽনুভূয়তে। তথা হ্যস্যাঃ

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসনমধরস্পন্দনং দোর্বিষাদঃ
স্বেদশ্চক্ষুর্মসৃণমুকুলাকেকরস্নিগ্ধমুগ্ধম্।
গাত্রস্তম্ভঃ স্তনমুকুলয়োরুৎপ্রবন্ধঃ প্রকম্পো
গণ্ডাভোগে পুলকপটলং মূর্ছনা চেতনা চ॥ ৫॥

(উপসর্পতি।)

(লবঙ্গিকা মালতীং চালয়তি। উভে উত্তিষ্ঠতঃ।)

মালতী—ভঅবদি, বন্দামি। (ভগবতি, বন্দে।)

কামন্দকী—মহাভাগধেয়জন্মতায়াঃ ফলস্য ভাজনং ভূয়াঃ।

লবঙ্গিকা—ভঅবদি, এদং পবিত্তং আসণম্। (ভগবতি, এতৎ পবিত্রমাসনম্।)

(সর্বা উপবিশন্তি।)

মালতী—কুসলং ভঅবদীএ। (কুশলং ভগবত্যাঃ।)

কামন্দকী—(নিঃশ্বস্য।) কুশলমিব।

লবঙ্গিকা–(স্বগতম্ ।) পত্থাবনা কখু এসা কবডণাডঅস্য । (প্রকাশম্ ।) গুরুঅবাহ-ভরখন্তমন্থুরিদকণ্টপ্পডিলগ্গণিগ্গমং অন্নারিএং বিঅ অজ্জ অবদীএ বঅণম্ । তা কিং দাণীং উব্বেঅকারণং হরিস্সদি । (প্রস্তাবনা খল্বেষা কপটনাটকস্য । গুরুকবাষ্পভরস্তম্ভমন্থুরিতকণ্ঠপ্রতিলগ্ননির্গমমন্যাদৃশমিবাদ্য ভগবত্যা বচনম্ । তৎকিমিদানীমুদ্বেগকারণং ভবিষ্যতি ।)

কামন্দকী–নন্বয়মেব চীরচীবরবিরুদ্ধঃ পরিচয়ঃ ।

লবঙ্গিকা–কহং বিঅ । (কথমিব ।)

কামন্দকী–অয়ি, ত্বমপি কিং ন জানীষে ।

ইদমিহ মদনস্য জৈত্রমস্ত্রঃ সহজবিলাসনিবন্ধনং শরীরম্ ।

অনুচিতবরসংপ্রদানশোচ্যং বিফলগুণাতিশয়ং ভবিষ্যতীতি ॥ ৬ ॥

(মালতী বৈচিত্র্যং নাটয়তি ।)

লবঙ্গিকা–অত্থি এদং জং নরেন্দবঅণানুরোহেণ ণন্দণস্স পণ্ডিবন্না মালদিত্তি সঅলো অমচ্চং জুউচ্ছই । (অস্ত্যেতদ্যন্নরেন্দ্রবচনানুরোধেন নন্দনস্য প্রতিপন্না মালতীতি সকলো জনোঽমাত্যং জুগুপ্সতে ।)

মালতী–(স্বগতম্ ।) কহং উবহারীকিদম্হি রাইণো তাদেণ । (কথমুপহারীকৃতাস্মি রাজ্ঞস্তাতেন ।)

কামন্দকী–আশ্চর্যম্ ।

গুণাপেক্ষাশূন্যং কথমিদমুপক্রান্তমথবা

কুতোঽপত্যস্নেহঃ কুটিলনয়নিষ্ণাতমনসাম্ ।

ইদং তৈদম্পর্যং যদুত নৃপতের্নর্মসচিবঃ

সুতাদানান্মিত্রং ভবতু স ভবান্নন্দন ইতি ॥ ৭ ॥

মালতী–(স্বগতম্)। রাআরাহণং কখু তাদস্স গুরুঅং, ণউণ মালদী ।

(রাজারাধনং খলু তাতস্য গুরুকম্, ন পুনর্মালতী ।)

লবঙ্গিকা–জাহা ভঅবদী আণবেদি তং তহ জেব্ব । অন্নহা তস্সিং বরে দুদংসণে অদিক্কন্দজোব্বণে কিং তিণ বিআরিদং অমচেণ । (যথা ভগবত্যাজ্ঞাপয়তি তত্তথৈব । অন্যথা তস্মিন্বরে দুর্দর্শনেঽতিক্রান্তযৌবনে কিমিতি ন বিচারিতমমাত্যেন ।)

মালতী–(স্বগতম্ ।) হা, হদম্হি সমুপত্থিদাণত্থবজ্জপডণা মন্দভাইণী ।

(হা, হতাস্মি সমুপস্থিতানর্থবজ্রপতনা মন্দভাগিনী ।)

লবঙ্গিকা–তা পসীদ । ভঅবদি, পরিত্তাহি এত্তো জীবন্দমরণাদো পিঅসহিং । তুহ-বি এসা দুহিদা জেব্ব । (তৎপ্রসীদ । ভগবতি, পরিত্রায়স্বাস্মাজ্জীবন্মরণাৎ প্রিয়সখীম্ । তবাঽপ্যেষা দুহিতৈব ।)

কামন্দকী–অয়ি সরলে, কিমত্র ভগবত্যা শক্যম্ । প্রভবতি প্রায়ঃ কুমারীণাং জনয়িতা দৈবং চ । যচ্চ কিল কৌশিকী শকুন্তলা দুষ্যন্তমপ্সরাঃ পুরূরবসং চকম উর্বশীত্যাখ্যানবিদ আচক্ষতে, বাসবদত্তা চ পিত্রা সঞ্জয়ায় রাজ্ঞে দত্তমাত্মানমুদয়নায় প্রাযচ্ছদিত্যাদি, তদপি সাহসকল্পমিত্যনুপদেষ্টব্যমেব । সর্বথা

রাজ্ঞঃ প্রিয়ায় সুহৃদে সচিবায় কার্যা-

দ্দত্ত্বাত্মজাং ভবতু নির্বৃতিমানমাত্যঃ ।

দ্দর্শনেন ঘটতামিয়মপ্যনেন
ধূমগ্রহেণ বিমলা শশিনঃ কলেব ॥ ৮ ॥

মালতী–(স্বগতম্ ।) হা তাদ, তুমং বি মম ণাম এব্বং ত্তি জিদং ভোগতিন্হাএ। (হা তাত, ত্বমপি মম নামৈবমিতি জিতং ভোগতৃষ্ণয়া ।)

অবলোকিতা–চিরাইদং ভঅবদীএ। ণং ভণামি অস্সত্থচিত্তো মহাভাও মাহবো ত্তি। (চিরায়িতং ভগবত্যা । ননু ভণাম্যস্বস্থচিত্তো মহাভাগো মাধব ইতি ।)

কামন্দকী–ইদং গম্যতে । বৎসে, অনুজানীহি মাম্ ।

লবঙ্গিকা–(জনান্তিকম্ ।) সহি মালদি, সংপদং ভঅবদীএ সআসাদো তস্স মহাণুহাবস্স উগ্গমং জাণীমো। (সখি মালতি, সাম্প্রতং ভগবত্যাঃ সকাশাত্তস্য মহানুভাবস্যোদ্গমং জানীমঃ ।)

মালতী–(জনান্তিকম্ ।) অত্থি মে কোটূহলম্ । (অস্তি মে কৌতূহলম্ ।)

লবঙ্গিকা–(প্রকাশম্ ।) কো এসো মাহবো ণাম, জস্সিং ভঅবদী এব্বং সিণেহগরুঅং অত্তাণং ধারেদি । (ক এষ মাধবো নাম, যস্মিন্ ভগবত্যেবং স্নেহগুরুমাত্মানং ধারয়তি ।)

কামন্দকী–অপ্রস্তাবিনী মহত্যেষা কথা ।

লবঙ্গিকা–তহ বি আঅক্খিঅ ভঅবদী পসাদং করেদু । (তথাপ্যাখ্যায় ভগবতী প্রসাদং করোতু ।)

কামন্দকী–শ্রূয়তাম্ । অস্তি বিদর্ভরাজস্যামাত্যঃ সমগ্রপুরুষপ্রকাণ্ডচক্রচূড়ামণির্দেবরাতো নাম। যমশেষভুবনমহনীয়পুণ্যমহিমানমাত্মনঃ সাতীর্থ্যাং পিতেব তে জানাতি যোঽসৌ যাদৃশশ্চেতি । অপি চ–

ব্যতিকরিতদিগন্তাঃ শ্বেতমানৈর্যশোভিঃ
সুকৃতবিলসিতানাং স্থানমূর্জস্বলানাম্ ।
অগণিতমহিমানঃ কেতনং মঙ্গলানাং
কথমিব ভুবনেঽস্মিংস্তাদৃশাঃ সম্ভবন্তি ॥ ৯ ॥

মালতী–(সহর্ষম্) সহি, তং ক্খু ভঅবদীএ গহিদণামহেঅং সব্বহা তদো সুমরেদি । (সখি, তং খলু ভগবত্যা গৃহীতনামধেয়ং সর্বথা তাতঃ স্মরতি ।)

লবঙ্গিকা–সহি, সমং কিল ভঅবদীএ গরুসআসাদো বিজ্জাহিগমো কিদো ত্তি তক্কালবেদিণো মন্তঅন্দি । (সখি, সমং কিল ভগবত্যা গুরুসকাশাদ্বিদ্যাধিগমঃ কৃত ইতি তৎকালবেদিনো মন্ত্রয়ন্তে ।)

কামন্দকী– তত উদয়গিরেরিবৈক এষ স্ফুরিতগুণদ্যুতিসুন্দরঃ কলাবান্ ।
ইহ জগতি মহোৎসবস্য হেতুর্নয়নবতামুদিয়ায় বালচন্দ্রঃ ॥ ১০ ॥

লবঙ্গিকা–(অপবার্য ।) অবি ণাম মাহবো হবে । (অপি নাম মাধবো ভবেৎ ।)

কামন্দকী– অসৌ বিদ্যাশালী শিশুরপি বিনির্গত্য ভবনা-
দিহায়াতঃ সম্প্রত্যবিকলশরচ্চন্দ্রবদনঃ ।
যদালোকস্থানে ভবতি পুরমুন্মাদতরলৈঃ
কটাক্ষৈর্নারীণাং কুবলয়িতবাতায়নমিব ॥ ১১ ॥

তদত্র চ বালসুহৃদা মকরন্দেন সহ বিদ্যামান্বীক্ষিকীমধীতে । স এব মাধবো নাম ।

মালতী–(সানন্দং জনান্তিকম্ ।) সহি লবঙ্গিএ, সুদং মহাউলপ্পসূদো মহাভাও ত্তি ।

(সখি লবঙ্গিকে, শ্রুতং মহাকুলপ্রসূতো মহাভাগ ইতি ।)

লবঙ্গিকা–(জনান্তিকম্ । সহি, কুদো বা মহোদহিং বজ্জিঅ পারিজাঅস্স জগমো ।

(সখি, কুতো বা মহোদধীং বর্জয়িত্বা পারিজাতস্যোদ্গমঃ ।)

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনিঃ)

কামন্দকী–অহো কালাতিপাতঃ । সম্প্রতি হি–

ক্ষিপন্নিদ্রামুদ্রাং মদনকলহচ্ছেদসুভগা-
মুপাত্তোৎকম্পানাং বিহগমিথুনানাং প্রথমতঃ ।
দধানঃ সৌধানামলঘুষু নিকুঞ্জেষু ঘনতা-
মসৌ সন্ধ্যাশঙ্খধ্বনিরনিভৃতঃ খে বিচরতি ॥ ১২ ॥

বৎসে, সুখং স্থীয়তাম্ । (ইত্যুত্তিষ্ঠতি ।)

মালতী–(অপবার্য ।) কহং উপহারীকিদম্হি রাজ্জণো তাদেণ । রাআরাহণং কখু তাদস্স গুরুঅং, ণউণ মালদী । (সাস্রম্ ।) হা তাদ, তুমং বি মহ ণাম এব্বং তি সব্বহা জিদং ভোঅতিন্হাএ । (সানন্দম্ ।) কহং মহাউলপ্পসূদো সো মহাভাও । সুট্ঠু ভণিদং পিঅসহীএ কুদো বা মহোঅহিং বজ্জিঅ পারিজাদস্স উপ্পমো ত্তি । অবি ণাম তং উণো বি পেক্খিস্সং । (কথমুপহারীকৃতাস্মি রাজ্ঞস্তাতেন । রাজারাধনং খলু তাতস্য গুরুকম্, ন পুনর্মালতী । হা তাত, ত্বমপি মম নামৈবমিতি সর্বথা জিতং ভোগতৃষ্ণয়া । কথং মহাকুলপ্রসূতঃ স মহাভাগঃ । সুষ্ঠু ভণিতং প্রিয়সখ্যা কুতো বা মহোদধিং বর্জয়িত্বা পারিজাতস্যোদ্গম ইতি । অপি নাম তং পুনরপি প্রেক্ষিষ্যে ।)

লবঙ্গিকা–অবলোইদে, ইদো এদিণা সংজবণেণ ওদরম্হ । (অবলোকিতে, ইত এতেন সংজবনেনাবতরাবঃ ।)

কামন্দকী–(অপবার্য ।) অবলোকিতে, সাধু সম্প্রতি ময়া তটস্থয়ৈব মালতীং প্রতি নিসৃষ্টার্থদূত্যস্য লঘূকৃতো ভারঃ । কুতঃ–

বরেঽন্যস্মিন্দোষঃ পিতুরি বিচিকিৎসা চ জনিতা
পুরাবৃত্তোদ্গারৈরপি চ কথিতা কার্যপদবী ।
স্তুতং মহাভাগ্যং যদভিজনতো যচ্চ গুণতঃ
প্রসঙ্গনাদ্বৎসস্যোত্যথ খলু বিধেয়ঃ পরিচয়ঃ ॥ ১৩ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে ।)

॥ ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × তৃতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি বুদ্ধরক্ষিতা ।)

বুদ্ধরক্ষিতা–(পরিক্রম্য আকাশে ।) অবলোইদে, অবি জাণাসি কহিং ভঅবদী । [অবলোকিতে, অপি জানাসি ক্ব ভগবতী ।)

অবলোকিতা–(প্রবিশ্য) বুদ্ধরক্খিদে, কিং পমুদ্ধাসি । জো কোবি কালোঅবদীএ পিণ্ডপারণবেলং বিসজ্জিঅ মালদীং অণুবট্টমাণাএ । (বুদ্ধরক্ষিতে, কিং

প্রস্থিতাসি। যঃ কোঽপি কালো ভগবত্যাঃ পিণ্ডপাতারণবেলাং বিসৃজ্য মালতী-মনুবর্তমানায়াঃ।)

বুদ্ধরক্ষিতা—হুং। তুভং উণ কহিং পত্থিদাসি। (হুং, ত্বং পুনঃ ক্ব প্রস্থিতাসি।)

অবলোকিতা—অহং কখু ভঅবদীএ মাধবসআসং অণুপেসিদা। সংদিঠ্ঠং অ তস্স সংকরউরসংবন্ধি কুসুমাঅরুজ্জাণং গদুঅ কুঞ্জাণিউঞ্জপেরন্তরত্তাসোঅগহণে চিট্ঠেত্তি। গদো অ তথ মাহবো। (অহং খলু ভগবত্যা মাধবসকাশমনুপ্রেষিতা। সন্দিষ্টং চ তস্য শংকরপুরসম্বন্ধি কুসুমাকরোদ্যানং গত্বা কুঞ্জানিকুঞ্জপর্যন্ত-রক্তাশোকগহনে তিষ্ঠেতি। গতশ্চ তত্র মাধবঃ।)

বুদ্ধরক্ষিতা—অবলোইদে, কিং তি মাহবো তথ অণুপেসিদো। (অবলোকিতে, কিমিতি মাধবস্তত্রানুপ্রেষিতঃ।)

অবলোকিতা—অজ্জ কিসণচউদ্দসিত্তি জণণীএ সমং মালতী সংকরউরং গমিস্সদি। তদো এব্বং কিল সোহগ্গং বড্ঢদি ত্তি দেবদারাহণণিমিত্তং সহত্থকুসুমাবঅং উদ্দিসিঅ লবঙ্গিআদুদীঅং মালদীং তং এব্ব কুসুমাঅরুজ্জাণং আণইস্সদি। তদো অণ্ণোন্নদংসণং হবিস্সদি ত্তি। তুমং উণ কহিং পত্থিদাসি। (অদ্য কৃষ্ণচতুর্দশীতি জনন্যা সমং মালতী শংকরপুরং গমিষ্যতি। তত এবং কিল সৌভাগ্যং বর্ধত ইতি দেবতারাধনিমিত্তং স্বহস্তকুসুমাবচয়মুদ্দিশ্য লবঙ্গিকাদ্বিতীয়াং মালতীং তদেব কুসুমাকরোদ্যানমানেষ্যতি। ততোঽন্যোন্যদর্শনং ভবিষ্যতীতি। ত্বং পুনঃ ক্ব প্রস্থিতাসি।)

বুদ্ধরক্ষিতা—অহং কখু সংকরউরং জেব্ব পত্থিদাএ পিঅসহীএ মদঅন্তিআএ আমন্তিদা। অদো ভঅবদীএ পাদবন্দং কদুঅ তহিং জেব্ব গচ্ছামি। (অহং খলু শংকর-পুরমেব প্রস্থিতয়া প্রিয়সখ্যা মদয়ন্তিকয়া আমন্ত্রিতা। অতো ভগবত্যাঃ পাদবন্দনং কৃত্বা তত্রৈব গচ্ছামি।)

অবলোকিতা—তুমং কখু ভঅবদীএ জস্সিং পওঅণে নিউত্তা তথ জেব্ব গচ্ছামি। (ত্বাং খলু ভগবত্যা যস্মিন্ প্রয়োজনে নিযুক্তা তত্র কো বৃত্তান্তঃ।)

বুদ্ধরক্ষিতা—মএ কখু ভঅবদীএ সমাদেসেণ তাসু তাসু বিস্সম্ভকহাসু ঈরিসী তারিসো ত্তি মঅরন্দস্স উবরি পিঅসহীএ মদঅন্তিআএ পরোক্খাণুরাও তহা দূরং আরোবিদো জহা সে মণোরহো অবি ণাম তং পেক্খামি ত্তি। (ময়া খলু ভগবত্যাঃ সমাদেশেন তাসু তাসু বিস্রম্ভকথাস্বীদৃশস্তাদৃশ ইতি মকরন্দস্যোপরি প্রিয়সখ্যা মদয়ন্তিকায়াঃ পরোক্ষানুরাগস্তথা দূরমারোপিতো যথৈবমস্যা মনোরথোঽপি নাম তং পশ্যামীতি।

অবলোকিতা—সাহু বুদ্ধরক্খিদে, সাহু। এহি গচ্ছম্হ। (সাধু বুদ্ধরক্ষিতে সাধু। এহি গচ্ছাবঃ।)

(ইতি নিষ্ক্রান্তে।)

প্রবেশকঃ

(প্রবিশ্য)

কামন্দকী—

তথা বিনয়নম্রাপি ময়া মালত্যুপায়তঃ।
নীতা কতিপয়াহোভিঃ সখীবিস্রম্ভসেব্যতাম্ ॥ ১ ॥

সম্প্রতি হি

ব্রজতি বিরহে বৈচিত্ত্যং নঃ প্রসীদতি সন্নিধৌ
রহসি রমতে প্রীত্যা বাচং দদাত্যনুবর্ততে।
গমনসময়ে কণ্ঠে নিরুধ্য নিরুধ্য মাং
সপদি শপথৈঃ প্রত্যাবৃত্তিং প্রণম্য চ যাচতে ॥ ২ ॥

ইদং চ তত্র সাধীয়ঃ প্রত্যাশানিবন্ধনম্।

শকুন্তলাদীনিতিহাসবাদান্ প্রস্তাবিতানন্যপরৈর্বচোভিঃ।
শ্রুত্বা মদুৎসঙ্গনিবেশিতাঙ্গী চিরায় চিন্তাস্তিমিতত্বমেতি ॥ ৩ ॥

তদদ্য মাধবসমক্ষমুত্তরমুপক্রমিষ্যামঃ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য।) বৎসে, ইত ইতঃ।

(ততঃ প্রবিশতি মালতী লবঙ্গিকা চ)

মালতী—(স্বগতম্) কহং উবহারীকিদম্হি রাইণো তাদেণ। রাআরাহণং কখু তাদস্স গরুঅং, ন উণ মালদী। (সাস্রম্) হা তাদ, তুমং বি মহ ণাম এব্বং ত্তি সব্বহা জিদং ভোঅতিণ্হাএ। (সানন্দম্) কহং মহাউলপ্পসূদো সো মহাভাও। সুট্ঠু ভণিদং পিঅসহীএ কুদো বা কুদো বা মহোঅহিং বজ্জিঅ পারিজাদস্স উগ্গমো ত্তি। অবি ণাম তং উণো বি পেক্খিস্সং। (কথমুপহারীকৃতাস্মি রাজ্ঞস্তাতেন। রাজারাধনং খলু তাতস্য গুরুকম্, ন পুনর্মালতী। হা তাত, ত্বমপি মম নামৈবমিতি সর্বথা জিতং ভোগতৃষ্ণয়া। কথং মহাকুলপ্রসূতঃ স মহাভাগঃ। সুষ্ঠু ভণিতং প্রিয়সখ্যা কুতো বা মহোদধিং বর্জয়িত্বা পারিজাতস্যোদ্গম ইতি। অপি নাম তং পুনরপি প্রেক্ষিষ্যে।)

লবঙ্গিকা—সহি, এসো কখু মহুরমহুরসান্দমঞ্জরিকবলণকেলিকলকোইলউলকোলাহলউলিদসহআরসিহরুড্ডীণচডুলচঞ্চরীঅণিঅরবইঅরুন্দলিদদলকরালচম্পআহিবাসমণোহরো মরালজহণপরিণাহুব্বহণমন্থরোরুভরবিসংঠুলক্খলিদচলণসংচলণোবণীবসেঅসীঅরস্থহাবিন্দুজ্জলমুদ্ধমুহচন্দচন্দণাঅমাণসীঅলফংসো তুমং পরিস্সঅদি কুসুমাঅরুজ্জাণমারুদো। তা পিঅসহি, ইদো পরিক্কমাবো। (সখি, এষ খলু মধুরমধুরসার্দ্রমঞ্জরীকবলনকেলিকলকোকিলকুলকোলাহলাকুলিতসহকারশিখরোড্ডীনচটুলচঞ্চরীকনিকরব্যতিকরোন্দলিতদলকরালচম্পকাধিবাসমনোহরো মরালজঘনপরিণাহোদ্বহনমন্থরোরুভরবিসংস্থুলস্খলিতচরণসঞ্চরণোপনীতস্বেদশীকরসুধাবিন্দূজ্জ্বলমুগ্ধমুখচন্দ্রচন্দনায়মানশীতলস্পর্শস্ত্বাং পরিষ্বজতি কুসুমাকরোদ্যানমারুতঃ। তৎপ্রিয়সখি, ইতঃ পরিক্রমাবঃ।)

(পরিক্রম্য প্রবিশতঃ)

(ততঃ প্রবিশতি মাধবঃ)

মাধবঃ- হন্ত, পরগতা ভগবতী। ইয়ং হি মম

আবির্ভবন্তী প্রথমং প্রিয়ায়াঃ সোচ্ছ্বাসমন্তঃকরণং করোতি।
নিদাঘসন্তপ্তশিখণ্ডিযূনো বৃষ্টেঃ পুরস্তাদচিরপ্রভেব ॥ ৪ ॥

দিষ্ট্যা লবঙ্গিকাদ্বিতীয়া মালত্যপি।

আশ্চর্যমুৎপলদৃশো বদনামলেন্দুসান্নিধ্যতো মম মুহুর্জড়িমানমেত্য।
জাত্যেন চন্দ্রমণিনেব মহীধরস্য সন্ধার্যতে দ্রবময়ো মনসা বিকারঃ ॥ ৫ ॥

সম্প্রতি রমণীয়তরা মালতী।

জ্বলয়তি মনোভাবাগ্নিং মদয়তি হৃদয়ং কৃতার্থয়তি চক্ষুঃ।
পরিমৃদিতচম্পকাবলীবিলাসলুলিতালসৈরঙ্গৈঃ ॥ ৬ ॥

মালতী-সহি, ইমসিংস কুঞ্জণিউঞ্জে কুসুমাইং অবচিণম্হ। (সখি, অমুষ্মিন্ কুঞ্জনিকুঞ্জে কুসুমান্যবচিনুবঃ।)

মাধবঃ— প্রথমপ্রিয়াবচনসংশ্রবসফুরৎপুলকেন সম্প্রতি ময়াঽবলম্ব্যতে।
ঘনরাজিনুতনপয়ঃসমুক্ষণক্ষণ-বন্ধকুড্মলকদম্বডম্বরঃ ॥ ৭ ॥

লবঙ্গিকা—সহি, এব্বং করেম্হ। (সখি, এবং কুর্বঃ)

(পুষ্পাবচয়ং নাটয়তঃ)

মাধবঃ—অপরিমেয়াশ্চর্যমাচার্যকং ভগবত্যাঃ।

মালতী—সহি, দেণ ইদো বি অবরস্সিং অবচিণম্হ। (সখি, তেনেতোঽপ্যপরস্মিন্নবচিনুবঃ)

কামন্দকী-(মালতীং পরিষ্বজ্য) অয়ি, বিরম বিরম। নিঃসহা জাতাসি।

স্খলয়তি বচনং তে সংশ্রয়ত্যঙ্গমঙ্গং
জনয়তি মুখচন্দ্রোদ্ভাসিনঃ স্বেদবিন্দূন্।
মুকুলয়তি চ নেত্রে সর্বথা সুভ্রু খেদ-
স্ত্বয়ি বিলসতি তুল্যং বল্লভালোকনেন ॥ ৮ ॥

(মালতী লজ্জাং নাটয়তি)

লবঙ্গিকা–সোহণং ভঅবদীএ আণত্তং। (শোভনং ভগবত্যাজ্ঞপ্তম্)

মাধবঃ—হৃদয়ংগমঃ পরিহাসঃ।

কামন্দকী—তদাস্যতাম্। কিঞ্চিদাখ্যেয়মাখ্যাতুকামাস্মি।

(সর্বা উপবিশন্তি)

কামন্দকী-(মালত্যাশ্চিবুকমুন্নময্য) শৃণু চিত্রমিদং সুভগে।

মালতী—অবহিদম্হি। (অবহিতাস্মি)

কামন্দকী–অস্তি তাবদেকদা প্রসঙ্গতঃ কথিত এব ময়া মাধবাভিধানঃ কুমারঃ, যস্ত্বমিব মামকীনস্য মনসো দ্বিতীয়ং বন্ধনম্।

লবঙ্গিকা—সুমরামো। (স্মরামঃ)

কামন্দকী—স খলু মদনোদ্যানযাত্রাদিবসাৎ প্রভৃতি দুর্মনায়মানঃ পরবানিব শরীরোপতাপেন। তথাহি—

যদিন্দাবানন্দং প্রণয়িনি জনে বা ন ভজতে
ব্যনক্ত্যন্তস্তাপং তদয়মতিধীরোঽপি বিষমম্।
প্রিয়ঙ্গুশ্যামাঙ্গপ্রকৃতিরপি চাপাণ্ডু মধুরং
বপুঃ ক্ষামং ক্ষামং বহতি রমণীয়শ্চ ভবতি ॥ ৯ ॥

লবঙ্গিকা-এদং বি তস্সিং অবসরে ভঅবদিং তুবরাঅন্তীএ অবলোইদাএ উদীরিদং আসি। জহ অসংধসরীরো মাহবো ত্তি। (এতদপি তস্মিন্নবসরে ভগবতীং ত্বরয়ন্ত্যাবলোকিতয়োদীরিতমাসীৎ যথাঽস্বস্থশরীরো মাধব ইতি)

কামন্দকী—যাবদহমশৃণবং মালত্যেবাস্য মন্মথোন্মাদহেতুরিতি। মমাপি স এব নিশ্চয়ঃ।

কুতঃ।

অনুভবং বদনেন্দুরূপাগমস্ত্রিয়তমেষ যদস্য মহাত্মনঃ।
ক্ষুভিতমুৎকলিকাতরলং মনঃ পয় ইব স্তিমিতস্য মহোদধেঃ ॥ ১০ ॥

মাধবঃ—অহো উপন্যাসশুদ্ধিঃ। অহো মম চ মহত্ত্বারোপণে যত্নঃ।

অথবা।

শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠা সহজশ্চ বোধঃ প্রাগল্ভ্যমভ্যস্তগুণা চ বাণী।
কালানুরোধঃ প্রতিভানবত্ত্বমেতে গুণাঃ কামদুঘাঃ ক্রিয়াসু ॥ ১১ ॥

কামন্দকী—যতস্তেন জীবিতাদুদ্বিজমানেন দুষ্করমপি ন কিঞ্চিন্ন ক্রিয়তে।

তথা হি—

ধত্তে চক্ষুর্মুকুলিনি রণৎকোকিলে বালচূতে
মার্গে গাত্রং ক্ষিপতি বকুলামোদগর্ভস্য বায়োঃ।
দাবপ্রেম্ণা সরসবিসিনীপত্রমাত্রোত্তরীয়-
স্তাম্যন্মূর্তিঃ শ্রয়তি বহুশো মৃত্যবে চন্দ্রপাদান্ ॥ ১২ ॥

মালতী—(স্বগতম্) এব্বং দুক্করং করেদি সো। (এবং দুষ্করং করোতি সঃ)

কামন্দকী—তদেবং প্রকৃত্যা সুকুমারঃ কুমারঃ কদাচিদপ্যনত্রাপরিক্লিষ্টপূর্বস্তপস্বী। যতঃ শক্যমনেন মরণমপ্যনুভবিতম্।

মালতী—সহি, অত্তনো কারণাদো মচ্চলোআলংকারভূদস্য তস্স কিং বি আসংকমাণা ভূদাবিটা বিঅ ন আনামি কিং পডিবজ্জদি ত্তি। (সখি, আত্মনঃ কারণানমর্ত্যলোকালংকারভূতস্য তস্য কিমপ্যাশংকমানা ভূতাবিষ্টেব ন জানামি কিং প্রতিপদ্যত ইতি।)

মাধবঃ—দিষ্ট্যা, অনুকম্পিতোঽস্মি ভগবত্যা।

লবঙ্গিকা—ভঅবদী এব্বংবাদিনী ত্তি আচক্খিঅদি। অম্হানং বি ভট্টিদারিআ ভবনাসন্নরত্থামুহমুহুত্তমণ্ডণস্স তস্স জেব্ব বহুসো অণুহূদদংসনা ভবিঅ রবিঅরাসিলিটঠমুদ্ধকমলিনীকন্দসুন্দরাবঅবসোহাবিহাবিদানঙ্গবেঅনাবইঅররমণিজ্জা বি পরিজনং দূনোদি। ণাহিণন্দই কলাকীলাও। কেবলং মিলাঅন্তকণ্ঠহত্থপল্লত্থগণ্ডমণ্ডলা দিঅহো গমেদি। অবি অ বিঅসিদারবিন্দমঅরন্দবিস্সন্দসুন্দরেণ দরদলিদকুন্দমাঅন্দমহুবিন্দুসংদোহবাহিনা ভবনুজ্জানপেরন্তমারুদেন উত্তম্মিঅদি। অন্নং অ জদো পহুদি তস্সিং দিঅহে ণিঅমহুসব্বভূদঅদংসনত্থং পডিবন্নরূবস্স কামকাননালংকারিণো ভঅবদী মম্মহস্স বিঅ তস্স মাহবস্স বিবিহবিব্ভিমানুরাআনুবন্ধমহগ্ধীকিদজোব্বণারম্ভং অণ্ণোন্নদিটিবিনিবাঅবঞ্চনাবসরজুবরিদচিত্তুবরন্তকোদূহল্লল্লসিদমন্ধসণ্ঠমন্থরাবঅবপডিলগ্গসেদপুলঅকম্পানন্দিঅসহীজনং পরম্পরাবলোঅণসুহং সমাসাদিদং। তদো পহুদি সবিসেসদুসহাআসবিঅম্ভণুন্দামদারুণং দসাপরিণামং অণুহোন্তী মুহুত্তসংপত্তপুণ্ণচন্দোদআ বিঅ বালকমলিণী পরিমিলাঅদি। তহ বি মুহুত্তমেত্তহিঅবিণিহিদনিন্মাঅন্তবল্লহসমাঅমা ণিব্ভরসলিলাসারসিচ্চমানা বিঅ মেদিণী সীঅলাঅদি ত্তি জাণামি। জেণ পপ্ফুরিদরদণচ্ছদুজ্জলন্তদন্তমোত্তিঅপন্তিকন্তিসবিসেসসোহিদং ণিরন্তরুল্লসিদপুলঅপত্তলকবোলঘোন্তসংদদানন্দবাহত্থবঅঃ ঈসবিসমণিপ্পন্দমন্থরতারুত্তাণমসিণমউলাঅন্তনেত্তণীলুপ্পলং অবিরলুব্ভিণ্ণসেঅজলবিন্দুসুন্দরনিডলচন্দলেহামণোহরং মুদ্ধমুহপুণ্ডরীঅং উব্বহন্তী বিঅড্ঢসহঅরীচিত্তসংসইদকোমারভাবা হোই। কিং অ।

উদ্দামসসিমউহনিউরুম্বচুম্বিঅপউত্তনিস্সন্দচন্দমণিহারাধারিণী পউরকপ্পূরস-বিসেসসিসিরচন্দনরসচ্ছড়াসারণিঅরদস্তুরিদবালকদলীপত্তসঅণা পাদসংবাহনাদিবাবারতুবরন্তসহঅরীসত্থবিরইদোবণীদকমলিণীদলজলদ্দতালিউন্তা উণ্নিহা এব রঅনীও গমেই। কহং বি উবলদ্ধণিদ্দাসুহা পকখালিদপাদপল্লবব্বম্বমণ্তীপণ্ডালত্তঅরসা থরথরাঅন্তপীবরোরুমূলপাসবিসংবাদিঅণীবিবন্ধণা উকখুব্ভন্তহিঅঅন্তরুত্তরঙ্গ নিস্সাসবিসমউস্সসন্তপুলকপমহলপত্তহরোবরিবিকিখত্তবেবন্তভুঅলদাবেটঠনবন্ধনা ঝত্তি পডিবোধবেলাবিসঞ্জিদহাপঙ্গদিটিবিণিবাদবিণ্ণাণসুণ্ণসঅনিঞ্জসংজাদমোহমীলন্তলোঅনা সসংভমসহীঅনপঅত্তপডিবণ্ণমুচ্ছাবিচ্ছেঅসমঅসংগলিদদীহনীসাসজনিদজীবিদাসা কিংকাদব্বদামূঢ়ং পঢ়মং পতিথঅনিঅজীবিদাবসাণং দুব্বারদেব্বদুব্বিলসিদোবালম্ভমেত্তবাবারং সহীজনং করেদি। তা পেকখদু ভঅবদী। ইমেসু দাব লাবণ্ণভূইটঠণিত্তাণপরিপেসলেসু অঙ্গেসু দারুণবিঅম্ভিঅস্স কিঅচ্চিরং কুসলাবসানদা মম্মহস্স। কহং অ ইমাইং রমণকেলিকলহকোবরাঅপল্লবিদকেরলীকপোলকোমলুব্বেল্লবিমলচন্দিত্তদ্দামদলিদতিমিরাবরণাইং বিভাবরীমুহাইং। ইমে অ উল্লসিদদুদ্ধধারাপূরধবলুজ্জলজোন্হাপকখালিদণহোঙ্গণা পরিণলিঅপাডলীমউলনিস্মহনবহুপরিমলুপ্পীডসংকলনমসিণমংসলমলঅমারুদুদ্ধুমায়িদদহদিসামুহা অণখআরিণো হোন্তি রঅণীপরিণামা অ পিঅসহীএ।

(ভগবত্যেবংবাদিনীত্যাখ্যায়তে। অস্মাকমপি ভর্তৃদারিকা ভবনাসন্নরথ্যামুখমুহূর্তমণ্ডনস্য তস্যৈব বহুশোহনুভূতদর্শনা ভূত্বা রবিকরাশ্লিষ্টমুগ্ধকমলিনীকন্দসুন্দরাবয়বশোভাবিভাবিতানঙ্গবেদনাব্যতিকররমণীয়াপি পরিজনং দুনয়তি। নাভিনন্দতি কলাক্রীড়াঃ। কেবলং ম্লায়মানকান্তহস্তপর্যস্তগণ্ডমণ্ডলা দিবসান্ গময়তি। অপি চ বিকসিতারবিন্দমকরন্দবিষ্যন্দসুন্দরেণ দরদলিতকুন্দমাকন্দমধুবিন্দুসন্দোহবাহিনা ভবনোদ্যাপর্যন্তমারুতেনোত্তাম্যতি। অন্যচ্চ যতঃ প্রভৃতি তস্মিন্ দিবসে নিজমহোৎসবাভ্যুদয়দর্শনার্থং প্রতিপন্নরূপস্য কামকাননালংকারিণো ভগবতো মন্মথস্যেব তস্য মাধবস্য বিবিধবিভ্রমানুরাগানুবন্ধমহার্ঘীকৃতযৌবনারম্ভমন্যোন্যদৃষ্টিবিনিপাতবঞ্চনাবসরজর্জরিতচিত্তত্বরৎকৌতূহলোল্লাসিতসাধ্বসস্তম্ভমন্থরাবয়বপ্রতিলগ্নস্বেদপুলককম্পানন্দিতসখীজনং পরস্পরাবলোকনসুখং সমাসাদিতম্। ততঃ প্রভৃতি সবিশেষদুঃসহায়াসবিজৃম্ভণোদ্দামদারুণং দশাপরিণামমনুভবন্তী মুহূর্তসম্প্রাপ্তপূর্ণচন্দ্রোদয়েব বালকমলিনী পরিম্লায়তি। তথাপি মুহূর্তমাত্রহৃদয়বিনিহিতনির্মীয়মাণবল্লভসমাগমা নির্ভরসলিলাসারসিচ্যমানেব মেদিনী শীতলায়তে ইতি জানামি। যেন প্রস্ফুরিতরদনচ্ছদোজ্জ্বলদন্তমৌক্তিকপঙ্‌ক্তিকান্তিসবিশেষশোভিতং নিরন্তরোল্লসিতপুলকপক্ষ্মলককপোলঘূর্ণমানসন্ততানন্দবাষ্পস্তবকমীষদবিষমনিষ্পন্দমন্থরতারোত্তানমসৃণমুকুলায়মাননেত্রনীলোৎপলমবিরলোদ্ভিন্নস্বেদজলবিন্দুসুন্দরনিটিলচন্দ্রলেখামনোহরং মুগ্ধমুখপুণ্ডরীকমুদ্বহন্তী বিদগ্ধসহচরীচিত্তসংশয়িতকৌমারভাবা ভবতি। কিং চ উদ্দামশশিময়ূখনিকুরুম্বচুম্বিতপ্রবৃত্তনিষ্যন্দচন্দ্রমণিহারধারিণী প্রচুরকর্পূরসবিশেষশিশিরচন্দনরসচ্ছটাসারনিকরদন্তুরিতবালকদলীপত্রশয়না পাদসংবাহনাদিব্যাপারত্বরমাণসহচরীসার্থবিরচিতোপনীতকমলিনীদলজলার্দ্রতালবৃন্তোন্নিদ্রেব রজনীর্গময়তি। কথমপ্যুপলব্ধনিদ্রাসুখা প্রক্ষালিতপাদপল্লবোদ্বমৎপিণ্ডালক্তকরসা থরথরায়মাণপীবরোরুমূলপার্শ্ববিসংবা-

দিতনীবীবন্ধনোৎকম্পভ্যমানহৃদয়ান্তরোত্তরঙ্গনিঃশ্বাসবিষমোচ্ছ্বসৎপুলকপঙ্কলপয়োধরোপরিবিক্ষিপ্তবেপমানভুজলতাবেষ্টনবন্ধনা ঝটিতি প্রতিবোধবেলাবিসর্জিতাপাঙ্গদৃষ্টিবিনিপাতবিজ্ঞানশূন্যশয়নীয়সঞ্জাতমোহমীলল্লোচনা সসম্ভ্রমসখীজনপ্রযত্নপ্রতিপন্নমূর্ছাবিচ্ছেদসময়সংগলিতদীর্ঘনিঃশ্বাসজনিতজীবিতাশা কিংকর্তব্যতামূঢ়ং প্রথমং প্রার্থিতনিজজীবিতাবসানং দুর্বারদৈবদুর্বিলসিতোপালম্ভমাত্রব্যাপারং সখীজনং করোতি। তৎ পশ্যতু ভগবতী। এষু তাবল্লাবণ্যভূয়িষ্ঠনির্মাণপরিপ্রেশলেষ্বঙ্গেষু দারুণবিজৃম্ভিতস্য কিয়চ্চিরং কুশলাবসনতা মন্মথস্য। কথং চেমানি রমণকেলিকলহোপরাগপল্লবিতকেরলীকপোলকোমলোদ্বেলবিমলচন্দ্রিকোন্দামদলিততিমিরাবরণানি বিভাবরীমুখানি। ইমে চোল্লসিতদুগ্ধধারাপূরধবলোজ্জ্বলজ্যোৎস্নাপ্রক্ষালিতনভোঙ্গনাঃ পরিমলিতপাটলীমুকুলনির্মথনবহুলপরিমলোৎপীড়সংকলনমসৃণমাংসলমলয়মারুতোদ্ধূমায়িতদশদিঙ্মুখা অনর্থকারিণো ভবন্তি রজনীপরিণামাশ্চ প্রিয়সখ্যাঃ।)

কামন্দকী— যদি তদ্বিষয়োঽনুরাগবন্ধঃ স্ফুটমেতদ্ধি ফলং গুণজ্ঞতায়াঃ।
ইতি নন্দিতমপ্যবস্থয়াস্যা হৃদয়ং দারুণয়া বিদীর্যতে মে ॥ ১৩ ॥

মাধবাঃ—অহো, স্থান এবাভ্যুল্লাসো ভগবত্যাঃ।

কামন্দকী—অহো, প্রমাদঃ।

প্রকৃতিললিতমেতৎসৌকুমার্যৈকসারং
বপুরয়মপি সত্যং দারুণঃ পঞ্চবাণঃ।
চলিতমলয়বাতোদ্ধূতচূতপ্রসূনঃ
কথময়মপি কালশ্চারুচন্দ্রাবতংসঃ ॥ ১৪ ॥

লবঙ্গিকা—অণ্ণং অ জাণিদং হোদু ভঅবদীএ। এদং অ মাহবপড়িচ্ছন্দঅসণাহং চিত্তফলঅং। (মালত্যাঃ স্তনাংশুকমপনীয়) এসা বি তস্স জেব্ব সহত্থবিরইদেত্তি কণ্ঠাবলম্বিদা বউলমালা সংজীবণং পিঅসহীএ। (ইতি বকুলমালাং দর্শয়তি)
(অন্যচ্চ জ্ঞাতং ভবতু ভগবত্যা। এতচ্চ মাধবপ্রতিচ্ছন্দকসনাথং চিত্রফলকম্। এষাপি তস্যৈব স্বহস্তবিরচিতেতি কণ্ঠাবলম্বিতা বকুলমালা সঞ্জীবনং প্রিয়সখ্যাঃ)

মাধবঃ— জিতমিহ ভুবনে ত্বয়া যদস্যাঃ
সখি বকুলাবলি বল্লভাসি জাতা।
পরিণতবিসদণ্ডকাণ্ডপাণ্ডু-
স্তনপরিণাহবিলাসবৈজয়ন্তী ॥ ১৫ ॥

(নেপথ্যে কলকলঃ। সর্বে আকর্ণয়ন্তি)

রে রে সংকরউরবাসিজণসদা, এসো ক্খু জোব্বণারম্ভভরিদদুব্বিসহামরিসরোসবইঅরবলামোডীঅবিঘডিদগ্ঘডিঅলোহপঞ্জরপডিলগ্গসংগলিঅণিঅলো ণিঅলীলাবিলাসুব্বেলুঅবল্লহতুঙ্গলবিঅডবেঅঅন্তিআবিসমগামরূন্দামসরীর সংণিবেসো মঠাদো অবক্কমিঅ তক্খণসতিণ্ণকবলিআণেঅদেহিদেহাবঅবমক্কণট্টুরাখিখণ্ডখণ্ডণটংকারকডকডাঅন্তকরবত্তকঠিণদাঢাকরালমুহকন্দরো বিঅডবিইংম্ভণুন্দামদারুণচপেডামোডিঅপরিমিলিঅণরতুরঙ্গজঙ্গলুগ্গালভরিঅগলগুহাগব্ভগম্ভীরঘগ্ঘরো রল্লিগ্গল্লুরণসন্দসংদব্ভপরিপূরিঅণহোঅলো ণিহদ্দণিপ্পেসিদণট্ঠণিট্ঠাবিদাসেসজ্জণণিবহো কঠোরগ্গহরকম্পরদীণআকটুঠজন্তুগত্তাবঅবপউত্তরন্তকন্দম্নিঅগইবুহো

দুট্ঠসদ্দুলো কঅন্তলীলাইদং করেদি। তা পডিরকখদ জহাসত্তি অত্তণো জীবিদং ত্তি। (রে রে শংকরপুরবাসিজানপদাঃ, এষ খলু যৌবনারম্ভভরিতদুর্বিষহামর্ষ-রোষব্যতিকরবলাৎকারবিঘটিতোদ্ঘাটিতলোহপঞ্জরপ্রতিলগ্নসংকলিতনিগলো নিজ-লীলাবিলাসোদ্বেল্লবল্লভতুঙ্গলাঙ্গুলবিকটবৈজয়ন্তিকাবিষমডামরোদ্দামশরীরসন্নি-বেশো মর্যাদপক্রম্য তৎক্ষণসতৃষ্ণকবলিতানেকদেহিদেহাবয়বমধ্যনিষ্ঠুরাস্থিখণ্ড-খণ্ডনটংকারকটকটায়মানকরপত্রকঠিনদংষ্ট্রাকরালমুখকন্দরো বিকটবিজৃম্ভনোদ্দাম-দারুণচপেটামোটিতপরিমিলিতনরতুরঙ্গজাঙ্গলোদ্গারভরিতগলগুহাগর্ভগম্ভীরঘর্ঘরো রল্লিগল্লুরণশব্দসন্দর্ভপরিপূরিতনভস্তলো নিহতনিষ্পেষিতনষ্টনিষ্ঠাপিতাশেষজন-নিবহঃ কঠোরনখরকর্পরদলিতাকৃষ্টজন্তুগাত্রাবয়বপ্রবৃত্তরক্তকর্দমিতগতিপথো দুষ্ট-শার্দূলঃ কৃতান্তলীলায়িতং করোতি। তৎপরিরক্ষত যথাশক্ত্যাত্মনো জীবিতমিতি।)

(প্রবিশ্য সম্ভ্রান্তা)

বুদ্ধরক্ষিতা—পরিত্তাঅধ। এসা ণো পিঅসহী অমচ্চণন্দণস্স ভইণী মদঅন্তিআ এদিণা দুট্ঠসদ্দুলেণ হদবিদ্দাবিদপরিঅণা অভিভবীঅদি। (পরিত্রায়ধ্বম্। এষা নঃ প্রিয়সখ্যমাত্যনন্দনস্য ভগিনী মদয়ন্তিকৈতেন দুষ্টশার্দূলেন হতবিদ্রাবিতপরিজনা-ভিভূয়তে।)

মালতী—সহি লবঙ্গিএ, অহো মহন্তো পমাদো। (সখি, লবঙ্গিকে অহো মহানপ্রমাদঃ)

মাধবঃ—বুদ্ধরক্ষিতে, ক্বাসৌ।

মালতী—(সহর্ষসাধ্বসম্। স্বগতম্) অম্হহে, এসো বি এত্থ এব্ব। (অহো, এষোঽপ্যত্রৈব)

মাধবঃ (স্বগতম্) হন্ত, পুণ্যবানস্মি যদহমতর্কিতোপনতদর্শনোল্লসিতয়ানয়া।

অবিরলমিব দাম্না পৌণ্ডরীকেণ নদ্ধঃ
স্নপিত ইব চ দুগ্ধস্রোতসা নির্ভরেণ।
কবলিত ইব কৃৎস্নশ্চক্ষুষা স্ফারিতেন
প্রসভকমৃতমেঘেনৈব সান্দ্রেণ সিক্তঃ ॥ ১৬ ॥

বুদ্ধরক্ষিতা—মহাভাঅ, এসো কখু উজ্জাণবাহিরথামুহে। (মহাভাগ, এষ খলূদ্যানবাহ্য-রথ্যামুখে।)

মাধবঃ—(সাটোপম্) অপ্রমত্তোঽস্মি।

মালতী—লবঙ্গিএ, সংসঅ কখু জাদো। (লবঙ্গিকে, সংশয়ঃ খলু জাতঃ)

মাধবঃ— সবীভৎসম্) অহহ।

সংসক্তত্রুটিতবিবর্তিতান্ত্রজাল
ব্যাকীর্ণস্ফুরদপবৃত্তরুণ্ডখণ্ডঃ।
কীকালব্যতিকরগুল্ফদঘ্নপংকঃ
প্রাচণ্ড্যং বহতি নখায়ুধস্য মার্গঃ ॥ ১৭ ॥

অহো প্রমাদঃ।

বয়ং বত বিদূরতঃ ক্রমগতা পশোঃ কন্যকা

সর্বাঃ—হা মদঅন্তিএ। (হা মদয়ন্তিকে)

কামন্দকীমাধবৌ—(সহর্ষাকুতম্)

কথং তদবপাতিতাদধিগতায়ুধঃ সম্ভ্রমাৎ।
কুতোঽপি মকরন্দ এত্য সহসৈব মধ্যে স্থিতঃ

ইতরাঃ—সাহু, মহাভাঅ, সাহু। সাধু, মহাভাগ, সাধু)

কামন্দকীমাধবৌ—

দৃঢ়ং চ পশুনা হতো ব্যসুরসৌ কৃতশ্চামুনা ॥ ১৮ ॥

ইতরাঃ—অচ্চাহিদং। (অত্যাহিতম্)

কামন্দকী—(সাকূতম্) কথং ব্যালনখরপ্রহারনিঃসৃতরক্তনিবহঃ ক্ষিতিতলবিহস্তখড্গলতা-বষ্টম্ভনিশ্চলঃ সম্ভ্রান্তমদয়ন্তিকাবলম্বিতস্তাম্যতি বৎসো মকরন্দঃ।

ইতরাঃ—হদ্ধি, গাঢ়প্পহারদাএ, কিলম্মদি, মহাভাও। (হা ধিক্, গাঢ়প্রহারতয়া ক্লাম্যতি মহাভাগঃ)

মাধবঃ—কথং প্রমুগ্ধ এব। ভগবতি, পরিত্রায়স্ব মাম্।

কামন্দকী—বৎস, অতিকাতরোঽসি। নন্বেহি, পশ্যাবস্তাবৎ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতো মদয়ন্তিকামালতীভ্যামবলম্ব্যমানৌ মুগ্ধৌ মকরন্দমাধবৌ সম্ভ্রান্তা কামন্দকী বুদ্ধরক্ষিতা লবঙ্গিকা চ)

মদয়ন্তিকা—পসীদ ভঅবদী, পরিত্তাহি মদঅন্তিআণিমিত্তং সংসইদজীবিদং বিবণ্ণাণু-কম্পিণং মহাভাঅং। (প্রসীদ ভগবতি, পরিত্রায়স্ব মদয়ন্তিকানিমিত্তং সংশয়িত-জীবিতং বিপন্নানুকম্পিনং মহাভাগম্)

ইতরাঃ—হদ্ধি। কিংদাণিং এত্থ পেক্খিদব্বং অম্হেহিং। (হা ধিক্। কিমিদানীমত্র প্রেক্ষিতব্যমস্মাভিঃ)

কামন্দকী—(উভৌ কমণ্ডলূদকেন সিক্ত্বা) ননু ভবত্যঃ পটাঞ্চলৈর্বীজয়ধ্বম্।

(মালত্যাদয়স্তথা কুর্বন্তি)

মকরন্দঃ—(সমাশ্বস্যাবলোক্য চ) বয়স্য, অতিকাতরোঽসি। কিমেতৎ। ননু স্বস্থ এবাস্মি।

মদয়ন্তিকা—অম্হহে, দাণিং পডিবুদ্ধং মঅরন্দপুণ্ণচন্দেণ। (অহো, ইদানীং প্রতিবুদ্ধং মকরন্দপূর্ণচন্দ্রেণ)

মালতী—(মাধবস্য ললাটে হস্তং দত্ত্বা) মহাভাঅ, দিট্ঠিআ বড্ঢসি। ণং ভণামি পডিবন্ন-বেদণো মহাভাও ত্তি। (মহাভাগ, দিষ্ট্যা বর্ধসে। ননু ভণামি প্রতিপন্নচেতনো মহাভাগ ইতি)

মাধবঃ—(সমাশ্বস্য) বয়স্য, সাহসিক এহ্যেহি। (ইত্যালিঙ্গতি)

কামন্দকী—(উভৌ শিরস্যাঘ্রায়) দিষ্ট্যা জীবদ্বৎসাস্মি।

ইতরাঃ—পিঅং ণো সংউত্তং। (প্রিয়ং নঃ সংবৃত্তম্)

(সর্বা হর্ষং নাটয়ন্তি)

বুদ্ধরক্ষিতা—(জনান্তিকম্) সহি মদঅন্তিএ, এসো জ্জেব্ব সো। (সখি মদয়ন্তিকে, এষ এব সঃ।

মদয়ন্তিকা—সহি জাণীদং জ্জেব্ব মএ জহ এসো মাহবো অঅং বি সো জণো ত্তি। (সখি, জ্ঞাতমেব ময়া যথৈষ মাধবোঽয়মপি স জন ইতি)

বুদ্ধরক্ষিতা—অবি সচ্চবাদিণী অহং। (অপি সত্যবাদিন্যহম্)

মদয়ন্তিকা—ণ কখু অম্হারিসেস্, তুম্হারিসীও পক্খবাদিণীও হোন্তি। (মাধবমবলোক্য) সহি, মালদীএ বি রমণিজ্জো ইমস্সি মহাণুহাবে অণুরাঅপ্পবাদো। (ইতি মকরন্দমেব সস্পৃহমবলোকয়তি) (ন খল্বস্মাদৃশীষু যুষ্মাদৃশ্যঃ পক্ষপাতিন্যো ভবন্তি। সখি, মালত্যা অপি রমণীয়োঽস্মিনমহানুভবেঽনুরাগপ্রবাদঃ)

কামন্দকী—(স্বগতম্) রমণীয়োর্জ্জিতং হি মদয়ন্তিকামকরন্দয়োর্দৈবাদদ্য দর্শনম্। (প্রকাশম্) বৎস মকরন্দ, কথং পুনরায়ুষ্মানস্মিন্নবসরে মদয়ন্তিকাজীবিত-পরিত্রাণহেতোর্ভগবতা দৈবেন সন্নিধাপিতঃ।

মকরন্দঃ—অদ্যাহমন্তর্নগরমেব কাঞ্চিদবার্তামুপশ্রুত্য মাধবচিত্তোদ্বেগমধিকমাশঙ্কমানস্ত্ব-রিতমবলোকিতানিবেদিতকুসুমাকরোদ্যানবৃত্তবৃত্তান্তঃ পরাপতন্নেব শার্দুলাবস্কন্দ-গোচরামিমামস্মিঞ্জাতকন্যাকামভ্যুপপন্নবানস্মি।

(মালতীমাধবৌ বিমৃশতঃ)

কামন্দকী—(স্বগতম্) বৃত্তান্তেন খলু মালতীপ্রদানেন ভবিতব্যম্। (প্রকাশম্) বৎস মাধব, দিষ্ট্যা বর্ধতোঽসি মালত্যা। সোঽয়মবসরঃ প্রীতিদানস্য।

মাধবঃ—ভগবতি, ইয়ং মালতী।

যদ্ব্যালরণিতসুহৃৎপ্রমোহমুগ্ধং
কারুণ্যাদ্বিহিতবতী গতব্যথং মাম্।
তৎ কামং প্রভবতি পূর্ণপাত্রবৃত্ত্যা
স্বীকর্তুং মম হৃদয়ং চ জীবিতং চ ॥ ১ ॥

লবঙ্গিকা—পডিচ্ছিদো কখু ণো পিঅসহীএ অঅং পসাদো। (প্রতীচ্ছিতঃ খলু নঃ প্রিয়সখ্যায়ং প্রসাদঃ।

মদয়ন্তিকা—(স্বগতম্) জাণাদি মহাণুহাবো অঅং জণো রমণিজ্জং মন্তেদুং। (জানাতি মহানুভাবোঽয়ং জনো রমণীয়ং মন্ত্রয়িতুম্)

মালতী—(স্বগতম্) কিং ণাম মঅরন্দেণ উব্বেঅকালণং সুদং হবিস্সদি। (কিং নাম মকরন্দেনোদ্বেগকারণং শ্রুতং ভবিষ্যতি)

(প্রবিশ্য)

পুরুষঃ—বৎসে মদয়ন্তিকে, ভ্রাতা তে জ্যায়ানমাত্যানন্দনঃ সমাদিশতি। অদ্য পরমেশ্বরেণা-স্মদ্ভবনমাগত্য ভূরিবসোরুপরি পরং বিশ্বাসমস্মাসু চ প্রাসাদমাবিষ্কুর্বতা স্বয়মেব মালতী প্রতিপাদিতা তদেহি সম্ভাবয়াবঃ প্রসাদমিতি।

মকরন্দঃ—বয়স্য, ইয়ং সা বার্তা।

(মালতীমাধবৌ বৈবর্ণ্যং নাটয়তঃ)

মদয়ন্তিকা—(সহর্ষং মালতীমাশ্লিষ্য) সহি মালদি, তুমং কখু এক্কণঅরণিবাসেণ পংসু-কীলণাদো পহুদি পিঅসহী ভইণী অ সংপদং উণ অম্হাণং ঘরস্স মণ্ডণং জাদাসি। (সখি মালতি, ত্বং খল্বেকনগরনিবাসেন পাংসুক্রীড়নাৎ প্রভৃতি প্রিয়সখী ভগিনী

চ সাম্প্রতং পুনরস্মাকং গৃহস্য মণ্ডনং জাতাসি)

কামন্দকী—বৎসে মদয়ন্তিকে, বর্ধসে ভ্রাতুর্মালতীলাভেন।

মদয়ন্তিকা—তুম্হাণং আসিসাণং পসাদেণ। সহি লবঙ্গিএ, ভবিআ ণো মণোরহা তুম্হাণং লাহেণ। (যুষ্মাকমাশিষাং প্রসাদেন। সখি লবঙ্গিকে, ভবিতা নো মনোরথা যুষ্মাকং লাভেন)

লবঙ্গিকা—সহি, অহ্মাণং বি এদং মন্তিদব্বম্। (সখি, অস্মাবমপ্যেতন্মন্ত্রয়িতব্যম্।)

মদয়ন্তিকা—সহি বুদ্ধরক্খিদে, এহি দাব। মহোসবং সম্ভাবেহ্ম। (ইত্যুত্তিষ্ঠতঃ) (সখি বুদ্ধরক্ষিতে, এহি তাবৎ। মহোৎসবং সম্ভাবয়াবঃ।

লবঙ্গিকা—(জনান্তিকম্) ভঅবদি, জহ হিঅঅভবিউব্বমন্তবিহ্মআণন্দসুন্দরঘোলাবিদধীপেরন্তমণোহরা পল্লত্থন্তি মদঅন্তিআমঅরন্দাণং দলিদনীলুপ্পলমংসলচ্ছবিআ দিট্ঠিসংভেআ, তহ মন্নে মণোরহণিব্বুত্তসমাঅমা এদে হি। (ভগবতি, যথা হৃদয়-ভবিতোদ্ভবমদবিস্ময়ানন্দসুন্দরঘূর্ণিতধীরপর্যন্তমনোহরাঃ পর্যস্যন্তে মদয়ন্তিকা-মকরন্দয়োর্দলিতনীলোৎপলমাংসলচ্ছবয়ো দৃষ্টিসম্ভেদাঃ, তথা মন্যে মনোরথ-নিবৃত্তসমাগমাবেতাবিতি।)

কামন্দকী—(বিহস্য) নন্বিমৌ পরস্পরং মানসং মোহনমনুভবতঃ। তথা হি,

> ঈর্ষাত্তির্যগ্বলনবিষমং কূণিতপ্রান্তমেৎ-
>
> প্রেমোদ্ভেদস্তিমিতললিতং কিঞ্চিদাকুঞ্চিতভ্রূ।
>
> অন্তর্মোদানুভবমসৃণং স্রস্তনিঃকম্পপক্ষ্ম
>
> ব্যক্তিং শংসত্যচিরমনয়োর্দৃষ্টমাকেকরাক্ষম্ ॥ ২ ॥

পুরুষঃ—বৎসে মদয়ন্তিকে, ইত ইতঃ।

মদয়ন্তিকা—(অপবার্য সহি বুদ্ধরক্খিদে, অবি পুণো দীসই এসো জীবিদপ্পদাঈ পুণ্ডরীঅলোঅণো। (সখি বুদ্ধরক্ষিতে, অপি পুনর্দ্রক্ষ্যত এষ জীবিতপ্রদায়ী পুণ্ডরীকলোচনঃ।

বুদ্ধরক্ষিতা—জই দেব্বং অণুউলইস্সদি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা (যদি দৈবমনুকূলয়িষ্যতি।

মাধবঃ—(অপবার্য)

> চিরাদাশাতন্তুস্ত্রুটতু বিসিনীসূত্রভিদুরো
>
> মহানাধিব্যাধির্নিরবধিবিদাহীং প্রসবতু।
>
> প্রতিষ্ঠামব্যাজং ব্রজতু ময়ি পাপিপ্লবধুরা
>
> বিধিঃ স্থৈর্যং ধত্তাং ভবতু কৃতকৃত্যশ্চ মদনঃ ॥ ৩ ॥

অথবা

> সমানপ্রেমাণং জনমসুলভং প্রার্থিতবতো
>
> বিধৌ বামাবস্থে মম সমুচিতৈষা পরিণতিঃ।
>
> তথাপ্যস্মিন্দানশ্রবণসময়েঽস্যাঃ প্রবিগলৎ
>
> প্রভং প্রাতশ্চন্দ্রদ্যুতি বদনমন্তর্দহতি মাম্ ॥ ৪ ॥

কামন্দকী—(স্বগতম্) এবং দুর্মনায়মানঃ পীড়য়তি মাং বৎসো মাধবো বৎসা মালতী চ দুষ্করং নিরাশা প্রাণিতীতি। (প্রকাশম্) বৎস মাধব, পৃচ্ছামি তাবদায়ুষ্মন্, ত্বাম্। অথ কিং ভাবানমংস্ত যথা ভূরিবসুরেব মালতীমস্মভ্যং দাস্যতীতি।

মাধবঃ—(সলজ্জম্) নহি নহি।

কামন্দকী–ন তর্হি প্রাগবস্থায়া ভূরিবসুঃ পরিহীয়তে।
মকরন্দঃ–দত্তপূর্বেত্যাশঙ্ক্যতে।
কামন্দকী–জানামি তাং বার্তাম্। ইদং তাবৎ প্রসিদ্ধমেব যথা নন্দনায় মালতীং প্রার্থয়মানং ভূরিবসুর্নৃপতিমুক্তবান্ 'প্রভবতি নিজকন্যাকাজনস্য মহারাজঃ' ইতি।
মকরন্দঃ অস্ত্যেতৎ।
কামন্দকী–অদ্য চ রাজ্ঞা স্বয়মেব মালতী দত্তেতি সম্প্রত্যেব পুরুষেণাবেদিতম্। তদ্বৎস, বাক্প্রতিষ্ঠানি দেহিনাং ব্যবহারতন্ত্রাণি বাচি পুণ্যাপুণ্যহেতবো ব্যবস্থাঃ সর্বথা জনানামযতন্তে। সা চ ভূরিবসোর্বাগনৃতাত্মিকৈব। ন খলু মহারাজস্য নিজকন্যকা মালতী। কন্যাকাপ্রদানে চ নৃপতয়ঃ প্রমাণমিতি নৈবংবিধো ধর্মাচারসময়ঃ। তস্মাদবস্থিতমেবৈতৎ। কথং চ মামনবধানাং মন্যসে পশ্য।

মা বাং সপত্নেষ্বপি নাম তদ্ভূৎ-
পাপং যদস্যাং ত্বয়ি বা বিশঙ্ক্যম্।
তৎসর্বথা সঙ্গমনায় যত্নঃ
প্রাণব্যয়েনাপি ময়া বিধেয়ঃ ॥ ৫ ॥

মকরন্দঃ সর্বং সুষ্ঠু যুজ্যমানমাদিশ্যতে যুষ্মাভিঃ। অপি চ।

দয়া বা স্নেহো বা ভগবতি নিজেঽস্মিঞ্শিশুজনে
ভবত্যাঃ সংসারাদ্বিরতমপি চিত্তং দ্রবয়তি।
ততশ্চ প্রব্রজ্যাসময়সুলভাচারবিমুখঃ
প্রসক্তস্তে যত্নঃ প্রভবতি পুনর্দৈবমপরম্ ॥ ৬ ॥

(নেপথ্যে)

ভঅবই কামন্দই, এসা ভট্টিণী বিপ্পাবেদি দহা মালদিং যেতুণ তুরিদং আঅচ্ছেতি। (ভগবতি কামন্দকি, এষা ভর্ত্রী বিজ্ঞাপয়তি যথা মালতীং গৃহীত্বা ত্বরিতমাগচ্ছেতি।)

কামন্দকী–বৎসে, উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ।

(সর্বা উত্থায় পরিক্রামন্তি)

(মালতীমাধবৌ সকরুণানুরাগমন্যোন্যমবলোকয়তঃ)

মাধবঃ–কষ্টম্ এতাবতী হি মাধবস্য মালত্যা সমং লোকযাত্রা। অহো নু খলু ভোঃ,

সুহৃদিব প্রকটস্য সুখপ্রদাং
প্রথমমেকরসামনুকূলতাম্।
পুনরকাণ্ডবিবর্তনদারুণঃ
প্রবিশিনষ্টি বিধির্মনসো রুজম্ ॥ ৭ ॥

মালতী (অপবার্য) মহাণুহাঅ লোঅণাণন্দঅর, এত্তিঅং দিট্‌ঠোসি। (মহানুভাব লোচনানন্দকর, এতাবদ্দৃষ্টোঽসি।)

লবঙ্গিকা-হদ্ধি। সরীরসংসঅং জেব্ব ণো পৈঅসহী আরোবিদা অমচ্চেণ। (হা ধিক্। শরীরসংশয়মেব নঃ প্রিয়সখ্যারোপিতামাত্যেন।)

মালতী-পরিণদং দাণিং জীবিদতিণহাএ ফলম্। নিব্বুঢ়ং অ পিক্করণদাএ তাদস্স কাবালিঅত্তণং। পরিণিটিদো দেব্বহদঅস্সদালুণসমারম্ভপরিণামো। তা কং বা উবালভামি মন্দভাইণী। কং বা অসরণা সরণং পডিবজ্জামি। (পরিণতমিদানীং

জীবিততৃষ্ণায়াঃ ফলম্। নিবৃ্ত্তং চ নিষ্করুণতয়া তাতস্য কাপালিকত্বম্। পরি-নিষ্ঠিতো দৈবহতকস্য দারুণসমারম্ভপরিণামঃ। তৎ কং বোপালভে মন্দগামিনী। কং বাশরণা শরণং প্রতিপদ্যে।)

লবঙ্গিকা—সহি, ইদো ইদো। (পরিক্রামতি) সখি, ইত ইতঃ।

মাধবঃ—(স্বগতম্) নূনমাশ্বাসনমাত্রমেতন্মাধবস্য সহজস্নেহমাত্রকাতরা ভগবতী করোতি। (সোদ্বেগম্) হন্ত, সর্বথা সংশয়িতজন্মসাফল্যঃ সংবৃত্তোঽস্মি। তৎ কিং কর্তব্যম্। (বিচিন্ত্য।) ন খলু মহামাংসবিক্রয়াদন্যমুপায়ং পশ্যামি। (প্রকাশম্।) বয়স্য মকরন্দ, অপি ভবানুৎকণ্ঠতে মদয়ন্তিকায়াম্।

মকরন্দঃ—অথ কিম্।

তন্মে মনঃ ক্ষিপতি যৎসরসপ্রহার-
মালোক্য মামগণিতস্খলদুত্তরীয়া।
ত্রস্তৈকহায়নকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টি-
রশ্লিষ্টবত্যমৃতসংবলিতৈরিবাঙ্গৈঃ ॥ ৮ ॥

মাধবঃ—ন দুর্লভা বন্ধরক্ষিতায়াঃ প্রিয়সখী। অপি চ—

প্রমথ্য ক্রব্যাদং মরণসময়ে রক্ষিতবতঃ
পরিষ্বঙ্গং লব্ধা তব কথমিবান্যত্র রমতাম্।
তথা চ ব্যাপারঃ কমলনয়নায়া নয়নয়ো-
স্ত্বয়ি ব্যক্তস্নেহঃ স্তিমিতরমণীয়শ্চিরমভূৎ ॥ ৯ ॥

তদুত্তিষ্ঠ। বরদাসিন্ধুসম্ভেদমবগাহ্য নগরীমেব প্রবিশাবঃ।

(উত্থায় পরিক্রামতঃ।)

মকরন্দঃ—অয়মসৌ মহানদ্যোর্ব্যতিকরঃ। য এষঃ

জলনিবিড়িতবস্ত্রব্যক্তনিম্নোন্নতাভিঃ
পরিগততটভূমিঃ স্নানমাত্রোত্থিতাভিঃ।
রুচিরকণককুম্ভশ্রীমদাভোগতুঙ্গ-
স্তনবিনিহিতহস্তস্বস্তিকাভির্বধূভিঃ ॥ ১০ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্ত সর্বে।)

॥ ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × **পঞ্চমোঽঙ্কঃ** × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেন ভীষণোজ্জ্বলবেষা কপালকুণ্ডলা।)

কপালকুণ্ডলা—

ষড়ধিকদশনাড়ীচক্রমধ্যস্থিতাত্মা
হৃদি বিনিহিতরূপঃ সিদ্ধিদস্তদ্বিদাং যঃ।
অবিচলিতমনোভিঃ সাধকৈর্মৃগ্যমাণঃ
স জয়তি পরিণদ্ধঃ শক্তিভিঃ শক্তিনাথঃ ॥ ১ ॥

ইয়মিদানীমহম্—

নিত্যং ন্যস্তষড়ঙ্গচক্রনিহিতং হৃৎপদ্মমধ্যোদিতং
পশ্যন্তী শিবরূপিণং লয়বশাদাত্মানমভ্যাগতা।
নাড়ীনামদয়ক্রমেণ জগতঃ পঞ্চামৃতাকর্ষণা-
দাপ্রাপ্তোৎপতনশ্রমা বিঘটয়ন্ত্যগ্রেনভোঽম্ভোমুচঃ ॥ ২ ॥
উদ্‌বৃত্তস্খলিতকপালকণ্ঠমালা-
সংঘট্টক্বণিতকরালকিঙ্কিণীকঃ।
পর্যাপ্তং ময়ি রমণীয়ডামরত্বং
সন্ধত্তে গগনতলপ্রয়াণবেগঃ ॥ ৩ ॥

তথা হি—
বিষ্বগবৃত্তির্জটানাং প্রচলতি নিবিড়গ্রন্থিবন্ধেঽপি ভারঃ
সংস্কারক্বাণদীর্ঘং পটু রটতি কৃতাবৃত্তি খট্বাঙ্গঘণ্টা।
ঊর্ধ্বং ধুনোতি বায়ুর্বিবৃতশবশিরঃশ্রেণিকুঞ্জেষু গুঞ্জ-
ন্নুত্তালঃ কিঙ্কিণীনামনবরতরণৎকারহেতুঃ পতাকাম্ ॥ ৪ ॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ।) ইদং চ পুরাণনিম্বতৈলাক্তপরিভুজ্যমানরসোনকর-সন্ধিভিশ্চিতাধূমৈরধস্তাদ্বিভাবিতস্য শ্মশানবাটস্য নেদীয়ঃ কারালায়তনম্। যত্র পর্যবসিতমন্ত্রসাধনস্যাস্মদ্গুরোরঘোরঘণ্টস্যাজ্ঞয়া সবিশেষমদ্য ময়া পূজাসম্ভারঃ সন্নিধাপনীয়ঃ। কথিতঃ হি মে গুরুণা—'বৎসে কপালকুণ্ডলে, ভগবত্যাঃ করালয়া যন্ময়া প্রাগুপযাচিতং স্ত্রীরত্নমুপহর্তব্যম্, তদত্রৈব নগরে বিদিতমাস্তে' ইতি। (সকৌতুকমবলোক্য।) তৎ কোঽয়মতিগম্ভীরমধুরাকৃতিরুত্তম্ভিতকুটিলকুন্তলভার-কৃপাণপাণিঃ শ্মশানমবতরতি। য এষঃ।

কুবলয়দলশ্যামোঽপ্যঙ্গং দধৎপরিধূসরং
ললিতবিকটন্যাসঃ শ্রীমানমৃগাঙ্কনিভাননঃ।
হরতি বিনয়ং বামো যস্য প্রকাশিতসাহসঃ
প্রবিগলদসৃক্‌পঙ্কঃ পাণির্লগ্নরজাঙ্গলঃ ॥ ৫ ॥

(নিরূপ্য) স এষ কামন্দকীসুহৃৎপুত্রো মহামাংসস্য পণয়িতা মাধবঃ। তৎ কিমনেন। যথাসমীহিতং সম্পাদয়ামি। বিগলিতপ্রায়শ্চ পশ্চিমসন্ধ্যাসময়ঃ। তথা হি—

ব্যোম্নস্তাপিচ্ছগুচ্ছাবলিভিরিব তমোবল্লরীভির্ব্রিয়ন্তে
পর্যন্তাঃ প্রান্তবৃত্ত্যা পয়সি বসুমতী নূতনে মজ্জতীব।
বাত্যাসংবেগবিষ্বগ্বিততবলয়িতস্ফীতধূম্যাপ্রকাশং
প্রারম্ভেঽপি ত্রিযামা তরুণয়তি নিজং নীলিমানং বনেষু ॥ ৬ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তা।)

ইতি শুদ্ধবিষ্কম্ভঃ।

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টো মাধবঃ।)

মাধবঃ—(সাশংসম্।)
প্রেমার্দ্রাঃ প্রণয়স্পৃশঃ পরিচয়াদুদ্গাঢ়রাগোদয়া-
স্তাস্তা মুগ্ধদৃশো নিসর্গমধুরাশ্চেষ্টা ভবেয়ুর্ময়ি।

যাস্বন্তঃকরণস্য বাহ্যকরণব্যাপাররোধী ক্ষণা-
দাশংসাপরিকল্পিতাস্বপি ভবত্যানন্দসান্দ্রো লয়ঃ ॥ ৭ ॥

অপি চ—

অতিমুক্তকগ্রথিতকেসরাবলী-
সততাধিবাসসুভগার্পিতস্তনম্ ।
অপি কর্ণজাহবিনিবেশিতাননঃ
প্রিয়য়া তদঙ্গপরিবৃত্তিমাপ্নুয়াম্ ॥ ৮ ॥

অথবা দূরে তাবদেতৎ। ইদমেব তাবৎ প্রার্থয়ে।

সম্ভূয়েব সুখানি চেতসি পরং ভূমানমাতন্বতে
যত্রালোকপথাবতারিণি রতিং প্রস্তৌতি নেত্রোৎসবঃ।
যদ্বালেন্দুকলোচ্চয়াদুপচিতৈঃ সারৈরিবোৎপাদিতং
তৎপশ্যেয়মনঙ্গমঙ্গলগৃহং ভূয়োঽপি তস্যা মুখম্ ॥ ৯ ॥

যৎসত্যমধুনা সন্দর্শনং নেতি স্বপ্নেঽপি বিশেষঃ। মম হি সম্প্রতি সাতিশয়প্রাক্তনোপলম্ভসম্ভাবিতাত্মনঃ সংস্কারস্যানবরতপ্রবোধাৎ প্রতায়মানস্তদ্বিসদৃশৈঃ প্রত্যয়ান্তরৈরতিরস্কৃতপ্রবাহঃ প্রিয়তমাস্মৃতিপ্রত্যয়োৎপত্তিসন্তানস্তন্ময়মিব করোতি বৃত্তিসারূপ্যতশ্চৈতন্যম্। তথা হি।

লীনেব প্রতিবিম্বিতেব লিখিতেবোৎকীর্ণরূপেব চ
প্রত্যুপ্তেব চ বজ্রলেপঘটিতেবান্তর্নিখাতেব চ।
সা নশ্চেতসি কীলিতেব বিশিখৈশ্চেতোভুবঃ পঞ্চভি-
শ্চিন্তাসন্ততিতন্তুজালনিবিড়স্যূতেব লগ্না প্রিয়া ॥ ১০ ॥

(নেপথ্যে কলকলঃ)

মাধবঃ—(আকর্ণ্য) অহো, সম্প্রতীতস্ততঃ প্রবর্তমানকৌণপনিকরস্য মহতী শ্মশানবাটস্য রৌদ্রতা। অত্র হি,

পর্যন্তপ্রতিরোধিমেদুরঘনস্ত্যানং চিতাজ্যোতিষা-
মৌজ্জ্বল্যাং পরভাগতঃ প্রকটয়ত্যাভোগভীমং তমঃ।
সংসক্তাকুলকেলয়ঃ কিলকিলাকোলাহলৈঃ সংমদা-
দুদ্দণ্ডাঃ কটপূতনাপ্রভৃতয়ঃ সাংরাবিণং কুর্বতে ॥ ১১ ॥

তদুচ্চৈরাঘোষয়ামি। ভো ভোঃ শ্মশাননিকেতনাঃ কটপূতনাঃ,

অশস্ত্রপূতমব্যাজং পুরুষাঙ্গোপকল্পিতম্।
বিক্রীয়তে মহামাংসং গৃহ্যতাং গৃহ্যতামিতি ॥ ১২ ॥

(নেপথ্যে পুনঃ কলকলঃ)

মাধবঃ—কথমাঘোষণানন্তরমেব সর্বতঃ সমুচ্চলদুত্তালতুমুলব্যক্তবলকলাকুলঃ প্রচলিতক ইবাবিভবদ্ভূতসংকটঃ শ্মশানবাটঃ।

আশ্চর্যম্।

কর্ণাভ্যর্ণবিদীর্ণসৃক্কবিকটব্যাদানদীপ্তাগ্নিভি-
দংষ্ট্রাকোটিবিশঙ্কটৈরিব ইতো ধাবদ্ভিরাকীর্যতে।
বিদ্যুৎপুঞ্জনিকাশকেশনয়নভ্রূশ্মশ্রুজালৈর্নভো
লক্ষ্যালক্ষ্যবিশুষ্কদীর্ঘবপুষামুল্কামুখানাং মুখৈঃ ॥ ১৩ ॥

অপি চ।

এতৎপুতনচক্রমক্রমকৃতগ্রাসার্ধমুক্তৈর্বৃকা-
নুৎপশ্চৎপরিতো নৃমাংসবিঘসৈরাদর্দরং ক্রন্দতঃ।
খর্জুরদ্রুমদঘ্নজংঘমসিতত্বঙ্‌নর্ধবিশ্বস্তত-
স্নায়ুগ্রন্থিঘনাস্থিপঞ্জরজরৎকংকালমালোক্যতে ॥ ১৪ ॥

(সমন্তাদবলোক্য বিহস্য চ) অহো প্রকারঃ পিশাচানাম্। ততঃ।

পৃথুচলরসনোগ্রমাস্যগর্তং
দধতি বিদার্য বিশীর্ণশুষ্কদেহাঃ।
চলদজগরঘোরকোটরাণাং
দ্যুতিমিহ দগ্ধপুরাণরোহিণানাম্ ॥ ১৫ ॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হন্ত, অতিবীভৎসমগ্রতো বর্ততে।

উৎকৃত্যোৎকৃত্য কৃত্তিং প্রথমমথ পৃথূৎসেধভূয়াংসি মাংসা-
ন্যংসস্ফিকপৃষ্ঠপীঠাদ্যবয়বসুলভান্যুগ্রপূতীনি জগ্ধ্বা।
আত্তস্নাযন্ত্রনেত্রঃ প্রকটিতদশনঃ প্রেতরংকঃ করংকা-
দংকস্থাদস্থিসংস্থং স্থপুটগতমপি ক্রব্যমব্যগ্রমত্তি ॥ ১৬ ॥

অপি চ।

নিষ্টাপস্বিদ্যদস্নঃ ক্বথনপরিগলন্মেদসঃ প্রেতকায়ান্-
কৃষ্টা সংসক্তধূমানপি কুণপভুজো ভূয়সীভ্যশ্চিতাভ্যঃ।
উৎপক্কস্রংসিমাংসং প্রচলদুভয়তঃ সন্ধিনির্মুক্তমারা-
দেতে নিষ্কৃষ্য জংঘানলকমুদয়িনীর্মজ্জধারাঃ পিবন্তি ॥ ১৭ ॥

(বিহস্য) অহো, প্রাদোষিকঃ প্রমোদঃ পিশাচানাম্।

আন্ত্রৈঃ কল্পিতমঙ্গলপ্রতিসরাঃ স্ত্রীহস্তরক্তোৎপল-
ব্যক্তোত্তংসভৃতঃ পিনহ্য সহসা হৃৎপুণ্ডরীকস্রজঃ।
এতাঃ শোণিতপংককুংকুমজুষঃ সম্ভূয় কান্তৈঃ পিব-
ন্ত্যাস্থিস্নেহসুরাং কপালচষকৈঃ প্রীতাঃ পিশাচাঙ্গনাঃ ॥ ১৮ ॥

(পরিক্রম্য। পুনঃ 'অশস্ত্রপূতম্—' ইত্যাদি পঠিত্বা।) কথং নামাতিভীষণ-বিভীষিকাবিকারৈর্ঝটিত্যত্যপক্রান্তং পিশাচৈঃ। অহো নিঃসত্ত্বাঃ সর্বে। (সনির্বেদম্) বিচিতশ্চৈষ সর্বঃ শ্মশানবাটঃ। তথা খল্বিয়ং পুরত এব,

গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারসংবেল্লিত—
ক্রন্দৎফেরবচণ্ডধাৎকৃতিভৃতপ্রাগ্‌ভারভীমৈস্তটৈঃ।
অন্তঃকীর্ণকরংককর্পরতরৎসংরোধিকূলংকষ-
স্রোতোনির্গমঘোরঘর্ঘররবা পারেশ্মশানং সরিৎ ॥ ১৯ ॥

(নেপথ্যে)।

হা তাদ নিক্করুণ, এসো দানিং দে নরেন্দচিত্তারাহনোবঅরণং জনোবিপজ্জই।
(হা তাত নিষ্করুণ, এষ ইদানীং তে নরেন্দ্রচিত্তারাধনোপকরণং জনো বিপদ্যতে)।

মাধবঃ—(সাকূতমাকর্ণ্য)।

নাদস্তাবদ্‌বিকলকুররীকূজিতস্নিগ্ধতার-
শ্চিত্তাকর্ষী পরিচিত ইব শ্রোত্রসংবাদমেতি।

অন্তর্ভিন্নং ভ্রমতি হৃদয়ং বিহ্বলত্যঙ্গমঙ্গং
গাত্রস্তম্ভঃ স্খলয়তি গতিং কঃ প্রকারঃ কিমেতৎ ॥ ২০ ॥
করালায়তনাচ্ছায়মুচ্চরন্ করুণধ্বনিঃ।
বিভাব্যতে ননু স্থানমনিষ্টানাং তদীদৃশাম্ ॥ ২১ ॥

ভবতু। পশ্যামি। (ইতি পরিক্রামতি)

(ততঃ প্রবিশতো দেবতার্চনাব্যগ্রৌ কপালকুণ্ডলাঘোরঘণ্টৌ কৃতবধ্যচিহ্না মালতী চ)।

মালতী—হা তাদ নিক্করুণ, এসো দানিং দে নরেন্দচিত্তারাহণোবঅরণং জনো বিপজ্জই। হা অম্ব, হিঅএ ইদাসি দুব্বারদেব্বদুব্বিলসিদেন। হা মালদীমঅজীবিদে, মহ কল্লানসাহণেক্কসুহসঅলব্বাবারে ভঅবদি কামন্দই, চিরস্স জানাবিদাসি দুক্খং সিনেহেণ। হা পিঅসহি লবঙ্গিএ, সিবিণঅবসরমেত্তদংসনা অহং দে সংবুত্তা। (হা তাত নিষ্করুণ এষ ইদানীং তে নরেন্দ্রচিত্তারাধনোপকরণং জনো বিপদ্যতে। হা অম্ব, হৃদয়ে হতাসি দুর্বারদৈবদুর্বিলসিতেন। হা মালতীময়জীবিতে, মম কল্যানসাধনৈকসুখসকলব্যাপারে ভগবতি কামন্দকি, চিরস্য জ্ঞাপিতাসি দুঃখং স্নেহেন। হা প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, স্বপ্নাবসরমাত্রদর্শনাহং তে সংবৃত্তা।)

মাধবঃ—হন্ত, সম্প্রতি নিরস্ত এব মে সন্দেহঃ। তদপি নাম জীবন্তীমেনাং সম্ভাবয়েয়মিতি। (ঝটিতি পরিক্রামতি)

কাপালিকৌ—দেবি চামুণ্ডে ভগবতি, নমস্তে।

সাবষ্টম্ভনিশুম্ভসম্ভ্রমণমদ্ভূগোলনিষ্পীড়ন-
ন্যঞ্চৎকর্পরকূর্মকম্পবিগলদ্ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডস্থিতি।
পাতালপ্রতিমল্লগল্লবিবরপ্রক্ষিপ্তসপ্তার্ণবং
বন্দে নন্দিতনীলকণ্ঠপরিষদ্ব্যক্তং তব ক্রীড়িতম্ ॥ ২২ ॥

অপি চ।।

প্রচলিতকরিকৃত্তিপর্যন্তচঞ্চন্নখাঘাতভিন্নেন্দুনিষ্যন্দমানামৃত-
শ্চ্যোতজীবৎকপালাবলীমুক্তচণ্ডাট্টহাসত্রসদ্ভূরিভূতপ্রবৃত্তস্তুতি।
শ্বসদসিতভুজঙ্গভোগাঙ্গদগ্রন্থিনিষ্পীড়নোৎফুল্লফুল্লৎফণাপীঠনি-
র্যদ্বিষজ্যোতিরুজ্জৃম্ভনোড্ডামরব্যস্তবিস্তারিদোঃখণ্ডপর্যাসিতক্ষ্মাধরম্ ॥
জ্বলদনলপিশঙ্গনেত্রচ্ছটাভারভীমোত্তমাঙ্গভ্রমিপ্রস্তুতালাতচক্র-
ক্রিয়াস্যূতদিগ্ভাগমুক্তাঙ্গখট্বাঙ্গশৃঙ্গধ্বজোদ্ধূতিবিক্ষিপ্ততারাগণম্।
প্রমুদিতকটপূতনোত্তালবেতালতালস্ফুটৎকর্ণসম্ভ্রান্তগৌরীধনা
শ্লেষসস্মেরমনস্ত্র্যম্বকানন্দি বন্তাণ্ডবং দেবি ভূয়াদরিষ্ট্যৈ চ হৃষ্ট্যৈ চ নঃ ॥২৩॥

(ইত্যভিনয়তঃ)

মাধবঃ—(বিলোক্য) হা ধিক্ প্রমাদম্।

ন্যস্তালক্তকরক্তমাল্যবসনা পাষণ্ডচণ্ডালয়োঃ
পাপারম্ভবতোর্মৃগীব বৃকয়োর্ভীরুর্গতা গোচরম্।
সেয়ং ভূরিবসোর্বসোরিব সুতা মৃত্যোর্মুখে বর্ততে
হা ধিক্কষ্টমনিষ্টমস্তকরুণঃ কোঽয়ং বিধেঃ প্রক্রমঃ ॥ ২৪ ॥

কপালকুণ্ডলা—

তং ভদ্রে স্মর দয়িতোঽত্র যস্তবাভূ-
দদ্য ত্বাং ত্বরয়তি দারুণঃ কৃতান্তঃ।

মালতী–হা দেব্ব মাহব, পরলোঅগদো বি তুম্হেহিং সুমরিদব্বো অঅং জনো। ণহু সো উবরদো জস্স বল্লহো সুমরেদি। (হা দেব মাধব, পরলোকগতোঽপি যুষ্মাভিঃ স্মর্তব্যোঽয়ং জনঃ। ন খলু স উপরতো যস্য বল্লভঃ স্মরতি।)

কপালকুণ্ডলা–হন্ত, মাধবানুরক্তেয়ং তপস্বিনী।

অঘোরঘণ্টঃ–(শস্ত্রমুদ্যম্য)।

চামুণ্ডে ভগবতি মন্ত্রসাধনাদা-
বুদ্দিষ্টামুপনিহিতাং ভজস্ব পূজাম্ ॥ ২৫ ॥

মাধবঃ–(সহসোপসৃত্য খড়্গ প্রকোষ্ঠেন নিক্ষিপ্য)। আঃ কাপালিকপসদ দুরাত্মন্, অপেহি। প্রতিহতোঽসি।

মালতী–(সহসাবলোক্য) পরিত্তাঅদু মহাভাও। (ইতি মাধবমালিঙ্গতি)। (পরিত্রায়তাং মহাভাগঃ)।

মাধবঃ–মহাভাগে, ন ভেতব্যম্।

মরণসময়ে ত্যক্তাশঙ্কং প্রতাপনিরর্গল-
প্রকটিতনিজস্নেহং সোঽয়ং সখা পুর এব তে।
সুতনু বিসৃজোৎকম্পং সম্প্রত্যসাবিহ পাপ্মনঃ
ফলমনুভবত্যুগ্রং পাপঃ প্রতীপবিপাকিনঃ ॥ ২৬ ॥

অঘোরঘণ্টঃ–আঃ, ক এষ পাপোঽস্মাকমন্তরায়ঃ সংবৃত্তঃ।

কপালকুণ্ডলা–ভগবন্ স এবাস্যাঃ স্নেহভূমিঃ কামন্দকীসুহৃৎপুত্রো মহামাংসস্য পণয়িতা মাধবঃ।

মাধবঃ–(সাস্রম্) মহাভাগে কিমেতৎ।

মালতী–(চিরাদাশ্বস্য) মহাভাঅ, অহং বি ণ জাণামি এত্তিঅং জাণামি। উবরিঅলিন্দং জেব্ব পসুত্তা ইহ পডিবুদ্ধম্হি তুম্হে উণ কহিং। (মহাভাগ, অহমপি ন জানামি। এতাবজ্জানামি। উপর্যলিন্দমেব প্রসুপ্তেহ প্রতিবুদ্ধাস্মি। যূয়ং পুনঃ ক্ব।)

মাধবঃ–(সলজ্জম্)

ত্বৎপাণিপঙ্কজপরিগ্রহধন্যজন্মা
ভূয়াসমিত্যভিনিবেশকদর্থ্যমানঃ।
ভ্রাম্যন্নমাংসপণনায় পরেতভূমা-
বাকর্ণয়ে ভীরু রুদিতানি তবাগতোঽস্মি ॥ ২৭ ॥

মালতী–(অপবার্য) কহং মম কালণাদো এব্ব এদ অপ্পণিরপেক্খং পরিব্ভমন্দি। (কথং মম কারণাদেবৈত আত্মনিরপেক্ষং পরিভ্রমন্তি।)

মাধবঃ–অহো নু খলু ভোঃ, তদেতৎ কাকতালীয়ং নাম। সম্প্রতি হি–

রাহোশ্চন্দ্রকলামিবাননচরীং দৈবাৎ সমাসাদ্য মে
দস্যোরস্য কৃপাণপাতবিষয়াদাচ্ছিন্দতঃ প্রেয়সীম্।
আতঙ্কাদবিকলং দ্রুতং করুণয়া বিক্ষোভিতং বিস্ময়াৎ-
ক্রোধেন জ্বলিতং মুদা বিকসিতং চেতঃ কথং বর্ততে ॥ ২৮ ॥

অঘোরঘণ্টঃ—অরে ব্রাহ্মণডিম্ভ,

ব্যাঘ্রাঘ্রাতমৃগীকৃপাকুলমৃগন্যায়েন হিংসারুচেঃ
পাপ প্রাণ্যুপহারকেতনজুষঃ প্রাপ্তোঽসি মে গোচরম্ ।
সোঽহং প্রাগ্ভবতৈব ভূতজননীমুপ্রোমি খড়্গাহতি-
ব্যস্তস্কন্ধকবন্ধরন্ধ্ররুধিরপ্রাগ্ভারনিষ্যন্দিনা ॥ ২৯ ॥

মাধবঃ—আঃ দুরাত্মন্ পাষণ্ডচণ্ডাল,

অসারং সংসারং পরিমুষিতরত্নং ত্রিভুবনং
নিরালোকং মরণশরণং বান্ধবজনম্ ।
অদর্পং কন্দর্পং জননয়ননির্মাণমফলং
জগজ্জীর্ণারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ ॥ ৩০ ॥

অপি চ রে রে পাপ,

প্রণয়সখীসলীলপরিহাসরসাধিগতৈ
র্ললিতশিরীষপুষ্পহননৈরপি তাম্যতি যৎ ।
বপুষি বধায় তত্র তব শস্ত্রমুপক্ষিপতঃ
পততু শিরস্যকাণ্ডযমদণ্ড ইবৈষ ভুজঃ ॥ ৩১ ॥

অঘোরঘণ্টঃ—আঃ দুরাত্মন্, প্রহর প্রহর। নন্বয়ং ন ভবসি।

মালতী—পসীদ ণাহ সাহসিঅ, দারুণো ক্খু অঅং ইদাসো। তা পরিত্তাঅসু মং। ণিবত্তঅদু ইমাদো অণত্থসংকটাদো। (প্রসীদ নাথ সাহসিক, দারুণঃ খল্বয়ং হতাশঃ। তৎপরিত্রায়স্ব মাম্। নিবর্ততামস্মাদনর্থসংকটাৎ।)

কপালকুণ্ডলা—ভগবন্, অপ্রমত্তো ভূত্বা দুরাত্মানং ব্যাপাদয়।

মাধবাঘোরঘণ্টৌ—(মালতীকপালকুণ্ডলে প্রতি) অয়ি ভীরু,

ধৈর্যং নিধেহি হৃদয়ে হত এষ পাপঃ
কিং বা কদাচিদপি কেনচিদন্বভাবি।
সারঙ্গসংহৃতিবিধাবিভকুম্ভকূট-
কুট্টাকপাণিকুলিশস্য হরেঃ প্রমাদঃ ॥ ৩২ ॥

(নেপথ্যে কলকলঃ। সর্ব আকর্ণয়ন্তি)

ভো ভো মালত্যন্বেষিণঃ, ইয়মমাত্যভূরিবসুমাশ্বাসয়ন্ত্যপ্রতিহতপ্রজ্ঞাচক্ষুর্ভগবতী কামন্দকী সমাদিশতি, পর্যবষ্টভ্যতামেতৎকরালায়তনম্।

নাঘোরঘণ্টাদন্যস্মাৎ কর্মৈতদ্দারুণাদভূৎ।
ন করালোপহারাচ্চ ফলমন্যদ্বিভাব্যতে ॥ ৩৩ ॥

কপালকুণ্ডলা—ভগবন্ পর্যবষ্টব্ধাঃ স্মঃ।

অঘোরঘণ্টঃ—সম্প্রতি বিশেষতঃ পৌরুষস্যাবসরঃ।

মালতী—হা তাদ, হা ভঅবদি। (হা তাত, হা ভগবতি।)

মাধবঃ—ভবতু বান্ধবসমাজসুস্থিতামেনাং বিধায় তৎসমক্ষমেনং ব্যাপাদয়ামি। (মালতী-মন্যতঃ প্রেষয়ন্ পরিক্রামতি)

(মাধবাঘোরঘণ্টাবন্যোন্যমুদ্দিশ্য)

আঃ, রে রে পাপ,

কঠোরাস্থিগ্রন্থিব্যতিকরঘণাৎকারমুখরঃ
খরস্নায়ুচ্ছেদক্ষণবিহিতবেগব্যুপরমঃ।
নিরাতঙ্কঃ পঙ্‌ক্তিষ্বিব পিশিতখণ্ডেষু নিপত-
ন্নসির্গাত্রং গাত্রং সপদি লবশস্তে বিকিরতু ॥ ৩৪ ॥
(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × ষষ্ঠোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি কপালকুণ্ডলা)

কপালকুণ্ডলা—আঃ পাপ দুরাত্মন্, মালতীনিমিত্তং বিনিপাতিতাস্মদ্‌গুরো মাধবহতক, অহং ত্বয়া তস্মিন্নবসরে নির্দয়ং নিঘ্নত্যপি স্ত্রীত্যবজ্ঞাতা। (সক্রোধম্) তদবশ্যমনুভবিষ্যসি কপালকুণ্ডলাকোপস্য ফলম্।

শান্তিঃ কুতস্তস্য ভুজঙ্গশত্রো-
র্যস্মিন্নিবন্ধানুশয়া সদৈব।
জাগর্তি দংশায় নিশাতদংষ্ট্রা-
কোটির্বিষোদ্‌গারগুরুর্ভুজঙ্গী ॥ ১ ॥

(নেপথ্যে)

ভো রাজানশ্চরমবয়সামাজ্ঞয়া সত্বরধ্বং
কর্তব্যেষু শ্রবণসুভগং ভূমিদেবাঃ পঠন্তু।
চিত্রং নানাবচনবিহৈশ্চেষ্টিতাং মঙ্গলেভ্যঃ
প্রত্যাসন্নস্ত্বরয়তিতরাং জন্যযাত্রাপ্রবেশঃ ॥ ২ ॥

যাবচ্চ সম্বন্ধিনো ন পরাপতন্তি তাবদ্‌বৎসয়া মালত্যা নগরদেবতাগৃহমবিঘ্নমঙ্গলায় গম্যত্যমিত্যাদিশতি ভগবতী কামন্দকী। অন্যচ্চ গৃহীতবিশেষমণ্ডনঃ প্রতীক্ষ্যতামানুযাত্রিকো জন ইতি।

কপালকুণ্ডলা—ভবতু। হতো মালতীবিবাহপরিকর্মসত্বরপ্রতিহারজনসহস্রসংকুলাৎপ্রদেশাদপক্রম্য মাধবাপকারং প্রতাভিনিবিষ্টা ভবামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

ইতি শুদ্ধবিষ্কম্ভঃ

কলহংসঃ—(প্রবিশ্য) আণত্তোম্হি ণঅরদেব্দাগব্ভঘরবট্টিণা মঅরন্দসণাহেণ মাহবেণ জাণীহি দাব ইদোমুহং পউত্তা মালদী ণ বেত্তি। তা জাব ণং আনন্দইস্সং। (আজ্ঞপ্তোঽস্মি নগরদেবতাগর্ভগৃহবর্তিনা মকরন্দসনাথেন মাধবেন জানীহি তাবদিতোমুখং প্রবৃত্তা মালতী ন বেতি। তদ্‌যাবদেনমানন্দয়িষ্যামি)

(ততঃ প্রবিশতো মাধবমকরন্দৌ)

মাধবঃ— মালত্যাঃ প্রথমাবলোকনদিনাদারভ্য বিস্তারিণো
ভূয়ঃ স্নেহবিচেষ্টিতৈর্মৃগদৃশো নীতস্য কোটিং পরাম্।
অদ্যান্তঃ খলু সর্বথাস্য মদনায়াসপ্রবন্ধস্য মে
কল্যাণং বিদধাতু বা ভগবতীনীতির্বিপর্যেতু বা ॥ ৩ ॥

মকরন্দঃ—কথং ভগবত্যাঃ সা মেধাশক্তির্বিপর্যেষ্যতি।

কলহংসঃ—(উপসৃত্য) ণাহ, দিট্ঠিআ বড্ঢসি। পউত্তা কখু ইদোমুহং মালদী। (নাথ, দিষ্ট্যা বর্ধসে। প্রবৃত্তা খল্বিতোমুখং মালতী।

মাধবঃ—অপি সত্যম্!

মকরন্দঃ—কিমশ্রদ্দধানঃ পৃচ্ছসি। ন কেবলং প্রবৃত্তা প্রত্যাসন্না চ বর্ততে। তথা হি।

অস্মাকমেকপদ এব মরুদ্বিকীর্ণ-
জীমূতজালরসিতানুকৃতির্নিনাদঃ।
গম্ভীরমঙ্গলমৃদঙ্গসহস্রজন্মা
শব্দান্তরশ্রবণশক্তিমপাকরোতি ॥ ৪ ॥

তদেহি। জালমার্গেণ পশ্যামঃ।

(তথা কুর্বন্তি)

কলহংসঃ—ণাহ, পেক্খ। ইমে দাব উপপাতিঅরাঅংসবিব্ভমাহিরামচামরসমীরণুব্বেলিঅকদলিআবলীতরঙ্গিদুত্তাণগঅণঙ্গণসরোণিরন্তরুদ্দণ্ডপুণ্ডরীঅবিব্ভমং বহন্তো মঙ্গলধবলাতপত্তণিবহা দীসন্তি। ইমাও সবিলাসকবলিদতম্বূলাহিপূরিদকবোলমণ্ডলাভোঅব্বইঅরক্খলিদমহুরমঙ্গলুগগীঅবন্ধকোলাহলেহিং বিবহরঅণালংকারকিরণাবলীবিড়ম্বিদমহিন্দচাববিচ্ছেঅবিচ্ছুরিদণহত্থলেহিং বারসুন্দরীকদম্বেহিং অজ্ঝাসিআও ক্বণন্তকণঅকিংকিণীরণিঅঝণঝণক্কারিণীও করিণীও। (নাথ, পশ্য। ইমে তাবদুৎপতিতরাজহংসবিভ্রমাভিরামচামরসমীরণোদ্বেলকদলিকাবলীতরঙ্গিতোত্তানগগনাঙ্গণসরোনিরন্তরোদদণ্ডপুণ্ডরীকবিভ্রমং বহন্তো মঙ্গলধবলাতপত্রনিবহা দৃশ্যন্তে। ইমাঃ সবিলাসকবলিততাম্বূলাভিপূরিতকপোলমণ্ডলাভোগব্যতিকরস্খলিতমধুরমঙ্গলোদগীতবন্ধকোলাহলৈর্বিবিধরত্নালংকারকিরণাবলীবিড়ম্বিতমহেন্দ্রচাপবিচ্ছেদবিচ্ছুরিতনভঃ স্থলৈর্বারসুন্দরীকদম্বকৈরধ্যাসিতাঃ ক্বণৎকনককিংকিণীরণিতঝণঝণৎকারিণ্যঃ করিণ্যঃ।)

(মাধবমকরন্দৌ সকৌতুকং পশ্যতঃ)

মকরন্দঃ—স্পৃহণীয়াঃ খল্বমাত্যভূরিবসোর্বিভূতয়ঃ। তথা হি

প্রেঙ্খদ্ভূরিময়ূরমেচকচয়ৈরুন্মেষিচাষচ্ছদ-
চ্ছায়াসংবলিতৈর্বিবর্তিভিরিব প্রান্তেষু পর্যাবৃতাঃ।
ব্যক্তাখণ্ডলকার্মুকা ইব ভবন্ত্যুচ্চৈশ্চীনাংশুক-
প্রস্তারস্থগিতা ইবোন্মুখমণিজ্যোতির্বিতানৈর্দিশঃ ॥ ৫ ॥

কলহংসঃ—কহং সসংভমাণেঅপডিহারমণ্ডলাবজ্জিদউজ্জলকণঅকলধোঅপংকলিত্তচিত্তবেত্তলদাপরিক্খিত্তরেহারইদমণ্ডলো দূরসংঠিদো পরিঅণো। এসা অ বহুলসিন্দূরণিঅরসংজ্ঝরাত্তবয়ত্তমুহমহুরঘোলন্তণক্খত্তমালাভরণধারিণিং করেণুরঅণিং অলংকরন্তী ইদো জেব্ব কোদূহলুপফুল্লমুহসমত্থলোঅদিস্সন্তমণহরপণ্ডুরপরিক্খামদেহসোহাবিভাবিআণঙ্গবেঅণা পঢমচ্ছন্দলেহাবিব্ভমং বহন্তী কিংচিঅন্দরং পসরিদা মালদী। (কথং সসম্ভ্রমানেকপ্রতীহারমণ্ডলাবর্জিতোজ্জ্বলকনককলধৌতপঙ্কলিপ্তচিত্রবেত্রলতাপরিক্ষিপ্তরেখারচিতমণ্ডলো দূরসংস্থিতঃ পরিজনঃ। এষা চ বহুলসিন্দূরনিকরসন্ধ্যারাগোপরক্তমুখমধুরঘূর্ণমাননক্ষত্রমালাভরণধারিণীং করেণুরজনীমলংকুর্বতীত এব কৌতূহলোৎফুল্লমুখসমস্তলোকদৃশ্যমানসনোহরাপাণ্ডুর-

পরিক্ষামদেহশোভাবিভাবিতানঙ্গবেদনা প্রথমচন্দ্রলেখাবিভ্রমং বহন্তী কিঞ্চিদন্তরং প্রসৃতা মালতী।)

মকরন্দঃ—বয়স্য, পশ্য।

ইয়মবয়বৈঃ পাণ্ডুক্ষামৈরলংকৃতমণ্ডনা
কলিতকুসুমা বালেবান্তর্লতা পরিশোষিণী।
বহতি চ বরারোহা রম্যাং বিবাহমহোৎসব-
শ্রিয়মুদয়িনীমদ্ভুতাং চ ব্যনক্তি মনোরুজম্ ॥ ৬ ॥

কথং নিষাদিতা গজবধূঃ।

মাধবঃ—(সানন্দম্) কথমবতীর্ণ ভগবতীলবঙ্গিকাভ্যাং প্রবৃত্তেব।

(ততঃ প্রবিশতি কামন্দকী মালতী লবঙ্গিকা চ)

কামন্দকী—(সহর্ষমপবার্য)

বিধাতা ভদ্রং নো বিতরতু মনোজ্ঞায় বিধয়ে
বিধেয়াসুর্দেবাঃ পরমরমণীয়াং পরিণতিম্।
কৃতার্থা ভূয়াসং প্রিয়সুহৃদপত্যোপনয়তঃ
প্রযত্নঃ কৃৎস্নোঽয়ং ফলতু শিবতাতিশ্চ ভবতু ॥ ৭ ॥

মালতী (স্বগতম্) কেণ উণ উবাএণ সংপদং মরণণিব্বাণস্স অন্দরং সংভাবইস্সং। মরণং বি মে মন্দভাঅহেআএ অহিমদং অদিদুল্লহং হোদি। (কেন পুনরুপায়েন সাম্প্রতং মরণনির্বাণস্যান্তরং সম্ভাবয়িষ্যামি। মরণমপি মে মন্দভাগধেয়ায়া অভিমতমতি-দুর্লভং ভবতি।)

লবঙ্গিকা—অদিকীলালিদা কখু পিঅসহী এদিণা অণুউলবিপ্পলম্ভেণ। (অতিক্লেশিতা খলু প্রিয়সখ্যোতেনানুকূলবিপ্রলম্ভেন।)

(প্রবিশ্য ভূষণপটলকহস্তা)

প্রতীহারী—ভঅবদীং অমচ্চো ভণাদি। এদিণা ণরিন্দাণাপেসিদবিবাহণেবথেণ দেবদাএ পুরদো অলংকরিদব্বা মালদি তি। (ভগবতীমমাত্যো ভণতি। এতেন নরেন্দ্রানু-প্রেষিতবিবাহনেপথ্যেন দেবতায়াঃ পুরতোঽলংকর্তব্যা মালতীতি।)

কামন্দকী—যুক্তমাঙ্গলিকং হি তৎস্থানম্। ইতো দর্শয়।

প্রতীহারী—এদং দাব ধবলপট্টংসুঅজুঅলং। এদং অ উত্তরীঅবণ্ণংসুঅং। ইমে অ সব্বঙ্গিআ আহরণসংজোআ। ইমে অ মোত্তিআহারা। এদং চন্দণং। এসো সিঙ্গ-কুসুমাপীড়ো ত্তি। (এতত্তাবদ্ধবলপট্টাংশুকযুগলম্। এতচ্চোত্তরীয়বর্ণাংশুকম্। ইমে চ সর্বাঙ্গিকা আভরণসংযোগাঃ। ইমে চ মৌক্তিকহারাঃ। এতচ্চন্দনম্। এষ সিতকুসুমাপীড় ইতি।)

কামন্দকী—(অপবার্য) রমণীয়ং বৎসং মকরন্দমবলোকয়িষ্যতি জনঃ। (প্রকাশম্। গৃহীত্বা) ভবতু। এবমুচ্যতামমাত্যঃ।

(প্রতিহারী নিষ্ক্রান্তা)

কামন্দকী—লবঙ্গিকে, প্রবিশ ত্বমভ্যন্তরং বৎসয়া মালত্যা সহ।

লবঙ্গিকা—ভঅবদী উণ। (ভগবতী পুনঃ)

কামন্দকী—অহমপি বিবিক্তে তাবদলংকরণরত্নানাং প্রশস্ত্যং শাস্ত্রতঃ পরীক্ষ্যে। (ইতি নিষ্ক্রান্তা।)

মালতী–(আত্মগতম্) লবঙ্গিকামেত্তপরিবারা দাব সংউত্তা। (প্রকাশম্) এদং দেবদামন্দিরদ্দুবারং। তা পবিসদ্ পিঅসহী। (লবঙ্গিকামাত্রপরিবারা তাবৎ সংবৃত্তা। ইদং দেবতামন্দিরদ্বারম্। তৎ প্রবিশতু প্রিয়সখী।)

(প্রবিশতঃ)

মকরন্দঃ–ইতঃ স্তম্ভান্তরিতৌ পশ্যাবঃ।

(তথা কুরুতঃ)

লবঙ্গিকা–সহি, অঅং অঙ্গরাও। ইমাও কুসুমমালাও। (সখি অয়মঙ্গরাগঃ। ইমাঃ কুসুমমালাঃ।)

মালতী–তদো কিং। (ততঃ কিম্)

লবঙ্গিকা–সহি, ইমস্সিং পাণিগ্গহণমঙ্গলারম্ভে কল্লাণসংবত্তিণিমিত্তং দেবদাং পূজেহি ত্তি অম্বাএ অণুপেসিদাসি। (সখি, অস্মিন্ পাণিগ্রহণমঙ্গলারম্ভে কল্যাণসম্পত্তিনিমিত্তং দেবতাং পূজয়েত্যম্বয়ানুপ্রেষিতাসি।)

মালতী–(স্বগতম্) কুদো দাণিং দারুণসমারম্ভদেব্বদুব্বিলাসপরিণামদুক্খণিদদলিঅমাণসং পুণো বি মম্মচ্ছেদদুসহং মন্দভাইনীং দুমিজ্জসি। (কস্মাদিদানীং দারুণসমারম্ভদৈবদুর্বিলাসপরিণামদুঃখনির্দলিতমানসাং পুনরপি মর্মচ্ছেদদুঃসহাং মন্দভাগিনীমুপতাপয়সি।)

লবঙ্গিকা–অহ, কিং বত্তুকামাসি। (অয়ি কিং বক্তুকামাসি।)

মালতী–কিং দাণিং দুল্লহাহিণিবেসমণোহরহবিসংবদন্তভাঅহেত্তজনো মন্তেদি। (কিমিদানীং দুর্লভাভিনিবেশমনোরথবিসংবদদ্ভাগধেয়ো জনো মন্ত্রয়তে।)

মকরন্দঃ–সখে, শ্রুতম্।

মাধবঃ–অসন্তোষস্তু হৃদয়স্য।

মালতী–(লবঙ্গিকাং পরিষ্বজ্য।) পরমত্থভইণি পিঅসহি লবঙ্গিএ, এসাদাণিং দে পিঅসহী অণাহা মরণে বট্টমাণা আগব্ভণিগ্গমণিরন্তরোবারূঢবিস্সম্ভসরিসং পরিস্সজিঅ অব্ভত্থেহি। জই দে অহং অণুবট্টণীআ তদো মং হিঅএণ ধারয়ন্তী সমগ্গসোহগ্গলচ্ছীপরিগ্গহেকমঙ্গলং মাহবস্স সিরিমুহারবিন্দং আনন্দমসিণং পলোএহি। (ইতি রোদিতি।) (পরমার্থভগিনি প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, এষেদানীং তে প্রিয়সখ্যনাথা মরণে বর্তমানাঽগর্ভনির্গমনিরন্তরোপারূঢবিস্রম্ভসদৃশং পরিষ্বজ্যাভ্যর্থয়তে। যদি তেঽহমনুবর্তনীয়া ততো মাং হৃদয়েন ধারয়ন্তী সমগ্রসৌভাগ্যলক্ষ্মীপরিগ্রহৈকমঙ্গলং মাধবস্য শ্রীমুখারবিন্দমানন্দমসৃণং প্রলোকয়।)

মাধবঃ–বয়স্য মকরন্দ,

> ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাসনানি
> সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
> আনন্দনানি হৃদয়ৈকরসায়নানি
> দিষ্ট্যা ময়াপ্যধিগতানি বচোমৃতানি ॥ ৮ ॥

মালতী–জহ বৎস জীবিদপ্পাইণো অবসিদাং মাং সুণিঅ সংদপ্পমাণস্স তহাবিহং সরীরঅণং ণ পরিহরীঅদি, জহ অ লোঅন্নরগঅং বি মং উদ্দিসিঅ সো জণো সুমরণকহামেত্তপরিসেসং কালন্দরেণ বি লোঅক্খত্তং সিচিলেদি তহ করেসু। এব্বং দে পিঅসহী

মালদী সকামা হোই। (যথা তস্য জীবিতপ্রদায়িনোঽবসিতাং মাং শ্রুত্বা সন্তাপ্যমানস্য তথাবিধং শরীররত্নং ন পরিহীয়তে, যথা চ লোকান্তরগতামপি মামুদ্দিশ্য স জনঃ স্মরণকথামাত্রপরিশেষাং কালান্তরেণাপি লোকযাত্রাং ন শিথিলীকরোতি, তথা কুরু। এবং তে প্রিয়সখী মালতী সকামা ভবতি।)

মকরন্দঃ—হন্ত, ব্যতিকরুণং প্রস্তুতম্।

মাধবঃ— নৈরাশ্যকাতরধিয়ো হরিণেক্ষণায়াঃ
শ্রুত্বা নিকামকরুণং চ মনোহরং চ।
বাৎসল্যমোহপরিদেবিতমুদ্বহামি
চিন্তাবিষাদবিপদং চ মহোৎসবং চ ॥ ৯ ॥

লবঙ্গিকা—অই, পডিহদং দে অমঙ্গলং। ইদো বি অবরং ণ সুণিস্সং। (অয়ি, প্রতিহতং তেঽমঙ্গলং। ইতোঽপ্যপরং ন শ্রোষ্যামি।)

মালতী—সহি, পিঅং ক্খু তুমহাণং মালদীজীবিদং ণ উণ মালদী। (সখি, প্রিয়ং খলু যুষ্মাকং মালতীজীবিতং ন পুনর্মালতী।)

লবঙ্গিকা—সহি, কিং তি ভণিদং হোদি। (সখি, কিমিতি ভণিতং ভবতি।)

মালতী—জেন পচ্চাসাণিবন্ধণেহিং জীআবিঅ ইমং মহাবীভচ্ছারম্ভং অনুভাবিদম্হি। সংপদং উণ মে মনোরহো এত্তিঅং জেব্ব। জং তস্স দেবস্স পরকেরঅত্তণেন অবরুদ্ধং অত্তাণং পরিচ্চইঅ ণিব্বুদা দুবিস্সং। অস্সিং পওঅণে পিঅসহী মে অপরিপন্থিণী হোদু। (ইতি পাদয়োঃ পততি।) (যেন প্রত্যাশানিবন্ধনৈর্বচনসংবিধানৈর্জীবয়িত্বেমং মহাবীভৎসারম্ভমনুভাবিতাস্মি। সাম্প্রতং পুনর্মে মনোরথ এতাবানেব। যত্তস্য দেবস্য পরকীয়ত্বেনাপরাদ্ধমাত্মানং পরিত্যজ্য নির্বৃতা ভবিষ্যামি। অস্মিন্ প্রয়োজনে প্রিয়সখী মেঽপরিপন্থিনী ভবতু।)

মাধবঃ—পরবানস্মি সাধ্বসেন।

মকরন্দঃ—ইয়মেব নেদীয়সাং প্রকৃতিরভ্যুদয়ানাম্।

(মাধবঃ স্বৈরং লবঙ্গিকাস্থানে তিষ্ঠতি।)

মালতী—সহি, অণুউলদাএ পসাদং করেহি। (সখি, অনুকূলতয়া প্রসাদং কুরু।)

মাধবঃ সরলে সাহসরাগং পরিহর রম্ভোরু মুঞ্চ সংরম্ভম্।
বিরসং বিরহায়াসং সোঢ়ুং তব চিত্তমসহং মে ॥ ১০ ॥

মালতী—সহি, অলংঘণিজ্জো দে মালদীপ্পণামো। (সখি, অলঙ্ঘনীয়স্তে মালতীপ্রণামঃ।)

মাধবঃ— কিং বা ভণামি বিচ্ছেদদারুণায়াসকারিণি।
কামং কুরু বরারোহে দেহি মে পরিরম্ভণম্ ॥ ১১ ॥

মালতী—(সহর্ষম্।) কহং অণুগহীদম্হি। (উত্থায়।) ইঅং আলিঙ্গামি। দংসণং উণ বাফ্ফপীডণেণ পিঅসহিআএ পচ্চক্খং ণ লভিঅদি। (আলিঙ্গ্য সানন্দম্।) সহি, কঠোরকমলগব্ভপম্হলো অগ্ঘারিসো জেব্ব দে অঙ্গ নিব্বাবেদি মং সরীরপফংসো। (সাস্রম্।) কিং চ মৌলিবিনিবেসিদঅঞ্জলী মহ বঅণেণ বিণ্ণবেহি তং জণম্। জহ ণ মএ মন্দভাআএ বিকসন্তসদপত্তলচ্ছীবিলাসহারিণো মুহচন্দমণ্ডললস্স সচ্ছন্দদংসণেণ সংভাবিদো চিরং লোঅণমহোসবো। মুহা মণোরহেহিং অবিরঅবিঅম্ভমাণদুব্বারদুক্খাবেঅবইঅরুব্বত্তমাণবন্ধণং ধারিঅং হিঅঅং। গমিআ অ বারংবারং সবিসেসদুসহাআসদুমাবিদসহীঅণা সরীরসংদাবা। কহং বি

অদিবাহিদা চন্দাদপমলঅমারুঅপ্পমুহা অণত্থপরম্পরাও। সংপদং উণ ণিরাসম্হি সংউত্তেতি। তুএ বি পিঅসহি, সব্বদা সুমরিদব্বম্হি। এসা অ মাহবসিরীহত্থ-ণিম্মাণমণোহরা বউলমালা মালদীণির্ব্বিসেসং পিঅসহিএ দটঠব্বা সব্বদা হিঅএণ ধারণিজ্জা অত্তি। (ইতি সকণ্ঠাদুন্মুচ্য মাধবস্য হৃদি বকুলমালাং বিন্যস্যন্তী সহসোপসৃত্য সাধ্বসোৎকম্পং নাটয়তি।) (কথমনুগৃহীতাস্মি। ইয়মালিঙ্গামি। দর্শনং পুনর্বাষ্পোৎপীড়নেন প্রিয়সখ্যাঃ প্রত্যক্ষং ন লভ্যতে। সখি, কঠোরকমল-গর্ভপক্ষ্মলোহনাদৃশ এব তেঽদ্য নির্বাপয়তি মাং শরীরস্পর্শঃ। কিন্তু মৌলি-বিনিবেশিতাঞ্জলির্মম বচনেন বিজ্ঞাপয় তং জনম্। যথা ন ময়া মন্দভাগ্যয়া বিকসচ্ছতপত্রলক্ষ্মীবিলাসহারিণো মুখচন্দ্রমণ্ডলস্য স্বচ্ছন্দদর্শনেন সম্ভাবিতশ্চিরং লোচনমহোৎসবঃ। মুধা মনোরথৈরবিরতবিজৃম্ভমানদুর্বারদুঃখাবেগব্যতিকরোদ্-বর্তমানবন্ধং ধারিতং হৃদয়ম্। গমিতাশ্চ বারংবারং সবিশেষদুঃসহায়সধুপায়িত-সখীজনাঃ শরীরসন্তাপঃ। কথমপ্যতিবাহিতাশ্চন্দ্রাতপমলয়মারুতপ্রমুখা অনর্থ-পরম্পরাঃ। সাম্প্রতং পুনর্নিরাশাস্মি সংবৃত্তেতি। ত্বয়াপি প্রিয়সখি, সর্বদা স্মর্তব্যাস্মি। এষা চ মাধবশ্রীহস্তনির্মাণমনোহরা বকুলমালা মালতীনির্বিশেষং প্রিয়সখ্যা দ্রষ্টব্যা সর্বদা হৃদয়েন ধারণীয়া চেতি।)

মাধবঃ—হন্ত। (অপবার্য।)

একীকৃতস্ত্বচি নিষিক্ত ইবাবপীড্য
নির্ভুগ্নপীনকুচকুড্মলয়ানয়া মে।
কর্পূরহারহরিচন্দনচন্দ্রকান্ত-
নিষ্যন্দশৈবলমৃণালহিমাদিবর্গঃ ॥ ১২ ॥

মালতী—অম্মহে, লবঙ্গিআএ মালদী বিপ্পলদ্ধা। (অহো, লবঙ্গিকয়া মালতী বিপ্রলব্ধা।)

মাধবঃ—অয়ি সচিত্তবেদনামাত্রবেদিনি পরব্যসনানভিজ্ঞে, ইয়মুপালভসে।

উদ্দামদেহপরিদাহমহাজ্বরাণি
সংকল্পসংগমবিনোদিতবেদনানি।
ত্বৎস্নেহসংবিদবলম্বিতজীবিতানি
কিং বা ময়াপি ন দিনান্যতিবাহিতানি ॥ ১৩ ॥

লবঙ্গিকা—সহি, উবালম্ভণিজ্জং উবালদ্ধাসি। (সখি, উপালম্ভনীয়মুপালব্ধাসি।)

কলহংসঃ—অহো সরসরমণিজ্জদা সংবিহাণস্স। (অহো সরসরমনীয়তা সংবিধানস্য।)

মকরন্দঃ—মহাভাগে, এবমেতৎ।

ত্বং বৎসলেতি কথমপ্যবলম্বিতাত্মা
সত্যং জনোঽয়মিয়তো দিবসাননৈষীৎ।
আবন্ধকঙ্কণকরপ্রণয়প্রসাদ-
মাসাদ্য নন্দতু চিরায় ফলন্তু কামাঃ ॥ ১৪ ॥

লবঙ্গিকা—মহানুহাব, হিঅএ বি অপ্পডিহদসঅংসাহসাহসো অঅং জণো কি দাণিং করগ্গ-হণে বিআরেদি। (মহানুভাব, হৃদয়েঽপ্যপ্রতিহতস্বয়ংগ্রাহসাহসোঽয়ং জনঃ কিমি-দানীং করগ্রহণে বিচারয়তি।)

মালতী–হদ্ধি, কণ্ণআজণাবিরুদ্ধং কিং বি উবণ্ণসদি। (হা ধিক্, কন্যকাজনবিরুদ্ধং কিমপ্যুপন্যস্যতি।)

কামন্দকী–(প্রবিশ্য) পুত্রি কাতরে, কিমেতৎ। (মালতী কম্পমানা কামন্দকীমালিঙ্গতি।)

কামন্দকী–(তস্যাশ্চিবুকমুন্নময্য) বৎসে,

পুরশ্চক্ষূরাগস্তদনু মনসোঽনন্যপরতা
তনুগ্লানির্যস্য ত্বয়ি সমভবদ্যত্র চ তব।
যুবা সোঽয়ং প্রেয়ানিহ সুবদনে মুঞ্চ জড়তাং
বিধাতুর্বৈদগ্ধ্যং বিলসতু সকামোঽস্তু মদনঃ॥ ১৫॥

লবঙ্গিকা–ভঅবদি, কিসণচউদ্দসীরঅণিমসাণসংচারণিব্বূঢবিসমববসাঅণিটঠাবিদপচণ্ড-পাখণ্ডদোদণ্ডসাহসো সাহসিও ক্খু এসো। অদো পিঅসহী উক্কম্বিদা। (ভগবতি, কৃষ্ণচতুর্দশীরজনীশ্মশানসঞ্চারনির্ব্যূঢবিষমব্যবসায়নিষ্ঠাপিতপ্রচণ্ড-পাষণ্ডদোর্দণ্ডসাহসঃ সাহসিকঃ খল্বেষঃ। অতঃ প্রিয়সখ্যুৎকম্পিতা।)

কামন্দকী–লবঙ্গিকে, স্থানে খল্বনুরাগোপকারয়োর্গরীয়সোরুপন্যাসঃ।

মালতী–হা তাদ, হা অম্ব। (হা তাত, হা অম্ব।)

কামন্দকী–বৎস মাধব।

মাধবঃ–আজ্ঞাপয়।

কামন্দকী–ইয়মশেষসামন্তমস্তকোত্তংসপদ্মরাগরঞ্জিতচরণাঙ্গুলেরমাত্যভূরিবসোরেকাপত্যরত্নং মালতী ভগবতা সদৃশসংযোগরসিকেন বেধসা মন্মথেন ময়া চ তুভ্যং দীয়তে। (ইতি বাষ্পং বিসৃজতি)

মকরন্দ–ফলিতং হি তর্হি ভগবতীপ্রসাদেন।

মাধবঃ–তৎ কিমিত্যতিবাষ্পায়িতমাননং ভগবত্যাঃ।

কামন্দকী–(চীরাঞ্চলেন নেত্রে পরিমৃজ্য) বৎস, কিমপি কল্যাণং বক্তুকামাস্মি।

মাধবঃ–তৎ কিম্।

কামন্দকী–বিজ্ঞাপয়ামি।

মাধবঃ–আজ্ঞাপয়।

কামন্দকী– পরিণতিরমণীয়াঃ প্রীতয়স্ত্বদ্বিধানা-
মহমপি তব মান্যা হেতুভিস্তৈশ্চ তৈশ্চ।
তদিহ সুবদনায়াং তাত মত্তঃ পরস্মাৎ-
পরিচয়করুণায়াঃ সর্বথা মা বিরংসীঃ॥ ১৬॥
(ইতি পাদয়োঃ পতিতুমিচ্ছতি)

মাধবঃ–অহো, বাৎসল্যাদতিক্রামতি প্রসঙ্গঃ।

মকরন্দঃ–ভগবতি,

শ্লাঘ্যান্বয়েতি নয়নোৎসবকারিণীতি
নির্ব্যূঢসৌহৃদরসেতি গুণোজ্জ্বলেতি।
একৈকমেব হি বশীকরণং গরীয়ো
যুষ্মাকমেবমিয়মিত্যথ কিং ব্রবীমি॥ ১৭॥

কামন্দকী–বৎস মাধব।

মাধবঃ–আজ্ঞাপয়।

কামন্দকী—স্বীক্রিয়তামিয়ম্ ।
মাধবঃ—স্বীকরোমি ।
কামন্দকী—বৎস মাধব, বৎসে মালতি ।
মাধবঃ—আজ্ঞাপয় ।
মালতী—আণবেদু ভঅবদী । (আজ্ঞাপয়তু ভগবতী ।)
কামন্দকী— প্রেয়ো মিত্রং বন্ধুতা বা সমগ্রা
সর্বে কামাঃ শেবধির্জীবিতং বা ।
স্ত্রীণাং ভর্তা ধর্মদারাশ্চ পুংসা-
মিত্যন্যোন্যং বৎসয়োর্জ্ঞাতমস্তু ॥ ১৮ ॥
মকরন্দঃ—অথ কিম্ ।
লবঙ্গিকা—জহ তুম্হে আণবেথ । (যথা যূয়মাজ্ঞাপয়থ ।)
কামন্দকী—বৎস মকরন্দ, অনেনৈব বৈবাহিকেন মালতী নেপথ্যেনাপবারিতঃ প্রবর্তস্ব পরিণয়ায়াত্মনঃ । (ইতি পটলকমর্পয়তি)
মকরন্দঃ-যদাজ্ঞাপয়সি, যাবদিতশ্চিত্রজবনিকামন্তর্ধায় নেপথ্যং ধারয়ামি । (তথা করোতি)
মাধবঃ—ভগবতি, সুলভমপি বহুনর্থকমতিসংকটমেতদ্বয়স্যস্য ।
কামন্দকী—কস্ত্বমস্যাং চিন্তায়াম্ ।
মাধবঃ—এবং ভগবত্যেব জানাতি ।
মকরন্দঃ—(প্রবিশ্য বিহসন্)
(সর্বে সবিস্ময়ং সকৌতুকং পশ্যন্তি)
মাধবঃ—(গাঢ়ং মকরন্দং পরিষ্বজ্য) ভগবতি, কৃতপুণ্য এব নন্দনঃ । যতঃ প্রিয়বয়স্যমী-দৃশং মনসা মুহূর্তমপি কাময়িষ্যতি ।
কামন্দকী—বৎসৌ মালতীমাধবৌ, ইতো নির্গত্য বৃক্ষগহনেন গম্যতামুদ্বাহমঙ্গলার্থম্ । অস্তি তত্র দীর্ঘিকায়াঃ পশ্চাদুদ্যানবাটঃ । সুবিহিতং তত্রৈব বৈবাহিকদ্রব্যজাতম-বলোকিতয়া ভূয়শ্চ ।
গাঢ়োৎকণ্ঠকঠোরকেবলবধূগণ্ডাচ্ছপাণ্ডুচ্ছদৈ-
স্তাম্বূলীপটলৈঃ পিনদ্ধফলিতব্যানম্রপূগদ্রুমাঃ ।
কক্কোলীফলজগ্ধমুগ্ধবিকিরব্যাহারিণস্তদ্ভুবো
ভাগাঃ প্রেঙ্খিতমাতুলুঙ্গবৃতয়ঃ প্রেয়ো বিধাস্যন্তি বাম্ ॥ ১৯ ॥
অতস্তত্রৈব মদয়ন্তিকামকরন্দয়োর্যাবদাগমনং স্থাতব্যম্ ।
মাধবঃ—(সহর্ষম্ ।)কল্যাণান্তরাবতংসা কল্যাণসম্পদুপরিষ্টাদ্ভবতু ।
কলহংসঃ—দিট্ঠিআ ইদং বি পিঅং ণো হবিস্সদি । (দিষ্ট্যা ইদমপি প্রিয়ং নো ভবিষ্যতি ।
কামন্দকী—কথং সন্দেহো ভবতঃ ।
লবঙ্গিকা—সুদং পিঅসহীএ । (শ্রুতং পিয়সখ্যা)
কামন্দকী-বৎস মকরন্দ, ভদ্রে লবঙ্গকে, ইতঃ প্রতিষ্ঠামহে ।
মালতী—সহি, তুএ বি গন্দব্বং । (সখি, ত্বয়াপি গন্তব্যম্)
লবঙ্গিকা—(বিহস্য) সংপদং কখু অম্হে এত্থ ওসরম্হ । (সাম্প্রতং খলু বয়মত্রাপসরামঃ ।)
(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ কামন্দকীলবঙ্গিকামকরন্দাঃ ।)
মাধবঃ-অয়মিদানীমহম ।

আমুলকণ্টকিতকোমলবাহুনাল-
মার্দ্রাঙ্গুলীদলমনঙ্গনিদাঘতপ্তঃ।
অস্যাঃ করেণ করমাকলয়ামি কান্ত-
মারক্তপঙ্কজমিব দ্বিরদঃ সরস্যাঃ ॥ ২০ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।

× × × × × × × × × × × × × সপ্তমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃপ্রবিশতি বুদ্ধরক্ষিতা।)

বুদ্ধরক্ষিতা—অম্মহে, সুসিলিট্ঠমালদীণেবচ্ছলচ্ছীবিপ্পলদ্ধণন্দণকরগ্গহো অমচ্চভূরিবসু-সন্দিরে ভঅবদীএ সংবিহাণেণ ক্‌খেমেণ গোবাইদো অজ্জ মঅরন্দো। অজ্জ অম্হে নন্দণাবাসং উগবদা অদো ভঅবদী নন্দণং আপুচ্ছিঅ নিআবসহং গআ। অঅং অ ণববহুঘরপ্পবেসবিরইদাকালকোমুদীমহুসবপ্পমওপজ্জাউলাসেসপরিঅণো পদোসো অনুউলইস্সদি অজ্জ ণো ববসিদং। সংপদং অ তুবরন্তকামো কামেদুং সপাদপড়ণং অম্ভথিঅ পুণো বলামোডিঅ অভিদ্দবন্তো মঅরন্দেণ ণিট্ঠুরং পডিহদো। সো অ বেল্লক্‌খরোসাবেসখলন্তঅক্‌খরো ওরুইদণঅণতপফুরন্তবঅণো ণ মে সংপদং ইমাএ কোমারঈএ পত্তঅণং ত্তি সমবহং পইণ্ণং কাদুণং বাসভবণাদো ণিগ্গদো। তা এদেণ পসঙ্গেণ মদঅন্তিঅং আণীঅ মঅরন্দেণ সংজোজইস্সং। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ।) অহো, সুশ্লিষ্টমালতীনেপথ্যলক্ষ্মী বিপ্রলব্ধনন্দন-করগ্রহোঽমাত্যভূরিবসুমন্দিরে ভগবত্যাঃ সংবিধানেন ক্ষেমেণ গোপায়িতোঽদ্য মকরন্দঃ। অদ্য বয়ং নন্দনাবাসমুপগতাঃ অতো ভগবতী নন্দনমাপৃচ্ছ্য নিজাবসথং গতা। অয়ং চ নববধূগৃহপ্রবেশবিরচিতাকালকৌমুদীমহোৎসব-প্রমত্তপর্যাকুলাশেষ-পরিজনঃ প্রদোষোঽনুকূলয়িষ্যত্যদ্য নো ব্যবসিতম্‌। সাম্প্রতং চ ত্বরমাণকামঃ কাময়িতুং সপাদপতনমভ্যর্থ্য পুনর্বলাৎকারেণাভিদ্রবন্মকরন্দেন নিষ্ঠুরং প্রতিহতো জামাতা। স চ বৈলক্ষ্যরোষাবেশস্খলদক্ষরোঽবরুদিতনয়নপ্রস্ফুরদ্বদনো ন মে সাম্প্রতমনয়া কৌমারবর্ধক্যা প্রয়োজনমিতি সশপথং প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা বাসভবনান্নির্গতঃ। তস্মাদনেন প্রসঙ্গেন মদয়ন্তিকামানীয় মকরন্দেন সংযোজয়িষ্যামি।)

ইতি প্রবেশকঃ।

(ততঃ প্রবিশতি শয্যাগতো মকরন্দো লবঙ্গিকা চ।)

মকরন্দঃ—লবঙ্গিকে, অপি নাম বুদ্ধরক্ষিতাসংক্রান্তা ভগবতীনীতির্বিজেষ্যতে।

লবঙ্গিকা—কো সংদেহো মহাভাঅস্স। কিং বহুণা। জহ এসো মঞ্জীরসদ্দো তহ জাণামি দেণ ববদেসেণ আণীদা বুদ্ধরকিখদাএ মদঅন্তিএত্তি। তা উত্তরীআববারিদো সুওলক্‌খণো চিট্ঠ। (কঃ সংদেহো মহাভাগস্য। কিং বহুনা। যথৈষ মঞ্জীরশব্দস্তথা জানামি তেন ব্যপদেশেনানীতা বুদ্ধরক্ষিতয়া মদয়ন্তিকেতি।

তদনুত্তরীয়াপবারিতঃ সুপ্তলক্ষণস্তিষ্ঠ।)

(মকরন্দস্তথা করোতি।)

(ততঃ প্রবিশতি মদয়ন্তিকা. বুদ্ধরক্ষিতা চ।)

মদয়ন্তিকা—সহি, সচ্চং জেব্ব পরিকোবিদো মে ভাদা মালদীএ।

(সখি, সত্যমেব পরিকোপিতো মম ভ্রাতা মালত্যা।)

বুদ্ধরক্ষিতা—অহ ইং। (অথ কিম্।)

মদয়ন্তিকা—অহো অচ্চাহিদং। তা এহি, বামসীলং মালদীং ণিব্ভচ্ছেমহ। (অহো অত্যাহিতম্। বামশীলাং মালতীং নির্ভৎসয়াবঃ।

(ইতি পরিক্রামতঃ।)

বুদ্ধরক্ষিতা-ইদং বাসভবণং। (ইদং বাসভবনম্।)

(উভে প্রবিশতঃ।)

মদয়ন্তিকা--সহিলবঙ্গিএ, জানীঅদি পসুত্তা দে পিঅসহী ত্তি। (সখি লবঙ্গিকে, জ্ঞায়তে প্রসুপ্তা তে প্রিয়সখীতি।)

লবঙ্গিকা—সহি, মা ণং পডিবোধেহি। এসা চিরং দুম্মণাঅন্দী দাণিং জেব্ব ঈস মগ্নে পসুত্তেত্তি। অদো সণিঅং ইধ জেব্ব সঅণদ্ধম্মি উববিস। (সখি, মৈনাং প্রতিবোধয়। এষা চিরং দুর্মনায়মানেদানীমেবেষম্মন্যে প্রসুপ্তেতি। অতঃ শনৈরিহৈব শয়নার্ধে উপবিশ।)

মদয়ন্তিকা—(তথা কৃত্বা।) দুম্মণাঅদি কহং ইঅং বামসীলা। (দুর্মনায়তে কথমিয়ং বামশীলা।)

লবঙ্গিকা—কহং ণাম ণববহুবিস্মম্ভণোবাঅজাণুঅং লড়হং বিঅদ্ধং মহুরভাসিণং অরোসণং দে ভাদরং ভত্তারং আয়াদিঅ ণ দুম্মণাইস্সদি মে পিঅসহী। (কথং নাম নববধূবিস্রম্ভণোপায়াভিজ্ঞং লড়হং বিদগ্ধং মধুরভাষিনমরোষণং তে ভ্রাতরং ভর্তারমাসাদ্য ন দুর্মনায়িষ্যতে মে প্রিয়সখী।)

মদয়ন্তিকা—পেক্খ বুদ্ধরক্খিদে, বিপ্পদীবং উবালদ্ধা মহ। (পশ্য বুদ্ধরক্ষিতে, বিপ্রতীপমুপালব্ধাঃ স্মঃ।)

বুদ্ধরক্ষিতা—বিপ্পদীবং। বিপ্রতীপং ন বা বিপ্রতীপম্।)

মদয়ন্তিকা—কহং বিঅ। (কথমিব।)

বুদ্ধরক্ষিতা—জং দাব চলণপডিদো ভত্তা ণ বহুমাণিদো। এথ লজ্জাদোসেণ এসো জণো ণ উবালম্ভণিজ্জো। জং বি পিঅসহি, অহিণববহুবিরুদ্ধরহসোপক্কমক্খলণবেলক্খবিচ্ছড়িদমহানুহাবত্তণস্স ভাদুণো দে বাআগঅং কিং অপ্পডিট্ঠাণং। তেণ জানীঅদি কিআবরাহা উবালম্ভণিজ্জা অহেত্তি (সংস্কৃতমাশ্রিত্য।) কিংচ। 'কুসুমসধর্মাণো হি যোষিতঃ সুকুমারোপক্রমাঃ। তাস্ত্বনধিগতবিশ্বাসৈঃ প্রসভমুপক্রম্যমাণাঃ সংযোগবিদ্বেষিণ্যো ভবন্তি।' এবং কিল কামসুত্তআরা মন্তেন্তি। (যত্তাবচ্চরণপতিতো ভর্তা ন বহুমানিতঃ। অত্র লজ্জাদোষেণৈষ জনো নোপালম্ভনীয়ঃ। যদ্যপি প্রিয়সখি, অভিনববধূবিরুদ্ধরভসোপক্রমস্খলনবৈলক্ষ্যবিচ্ছাদিতমহানুভাবত্বস্য ভ্রাতুস্তে বাচাগতং কিমপ্যপ্রতিষ্ঠানম্। তেন জ্ঞায়তে কৃতাপরাধা উপালম্ভনীয়া বয়মিতি। এবং কিল কামসূত্রকারা মন্ত্রয়তে।)

লবঙ্গিকা—ঘরে ঘরে পুরিসা কুলকণ্ণকাও উব্বহন্দি। ণ অকো বি লজ্জাপসাহণং

অণবরদ্ধমুদ্ধসহাবং কুলকুমারীজণং পহবামি ত্তি বাআণলেণ পজ্জালেদি। এদে ক্খু দে আমলণসংভরিজ্জন্তদুসহপরঘরণিবাসবেরগ্গকারিণো হিঅসল্লণিকেখ্বা মহাপরিহবা। জাণং কিদে ইত্থিআজম্মলহং তুইচ্ছন্দি বান্ধবা। (গৃহেগৃহে পরবাঃ কুলকন্যকা উদ্বহন্তি। ন চ কোঽপি লজ্জাপ্রসাধনমনপরাধমুগ্ধস্বভাবং কুলকুমারীজনং প্রভবামীতি বাগনলেন প্রজ্জ্বলয়তি। এতে খলু তে আমরণসন্ধ্রিয়মাণদুঃসহপরগৃহনিবাসবৈরাগ্যকারিণো হৃদয়শল্যনিক্ষেপা মহাপরিভবাঃ। যেষাং কৃতে স্ত্রীজন্মলাভং জুগুপ্সন্তে বান্ধবাঃ।)

মদয়ন্তিকা—বুদ্ধরকিখদে, অদিদুম্মিদা পিঅসহী লবঙ্গিআ। অতিমহান্তো কো বি মে ভাদুণা বাঅবরাহো কিদো। (বুদ্ধরক্ষিতে, অতিম্লানা প্রিয়সখী লবঙ্গিকা। অতিমহানকোঽপি মে ভ্রাত্রা বাগপরাধঃ কৃতঃ।)

বুদ্ধরক্ষিতা—অহ ইং। সুদং জেব্ব অমেহিহিং ণমে সংপদং ইমাত্র কোমারবড়ঈত্র পত্তুঅণং তি সমপহং পইন্নং কাউণ বাসভবণাদো নিণ্নদো। (অথ কিম্। শ্রুতমেবাস্মাভির্মে সাম্প্রতমনয়া কৌমারবর্ধক্যা প্রয়োজনমিতি সশপথং কৃত্বা বাসভবনান্নির্গতঃ।)

মদয়ন্তিকা—(কর্ণৌ পিধায়) অম্হহে আদিক্কমো। অহো পমাদো। সহি লবঙ্গিএ, অসমত্থম্হি দে মুহং সংপদং দট্‌ঠুং। তহ বি পহবামি ত্তি কিং বি মন্তইস্সং। (অহো অতিক্রমঃ। অহো প্রমাদঃ। সখি লবঙ্গিকে, অসমর্থাস্মি তে মুখং সাম্প্রতং দ্রষ্টুম্। তথাপি প্রভবামীতি কিঞ্চিন্মন্ত্রয়িষ্যে।)

লবঙ্গিকা—সহীণো দে অঅং জণো। (স্বাধীনস্তেঽয়ং জনঃ।)

মদয়ন্তিকা—চিট্‌ঠদু দাব মহ ভাদুনো দুঃসীলদা অপ্পতিট্‌ঠানং অ। তুম্হোহিং বি ঈদিসো বি এসো সংপদং জহচিত্তং অণুবট্‌ঠনীও জেন ভত্তা এসো ত্তি। তুমেহ ইমস্স অণহিআঅক্খরাহিকেখবোবালম্ভস্স জংমূলং তং ণ জানহ। (তিষ্ঠতু তাবন্মম ভ্রাতুর্দুঃশীলতাপ্রতিষ্ঠানং চ। যুষ্মাভিরপীদৃশোঽপোয় সাম্প্রতং যথাচিত্তমনুবর্তনীয়ো যেন ভর্তৈষ ইতি। যূয়মস্যানভিজাতাক্ষরাধিক্ষেপোপালম্ভস্য যন্মূলং তন্ন জানীথ।)

লবঙ্গিকা—কহং অম্হে অসন্তং জানীমা। (কথং বয়মসন্তং জানীমঃ।)

মদয়ন্তিকা—জং দাণিং তস্সিং মহানুহাবে মাহবে কিং বি কিল মালদীএ বাআমেত্তং আসী সো এসো সব্বলোঅস্স অদিভূমিং গদো এবাদো। তং ক্খু এদং বিঅত্থীদি। তা পিঅসহি, জহ এসো ভত্তণো উবেক্খাহিণেবেসো নিরবসেসো হিঅআদো উদ্ধরিঅদি তহ করেহি। অন্নহা মহান্তো পমাদো ত্তি জানীদং হোদু। নিক্কম্পদারুণাসু কুলকন্নকাসু দুবাবেদি হিঅঅং মাণুসাণং ঈরিসাদো দুরহিসংগাদো ত্তি জানহ। মা ভণ মদঅন্তিআএ কহিদং ত্তি। (যদিদানীং তস্মিন্ মহানুভাবে মাধবে কিমপি কিল মালত্যা বাঙ্মাত্রমাসীৎ স এষ সর্বলোকস্যাতিভূমিং গতঃ প্রবাদঃ। তৎ খল্বেতদ্বিজৃম্ভতে। তৎ প্রিয়সখি, যথৈষ ভর্তুরুপেক্ষাভিনিবেশো নিরবশেষো হৃদয়াদুদ্ধ্রিয়তে তথা কুরু। অন্যথা মহান্ প্রমাদ ইতি জ্ঞাতং ভবতু। নিষ্কম্পদারুণাসু কুলকন্যকাসু দূনয়তি হৃদয়ং মনুষ্যাণামীদৃশাদ্দুরভিষঙ্গাদিতি মা ভণ মদয়ন্তিকয়া কথিতমিতি।)

লবঙ্গিকা—অই অসংবদ্ধলোঅপ্পবাদমোহিদে, অবেহি। ণ তুএ সহ মন্তইস্সং। (অয়ি অসংবদ্ধলোকপ্রবাদমোহিতে, অপেহি। ন ত্বয়া সহ মন্ত্রয়িষ্যে।)

মদয়ন্তিকা—সহি, পসীদ। অহবা ণ তুম্হে কুডং ভণিদাবো চিট্‌ঠহ। কিংঅ অম্হে সচ্চং জেব্ব মাহবেক্কমঅজীবিদং মালদিং জানীমো। কেণ বা কঠোরকেঅঈগব্ভবিব্ভমাবঅবদোব্বল্লাণিব্বট্টিদং সুন্দরত্তবিসেসং মাহবসহত্থাণিম্ভাব্বদবউলাবলীমিরইদকণ্ঠাবলম্বণমেত্তসংজীবণং মালদীএ মাহবস্স অ পহাদচন্দমণ্ডলাপাণ্ডুরপরিক্‌খামরমণিজ্জদংসণং ণ বিভাবিদং সরীরং। কিং অ তস্সিং দিঅসে কুসুমাউরুজ্জাণপেরন্তরচ্ছামুহসমাঅমে সবিব্ভমুল্লসিদকোদুহলুপ্ফুল্লপরিসরুব্বেল্লমাণসবিলাসমসিণসিণিদ্ধসংচরণচারুতারআবিঅম্ভমাণাণংগাসংগারাআরিঅসব্বাঅমোপদেসণিম্মাবিদবিঅদ্ধমুদ্ধমণহারা মএ ণ নিরূবিদা ইমাণং দিটিঠসংভেদা। কিংঅ মহ ভাদুণো দাণবুত্তন্দং সুণিঅ তক্‌খণুব্বত্তগম্ভীরুব্বেঅব্বইঅরন্ধআরিঅমিলাঅন্তদেহসোহাণং উক্‌খণ্ডিঅমাণমুলবন্ধণং বিঅ ণ লক্‌খিঅং দিঅঅং। কিং অ মএ এদং অবরং বিসুমরিদং। (সখি, প্রসীদ অথবা ন যুয়ং স্ফুটং ভণিতাস্তিষ্ঠথ। কিন্তু বয়ং সত্যমেব মাধবৈকময়জীবিতাং মালতীং জানীমঃ। কেন বা কঠোরকেতকীগর্ভবিভ্রমাবয়বদৌর্বল্যনিবর্তিতসুন্দরত্ববিশেষং মাধবস্বহস্তনির্মিতবকুলাবলীবিরচিতকণ্ঠাবলম্বনমাত্রসঞ্জীবনং মালত্যা মাধবস্য চ প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলাপাণ্ডুরপরিক্ষামরমণীয়দর্শনং ন বিভাবিতং শরীরম্। কিন্তু তস্মিন্ দিবসে কুসুমাকরোদ্যানপর্যন্তরথ্যামুখসমাগমে সবিভ্রমোল্লসিতকৌতুহলোৎফুল্লপরিসরোদ্বেল্লমানসবিলাসমসৃণস্নিগ্ধসঞ্চরণচারুতারকাবিজৃম্ভমাণানংগশৃংগারাচার্যসর্বাগমোপদেশনির্মিতবৈদগ্ধ্যমুগ্ধমনোহরা ময়া ন নিরূপিতা এতয়োর্দৃষ্টিসম্ভেদাঃ। কিন্তু মম ভ্রাতুর্দর্শনবৃত্তান্তং শ্রুত্বা তৎক্ষণোদ্‌বৃত্তগম্ভীরোদ্বেগব্যতিকরান্ধকারিতম্লায়মানদেহশোভয়োরুদ্‌বর্তমানমূলবন্ধনমিব ন লক্ষিতং হৃদয়ম্। কিন্তু ময়ৈতদপরং বিস্মৃতম্।)

লবঙ্গিকা—কিং দাণিং অবরং। (কিমিদানীমপরম্।)

মদয়ন্তিকা—জং ক্‌খু মহ জীবিদপ্পদাইণো মহাণুহাবস্স চেদণাপডিলম্ভপিঅণিবেদিআএ মালদীএ ভঅদীবিঅদ্ধবঅণোবণ্ণাসচোদিদেণ হিঅঅং জীবিদং অ মহাবেণ পারিদোসিঅত্তণেণ সঅংগাহে ণিউত্তং। অহ লবঙ্গিএ, তুএ ক্‌খু এব্বং ভণিদং পডিচ্ছিদো ক্‌খু ণো পিঅসহীএ অঅং পসাদো ত্তি। (যৎ খলু মম জীবিতপ্রদায়িনো মহানুভবস্য চেতনাপ্রতিলম্ভপ্রিয়নিবেদিকায়া মালত্যা ভগবতীবিদগ্ধবচনোপন্যাসচোদিতেন হৃদয়ং জীবিতং চ মাধবেন পারিতোষিকত্বেন স্বয়ংগ্রাহে নিযুক্তম্। লবঙ্গিকে, ত্বয়া খল্বেবং ভণিতং 'প্রতীষ্টঃ খলু নঃ প্রিয়সখ্যা অয়ং প্রসাদ' ইতি।)

লবঙ্গিকা—সহি, কদমো উন সো মহানুহাবো ত্তি বিসুমরিদং বিঅ মএ। (সখি, কতমঃ পুনঃ স মহানুভাব ইতি বিস্মৃতমিব ময়া।)

মদয়ন্তিকা—সহি, সুমর। তেণ তস্সিং দিঅসে বিঅদাট্টুট্‌ঠসাবদবিণিবাদগোঅরং গদা অসরণা সুলগ্গসণ্ণিহিদেণ পীঅরভুঅত্থম্ভেণ সংভাবিদাণিক্কারণবন্ধবেণ সঅলভুবণেক্কসারণিঅদেহোবহারসাহসং কদুঅ পরিরক্‌খদম্হি। জেণ অ দিঢ়বিঅডমংসুলদ্ধত্তাণপরিণাহিবচ্ছত্থললঞ্ছণজ্জরিদজবাপীড়ধারিণা করুণাধণেণ মম কিদে বি ণিমজ্জন্তসঅলণহণিআঅবজ্জপঞ্জপ্পহারো মারিদো অ সো দুট্ঠসাবদমহারক্‌খসো ত্তি। (সখি, স্মর। যেন তস্মিন্ দিবসে বিকটদংষ্টশ্বাপদবিনিপাতগোচরং গতাঽশরণা সুলগ্নসন্নিহিতেন পীবরভুজস্তম্ভেন সম্ভাবিতা নিষ্কারণবান্ধবেন

সকলভুবনৈকসারনিজদেহোপহারসাহসং কৃত্বা পরিরক্ষিতাস্মি। যেন চ দৃঢ়বিকট-মাংসলোত্তানপরিণাহিবক্ষঃস্থললাঞ্ছনজর্জরিতজপাপীড়ধারণা করুণাধনেন মৎকৃতেঽপি নিমজ্জৎসকলনখনিকায়বজ্রপঞ্জরপ্রহারো মারিতশ্চ স দুষ্টশ্বাপদমহারাক্ষসঃ ইতি।)

লবঙ্গিকা—হুং, মঅরন্দো। (হুং, মকরন্দঃ।)

মদয়ন্তিকা—(সানন্দম্) সহি, কিং ভণাসি। (সখি, কিং ভণসি।)

লবঙ্গিকা—ণং ভণামি মঅরন্দো ত্তি। (সস্মিতং শরীরমস্যাঃ স্পৃশন্তী সংস্কৃতমাশ্রিত্য।) (ননু ভণামি মকরন্দ ইতি।)

বয়ং তথা নাম যদাত্থ কিং বদা-
ম্যয়ং তু কস্মাদবিকলঃ কথান্তরে।
কদম্বগোলাকৃতিমাশ্রিতঃ কথং
বিশুদ্ধমুগ্ধঃ কুলকন্যাকাজনঃ ॥ ১ ॥

মদয়ন্তিকা—(সলজ্জম্) সহি, কিং উবহসসি। ণং ভণামি।—ণিব্বাবেদি তারিসস্স অপ্পাণিরবেক্খববসাইণো কিদন্তকবলিজ্জন্তজীবিদরলামোডিঅপচ্চাণঅণগরুঅ-বআরিণো জনস্স সংকহামেত্তস্স ণামগ্গহণং সুমরণং অ। তহ অ তুএ বি গাঢ়-গরুণহপ্পহারবেঅণারম্ভবিহ্বলাবিঅসরীরসঙ্গলিদসেঅসলিলুগ্গমো মোহমউলা-অন্তণেত্তকন্দোট্টনঅলো ভূমিবিগলিদাসিঅট্ঠিবিট্ঠম্ভধীরপডিধারিঅসরীরভারে পচ্চক্খীকিদো জেব্ব মদঅন্তিআমেত্তবিচ্ছিদিঅমহগ্ধজীবিদো মহাণুহাবো ত্তি। (স্বেদাদীন্ বিকারান্নাটয়তি) (সখি, কিং মামুপহসসি। ননু ভণামি। নির্বাপয়তি তাদৃশস্যাত্মনিরপেক্ষব্যবসায়িনঃ কৃতান্তকবলীক্রিয়মাণজীবিতবলাৎকারপ্রত্যানয়ন-গুরূপকারিণো জনস্য সংকথামাত্রস্য নামগ্রহণং স্মরণং চ। তথা চ ত্বয়াপি গাঢ়-গুরুনখপ্রহারবেদনারম্ভবিহ্বলিতশরীরসঙ্গলিতস্বেদসলিলোদ্গমো মোহমুকুলীক্রিয়-মাণনেত্রনীলোৎপলযুগলো ভূমিবিগলিতাসিযষ্টিবিষ্টম্ভধৈর্যপ্রতিধারিতশরীরভারঃ প্রত্যক্ষীকৃত এব মদয়ন্তিকামাত্রবিচ্ছিন্দিতমহার্ঘজীবিতো মহানুভাব ইতি।)

বুদ্ধরক্ষিতা—(শরীরমস্যাঃ স্পৃশন্তী) অস্সত্থসরীরে, কিং বা বাআ। দংসিদং সরীরেণ মঅরন্দসমাঅমোচ্ছুক্কং। (অস্বস্থশরীরে, কিং বাচা। দর্শিতং শরীরেণ মকরন্দ-সমাগমোৎসুকম্।)

মদয়ন্তিকা—(সলজ্জম্) সহি, অবেহি, অবেহি। উব্বিগ্গম্হি সহবাসিণীএ মালদীএ। (সখি, অপেহ্যপেহি। উদ্বিগ্নাস্মি সহবাসিন্যা মালত্যা।)

লবঙ্গিকা—সহি মদঅন্তিএ, অম্হে বি জাণিদব্বং জানীমো। তা পসীদ। বিরম ব্ববদে-সাদো। এহি। বিস্সম্ভগব্ভকহাপ্পবন্ধসরসং সুহং চিট্ঠম্হ। (সখি মদয়ন্তিকে, বয়মপি জ্ঞাতব্যং জানীমঃ। তৎ প্রসীদ বিরম ব্যপদেশাৎ। এহি। বিস্রম্ভগর্ভকথা-প্রবন্ধসরসং সুখং তিষ্ঠামঃ।)

বুদ্ধরক্ষিতা—সহি, সোহণং লবঙ্গিআহ ভণিদং। (সখি, শোভনং লবঙ্গিকয়া ভণিতম্।)

মদয়ন্তিকা—বিধেঅম্হি সংপদং সহীণং। (বিধেয়াস্মি সাম্প্রতং সখীনাম্।)

লবঙ্গিকা—জহ এব্বং তা কহেহি কহং ণু দে কালো গচ্ছদি ত্তি। (যদ্যেবং তৎ কথয় কথং নু তে কালো গচ্ছতীতি।)

মদয়ন্তিকা—ণিসামেহি পিঅসহি, মম বুদ্ধরক্খিদাপক্খবাদপ্পচ্চত্রণ পঢ়মং জেব্ব তস্মিং

অবিরলকোদূহলুক্কণ্ঠামণোহরং হিঅঅং আসী। তদো বিহিণিত্তইঅচিরপিউত্ত-
দংসণা ভবিঅ দুব্বারদারুণাআসদুক্খসংখসংদাবডজ্ঝন্তচিত্তবিহডন্তজীবিদাসা
দূরবিঅম্ভিআপুব্বসব্বঙ্গপজ্জলণমহূদবহুদ্দামদাহদূসহাআসদূমণাঅন্তরিঅণা
পচ্চাসাবিমোক্খমেত্তসুলহমিত্তুণিব্বাণপডিউলবন্ধুরক্খিদাবঅণব্বিড্ঢিআবেঅবই-
অরবিসংঠুলা ইমং জীবলোঅপরিবত্তং অণুহোমি। সংকপ্পচিন্তাত্র সিবিণন্ত-
রেসু অ মণোরহুম্মাদমোহিদা পেক্খামি তং জণং। তহ অ পিঅসহি, মুহুত্তং
উদূঢ়বিম্ভঅবিসংঠুলুব্বেল্লবিত্থারিপেরন্তণালরত্তণেওপুণ্ডরীঅতান্তবলম্ভটপরূঢ়-
মৈরেঅমদঘুম্মন্তসীলং ণিব্বণ্ণেদি। কিং অ কবলিআরবিন্দকেসরকসাঅকণ্ঠকলহং-
সঘোসঘুঘরক্খলিগম্ভীরভারদীভরিকণ্ণবিবরং পিএ মদঅন্তিএ ত্তি মং বাহরদি।
অহপহাবন্তো বিঅ উত্তরীঅঞ্চলাবলম্বণপরাহবেণ সসংভমুত্তরঙ্গধমধমাঅন্তহিঅঅং
সমুস্সাসেদি। সহসা বিসজ্জিঅত্তসরিঅতক্খকঠোরকমলদণ্ডাঅন্তবাহুবন্ধণাববারি-
দঅন্তহরুগ্গমং বিহডন্তবিক্ষলমেহলাবলঅসংধাণিজ্জন্তপীবরোরুপ্পডিসিদ্ধবিপ্প-
ডীবগমণং পডিউলবাদিণীং বি সব্বাদরপঅত্তণিব্বত্তিদমুহুত্তকোবোবরাঅদুক্খ-
পরুসীকিদহিঅঅং সিণিদ্ধপুণরুত্তপলহত্থলোঅণবিহাবিদাসেসচিত্তসারং উবহসিঅ
দুউণবাহুদণ্ডাবেটঠণণিচ্চেটঠণিঅমিঅং পিঅসহি, পরূঢ়সন্দুলকঠোরকরয়ুহপ্প-
হারবিঅডপত্তাবলীপসাহণুত্তাণবচ্ছত্থলপিট্টুরণিবেসণণীসঅং কদুঅ সাবেঅবিহু-
অমত্থআববিন্ধকবরীণিহিদকরপরিগ্গহপুঞ্জীকিদুণ্ণমিঅণিচ্ছলমুহাবঅবসচ্ছন্দবিল-
সিদবিঅড্ঢবঅণকমলো বামগণ্ডমূলচিরবিণিহিদপ্পপফুরন্তপুজ্জিআহরসমুগ্গম-
মণহরসহঅসারস্সদমণহরুক্কম্পিদসরীরসোহং উল্লসিদসদ্ধসাণন্দবিসমসংভমমণহর-
সংবলণমন্ধরভমন্তচেঅণং কিং বি কিং বিং দুব্বিণঅসাহসাণুরূববববসাও মং
অব্ভত্থেদি। এব্বং ণাম পিঅসহি, সমক্খং সব্বং অণুভবিঅ তদো ঝত্তি পডি-
বুদ্ধা সুণ্ণারণ্ণসংণিতং পুণো বি মন্দভাইণী বিভাবেমি জীবলোঅং ত্তি।
(নিশাময় প্রিয়সখি, মম বন্ধুরক্ষিতাপক্ষপাতপ্রত্যয়েন প্রথমমেব তস্মিঞ্জনেঽ-
বিরলকৌতূহলোৎকণ্ঠামনোহরং হৃদয়মাসীৎ। ততো বিধিনিয়োজিতচিরনিবৃত্ত-
দর্শনা ভূত্বা দুর্বারদারুণায়াসদুঃখসন্তাপদহ্যমানচিত্তবিঘটমানজীবিতাশা দূরবিজৃ-
ম্ভিতাপূর্বসর্বাঙ্গপ্রজ্বলনমদনহুতবহোদ্দামদাহদুঃসহায়াসদূয়মানপরিজনা প্রত্যা-
শাবিমোক্ষমাত্রসুলভমৃত্যুনির্বাণপ্রতিকূলবন্ধুরক্ষিতাবচনবিবর্ধিতাবেগব্যতিকরবিসং-
স্থুলেমং জীবলোকপরিবর্তমনুভবামি। সংকল্পচিন্তায়াং স্বপ্নান্তরেষু চ মনো-
রথোন্মাদমোহিতা পশ্যামি তং জনম্। তথা চ প্রিয়সখি, মুহূর্তমূঢ়বিস্ময়বিসং-
স্থুলোদ্বেল্লবিস্তারিপ্রান্তনালরক্তনেত্রপুণ্ডরীকতাণ্ডবোদ্ভটপ্ররূঢ়মৈরেয়মদঘূর্ণন-
শীলং নির্বর্ণয়তি। কিঞ্চ কবলিতারবিন্দকেসরকষায়কণ্ঠকলহংসঘোরঘর্ঘরস্খলিত-
গম্ভীরভারতীভরিতকর্ণবিবরং প্রিয়ে মদয়ন্তিকে, ইতি মাং ব্যাহরতি। অথ প্রভবন্নি-
বোত্তরীয়াঞ্চলাবলম্বনপরাভবেন সসম্ভ্রমোত্তরঙ্গধমধমায়মানহৃদয়ং সমুচ্ছ্বাসয়তি।
সহসা বিসর্জিতাপসৃততৎক্ষণকঠোরকমলদণ্ডায়মানবাহুবন্ধনাপবারিতপয়োধরোদ্-
গমাং বিঘটমানবিহ্বলমেখলাবলয়সংধার্যমাণপীবরোরুপ্রতিষিদ্ধবিপ্রতীপগমনাং
প্রতিকূলবাদিনীমপি সর্বাদরপ্রযত্ননির্বর্তিতকোপোপরাগদুঃখপরুষীকৃতহৃদয়াং
স্নিগ্ধপুনরুক্তপর্যস্তলোচনবিভাবিতাশেষচিত্তসারামুপহস্য দ্বিগুণবাহুদণ্ডাবেষ্টন-
নিশ্চেষ্টনিয়মিতাং প্রিয়সখি, প্ররূঢ়শার্দূলকঠোরকররুহপ্রহারবিকটপত্রাবলপ্র-

সাধনোত্তানবক্ষঃস্থলনিষ্ঠুরনিবেশননিঃসহাং কৃত্বা সাবেগবিধুতমস্তকাপবিদ্ধকবরী-নিহিতকরপরিগ্রহপুঞ্জীকৃতোন্নমিতনিশ্চলমুখাবয়বস্বচ্ছন্দবিলসিতবিদগ্ধবদন-কমলো বামগণ্ডমূলচিরবিনিহিতপ্রস্ফুরৎপুঞ্জিতাধরসমুদ্গমমনোহরসহজসারস্বত মনোহরোৎকর্ষিতশরীরশোভামুল্লসিতসাধ্বসানন্দবিষমসান্দ্রমমনোহরসংবলনমন্থর-ভ্রমচ্চেতনাং কিমপি কিমপি দুর্বিনয়সাহসানুরূপব্যবসায়ো মাণ্ড্যথয়েতে। এবং নাম প্রিয়সখি, সমক্ষং সর্বমনুভূয় ততো ঝটিতি প্রতিবুদ্ধা শূন্যারণ্যসন্নিভং পুনরপি মন্দভাগিনী বিভাবয়ামি জীবলোকমিতি।)

লবঙ্গিকা—সহি মদঅন্তিএ, ফুড়ং আচক্‌খেহি। অবি তস্সিং অবসরে সিণেহবিব্ভমুজ্ঝিজ-অহাসবিঅসন্তবুদ্ধরক্‌খিদালোঅণণিরূবিদং আসণমণ্ডঊরঅং পরিঅণাদো গোব-ণিজ্জং হোদি বা কিং ণ বেত্তি। (সখি মদয়ন্তিকে, স্ফুটমাখ্যাহি। অপি তস্মিন্নবসরে স্নেহবিভ্রমোর্জিতহাসবিকসদ্বুদ্ধরক্ষিতালোচননিরূপিতমাসনময়ূরকং পরিজনাদ্গোপনীয়ং ভবতি বা কিং ন বেত্তি।)

মদয়ন্তিকা—অই অসংবন্ধপরিহাসসীলে, অবেহি। (অয়ি অসংবন্ধপরিহাসশীলে, অপেহি।)

বুদ্ধরক্ষিতা—সহি মদয়ন্তিএ, মালদীপিঅসহি জেব্ব ইঅংঈরিসাইং জাণাদি। (সখি মদয়ন্তিকে, মালতীপ্রিয়সখ্যেবেয়মীদৃশানি জানাতি।)

মদয়ন্তিকা—মা ক্‌খু এব্বং মালদি উবহস। (মা খল্বেবং মালতীমুপহস।)

বুদ্ধরক্ষিতা–সহি মদঅন্তিএ, পুচ্ছিস্সং দাণিং কিং বি। জই ণ মে বিস্সাসভঙ্গং করেসি। সখি মদয়ন্তিকে, পৃচ্ছামীদানীং কিমপি। যদি ন মে বিশ্বাসভঙ্গং করোষি।)

মদয়ন্তিকা—কি পুণো বি পণঅভঙ্গেণ কিআবরাহো অঅং জণো জেণ এব্বং মন্তেসি। পিঅসহি, তুমং লবঙ্গিআ অ সংপদং মে হিঅঅং। (কিং পুনরপি প্রণয়ভঙ্গেন কৃতাপরাধোঽয়ং জনো যেনৈবং মন্ত্রয়সে। প্রিয়সখি, ত্বং লবঙ্গিকা চ সাম্প্রতং মে হৃদয়ম্।)

বুদ্ধরক্ষিতা—জই দে কহং বি মঅরন্দো পুণো বি দংসণপহং ওদরদি তদো কিং তুএ কাদব্বং। যদি তে কথমপি মকরন্দঃ পুনরপি দর্শনপথমবতরতি তদা কিং ত্বয়া কর্তব্যম্।)

মদয়ন্তিকা—এক্কেক্কাবঅবনিসগ্গলগ্গণিচ্চলে চিরং লোঅণে ণিব্বাবইস্সং। (একৈকাবয়-বনিসর্গলগ্ননিশ্চলে চিরং লোচনে নির্বাপয়িষ্যে।)

বুদ্ধরক্ষিতা—অহ সো মম্মহবলক্কারিত্ত জই কংদপ্পজননিং তুমং রুক্কিণিং বিঅ পুরুসোত্তমো সঅংগাহসাহসেণ সহধম্মআরিণিং করেদি তদো কীরিসী পডিবত্তী। (অথ স মন্মথবলাৎকারিতো যদি কন্দর্পজননীং ত্বাং রুক্মিণীমিব পুরুষোত্তমঃ স্বয়ংগ্রাহসাহসেন সহধর্মচারিণীং করোতি তদা কীদৃশী প্রতিপত্তিঃ।

মদয়ন্তিকা—(নিঃশ্বস্য) কিং এত্তিঅং আসাদিদমিহ। (কস্মাদেতাবদাশ্বাসিতাস্মি)।

বুদ্ধরক্ষিতা—সহি, কহেহি.। (সখি, কথয়)।

লবঙ্গিকা—সহি, কহিদং জেব্ব হিঅআবেঅসূঅএহিং দীহনীসাসেহিং। (সখি, কথিতমেব হৃদয়াবেগসূচকৈর্দীর্ঘনিঃশ্বাসৈঃ।)

মদয়ন্তিকা—সহি, কাহং ইমস্স দেণ জেব্ব অত্তাণং প্রাণীকদুঅ মিচ্চুকবলণাদো আকড্ডিঢ়-অস্স জেব্ব পরঙ্গঅস্স কিচ্চাকিংকরস্স অত্তণো সরীরস্স। (সখি, কাহমেতস্য

তেনৈবাত্মানং পণীকৃত্য মৃত্যুকবলনাদাকৃষ্টস্য তস্যৈব পরকীয়স্য কৃত্যাকিংকরস্যাত্মনঃ শরীরস্য)।

লবঙ্গিকা—সরিস কখু মহানুভাবদাএ। (সদৃশং খলু মহানুভাবতায়াঃ)।

বুদ্ধরক্ষিতা—সুমরেসি এদং বঅণং। (স্মরিষ্যস্যেতদ্বচনম্ ।)

মদয়ন্তিকা—কহং দুদিঅআমবিচ্ছেদপডহো তাডিঅদি। তা জাবনন্দনং ণিব্ভচ্ছিঅ সাপাদপউনং বা অব্ভত্থিঅ মালদিএ উবরি অণুউলইস্সং। (ইত্যুত্থাতুমিচ্ছতি)। (কথং দ্বিতীয়যামবিচ্ছেদপটহস্তাড্যতে। তদ্যাবন্নন্দনং নির্ভর্ৎস্য সপাদপতনং বাভ্যর্থ্য মালত্যা উপর্যনুকূলয়িষ্যামি।)

(মকরন্দো মুখমুদ্ঘাট্য তাং হস্তে গৃহ্ণাতি।)

মদয়ন্তিকা—সহি মালদি, অভিবুদ্ধাসি। (বিলোক্য সহর্ষং সাধ্বসং চ।) অহ্মহে এদং অন্নং জেব্ব বট্টদি। (সখি মালতি, প্রতিবুদ্ধাসি। অহো, ইদমন্যদেব বর্ততে।)

মকরন্দঃ— রম্ভোরু সংহর ভয়ং ক্ষমতে বিকার-
মুৎকম্পিনঃ স্তনতটস্য ন মধ্যভাগঃ।
ইত্থং ত্বয়ৈব কথিতপ্রণয়প্রসাদঃ
সংকল্পনিবৃতিষু সংস্তুত এষ দাসঃ ॥ ২ ॥

বুদ্ধরক্ষিতা—(মদয়ন্তিকামুখমুন্নময্য সংস্কৃতমাশ্রিত্য।)
প্রেয়াম্মনোরথসহস্রবৃতঃ স এষ
সুপ্তপ্রমত্তজনমেতদমাত্যবেশ্ম।
প্রৌঢ়ং তমঃ কুরু কৃতজ্ঞতয়ৈব ভদ্র-
মুৎক্ষিপ্তমূকমণিনূপুরমেহি যামঃ ॥ ৩ ॥

মদয়ন্তিকা—সহি বুদ্ধরক্খিদে, কহিং পুনো দানিং অহ্মেহিং গন্দব্বং। (সহি বুদ্ধরক্ষিতে, ক পুনরিদানীমস্মাভির্গন্তব্যম্।)

বুদ্ধরক্ষিতা—জহিং জেব্ব মলিদী গআ। (যত্রৈব মালতী গতা।)

মদয়ন্তিকা—কিং ণিব্বুত্তসাহসা মলিদী। (কিং নিবৃত্তসাহসা মালতী।)

বুদ্ধরক্ষিতা—অহ ইং। অন্নং অ তুমং ভণাসি। ('কা হং ইমস্স' ইত্যাদি পঠতি।) (অথ কিম্। অন্যচ্চ ত্বং ভণসি।)

(মদয়ন্তিকাশ্রূণি পাতয়তি)

বুদ্ধরক্ষিতা—মহাভাঅ, দিন্নো কখু সঅং অপ্পা পিঅসহীএ। (মহাভাগ, দত্তঃ খলু স্বয়মাত্মা প্রিয়সখ্যা।)

মকরন্দঃ— অদ্যোর্জিতং বিজিতমেব ময়া কিমন্য-
দদ্যোৎসবঃ ফলবতো মম যৌবনস্য।
যস্মৈ প্রসাদসুমুখেন সমুদ্যতেয়ং
দেবেন বান্ধবধুরা মকরধ্বজেন ॥ ৪ ॥

তদনেন পক্ষদ্বারেণ সাধয়ামঃ।

(নিভৃতং পরিক্রামন্তি।)

মকরন্দঃ—অহো নিশীথনিঃসঞ্চাররমণীয়তা রাজমার্গস্য। সম্প্রতি হি—

প্রাসাদানামুপরি বলভীতুঙ্গবাতায়নেষু
প্রাপ্তামোদঃ পরিণতসুরাগন্ধসংস্কারগর্ভঃ।
মাল্যামোদী মুহুরুপচিতস্ফীতকর্পূরবাসো
বাতো যুনামভিমতবধূসন্নিধানং ব্যনক্তি ॥ ৫ ॥
(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে সপ্তমোঽঙ্কঃ।

× × × × × × × × × × × × × অষ্টমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশত্যবলোকিতা)

অবলোকিতা–বন্দিদা মএ ণন্দণাবসথপডিণিউত্তা ভঅবদী। তা জাব মালদীমাহবসআসং গচ্ছিস্সং। (পরিক্রম্য এদে দে পরিণিব্বুত্তিদগিম্হদিঅহাবসানমজ্জণা দীহিআতীরসিলাতলং অলংকরন্তি। তা উপসপ্পামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা) (বন্দিতা ময়া নন্দনাবসথপ্রতিনিবৃত্তা ভগবতী। তদ্‌যাবন্মালতীমাধবসকাশং গচ্ছামি। এতৌ তৌ পরিনিবর্তিতগ্রীষ্মদিবসাবসানমজ্জনৌ দীর্ঘিকাতীরশিলাতলমলংকুরুতঃ। তদুপসর্পামি।)
প্রবেশকঃ।
(ততঃ প্রবিশতো মালতীমাধবৌ উপবিষ্টাবলোকিতা চ।)

মাধবঃ–(সানন্দম্) বর্ধতে হি মন্মথপ্রৌঢ়সুহৃদো নিশীথস্য যৌবনশ্রীঃ। তথা হি–
দলয়তি পরিশুষ্যৎপ্রৌঢ়তালীবিপাণ্ডু-
স্তিমিরনিকরমুদ্যন্নৈন্দবঃ প্রাক্‌প্রকাশঃ।
বিয়তি পবনবেগাদুন্মুখঃ কেতকীনাং
প্রচলিত ইব সান্দ্রং স্ফারস্ফারং পরাগঃ ॥ ১ ॥
(স্বগতম্) তৎ কথং বামশীলাং মালতীমুপাবর্তয়ে। ভবত্বেবং তাবৎ। (প্রকাশম্) প্রিয়ে মালতী, প্রত্যগ্রসায়ন্তনস্নানসবিশেষশীতলাং ভবতীং নিদাঘসন্তাপশান্তয়ে কিঞ্চিদ্‌বিজ্ঞাপয়ামি। তৎকিমিত্যন্যথৈব মাং সম্ভাবয়সি।
নিশ্চ্যোতন্তে সুতনু কবরীবিন্দবো যাবদেতে
যাবন্মধ্যঃ স্তনমুকুলয়োরার্দ্রভাবং জহাতি।
যাবৎ সান্দ্রপ্রতনুপুলকোদ্‌ভেদবত্যঙ্গযষ্টি
স্তাবদ্‌গাঢ়ং বিতর সকৃদপ্যঙ্কপালীং প্রসীদ ॥ ২ ॥
অয়ি মালতি নিরনুক্রোশে,
জীবয়ন্নিব সমুচ্ছ্বসৎস্বেদবিন্দুরধিকণ্ঠমর্প্যতাম্।
বাহুরৈন্দবময়ূখচুম্বিতস্যন্দিচন্দ্রমণিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩ ॥
অথবা দূরে তাবদেতৎ। কথমালাপসংবিভাগস্যাপ্যভাজনময়ং জনো ভবত্যাঃ।
দগ্ধং চিরায় মলয়ানিলচন্দ্রপাদৈ-
র্নির্বাপিতং তু পরিরভ্য বপুর্ন নাম।
আমত্তকোকিলরুতব্যথিতা তু হৃদ্যা-
মদ্য শ্রুতিঃ পিবতু কিন্নরকণ্ঠি বাচম্ ॥ ৪ ॥

অবলোকিতা—অই অণিব্বহণসীলে, জং দানিং মুহুত্তমেত্তন্দরিদমাহবা দূম্মণাঅন্তী মহ পুরদো ভণাসি। চিরাঅদি অজ্জউত্তো। অবি ণাম কিঅচ্চিরেণ পেক্খিস্সং, জেণ পুণো ব্বিড্‌ঢআসেসসজবাসা বিসুমরিঅণিমেসবিগ্ধং তুলোঅন্তী এব্বং ভণিস্সং। দুউণিআবেট্টণপরিরম্ভণেণ সংভাবইস্সং ত্তি। স জেব্ব অঅং পরিণামো। (অয়ি অনির্বহণশীলে, যদিদানীং মুহূর্তমাত্রান্তরিতমাধবা দূর্মনায়মানা মম পুরতো ভণসি। চিরায়ত আর্যপুত্রঃ। অপি নাম কিয়চ্চিরেণ প্রেক্ষিষ্যে, যেন পুনর্বিবর্ধিতাশেষসাধ্বসা বিস্মৃতনিমেষবিঘ্নমবলোকয়ন্ত্যেবং ভণিষ্যামি। দ্বিগুণিতাবেষ্টনপরিরম্ভেণ সম্ভাবয়িষ্য ইতি। স এবায়ং পরিণামঃ।)

(মালতী সাসূয়মিব তাং পশ্যতি)

মাধবঃ—(অপবার্য) অহো ভগবত্যাঃ প্রথমান্তেবাসিন্যাঃ সর্বতোমুখং বৈদগ্ধ্যমক্ষয্যসুভাষিতরত্নসণ্ডারসংস্করণম্। (প্রকাশম্) প্রিয়ে, সত্যমবলোকিতা বদতি।

(মালতী মূর্ধানং চালয়তি)

মাধবঃ—শাপিতাসি মম লবঙ্গিকাবলোকিতয়োশ্চ জীবিতেন যদি মে ন কথয়সি।

মালতী—ণাহং কিং বি জাণামি। (ইত্যর্ধোক্তে লজ্জাং নাটয়তি) (নাহং কিমপি জানামি)

মাধবঃ—অহো অনবসিতার্থরম্যবচসশ্চারুতা। (সহসা নিরূপ্য) অবলোকিতে, বিমেতৎ।

বাষ্পাম্ভসা মৃগদৃশো বিমলঃ কপোলঃ
প্রক্ষাল্যতে সপদি রাজত এষ যস্মিন্।
গণ্ডূষপেয়মিব কান্ত্যমৃতং পিপাসু-
রিন্দুর্নিবেশিতময়ূখমৃণালদণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

অবলোকিতা—সহি, কিং দানিং উচ্চলিঅবাহুপ্পীড়ং রোদিঅদি। (সখি, কিমিদানীমুচ্চলিতবাষ্পোৎপীড়ং রুদ্যতে।)

মালতী—সহি, কেচ্চিরং লবঙ্গিআএ অসণ্ণিহাণদুক্খং অনুহবিস্সং। পউত্তিলাহো বি সে দুল্লহো। (সখি, কিয়চ্চিরং লবঙ্গিকায়া অসন্নিধানদুঃখমনুভবিষ্যামি। প্রবৃত্তিলাভোঽপি তস্যা দুর্লভঃ।)

মাধবঃ—অবলোকিতে, কিং নামৈতৎ।

অবলোকিতা—তুহ জেব্ব বঅণোবণ্ণাসেণ এসা লবঙ্গিঅং সুমরিঅ তাএ পউত্তিলাহণিমিত্তং উত্তম্মিঅদি। (তবৈব বচনোপন্যাসেনৈষা লবঙ্গিকাং স্মৃত্বা তস্যাঃ প্রবৃত্তিলাভনিমিত্তমুত্তাম্যতি।)

মাধবঃ—নন্বিদানীমেব হি ময়া কলহংসঃ প্রেষিতঃ। গচ্ছ ত্বং প্রচ্ছন্নমুপগম্য নন্দনাবসথপ্রবৃত্তিমুপলভস্বেতি। (সাশঙ্কম্) অবলোকিতে, অপি নাম বুদ্ধরক্ষিতাপ্রযত্নঃ ফলোদর্ক এব মদয়ন্তিকাং প্রতি স্যাৎ।

অবলোকিতা—মহাভাঅ, পঢমং জেব্ব সদ্দূলণহরালংকিদস্স মঅরন্দস্স মোহবিচ্ছেঅং ণিবেদঅন্তীএ পি ভঅবদীএ ণিউত্তেণ ভবদা মালদীএ সমং জীবিদেণ বড়াবেদি। তস্স কিং দাণিং পারিতোসিঅং হবিস্সদি। (মহাভাগ, প্রথমমেব শার্দূলনখরালংকৃতস্য মকরন্দস্য মোহবিচ্ছেদং নিবেদয়ন্ত্যা ভগবত্যা নিযুক্তেন ভবতা মালত্যা সমং জীবিতেন হৃদয়ং প্রসাদীকৃতম্। কোঽপি সাম্প্রতম্ মদয়ন্তিকালাভো বর্ধয়িষ্যসি। তস্য কিমিমানীং পারিতোষিকং ভবিষ্যতি।)

মাধবঃ—অনুযোক্তব্যমেবানুযুক্তোঽস্মি। (হৃদয়মবলোক্য।) ইয়মস্তি মালতীপ্রথমদর্শনা-

ভিষঙ্গসাক্ষিণী কামকাননালংকারস্য লক্ষ্মীবতঃ কেসরতরোঃ প্রসবমালা।
প্রেম্না মদ্গ্রথিতেতি বা প্রিয়সখীহস্তোপানীতেতি বা
বিস্তারিস্তনকুম্ভকুড্মলভরোৎসঙ্গেন সম্ভাবিতা।
সম্প্রাপ্তেহপ্যথ পাণিপীড়নবিধৌ মাং প্রত্যপেতাশয়া
যা ময্যেব লবঙ্গিকেত্যবগতে সর্বস্বদায়ঃ কৃতা ॥ ৬ ॥

অবলোকিতা—সহি মালদী, বল্লহা ক্খু দে ইঅং বউলমালা। এসা দাণিং পরস্স হত্থং গমিস্সদি। (সখি মালতি, বল্লভা খলু ত ইয়ং বকুলমালা। এষেদানীং পরস্য হস্তং গমিষ্যতি।)

মালতী—পিঅং পিঅসহী উবদিসদি। অবলোইদে, উভঅং বি তুমং জেব্ব উবদিস। (প্রিয়ং প্রিয়সখ্যুপদিশতি। অবলোকিতে, উভয়মপি ত্বমেবোপদিশ।)

অবলোকিতা—কহং পদসদ্দো বিঅ। (কথং পদশব্দ ইব।)

মাধবঃ—(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য।) অয়ে কলহংসঃ সম্প্রাপ্তঃ।

মালতী—দিট্ঠিআ বড্ঢসি মদঅন্তিআলাহেণ। (দিষ্ট্যা বর্ধসে মদয়ন্তিকালাভেন।)

মাধবঃ—(সহর্ষং পরিষ্বজ্য।) প্রিয়ং নঃ। (ইতি বকুলমালাং কণ্ঠে দদাতি।)

অবলোকিতা—ণিব্বূঢো ভঅবদীএ সংভাবণভারো বুদ্ধরক্খিদাএ। (নির্ব্যূঢো ভগবত্যাঃ সম্ভাবনাভারো বুদ্ধরক্ষিতয়া।)

মালতী—(সহর্ষম্।) অম্হেহিং বি পিঅসহী লবঙ্গিআ দীসই। (ইত্যুত্তিষ্ঠতি।) (অস্মাভিরপি প্রিয়সখী লবঙ্গিকা দৃশ্যতে।)

(ততঃ প্রবিশতি সম্ভ্রান্তঃ কলহংসো বুদ্ধরক্ষিতা লবঙ্গিকা মদয়ন্তিকা চ।)

সর্বাঃ—পরিত্তাঅদু মহাভাও। অদ্ধমগ্গে ক্খু ণঅররক্খিপুরিসাভিভূও মঅরন্দস্স জাদো। তদো তক্কালমিলিদেণ কলহংএণ সমং অম্হে অণুপ্পেসিদাও। (পরিত্রায়তাং মহাভাগঃ। অর্ধমার্গে খলু নগররক্ষিপুরুষাভিযোগো মকরন্দস্য জাতঃ। ততস্তৎকালমিলিতেন কলহংসকেন সমং বয়মনুপ্রেষিতাঃ।)

কলহংসঃ—জহ ইদোমুহাগদেহিং অম্হেহিং কলঅলো সুদো, তহ তক্কেমি অণ্ণং বি পারক্কঅং বলং উবাগদং তি। (যথেতোমুখাগতৈরস্মাভিঃ কলকলঃ শ্রুতঃ, তথা তর্কয়ামান্যদপি পারক্যং বলমুপাগতমিতি।)

মালত্যবলোকিতে—হদ্ধি! সমং জেব্ব হরিসুব্বেঅসংভেদো উবণদো। (হা ধিক্! সমমেব হর্ষোদ্বেগসম্ভেদ উপনতঃ।)

মাধবঃ—সখি মদয়ন্তিকে, স্বাগতম্। অনুগৃহীতমস্মাদগৃহং ভবত্যা। ননু স্বস্থা ভবন্তু ভবত্যঃ। একাকিনোঽপি বহুভিরভিযোগ ইতি যৎকিঞ্চিদেতদ্বয়স্যস্য।
হরেরতুলবিক্রমপ্রণয়লালসঃ সাহসে
স এব ভবতি ক্বণৎকররুহপ্রচণ্ডঃ সখা।
স্ফুটৎকরটকোটরস্খলিতদানসিক্তানন-
দ্বিপেশ্বরশিরঃস্থিরাস্থিদলনৈকবীরঃ করঃ ॥ ৭ ॥

তদহমপি বিক্রান্তিপূতং বিলসিতঃ প্রিয়সুহৃদঃ প্রত্যনন্তরীভবামি। (বিকটং পরিক্রম্য কলহংসকেন সহ নিষ্ক্রান্তঃ।)

অবলোকিতাদয়ঃ—অবি ণাম অপ্পডিহরা পডিণিব্বট্টিস্সন্দি মহাণুহাবা। (অপি নামাপ্রতিহতৌ প্রতিনিবর্তিষ্যেতে মহানুভাবৌ।)

মালতী—সহিও বন্ধরক্খিদাবলোইদাও, তুরিঅং গদুঅ ভঅদীএ উত্তন্দং নিবেদেহো। তুমং বি সহি লবঙ্গিএ, তুরিঅং বিণ্ণাবেহি অজ্জউত্তং। জহ দাব তুম্হাণং অহ্মে অণুকম্পণীআও তদো অপ্পমত্তং পরিক্কমেন্ধতি। (সখ্যৌ বুদ্ধরক্ষিতাবলোকিতে, ত্বরিতং গত্বা ভগবত্যা ইমং বৃত্তান্তং নিবেদয়তম্। ত্বমপি সখি লবঙ্গিকে, ত্বরিতং বিজ্ঞাপয়ার্যপুত্রম্। যদি তাবদ্যুষ্মাকং বয়মনুকম্পনীয়াস্ততোঽপ্রমত্তং পরিক্রামতেতি।)

(মালতীমদয়ন্তিকাবর্জং সর্বাস্তথেতি নিষ্ক্রান্তাঃ।)

মালতী—হদ্ধি। ণ জাণীঅদি কহং ইয়দী বেলা অতিক্কমেম। হোদু। পিঅসহীএ লবঙ্গিআএ পডিণিউত্তিমগ্গং আলোঅন্তী চিট্টিস্সম্। (পরিক্রামতি। সাশঙ্কম্।) ফুরিদং মে কমং অবামণঅণেন। (উপবিশতি।) (হা ধিক্। ন জ্ঞায়তে-কথমিয়তী বেলাতিক্রম্যতাম্। ভবতু। প্রিয়সখ্যা লবঙ্গিকায়াঃ প্রতিনিবৃত্তি-মার্গমবলোকয়ন্তী স্থাস্যামি। স্ফুরিতং মে বামমবামনয়নেন।)

(ততঃ প্রবিশতি কপালকুণ্ডলা)

কপালকুণ্ডলা—আঃ পাপে, তিষ্ঠ।

মালতী—(সত্রাসম্।) হা অজ্জউত্ত। (ইতি বাক্যস্তম্ভং নাটয়তি।) (হা আর্যপুত্র।)

কপালকুণ্ডলা—(সক্রোধহাসম্।) নন্বাক্রন্দ, আক্রন্দ।

ত্বদ্বল্লভঃ ক নু তপস্বিজনস্য হন্তা
কন্যাবিটঃ পতিরসৌ পরিরক্ষতু ত্বাম্।
শ্যেনাবপাতচকিতাননবর্তিকেব
কিং নেক্ষসে ননু ময়া কবলীকৃতাসি ॥ ৮ ॥

যাবচ্ছ্রীপর্বতমুপনীয় প্রতিপর্ব তিলশ এনাং নিষ্কৃত্য দুঃখমারিণীং করোমি। (ইতি মালতীমাদায় নিষ্ক্রান্তা।)

মদয়ন্তিকা—অহং বি মালদীং দেব্ব অনুবট্টিস্সং। (পরিক্রম্য।) সহি মালদি। (অহমপি মালতীমেবানুবর্তিষ্যে। সখি মালতি।)

লবঙ্গিকা—(প্রবিশ্য।) সহি মদঅন্তিএ, লবঙ্গিআ ক্খু অহং। (সখি মদয়ন্তিকে, লবঙ্গিকা খল্বহম্।)

মদয়ন্তিকা—অই, সম্ভাবিদো তুএ মহানুহাও। (অয়ি, সম্ভাবিতস্ত্বয়া মহানুভাবঃ।)

লবঙ্গিকা—ণহি ণহি। সো ক্খু উজ্জাণবাড়ণিক্কমাদো জেব্ব কলঅলং সুণিঅ সাক্খেবা-ববিন্ধবিঅডণিত্তরুদণ্ডণিট্ঠুরং পধাবিঅ পরাণীঅং পবিট্ঠো। তদো পডি-ণিউত্তম্হ মন্দভাইণী। সুণোমি অ ঘরে ঘরে গুণাণুরাঅণিব্ভরস্স পোরলো-অস্স হা মাহব মহাভাঅ হা মঅরন্দ সাহসিঅ ত্তি পরিদেবণাও। মহারাও কিল মন্তিবীআণং বিপ্পলম্ভবুত্তন্দং সুণিঅ সংজাদমচ্ছরাবেও তক্খণবিসজ্জিদাণেঅ-প্পোঢ়পদাইণিবহো চন্দাদবসোহিদসোহসিহরট্ঠিদো পেক্খদি ত্তি মন্তিঅদি। (নহি নহি। স খলূদ্যানবাটনির্গমাদেব কলকলং শ্রুত্বা সাক্ষেপাপবিদ্ধ-বিকটনিজোরুদণ্ডনিষ্ঠুরং প্রধাব্য পরাণীকং প্রবিষ্টঃ। ততঃ প্রতিনিবৃত্তাস্মি মন্দভাগিনী। শৃণোমি চ গৃহে গৃহে গুণানুরাগনির্ভরস্য পৌরলোকস্য হা মাধব মহাভাগ হা মকরন্দ সাহসিকেতি পরিদেবনানি। মহারাজঃ কিল মন্ত্রিদুহিত্রোর্বিপ্রলম্ভবৃত্তান্তং শ্রুত্বা সঞ্জাতমৎসরাবেগস্তৎক্ষণবিসর্জিতানেকপ্রৌঢ়-

পদাতীনববহুশ্চন্দ্রাতপশোভিতসৌধশিখরস্থিতঃ প্রেক্ষত ইতি মন্ত্রয়তে।)
মদয়ন্তিকা—হা, হদম্হি মন্দভাইণী। (হা হতাস্মি মন্দভাগিনী।)
লবঙ্গিকা—সহি, মালদী উণ কহিং। (সখি, মালতী পুনঃ ক্ব।)
মদয়ন্তিকা—সহি, সা ক্খু পঢ়মং জেব্ব দে মগ্গং ওলোইদুং পসরিদা। পচ্ছাদো অহং
তং ণ পেক্খামি। সা ণাম উজ্জাণগহণং পবিট্টা হবে। (সখি, সা খলু প্রথমমেব
তে মার্গমবলোকয়িতুং প্রসৃতা। পশ্চাদহং তাং ন পশ্যামি। সা নামোদ্যানগহনং
প্রবিষ্টা ভবেৎ।)
লবঙ্গিকা—সহি, তুরিতং অণ্ণেসমহ। অদিকাতরা মে পিঅসহী উববণট্ঠিদা ইমস্সিং
অবসরে ন ধারেদি অত্তাণং। (সখি, ত্বরিতমন্বিষ্যাবঃ। অতিকাতরা মে প্রিয়সখ্যু-
পবনস্থিতাস্মিন্নবসরে ন ধারয়ত্যাত্মানম্।)
লবঙ্গিকামদয়ন্তিকে(ত্বরিতং পরিক্রামন্ত্যৌ।) সহি মালদি, ণং ভণামি সহি মালদি ত্তি।
(ইতস্ততঃ পরিক্রামতঃ।) (সখি মালতি, ননু ভণামি সখি মালতীতি।)
কলহংস—(হৃষ্টঃ প্রবিশ্য।) দিট্ঠিআ কুসলেণ ম্হি ণিগ্গদো সংঘট্টমগ্গাদো। হিমানহে।
পেক্খামি বিঅ ণিম্মলণিরন্তরুব্বুত্তরবারিধারাপড়িফলিদচন্দকিরণুজ্জ-
লন্তপিঞ্জরিঅভীসণদংসণং মদলীলাকলিদকামবালবিঅডভুঅদণ্ডাববিন্ধহলহেলা-
বিত্থারিদুক্কখুভিদকলিন্দতণআসোত্তসংণিহং বিসংখলুপ্পডিদণিন্দআণন্দম-
অরন্দক্খোভবিঅলপডিরোধপডিণিউত্তণুদ্ধঅসমত্থগঅণঙ্গণারআসবিঅসন্দকোলা-
হলং পারক্কসমুহং দাণিং বি পেক্খামি বিঅ। সুমরামি অ ভীসণভুঅবজ্জখচিত-
পঞ্জরপজ্জত্থসমরবিমুহসুভটহত্থাবলুত্তবিবিহাউহোবরুদ্ধঅসেসরিপুসেণ্ণবিঅডাপসার-
বইরিক্কমগ্গনংচারণিব্বত্তিদবিসমসাহসং ণাহং মাহবম্। অহো গুণাণুরাও
পরিন্দস্স, জং দাণিং সোধসিহরাবদিণ্ণপডিহারবিণত্তবণ্ণাসপসমিদবিরোহো সোম্মে-
ক্করসোবণীদমাহবমঅরন্দমুহচন্দেওলোইঅ বারংবারং পসারিদসিণিদ্ধলোঅণো
কলহংবআচো অহিজণং সুণিঅ নিব্বত্তিঅমহগ্ঘগুরুবহুমাণো ফুরন্তমচ্ছরেস্সা-
বেল্লক্খমসীমলিণিদমুহে ভূরিবসুণন্দণো মহুরোবণ্ণাসেহিং কিং দাণিং ভুবণাভোঅ-
ভূসণেহিং মহাণুহাবেহিং ণবজোব্বণগুণাভিরামেহিং জামাউএহিং পরিতোসে ত্তি
পডিবোধিঅ গত্ত তন্তদরং রাআ। ইমে বি মাহবমঅরন্দা আঅচ্ছন্দি ইতি অহং
বি এদং ভঅবদীএ বুত্তন্দং ণিবেদেমি। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ)। দিষ্ট্যা কুশলেনাস্মি
নির্গতঃ সংঘট্টমার্গাৎ। হিমাণহে। পশ্যামীব নির্মলনিরন্তরোদ্বৃত্তরবারিধারা-
প্রতিফলিতচন্দ্রিকরণোজ্জলংপিঞ্জরিতভীষণদর্শনং মদলীলাকলিতকামপালবিকট-
ভুজদণ্ডাপাবিন্ধহলহেলাবিস্তারিতোধর্বক্ষুভিতকলিন্দতনয়াস্রোতঃসন্নিভং বিশৃঙ্খ-
লোৎপতিতনির্দয়ানন্দমকরন্দক্ষোভবিকলপ্রতিরোধপ্রতিনিবর্তনোদ্ধতসমস্তগগনাঙ্গ-
নাবকাশবিকসংকোলাহলং পারক্যসমূহমিদানীমপি পশ্যামীব। স্মরামি চ
ভীষণভুজবজ্রখচিতপঞ্জরপর্যস্তসমরবিমুখসুভটহস্তাবলুপ্তবিবিধায়ুধোপরুদ্ধাশেষ-
রিপুসৈন্যবিকটাপসারব্যতিরিক্তমার্গসঞ্চারনির্বর্তিতবিষমসাহসং নাথং মাধবম্।
অহো গুণানুরাগো নরেন্দ্রস্য, যদিদানীং সৌধশিখরাবতীর্ণপ্রতিহারবিনয়োপন্যাস-
প্রশমিতবিরোধঃ সৌম্যৈকরসোপনীতমাধবমকরন্দমুখচন্দ্রাববলোক্য বারংবারং
প্রসারিতস্নিগ্ধলোচনঃ কলহংসকাদভিজনং শ্রুত্বা নির্বর্তিতমহার্ঘগুরুবহুমানঃ
স্ফুরন্মৎসরেষ্যাবৈলক্ষ্যমষীমলিনিতমুখো ভূরিবসুনন্দনো মধুরোপন্যাসৈঃ

কিমিদানীং যুবয়োর্ভুবনাভোগভূষণাভ্যাং নবযৌবনগুণাভিরামাভ্যাং পরিতোষ ইতি প্রতিবোধ্য গতোঽভ্যন্তরং রাজা। এতাবপি মাধবমকরন্দাবাগচ্ছত ইত্যহমপ্যেতং ভগবত্যৈ বৃত্তান্তং নিবেদয়ামি।)

(ততঃ প্রবিশতো মাধবমকরন্দৌ।)

মাধবঃ—অহো, প্রেয়সঃ সর্বপুরুষাতিশায়ি নির্ব্যাজমূর্জিতং তেজঃ। তথা হি—

দোর্নিষ্পেষবিকীর্ণসঞ্চয়দলৎকঙ্কালমুন্মথ্যতঃ
প্রাগ্‌বীরানুপাত্য তৎপ্রহরণান্যাচ্ছিদ্য বিক্রামতঃ।
উদ্বেল্লদ্‌ঘনরুণ্ডখণ্ডনিকরাকীর্ণস্য সংখ্যোদধে-
র্দ্বেধাস্তম্ভিতপত্তিপঙ্‌ক্তিবিকটঃ পন্থাঃ পুরস্তাদভূৎ ॥ ৯ ॥

বয়স্য, নন্দনশয়স্থানমেতৎ। পশ্য।

অর্দ্যাবেন্দুময়ূখখণ্ডনিচিতং পীতং নিশীথোৎসবে
যৈর্লীলাপরিরব্ধদায়িদয়িতাগণ্ডূষশেষং মধু।
সম্প্রত্যেব ভবদ্ভুজার্গলগুরুব্যাপারভগ্নাস্থিভি-
র্গাত্রৈস্তে কথয়ন্ত্যসারভিদুরান্ প্রায়েণ সংসারিণঃ ॥ ১০ ॥

স্মর্তব্যং তু নরপতেরস্য সৌজন্যম্। যদপরাধ্যয়োরপ্যনপরাধ্যয়োরিব নৌ কৃতোপসদনং চেষ্টিতবান্। তদেহি, মালতীসমক্ষমধুনা মদয়ন্তিকাহরণবৃত্তান্তং বিস্তরতঃ কথ্যমানমনুভবামঃ। (পুরোঽবলোক্য।) কথং শূন্যা ইবামী প্রদেশাঃ।

মকরন্দঃ—নূনং শঙ্কে আবয়োঃ সমরসংকটোদ্বেগেন ব্যাকুলত্বাদিতস্ততো ভ্রমন্ত্যাস্তা অত্রৈবাত্মানং বিনোদয়ন্তি।

মাধবঃ—

কথয়তি ত্বয়ি সস্মিতমালতীচলিতলোলকটাক্ষপরাহতম্।
বদনপঙ্কজমুল্লসিতত্রপং স্তিমিতদৃষ্টি সখী নময়িষ্যতি ॥ ১১ ॥

অয়মসাবুদ্যানবাটঃ।

(প্রবেশং নাটয়তঃ।)

লবঙ্গিকামদয়ন্তিকে—সহি মালদি। (সহসা বিলোক্য সহর্ষম্।) দিট্‌ঠিআ পুণো বি অ তে মহাণুহারা দিস্সন্দি। (সখি মালতি, দিষ্ট্যা পুনরপি চ তৌ মহানুভাবৌ দৃশ্যেতে।)

মাধবমকরন্দৌ—ভবত্যৌ, ক্ক সা দিস্সন্দি।

উভে—কুদো মালদী। পদসদ্দেন অম্হে বিপ্পলদ্ধাও মন্দভাইনীও। (কুতো মালতী। পদশব্দেনাবাং বিপ্রলব্ধে মন্দভাগিন্যৌ।)

মাধবঃ—ভবত্যৌ, কথংকথমপি সহস্রধৈব ধ্বংসতে মে হৃদয়ম্। ততঃ স্ফুটমভিধীয়তাম্।

মম হি কুবলয়াক্ষীং প্রত্যনিষ্টৈকবুদ্ধে-
রবিরতমনুবন্ধোৎকম্প এবান্তরাত্মা।
স্ফুরতি চ খলু চক্ষুর্বামমেতচ্চ কষ্টং
বচনমপি ভবত্যোঃ সর্বথা হা হতোঽস্মি ॥ ১২ ॥

মদয়ন্তিকা—তহ কখু ইদো বিণিগ্গদে মহাণুহাবে বুদ্ধরকখিদং অবলোইদং অ ভঅবদীসআসং বিসজ্জিঅ অপ্পমাদণিমিত্তং বিন্নবেহি অজ্জউত্তং ত্তি লবঙ্গিআ অণুপেসিদা। তদো উত্তমমাণা অ এদাএ মগ্গং ওলোইদুং অগ্গদো পসরিদা

মালদা। পচ্ছাদো তহং। তদো ণ পেক্খামি। তদো অম্হেহিং মগ্গিদা এত্থ বিড়বন্দরাইং জাব তুম্হে তিট্‌ঠিত্থ। (তথা খল্বিতো বিনির্গতে মহানুভাবে বন্ধরক্ষিতামবলোকিতাং চ ভগবতীসকাশং বিসৃজ্যাপ্রমাদানিমিত্তং বিজ্ঞাপয়ার্থ-পুত্রমিতি লবঙ্গিকানুপ্রেষিতা। তত উত্তাম্যমানা চৈতস্যা মার্গমবলোকয়িতুমগ্রতঃ প্রসৃতা মালতী। পশ্চাদহম্। ততো ন পশ্যামি। ততোঽস্মাভির্মার্গিতান্ন বিটপান্তরাণি যাবদ্‌যূবাং দৃষ্টাবিতি।)

মাধবঃ—হা প্রিয়ে মালতি,

কিমপি কিমপি শঙ্কে মঙ্গলেভ্যো যদন্যদ্-
বিরমতু পরিহাসশ্চণ্ডি পর্যুৎসুকোঽস্মি।
কলয়সি কলিতোঽহং বল্লভে দেহি বাচং
ভ্রমতি হৃদয়মন্তর্বিহ্বলং নির্দয়াসি॥ ১৩॥

উভে—হা পিঅসহি, কহিং গআসি। (হা প্রিয়সখি, কুত্র গতাসি।)

মকরন্দঃ—বয়স্য, কিমিত্যবিজ্ঞায় বৈক্লব্যমবলম্ব্যতে।

মাধবঃ—সখে, ত্বমপি কিং ন জানাসি মৎস্নেহদুঃখিতায়াস্তস্যাঃ কাতর্যচেষ্টিতানি।

মকরন্দঃ—অস্ত্যেতৎ। কিন্তু ভগবতীপাদমূলগমনমপ্যাশঙ্ক্যতে। তদেহি। তত্র তাবদ্‌গচ্ছামঃ।

উভে—এদং বি সম্ভাবীঅদি। (এতদপি সম্ভাব্যতে।)

মাধবঃ—এবমস্তু নাম। (ইতি পরিক্রামতি।)

মকরন্দঃ—(স্বগতম্।)

যাতা ভবেদ্‌ভগবতীভবনং সখী সা
জীবন্ত্যথৈষ্যতি ন বেত্ত্যভিশঙ্কিতোঽস্মি।
প্রায়েণ বান্ধবসুহৃৎপ্রিয়সংগমাদি
সৌদামিনীস্ফুরণচঞ্চলমেব সৌখ্যম্॥ ১৪॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবেঽষ্টমোঽঙ্কঃ।

× × × × × × × × × × × × নবমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি সৌদামিনী)

সৌদামিনী—এষাস্মি সৌদামিনী ভগবতঃ শ্রীপর্বতাদুপেত্য পদ্মাবতীং তত্র মালতীবিরহিণো মাধবস্য সংস্তুতপ্রদেশদর্শনাসহিষ্ণোঃ সংস্ত্যায়ং পরিত্যজ্য সহ সুহৃদ্বর্গেণ বৃহদ্-দ্রোণীশৈলকান্তারপ্রদেশমুপগ্রত্যাধুনা তদন্তিকং প্রয়ামি। ভোঃ, তথাহমুৎপতিতা যথা সকল এব গিরিনগরগ্রামসরিদরণ্যব্যতিকরশ্চক্ষুষা পরিচীয়তে। (পশ্চাদ্-বিলোক্য সাধু সাধু।

পদ্মাবতী বিমলবারিবিশালসিন্ধু-
পারাসরিৎপরিকরচ্ছলতো বিভর্তি।

উত্তুঙ্গসৌধসুরমন্দিরগোপুরাট্ট-
সংঘট্টপাটিতবিমুক্তমিবান্তরিক্ষম্ ॥ ১ ॥

অপি চ।

সৈষা বিভাতি লবণা বলিতোর্মিপঙ্ক্তি-
রভ্রাগমে জনপদপ্রমদায় যস্যাঃ।
গোগর্ভিণীপ্রিয়নবোলপমালভারি-
সেব্যোপকণ্ঠবিপিনাবলয়ো বিভান্তি ॥ ২ ॥

অন্যতো বিলোক্য) স এষ ভগবত্যাঃ সিন্ধোর্দারিতরসাতলস্তটপ্রপাতঃ।

যত্রতঃ এষ তুমুলধ্বনিরম্বুগর্ভ-
গম্ভীরনূতনঘনস্তনিতপ্রচণ্ডঃ।
পর্যন্তভূধরনিকুঞ্জবিজৃম্ভনেন
হেরম্বকণ্ঠরসিতপ্রতিমানমেতি ॥ ৩ ॥

এতাশ্চন্দনাশ্বকর্ণসরলপাটলাপ্রায়তরুগহনাঃ পরিণতমালূরসুরভয়োহরণ্যগিরিভূময়ঃ স্মারয়ন্তি তরুণকদম্বজম্বূবনাববদ্ধান্ধকারগুরুগিরিনিকুঞ্জগুঞ্জদ্গম্ভীরগদ্গদোদ্গারঘোষণগোদাবরীমুখরিতবিশালমেখলাভুবো দক্ষিণারণ্যভূধরান্। অয়ং চ মধুমতীসিন্ধুসম্ভেদপাবনো ভগবান্ ভবানীপতিরপৌরুষেয়প্রতিষ্ঠঃ সুবর্ণবিন্দুরিত্যাখ্যায়তে। (প্রণম্য)

জয় দেব ভুবনভাবন জয় ভগবন্নখিলবরদ নিগমনিধে।
জয় রুচিরচন্দ্রশেখর জয় মদনান্তক জয়াদিগুরো ॥ ৪ ॥

(গমনাভিনীয়)

অয়মভিনবমেঘশ্যামলোত্তুঙ্গসানু-
র্মদমুখরময়ূরীমুক্তসংসক্তকেকঃ।
শকুনিশবলনীড়ানোকহস্নিগ্ধবর্ষ্মা
বিতরতি বৃহদশ্মা পর্বতঃ প্রীতিমক্ষ্ণোঃ ॥ ৫ ॥

দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকযূনা-
মনুরসিতগুরূণি স্ত্যানমম্বুকৃতানি।
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে সল্লকীনা-
মিভদলিতবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ ॥ ৬ ॥

(ঊর্ধ্বমবলোক্য) অয়ে, কথং মধ্যাহ্নঃ। তথা হি সম্প্রতি

কাশ্মর্যাঃ কৃতমালমুদ্গতদলং কোযষ্টিকষ্টীকতে
তীরাশ্মন্তকশিম্বিচুম্বিতমুখা ধাবন্ত্যপঃ পূর্ণিকাঃ।
দাত্যূহস্তিনিশস্য কোটরবতি স্কন্ধে নিলীয় স্থিতং
বীরুন্নীড়কপোতকূজিতমনুক্রন্দন্ত্যধঃ কুক্কুভাঃ ॥ ৭ ॥

তদ্ভবতু। মাধবমকরন্দাবন্বিষ্য যথাপ্রস্তুতং সাধয়ামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

শুদ্ধবিষ্কম্ভঃ

(ততঃ প্রবিশতি মাধবো মকরন্দশ্চ)

মকরন্দঃ—(সকরুণং নিঃশ্বস্য)

ন যত্র প্রত্যাশামনুপতীতি নো বা রহয়তি
প্রতিক্ষিপ্তং চেতঃ প্রবিশতি চ মোহান্ধতমসম্ ।
অকিঞ্চিৎকুর্বাণাঃ পশব ইব তস্যাং বয়মহো
বিধাতুর্বামত্বাদ্বিপদি পরিবর্তামিহ ইমে ॥ ৮ ॥

মাধবঃ—হা প্রিয়ে, মালতি, কাসি। কথমবিজ্ঞাততত্ত্বমদ্ভূততমং ঝটিতি পর্যবসিতাসি। নন্বকরুণে, প্রসীদ। সম্ভাবয় মাম্।

প্রিয়মাধবে কিমসি ময্যবৎসলা
ননু সোঽহমেব যমনন্দয়ৎ পুরা।
স্বয়মাগৃহীতকমনীয়কংকণ-
স্তব মূর্তিমানিব মহোৎসবঃ করঃ ॥ ৯ ॥

বয়স্য মকরন্দ, দুর্লভঃ খলু জগতি তাবতঃ স্নেহস্য সম্ভবঃ।

সরসকুসুমক্ষামৈরঙ্গৈরনঙ্গমহাজ্বর-
শ্চিরমবিরতোন্মাথী সোঢ়ঃ প্রতিক্ষণদারুণঃ।
তৃণমিব ততঃ প্রাণান্মোক্তুং মনো বিধৃতং তয়া
কিমপরমতো নির্ব্যূঢ়ং যৎকরার্পণসাহসম্ ॥ ১০ ॥

অপি চ।

ময়ি বিগলিতপ্রত্যাশত্বাদ্বিবাহবিধেঃ পুরা
বিকলকরণৈর্মর্মচ্ছেদব্যথাবিধুরৈরিব।
স্মরসি রুদিতৈঃ স্নেহাকূতং তথাপ্যতনোদসা-
বহমপি যথাঽভূবং পীড়াতরঙ্গিতমানসঃ ॥ ১১ ॥

(সাবেগম্) অহো নু খলু ভোঃ,

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্ ॥ ১২ ॥

মকরন্দঃ—নিরবগ্রহো দহতি দৈবমিব দারুণো বিবস্বান্। ইয়ং চ তে শরীরাবস্থা। তদস্য পদ্মসরসঃ পরিসরে মুহূর্তমাস্যতাম্। অত্র হি।

উন্নালবালকমলাকরমাকরন্দ-
নিষ্যন্দসংবলিতমাংসলগন্ধবন্ধুঃ।
ত্বাং প্রাণয়িষ্যতি পুরঃ পরিবর্তমান-
কল্লোলশীকরতুষারজড়ঃ সমীরঃ ॥ ১৩ ॥

(পরিক্রম্যোপবিশতঃ)

মকরন্দঃ—(স্বগতম্) ভবতু। এবং তাবদাক্ষিপামি। (প্রকাশম্) বয়স্য মাধব,

এতস্মিন্ মদকলমল্লিকাক্ষপক্ষ-
ব্যাধূতস্ফুরদুরুদণ্ডপুণ্ডরীকা।
বাষ্পাম্ভঃপরিপতনোদ্গমান্তরালে
দৃশ্যান্তামবিরহিতশ্রিয়ো বিভাগঃ ॥ ১৪ ॥

(মাধবঃ সোদ্বেগমুত্তিষ্ঠতি)

মকরন্দঃ—কথং নিষ্প্রতিপত্তিশূন্যামুত্থায়ান্যতঃ প্রবৃত্তঃ। (নিঃশ্বস্যোত্থায়।) সখে, প্রসীদ। পশ্য—

বানীরপ্রসবৈর্নিকুঞ্জসরিতামাসক্তবাসং পয়ঃ
পর্যন্তেষু চ যূথিকাসুমনসামুজ্জৃম্ভিতং জালকৈঃ।
উন্মীলৎকুটজপ্রহাসিষু গিরেরালম্ব্য সানূনিতঃ
প্রাগ্‌ভাগেষু শিখণ্ডিতাণ্ডববিধৌ মেঘৈর্বিতানায্যতে ॥ ১৫ ॥

অপি চ—

জৃম্ভাজর্জরডিম্বডম্বরঘনশ্রীমৎকদম্বদ্রুমাঃ
শৈলাভোগভুবো ভবন্তি ককুভঃ কাদম্বিনীশ্যামলাঃ।
উদ্যৎকন্দলকান্তকেতকভৃতঃ কচ্ছাঃ সরিৎস্রোতসা-
মাবির্গন্ধশিলীন্ধ্রকুসুমস্মেরা বনানাং ততিঃ ॥ ১৬ ॥

মাধবঃ—সখে, পশ্যামি। কিন্তু দূরালোকরমণীয়াঃ সম্প্রত্যরণ্যগিরিতটভূময়ঃ তৎকিমেতৎ। (সাস্রম্।) অথবা কিমন্যৎ।

উৎফুল্লার্জুনসর্জবাসিতবহৎপৌরস্ত্যঝঞ্ঝামরুৎ-
প্রেঙ্খোলস্খলিতেন্দ্রনীলশকলস্নিগ্ধাম্বুদশ্রেণয়ঃ।
ধারাসিক্তবসুন্ধরাসুরভয়ঃ প্রাপ্তাস্ত এবাধুনা
ঘর্মাম্ভোবিগমাগমব্যতিকরশ্রীবাহিনো বাসরাঃ ॥ ১৭ ॥

হা প্রিয়ে মালতি,

তরুণতমালনীলবহুলোন্নমদম্বুধরাঃ
শিশিরসমীরণাবধুতনূতনবারিকণাঃ।
কথমবলোকয়েয়মধুনা হরিহেতিমতী-
র্মদকলনীলকণ্ঠকলহৈমুখরাঃ ককুভঃ ॥ ১৮ ॥

(নিঃশ্বস্য শোকার্তিং নাটয়তি।)

মকরন্দঃ—কোঽপ্যতিদারুণো দশাবিপাকো বয়স্যস্য সম্প্রতি বর্ততে। (সাস্রম্।) ময়া পুনরজ্ঞানেন বজ্রময়েন কিল বিনোদঃ প্রারব্ধঃ। (নিঃশ্বস্য।) এবং চ পর্যবসিত-প্রায়েব নো মাধবপ্রত্যাশা। (সময়ং বিলোক্য।) কথং প্রমুগ্ধ এব। হা সখি, মালতি, কিমপরম্। নিরনুক্রোশাসি।

অপহস্তিতবান্ধবে ত্বয়া বিহিতং সাহসমস্য তৃষ্ণয়া।
তদিহানপরাধিনি প্রিয়ে সখি কোঽয়ং করুণোজ্ঝিতঃ ক্রমঃ ॥ ১৯ ॥

কথমদ্যাপি নোচ্ছ্বসিতি। হন্ত, মুষিতোঽস্মি।

মাতর্মাতর্দলতি হৃদয়ং ধ্বংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিকলজ্বালমন্তর্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিষ্বঙ্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি ॥ ২০ ॥

কষ্টং ভোঃ, কষ্টম্।

বন্ধুতাহৃদয়কৌমুদীমহো মালতীনয়নমুগ্ধচন্দ্রমাঃ।
সোঽয়মদ্য মকরন্দনন্দনো জীবলোকতিলকঃ প্রলীয়তে ॥ ২১ ॥

হা বয়স্য মাধবঃ,

গাত্রেষু চন্দনরসো দৃশি শারদেন্দু-
রানন্দ এব হৃদয়ে মম যস্ত্বমাসীঃ ।
তং ত্বাং নিকামকমনীয়কান্ত এব
কালেন জীবিতমিবোন্ধরতা হতোঽস্মি ॥ ২২ ॥

(স্পৃশন্‌ ।)
অকরুণ বিতর স্মিতোজ্জ্বলাং দৃশমতিদারুণ দেহি মে গিরম্‌ ।
সহচরমনুরক্তচেতসং প্রিয়মকরন্দ কথং ন মন্যসে ॥ ২৩ ॥
মাধবঃ সংজ্ঞাং লভতে ।)

মকরন্দঃ—(সোচ্ছ্বাসম্‌ ।) অয়মচিরধৌতরাজপট্টরুচিরমাংসলচ্ছবির্নবজলধরস্তোয়শীকরাসারেণ সঞ্জীবয়তি মে প্রিয়বয়স্যম্‌ । দিষ্ট্যা সমুচ্ছ্বসিতস্তাবৎ ।

মাধবঃ—তৎকিমিবাত্র বিপিনে প্রিয়াবার্তাহরং করোমি ।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বূনিকুঞ্জ-
স্খলনতনুতরঙ্গামুত্তরেণ স্রবন্তীম্‌ ।
উপচিতঘনমালপ্রোঢ়তাপিচ্ছনীলঃ
শ্রয়তি শিখরমদ্রেনূতনস্তোয়বাতঃ ॥ ২৪ ॥
(সরভসমুত্থায়োন্মুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।)
কচ্চিৎ সৌম্য প্রিয়সহচরী বিদ্যুদালিঙ্গতি ত্বা-
মাবির্ভূতপ্রণয়সুমুখাশ্চাতকা বা ভজন্তে ।
পৌরস্ত্যো বা সুখয়তি মরুৎসাধুসংবাহনাভি-
র্বিম্বর্যাস্বভ্রংসুরপতিধনুর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীবদেতৎ ॥ ২৫ ॥
(আকর্ণ্য ।) অয়ে, অয়ং প্রতিরবভরিতকন্দরানন্দিতোৎকণ্ঠনীলকণ্ঠকলকেকানুবন্ধিনাং মন্দ্রহুংকৃতেন মামনুমনাতে যাবদভ্যর্থয়ে । ভগবন্‌ জীমূত,
দৈবাৎ পশ্যোর্জগতি বিচরন্‌ মৎপ্রিয়াং মালতীং চে-
দাশ্বাস্যাদৌ তদনু কথয়েৰ্মাধবীয়ামবস্থাম্‌ ।
আশাতন্তুর্ন চ কথয়তাত্যন্তমুচ্ছেদনীয়ঃ
প্রাণত্রাণং কথমপি করোত্যায়তাক্ষ্যাঃ স একঃ ॥ ২৬ ॥
(সহর্ষম্‌ ।) অয়ে, প্রচলিতঃ । তদন্যতঃ সম্ভায়ামি । (ইতি পরিক্রামতি ।)

মকরন্দঃ—(সোদ্বেগম্‌ ।) কথমিদানীমুন্মাদোপরাগ এব মাধবেন্দুমাস্কন্দতি । হা তাত, হা অম্ব, হা ভগবতি, পরিত্রায়স্ব মাম্‌ । পশ্য মাধবস্যাবস্থাম্‌ ।

মাধবঃ—ধিক্‌ প্রমাদঃ ।
নবেষু লোধ্রপ্রসবেষু কান্তি-
র্দৃশঃ কুরঙ্গেষু গতং গজেষু ।
লতাসু নম্রত্বমিতি প্রমথ্য
ব্যক্তং বিভক্তা বিপিনে প্রিয়া মে ॥ ২৭ ॥
হা প্রিয়ে মালতি ।

মকরন্দঃ— সুহৃদি গুণনিবাসে প্রেয়সি প্রাণনাথে
কথমিব সহপাংসুক্রীড়নপ্রোঢ়সখ্যে ।

প্রিয়জনবিরহাধিব্যাধিখেদং দধানে
হতহৃদয় বিদীর্য ত্বং দ্বিধা ন প্রয়াসি ॥ ২৮ ॥

মাধবঃ—সুলভানুকারঃ খলু জগতি বেধসো নির্মাণসন্নিবেশঃ। ভবত্বেবং তাবৎ। (উচ্চৈঃ) অয়মহং ভোঃ (প্রণিপত্য) ভূধরারণ্যবাসিনঃ সত্ত্বান্ বিজ্ঞাপয়ামি। মুহূর্তমবধানদানেন মামনুগৃহ্নন্তু ভবন্তঃ।

ভবদ্ভিঃ সর্বাঙ্গপ্রকৃতিরমণীয়া কুলবধূ-
রিহস্থৈর্দৃষ্টা বা বিদিতমথবাস্যাঃ কিমভবৎ।
বয়োঽবস্থাং তস্যাঃ শৃণুত সুহৃদো যত্র মদনঃ
প্রগল্ভব্যাপারশ্চরতি হৃদি মুগ্ধশ্চ বপুষি ॥ ২৯ ॥

কষ্টং ভোঃ।

কেকাভির্নীলকণ্ঠস্তিরয়তি বচনং তাণ্ডবাদুচ্ছিখণ্ডঃ
কান্তামন্তঃপ্রমোদাদভিসরতি মদভ্রান্ততারশ্চকোরঃ।
গোলাঙ্গুলঃ কপোলং ছুরয়তি রজসা কৌসুমেন প্রিয়ায়াঃ
কং যাচে যত্র তত্র ধ্রুবমনবসরগ্রস্ত এবার্থিভাবঃ ॥ ৩০ ॥

অয়ং চ।

দন্তচ্ছদারুণিমরঞ্জিতদন্তমাল-
মুন্নম্য চুম্বতি বলীবদনঃ প্রিয়ায়াঃ।
কাম্পিল্যকপ্রসবপাটলগণ্ডপালি-
পাকারুণস্ফুটিতদাড়িমকান্তি বক্ত্রম্ ॥ ৩১ ॥

অয়ং চ রোহিণানোকহস্কন্ধবিশ্রান্তকণ্ঠঃ করী। কথমত্রাপ্যনবসরঃ।

কণ্ডূকূড্মলিতেক্ষণাং সহচরীং দন্তস্য কোট্যা লিখন্
পর্যায়ব্যতিকীর্ণকর্ণপবনৈরাহ্লাদিভির্বীজয়ন্।
জগ্ধার্ধৈর্নবসল্লকীকিসলয়ৈরস্যাঃ স্থিতিং কল্পয়-
ন্নন্যো বনমতঙ্গজঃ পরিচয়প্রাগল্ভ্যমভ্যস্যতি ॥ ৩২ ॥

(অন্যতো বিলোক্য) অয়ং তু

নান্তর্বর্ধয়তি ধ্বনৎসু জলদেষ্বামন্দ্রমুদ্গর্জিতং
নাসন্নাংসরসঃ করোতি কবলানাবর্জিতৈঃ শৈবলৈঃ।
দানজ্যানিবিষাদমুকমধুপব্যাসঙ্গদীনাননো
নূনং প্রাণসমাবিয়োগবিধুরঃ স্তম্বেরমস্তাম্যতি ॥ ৩৩ ॥

অলমনেনাপ্যায়াসিতেন। (সানন্দম্) এষ সানন্দসহচরীসমাকর্ণ্যমানমধুরগম্ভীরকণ্ঠগর্জিতধ্বনিরপরোঽপি মত্তমাতঙ্গবর্গপালকঃ প্রত্যগ্রবিকসিতকদম্বসংবাদিসুরভিশীতলামোদবহুলসংবলিতমাংসলকপোলনিষ্যন্দকর্দমিততীরং সমুদ্ধুতকমলিনীখণ্ডপ্রকীর্ণকেসরমৃণালকন্দাঙ্কুরনিকরমনবরতপ্রবৃত্তকমনীয়কর্ণতালতাণ্ডবপ্রচলকর্ণজর্জরিততরলতরঙ্গবিততনীহারবিত্রস্তকুররসারসং সরোঽবগাহ্য ক্রীড়তি। ভবতু। এনমাভাষে। মহাভাগ নাগপতে, শ্লাঘ্যযৌবনঃ খল্বসি। কান্তানুবৃত্তিচাতুর্যমপ্যস্তি ভবতঃ। (সাপবাদম্)

লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতাঃ
পুষ্যৎপুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডূষসংক্রান্তয়ঃ।

সেকঃ শীকরিণা করেণ বিহিতঃ কামং বিরামে পুন-
র্ন স্নেহাদনরালনীলনলিনীপত্রাতপত্রং ধৃতম্ ॥ ৩৪ ॥

কথমবধীরণানীরসং ব্রজতি। হন্ত, মূঢ় এবাস্মি, যোঽস্মিন্ বনচরেঽপি বয়স্যমকরন্দোচিতং ব্যাহরামি। হা প্রিয়বয়স্য মকরন্দ,

ধিগুচ্ছ্বসিতবৈশসং মম যদিত্থমেকাকিনো
ধিগেব রমণীয়স্তনুমবাদ্ বৃথাভাবিনঃ।
ত্বয়া সহ ন যন্তয়া চ দিবসঃ স বিধ্বংসতাং
প্রমোদমৃগতৃষ্ণিকাং ধিগপরত্র কামানৃষু ॥ ৩৫ ॥

মকরন্দঃ—অয়ে, উন্মাদমোহান্তরিতোঽপি মাং প্রতি কুতশ্চিদ্ব্যঞ্জকাৎ প্রবুদ্ধ এবাস্য সহজস্নেহসংস্কারঃ। তৎ সন্নিহিতমেব মাং মনুতে। (পুরতঃ স্থিত্বা) এষ পার্শ্বচর এব তে স মকরন্দো মন্দভাগ্যঃ।

মাধবঃ—হা প্রিয়বয়স্য, সম্ভাবয়। পরিষ্বজস্ব মাম্। প্রিয়াং মালতীং প্রতি তু নিরাশ এব সংবৃত্তোঽস্মি।

মকরন্দঃ—এষোঽহং সম্ভাবয়ামি জীবিতেশ্বরম্। (বিলোক্য সকরুণম্) কষ্টম্। কথমাবির্ভূতমৎপরিষ্বঙ্গোৎকণ্ঠ এব নিশ্চেতনঃ সংবৃত্তঃ। তৎ কৃতমিদানীং জীবিতাশাব্যসনেন। সর্বথা নাস্তি মে প্রিয়বয়স্য ইতি যুক্তঃ পরিচ্ছেদঃ। হা বয়স্য,

যৎস্নেহসংজ্বরবতা হৃদয়েন নিত্য-
মাবদ্ধবেপথু বিনাপি নিমিত্তযোগাৎ।
ত্বয্যাপদো গণয়তা ভয়মস্বভাবি
তৎ সর্বমেকপদ এব মম প্রণষ্টম্ ॥ ৩৬ ॥

অথবা বরং ত এব অতিক্রান্তা মুহূর্তাঃ, যেষু তথাবিধমপি ভবন্তং চেতয়মানমনুভূতবানস্মি। ইদানীং তু মম

ভারঃ কায়ো জীবিতং বজ্রকীলং
কাষ্ঠাঃ শূন্যা নিষ্ফলানীন্দ্রিয়াণি।
কষ্টঃ কালো মাং প্রতি ত্বৎপ্রয়াণে
শান্তালোকঃ সর্বতো জীবলোকঃ ॥ ৩৭ ॥

(বিচিন্ত্য) তৎ কিং নু মাধবোঽস্তময়সাক্ষিণা ভবিতব্যমিত্যতো জীবামি। তদস্মাদ্ গিরিশিখরাৎ পাটলাবত্যাং নিপত্য মাধবস্য মরণাগ্রেসরো ভবামি। (সকরুণং পরিবৃত্যাবলোক্য চ।) কষ্টম্।

তদেতদসিতোৎপলদ্যুতি শরীরমস্মিন্নভূ-
স্মমাপি দৃঢ়পীড়নৈরপি ন তৃপ্তিরালিঙ্গনৈঃ।
যদুল্লসিতবিভ্রমা বত নিপীতবত্যঃ পুরা
নবপ্রণয়বিভ্রমাকুলিতমালতীদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

হন্ত ভোঃ, একস্যাং তনাবেতাবতো গুণসমাহারস্য সন্নিবেশঃ কথমিবাভূৎ। সখে মাধব,

আপূর্ণশ্চ কলাভিরিন্দুরমলো যাতশ্চ রাহোর্মুখং
সঞ্জাতশ্চ ঘনাঘনো জলধরঃ শীর্ণশ্চ বায়োর্জবাৎ।

নিবৃত্তশ্চ ফলেগ্রহিদ্রুমবরো দগ্ধশ্চ দাবাগ্নিনা
ত্বং চূড়ামণিতাং গতশ্চ জগতঃ প্রাপ্তশ্চ মৃত্যোর্বশম্ ॥ ৩৯ ॥

তৎ পরিষ্বজে তাবেদবংগতমপি প্রিয়বয়স্যম্। অবিচ্ছিন্নেন সম্প্রত্যয়মেবার্থঃ। (পরিষ্বজ্য) হা বয়স্য, নির্মলকলানিধে পদ্মরাগ, হা মালতীস্বয়ংগ্রাহজীবিতেশ্বর, হা কামন্দকীমকরন্দানন্দজনক মাধব, মাধব এষ তে জন্মনো পশ্চিমঃ পশ্চিমাবস্থাপ্রার্থিতো মকরন্দবাহুপরিষ্বঙ্গঃ। সখে, সম্প্রতি মৃতেऽপি ত্বয়ি মকরন্দো জীবতীতি মৈব মংস্থাঃ। কুতঃ।

আ জন্মনঃ সহনিবাসিতয়া ময়ৈব
মাতুঃ পয়োধরপয়োঽপি সমং নিপীয়।
ত্বং পুণ্ডরীকমুখবন্ধুতয়া নিরস্ত-
মেকো নিবাপসলিলং পিবসীত্যযুক্তম্ ॥ ৪০ ॥

(সকরুণং বিমুচ্য। পরিক্রম্য) ইয়মধস্তাৎ পাটলাবতী। ভগবত্যাপগে,
প্রিয়স্য সুহৃদো যত্র মম তত্রৈব সম্ভবঃ।
ভূয়াদমুষ্য ভূয়োঽপি ভূয়াসমনুসঙ্গতঃ ॥ ৪১ ॥

(ইতি পতিতুমিচ্ছতি)

সোদামিনী—(প্রবিশ্য সহসা বারয়িত্বা) বৎস, কৃতং সাহসেন।

মকরন্দঃ—(বিলোক্য) অম্ব, কাসি। কিমর্থং ত্বয়াহং প্রতিষিদ্ধঃ।

সোদামিনী—আয়ুষ্মন্, কিং ত্বং মকরন্দঃ।

মকরন্দঃ—মুগ্ধে। স এবাস্মি মন্দভাগ্যঃ।

সোদামিনী—বৎস, যোগিন্যস্মি। মালতীপ্রত্যভিজ্ঞানং চ ধারয়ামি।

(বকুলমালাং দর্শয়তি)

মকরন্দঃ—(সোচ্ছ্বাসং সকরুণম্) অপি জীবতি মালতী।

সোদামিনী—অথ কিম্। বৎস, কিমত্যাহিতং মাধবস্য। যদনিষ্টং ব্যবসিতোঽসীত্যাকম্পিতাস্মি।

মকরন্দঃ—আর্যে, তমহং প্রমুগ্ধমেব বৈরাগ্যাৎ পর্যাজ্যাগতঃ। তদেহি। তূর্ণং সম্ভাবয়াবঃ।

(ত্বরিতং পরিক্রামতঃ)

মকরন্দঃ—(বিলোক্য) দিষ্ট্যা প্রত্যাপন্নচেতনো বয়স্যঃ।

সোদামিনী—সংবদত্যুভয়োর্মালতীনিবেদিতঃ শরীরাকারঃ।

মাধবঃ—(আশ্বস্য) অয়ে, প্রতিবোধিতবানস্মি কেনাপি। (বিচিন্ত্য) নূনমস্যায়ং নবজলধরপ্রভঞ্জনস্যানবেক্ষিতাস্মদবস্থো ব্যাপারঃ। ভগবন্ পৌরস্ত্য বায়ো,

ভ্রময় জলদানম্ভোগর্ভান্ প্রমোদয় চাতকান্
কলয় শিখিনঃ কেকোৎকণ্ঠান্ কঠোরয় কেতকান্।
বিরহিণি জনে মূর্ছাং লব্ধা বিনোদয়তি ব্যথা-
মকরুণ পুনঃ সংজ্ঞাব্যাধিং বিধায় কিমীহসে ॥ ৪২ ॥

মকরন্দঃ—সুবিহিতমনেনাখিলজন্তুজীবনেন মাতরিশ্বনা। অপি চ—

এতে কেতকসূনসৌরভজুষঃ পৌরপ্রগল্ভাঙ্গনা-
ব্যালোলালকবল্লরীবিলুঠনব্যাজোপভুক্তাননাঃ।

কিঞ্চোন্মিদ্রকদম্বকুড্মলপুটীধূলীলুঠৎষট্পদ-
ব্যাহব্যাহৃতিহারিণো বিরহিণঃ কর্ষন্তি বর্ষানিলাঃ ॥ ৪৩ ॥

মাধবঃ—দেব বায়ো, তথাপি ভবন্তমেবং প্রার্থয়ে ।

বিকসৎকদম্বনিকুরম্বপাংসুনা
সহ জীবিতং ঘটয় মে প্রিয়া যতঃ ।
অথবা তদঙ্গপরিবাসশীতলং
ময়ি কিঞ্চিদর্পয় ভবাংস্তু মে গতিঃ ॥ ৪৪ ॥

(কৃতাঞ্জলিঃ প্রণমতি)

সৌদামিনী—সুসমাহিতঃ খল্বভিজ্ঞানার্পণস্যাবসরঃ । (অঞ্জলৌ বকুলমালামর্পয়তি)

মাধবঃ— সাকূতং সহর্ষং সবিস্ময়ং চ) কথমিয়মস্মদ্বিরচিতা প্রিয়াস্তনোন্নাহদুর্ললিতমূর্তি-রনঙ্গমন্দিরাঙ্গনবকুলপাদপকুসুমমালা ! (সম্যঙ্নিরূপ্য) কঃ সন্দেহঃ । তথা হি স এবায়মস্যাঃ

মুগ্ধেন্দুসুন্দরতদীয়মুখাবলোক-
হেলাবিশৃঙ্খলকুতূহলনিহ্নবায় ।
দূর্বান্তপুষ্পরচিতোঽর্ধমি লবঙ্গিকায়া-
স্তোঽয়ং ততান দিশমর্ধখচিতো বিভাগঃ ॥ ৪৫ ॥

(সহর্ষোন্মাদমুত্থায়) চণ্ডি মালতি, ইয়ং বিলোক্যসে । (সকোপমিব) অয়ি মদবস্থানভিজ্ঞে

প্রয়ান্তীব প্রাণাঃ সুতনু হৃদয়ং ধ্বংসত ইব
জ্বলন্তীবাঙ্গানি প্রসরতি সমন্তাদিব তমঃ ।
ত্বরাপ্রস্তাবোঽয়ং ন খলু পরিহাসস্য বিষয়-
স্তদক্ষোরানন্দং বিতর ময়ি মা ভূরকরুণা ॥ ৪৬ ॥

(সর্বতো দৃষ্ট্বা সনির্বেদম্) কুতোঽত্র মালতী । (বকুলমালাং প্রতি) অয়ে প্রণয়িনী, পরমুপকারিণ্যসি ।

নিষ্প্রত্যাহাঃ প্রিয়সখি যদা দুঃসহা সম্বভূবু-
র্মোহোন্মাদব্যসনগুরবো মন্মথোন্মাদবেগাঃ ।
তস্মিন্ কালে কুবলয়দৃশস্ত্বৎসমাশ্লেষ এব
প্রাণত্রাণং প্রগুণমভবৎসংপরিষ্বঙ্গকল্পঃ ॥ ৪৭ ॥

(সকরুণং নিঃশ্বস্য)

আনন্দনানি মদনজ্বরদীপনানি
গাঢ়ানুরাগরসবন্তি তদা তদা চ ।
স্নেহাকরাণি মম মুগ্ধদৃশশ্চ কণ্ঠে
কষ্টং স্মরামি তব তানি গতাগতানি ॥ ৪৮ ॥

(হৃদয়ে নিধায় মূর্ছতি)

মকরন্দঃ—(উপসৃত্য সখে সমাশ্বসিহি ।

মাধবঃ – সমাশ্বস্য) মকরন্দ, কিং ন পশ্যসি কুতোঽপি সহসৈব মালতীস্নেহস্বহস্তস্যা লাভঃ । তৎ কথং মন্যসে কিমেতদিতি ।

মকরন্দঃ- ইয়মার্যা যোগীশ্বরস্য মালত্যভিজ্ঞানস্যোপনেত্রী ।

মাধবঃ—(সকরুণং কৃতাঞ্জলিঃ) আর্যে, প্রসীদ। কথয়, জীবতি মে প্রিয়া সা।
সৌদামিনী—বৎস, সমাশ্বসিহি। জীবতি সা কল্যাণী।
মাধবমকরন্দৌ—(সমুচ্ছ্বস্য) আর্যে, যদ্যেবং কথয় ক এষ বৃত্তান্ত ইতি।
সৌদামিনী—অস্তি পুরা করালায়তনেঽঘোরঘণ্টঃ কৃপাণপাণির্ব্যাপাদিতঃ।
মাধবঃ—(সাবেগম্) আর্যে, বিরম। জ্ঞাতো বৃত্তান্তঃ।
মকরন্দঃ—সখে, ক ইব।
মাধবঃ—কিমন্যৎ। সকামা কপালকুণ্ডলা।
মকরন্দঃ—আর্যে, অপ্যেবম্।
সৌদামিনী—এবং যথা নিবেদিতং বৎসেন।
মকরন্দঃ—ভোঃ, কষ্টম্।

কুমুদাকরেণ শরদিন্দুচন্দ্রিকা
যদি রামণীয়কগুণায় সংগতা।
সুকৃতং তদস্তু কতমস্ত্বয়ং বিধি-
র্যদকালমেঘবিততির্ব্যযুযুজৎ ॥ ৪৯ ॥

মাধবঃ—হা প্রিয়ে মালতি, কষ্টমতিবীভৎসমাপন্নাসি।

কথমপি তদাভবস্ত্বং কমলমুখি কপালকুণ্ডলাগ্রস্তা।
উৎপাতধূমরেখাক্রান্তেব কলা শশধরস্য ॥ ৫০ ॥

ভগবতি কপালকুণ্ডলে,

নির্মাণমেব হি তদা তব পালনীয়ং
মা পুতনাত্বমুপগাঃ শিবতাতিরেব।
নৈসর্গিকী সুরভিণঃ কুসুমস্য সিদ্ধা
মূর্ধ্নি স্থিতির্ন মুসলৈরবতাড়নানি ॥ ৫১ ॥

সৌদামিনী—বৎস, অলমাবেগেন।

অকরিষ্যদসৌ পাপমতিদুষ্করমেব সা।
নাভবিষ্যমহং তত্র যদি তৎপরিপন্থিনী ॥ ৫২ ॥

উভৌ—(প্রণম্য) অতিপ্রসন্নমার্যাপাদৈঃ। তৎকথয় কা পুনস্ত্বমস্মাকমেবংবিধো বন্ধুঃ।
সৌদামিনী—জ্ঞাস্যথ খল্বেতৎ। (উত্থায়) ইয়মিদানীমহং

গুরুচর্যাতপস্তন্ত্রযোগাভিযোগজাম্।
ইমামাকর্ষিণীং সিদ্ধিমাতনোমি শিবায় বঃ ॥ ৫৩ ॥

(সমাধবা নিষ্ক্রান্তা।)

মকরন্দঃ—আশ্চর্যম্।

ব্যতিকর ইব ভীমস্তামসোবৈদ্যুতশ্চ
ক্ষণমুপহতচক্ষুর্বৃত্তিরুদ্ভূয় শান্তঃ।

(বিলোক্য সভয়ম্)

কথমিব ন বয়স্যস্তৎকিমেতৎ কিমন্যৎ

(বিচিন্ত্য)

প্রভবতি হি মহিম্না স্বেন যোগীশ্বরীয়ম্ ॥ ৫৪ ॥

(সবিতর্কম্) কিময়মনর্থ ইতি সম্প্রতি মূঢ়োহস্মি। অপি চ--

অন্তোকবিস্ময়মবিস্মৃতপূর্ববৃত্ত-
মুদ্ভূতনূতনভয়জ্বরজর্জরং নঃ।
একক্ষণত্রুটিতসংঘটিতপ্রমোহ-
মানন্দশোকশবলত্বং সমুপৈতি চেতঃ ॥ ৫৫ ॥

তদত্র কান্তারাবসানে সহাস্মদ্বর্গেণ প্রবিষ্টাং ভগবতীমনুসৃত্য বৃত্তান্তমেনং কথয়ামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে নবমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × দশমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি কামন্দকী মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকা চ।)

কামন্দকী--(সকরুণং সাস্রম্) হা বৎসে মালতি, মদঙ্কালংকারিণি, ক্বাসি। দেহি মে প্রতিবচনম্।

আ জন্মনঃ প্রতিমুহূর্তবিশেষরম্যা-
ণ্যাচেষ্টিতানি তব সম্প্রতি তানি তানি।
চাটূনি চারুমধুরাণি চ সংস্মৃতানি
দেহং দহন্তি হৃদয়ং চ বিদারয়ন্তি ॥ ১ ॥

অপি চ। পুত্রি,

অনিয়তরুদিতস্মিতং বিরাজৎ
কতিপয়কোমলদন্তকুড্মলাগ্রম্।
বদনকমলকং শিশোঃ স্মরামি
স্খলদসমঞ্জসমুগ্ধজল্পিতং তে ॥ ২ ॥

ইতরে--(সাস্রম্) হা পিঅসহি, সুপসণ্ণমুহচন্দসুন্দরি, কহিং গদাসি। কো দে সরীরস্স দেব্বদুব্বিলাসপরিণামো একাকিণীএ উবণদো। হা মহাভাঅ, মাহব, উদিঅত্থমিদমহূসবো দে জীঅলোও সুংবুত্তো। (হা প্রিয়সখি, সুপ্রসন্নমুখচন্দ্রসুন্দরি, ক্ব গতাসি। কস্তে শরীরস্য দৈবদুর্বিলাসপরিণাম একাকিন্যা উপনতঃ। হা মহাভাগ মাধব, উদিতাস্তমিতমহোৎসবস্তে জীবলোকঃ সংবৃত্তঃ।)

কামন্দকী--(সবিশেষখেদম্) হা বৎসৌ,

অভিনবরাগরসোঽয়ং ভবতোঃ কৃতকৌতুকঃ পরিষ্বঙ্গঃ।
লবলীলবঙ্গয়োরিব নিয়তিমহাবাত্যয়াভিহতঃ ॥ ৩ ॥

লবঙ্গিকা--(সোদ্বেগম্) হদাস, বজ্জমঅহিঅঅ, সব্বহা ণিসংসেসি। (ইতি হৃদয়মাহত্য পততি) (হতাশ, বজ্রময়হৃদয়, সর্বথা নৃশংসমসি)

মদয়ন্তিকা--সহি লবঙ্গিএ, ণং ভণামি ক্খণমেবং বি দাব সমস্সস। (সখি লবঙ্গিকে, ননু ভণামি ক্ষণমাত্রমপি তাবৎ সমাশ্বসিহি।)

লবঙ্গিকা--মদঅন্তিএ, কিং করেমি। দিঢবজ্জসোবপডিবন্ধণিচ্চলং বিঅ জীবিদং মং ণ

পরিচ্চঅদি। (মদয়ন্তিকে, কিং করোমি। দৃঢ়বজ্রলেপপ্রতিবন্ধনিশ্চলমিব জীবিতং মাং ন পরিত্যজতি।)

কামন্দকী–বৎসে মালতি, জন্মনঃ প্রভৃতি বল্লভতরা তে লবঙ্গিকা। তৎ কিমুজ্‌জীহান-জীবিতাং নানুকম্পসে। ইয়ং হি

উজ্জ্বলালোকয়া স্নিগ্ধা ত্বয়া ত্যক্তা ন রাজতে।
মলীমসমুখী বর্তিঃ প্রদীপশিখয়া যথা ॥ ৪ ॥

কথং ত্বং কল্যাণি, কামন্দকীং ত্যজসি। নন্বকরুণে, মদীয়চীবরাঞ্চলোষ্মণৈব তে প্রগুণিতান্যঙ্গানি।

স্তন্যত্যাগাৎ প্রভৃতি সুমুখী দন্তপাঞ্চালিকেব
ক্রীড়াযোগং তদনু বিনয়ং প্রাপিতা বর্ধিতা চ।
লোকশ্রেষ্ঠে গুণবতি বরে স্থাপিতা ত্বং ময়ৈব
স্নেহো মাতুর্ময়ি সমধিকস্তেন যুক্তস্তবাপি ॥ ৫ ॥

(সবৈক্লব্যম্।) হা চন্দ্রমুখি, সম্প্রতি নিরাশাস্মি সংবৃত্তা।

অকারণস্মেরমনোহরাননঃ শিখাললাটার্পিতগৌরসর্ষপঃ।
তবাঙ্কশায়ী পরিবৃত্তভাগ্যয়া ময়া ন দৃষ্টস্তনয়ঃ স্তনন্ধয়ঃ ॥ ৬ ॥

লবঙ্গিকা–ভঅবদি, পসীদ। ণিস্সহম্হি জীবিদুব্বহণে। সাহং ইমাদো গিরিপ্পাদাদো অত্তাণং অবধুণিঅ ণিব্বুত্তা ভবিস্সং। তহ মে ভঅবদী আসিসং করেদু, জেণ জম্মন্তরে বি দাব পিঅসহিং পেক্খিস্সং। (ভগবতী, প্রসীদ। নিঃসহাস্মি জীবিতোদ্বহনে। সাহমস্মাদ্গিরিপ্রপাতাদাত্মানমবধূয় নিবৃত্তা ভবিষ্যামি। তথা মে ভগবত্যাশিষঃ করোতু, যেন জন্মান্তরেঽপি তাবৎ প্রিয়সখীং প্রেক্ষিষ্যে।)

কামন্দকী–ননু লবঙ্গিকে, কামন্দক্যপি নাতঃপরং বৎসাবিয়োগেন জীবিষ্যতি। সমশ্চায়-মুৎকণ্ঠাবেগ আবয়োঃ। কিন্তু–

সংগমঃ কর্মণাং ভেদাদ্‌যদি ন স্যান্ন নাম সঃ।
প্রাণানাং তু পরিত্যাগে সন্তাপোপশমঃ ফলম্ ॥ ৭ ॥

লবঙ্গিকা–জহ তুম্হে আণবেধ। (ইত্যুত্তিষ্ঠতি।) (যথা যূয়ম্ আজ্ঞাপয়থ।)

কামন্দকী–(সদয়ং বীক্ষ্য।) বৎসে মদয়ন্তিকে।

মদয়ন্তিকা–কিং আণবেধ। অগ্গেসরীহোহি ত্তি। অবহিদম্হি। (কিম্ আজ্ঞাপয়থ। অগ্রেসরীভবেতি। অবহিতাস্মি।)

লবঙ্গিকা–সহি, পসীদ। বিরম এত্তো অত্তণো বাবাদণাদো। মা অ এণং জণং বিসুমরেসি। (সখি, প্রসীদ। বিরমৈতস্মাদ্ আত্মনো ব্যাপাদনাৎ। মা চৈনং জনং বিস্মরিষ্যসি।)

মদয়ন্তিকা–(সকোপমিব।) অপেহি। ণম্হি দে বসংবদা। (অপেহি। নাস্মি তে বশংবদা।)

কামন্দকী–হন্ত, নিশ্চিতং বরাক্যা।

মদয়ন্তিকা–(স্বগতম্।) ণাহ মঅরন্দ, ণমো দে। (নাথ মকরন্দ, নমস্তে।)

লবঙ্গিকা–ভঅবদি, অঅং জেব্ব, মহুমদীসোত্তসংদাণিদপবিত্তমেহলো মহীহরবিটঙ্কো। (ভগবতি, অয়মেব মধুমতীস্রোতঃসন্দানিতপবিত্রমেখলো মহীধরবিটঙ্কঃ।)

কামন্দকী—কৃতমিদানীং প্রস্তুতান্তরায়েণ।

(সর্বাঃ পতিতুমিচ্ছন্তি।)

(নেপথ্যে।)

আশ্চর্যম্—

ব্যতিকর ইব ভীমস্তামসো বৈদ্যুতশ্চ

ক্ষণমুপহতচক্ষুর্বৃত্তিরুদ্ভূয় শান্তঃ।

কামন্দকী (বিলোক্য স অদ্ভুতহর্ষম্।)

কথমিহ মম বৎসস্তৎকিমেতৎ

মকরন্দঃ—(প্রবিশ্য।)

কিমন্যৎ—

প্রভবতি হি মহিম্না স্বেন যোগীশ্বরীয়ম্ ॥ ৮ ॥

(নেপথ্যে।)

কথমতিদারুণো জনাবমর্দঃ সম্প্রবর্ততে।

মালত্যপায়মধিগম্য বিরক্তচেতাঃ

সাংসারিকেষু বিষয়েষু চ জীবিতে চ।

নিশ্চিত্য বহ্নিপতনায় স ভূরিবসু-

র্মাভূদিতি ভূরিবসুরিত্যেধুনা হতাঃ স্মঃ ॥ ৯ ॥

মদয়ন্তিকালবঙ্গিকে—দিট্ঠিআ মালতীমাহবাণং দংসণং ভূদত্ত ঝত্তি অচ্চাহিদং অ। (ঝটিতি মালতীমাধবয়োর্দর্শনাভ্যুদয়ো ঝটিতি ত্যাহিতং চ।)

কামন্দকীমকরন্দৌ—দিষ্ট্যা। কষ্টং ভোঃ আশ্চর্যম্।

কিময়মসিপদচন্দনরসাচ্ছটাসারযুগপদবপাতঃ।

অনলস্ফুলিঙ্গকলিতঃ কিময়মনভ্রঃ সুধাবর্ষঃ ॥ ১০ ॥

সঞ্জীবনৌষধিবিষব্যতিকরমালোকতিমিরসম্ভেদম্।

অদ্য বিধিরশনিশশধরময়ূখসম্বলনমনুকুরুতে ॥ ১১ ॥

(নেপথ্যে।)

হা তাদ, বিরম। উসুঅম্হি দে বঅণকমলদংসণস্স। পসীদ. সংভাবেহি মং। কহং মম কারণাদো সমত্থলোআলোআন্তরালবিক্খণ্ডণিম্মলেক্কমঙ্গলপ্পদীবভূদং অত্তাণং পরিচ্চঅসি। মএ উণ অলজ্জাএ নিরণুক্কোসাএ তুম্হে পরিচ্চত্তা। (হা তাত. বিরম। উৎসুকাস্মি তে বদনকমলদর্শনস্য। প্রসীদ। সম্ভাবয় মাম্। কথং মম কারণাৎ সমস্তলোকালোকান্তরালবিষ্কম্ভনির্মলৈকমঙ্গলপ্রদীপভূতমাত্মানং পরিত্যজসি। ময়া পুনরলজ্জয়া নিরনুক্রোশয়া যূয়ং পরিত্যক্তাঃ।)

কামন্দকী—হা বৎসে, মালতি !

জন্মান্তরাদিব পুনঃ কথমপি লব্ধাসি যাবদয়মপরঃ।

উপরাগ ইব শশিকলাং কবলয়িতুমুপস্থিতোঽনর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইতরে—হা পিঅসহী। (হা প্রিয়সখি।)

(ততঃ প্রবিশতি মূর্চ্ছিতাং মালতীং ধারয়ন্ মাধবঃ।)

মাধবঃ—কষ্টং ভোঃ।

এষা প্রবাসং কথমপ্যতীত্য যাতা পুনঃ সংশয়মন্যথৈব।
কো নাম পাকাভিমুখস্য জন্তোর্দ্বারাণি দৈবস্য পিধাতুমীষ্টে ॥ ১৩ ॥

মকরন্দঃ–সখে, অথ ক্ব সা যোগিনী।

মাধবঃ– শ্রীপর্বতাদিহাহং সত্বরমপতং তয়ৈব সহ সদ্যঃ।
করুণবনেচরবচনাদন্তরিতাং তাং ন পশ্যামি ॥ ১৪ ॥

কামন্দকীমকরন্দৌ–মহাভাগে, পুনঃ পরিত্রায়স্ব নঃ। কিমর্থমন্তর্হিতাসি।

মদয়ন্তিকালবঙ্গিকে–সহি মালদী, ণং ভণামি সহি মালদি ত্তি। (সোৎকম্পম্।) ভঅবদি, পরিত্তাহি। চিরণিরুম্ধণিস্সাসণিচ্ছলং সে হিঅঅং। হা অমচ্চ, হা পিঅসহি, তুম্হে দুবে বি পরম্পরাবসাণস্স কারণং জাদা। (সখি মালতি, ননী ভণামি সখি মালতীতি। ভগবতী, পরিত্রায়স্ব। চিরনিরুদ্ধনিঃশ্বাসনিশ্চলমস্যা হৃদয়ম্। হা অমাত্য, হা প্রিয়সখি, যুবাং দ্বাবপি পরস্পরাবসানস্য কারণং জাতৌ।)

কামন্দকী–হা বৎসে মালতি।

মাধবঃ–হা প্রিয়ে মালতি।

মকরন্দঃ–হা প্রিয়সখি।

(সর্বে মোহমুপগম্য পুনঃ সংজ্ঞাং লভন্তে।)

কামন্দকী–তৎ কিম্ এষ ঝটিতি পাট্যমানাদিবাম্বুদাদম্বুনিবহঃ পরিস্খলন্নস্মান্ প্রীণয়তি।

মাধবঃ–(সোচ্ছ্বাসম্।) অয়ে, প্রত্যাপন্নচেতনেব মালতী। তথাহ্যস্যাঃ–

ভবতি বিততশ্বাসোন্নাহপ্রনুন্নপয়োধরং
হৃদয়মপি চ স্নিগ্ধং চক্ষুর্নিজপ্রকৃতৌ স্থিতম্।
তদনু বদনং মূর্ছাচ্ছেদাৎ প্রসাদি বিরাজতে
পরিগতমিব প্রারম্ভেঽহ্নঃ শ্রিয়া সরসীরুহম্ ॥ ১৫ ॥

(নেপথ্যে।)

অবিগণয্য নৃপং সহনন্দনং চরণয়োর্নতমগ্নিচয়ে পতন্।
সপদি ভূরিবসুর্বিনিবর্তিতো মম গিরা গুরুসম্মদবিস্ময়ঃ ॥ ১৬ ॥

মাধবমকরন্দৌ–ভগবতি, দিষ্ট্যা বর্ধসে।

সা যোগিনীয়মতিরয়বিঘটিতজলদাভ্যুপৈতি নো যস্যাঃ।
বাগমৃতজলাসারো জলদজলাসারমতিশেতে ॥ ১৭ ॥

কামন্দকী–প্রিয়ং নঃ।

মালতী–দিট্ঠিআ চিরস্য পচ্চুজ্জীবিদম্হি। (দিষ্ট্যা চিরস্য প্রত্যুজ্জীবিতাস্মি।)

কামন্দকী–(সহর্ষবাষ্পম্।) এহ্যেহি পুত্রি।

মালতী–হা কহং ভঅবদী। (ইতি পাদয়োর্নিপততি।) হা কথং ভগবতী।)

কামন্দকী–(উত্থাপ্যালিঙ্গ্য মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায়।)

জীব জীবিতসমায় জীবিতং দেহি জীবতু সুহৃজ্জনশ্চ তে।
অঙ্গকৈস্তুহিনসঙ্গশীতলৈঃ পুত্রি মাং প্রিয়সখীং চ জীবয় ॥ ১৮ ॥

মাধবঃ–বয়স্য মকরন্দ, সম্প্রত্যুপাদেয়ো মাধবস্য জীবলোকঃ সংবৃত্তঃ।

মকরন্দঃ–(সহর্ষম্।) এবমেবৈতৎ।

ইতরে–পিঅসহি, মণোরহাতিক্কান্তদংসণে, সংভাবেহি অম্হে পরিস্সঙ্গেণ। (প্রিয়সখি, মনোরথাতিক্রান্তদর্শনে, সম্ভাবয়াস্মান্ পরিষ্বঙ্গেণ)

মালতী–হা পিঅসহিও। (ইত্যুভে অলিঙ্গতঃ।) (হা প্রিয়সখ্যৌ।)

কামন্দকী–বৎসৌ, কিমেতৎ।

মাধবমকরন্দৌ- ভগবতী,

কপালকুণ্ডলাকোপিদ্‌র্জাতজনিতাপদঃ।
বয়মভ্যুদ্ধৃতাঃ কৃচ্ছ্রান্নির্বন্ধাদার্যয়ানয়া ॥ ১৯ ॥

কামন্দকী–কথমঘোরঘণ্টবধবিজৃম্ভিতমেতৎ।

লবঙ্গিকামদয়ন্তিকে–অহো অচ্চরিঅং। পুণরুত্তদারুণস্স পরিণামরমণিজ্জত্তণং বিহিণো।
(অহো আশ্চর্যম্। পুনরুক্তদারুণস্য পরিণামরমণীয়ত্বং বিধেঃ।)

সৌদামিনী–(প্রবিশ্য।) ভগবতি, স এষ চিরন্তনোঽন্তেবাসী জনঃ প্রণমতি।

কামন্দকী–অয়ে, ভদ্রম্। সৌদামিনী।

মাধবমকরন্দৌ- কথমিয়ং সা ভগবত্যাঃ পক্ষপাতস্থানমাদ্যশিষ্যা সৌদামিনী। যতঃ সর্বমধুনা সংগচ্ছতে।

কামন্দকী–

এহ্যেহি ভূরিবসুজীবিতদানপুণ্য-
সম্ভারধারিণি চিরাদসি হন্ত দৃষ্টা।
হৃত্তপ্রমোদমভিনন্দয় মে শরীর-
মালিঙ্গ্য সৌহৃদনিধে বিরম প্রণামাৎ ॥ ২০ ॥

অপি চ।

বন্দ্যা ত্বমেব জগতঃ স্পৃহণীয়সিদ্ধি-
রেবংবিধৈর্বিলসিতৈরতিবোধিসত্ত্বৈঃ।
যস্যাঃ পুরা পরিচয়প্রতিবন্ধবীজ-
মুদ্ভূতভূরিফলশালি বিজৃম্ভিতেন ॥ ২১ ॥

মদয়ন্তিকালবঙ্গিকে-ইঅং সা অজ্জা সোদামিণী।

(ইয়ং সার্যা সৌদামিনী।)

মালতী–বাঢ়ম্। ইমাএ ক্খু ভঅবদীসংবন্ধপকৃখবাদিণীএ ণিব্ভচ্ছিঅ কবালকুণ্ডলং অত্তণো আবসহং উবণীঅ সিদম্হি। কিং অ কেসরাবলীসাভিণ্ণাণহত্থাত্র ইহ আগত্তুণ সব্বেতুমেহ সংধারিদা। (বাঢ়ম্। অনয়া খলু ভগবতীসম্বন্ধপক্ষপাতিন্যা নির্ভৎস্য কপালকুণ্ডলামাত্মন আবসথমুপনীয়াশ্বাসিতাস্মি। কিঞ্চ কেসরাবলীসাভিজ্ঞানহস্তয়েহাগত্য সর্বে যূয়ং সন্ধারিতাঃ।)

ইতরাঃ–সুপ্পসন্না ণো কণিট্‌ঠা ভঅবদী। (সুপ্রসন্না নঃ কনিষ্ঠা ভগবতী।)

মকরন্দমাধবৌ–অহো নু খলু ভোঃ।

অপি চিন্তামণিশ্চিন্তাপরিশ্রমমপেক্ষতে।
ইদং ত্বচিন্তিতং মন্যে কৃতমাশ্চর্যমার্যয়া ॥ ২২ ॥

সৌদামিনী–(স্বগতম্।) হন্ত, লজ্জয়তি মামত্যন্তসৌজন্যমেতেষাম্। (প্রকাশম্।) ভগবতি, এতৎপ্রহৃষ্টনন্দনাভিনন্দিতেন রাজ্ঞা পদ্মাবতীশ্বরেণ ভূরিবসোঃ প্রত্যক্ষমভিলিখ্য পত্রমায়ুষ্মতো মাধবস্য প্রেষিতম্। (লেখ্যমর্পয়তি।)

কামন্দকী–(গৃহীত্বা বাচয়তি।) 'স্বস্ত্যস্তু বঃ। পরমেশ্বরঃ সমাজ্ঞাপয়তি যথা,

শ্লাঘ্যানাং গুণিনাং ধুরি স্থিতবতি শ্রেষ্ঠান্বয়ায়ে ত্বয়ি
প্রত্যস্তব্যসনে মহীয়সি পরং প্রীতোঽস্মি জামাতরি।
তেনেয়ং মদয়ন্তিকাপি ভবতঃ প্রীত্যৈ তব প্রেয়সে
মিত্রায় প্রথমানুরাগঘটিতাপ্যস্মাভিরুৎসৃজ্যতে ॥ ২৩ ॥

(মাধবমুদ্দিশ্য সহর্ষম্।) বৎস, শ্রূয়তাম্।

মাধবঃ–শ্রুতম্। ইদানীং সর্বথা কৃতার্থোঽস্মি।

মালতী–দিট্‌ঠিআ এদং বি দাব অবগদং হিঅঅস্স সঙ্কাসল্লং। (দিষ্ট্যা এতদপি তাবদপগতং হৃদয়স্য শঙ্কাশল্যম্।)

লবঙ্গিকা–সংপদং ণিরবসেসং পূরিআ মাহবসিরিণো মণোরহা। (সাম্প্রতং নিরবশেষং পূরিতাঃ শ্রীমাধবস্য মনোরথাঃ।)

মকরন্দঃ–(পুরোঽবলোক্য।) কথমবলোকিতাবুদ্ধরক্ষিতে কলহংসশ্চ দূরতঃ সমাগতানস্মান্ বীক্ষ্য তত্রৈব হর্ষনির্ভরং নৃত্যন্ত ইত এবাগচ্ছন্তি।)

(ততঃ প্রবিশতোঽবলোকিতাবুদ্ধরক্ষিতে কলহংসশ্চ।)

তে–(বিবিধং নৃত্তং কৃত্বা সর্বে উপসৃত্য সপ্রমাণং কামন্দকীং প্রতি।) অঅ ভঅবদি কজ্জণিহাণে। (মাধবং প্রতি।) জঅ মঅরন্দণন্দণ মাহব পুণ্ণচন্দ, দিট্‌ঠিআ বড়্‌ঢসি। (জয় ভগবতি কার্যনিধানে। জয় মকরন্দনন্দন মাধব পূর্ণচন্দ্র, দিষ্ট্যা বর্ধসে।

(সর্বে সস্মিতং পশ্যন্তি।)

লবঙ্গিকা–তদীঅকজ্জং বি অ এতস্সিং সংপূরিদম্। অদো সব্বপপআরমহূসবে ণচ্চই। (তদীয়কার্যমপি চৈতস্মিন্ সম্পূর্ণম্। অতঃ সর্বপ্রকারমহোৎসবে নৃত্যতি।)

কামন্দকী–এবমেতৎ। অস্তি বা কুতশ্চিদেবম্ভূতং মহাদ্ভুতং বিচিত্ররমণীয়োজ্জ্বলং প্রকরণম্।

সৌদামিনী–ইদমত্র রামণীয়কং যদমাত্যভূরিবসুদেবরাতয়োশ্চিরাৎসম্পূর্ণোঽয়মিতরেতরাপত্যসম্বন্ধরূপো মনোরথঃ।

মালতী–(স্বগতম্।) তং কহং বিঅ। তৎ কথমিব।)

মকরন্দমাধবৌ–(সকৌতুকম্।) ভগবতি, অন্যথা বস্তু প্রবৃত্তম্, অন্যথা বচনপর্যায়ঃ।

লবঙ্গিকা–(জনান্তিকম্।) ভঅবদি. কিং পড়িবজ্জিদব্বং। (ভগবতি, কিং প্রতিপত্তব্যম্।)

কামন্দকী–(স্বগতম্।) সম্প্রতি মদয়ন্তিকাসম্বন্ধেন নন্দনাবগ্রহাৎ প্রত্যস্তশঙ্কাঃ খলু বয়ম্। (প্রকাশম্।) বৎসৌ, ন খল্বন্যথা বস্তু প্রবৃত্তম্, অন্যথা বচনমস্যাঃ। যতঃ শ্রাবকাবস্থায়ামস্মৎসৌদামিনীসমক্ষং তয়োঃ প্রবৃত্তেয়ং প্রতিজ্ঞাবাভ্যামপত্যসম্বন্ধঃ কর্তব্য ইতি। প্রধানপ্রকৃতিকোপশ্চৈবং পরিহৃতঃ।

মালতী–অহো সংবরণম্। (অহো সংবরণম্।)

মকরন্দমাধবৌ–(সাশ্চর্যম্।) জয়ন্তি খলু মহতাং বিসংবাদিন্যঃ প্রত্যায়িন্যঃ কল্যাণা নীতয়ঃ।

কামন্দকী–বৎস,

যৎপ্রাগেব মনোরথৈর্বৃতমভূৎ কল্যাণমায়ুষ্মতো-
স্তৎপুণ্যৈর্মদুপক্রমৈশ্চ ফলিতং ক্লেশৈশ্চ মচ্ছিষ্যয়োঃ!

নিষ্ক্রান্তশ্চ সমাগমোঽপি বিহিতস্ত্বৎপ্রেয়সঃ কান্তয়া
সম্প্রীতৌ নৃপনন্দনৌ যদপরং প্রেয়স্তদপ্যুচ্যতাম্ ॥ ২৪ ॥

মাধবঃ-(সহর্ষম্ ।) অতঃপরং মম প্রিয়মস্তি তথাপীদমস্তু ভরতবাক্যম্—

শিবমস্তু সর্বজগতাং পরহিতনিরতা ভবন্তু ভূতগণাঃ ।
দোষাঃ প্রয়ান্তু শান্তিং সর্বত্র সুখী ভবতু লোকঃ ॥ ২৫ ॥

কামন্দকী এবমস্তু ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে ।)

ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে দশমোঽঙ্কঃ ।